মার্কণ্ডেয়পুরাণম্

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস

প্রণীত

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন

কর্তৃক সম্পাদিত

তস্যাত্মজ

ডঃ শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

কর্তৃক পরিশোধিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ:
আষাঢ়, ১৩৬৬

প্রকাশক: শ্রীরণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
মুদ্রাকর: বপ্পা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২, রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা-৯

॥ উপক্রমণিকা ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মহাপুরাণের অন্তর্গত। পুরাণের মধ্যেই যে সকল মহাপুরাণের তালিকা পাওয়া যায় তাহাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণের তালিকায় মার্কণ্ডেয়কে সপ্তম স্থান দেওয়া হয়েছে (তৃতীয়াংশে ষষ্ঠ অধ্যায়)। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুপুরাণ ও কূর্মপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মার্কণ্ডেয়পুরাণ যে মহাপুরাণের অন্তর্গত ইহা দেখাইয়াছেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের মধ্যেই চণ্ডীগ্রন্থ বা দেবী মাহাত্ম্য পূর্ণ সপ্তশতী গ্রন্থ স্থান পাইয়াছে। ইহা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পঠিত হইয়া থাকে; বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য সকল সম্প্রদায়ই চণ্ডীগ্রন্থ পাঠ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। শারদীয়া পূজা, এমনকি বাসন্তী পূজার সময়েও চণ্ডীপাঠ উক্ত পূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। শারদীয়া পূজায় নবরূপ পাঠ ত' হইয়াই থাকে, ইহা ব্যতীত যাঁহাদের নবম্যাদি কল্প অর্থাৎ কৃষ্ণা নবমী হইতে শুক্লানবমী পর্য্যন্ত ১৫ দিন ধরিয়া শারদীয়া পূজার উৎসব অনুষ্ঠান হয়, তাঁহারা ১৫ দিন প্রত্যহ এক একরূপ অর্থাৎ ১৫ রূপ চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকেন। এই চণ্ডীগ্রন্থ, মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ অধ্যায় হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পূজ্যপাদ মদীয় পিতৃদেব (আচার্য্য ৺পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়) চণ্ডী গ্রন্থের দেবীভাষ্য রচনা করিতে করিতে শাক্তদর্শনের সন্ধান পাইয়াছিলেন। শাক্তদর্শন নামে কোন দর্শন প্রস্থান সর্বদর্শন-সংগ্রহ কিংবা দর্শন সমুদয় গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন শাক্তদর্শনে সর্বদর্শনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বাহ্যজগতের বাস্তবতা স্বীকৃতি, শাক্তদর্শনে তাহা মান্য করা হইয়াছে। সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই; শাক্তদর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সম্মিলিত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ শাক্তদর্শনে গৃহীত হইয়াছে, তাই চণ্ডীতে বলা হইয়াছে 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'—আমিই একমাত্র জগতে বিরাজমানা হইয়া আছি, আমি ভিন্ন আর কেহই নাই। শাক্তদর্শনে চিৎ ও অচিৎ উভয় পদার্থ সম্মিলিত হইয়া আছেন—তিনিই শক্তি তিনিই ব্রহ্ম। তন্ত্রশাস্ত্রে ব্রহ্মময়ী শক্তির স্বরূপ বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, তিনি চণকাকৃতি; চণক (ছোলা) যেমন দুইটি দানাকে ধারণ করিয়া একটি আবরণাবৃত হইয়া একত্বের প্রকাশক হয়, তেমনিই চিৎ (জ্ঞান) ও অচিৎ (জড়বস্তু) উভয়কে একটি সত্তা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিদচিদুভয় ব্যাপ্ত সত্তাই শক্তি।

শিবপুরাণে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—

> শক্তিঃ সাক্ষান্মহাদেবী মহাদেবঃ স শক্তিমান্।
> তয়োর্বিভূতিলেশো বৈ সর্ব্বমেতচ্চরাচরম্ ॥
> বস্তু কিঞ্চিদচিদ্রূপং কিঞ্চিদ্বস্তু চিদাত্মকম্।
> দ্বয়ং শুদ্ধমশুদ্ধঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ ॥
> যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ।
> নানয়োরন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব ॥ (বায়বীয় সংহিতা, ১ম অধ্যায়)

শক্তি সাক্ষাৎ মহাদেবী, আর শক্তিমান হইলেন মহাদেব। এই উভয়ের বিভূতিকণাই এই চরাচর বিশ্ব। জগতে যাহা কিছু বস্তু দেখা যায়, হয় তাহা অচিৎ (জড়), না হয় তাহা চিৎস্বরূপ (জ্ঞান)। ইহার মধ্যে পার্থক্য এই যে, কোনটা শুদ্ধ (চিৎ) কোনটা বা অশুদ্ধ (অচিৎ), ইহাকে পর ও অপর সংজ্ঞায় বলা যাইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই—যেমন শিব তেমনই দেবী, যেমন দেবী তেমনই শিব; যেমন চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার মধ্যে কোন ভেদ নাই, সেইরূপ শিব ও শিবার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

এই চণ্ডী গ্রন্থের বিশেষ সিদ্ধান্ত এই যে,—কর্মদ্বারাও মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে। কর্মমাত্রই যে স্বয়ং বন্ধন বা মোক্ষের হেতু, তাহা নহে। সকামকর্ম বন্ধনের হেতু হইলেও মহাশক্তির কৃপাপূত কর্ম মোক্ষজনক হইয়া থাকে। চণ্ডী গ্রন্থে দুইটি অধিকারী প্রদর্শিত হইয়াছে: (১) রাজা সুরথ সকাম কর্ম দ্বারা তাঁহার শত্রুদমন ও রাজ্যলাভ, (২) সমাধি বৈশ্যের দেবীকৃপা-পূত নিষ্কাম কর্মদ্বারা জ্ঞান বা মুক্তি লাভ সম্ভবপর হইয়াছিল।

মার্কণ্ডেয় পুরাণকে কোন কোন বিষয়ে মহাভারতের ভাষ্য বা টীকা বলা যায়। কারণ, মহাভারতে দ্রৌপদীর যে পঞ্চ স্বামী সেই পঞ্চ স্বামীর প্রকৃত স্বরূপ কি এবং ইহার গূঢ়রহস্য মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। একই ইন্দ্রের তেজঃ, বল, বীর্য ও রূপ, দ্যুতি এই পাঁচ অংশ হইতে প্রথম ধর্ম রূপ ধারণ করিয়া যুধিষ্ঠির, বল হইতে পবন ভীমরূপে, অর্ধবীর্য্য হইতে অর্জুন, ইন্দ্রের রূপ ও দ্যুতি মিলিত অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে মাদ্রীর গর্ভে যমজ (নকুল, সহদেব) রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। একই ইন্দ্র পঞ্চ অংশে প্রকাশিত হইয়া আপাতদৃষ্টিতে পঞ্চমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইলেও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা যে বিভিন্ন নহে, ইহাই মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিভিন্ন উপাখ্যান মাহাত্ম্য, কর্ত্তব্য, লক্ষণ, স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান ও বিশ্বামিত্রের তপোবল মহিমা, পতিব্রতা মাহাত্ম্য, মদালসার উপাখ্যান উল্লেখযোগ্য। পতিব্রতা অনুসূয়ার বৃত্তান্তে জানা যায় যে অত্রি ও অনুসূয়ার তিনটি সন্তান সোম (চন্দ্র), দত্তাত্রেয় ও দুর্বাসা, তন্মধ্যে দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর অবতার। এই অধ্যায়ে যোগ সাধনার উপদেশও প্রদর্শিত হইয়াছে। মদালসার গৃহস্থ ধর্মের উপদেশ মধ্যে পশুপক্ষিগণকে এবং শ্বপচদিগকে নিত্য আহার্য্যদানের কথা বলা হইয়াছে। রাজার কর্ত্তব্য প্রজাদিগের অনুরঞ্জন, এই অধ্যায়ে দেহ ও মন যে আত্মা নহে তাহার বিচার করা হইয়াছে। দত্তাত্রেয়ের উপদেশের সারাংশ হইল বিষয়াসক্তিই দুঃখের মূল। মমতায় আসক্ত ব্যক্তি যোগী হইতে পারে না। বৈরাগ্যের উদয়েই সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা, অসারতা প্রভৃতি দোষ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। জ্ঞান হইতে মুক্তি, অজ্ঞানই বন্ধনের ও দুঃখের কারণ। যোগসাধনায় প্রথমে প্রাণায়াম অভ্যাস করা আবশ্যক। লঘু, মধ্যম ও উত্তরীয় ত্রিবিধ প্রাণায়াম। ১২ মাত্রায় লঘু প্রাণায়াম, ২৪ মাত্রায় মধ্যম এবং ৩৬ মাত্রায় উত্তরীয় প্রাণায়াম। চক্ষুর পাতার নিমেষ ও উন্মেষ এক একমাত্রা। ৩৯ অধ্যায়ে যোগতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে যোগসিদ্ধির উপায় ও লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ৪২ অধ্যায়ে ওঙ্কার যে পরমব্রহ্মস্বরূপ তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৪৩ অধ্যায়ে অরিষ্টলক্ষণ বর্ণিত। অরিষ্ট দর্শনে ভীত না হইয়া যোগনিষ্ঠ হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ৪৫ অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব, ইহাতে সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত কিছু প্রভেদ থাকিলেও বিষয়ের একতা আছে। সাংখ্যদর্শনে ব্রহ্মার উৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ নাই, সাংখ্যের পুরুষই পুরাণে ব্রহ্মা, তিনি প্রথম শরীরধারী; ব্রহ্মাই ভূতগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। ব্রহ্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ এবং

প্রকৃতিই ক্ষেত্র। ৪৬ অধ্যায়ে ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমাণ প্রভৃতি বর্ণিত। ত্রিংশৎ মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ৬০ দণ্ডে মনুষ্যের একটি অহোরাত্র; ত্রিশটি অহোরাত্র বা দুই পক্ষে একমাস; ছয় মাসে এক অয়ন, দুই অয়নে এক বৎসর। দক্ষিণ ও উত্তর ভেদে অয়ন দ্বিবিধ। মানুষের এক বৎসর, দেবগণের এক অহোরাত্র; উত্তরায়ণ দেবগণের দিন, দক্ষিণায়ন রাত্রি। এই পুরাণে ভারতবর্ষকে একমাত্র কর্মভূমি হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত পর্বত, নদী ও অতঃপর বিভিন্ন বর্ষ, (কেতুমাল—হিরণ্ময় বর্ষ) প্রভৃতি বর্ণিত। এই পুরাণে স্বারোচিষ মন্বন্তর ও তৎপরে অষ্টম মন্বন্তর সাবর্ণির উৎপত্তি কথা সূচিত হইয়াছে।

অতঃপর চণ্ডীর যুদ্ধলীলা বিশদভাবে কথিত হওয়ায়, ইহা যে রাজসিক পুরাণ মধ্যে গণিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাহা হইলেও মহামায়া চণ্ডীর অনুগ্রহবাদ ভক্তের যে বিশিষ্ট সম্পৎ তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। পিতৃগণের বিবরণ, তাঁহাদের বর প্রদান এবং অন্তে যমবাক্য বিবৃত হইয়াছে।

সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রলয়), বংশ (রাজগণের বংশ), মন্বন্তর (স্বারোচিষ-সাবর্ণি) প্রভৃতির বর্ণনা এবং বংশানুচরিতের (অবীক্ষিত মরু প্রভৃতি রাজবংশের সন্তানগণের) বর্ণনা থাকায় ইহা যে পঞ্চলক্ষণযুক্ত পুরাণ ইহা প্রতীত হইয়াছে। মহাপুরাণের আর পাঁচটি লক্ষণও ইহাতে থাকায় ইহা মহাপুরাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

ভিন্‌টারনিজ, পার্জিটার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মার্কণ্ডেয় পুরাণকে প্রাচীনতম পুরাণ সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়াছেন এবং মহাভারতের সহিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটিও লক্ষ্য করিয়াছেন। পার্জিটারের মতে ইহার কাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক। মহাভারতে তীর্থযাত্রা পর্বে লিখিত হইয়াছে যে,

তত্র গচ্ছেত রাজেন্দ্র দেবিকাং নাম বিশ্রুতাম্।
শ্রূয়তে যত্র বিপ্রাণাং প্রসূতির্ভরতর্ষভ॥

হে যুধিষ্ঠির! তুমি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে দেবিকা নামক প্রসিদ্ধ নদীর তটে যাইবে, যেখানে শুনা যায় যে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম উৎপত্তি স্থল। এই দেবিকা নদীর প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হইয়াছে যে, হিমালয় হইতে দেবিকা প্রভৃতি নদী উৎপন্ন হইয়াছে। ৫৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ভারতের আর্য্য, অনার্য সকলেই এই ভারতভূমিতেই উৎপন্ন, ইহা মহাভারত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ পাঠে জানা যায়। যাহাই হউক, বঙ্গানুবাদসহ পুরাণগুলি আজ যে পুনর্মুদ্রিত হইতেছে, ইহাতেও ভারতের প্রাচীন সভ্যতার তথ্য জানিবার সুযোগ হইতেছে।

এই পুরাণ মুদ্রণকার্য্যে আমার এই বৃদ্ধাবস্থায় শ্রীমান কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য্য, এম. এ. সাহায্য না করিলে আমি এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম না। এজন্য শ্রীমানকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছি।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া এই ভূমিকা সমাপ্ত করিলাম। ইতি

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

সূচিপত্রম্।

বিষয় — পৃষ্ঠা

সূচিপত্র সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয়পুরাণম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

যদ্‌যোগিভির্ভবভয়ার্ত্তিবিনাশযোগ্যমাসাদ্য বন্দিতমতীব বিবিক্তচিত্তৈঃ।
তদ্বঃ পুনাতু হরিপাদসরোজযুগ্মমাবির্ভবৎক্রমবিলঙ্ঘিতভূর্ভুবঃস্বঃ॥
পায়াৎ স বঃ সকলকল্মষভেদদক্ষঃ ক্ষীরোদকুক্ষিফণিভোগনিবিষ্টমূর্ত্তিঃ।
শ্বাসাবধূতসলিলোৎকণিকাকরালঃ সিন্ধুঃ প্রনৃত্যমিব যস্য করোতি সঙ্গাৎ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥*

তপঃস্বাধ্যায়নিরতং মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিম্।
ব্যাসশিষ্যো মহাতেজা জৈমিনিঃ পর্য্যপৃচ্ছত॥

জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি যাবতীয় ভয়-বিনাশক বলিয়া প্রশান্তচেতা যোগিগণ সততই যাঁহার বন্দনা করিয়া থাকেন, (দৈত্যাধিপতি বলিরাজের ছলনার সময়ে,) তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া যাহা দ্বারা যথাক্রমে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল আক্রান্ত হইয়াছিল; ভগবান্ নারায়ণের সেই পাদপদ্মযুগল তোমাদের পবিত্রতা বিধান করুন। যিনি, ক্ষীরসাগরের কুক্ষিমধ্যে বিরাজিত অনন্তদেবের ফণানিকরে দেহ সংস্থাপন করিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন, যাঁহার সংসর্গে ভারাক্রান্ত অনন্তনাগের নিশ্বাসমারুত দ্বারা সংক্ষুভিত হইয়া করাল মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ক্ষীরোদার্ণব সাটোপে নৃত্য করিতে থাকে এবং যাঁহার স্মরণমাত্র দুরিতরাশি বিনাশিত হয়; তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। নারায়ণ, নর, নরোত্তম এবং দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া, জয়কীর্ত্তন অর্থাৎ পুরাণাদি পাঠ করিতে হয়। একদা মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য মহাতেজা জৈমিনি, পরমতপস্বী

* ইতঃ পরং—
দিব্যং সারস্বতং পুণ্যমাশ্রমাণামনুত্তমম্।
ভাবানাং ব্রহ্মসদ্ভাবো গুণানাং বিনয়ো যথা॥
স্পর্শানাঞ্চ যথা পুত্রঃ সুখানাং ব্রহ্মদর্শনম্।
ক্রৌঞ্চহংসগণাকীর্ণ-প্রসন্নজলনিম্নগম্॥
শান্তদ্বিজমৃগাচ্ছন্নং ক্রমরত্নগুণশোভিতম্।
শাদ্বলস্নানকলিত-জটাতন্তুমৃগান্বিতম্॥
স্বাধ্যায়ঘোষসজ্জুষ্টং তপস্বিবরসেবিতম্।
রম্যমগ্নিগৃহৈর্জ্জুষ্টং শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
ন যত্র রোগো ন ভয়ং ন শঙ্কা
ন যত্রজাড্যং ন চ তাপসঙ্কটঃ।
ন যত্র শোকো ন বিধির্নিষেধো
ন যত্র মোহো ন চ বৈ প্রমাদঃ॥
ন যত্র বার্দ্ধং জরয়াবসন্নং
ন যত্র তৃষ্ণাকলিতঞ্চ যৌবনম্।
ন যত্র বাল্যং তপসা বিগাঢ়ং
ন যত্র শক্তিঃ পরপীড়নাঢ্যা॥
তত্র মধ্যে সমাসীনং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
ইতি সার্দ্ধষট্‌শ্লোকাঃ কচিৎ পুস্তকেঽধিকা দৃশ্যন্তে।

ভগবন্ ভারতাখ্যানং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা।
পূর্ণমস্তমলৈঃ শব্দৈ*র্নানাশাস্ত্রসমুচ্চয়ৈঃ ॥ ২
জাতিশুদ্ধিসমাযুক্তং সাধুশব্দোপশোভিতম্।
পূর্ব্বপক্ষোক্তি-সিদ্ধান্ত-পরিনিষ্ঠাসমন্বিতম্ ॥ ৩
ত্রিদশানাং যথা বিষ্ণুর্দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যথা চূড়ামণির্বরঃ ॥ ৪
যথায়ুধানাং কুলিশমিন্দ্রিয়াণাং যথা মনঃ।
তথেহ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মহাভারতমুত্তমম্ ॥ ৫
অত্রার্থশ্চৈব ধর্ম্মশ্চ কামো মোক্ষশ্চ বর্ণ্যতে।
পরস্পরানুবন্ধাশ্চ সানুবন্ধাশ্চ তে পৃথক্ ॥ ৬
ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং শ্রেষ্ঠমর্থশাস্ত্রমিদং পরম্।
কামশাস্ত্রমিদঞ্চাগ্র্যং মোক্ষশাস্ত্রং তথোত্তমম্ ॥
চতুরাশ্রমধর্ম্মাণামাচারস্থিতিসাধনম্।
প্রোক্তমেতন্মহাভাগ বেদব্যাসেন ধীমতা ॥ ৮

তথা তাত কৃতং হ্যেতদ্ব্যাসেনোদারকর্ম্মণা।
যথা ব্যাপ্তং মহাশাস্ত্রং বিরোধৈর্নাভিভূয়তে ॥৯
ব্যাসবাক্যজলৌঘেন কুতর্কতরুহারিণা।
বেদশৈলাবতীর্ণেন নীরজস্কা মহী কৃতা ॥ ১০
কলশব্দমহাহংসং মহাখ্যানপরাম্বুজম্।
কথাবিস্তীর্ণসলিলং কার্ষ্ণং বেদমহাহ্রদম্ ॥ ১১
তদিদং ভারতাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরম্।
তত্ত্বতো জ্ঞাতুকামোঽহং ভগবংস্ত্বামুপস্থিতঃ ॥১২
কস্মান্মানুষতাং প্রাপ্তো নির্গুণোঽপি জনার্দ্দনঃ
বাসুদেবো জগৎসৃতি-স্থিতি-সংযমকারণম্ *
কস্মাচ্চ পাণ্ডুপুত্রাণামেকা সা দ্রুপদাত্মজা।
পঞ্চানাং মহিষী কৃষ্ণা হ্যত্র নঃ সংশয়ো মহান্ ॥

বেদাদিপাঠনিরত মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! মহাত্মা বেদব্যাসকর্ত্তৃক ভারতনামক যে গ্রন্থ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্র সকলের মর্ম্মার্থ সম্বলিত বিশুদ্ধ শব্দ সকল দ্বারা পরিপূর্ণ, ছন্দঃ ও অলঙ্কারাদিবিশিষ্ট, শ্রবণ-সুখকর বর্ণাবলী-সংযুক্ত এবং উহাতে যে সকল প্রশ্ন কথিত হইয়াছে, তাহারও যথাযথ উত্তর সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে; সুতরাং দেবতাগণের মধ্যে বিষ্ণু, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, অলঙ্কারের মধ্যে চূড়ামণি, অস্ত্রের মধ্যে বজ্র এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন যেমন সকলের প্রধান, তেমনি শাস্ত্র সকলের মধ্যে এই মহাভারতই একমাত্র প্রধান শাস্ত্র। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ; সমস্তই পরস্পর সঙ্ঘটিত ভাবে ও প্রকটিতরূপে এবং পৃথক্ পৃথক্ও বর্ণিত হইয়াছে; অতএব ইহাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষসাধন শাস্ত্র। ১—৭। হে মহাভাগ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের আচার অবস্থান, সাধন; সমস্তই ইহাতে বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। হে তাত! উদারকর্ম্মা মহর্ষি বেদব্যাস এই মহাভারতনামক মহা-শাস্ত্রকে এরূপে রচনা করিয়াছেন যে, ইহা অত্যন্ত বিস্তৃত হইলেও কোন স্থলে পরস্পরের বিরোধ হয় নাই। ব্যাস-দেবের বাক্যরূপ এই সলিলরাশি বেদরূপ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া কুতর্করূপ বিটপিশ্রেণী উন্মূলিত করত, পৃথিবীর রজো-রাশি নিঃশেষিত করিয়াছে। ৮—১০। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-প্রণীত পঞ্চম বেদরূপ এই মহাহ্রদ সুমধুর-শব্দরূপ মহাহংস ও মহাখ্যানরূপ সরসীরুহ দ্বারা পরিশোভিত এবং বিস্তীর্ণ কথারূপ সলিলরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে ভগবন্! অর্থবহুল ও বেদার্থ-মর্ম্মসংশ্লিষ্ট সেই মহাভারত নামক শাস্ত্রের যথার্থরূপ অর্থ অবগত হইবার নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন, সেই জনা-র্দ্দন বাসুদেব নির্গুণ হইয়াও কিজন্য মনুষ্যত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন? একা দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণাই বা কি প্রকারে পঞ্চপাণ্ডবের

---

* ভক্তোমাত্র [illegible]।

* জগৎসৃতীত্যত্র জগন্মূর্ত্তিরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ, সংযমকারণমিত্যত্র চ সংহারকারক ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ভেষজং ব্রহ্মহত্যায়া বলদেবো মহাবলঃ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন কস্মাচ্চক্রে হলায়ুধঃ॥ ১৫
কথঞ্চ দ্রৌপদেয়াস্তেঽকৃতদারা মহারথাঃ।
পাণ্ডুনাথা মহাত্মানো বধমাপুরনাথবৎ॥ ১৬
এতৎ সর্ব্বং বিস্তরশো মমাখ্যাতুমিহার্হসি।
ভবন্তো মূঢ়বুদ্ধীনামববোধকরাঃ সদা॥ ১৭
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
দশাষ্টদোষরহিতো বক্তুং সমুপচক্রমে॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ক্রিয়াকালোঽয়মস্মাকং সম্প্রাপ্তো মুনিসত্তম।
বিস্তরে চাপি বক্তব্যে নৈষ কালঃ প্রশস্যতে॥
যে তু বক্ষ্যন্তি বক্ষ্যেঽহস্য তানহং জৈমিনে তব*
তথা চ নষ্টসন্দেহং ত্বাং করিষ্যন্তি পক্ষিণঃ॥
পিঙ্গাক্ষশ্চ বিবোধশ্চ সুপুত্রঃ সুমুখস্তথা।
দ্রোণপুত্রাঃ খগশ্রেষ্ঠাস্তত্ত্বজ্ঞাঃ শাস্ত্রচিন্তকাঃ॥ ২১
বেদশাস্ত্রার্থবিজ্ঞানে যেষামব্যাহতা মতিঃ।
বিন্ধ্যকন্দরমধ্যস্থাস্তানুপাস্য চ পৃচ্ছ চ॥ ২২
এবমুক্তস্তদা তেন মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
প্রত্যুবাচর্ষিশার্দ্দূলো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ॥ ২৩

জৈমিনিরুবাচ।

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ খগবাগিব মানুষী।
যৎ পক্ষিণস্তে বিজ্ঞানমাপুরত্যন্তদুর্লভম্॥ ২৪
তির্য্যগ্‌যোন্যাং যদি ভবস্তেষাং জ্ঞানং কুতোভবৎ
কথঞ্চ দ্রোণতনয়াঃ প্রোচ্যন্তে তে পতত্রিণঃ॥ ২৫
কশ্চ দ্রোণঃ প্রবিখ্যাতো যস্য পুত্রচতুষ্টয়ম্।
জাতং গুণবতাং তেষাং ধর্ম্মজ্ঞানং মহাত্মনাম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা যদ্‌বৃত্তং নন্দনে পুরা।

মহিষী হইয়াছিলেন? এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে। আর মহাবলশালী হলধর বলদেব তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে কি প্রকারেই বা ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন? এবং পাণ্ডবগণ যাহাদের সহায়, সেই মহারথ দ্রৌপদীনন্দনগণই বা অবিবাহিতাবস্থায় অনাথের ন্যায় কি জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিল? এই সকল বিষয় বিস্তর করিয়া আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। যেহেতু আপনারাই অবোধগণের জ্ঞানোদয় করিয়া দিয়া থাকেন। ১১—১৭। যোগশাস্ত্রোক্ত অষ্টাদশ প্রকার দোষরহিত মহামুনি মার্কণ্ডেয়, জৈমিনি মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মুনিসত্তম! আমাদের সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বিস্তরপূর্ব্বক বলিবার সময় নহে। যে পক্ষীরা এই বিষয় তোমাকে বলিবে, তাহা বলিতেছি। তুমিও ঐ পক্ষীদিগের নিকট ঐ বিষয় শ্রবণ করিয়া সন্দেহবিহীন হইবে। পিঙ্গাক্ষ, বিবোধ, সুপুত্র, ও সুমুখ-প্রমুখ দ্রোণপুত্র শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পক্ষিগণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের কন্দরে অবস্থান করে। বেদশাস্ত্রার্থজ্ঞানে তাহাদিগের বুদ্ধি অব্যাহত। তুমি তাহাদিগের উপাসনা করিয়া জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবে। ১৮—২২। ধীমান্ মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া সেই ঋষিশার্দ্দূল জৈমিনি বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। জৈমিনি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পক্ষীরা মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে পারে, ইহাই ত আশ্চর্য্যের বিষয়, কিন্তু আরও আশ্চর্য্য এই যে, তাহারা আবার অত্যন্ত দুর্লভ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, যদি তির্য্যগ্‌যোনিতে তাহাদিগের জন্ম হইয়াছে, তবে তাহাদিগের এরূপ জ্ঞান কোথা হইতে হইল? আর কি জন্যই বা তাহাদিগকে দ্রোণপুত্র বলে? এই চারিটি পক্ষী যাহার পুত্র; সেই দ্রোণই বা কে? এবং এই গুণবান্ পক্ষীদের কি প্রকারেই বা ধর্ম্মজ্ঞান হইল? ২৩—২৬। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে জৈমিনে! পূর্ব্বকালে নন্দন-

---

* ইতঃ পরং—সদাবিনষ্টসন্দেহসমূহাস্তে খজোত্তমাঃ ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

শক্রস্তাপ্সরসাশ্চৈব নারদস্য চ সঙ্গমে ॥ ২৭
নারদো নন্দনেঽপশ্যৎ পুংশ্চলীগণমধ্যগম্ ।
শক্রং সুরাধিরাজানং তন্মুখাসক্তলোচনম্ ॥ ২৮
স তেনর্ষিবরিষ্ঠেন দৃষ্টমাত্রঃ শচীপতিঃ ।
সমুত্তস্থৌ স্বকঞ্চাস্মৈ দদাবাসনমাদরাৎ ॥ ২৯
তং দৃষ্ট্বা বলবৃত্রঘ্নমুত্থিতং ত্রিদশাঙ্গনাঃ ।
প্রণেমুস্তাশ্চ দেবর্ষিং বিনয়াবনতাঃ স্থিতাঃ ॥৩০
তাভিরভ্যর্চ্চিতঃ সোঽপ্যুপবিষ্টে শতক্রতৌ ।
যথার্হং কৃতসম্ভাষঃ কথাশ্চক্রে মনোরমাঃ ।
ততঃ কথান্তরে শক্রস্তমুবাচ মহামুনিম্ ॥ ৩১

শক্র উবাচ ।

দেহ্যাজ্ঞাং নৃত্যতামাসাং তব যাভিমতেতি বৈ ।
রম্ভা বা মিশ্রকেশী বা * উর্ব্বশ্যথ তিলোত্তমা ।
ঘৃতাচী মেনকা বাপি যত্র বা ভবতো রুচিঃ ॥৩২

এতচ্ছ্রুত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠো বচো শক্রস্য নারদঃ ।
বিচিন্ত্যাপ্সরসঃ প্রাহ বিনয়াবনতাঃ স্থিতাঃ ॥৩৩
যুষ্মাকমিহ সর্ব্বাসাং রূপৌদার্য্যগুণাধিকম্ ।
আত্মানং মন্যতে যা তু সা নৃত্যতু মমাগ্রতঃ ॥
গুণরূপবিহীনায়াঃ সিদ্ধির্নাট্যস্য নাস্তি বঃ ।
চার্ব্বধিষ্ঠানবন্নৃত্যং নৃত্যমন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥ ৩৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তদ্বাক্যসমকালঞ্চ একৈকাস্তা নতাস্ততঃ ।
অহং গুণাধিকা ন ত্বং ন ত্বং চান্যাব্রবীদিদম্ ॥
তাসাং সম্ভ্রমমালোক্য ভগবান্ পাকশাসনঃ ।
পৃচ্ছ্যতাংমুনিরিত্যাহ বক্তা যাং বোগুণাধিকাম্*
শক্রচ্ছন্দানুযাতাভিঃ পৃষ্টস্তাভিঃ স নারদঃ ।
প্রোবাচ যৎ তদা বাক্যং জৈমিনে তন্নিবোধ মে

কাননে ইন্দ্র, নারদ ও অপ্সরাগণের একত্র সম্মিলনে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এক দিবস দেবর্ষি নারদ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইন্দ্র কতকগুলি বেশ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের মুখপানে চাহিয়া আছেন। শচীপতি ইন্দ্র সেই মহর্ষিশ্রেষ্ঠকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া অত্যন্ত সমাদর করিলেন, এবং বসিবার জন্য তাঁহাকে স্বীয় আসন অর্পণ করিলেন। ইন্দ্রকে উত্থিত হইতে দেখিয়া স্বর্গ-বেশ্যারাও উত্থিত হইয়া মহর্ষিকে প্রণাম করিল এবং বিনীতভাবে অবনত মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিল। ২৭—৩০। নারদ এইরূপে তাহাদের দ্বারা অভ্যর্চ্চিত হইয়া ইন্দ্রের সহিত উপবেশন করিলে, পরস্পর সম্ভাষাচ্ছলে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল এবং তন্মধ্যে শচীপতি মহামুনিকে কহিলেন,—হে মহাভাগ। রম্ভা, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, উর্ব্বশী, ঘৃতাচী, বা মেনকা ইহাদের মধ্যে যাহাকে অভিলাষ হয়, তাহাকে নৃত্য করিতে আজ্ঞা করুন।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ নারদ দেবরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করত কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বিনয়াবনত অপ্সরাদিগকে কহিলেন,—দেখ, তোমাদের মধ্যে যে রমণী, রূপবতী ও উদারতা প্রভৃতি গুণে গুণবতী বলিয়া স্বয়ং আপনাকে বিবেচনা করে, সে-ই আমার সম্মুখে নৃত্য করুক। যেহেতু রূপবতী ও গুণবতী ভিন্ন নাট্যশাস্ত্রে অন্যের সিদ্ধি হয় না। আর হাব ভাব ও কটাক্ষবিক্ষেপাদি-বিশিষ্ট নৃত্যকেই নৃত্য বলে, অন্য নৃত্য বিড়ম্বনা মাত্র। ৩১—৩৫। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অপ্সরাগণ একে একে পরস্পরকে কহিতে লাগিল, 'আমিই সকলের মধ্যে গুণাধিকা, তুমি নহ।" তাহাদিগের মধ্যে সেইরূপ বিবাদ উপস্থিত দেখিয়া দেবরাজ কহিলেন,—তোমরা ঐ মুনিকেই জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের মধ্যে কে গুণবতী, তাহা উনিই বলিতে পারিবেন। হে জৈমিনে! ইন্দ্রচ্ছন্দানুসারিণী গণিকাগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহর্ষি নারদ তৎকালে যাহা বলিয়াছিলেন,

---

(*) কর্কশা বাথেতি পাঠান্তরম্।

(*) পৃচ্ছতৈনমিতি প্রাহ মুনিমাত্মগুণাধিকাঃ (গুণাধিকম্) ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

তপস্যন্তং নগেন্দ্রস্থং যা বঃ ক্ষোভয়তে বলাৎ ।
দুর্ব্বাসসং মুনিশ্রেষ্ঠং তাং বো মন্যে গুণাধিকাম্
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বা বেপিতকন্ধরাঃ ।
অশক্যমেতদস্মাকং দ্বন্দ্বশশ্চক্রিরে কথাঃ * ॥
তত্রাপ্সরা বপুর্নাম মুনিক্ষোভণগর্ব্বিতা ।
প্রত্যুবাচাশু যাস্যামি যত্রাসৌ সংস্থিতো মুনিঃ ॥
অদ্য তং দেহযন্তারং প্রযুক্তেন্দ্রিয়বাজিনম্ ।
স্মরশস্ত্রগলদ্রশ্মিং করিষ্যামি কুসারথিম্ ॥ ৪২
ব্রহ্মা জনার্দ্দনো বাপি যদি বা নীললোহিতঃ ।
তমপ্যদ্য করিষ্যামি কামবাণক্ষতান্তরম্ ॥ ৪৩
ইত্যুক্তা প্রজগামাথ প্রালেয়াদ্রিং বপুস্তদা ।
মুনেস্তপঃপ্রভাবেণ প্রশান্তশ্বাপদাশ্রমম্ ॥ ৪৪
সা পুংস্কোকিলমাধুর্য্যা যত্রাস্তে স মহামুনিঃ ।
ক্রোশমাত্রং স্থিতা তস্মাদগায়ত বরাপ্সরাঃ ॥
তদ্গীতধ্বনিমাকর্ণ্য মুনির্বিস্মিতমানসঃ
জগাম তত্র যত্রাস্তে সা বালা রুচিরস্বনা ॥ ৪৬
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীং মুনিঃ সংস্তভ্য মানসম্
ক্ষোভণায়াগতাং জ্ঞাত্বা কোপামর্ষসমন্বিতঃ ।
উবাচেদং ততো বাক্যং মহর্ষিস্তাং মহাতপাঃ ॥
যস্মাদ্দুঃখার্জ্জিতস্যেহ তপসো বিঘ্নকারণাৎ ।
আগতাসি মদোন্মত্তে মম দুঃখায় খেচরি ॥ ৪৮
তস্মাৎ সুপর্ণগোত্রে ত্বং মৎক্রোধকলুষীকৃতা ।
জন্ম প্রাপ্স্যসি দুষ্প্রজ্ঞে যাবদ্বর্ষাণি ষোড়শ ॥ ৪৯
নিজরূপং পরিত্যজ্য পক্ষিণীরূপধারিণী ।
চত্বারস্তে চ তনয়া জনিষ্যন্তেঽধমাপ্সরঃ ॥ ৫০
অপ্রাপ্য তেষু চ প্রীতিং শস্ত্রপূতা পুনর্দিবি ।
বাসমাপ্স্যসি বক্তব্যং নোত্তরং তে কথঞ্চন ॥ ৫১
ইতি বচনমসহ্যং কোপসংরক্তদৃষ্টি-
শ্চলকলবলয়াং তাং মানিনীং শ্রাবয়িত্বা ।

তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। নারদ বলিলেন, দেখ দুর্ব্বাসা মুনি পর্ব্বতোপরি তপস্যা করিতেছেন, তাঁহাকে যে মুগ্ধ করিতে পারিবে, তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক গুণশালিনী। ৩৬—৩৯। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অপ্সরাগণ সকলেই মস্তক কম্পিত করিয়া কহিল, "আমাদের কর্ম্ম নহে"। তন্মধ্যে বপুনাম্নী এক অপ্সরা অনেকবার অনেক মুনির তপোভঙ্গ করিয়াছিল বলিয়া সগর্ব্বে কহিল,—আজ্ঞা করুন; যেখানে দুর্ব্বাসা আছেন, আমি তথায় যাইব। আমি অদ্য কামবাণের আঘাতে তাঁহার মনোরূপ রশ্মি ছেদনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে উৎপথগামী করিয়া দেহরূপ রথকে বুদ্ধিরূপ সারথিহীন করিব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরও যদি হন, তবে নিশ্চয় অদ্য তাঁহারও অন্তর কামবাণ দ্বারা বিক্ষত করিব। বপুনাম্নী অপ্সরা এই বলিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিল। তথায় মুনির তপস্যা-প্রভাবে আশ্রমবাসী শ্বাপদগণ অত্যন্ত প্রশান্ত হইয়াছিল। অপ্সরাশ্রেষ্ঠ বপু যথায় দুর্ব্বাসা মুনি অবস্থান করিতেছেন, তথা হইতে ক্রোশমাত্র দূরে অবস্থান করিয়া পুংস্কোকিলের ন্যায় মনোহর কণ্ঠে গান করিতে আরম্ভ করিল। মুনিবর দুর্ব্বাসা সেই গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া যথায় সেই কলকণ্ঠী বালা অবস্থান করিতেছিল বিস্মিত-মানসে তথায় গমন করিলেন। ৪০—৪৬। মুনিবর দুর্ব্বাসা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীকে বিলোকন করিয়া মনঃ সংযমপূর্ব্বক "আমার তপোবিঘ্নের নিমিত্তই আসিয়াছে" বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া তাহাকে কহিলেন,—"রে মদোন্মত্তে খেচরি! আমার এই দুঃখোপার্জ্জিত তপস্যার বিঘ্ন করিবার নিমিত্তই তুই আসিয়াছিস্। অতএব রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই আমার ক্রোধে কলুষিত হইয়া ষোড়শবর্ষ কাল যাবৎ পক্ষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবি। তুই নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া পক্ষিরূপ ধারণ করিবি। তোর চারিটী পুত্র জন্মিবে। তুই পুত্রজনন জন্য প্রীতিলাভে বঞ্চিত হইবি এবং শস্ত্রাঘাতে বিনষ্টপাপা হইয়া পুনরায় স্বর্গে গমন করিবি। আর কোন উত্তর

(*) ইতি তাশ্চক্রিরে কথাঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

তয়লতরতরঙ্গাং গাং পরিত্যজ্য বিপ্রঃ
প্রথিতগুণগণৌঘাং সম্প্রয়াতঃ খগঙ্গাম্॥৫২

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বপুশাপো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অরিষ্টনেমিপুত্রোঽভূদ্গরুড়ো নাম পক্ষিরাট্।
গরুড়স্যাভবৎ পুত্রঃ সম্পাতিরিতি বিশ্রুতঃ॥১
তস্যাপ্যাসীৎ সুতঃ শূরঃ সুপার্শ্বো বায়ুবিক্রমঃ
সুপার্শ্বতনয়ঃ কুন্তিঃ * কুন্তিপুত্রঃ প্রলোলুপঃ॥
তস্যাপি তনয়াবাস্তাং কঙ্কঃ কন্ধর † এব চ॥ ৩
কঙ্কঃ কৈলাসশিখরে বিদ্যুদ্রূপেতি বিশ্রুতম্।
দদর্শাম্বুজপত্রাক্ষং রাক্ষসং ধনদানুগম্॥ ৪
আপানসক্তমমল-স্রগ্দামাম্বরধারিণম্।
ভার্য্যাসহায়মাসীনং শিলাপট্টেঽমলে শুভে॥
তদ্দৃষ্টমাত্রং কঙ্কেন রক্ষঃ ক্রোধসমন্বিতম্।
প্রোবাচ কস্মাদায়াতস্ত্বমিতো হ্যণ্ডজাধম॥ ৬
স্ত্রীসন্নিকর্ষে তিষ্ঠন্তং কস্মান্মামুপসর্পসি।
নৈষ ধর্ম্মঃ সুবুদ্ধীনাং মিথোনিম্পাদ্যবস্তুষু॥ ৭

কঙ্ক উবাচ।

সাধারণোঽয়ং শৈলেন্দ্রো যথা তব তথা মম।
অন্যেষামেব জন্তূনাং মমতা ভবতোঽত্র কা॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ব্রুবাণমিত্থং খড়্গেন কঙ্কং চিচ্ছেদ রাক্ষসঃ।
ক্ষরৎক্ষতজবীভৎসং বিস্ফুরন্তমচেতনম্॥ ৯
কঙ্কং বিনিহতং শ্রুত্বা কন্ধরঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
বিদ্যুদ্রূপবধায়াশু মনশ্চক্রেঽণ্ডজেশ্বরঃ॥ ১০

কারস্ না।" ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহর্ষি দুর্ব্বাসা রোষকষায়িত-লোচনে সচঞ্চল-মনোরম-বলয়-ধারিণী মানবতী বপুকে এই বাক্য শ্রবণ করাইয়া পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসিদ্ধ গুণগণ-বিশিষ্ট আকাশ-গঙ্গায় সত্বর প্রস্থান করিলেন। ৪৭—৫২।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পক্ষী সকলের রাজা গরুড় অরিষ্টনেমির পুত্র। গরুড়ের পুত্র সম্পাতি। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও বায়ুর ন্যায় বিক্রমশালী সুপার্শ্ব সম্পাতির পুত্র। তাহার পুত্র কুন্তি, এবং কুন্তির পুত্র প্রলোলুপ। প্রলোলুপের দুই পুত্র - কঙ্ক ও কন্ধর। কঙ্ক এক দিবস কৈলাস পর্ব্বতে আগমন করিয়া পদ্মপত্র-বিশালাক্ষ, কুবেরের অনুচর বিদ্যুৎরূপ নামক রাক্ষসকে দেখিতে পাইল। ঐ রাক্ষস তৎকালে নির্ম্মল মাল্য ও বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিশুদ্ধ শিলাপট্টে ভার্য্যা-সহিত উপবেশন করিয়া মদ্যপান করিতেছিল। বিদ্যুদ্রূপ রাক্ষস কঙ্ক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবামাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—রে অণ্ডজাধম! তুই কি জন্য এখানে আসিয়াছিস্? আমি স্ত্রীর সহিত উপবিষ্ট আছি, এ সময় কি জন্য তুই আমার নিকট আসিতেছিস্? যেহেতু রহস্যব্যাপারে সুবুদ্ধিগণের ইহা আচরণীয় নহে। ১—৮। কঙ্ক কহিল,—এই পর্ব্বতে সকলেরই সমান অধিকার, ইহাতে তোমার যেরূপ অধিকার আছে, আমারও তেমন এবং অন্যান্য জন্তুগণেরও তদ্রূপ; সুতরাং এ বিষয়ে তোমার এত মমতা কেন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—কঙ্ক এইরূপ কহিলে পর সেই রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গাঘাতে তাহার শিরশ্ছেদন করিল। তচ্ছেদন-জনিত রুধিরপাতে অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইল; তখন কঙ্ক বিচেতন হইয়া বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। পক্ষিশ্রেষ্ঠ কন্ধর কঙ্ককে নিহত শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধে বিদ্যুদ্রূপ রাক্ষসকে বিনাশ করিবার মানস

---

* কুন্তিরিতি পাঠান্তরম্।

† অত্র কচিৎ কন্দর ইতি কুত্রচিচ্চ কন্নর ইতি পাঠদ্বয়ং দৃশ্যতে। এবমন্যত্রাপি।

স গত্বা শৈলশিখরং কঙ্কো যত্র হতঃ স্থিতঃ।
তস্য সন্ধানং চক্রে ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য খেচরঃ।
কোপামর্ষবিবৃত্তাক্ষো নাগেন্দ্র ইব নিশ্বসন্ ॥ ১১
জগামাথ স যত্রাস্তে ভ্রাতৃহা তস্য রাক্ষসঃ।
পক্ষবাতেন মহতা চালয়ন্ ভূধরান্ বরান্ ॥ ১২
বেগাৎ পয়োদজালানি বিক্ষিপন্ ক্ষতজেক্ষণঃ
ক্ষণাৎ ক্ষয়িতশত্রুঃ স পক্ষাভ্যাং ক্রান্তভূধরঃ ॥
পানাসক্তমতিং তত্র তং দদর্শ নিশাচরম্।
আতাম্রবক্ত্রনয়নং হেমপর্য্যঙ্কমাশ্রিতম্ ॥ ১৪
স্রগ্দামাপূরিতশিখং হরিচন্দনভূষিতম্।
কেতকীগর্ভপত্রাভৈর্দন্তৈর্ঘোরতরাননম্ ॥ ১৫
বামোরুমাশ্রিতাঞ্চাস্য দদর্শায়তলোচনাম্।
পত্নীং মদনিকাং নাম পুংস্কোকিলকলস্বনাম্ ॥ ১৬

ততো রোষপরীতাত্মা কন্ধরঃ কন্দরস্থিতম্।
তমুবাচ সুদুষ্টাত্মন্নেহি যুধ্যস্ব বৈ ময়া ॥ ১৭
যস্মাজ্জ্যেষ্ঠো মম ভ্রাতা বিশ্রব্ধো ঘাতিতস্ত্বয়া।
তস্মাত্ত্বাং মদসংসক্তং * নয়িষ্যে যমসাদনম্ ॥ ১৮
বিশ্বস্তঘাতিনাং লোকা যে চ স্ত্রীবালঘাতিনাম্
যাস্যসে নিরয়ান্ সর্ব্বাংস্তাংস্ত্বমদ্য ময়া হতঃ ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যেবং পতগেন্দ্রেণ প্রোক্তং স্ত্রীসন্নিধৌ তদা
রক্ষঃ ক্রোধসমাবিষ্টং প্রত্যভাষত পক্ষিণম্ ॥
যদি তে নিহতো ভ্রাতা পৌরুষং তদ্ধি দর্শিতম্
ত্বামপ্যদ্য হনিষ্যেঽহং খড়্গেনানেন খেচর ॥ ২১
তিষ্ঠ ক্ষণং ন মে জীবন্ পতগাধম যাস্যসি।
ইত্যুক্ত্বাঞ্জনপুঞ্জাভং বিমলং খড়্গমাদদে ॥ ২২

করিল। অনন্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কঙ্ক যথায় নিহত হইয়াছিল, কৈলাস পর্ব্বতের সেই স্থানে সমাগত হইয়া তাহার অন্ত্যেষ্টি সাধন করিল এবং রোষ-বিস্ফারিত-নয়নে সর্পরাজের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ভ্রাতৃহন্তা বিদ্যুদ্রূপ রাক্ষস যথায় অবস্থান করিতেছিল, তথায় গমন করিল। তাহার গমনকালীন পক্ষবাতাহত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল সঞ্চালিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রের জলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কন্ধর এইরূপে একমাত্র পক্ষপুট আশ্রয় করিয়া ক্ষণমাত্রেই ভূধর আক্রমণ করিল। পক্ষিশ্রেষ্ঠ কন্ধর পর্ব্বতোপরি সমাগত হইয়া দেখিল যে, নিশাচর বিদ্যুদ্রূপ সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কোপরি সমাসীন হইয়া মদ্যপান করিতেছে। তাহার মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল ঈষৎ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং তাহার মস্তক মাল্যবেষ্টিত, সর্ব্বাঙ্গ হরিচন্দনচর্চ্চিত ও বদনমণ্ডল কেতকীপুষ্পের গর্ভপত্র সদৃশ শুভ্র দশনাবলী দ্বারা পরিশোভিত হইতেছিল। আরও দেখিল যে, একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, কোকিলকণ্ঠী নিতম্বিনী তাহার নিকটে উপবিষ্ট রহিয়াছে, সে-ই তাহার পত্নী;—কামিনীর নয়নযুগল সুদীর্ঘ এবং তাহার নাম মদনিকা। ৯—১৬। তদনন্তর পক্ষিশ্রেষ্ঠ কন্ধর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বত-কন্দরাশ্রয়ী নিশাচরকে আহ্বান করিয়া কহিল,—রে দুরাত্মন্! শীঘ্র আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর্। তুই মদোন্মত্ত হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর কঙ্ককে নিহত করিয়াছিস্ বলিয়া অদ্য নিশ্চয়ই তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। বিশ্বাসঘাতকতা, স্ত্রীহত্যা এবং বালহত্যার পাতকীরা যে সকল নরকে গমন করে, তুইও অদ্য আমার হস্তে নিহত হইয়া সেই সকলে গমন করিবি। ১৭—১৯। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—সেই নিশাচর বিদ্যুদ্রূপ, পক্ষিশ্রেষ্ঠ কন্ধর কর্ত্তৃক স্ত্রীর নিকটে এইরূপে উক্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পক্ষীকে কহিল,—রে খেচর! তোর ভ্রাতা নিহত হওয়ায় আমার পৌরুষই প্রকাশ পাইয়াছে, অতএব অদ্য এই খড়্গ দ্বারা তোকেও নিহত করিব। রে পতগাধম! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্, আমার নিকট হইতে জীবিতাবস্থায় প্রস্থান করিতে পারিবি না। এই বলিয়া সেই রাক্ষস অঞ্জন-পুঞ্জের

---

* মূঢ় সম্মত্তমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। সর্ব্ব-সংশক্তমিতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ।

ততঃ পতগরাজস্য যক্ষাধিপভটস্য চ।
বভূব যুদ্ধমতুলং যথা গরুড়শক্রয়োঃ॥ ২৩
ততঃ স রাক্ষসঃ ক্রোধাৎ খড়্গমাবিধ্য বেগবৎ
চিক্ষেপ পতগেন্দ্রায় নির্ব্বাণাঙ্গারবর্চ্চসম্‌॥ ২৪
পতগেন্দ্রশ্চ তং খড়্গং কিঞ্চিদুৎপ্লুত্য ভূতলাৎ
বক্ত্রেণ জগ্রাহ তদা গরুড়ঃ পন্নগং যথা॥ ২৫
চঞ্চুপাদতলৈর্ভঙ্‌ক্ত্বা চক্রে ক্রোধমথাণ্ডজঃ।
তস্মিন্‌ ভগ্নে ততঃ খড়্গে বাহুযুদ্ধমবর্ত্তত॥ ২৬
ততঃ পতগরাজেন বক্ষস্যাক্রম্য রাক্ষসঃ।
অস্ত্র-পাদ-করৈরাশু শিরসা চ বিয়োজিতঃ॥২৭
তস্মিন্‌ বিনিহতে সা স্ত্রী খগং শরণমভ্যগাৎ।
কিঞ্চিৎ সঞ্জাতসন্ত্রাসা প্রাহ ভার্য্যা ভবামি তে॥
তামাদায় খগশ্রেষ্ঠঃ স্বকং গৃহমগাৎ পুনঃ।
গত্বা স নিষ্কৃতিং ভ্রাতুর্বিদ্যুদ্রূপনিপাতনাৎ॥২৯
কন্ধরস্য চ সা বেশ্ম প্রাপ্যেচ্ছারূপধারিণী।
মেনকাতনয়া সুভ্রুঃ সৌপর্ণং রূপমাদদে॥ ৩০
তস্যাং স জনয়ামাস তার্ক্ষীং নাম সুতাং তদা।
মুনিশাপাগ্নিবিপ্লুষ্টাং বপুমপ্সরসাং বরাম্‌।
তস্যা নাম তদা চক্রে তার্ক্ষীমিতি বিহঙ্গমঃ॥৩১
মন্দপালসুতাশ্চাসংশ্চত্বারোঽমিতবুদ্ধয়ঃ।
জরিতারিপ্রভৃতয়ো দ্রোণান্তা দ্বিজসত্তমাঃ॥৩২
তেষাং জঘন্যো ধর্ম্মাত্মা বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
উপযেমে স তাং তার্ক্ষীং কন্ধরানুমতে শুভাম্‌
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তার্ক্ষী গর্ভমবাপ হ।
সপ্তপক্ষাহিতে গর্ভে কুরুক্ষেত্রং জগাম সা॥৩৪
কুরু-পাণ্ডবয়োর্যুদ্ধে বর্ত্তমানে সুদারুণে।
ভাবিত্বাচ্চৈব কার্য্যস্য রণমধ্যং বিবেশ সা॥ ৩৫
তত্রাপশ্যৎ তদা যুদ্ধং ভগদত্ত-কিরীটিনোঃ।

ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ নির্ম্মল খড়্গ ধারণ করিল। পূর্ব্বে যেরূপ ইন্দ্রের সহিত গরুড়ের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ এই রাক্ষসের সহিত পক্ষী কন্ধরের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তদনন্তর সেই রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধপরীত-মানসে অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ খড়্গখানি সবেগে পক্ষীর উপরে নিক্ষেপ করিল। পক্ষীও অমনি পৃথিবী হইতে কিঞ্চিৎ লম্ফ প্রদান করিয়া গরুড় যে প্রকার সর্প সকলকে তুণ্ডাগ্রে ধারণ করেন, তদ্রূপ সেই খড়্গ-খানি চঞ্চুপুটে ধারণ করিল। পক্ষিশ্রেষ্ঠ কন্ধর তুণ্ডাগ্রে খড়্গ ধারণপূর্ব্বক পাদচাপে তাহা ভগ্ন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং তাহাদিগের বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনন্তর নিশাচর, পক্ষিকর্ত্তৃক বক্ষঃস্থলে আক্রান্ত হইয়া পক্ষীর প্রহারে জর্জ্জরিত হইল এবং তাহার নাড়ী, হস্ত, পাদ ও মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেই নিশাচর নিহত হইলে, তাহার পত্নী মদনিকা ভয়াকুল-চিত্তে খগরাজের শরণাপন্ন হইয়া কহিল যে, "মহাশয়! আমি আপনার ভার্য্যা হইলাম। ২০—২৮। খগরাজ কন্ধর, বিদ্যুদ্রূপ নিশা-চরকে বিনষ্ট করিয়া ভ্রাতৃবধ-জনিত শোকের নিষ্কৃতি লাভ করিল এবং মদনিকাকে সঙ্গে লইয়া স্বগৃহে গমন করিল। মেনকাতনয়া নিশাচরী মদনিকা অভিলাষমত রূপ ধারণ করিতে পারিত বলিয়া, কন্ধরের গৃহে সমাগত হইয়া পক্ষিণীরূপ অবলম্বন করিল। এই পক্ষি-ণীর উদরেই দুর্ব্বাসা মুনির শাপানলবিপ্লুষ্টা বপু অপ্সরা জন্মগ্রহণ করিল। খগপতি কন্ধর তাহার নাম রাখিল "তার্ক্ষী"। মন্দপাল নামক ব্রাহ্মণের চারিটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জরিতারি ও কনিষ্ঠের নাম দ্রোণ। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত প্রতিভা-শালী ছিলেন। তন্মধ্যে বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ ধার্ম্মিক দ্রোণ খগরাজ কন্ধরের অনুমতি-ক্রমে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তার্ক্ষীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অনন্তর কিছুদিন গত হইলে, সেই তার্ক্ষীর গর্ভসঞ্চার হইল। গর্ভধারণাবধি সপ্ত পক্ষ অতীত হইলে, তার্ক্ষী কুরুক্ষেত্রে গমন করে। সেই সময়ে কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইতেছিল; কিন্তু যাহা অবশ্য ঘটিবার, কেহই তাহাকে খণ্ডন করিতে পারে না, সুতরাং তার্ক্ষী সেই যুদ্ধস্থলে গমন করে। ২৯—৩৫। পক্ষিণী তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, ভগদত্ত ও

নিরন্তরং শরৈরাসীদাকাশং শলভৈরিব ॥ ৩৬
পার্থকোদণ্ডনির্ম্মুক্তমাসন্নমতিবেগবৎ।
তস্যা ভল্লমহিগ্রামং ত্বচং চিচ্ছেদ জাঠরীম্ ॥৩৭
ভিন্নে কোষ্ঠে শশাঙ্কাভং ভূমাবণ্ডচতুষ্টয়ম্।
আয়ুষঃ সাবশেষত্বাৎ তূলরাশাবিবাপতৎ ॥ ৩৮
তৎপাতসমকালঞ্চ সুপ্রতীকান্দ্গজোত্তমাৎ।
পপাত মহতী ঘণ্টা বাণসঞ্ছিন্নবন্ধনা ॥ ৩৯
সমং সমস্তাৎ প্রাপ্তা তু নির্ভিন্নধরণীতলা।
ছাদয়ন্তী খগাণ্ডানি স্থিতানি পিশিতোপরি ॥৪০
হতে চ তস্মিন্ নৃপতৌ ভগদত্তে নরেশ্বরে।
বহুন্যহান্যভূদ্যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসৈন্যয়োঃ ॥ ৪১
বৃত্তে যুদ্ধে ধর্ম্মপুত্রে গতে শান্তনবান্তিকম্।
ভীষ্মস্য গদতোঽশেষান্ শ্রোতুংধর্ম্মান্ মহাত্মনঃ

অর্জ্জুন উভয়ে তুমুল সংগ্রাম করিতেছেন, তাঁহাদিগের পঙ্গপাল সদৃশ পুঞ্জ পুঞ্জ শরনিকর দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে। এদিকে পার্থের কোদণ্ড-বিনির্ম্মুক্ত একটী বাণ সবেগে সমাগত হইয়া তাক্ষীর জঠরসম্বন্ধিনী ত্বক্ ভেদ করিয়া ফেলিল। পক্ষিণীর কুক্ষি বিদীর্ণ হইলে, শশাঙ্ক-সন্নিভ শ্বেতবর্ণ অণ্ডচতুষ্টয়, অতি উচ্চস্থান হইতে নিপতিত হইলেও আয়ুষ্কাল সবিশেষ বিদ্যমান বলিয়া যেন তুলরাশির ন্যায় ভূমিতে নিপতিত হইল। ঐ সময়েই ভগদত্তের সুপ্রতীক নামক গজরাজের মহাপ্রমাণা গলঘণ্টা বাণ দ্বারা ছিন্নবন্ধন হইয়া নিপতিত হইল। যদিচ উভয়েই সমকালে ধরণীতল প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু ঘণ্টাটী এইরূপে নিপতিত হইল যে, সেই মাংসপিণ্ডের উপরিস্থিত অণ্ড সকলের চতুর্দ্দিক্ সম্যক্‌রূপে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ৩৬—৪০। হে দ্বিজগণ! নরপতিশ্রেষ্ঠ ভগদত্ত সেই যুদ্ধে নিহত হইলেও কুরুপাণ্ডবের অনেক দিবস যুদ্ধ হয়। অনন্তর যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মবিষয়ক নানাবিধ উপদেশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত শান্তনুতনয় মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করেন। তদনন্তর যে স্থলে

ঘণ্টাগতানি তিষ্ঠন্তি যত্রাণ্ডানি দ্বিজোত্তম।
আজগাম তমুদ্দেশং শমীকো নাম সংযমী ॥৪৩
স তত্র শব্দমশৃণোচ্চিচীকুচীতি বাশতাম্।
বাল্যাদস্ফুটবাক্যানাং বিজ্ঞানেঽপি পরে সতি
অথর্ষিঃ শিষ্যসহিতো ঘণ্টামুৎপাট্য বিস্মিতঃ।
অমাতৃপিতৃপক্ষাংশ্চ শিশুকান্ স দদর্শ চ ॥ ৪৫
তাংস্তু তত্র তথা ভূমৌ শমীকো ভগবান্ মুনিঃ
দৃষ্ট্বা স বিস্ময়াবিষ্টঃ প্রোবাচানুগতান্ দ্বিজান ॥
সম্যগুক্তং দ্বিজাগ্র্যেণ শুক্রেণোশনসা স্বয়ম্।
পলায়নপরং দৃষ্ট্বা দৈত্যসৈন্যং সুরার্দ্দিতম্ ॥৪৭
ন গন্তব্যং নিবর্ত্তধ্বং কস্মাদ্‌ব্রজথ কাতরাঃ।
উৎসৃজ্য শৌর্য্যযশসী ক্ব গতা ন মরিষ্যথ ॥৪৮
নশ্যতো যুধ্যতো বাপি তাবত্তবতি জীবিতম্।

ঘণ্টা দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া পক্ষীর অণ্ডগুলি বর্ত্তমান ছিল, হঠাৎ সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শমীক মুনি সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং ঘণ্টামধ্যগত পক্ষিশাবকগণের "চিচী কুচী" শব্দ তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। যদিচ শাবকগণের অত্যন্ত জ্ঞান হইয়াছিল, তথাপি তাঁহারা বাল্যকাল-বশতঃ অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিতেছিল। অনন্তর শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত ঋষিশ্রেষ্ঠ শমীক হঠাৎ পক্ষিশাবকের শব্দ শ্রবণ করিয়া বিস্মিতচিত্তে ঘণ্টা উত্তোলন করিলেন এবং মাতৃ-পিতৃ-বিরহিত পক্ষহীন পক্ষিশাবকদিগকে অবলোকন করিলেন। ৪১—৪৫। মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শমীক ভূতলস্থিত যথাবস্থিত পক্ষিশাবকদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া অনুগত ব্রাহ্মণদিগকে সবিস্ময়ে কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বকালে দেবতাগণ দ্বারা বিতাড়িত হইয়া দৈত্যসৈন্য সকল যখন ইতস্ততঃ পলায়ন করে, তৎকালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্য তাহাদিগকে যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, হে দৈত্যগণ! তোমরা পলায়ন করিও না! নিবৃত্ত হও। এ প্রকার কাতর হইয়া কি নিমিত্ত যাইতেছ? শৌর্য্য ও যশ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাও? তোমরা

যাবদ্ধাতাসৃজৎ পূর্ব্বং ন যাবন্মনসেপ্সিতম্‌ ॥ ৪৯।
একে ম্রিয়ন্তে স্বগৃহে পলায়ন্তোঽপরে জনাঃ।
ভুঞ্জন্তোঽন্নং তথৈবাপঃ পিবন্তো নিধনং গতাঃ ॥
বিলাসিনস্তথৈবান্যে কাময়ানা নিরাময়াঃ।
অবিক্ষতাঙ্গাঃ শস্ত্রৈশ্চ প্রেতরাজবশং গতাঃ ॥
অন্যে তপস্যভিরতা নীতাঃ প্রেতনৃপানুগৈঃ।
যোগাভ্যাসরতাশ্চান্যে নৈব প্রাপুরমৃত্যুতাম্‌
শম্বরায় পুরা ক্ষিপ্তং বজ্রং কুলিশপাণিনা।
হৃদয়েঽভিহতস্তেন তথাপি ন মৃতোঽসুরঃ ॥৫৩
তেনৈব খলু বজ্রেণ তেনৈবেন্দ্রেণ দানবাঃ।
প্রাপ্তে কালে হতা দৈত্যাস্তৎক্ষণান্নিধনং গতাঃ।
বিদিত্বৈবং ন সন্ত্রাসঃ কর্ত্তব্যো বিনিবর্ত্তত।
ততো নিবৃত্তাস্তে দৈত্যাস্ত্যক্ত্বা মরণজং ভয়ম্‌ ॥
ইতি শুক্রবচঃ সত্যং কৃতমেভিঃ খগোত্তমৈঃ ॥
যে যুদ্ধেঽপি ন সম্প্রাপ্তাঃ পঞ্চত্বমতিমানুষে ॥
কাণ্ডানাং পতনং বিপ্রাঃ ক ঘণ্টাপতনং সমম্‌।
ক চ মাংস-বসা-রক্তৈর্ভূমেরাস্তরণক্রিয়া ॥৫৭
কেঽপ্যেতে সর্ব্বথা বিপ্রা নৈতে সামান্যপক্ষিণঃ
দৈবানুকূলতা লোকে মহাভাগ্যপ্রদর্শিনী ॥৫৮
এবমুক্ত্বা স তান্‌ বীক্ষ্য পুনর্বচনমব্রবীৎ।
নিবর্ত্ততাশ্রমং যাত গৃহীত্বা পক্ষিবালকান্‌ ॥৫৯
মার্জ্জারাখুভয়ং যত্র নৈষামণ্ডজজন্মনাম্‌।
শ্যেনতো নকুলাদ্বাপি স্থাপ্যন্তাং তত্র পক্ষিণঃ ॥
দ্বিজাঃ কিং বাতিযত্নেন মার্য্যন্তে কর্ম্মভিঃ স্বকৈঃ
রক্ষ্যন্তে চাখিলা জীবা যথৈতে পক্ষিবালকাঃ ॥

কি কখনই মরিবে না? পূর্ব্বে বিধাতা যখন তোমাদিগের সৃজন করিয়াছেন, তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ইচ্ছা না হয়, ততক্ষণ যুদ্ধই কর বা পলায়নই কর; কিছুতেই তোমাদের মৃত্যু ঘটিবে না। দেখ, কেহ স্বগৃহে বিদ্যমান থাকিয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে, কেহ পলায়ন করিয়াও মরিয়াছে, কেহ বা পান ভোজন করিতে করিতেও প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আবার কেহ বা কামগামী ও সুস্থ শরীরে বিদ্যমান থাকিয়াও দিব্য বিলাসবাসনা উপভোগ করত শস্ত্রাদি দ্বারা অবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও করাল কালকবলে কবলিত হইয়াছে। আবার কেহ তপস্যানিরত এবং কেহ বা যোগাভ্যাস করিতে করিতে যমালয়ে গমন করিয়াছে; কিন্তু কেহই অমর হয় নাই। আরও দেখ, বজ্রপাণি ইন্দ্র শম্বরের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন এবং ঐ বজ্র দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইলেও সেই অসুরের প্রাণবিনাশ হয় নাই; কিন্তু সেই ইন্দ্রই আবার সেই বজ্র দ্বারা যাবতীয় অসুরের প্রতি আঘাত করেন, কিন্তু তাহাদিগের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা যমসদনের অতিথি হইল। অতএব তোমরা এ সমস্ত অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত এরূপ ত্রাসিত হইতেছ? "নিবৃত্ত হও নিবৃত্ত হও"! দৈত্যগণ ইহা শ্রবণপূর্ব্বক মরণের ভয় পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছিল। হে বিপ্রগণ! এই পক্ষিশাবকেরাও শুক্রাচার্য্যের ঐ বাক্য সকল সার্থক করিয়াছে। দেখ, এই অলৌকিক যুদ্ধেও ইহাদিগের প্রাণবিয়োগ হয় নাই। ৪৬—৫৬। কি আশ্চর্য্য! দেখ, কোথায় অণ্ড সকলের নিপতন, কোথায় বা যুগপৎ ঘণ্টাপতন, আর কোথায় বা মাংস, বসা ও রক্ত দ্বারা পৃথিবীর আচ্ছাদন। পরস্পর অত্যন্ত অন্তর হইলেও এক কালে সকলের সংঘটন হইল। ইহারা কে? হে বিপ্রগণ! বোধ হয়, ইহারা সামান্য পক্ষী নহে। দৈব অনুকূল হইলে মহাভাগ্য উপস্থিত হয়। এই বলিয়া মহর্ষি শমীক তাহাদিগকে পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! তোমরা নিবৃত্ত হও এবং পক্ষিশাবকগণকে গ্রহণ করিয়া পুনরায় আশ্রমে গমন কর। যে স্থলে বিড়াল, ইন্দুর, নকুল বা শ্যেনপক্ষীর ভয় উপস্থিত হইবে না, তথায় এই পক্ষীদিগকে সংস্থাপন কর। কিংবা হে দ্বিজগণ! অধিক যত্নেরই বা আবশ্যক কি? যেহেতু জীবমাত্রেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা নিহত বা রক্ষিত হইয়া থাকে,

তথাপি যত্নঃ কর্ত্তব্যো নরৈঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্ পুরুষকারন্তু বাচ্যতাং যাতি নো সতাম্
ইতি মুনিবরচোদিতাস্ততস্তে
মুনিতনয়াঃ পরিগৃহ্য পক্ষিশস্তান।
তরুবিটপসমাশ্রিতালিসঙ্ঘং
যযুরথ তাপসরম্যমাশ্রমং স্বম্ ॥ ৬৩
স চাপি বন্যং মনসাভিকামিতং
প্রগৃহ্য মূলং কুসুমং ফলং কুশান্।
চকার চক্রায়ুধ-রুদ্র-বেধসাং
সুরেন্দ্র-বৈবস্বত-জাতবেদসাম্ ॥ ৬৪
অপাম্পতের্গোপ্পতি * বিত্তরক্ষিণোঃ
সমীরণস্যাপি তথা দ্বিজোত্তমঃ।
ধাতুর্বিধাতুস্তথ বৈশ্বদেবিকাঃ
শ্রুতিপ্রযুক্তা বিবিধাশ্চ সৎক্রিয়াঃ ॥ ৬৫

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে চটকোৎপত্তির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

এই পক্ষিশাবকেরা এ স্থলে কাহার রক্ষিত হইয়াছে? কিন্তু তাহা হইলেও সমস্ত কর্ম্মেই মনুষ্যের যত্ন করা কর্ত্তব্য, নতুবা সাধুগণের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয়। ৫৭—৬২। মুনিবালকগণ মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণানন্তর পক্ষিশাবকগুলিকে গ্রহণ করিয়া বৃক্ষশাখা দ্বারা সমাচ্ছন্ন ভৃঙ্গবিশিষ্ট, তপস্বিগণ দ্বারা রমণীয় স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিল। মহর্ষি শমীকও অভিলাষানুরূপ বন্য ফল, মূল, পুষ্প ও কুশ আহরণ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বরুণ, বৃহস্পতি, কুবের, বায়ু, ধাতা ও বিধাতার পূজা এবং বেদোক্ত বিধি অনুসারে তাহাদিগের হোমাদি বিবিধ কার্য্য সকল সম্পাদন করিলেন। ৬৩—৬৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

---

* গোপতীতি পাঠান্তরম্।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অহন্যহনি-বিপ্রেন্দ্র স তেষাং মুনিসত্তমঃ।
চকারাহারপয়সা তথা গুপ্ত্যা চ পোষণম্ ॥ ১
মাসমাত্রেণ জগ্মুস্তে ভানোঃ স্যন্দনবর্ত্মনি।
কৌতূহলবিলোলাক্ষৈর্দৃষ্টা মুনিকুমারকৈঃ ॥ ২
দৃষ্ট্বা মহীং সনগরাং সাম্ভোনিধিসরিদ্বরাম্।
রথচক্রপ্রমাণাং তে পুনরাশ্রমমাগতাঃ।
শ্রমক্লান্তান্তরাত্মানো মহাত্মানো বিযোনিজাঃ ॥৩
জ্ঞানঞ্চ প্রকটীভূতং তত্র তেষাং প্রভাবতঃ ॥ ৪
ঋষেঃ শিষ্যানুকম্পার্থং বদতো ধর্ম্মনিশ্চয়ম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং সর্ব্বে চরণাবভ্যবাদয়ন্ ॥ ৫

তৃতীয় অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহর্ষি শমীক প্রতিদিন আহারদান, জলদান ও রক্ষা দ্বারা এইরূপে তাহাদিগকে পোষণ করিতে লাগিলেন। পক্ষিশাবকগণ মুনিগণ দ্বারা এইরূপে পরিপুষ্ট হইয়া এক মাস মধ্যেই আকাশমার্গে গমন করিতে আরম্ভ করিল। মুনিকুমারগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, বিলোল-নয়নে তাহা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তির্য্যগ্‌যোনিসম্ভূত মহাত্মা পক্ষিগণ নদ, নদী, সাগর এবং নগরাদি দ্বারা পরিপূর্ণ রথচক্রাকার পৃথিবীকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে, পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাগমন করে। মুনিপ্রভাবে ক্রমশ তাহাদিগের জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইল। একদা মহর্ষি শমীক শিষ্যগণের প্রতি কৃপা করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমত সময়ে পক্ষিগণ প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার চরণে অভিবাদন করিল এবং কহিতে লাগিল,—“হে মুনে! আপনার দ্বারাই আমরা ঘোর মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি,—আপনিই আমাদিগকে আবাসস্থান, আহার্য্য ও জল দান করিয়াছেন; সুতরাং আপনিই আমাদিগের পিতা

ঊচুশ্চ মরণাদ্ঘোরান্মোক্ষিতাঃ স্মত্বয়া মুনে।
আবাস-ভক্ষ্য-পয়সাং ত্বংনো দাতা পিতা গুরুঃ
গর্ভস্থানাং মৃতা মাতা পিতা নৈবাপি পালিতাঃ
ত্বয়া নো জীবিতং দত্তং শিশবো যেন রক্ষিতাঃ
ক্ষিতাবক্ষতভেজাস্ত্বং কৃমীণামিব শুষ্যতাম্।
গজঘণ্টাং সমুৎপাট্য কৃতবান্ দুঃখরেচনম্॥ ৮
কথং বর্দ্ধেয়ুরবলাঃ খস্থান দ্রক্ষ্যাম্যহং কদা।
কদা ভূমের্দ্রুমং প্রাপ্তান দ্রক্ষ্যে বৃক্ষান্তরংগতান্
কদা মে সহজা কান্তিঃ পাংশুনা নাশমেষ্যতি।
এষাং পক্ষানিলোত্থেন মৎসমীপবিচারিণাম্॥১০
ইতি চিন্তয়তা তাত ভবতা প্রতিপালিতাঃ।
তে সাম্প্রতং প্রবৃদ্ধাঃ স্মঃ প্রবুদ্ধাঃ করবাম কিম্
ইত্যৃষির্বচনং তেষাং শ্রুত্বা সংস্কারবৎ স্ফুটম্।
শিষ্যৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বৈঃ সহ পুত্রেণ শৃঙ্গিণা॥১২

কৌতূহলপরো ভূত্বা রোমাঞ্চপটসংবৃতঃ।
উবাচ তত্ত্বতো ব্রুত প্রবৃত্তেঃ কারণং গিরঃ॥ ১৩
কস্য শাপাদিয়ং প্রাপ্তা ভবদ্ভির্বিক্রিয়া পরা।
রূপস্য বচসশ্চৈব তন্মে বক্তুমিহার্হথ॥ ১৪

পক্ষিণ ঊচুঃ।

বিপুলস্বানিতি খ্যাতঃ প্রাগাসীন্মুনিসত্তমঃ।
তস্য পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে সুকৃষস্তুম্বুরুকস্তথা॥ ১৫
সুকৃষস্য বয়ং পুত্রাশ্চত্বারঃ সংযতাত্মনঃ।
তস্যর্ষের্বিনয়াচার ভক্তিনম্রাঃ সদৈব হি॥ ১৬
তপশ্চরণসক্তস্য শান্তমানেন্দ্রিয়স্য চ।
যথাভিমতমস্মাভিস্তদা তস্যোপপাদিতম্॥ ১৭
সমিৎপুষ্পাদিকং সর্ব্বং যচ্চৈবাভ্যবহারিকম্।
এবং তত্রাথ বসতাং তস্যাস্মাকঞ্চ কাননে॥১৮
আজগাম মহাবষ্মা ভগ্নপক্ষো জরান্বিতঃ।
আতাম্রনেত্রঃ স্রস্তাত্মা পক্ষী ভূত্বা সুরেশ্বরঃ॥

এবং গুরু। ১—৫। গর্ভবাস সময়েই আমাদিগের মাতৃবিয়োগ হয়, পিতাও আমাদিগকে পরিপালন করেন নাই, আপনিই আমাদিগকে শৈশবাবধি রক্ষা করিয়াছেন। হে অক্ষতভেজাঃ! আমরা যখন ভূতলে পড়িয়া কৃমির ন্যায় শুষ্ক হইতেছিলাম, তৎকালে আপনিই হস্তিঘণ্টা উত্তোলন করিয়া আমাদিগের দুঃখ দূর করিয়াছিলেন। এই দুর্ব্বল পক্ষিশাবকেরা কি প্রকারে বর্দ্ধিত হইবে, কখন ইহারা আকাশে উড্ডীন হইবে, মৃত্তিকা হইতে বৃক্ষোপরি গমন করিবে এবং কখন বা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিবে, আর কখনই বা আমার সমীপে বিচরণ করিতে করিতে উড্ডীন হইবে, তৎকালে ইহাদের পক্ষসঞ্চালনে সমীরণোত্থিত রজোরাশি দ্বারা আমার স্বাভাবিক ক্লান্তি বিনষ্ট হইবে, হে তাত! এই ভাবিয়াই আপনি আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা বড় হইয়াছি এবং আপনার কৃপায় জ্ঞানলাভ করিয়াছি, এক্ষণে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। ৬—১১। শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত মহর্ষি শমীক তাহাদিগের এই সংস্কার-বিশিষ্ট প্রস্ফুট বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় পুত্র শৃঙ্গীর সহিত অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত কৌতূহল বশতঃ পুলকাঞ্চিতদেহ হইয়া পক্ষিগণকে কহিলেন,—যথার্থ বল, তোমরা এরূপ সুস্পষ্ট বাক্য কিরূপে উচ্চারণ করিলে? এবং কাহার শাপেই বা তোমাদের বাক্য ও রূপের এ প্রকার বিক্রিয়া জন্মিয়াছে? পক্ষীরা কহিল,—পূর্ব্বকালে বিপুলস্বান্ নামক এক মুনি ছিলেন। সুকৃষ ও তুম্বুরু নামক তাঁহার দুইটী পুত্র হয়। আমরা সকলেই সেই মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় সুকৃষের পুত্র। বিনয়, আচার, ভক্তি এবং নম্রতা অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদাই আমরা তাঁহার নিকট অবস্থান করিতাম। তিনি যখন সংযত চিত্তে তপস্যা করিতেন, তখন আমরা তাঁহার অভিলাষানুরূপ সমিধ, পুষ্প এবং যাবতীয় আহার্য্যসামগ্রী আহরণ করিতাম। তিনি এইরূপে আমাদের সহিত কানন মধ্যে বাস করিতেন। ১১—১৮। সুরেশ্বর ইন্দ্র এক দিবস প্রকাণ্ডদেহ বৃদ্ধ পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া আমাদের নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার পক্ষ সকল

সত্য-শৌচ-ক্ষমাচারসমন্বিতমুদারমানসম্।
জিজ্ঞাসুস্তমৃষিশ্রেষ্ঠমস্মচ্ছাপভবায় চ॥ ২০

পক্ষ্যুবাচ।

দ্বিজেন্দ্র মাং ক্ষুধাবিষ্টং পরিত্রাতুমিহার্হসি।
ভক্ষণার্থী মহাভাগ গতির্ভব মমাতুলা॥ ২১
বিন্ধ্যস্য শিখরে তিষ্ঠন্ পক্ষিপত্রেরিতেন বৈ *।
পতিতোঽস্মি মহাভাগ শ্বসনেনাতিরংহসা॥ ২২
সোঽহং মোহসমাবিষ্টো ভূমৌ সপ্তাহমস্মৃতিঃ।
স্থিতস্তত্রাষ্টমেনাহ্না চেতনাং প্রাপ্তবানহম্॥ ২৩
প্রাপ্তচেতাঃ ক্ষুধাবিষ্টো ভবন্তং শরণং গতঃ।
ভক্ষ্যার্থী বিগতানন্দো দূয়মানেন চেতসা॥ ২৪
তৎ কুরুষ্বামলমতে মত্রাণায়াচলাং মতিম্।
প্রযচ্ছ ভক্ষ্যং বিপ্রর্ষে প্রাণযাত্রাক্ষমং মম॥ ২৫

স এবমুক্তঃ প্রোবাচ তমিন্দ্রং পক্ষিরূপিণম্।
প্রাণসন্ধারণার্থায় দাস্যে ভক্ষ্যং তবেপ্সিতম্॥
ইত্যুক্ত্বা পুনরপ্যেনমপৃচ্ছৎ স দ্বিজোত্তমঃ।
আহারঃ কস্তবার্থায় উপকল্প্যো ভবেন্ময়া।
স চাহ নরমাংসেন তৃপ্তির্ভবতি মে পরা॥ ২৭

ঋষিরুবাচ।

কৌমারং তে ব্যতিক্রান্তমতীতং যৌবনঞ্চ তে
বয়সঃ পরিণামস্তে বর্ত্ততে নূনমণ্ডজ॥ ২৮
যস্মিন্ নরাণাং সর্ব্বেষামশেষেচ্ছা নিবর্ত্ততে।
স কস্মাদ্বৃদ্ধভাবেঽপি সনৃশংসাত্মকো ভবান॥
ক্ব মানুষস্য পিশিতং ক্ব বয়শ্চরমং তব।
সর্ব্বথা দুষ্টভাবানাং প্রশমো নোপপদ্যতে॥৩০
অথবা কিং মমৈতেন প্রোক্তেনাস্তি প্রয়োজনম্
প্রতিশ্রুত্য সদা দেয়মিতি নো ভাবিতং মনঃ॥
ইত্যুক্ত্বা তং স বিপ্রেন্দ্রস্তথেতি কৃতনিশ্চয়ঃ।
শীঘ্রমস্মান্ সমাহূয় গুণতোঽস্মৃপ্রশস্য চ॥ ৩২

ভগ্ন, চক্ষু তাম্রবর্ণ এবং আত্মা শিথিল হইয়াছিল। তিনি সত্য, শৌচ, ক্ষমা এবং এবং আচার সম্পন্ন, উদারচেতা মুনিকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে এবং বোধ হয়, আমাদিগের প্রতি পিতৃশাপ হইবার জন্যই সমাগত হইয়াছিলেন। পক্ষী কহিলেন,—দ্বিজেন্দ্র! আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়াছি; আমাকে রক্ষা করুন। হে মহাভাগ! আমি নিতান্ত ভক্ষণার্থী হইয়াছি, আপনিই আমার গতিস্বরূপ। হে মহাত্মন! আমি বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিখরচূড়ায় অবস্থিতি করিতেছিলাম, অকস্মাৎ পক্ষিরাজ গরুড়ের পক্ষপুটোত্থিত অতি বেগবান্ বায়ু দ্বারা এই স্থলে নিপতিত হইয়াই মূর্চ্ছিত হইলাম। এই অবস্থায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইলে অষ্টম দিবসে আমার চৈতন্য হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সুস্থ হইলাম এবং ক্ষুধাতুর হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। হে মহাভাগ! আমার হৃদয় ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া, আমাকে নিরানন্দ করিয়া তুলিয়াছে। হে সুবুদ্ধে! আমাকে রক্ষা করিতে চেষ্টিত হউন এবং আমার ক্ষুধা নষ্ট হয়, ভক্ষ্যপযোগী আহার্য্য প্রদান করুন। ১৯—২৫। সেই মহর্ষি পক্ষী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পক্ষিরূপী ইন্দ্রকে কহিলেন,—হে খগ! প্রাণধারণোপযোগী কি আহার্য্য তোমার অভিলষিত? তোমার আহারোপযুক্ত কি দ্রব্যের আহরণ করিব? পক্ষী কহিল,—নরমাংস ভোজন করিলে, আমার অত্যন্ত তৃপ্তি হয়। ঋষি কহিলেন,—হে অণ্ডজ! তোমার কৌমার অতীত হইয়া যৌবনাবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহাও এক্ষণে অতিক্রান্ত হইয়া, যাহাতে মনুষ্যেরও যাবতীয় বাসনার শেষ হয়, এক্ষণে সেই বার্দ্ধক্যাবস্থা বর্ত্তমান, তথাপি তুমি এত নৃশংসাত্মক কেন? দেখ, নরমাংস ভক্ষণ ও বয়ঃপরিণাম এ উভয়ের অত্যন্ত অন্তর; তথাপি দুষ্টলোকের দুরাশা নিবৃত্তি হয় না। অথবা আমারই বা এ সকল বিষয়ের আলোচনার আবশ্যক কি? "অঙ্গীকৃত বিষয় অবশ্য দেয়" ইহাই মনে মনে ভাবা উচিত। হে দ্বিজেন্দ্র! সেই পক্ষীকে এই কথা বলিয়া কৃতনিশ্চয় মুনি আমাদিগকে শীঘ্র আহ্বান করিলেন। আমরা

---

* পক্ষিরাট্প্রেরিতেন চেতি পাঠান্তরম্।

উবাচ ক্ষুব্ধহৃদয়ো মুনির্বাক্যং সুনিষ্ঠুরম্ ।
বিনয়াবনতান্ সর্ব্বান্ ভক্তিযুক্তান্ কৃতাঞ্জলীন্ ॥
কৃতাত্মানো দ্বিজশ্রেষ্ঠা ঋণৈর্ম্মুক্তা ময়া সহ ।
জাতং শ্রেষ্ঠমপত্যং বো যূয়ং মম যথা দ্বিজাঃ
গুরুঃ পূজ্যো যদি মতো ভবতাং পরমঃ পিতা *
ততঃ কুরুত মে বাক্যং নির্ব্যলীকেন চেতসা ॥
তদ্বাক্যসমকালঞ্চ প্রোক্তমস্মাভিরাদৃতৈঃ ।
যদ্বক্ষ্যতি ভবাংস্তদ্ধি কৃতমেবাবধার্য্যতাম্ ॥৩৬

ঋষিরুবাচ ।

মামেষ শরণং প্রাপ্তো বিহগঃ ক্ষুৎতৃষান্বিতঃ ।
যুষ্মন্মাংসেন যেনাস্য ক্ষণং তৃপ্তির্ভবত্বিতি ।
তৃষ্ণাক্ষয়শ্চ রক্তেন তথা শীঘ্রং বিধীয়তাম্ ॥৩৭
ততো বয়ং প্রব্যথিতাঃ প্রকম্পোদ্ভূতসাধ্বসাঃ ।
কষ্টং কষ্টমিতি প্রোচ্য নৈতৎ কর্ম্মেতি চাব্রুবন্

কথং পরশরীরস্য হেতোর্দেহং স্বকং বুধঃ ।
বিনাশয়েদ্ঘাতয়েদ্বা যথা হ্যাত্মা তথা সুতঃ ॥৩৯
পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং যান্যুক্তানি ঋণানি বৈ ।
তান্যপাকুরুতে পুত্রো ন শরীরপ্রদঃ সুতঃ ॥৪০
তস্মান্নৈতৎকরিষ্যামো নো চীর্ণং যৎ পুরাতনৈ
জীবন্ ভদ্রাণ্যবাপ্নোতি জীবন্ পুণ্যংকরোতি চ
মৃতস্য দেহনাশশ্চ ধর্ম্মাদ্যুপরতিস্তথা ।
আত্মানং সর্ব্বতো রক্ষ্যমাহুর্ধর্ম্মবিদো জনাঃ ॥
ইত্থং শ্রুত্বা বচোঽস্মাকং মুনিঃ ক্রোধাদিব জ্বল
প্রোবাচ পুনরপ্যস্মান্ নির্দ্দহন্নিব লোচনৈঃ ॥৪৩
প্রতিজ্ঞাতং বচো মহ্যং যস্মান্নৈতৎ করিষ্যথ
তস্মান্মচ্ছাপনির্দ্দগ্ধাস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রযাস্যথ ॥৪৪
এবমুক্ত্বা তদা সোঽস্মাংস্তং বিহঙ্গমথাব্রবীৎ ।

বিনয়াবনত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে গুণানুসারে আমাদের প্রশংসা করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে অতি নিষ্ঠুর বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল প্রয়োগ করিলেন, "তোমরা সকলেই কৃতবিদ্য, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা আমার ন্যায় ঋণমুক্ত হইয়াছ; —তোমরা যেমন আমার সন্তান, তেমনি তোমাদের সৎপুত্র জন্মিয়াছে। আমি তোমাদের পিতা; তোমরা যদি আমাকে গুরু এবং পূজ্য বলিয়া বিবেচনা কর, তবে অকপটচিত্তে আমার বাক্য প্রতিপালন কর।" আমরাও সাদরে কহিলাম,—হে পিতঃ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, মনে করুন, যেন আমাদিগের দ্বারা তাহা সম্পাদিতই হইয়াছে। ২৮—৩৬। ঋষি কহিলেন,—হে বৎসগণ! এই পক্ষী ক্ষুৎপিপাসান্বিত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে তোমাদের মাংস ভোজন করিলে ক্ষণকাল ইহার তৃপ্তি এবং রক্তপানে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, অতএব তোমরা তাহাই কর। তখন আমরা অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলাম,—ইহা অতি কষ্টকর কার্য্য, ইহা আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হইবে না। কোন্ ব্যক্তি পণ্ডিত হইয়া পরদেহপুষ্টির নিমিত্ত স্বীয় দেহ বিনষ্ট বা নিহত করায়? যে হেতু আত্মাকে সন্তানতুল্য যত্ন করিতে হয়। পিতৃ-ঋণ, দেব-ঋণ ও মনুষ্য-ঋণ যাহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সন্তানগণ তাহাই বিনষ্ট করিতে পারে, এজন্য দেহপাত করিতে পারে না। সুতরাং আমাদিগের দ্বারা ইহা সম্পন্ন হইবে না; যে হেতু পূর্ব্বে কেহই এরূপ আচরণ করেন নাই। জীবিত থাকিলেই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয় এবং পুণ্যাদি আচরণ করিতে পারে। মৃত ব্যক্তির দেহনাশ হয় এবং ধর্ম্মাচারাদি বিনষ্ট হয়। এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, আত্মাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিবে। ৩৭—৪২। মুনিবর আমাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই যেন ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন এবং রোষকষায়িতলোচনে আমাদিগকে যেন দগ্ধ করিয়াই পুনরায় কহিলেন,—রে দুর্ব্বৃত্তগণ! আমি ইহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমরা আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে না, অতএব আমার শাপে দগ্ধ হইয়া তির্য্যগযোনিতে গমন করিবে। হে দ্বিজ-

---

* নাপরঃ পিতুরিতি ক্বচিৎ পুস্তকে পাঠঃ।

অন্ত্যেষ্টিমাত্মনঃ কৃত্বা শাস্ত্রতশ্চৌর্দ্ধদৈহিকম্ ॥৪৫
ভক্ষয়স্ব সুবিস্রব্ধো মামত্র দ্বিজসত্তম।
আহারীকৃতমেতৎ তে ময়া দেহমিহাত্মনঃ ॥ ৪৬
এতাবদেব বিপ্রস্য ব্রাহ্মণত্বং প্রচক্ষ্যতে।
যাবৎ পতগজাত্যগ্র্য স্বসত্যপরিপালনম্ ॥ ৪৭
ন যজ্ঞৈর্দক্ষিণাবদ্ভিস্তৎ পুণ্যং প্রাপ্যতে মহৎ।
কর্ম্মণান্যেন বা বিপ্রৈর্যৎ সত্যপরিপালনাৎ ॥৪৮
ইত্যাষের্বচনং শ্রুত্বা সোঽপবিস্ময়নির্ভরঃ।
প্রত্যুবাচ মুনিং শক্রঃ পক্ষিরূপধরস্তদা ॥ ৪৯
যোগমাস্থায় বিপ্রেন্দ্র ত্যজেদং স্বং কলেবরম্
জীবজ্জন্তুং হি বিপ্রেন্দ্র ন ভক্ষামি কদাচন ॥৫০
তস্যৈতদ্বচনং শ্রুত্বা যোগযুক্তোঽভবন্মুনিঃ।
তং তস্য নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা শক্রোঽপ্যাহ স্বদেহভৃৎ
ভো ভো বিপ্রেন্দ্র বুধ্যস্ব বুদ্ধ্যা বোধ্যং বুধাত্মক
জিজ্ঞাসার্থং ময়ায়ং তে অপরাধঃ কৃতোঽনঘ।
তৎ ক্ষমস্বামলমতে কা চেচ্ছা ক্রিয়তাং তব।
পালনাৎ সত্যবাক্যস্য প্রীতির্মে পরমা ত্বয়ি ॥
অদ্য প্রভৃতি তে জ্ঞানমৈন্দ্রং প্রাদুর্ভবিষ্যতি।
তপস্যথ তথা ধর্ম্মে ন তে বিঘ্নো ভবিষ্যতি ॥
ইত্যুক্ত্বা তু গতে শক্রে পিতা কোপসমন্বিতঃ।
প্রণম্য শিরসাস্মাভিরিদমুক্তো মহামুনিঃ ॥ ৫৫
বিভ্যতাং মরণাৎ তাত ত্বমস্মাকং মহামতে।
ক্ষন্তুমর্হসি দীনানাং জীবিতাপ্রিয়তা হি নঃ ॥৫৭
ত্বগাস্থিমাংসসঙ্ঘাতে পূযশোণিতপূরিতে।
কর্ত্তব্যা ন রতির্যত্র তত্রাস্মাকমিয়ং রতিঃ ॥৫৭
শ্রূয়তাঞ্চ মহাভাগ যথা লোকো বিমুহ্যতি।
কামক্রোধাদিভির্দোষৈরবশঃ প্রবলারিভিঃ ॥৫৮
প্রজ্ঞাপ্রাকারসংযুক্তমস্থিস্থূণং পুরং মহৎ।

সত্তম! তিনি আমাদিগকে এই বলিয়া শাস্ত্রানুসারে স্বীয় ঔর্দ্ধদৈহিক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধান করত সেই পক্ষীকে কহিলেন,—হে খগ! তুমি বিশ্বস্তচিত্তে আমাকেই ভক্ষণ কর। আমি স্বীয় দেহকে তোমার আহার্য্য করিলাম। হে পতগশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ যতক্ষণ স্বীয় সত্য প্রতিপালন করেন, ততক্ষণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। সত্যপ্রতিপালনে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয়, দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠানে বা অন্য কোন কর্ম্ম দ্বারা সেই পুণ্য পাওয়া যায় না। ৪৩—৪৭। সেই পক্ষিরূপী ইন্দ্র ঋষিশ্রেষ্ঠের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করত মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! অগ্রে যোগাবলম্বন করিয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করুন, পশ্চাৎ আপনার মাংস ভক্ষণ করিব;—যে হেতু আমি জীবিত প্রাণীকে কখনই ভক্ষণ করি না। ৪৮—৫০। পক্ষীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিরাজ যোগাবলম্বন করিলেন। ইন্দ্রও তাঁহার সেই সঙ্কল্প নিশ্চয় জানিয়া নিজ দেহ ধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিপ্রর্ষে! বোদ্ধব্য বিষয়কে বুদ্ধিপূর্ব্বক বোধ করুন। হে অনঘ! আমি আপনাকে ভালরূপ জানিবার নিমিত্তই আপনার নিকট এই অপরাধ করিয়াছি। হে নির্ম্মলচেতাঃ! আমায় ক্ষমা করুন। আপনার অভিলাষ কি, আজ্ঞা করুন! সত্যবাক্য প্রতিপালন করায় আপনার প্রতি আমার অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে। অদ্যাবধি আপনার ঐন্দ্রজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইবে এবং তপস্যাচরণে কদাপি বিঘ্ন ঘটিবে না। ৫১—৫৪। দেবরাজ ইন্দ্র এই বলিয়া প্রস্থান করিলে আমরা পিতৃদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া রোষকষায়িত মুনিবরকে কহিলাম,—হে পিতঃ! আমরা মরণভয়ে অত্যন্ত ভীত ও জীবিতপ্রিয়তার বশংবদ হইয়া এ প্রকার বলিয়াছি, সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা করুন। এই দেহ ত্বক্, অস্থি ও মাংসবহুল এবং পূয ও শোণিতপরিপূর্ণ, ইহাতে কিছুমাত্রই অনুরাগ করিতে নাই; কিন্তু হে তাত! সেই দেহেই আমাদিগের অনুরাগ বাড়িয়াছে। হে মহাভাগ! শুনিয়াছি যে, প্রবল শত্রুস্বরূপ কামক্রোধাদি দোষ দ্বারাই লোক সকল মুগ্ধ হয়। হে পিতঃ! প্রজ্ঞারূপ প্রাকারপরিবেষ্টিত এই দেহরূপ নগরী বর্ত্তমান রহিয়াছে,

চর্ম্মভিত্তিমহারোধং মাংসশোণিতলেপনম্ ॥৫৯
নবদ্বারং মহায়াসং সর্ব্বতঃ স্নায়ুবেষ্টিতম্।
নৃপশ্চ পুরুষস্তত্র চেতনাবানবস্থিতঃ ॥ ৬০
মন্ত্রিণৌ তস্য বুদ্ধিশ্চ মনশ্চৈব বিরোধিনৌ।
যতেতে বৈরনাশায় তাবুভাবিতরেতরম্ ॥৬১
নৃপস্য তস্য চত্বারো নাশমিচ্ছন্তি বিদ্বিষঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো মোহশ্চান্যস্তথা রিপুঃ
যদা তু স নৃপস্তানি দ্বারাণ্যাবৃত্য তিষ্ঠতি।
তদা সুস্থবলশ্চৈব নিরাতঙ্কশ্চ জায়তে ॥ ৬৩
জাতানুরাগো ভবতি শত্রুভির্নাভিভূয়তে ॥ ৬৪
যদা তু সর্ব্বদ্বারাণি বিবৃতানি স মুঞ্চতি।
রাগো নাম তদা শত্রুর্নেত্রাদিদ্বারমৃচ্ছতি ॥৬৫
সর্ব্বব্যাপী মহায়ামঃ পঞ্চদ্বারপ্রবেশনম্।
তস্যানুমার্গং বিশতি তদৈব ঘোরং রিপুত্রয়ম্ ॥৬৬

প্রবিশ্যাথ স বৈ তত্র দ্বারৈরিন্দ্রিয়সংজ্ঞকৈঃ।
রাগঃ সংশ্লেষমায়াতি মনসা চ সহেতরৈঃ ॥ ৬৭
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব বশে কৃত্বা দুরাসদঃ।
দ্বারাণি চ বশে কৃত্বা প্রাকারং নাশয়ত্যথ।
মনস্তস্যাশ্রিতং দৃষ্ট্বা বুদ্ধির্নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥৬৮
অমাত্যরহিতস্তত্র পৌরবর্গোজ্‌ঝিতস্তথা।
রিপুভির্লব্ধবিবরঃ স নৃপো নাশমৃচ্ছতি ॥৬৯
এবং রাগস্তথা মোহো লোভঃ ক্রোধস্তথৈব চ
প্রবর্ত্তন্তে দুরাত্মানো মনুষ্যস্মৃতিনাশকাঃ ॥৭০
রাগাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি ক্রোধাল্লোভো-
হভিজায়তে।
লোভাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৭১
এবং প্রনষ্টবুদ্ধীনাং রাগলোভানুবর্ত্তিনাম্।

অস্থি যাহার স্তম্ভ (খুঁটি), যাহা চর্ম্মরূপ ভিত্তি দ্বারা অত্যন্ত রুদ্ধ এবং মাংসশোণিতরূপ কর্দ্দম দ্বারা অনুলিপ্ত, স্নায়ু সকল যাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে এবং যাহার অতি বৃহৎ নয়টী দ্বার আছে; সেই পুরীমধ্যে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ রাজত্ব করিতেছেন। ৫৯—৬০। ঐ রাজার দুইটী মন্ত্রী—মন ও বুদ্ধি। তাহারাও আবার পরস্পর বিরোধী, এজন্য পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সততই যত্নবান। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ নামক রাজার চারিটী শত্রু; তাহারা সর্ব্বদাই রাজাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই নৃপতি যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত নয়টী দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থান করেন, সেই সময়েই তিনি অত্যন্ত সুস্থ নিরাতঙ্ক এবং জাতানুরাগ হইয়া থাকেন; সুতরাং সেই সময়েই শত্রুগণ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি যে সময়ে দ্বার সকল উদ্ঘাটিত করিয়া অবস্থান করেন, সেই সময়েই অনুরাগ নামক রিপু নেত্রাদি দ্বার সকল আক্রমণ করিয়া থাকে। ঐ শত্রু সর্ব্বব্যাপী এবং অত্যন্ত প্রবল; ঐ অনুরাগরূপ শত্রু যখন নেত্রাদি দ্বারমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তৎকালেই লোভ, মোহ ও ক্রোধরূপ শত্রুত্রয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। ৬১—৬৬। সেই রাগরূপ শত্রু ইন্দ্রিয়াভিধ দ্বার সকল দ্বারা পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মন এবং বুদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে অভিলাষ করে। ঐ দুর্দ্ধর্ষ অনুরাগ ইন্দ্রিয়গণ, মন ও দ্বার সকলকে বশীভূত করিয়া প্রজ্ঞারূপ প্রাকার ভগ্ন করে। বুদ্ধিও মনকে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়; সুতরাং অমাত্যরহিত ও প্রজাবর্গ পরিত্যক্ত সেই নৃপতি শত্রুগণ দ্বারা আক্রান্ত-ছিদ্র হইয়া বিনষ্ট হন। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহরূপ দুরাত্মগণ পুরীমধ্যে বিরাজ করিতে থাকে, ঐই জন্যই মনুষ্য স্মরণশক্তি বিহীন হয়। অনুরাগ হইতে ক্রোধ হয়, ক্রোধ হইতে লোভ জন্মায়, লোভ হইতে মোহের উৎপত্তি এবং মোহ হইতেই স্মৃতিবিভ্রম উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইলেই মৃত্যু হয়। ৬৭—৭১। হে তাত! রাগ এবং লোভের বশবর্ত্তী হওয়ায় আমাদেরও বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, ঐ জন্যই জীবনের প্রতি এত লোভ; সুতরাং হে সত্তম! আপনি যে

জীবিতে চ সলোভানাং প্রসাদং কুরু সত্তম ॥ ৭২
যোঽয়ং শাপো ভগবতা দত্তঃ স ন ভবেৎ তথ
ন তামসীং গতিং কষ্টাং ব্রজেম মুনিসত্তম ॥ ৭৩

ঋষিরুবাচ।

যন্ময়োক্তং ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি কদাচন।
ন মে বাগনৃতং প্রাহ যাবদদ্যেতি পুত্রকাঃ ॥ ৭৪
দৈবমত্র পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
অকার্য্যং কারিতো যেন বলাদহমচিন্তিতম্ ॥ ৭৫
যস্মাচ্চ যুষ্মাভিরহং প্রণিপত্য প্রসাদিতঃ।
তস্মাৎ তির্য্যক্ত্বমাপন্নাঃ পরং জ্ঞানমবাপ্স্যথ ॥ ৭৬
জ্ঞানদর্শিতমার্গাশ্চ নির্দ্ধূতক্লেশকল্মষাঃ।
মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধাঃ পরাং সিদ্ধিমবাপ্স্যথ ॥ ৭৭
জৈমিনেঃ প্রশ্নসন্দেহাদ্যদা বক্ষ্যথ পুত্রকাঃ।
তদা মোক্ষ্যথ মচ্ছাপাদেষ বোঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥
এবং শপ্তাঃ স্ম ভগবান্ পিত্রা দৈববশাৎ পুরা।
ততঃ কালেন মহতা যোন্যন্তরমুপাগতাঃ ॥ ৭৯
জাতাশ্চ রণমধ্যে বৈ ভবতা পরিপালিতাঃ।
বয়মিত্থং দ্বিজশ্রেষ্ঠ খগত্বং সমুপাগতাঃ ॥ ৮০
নাস্ত্যসাবিহ সংসারে যো ন দিষ্টেন বাধ্যতে।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং দৈবাধীনং হি চেষ্টিতম্ ॥ ৮১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শমীকো ভগবান্ মুনিঃ
প্রত্যুবাচ মহাভাগঃ সমীপস্থায়িনো দ্বিজান্ ॥ ৮২
পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তং ভবতাং সন্নিধাবিদম্।
সামান্যপক্ষিণো নৈতে কেঽপ্যেতে দ্বিজসত্তমাঃ
যে যুদ্ধেঽপি ন সম্প্রাপ্তাঃ পঞ্চত্বমতিমানুষে ॥ ৮
ততঃ প্রীতিমতা তেন তেঽনুজ্ঞাতা মহাত্মনা।
জগ্মুঃ শিখরিণাং শ্রেষ্ঠং বিন্ধ্যং দ্রুমলতাযুতম্ ॥
যাবদদ্য স্থিতাস্তস্মিন্নচলে ধর্ম্মপক্ষিণঃ।
তপঃস্বাধ্যায়নিরতাঃ সমাধৌ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৮৫

শাপ দিলেন, ঐ শাপ যাহাতে ফলিত না হয়, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাই করুন। তাহা হইলে এই কষ্টকরী তামসী গতি আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে না। ৭২। ৭৩। ঋষি কহিলেন,—"হে বৎসগণ! আমি যাহা বলিয়াছি, কখনই তাহা মিথ্যা হইবে না, এ পর্য্যন্ত কখনই আমার মুখে মিথ্যা কথা বহির্গত হয় নাই। বৃথা পৌরুষে ধিক্! আমি বিবেচনা করি, দৈবই এ বিষয়ে বলবান্; দৈবই আমাকে এ প্রকার অচিন্তিত অকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে; তোমরা প্রণিপাত করিয়া আমাকে প্রসন্ন করিতেছ বলিয়া, তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মলাভ করিয়াও পরম জ্ঞানবান্ হইবে। আমার প্রসাদে তোমরা জ্ঞান দ্বারা সৎপথ অবলোকনপূর্ব্বক পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া, অসন্দিগ্ধচিত্তে প্রধান সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।" হে ভগবন্! পূর্ব্বকালে দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ আমরা পিতৃদেব কর্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হই। তদনন্তর কিছুকাল গত হইলে এই পক্ষিযোনি ধারণ করিয়াছি। হে দ্বিজবর! যুদ্ধস্থলে আমাদের জন্ম হয়, আপনি আনয়ন করিয়া প্রতিপালন করেন, এক্ষণে আমরা আকাশমার্গে গমন করিতে সক্ষম হইয়াছি। হে মুনিশার্দ্দূল! এ সংসারে এমন কেহই নাই, যিনি অদৃষ্টের অবশংবদ হইয়া অবস্থান করেন। যাবতীয় প্রাণীরই চেষ্টা সকল দৈবায়ত্ত। ৭২—৮০। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—বিহঙ্গমগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণসম্পন্ন মুনিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ শমীক সমীপবর্ত্তী দ্বিজগণকে কহিলেন,—"হে বিপ্রগণ! আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে ইহা বলিয়াছি যে, এই সামান্য পক্ষীরা অলৌকিক সমরেও যখন কালকবলে নিপতিত হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই ইহারা সামান্য পক্ষী নহে; বোধ হয়, কোন ব্রাহ্মণকুমার হইতে পারে।" অনন্তর সেই বিহঙ্গমগণ সুপ্রসন্ন মহাত্মা শমীক মুনির আজ্ঞানুসারে বৃক্ষলতাদি-পরিপূর্ণ বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিল। সেই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পক্ষিরূপী বিপ্রতনয়গণ, মুনিশ্রেষ্ঠ শমীক কর্তৃক অঙ্গসংস্কার ও চিত্তসংযম-

ইতি মুনিবরলব্ধসৎক্রিয়াস্তে
মুনিতনয়া বিহগত্বমভ্যুপেতাঃ।
গিরিবরগহনেঽতিপুণ্যতোয়ে
যতমনসো নিবসন্তি বিন্ধ্যপৃষ্ঠে ॥ ৮৬

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বিন্ধ্যপ্রাপ্তি-
র্নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং তে দ্রোণতনয়াঃ পক্ষিণো জ্ঞানিনোঽভবন
বসন্তি হ্যচলে বিন্ধ্যে তানুপাস্য চ পৃচ্ছ চ ॥ ১
ইত্যাবের্বচনং শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়স্য জৈমিনিঃ।
জগাম বিন্ধ্যশিখরং যত্র তে ধর্ম্মপক্ষিণঃ ॥ ২
তন্নগাসন্নভূতশ্চ শুশ্রাব পঠতাং ধ্বনিম্।
শ্রুত্বা চ বিস্ময়াবিষ্টশ্চিন্তয়ামাস জৈমিনিঃ ॥ ৩
স্থানসৌষ্ঠবসম্পন্নং জিতশ্বাসমবিশ্রমম্।

পূর্ব্বক তপঃস্বাধ্যায়-নিরত হইয়া একাগ্রচিত্তে সমাধি অবলম্বন করত পুণ্যপ্রদ-সলিল-বিশিষ্ট বিন্ধ্যপর্ব্বতোপরি গহনকাননে অদ্যাবধি বাস করিতেছে। ৮১—৮৬।

চতুর্থ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহর্ষি জৈমিনে! সেই জ্ঞানবান্ পক্ষী সকল এই প্রকারে দ্রোণপুত্র হইয়াছিল; তাহারা বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাস করিতেছে। তুমি তাহাদিগের উপাসনা করিয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা কর। মহর্ষি জৈমিনি, মার্কণ্ডেয় মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যথায় সেই ধর্ম্মপক্ষী সকল অবস্থান করিতেছে, সেই বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিলেন। তিনি পর্ব্বতের সন্নিকটে গমন করিলে, পক্ষীদিগের, বেদপাঠশব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—

বিস্পষ্টমপদোষঞ্চ পঠ্যতে দ্বিজসত্তমৈঃ ॥ ৪
বিযোনিমপি সম্প্রাপ্তানেতান্ মুনিকুমারকান্।
চিত্রমেতদহং মন্যে ন জহাতি সরস্বতী ॥ ৫
বন্ধুবর্গাস্তথা মিত্রং যচ্চেষ্টমপরং গৃহে।
ত্যক্ত্বা গচ্ছতি তৎ সর্ব্বং ন জহাতি সরস্বতী ॥
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্নেব বিবেশ গিরিকন্দরম্।
প্রবিশ্য চ দদর্শাসৌ শিলাপট্টগতান্ দ্বিজান্ ॥ ৭
পঠতস্তান্ সমালোক্য মুখদোষবিবর্জ্জিতান্।
সোঽথ শোকেন হর্ষেণ সর্ব্বানেবাভ্যভাষত ॥ ৮
স্বস্ত্যস্তু বো দ্বিজশ্রেষ্ঠা জৈমিনিং মাং নিবোধত
ব্যাসশিষ্যমনুপ্রাপ্তং ভবতাং দর্শনোৎসুকম্ ॥
মন্যুর্ন খলু কর্ত্তব্যো যৎ পিত্রাতীব মন্যুনা।
শপ্তাঃ খগত্বমাপন্নাঃ সর্ব্বথা দিষ্টমেব তৎ ॥ ১০

"কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণগণ পক্ষিরূপ অবলম্বন করিয়াও স্থান-সৌষ্ঠব, শ্বাসজয়, সুস্পষ্টতা ও নির্দ্দোষতা সহকারে অবিশ্রাম বেদপাঠ করিতেছে! এই মুনিবালকগণ তির্য্যগ্‌যোনিতে নিপতিত হইলেও সরস্বতী যে ইহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, ইহাই আরও আশ্চর্য্যের বিষয়। অতএব বোধ হয়, বন্ধুবর্গ, মিত্র বা গৃহমধ্যস্থ যাবতীয় অভীষ্ট বস্তু, সকলেই পরিত্যাগ করিয়া গমন করে; কিন্তু একমাত্র সরস্বতী কখনই পরিত্যাগ করেন না। ১—৬। মুনিশ্রেষ্ঠ জৈমিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে, সেই বিপ্রগণ শিলাপট্টে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত সেই পক্ষী সকলকে বেদপাঠ করিতে অবলোকন করিয়া শোক ও হর্ষের বশবর্ত্তী হইয়া সকলকেই কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি ব্যাসশিষ্য জৈমিনি; তোমাদিগের দর্শন-লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ জনকের শাপে পক্ষিরূপ অবলম্বন করিতে হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না; কারণ, সকলই

স্ফীতদ্রব্যে কুলে কেচিজ্জাতাঃ কিল মনস্বিনঃ।
দ্রব্যনাশে দ্বিজেন্দ্রান্তে শবরেণ সুসান্ত্বিতাঃ ॥
দত্ত্বা যাচন্তি পুরুষা হত্বা বধ্যন্তি চাপরে।
পাতয়িত্বা চ পাত্যন্তে ত এব তপসঃ ক্ষয়াৎ ॥
এতদ্দৃষ্টং সুবহুশো বিপরীতং তথা ময়া।
ভাবাভাবসমুচ্ছেদৈরজস্রং ব্যাকুলং জগৎ ॥১৩
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ন শোকং কর্ত্তুমর্হথ।
জ্ঞানস্য ফলমেতাবচ্ছোকহর্ষৈরধৃষ্যতা ॥ ১৪
ততস্তে জৈমিনিং সর্ব্বে পাদ্যার্ঘ্যাভ্যামপূজয়ন
অনাময়ঞ্চ পপ্রচ্ছুঃ প্রণিপত্য মহামুনিম্ ॥ ১৫
অথোচুঃ খগমাঃ সর্ব্বে ব্যাসশিষ্যং তপোনিধিম্
সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তং পক্ষানিলহতক্লমম্ ॥ ১৬
পক্ষিণ ঊচুঃ।
অদ্য নঃ সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
যৎ পশ্যামঃ সুরবন্দ্যং তব পাদাম্বুজদ্বয়ম্ ॥১৭

পিতৃকোপাগ্নিরুদ্ভূতো যো নো দেহেষু বর্ত্ততে
সোঽদ্য শান্তিং গতো বিপ্র যুষ্মদ্দর্শনবারিণা ॥
কচ্চিৎ তে কুশলং ব্রহ্মন্নাশ্রমে মৃগপক্ষিষু।
বৃক্ষেষ্বথ লতা-গুল্ম-ত্বক্‌সার-তৃণজাতিষু ॥ ১৯
অথবা নৈতদুক্তং হি সম্যগস্মাভিরাদৃতৈঃ।
ভবতা সঙ্গমো যেষাং তেষামকুশলং কুতঃ ॥ ২০
প্রসাদঞ্চ কুরুষ্বাত্র হ্যাগমনকারণম্।
দেবানামিব সংসর্গো ভবতোঽভ্যুদয়ো মহান্।
কেনাস্মদ্ভাগ্যগুরুণা আনীতো দৃষ্টিগোচরম্ ॥২১
জৈমিনিরুবাচ।
শ্রূয়তাং দ্বিজশার্দ্দূলাঃ কারণং যেন কন্দরম্।
বিন্ধ্যস্যেহাগতো রম্যং রেবাবারিকণোক্ষিতম্
সন্দেহান্ ভারতে শাস্ত্রে তান্ প্রষ্টুং গতবানহম্
মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানং পূর্ব্বং ভৃগুকুলোদ্বহম্ ॥২৩
তমহং পৃষ্টবান্ প্রাপ্য সন্দেহান ভারতং প্রতি

অদৃষ্টের ফল। ৭—১০। দেখ, ধনমানাদি বিপুল বিষয়সম্পন্ন সদ্বংশে কোন মহাত্মার জন্ম হয়, সেই দ্রব্য সকল বিনষ্ট হইলে তাঁহারাই আবার শবর দ্বারা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হন। কেহ দান করিয়াও ভিক্ষা করে, কেহ বধ করিয়া নিহত হয়, কেহ বা অন্যকে নিহত করাইয়া অন্য দ্বারা বিনাশিত হয়। তপস্যার ক্ষয় হইলে ঐরূপই সংঘটন হইয়া থাকে। আমি কতবার এ প্রকার বিপরীত ঘটনা দেখিয়াছি, এইরূপ ভাবাভাব পরম্পরা দ্বারাই সমস্ত জগৎ নিরন্তর ব্যাকুল হইয়াছে; এইরূপ বিবেচনা করিয়া তোমরা শোক করিও না। যেহেতু শোক বা হর্ষ প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত না হওয়াই তপস্যার ফল। ১১—১৪। অনন্তর সেই ধর্ম্মরূপী পক্ষী সকল পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা মহর্ষি জৈমিনির পূজা করিলেন, এবং প্রণাম করত অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর সেই ব্যাসশিষ্য তপোনিধি জৈমিনি তাহাদিগের পক্ষসমীরণে হতক্লম হইয়া সুখে উপবেশন করিলে, সেই পক্ষীরা তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিল,—হে মহাভাগ! অদ্য আমাদিগের জন্ম সকল এবং জীবন সার্থক। যেহেতু আপনার দেববৃন্দবন্দিত পদারবিন্দযুগল অবলোকন করিলাম। পিতৃদেবের কোপানল অত্যন্ত উদ্ভূত হইয়া আমাদিগের যে দেহমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা অদ্য আপনার দর্শনরূপ বারি দ্বারা উপশমিত হইল। হে ব্রহ্মন্! আপনার আশ্রমস্থ মৃগ-পক্ষিগণ, বৃক্ষ-লতা সকল ও ত্বক্‌সার তৃণাদি পর্য্যন্ত সকলের কুশল ত? কিংবা আমাদিগের এ প্রকার প্রশ্ন করাই অনুচিত, যেহেতু যাহারা আপনার সন্নিকটে অবস্থান করে, তাহাদিগের আবার অমঙ্গল কোথায়? এক্ষণে কি জন্য আগমন করিয়াছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করুন। আপনার আগমন ও দেবতা-সংসর্গ উভয় সমান, সুতরাং জানি না, কি ভাগ্যবলে যে আপনি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইলেন। জৈমিনি কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! আমি যে কারণে রেবানদীর সলিলকণা-পরিষিক্ত এই বিন্ধ্যপর্ব্বতের মনোহর কন্দরমধ্যে সমাগত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। মহাভারত শাস্ত্রমধ্যে কতকগুলি সন্দেহ হওয়ায়, জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ভগ

স চ পৃষ্টো ময়া প্রাহ সন্তি বিন্ধ্যে মহাচলে।
দ্রোণপুত্রা মহাত্মানস্তে বক্ষ্যন্ত্যর্থবিস্তরম্ ॥ ২৪
তদ্বাক্যচোদিতশ্চেমমাগতোঽহং মহাগিরিম্ ।
তচ্ছৃণুধ্বমশেষেণ শ্রুত্বা ব্যাখ্যাতুমর্হথ ॥ ২৫

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

বিষয়ে সতি বক্ষ্যামো নির্ব্বিশঙ্কঃ শৃণুষ্ব তৎ ।
কথং তন্ন বদিষ্যামো যদস্মদ্বুদ্ধিগোচরম্ ॥ ২৬
চতুর্ষ্বপি হি বেদেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চৈব হি ।
সমস্তেষু তথাঙ্গেষু যচ্চান্যদ্বেদসম্মিতম্ ॥ ২৭
এতেষু গোচরোঽস্মাকং বুদ্ধের্ব্রাহ্মণসত্তম ।
প্রতিজ্ঞান্তু সমারোঢ়ুং তথাপি ন হি শক্নুমঃ ॥ ২৮
তস্মাদ্বদস্ব বিস্রব্ধং সন্দিগ্ধং যদ্ধি ভারতে ।
বক্ষ্যামস্তব ধর্ম্মজ্ঞ ন চেন্মোহো ভবিষ্যতি ॥ ২৯

জৈমিনিরুবাচ ।

সন্দিগ্ধানীহ বস্তূনি ভারতং প্রতি যানি মে ।
শৃণুধ্বমমলাস্তানি শ্রুত্বা ব্যাখ্যাতুমর্হথ ॥ ৩০
কস্মান্মানুষতাং প্রাপ্তো নির্গুণোঽপি জনার্দ্দনঃ
বাসুদেবোঽখিলাধারঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৩১
কস্মাচ্চ পাণ্ডুপুত্রাণামেকা সা দ্রুপদাত্মজা ।
পঞ্চানাং মহিষী কৃষ্ণা সুমহানত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২
ভৈষজ্যং ব্রহ্মহত্যায়া বলদেবো মহাবলঃ ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন কস্মাচ্চক্রে হলায়ুধঃ ॥ ৩৩
কথঞ্চ দ্রৌপদেয়াস্তেঽকৃতদারা মহারথাঃ ।
পাণ্ডুনাথা মহাত্মানো বধমাপুরনাথবৎ ॥ ৩৪
এতৎ সর্ব্বং কথ্যতাং মে সন্দিগ্ধং ভারতং প্রতি
কৃতার্থোঽহং সুখং যেন গচ্ছেয়ং নিজমাশ্রমম্ ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

নমস্কৃত্য সুরেশায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ।
পুরুষায়াপ্রমেয়ায় শাশ্বতায়াব্যয়ায় চ ॥ ৩৬

কুল-ধুরন্ধর মহাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট আমি গমন করিয়াছিলাম; মহাভারত সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কহিলেন যে, "বিন্ধ্যাচলে মহাত্মা দ্রোণ পুত্রেরা অবস্থান করিতেছেন, তুমি তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারাই তোমার এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবেন।" আমি তাঁহারই বাক্যানুসারে এই মহাপর্ব্বতে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে তোমরা আমার সেই প্রশ্নগুলি সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিয়া যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়া দাও। ১২—২৫। পক্ষিগণ কহিল,—যদি বক্তব্য হয়, তবে বলিব। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে শ্রবণ করুন, আমাদের যাহা বুদ্ধিগোচর হইবে, তাহা কেন না বলিব? চারি বেদ, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, কি যাবতীয় বেদাঙ্গ অথবা বেদসম্মত যে কোন শাস্ত্রই হউক না কেন, হে দ্বিজসত্তম! যদি চ সমস্তই আমাদিগের বুদ্ধিগোচর বটে, তথাপি আমরা প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না। অতএব মহাভারতের মধ্যে আপনার যাহা সন্দেহ আছে, নিঃশঙ্কচিত্তে আজ্ঞা করুন; যদি মোহ না হয়, হে ধর্ম্মজ্ঞ! তবে অবশ্যই আপনাকে তাহা বলিব। ২৬—২৯। জৈমিনি কহিলেন,—হে নির্ম্মলচিত্ত বিহঙ্গমগণ! মহাভারতের মধ্যে যে সকল বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর এবং ব্যাখ্যা করিয়া দাও। আমার সন্দেহ এই যে, "যিনি কারণ সকলের কারণ, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার, সেই জনার্দ্দন বাসুদেব নির্গুণ হইয়াও কি জন্য মনুষ্য হইয়াছিলেন? একা দ্রৌপদীই বা কিরূপে পঞ্চ পাণ্ডবের মহিষী হইয়াছিলেন? মহাবল হলায়ুধ বলরাম তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মহত্যাপাতক হইতে মুক্ত হইলেন কিরূপে? এবং মহারথ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব যাহাদিগের সহায়, সেই দ্রৌপদীতনয়গণই বা অবিবাহিতাবস্থায় অনাথের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিল কেন?" এই সকল বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে। তোমরা এই মহাভারত-সংক্রান্ত সন্দেহগুলির যথাযথ উত্তর দিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ কর। তাহা হইলে আমি অনায়াসে নিজ আশ্রমে গমন করিতে পারি। ৩০—৩৫। পক্ষিগণ কহিল, যিনি দেবতাসমূহের অধীশ্বর, সর্ব্বব্যাপী ও অত্যন্ত প্রভাবশালী,

চতুর্ব্যূহাত্মনে তস্মৈ ত্রিগুণায়াগুণায় চ।
বরিষ্ঠায় গরিষ্ঠায় বরেণ্যায়ামৃতায় চ ॥* ৩৭
যস্মাদণুতরং নাস্তি যস্মান্নাস্তি বৃহত্তরম্।
যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তমজেন জগদাদিনা ॥ ৩৮
অবির্ভাব-তিরোভাব-দৃষ্টাদৃষ্টবিলক্ষণম্।
বদন্তি যৎ সৃষ্টমিদং তথৈবান্তে চ সংহৃতম্ ॥ ৩৯
ব্রহ্মণে চাদিদেবায় নমস্কৃত্য সমাধিনা।
ঋক্সামান্যুদ্গিরন্ বক্ত্রৈর্যঃ পুনাতি জগত্রয়ম্ ॥
প্রণিপত্য তথেশানমেকবাণবিনির্জ্জিতৈঃ।
যস্যাসুরগণৈর্যজ্ঞা বিলুপ্যন্তে ন যজ্বিনাম্ ॥ ৪১
প্রবক্ষ্যামো মতং কৃৎস্নং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
যেন ভারতমুদ্দিশ্য ধর্ম্মাদ্যাঃ প্রকটীকৃতাঃ ॥ ৪২

আপো নারা ইতি প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥
স দেবো ভগবান্ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণো বিভুঃ
চতুর্দ্ধা সংস্থিতো ব্রহ্মন্ সগুণো নির্গুণস্তথা ॥ ৪৪
একা মূর্ত্তিরনির্দ্দেশ্যা শুক্লাং পশ্যন্তি তাং বুধাঃ
জ্বালামালোপরুদ্ধাঙ্গী নিষ্ঠা সা যোগিনাং পরা
দূরস্থা চান্তিকস্থা চ বিজ্ঞেয়া সা গুণাতিগা।
বাসুদেবাভিধানাসৌ নির্ম্মমত্বেন দৃশ্যতে ॥ ৪৬
রূপবর্ণাদয়স্তস্যা ন ভাবাঃ কল্পনাময়াঃ।
অস্ত্যেব সা সদা শুদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠৈকরূপিণী ॥ ৪৭
দ্বিতীয়া পৃথিবীং মূর্দ্ধ্না শেষাখ্যা ধারয়ত্যধঃ।
তামসী সা সমাখ্যাতা তির্য্যক্ত্বং সমুপাশ্রিতা ॥

যিনি পুরুষরূপী অর্থাৎ আত্মা, অপ্রমেয়, শাশ্বত ও অব্যয়রূপী; যিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহাত্মক; যিনি ত্রিগুণ অথচ নির্গুণ, যিনি উৎকৃষ্টতম ও গরিষ্ঠ; যিনি বরেণ্য, অমৃত, যজ্ঞাঙ্গ ও নিখিল চরাচরাত্মক; বেদান্তশাস্ত্রে যাহার স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে। নিখিল জগন্মধ্যে যাহা অপেক্ষা আর সূক্ষ্মতর বা বৃহত্তর নাই, এই বিশ্ব সকল যাহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত; যিনি অজ ও জগতের আদি; এই সংসার মধ্যে আবির্ভাব, তিরোভাব, ও অদর্শন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য সকল যাঁহা হইতেই নিষ্পন্ন হইতেছে, অথচ যিনি তদতীত এবং যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা বলিয়া কথিত হন,—সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি আদিদেব এবং যিনি বদন-চতুষ্টয়ে সামাদি চতুর্ব্বেদ উদ্গিরণ করিয়া ভুবনত্রয়কে পবিত্র করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মাকে ধ্যানের সহিত নমস্কার। অসুরগণ যাঁহার এক বাণ দ্বারা বিনির্জ্জিত হইয়া যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞ সকল বিলুপ্ত করিতে পারে না, সেই দেবাদিদেব মহাদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া অত্যদ্ভুতকর্ম্মা যে মহর্ষি বাদরায়ণি কর্ত্তৃক মহাভারত চ্ছলে যে ধর্ম্মাদি প্রকটিত হইয়াছে, সেই ব্যাসদেবের মতানুযায়ী বিষয় সকল আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞাপিত করিব। ৩৬—৪২। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ বলেন, "নার" শব্দের অর্থ—জল। প্রথমে সেই জলই একমাত্র যাহার "অয়ন" অর্থাৎ অবলম্বন ছিল, নারায়ণ শব্দে তাঁহাকেই বুঝায়। হে ব্রহ্মন্! সেই অনন্তশায়ী প্রধান ভগবান বিভু নারায়ণ সগুণ ও নির্গুণাত্মক দ্বিবিধ রূপে মূর্ত্তিচতুষ্টয়ে অবস্থিত; তাঁহার এক মূর্ত্তি,—যাহা অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ বাগতীত, পণ্ডিতগণ যাহাকে শুক্লবর্ণ বলেন, চন্দ্র সূর্য্যাদি যাবতীয় তেজঃপুঞ্জময় পদার্থরূপ জ্বালামালা দ্বারা যাহার অঙ্গ সকল অবরুদ্ধ; যাহা যোগিগণের এক মাত্র আশ্রয় স্বরূপা, যাহা নিত্যরূপিণী এবং যে মূর্ত্তি গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া দূরে ও নিকটে অবস্থান করে; সেই প্রধান স্বরূপ প্রথম মূর্ত্তির নাম বাসুদেব মূর্ত্তি। উহাতে মমতার লেশমাত্রও নাই। উহার রূপ, বর্ণ প্রভৃতি ভাব সকল কল্পনাত্মক। ঐ মূর্ত্তি সর্ব্বকাল বিরাজমানা, পরম পবিত্রস্বরূপা এবং সর্ব্বদা একরূপা। ৪৩—৪৭। যাহা পাতালদেশে অবস্থান করিয়া মস্তকোপরি পৃথিবী ধারণ করিতেছে,

* ইতঃপরং যজ্ঞাঙ্গায়াখিলাঙ্গায় বেদান্তবীথিতায় চ ইতি পদ্যার্দ্ধং ক্বচিদদৃশ্যতে।

তৃতীয়া কর্ম্ম কুরুতে প্রজাপালনতৎপরা।
সত্ত্বোদ্রিক্তা তু সা জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংস্থানকারিণী ॥৪৯
চতুর্থী জলমধ্যস্থা শেতে পন্নগতল্পগা।
রজস্তস্যা গুণঃ সর্গং সা করোতি সদৈব হি ॥৫০
যা তৃতীয়া হরের্মূর্ত্তিঃ প্রজাপালনতৎপরা।
সা তু ধর্ম্মব্যবস্থানং করোতি নিয়তং ভুবি ॥৫১
প্রোদ্ভূতানসুরান্ হন্তি ধর্ম্মবিচ্ছিত্তিকারিণঃ।
পাতি দেবান্ সতশ্চান্যান্ ধর্ম্মরক্ষাপরায়ণান্॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি জৈমিনে।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজত্যসৌ ॥ ৫৩
ভূত্বা পুরা বরাহেণ তুণ্ডেনাপো নিরস্য চ।
একয়া দংষ্ট্রয়োৎখাতা নলিনীব বসুন্ধরা ॥ ৫৪
কৃত্বা নৃসিংহরূপঞ্চ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ।
বিপ্রচিত্তিমুখাশ্চান্যে দানবা বিনিপাতিতাঃ ॥৫৫
বামনাদীংস্তথৈবান্যান্ ন সংখ্যাতুমিহোৎসহে
অবতারাংশ্চ তস্যেহ মাথুরঃ সাম্প্রতং ত্বয়ম্ ॥৫৬
ইতি সা সাত্ত্বিকী মূর্ত্তিরবতারান্ করোতি বৈ।
প্রদ্যুম্নেতি চ সা খ্যাতা রক্ষাকর্ম্মণ্যবস্থিতা ॥৫৭
দেবত্বেঽথ মনুষ্যত্বে তির্য্যগ্‌যোনৌ চ সংস্থিতা
গৃহ্লাতি তৎস্বভাবঞ্চ বাসুদেবেচ্ছয়া সদা ॥ ৫৮
ইত্যেতত্তেসমাখ্যাতং কৃতকৃত্যোঽপিযৎপ্রভুঃ।
মানুষত্বং গতো বিষ্ণুঃ শৃণুষ্বাস্যোত্তরং পুনঃ ॥৫৯

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে চতুর্ব্যূহাবতারো
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

উহা দ্বিতীয় মূর্ত্তি; উহার নাম শেষ অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ। ঐ মূর্ত্তি তামসী বলিয়া তির্য্যগ্‌-যোনি অবলম্বন করিয়াছে। ৪৮। ভগবান্ নারায়ণের যে মূর্ত্তি দ্বারা কর্ম্ম সকল সম্যক্‌রূপে সাধিত হয়, যাহা দ্বারা প্রজা-পালনাদি কার্য্য সকল সম্পাদিত হয় এবং যে মূর্ত্তি ধর্ম্মসংস্থানকারিণী, সেই সত্ত্বগুণময়ী মূর্ত্তির নাম প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি। ৪৯। চতুর্থ-মূর্ত্তি পন্নগ শয্যায় জলমধ্যে শয়ন করিয়া অবস্থান করে, উহা রজোগুণাত্মিকা, উহা দ্বারাই সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঐ মূর্ত্তির নাম অনিরুদ্ধমূর্ত্তি। ৫০। হরির প্রজাপালন-কারিণী যে তৃতীয়মূর্ত্তি, তাহা দ্বারাই পৃথিবী-মধ্যে ধর্ম্মসংস্থান হইয়া থাকে। ধর্ম্মবিনাশক গর্ব্বিত অসুরগণ উহা দ্বারাই নিহত হয় এবং উহা দ্বারাই ধর্ম্মরক্ষাপরায়ণ সাধু ও দেবতাগণ রক্ষিত হইয়া থাকেন। হে জৈমিনে! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়া অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, ঐ মূর্ত্তি সেই সময়েই আবির্ভূত হয়। ঐ মূর্ত্তিই পূর্ব্বে বরাহরূপ ধারণ করত তুণ্ড দ্বারা জলরাশি নিরাস করিয়া একটি মাত্র দংষ্ট্রা দ্বারা অনায়াসে বসুন্ধরাকে নলিনীর ন্যায় উৎখাত করিয়াছে। উহাই নৃসিংহমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছে এবং বিপ্রচিত্তি-প্রমুখ দানবগণ উহা দ্বারাই নিপাতিত হইয়াছে। তাঁহার বামনাদি অন্যান্য অবতার সকলের পরি-সংখ্যান করিতে ইচ্ছা করি না। তিনি এক্ষণে যেরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা মাথুর-মূর্ত্তি (শ্রীকৃষ্ণ)। এইরূপে সেই সত্ত্ব-গুণাত্মিকা মূর্ত্তি অবতীর্ণ হইলে, প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি তাঁহার রক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। উহা দেবত্ব, মনুষ্যত্ব বা তির্য্যগ্‌যোনি প্রভৃতিতে অবস্থিত হইয়া বাসুদেবের ইচ্ছানুসারে তত্তৎস্বভাব অবলম্বন করে। আপনার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। এক্ষণে ভগবান্ বিষ্ণু কৃতকার্য্য হইয়াও যে কারণে মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন, পুনরায় তাহার উত্তর প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৫১—৫৯।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

পক্ষিণ উচুঃ ।

ত্বষ্টা প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং তস্যাসীত্রিশিরাঃ সুতঃ
অধোমুখস্তপঃ কুর্ব্বন্ হতঃ শক্রেণ শঙ্কয়া * ॥১
ত্বষ্টৃপুত্রে হতে পূর্ব্বং ব্রহ্মন্নিন্দ্রস্য তেজসঃ ।
ব্রহ্মহত্যাভিভূতস্য পরা হানিরজায়ত ॥ ২
তদ্ধর্ম্মং প্রবিবেশাথ শাক্রতেজোঽপচারতঃ ।
নিস্তেজাশ্চাভবচ্ছক্রো ধর্ম্মে তেজসি নির্গতে ॥
ততঃ পুত্রং হতং শ্রুত্বা ত্বষ্টা ক্রুদ্ধঃ প্রজাপতিঃ
অবলুঞ্চ্য জটামেকামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪
অদ্য পশ্যন্তু মে বীর্য্যং ত্রয়ো লোকাঃ সদেবতাঃ
স চ পশ্যতু দুর্বুদ্ধির্ব্রহ্মহা পাকশাসনঃ ॥ ৫
স্বকর্ম্মাভিরতো যেন মৎসুতো বিনিপাতিতঃ ।
ইত্যুক্তা কোপরক্তাক্ষো জটামগ্নৌ জুহাব তাম্
ততো বৃত্রঃ সমুত্তস্থৌ জালামালী মহাসুরঃ ।
মহাকায়ো মহাদংষ্ট্রো ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভঃ ॥ ৭
ইন্দ্রশত্রুরমেয়াত্মা ত্বষ্টৃতেজোপবৃংহিতঃ ।
অহন্যহনি সোঽবর্দ্ধদিষুপাতং মহাবলঃ ॥ ৮
বধায় চাত্মনো দৃষ্ট্বা বৃত্রং শক্রো মহাসুরম্ ।
প্রেষয়ামাস সপ্তর্ষীন্ সন্ধিমিচ্ছন্ ভয়াতুরঃ ॥ ৯
সখ্যং চক্রুস্ততস্তস্য বৃত্রেণ সময়াংস্তথা ।
ঋষয়ঃ প্রীতমনসঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ১০
সময়স্থিতিমুল্লঙ্ঘ্য যদা শক্রেণ ঘাতিতঃ ।
বৃত্রো হত্যাভিভূতস্য তদা বলমশীর্য্যত ॥ ১১
তচ্ছক্রদেহবিভ্রষ্টং বলং মারুতমাবিশৎ ।
সর্ব্বব্যাপিনমব্যক্তং বলস্যৈবাধিদৈবতম্ ॥ ১২
অহল্যাঞ্চ যদা শক্রো গৌতমং রূপমাস্থিতঃ ।
ধর্ষয়ামাস দেবেন্দ্রস্তদা রূপমহীয়ত ॥ ১৩

পঞ্চম অধ্যায় ।

পক্ষীরা কহিল,—হে ব্রহ্মন্ ! ত্বষ্টা নামক প্রজাপতির পুত্র ত্রিশিরা অধোমুখে তপস্যাচরণ করেন, ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া তাঁহাকে নিপাতিত করেন। ত্বষ্টৃপুত্র ত্রিশিরা বিনষ্ট হইলে, ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে সুরপতির তেজোহানি হয়। অধর্ম্মাচরণ জন্য পাকশাসন-সম্বন্ধী সেই তেজ, ধর্ম্মে প্রবেশ করে; সুতরাং শচীপতি নিস্তেজ হইয়া পড়েন । ১—৩ । তদনন্তর ত্বষ্টা প্রজাপতি, পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং মহা ক্রোধে মস্তকস্থ একটী জটা বিচ্ছিন্ন করিয়া "অদ্য দেবতাগণের সহিত স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালস্থ যাবতীয় প্রাণিগণ আমার তেজ দর্শন করুক এবং মৎপুত্রহন্তা ব্রহ্মহা দুর্বুদ্ধি পাকশাসনও আমার তেজ দর্শন করুক" এই বলিয়া তিনি কোপারক্তলোচনে সেই জটাকে অগ্নিতে হোম করিলেন । অমনি জ্বালামালী, মহাশরীর, দীর্ঘদংষ্ট্র ও অঞ্জনপিণ্ডের ন্যায় রূপধারী বৃত্র নামক এক মহাসুর অগ্নি হইতে উত্থিত হইল । ৪—৮ । অপ্রমেয়াত্মা মহাবল ইন্দ্রশত্রু বৃত্র, প্রজাপতি ত্বষ্টার তেজোদ্বারা উপবৃংহিত হইয়া ইষুপাতের ন্যায় প্রত্যহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ বাণ নিক্ষেপ করিলে যতদূর যায়, তৎপরিমাণে প্রত্যহই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এ দিকে আপনার সংহারের নিমিত্ত মহাসুর বৃত্রকে প্রাদুর্ভূত হইতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভয়াতুর হইয়া তাহার সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত মরীচ্যাদি সপ্তর্ষিগণকে প্রেরণ করিলেন। সর্ব্বপ্রাণিহিতব্রত প্রীতমনা ঋষিগণ বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের পরস্পরের প্রতিজ্ঞা-পুরঃসর মিত্রতা স্থাপন করিলেন। মহাসুর বৃত্র প্রতিজ্ঞা-মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক যৎকালে নিহত হয়, তখন সেই হত্যাজনিত পাপ দ্বারা অভিভূত হওয়ায় শচীপতির বল বিশীর্ণ হয়। সেই বল ইন্দ্রের শরীর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, বলের একমাত্র অধিদেবতা অব্যক্ত সর্ব্বব্যাপী বায়ুতে প্রবেশ করে; আর ইন্দ্র যখন গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া অহল্যাকে ধর্ষণ করেন, তখনও তাঁহার রূপ হীন হয়।

---

* শ্লোকোঽয়ং ক্বচিৎ পুস্তকে নাস্তি ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গলাবণ্যং যদতীব মনোরমম্।
বিহায় দুষ্টং দেবেন্দ্রং নাসত্যাবগমৎ ততঃ॥ ১৪
ধর্ম্মেণ তেজসা ত্যক্তং বলহীনমরূপিণম্।
জ্ঞাত্বা সুরেশং দৈত্যেয়াস্তজ্জয়ে চক্রুরুদ্যমম্॥
রাজ্ঞামুদ্রিক্তবীর্য্যাণাং দেবেন্দ্রং বিজিগীষবঃ।
কুলেঽতিবলা দৈত্যাঃ অজায়ন্ত মহামুনে॥ ১৬
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ধরণী ভারপীড়িতা।
জগাম মেরুশিখরং সদো যত্র দিবৌকসাম্॥ ১৭
তেষাং সা কথয়ামাস ভূরিভারাবপীড়িতা।
দনুজাত্মজদৈত্যেভ্যোঃ খেদকারণমাত্মনঃ॥ ১৮
এতে ভবদ্ভিরসুরা নিহতাঃ পৃথুলৌজসঃ।
তে সর্ব্বে মানুষে লোকে জাতা গেহেষু ভূভৃতাম্।
অক্ষৌহিণ্যো হি বহুলাস্তদ্ভারার্ত্তা ব্রজাম্যধঃ।
তথা কুরুধ্বং ত্রিদশা যথা শান্তির্ভবেন্মম॥ ২০

পক্ষিণ ঊচুঃ।
তেজোভাগৈস্ততো দেবা অবতেরুর্দিবো মহীম্
প্রজানামুপকারার্থং ভূভারহরণায় চ॥ ২১
যদিন্দ্রদেহজং তেজস্তন্মুমোচ স্বয়ং বৃষঃ।
কুন্ত্যাং জাতো মহাতেজাস্ততো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ
বলং মুমোচ পবনস্ততো ভীমো ব্যজায়ত।
শক্রবীর্য্যার্দ্ধতশ্চৈব জজ্ঞে পার্থো ধনঞ্জয়ঃ॥ ২৩
উৎপন্নৌ যমজৌ মাদ্র্যাং শক্ররূপৌ মহাদ্যুতী
পঞ্চধা ভগবানিত্থমবতীর্ণঃ শতক্রতুঃ॥ ২৪
তস্যোৎপন্না মহাভাগা পত্নী কৃষ্ণা হুতাশনাৎ॥
শক্রস্যৈকস্য সা পত্নী কৃষ্ণা নান্যস্য কস্যচিৎ।
যোগীশ্বরাঃ শরীরাণি কুর্ব্বন্তি বহুলান্যপি॥ ২৬

সেই সময়ে শচীপতির অতীব মনোহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-লাবণ্য সকল দুরাত্মা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আশ্রয় করে। তৎকালে সুররাজ ধর্ম্মও তেজ-দ্বারা পরিত্যক্ত, দুর্ব্বল হীনরূপ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, দৈত্যগণ তাঁহাকে জয় করিবার নিমিত্ত উদ্যম করিয়াছিল। হে মহামুনে! অত্যন্ত বলশালী দৈত্যগণ ইন্দ্রকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলবীর্য্য-মদোদ্ধত রাজাদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনন্তর কিছুকাল গত হইলে, ভগবতী বসুন্ধরা দৈত্যনিকরভারে পীড়িতা হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে দেবসভায় গমন করেন। তখন অত্যন্ত ভারপীড়িতা ভগবতী বসুন্ধরা দৈত্য-দানবজনিত আত্ম-খেদের সমস্ত কারণ তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন,—"হে দেবগণ! অত্যন্ত বলবান্ যে সকল অসুরগণকে আপনারা নিহত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারা মনুষ্যলোকে রাজাদিগের গৃহে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছে। সেই দৈত্যগণ অসংখ্য-পরিমিত; সুতরাং আমি তাহাদিগের ভারে অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া অধোগামিনী হইতেছি; অতএব আমার যাহাতে শান্তিলাভ হয়, হে দেবগণ! আপনারা তাহাই করুন।" ৯—২০। পক্ষীরা কহিল,—হে মুনে! অনন্তর দেবগণ প্রজা সকলের উপকার ও পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত স্বীয় স্বীয় তেজোভাগ দ্বারা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন স্বয়ং ধর্ম্ম ইন্দ্রদেহজাত সেই তেজ কুন্তীগর্ভে নিক্ষেপ করেন, তাহাতেই মহাতেজা রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। দেবশ্রেষ্ঠ পবন, ইন্দ্র-সম্বন্ধীয় যে তেজ কুন্তীগর্ভে নিক্ষেপ করেন, তাহাতেই ভীমসেনের জন্ম হয় এবং ঐ কুন্তীগর্ভেই সুররাজের বলার্দ্ধ দ্বারা পার্থ ধনঞ্জয় জন্ম লাভ করেন; আর ইন্দ্রের লাবণ্যধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা মাদ্রীগর্ভে মহাদ্যুতিসম্পন্ন যে যমজ কুমার উৎপন্ন হন, তাঁহারাও ইন্দ্রতেজঃসম্পন্ন, সুতরাং ভগবান শতক্রতু ইন্দ্রই এই পাঁচ অংশে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার পত্নী শচীই যজ্ঞ-ভাগ যাজ্ঞসেনীরূপে হুতাশন হইতে উৎপন্না হন। তবে স্থির হইল যে, এক্ষা (দ্রৌপদী) একমাত্র ইন্দ্রেরই পত্নী, অন্য কাহারও নহে; কারণ মহাত্মগণ স্বীয় শরীরকে অনেক ভাগে বিভক্ত করিতে

পঞ্চানামেকপত্নীত্বমিত্যেতৎ কথিতং তব।
শ্রূয়তাং বলদেবোঽপি যথা যাতঃ সরস্বতীম্ ॥২৭

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ইন্দ্রবিক্রিয়া নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পক্ষিণ উচুঃ।

রামঃ পার্থে পরাং প্রীতিং জ্ঞাত্বা কৃষ্ণস্য লাঙ্গলী
চিন্তয়ামাস বহুধা কিং কৃতং সুকৃতং ভবেৎ ॥১
কৃষ্ণেন হি বিনা নাহং যাস্যে দুর্য্যোধনান্তিকম্
পাণ্ডবান্ বা সমাশ্রিত্য কথং দুর্য্যোধনং নৃপম্
জামাতরং তথা শিষ্যং ঘাতয়িষ্যে নরেশ্বরম্।
তস্মান্ন পার্থং যাস্যামি নাপি দুর্য্যোধনং নৃপম্ ॥
তীর্থেষ্বাপ্লাবয়িষ্যামি তাবদাত্মানমাত্মনা।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ যাবদন্তায় কল্পতে ॥ ৪

সক্ষম হন। হে মহাভাগ! যেরূপে পাঁচ জনের এক পত্নী হইয়াছিল, আপনার নিকটে তাহা নিবেদন করিলাম। এক্ষণে বলদেব যে প্রকারে সরস্বতীতে যাইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। ২১—২৭।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পক্ষীরা বলিল,—বলরাম হলধর অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রীতি জানিয়া, কি করিলে ভাল হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আমি শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে না লইয়া একাকী দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিব না এবং পাণ্ডবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমারই জামাতা, শিষ্য ও পৃথিবীপতি দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিতেও পারিব না; সুতরাং দুর্য্যোধন বা অর্জ্জুন এই উভয়ের মধ্যে কাহারও নিকটেই যাইব না; অতএব যত-দিন কুরু বা পাণ্ডবের ধ্বংস না হয়, তাবদিন

ইত্যামন্ত্র্য হৃষীকেশং পার্থ-দুর্য্যোধনাবপি।
জগাম দ্বারকাং শৌরিঃ স্বসৈন্যপরিবারিত ॥৫
গত্বা দ্বারবতীং রামো হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাম্।
প্রোগমন্তব্যেষু তীর্থেষু পপৌ পানং হলায়ুধঃ ॥৬
পীতপানো জগামাথ রৈবতোদ্যানমৃদ্ধিমৎ।
হস্তে গৃহীত্বা সমদাং রেবতীমপ্সরোপমাম্ ॥ ৭
স্ত্রীকদম্বকমধ্যস্থো যযৌ মত্তঃ পদা স্খলন্।
দদর্শ চ বনং বীরো রমণীয়মনুত্তমম্ ॥ ৮
সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং শাখামৃগগণাকুলম্।
পুণ্যং পদ্মবনোপেতং সপল্বলমহাবনম্ ॥ ৯
স শৃণ্বন্ প্রীতিজননান্ বহূন্ মদকলান্ শুভান্।
শ্রোত্ররম্যান্ সুমধুরান্ শব্দান খগমুখেরিতান্॥
সর্ব্বর্ত্তুফলভারাঢ্যান সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলান।

আপনিই তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব।" ১—৪। বলরাম মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া হৃষীকেশ, পার্থ ও দুর্য্যোধনকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় সৈন্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। শৌরি বলরাম, হৃষ্টপুষ্ট-জনাকীর্ণ দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়া তীর্থযাত্রার পূর্ব্বদিবসে সুরা পান করিলেন। তিনি মদ্যপানানন্তর অপ্সরোপমা সগর্ব্বা রেবতীর হস্ত ধারণ করিয়া নানা সম্পত্তি-সম্পূর্ণ রৈবত উদ্যান উদ্দেশে গমন করিলেন। তিনি মদ্যপানে মত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং স্ত্রী-সমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করাতেও পদে পদে তাঁহার পদস্খলন হইতেছিল। অনন্তর বীরবর বলরাম সেই অত্যুৎকৃষ্ট রমণীয় রৈবতক বন অবলোকন করিলেন। ঐ উদ্যান,—সমস্ত ঋতুজাত ফল-পুষ্পদ্বারা পরিশোভিত ও শাখামৃগ-গণে পরিব্যাপ্ত। উহা অত্যন্ত পবিত্র পদ্মবনাকীর্ণ পল্বল এবং মহাবন দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিরাজিত ছিল। বলদেব রেবতীর সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া আহ্লাদজনক, শুভসূচক, গম্ভীর, কর্ণসুখ-কর ও সুমধুর নানাপ্রকার বিহঙ্গম-কূজন

অপশ্যৎ পাদপাংস্তত্র বিহগৈরনুনাদিতান্॥ ১১
আম্রানাম্রাতকান্ ভব্যান্ নারিকেলান
সতিন্দুকান্।
আবিল্বকাংস্তথা জীরান্ দাড়িমান্ বীজপূরকান
পনসান্ লকুচান্ মোচান্ নীপাংশ্চাতিমনোহরান্
পারাবতাংশ্চ কঙ্কোলান্ নলিনানম্লবেতসান্॥
ভল্লাতকানামলকাংস্তিন্দকাংশ্চ মহাফলান্।
ইঙ্গুদান্ করমর্দ্দাংশ্চ হরীতক-বিভীতকান্॥ ১৪
এতানন্যাংশ্চ স তরূন্ দদর্শ যদুনন্দনঃ।
তথৈবাশোক-পুন্নাগ-কেতকী-বকুলানথ॥ ১৫
চম্পকান্ সপ্তপর্ণাংশ্চ কর্ণিকারান্ সমালতীন্।
পারিজাতান্ কোবিদারান্ মন্দারান্ বদরাংস্তথ
পাটলান্ পুষ্পিতান্ রম্যান্ দেবদারুদ্রুমাংস্তথা
শালাংস্তালাংস্তমালাংশ্চকিংশুকানবঞ্জুলান্বরান
চকোরৈঃ শাতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈস্তথা শুকৈঃ।
কোকিলৈঃ কলবিঙ্কৈশ্চ হারীতৈর্জীবজীবকৈঃ॥
প্রিয়পুত্রৈশ্চাতকৈশ্চ তথাস্যৈর্বিবিধৈঃ খগৈঃ।.
শ্রোত্ররম্যং সুমধুরং কূজদ্ভিশ্চাপ্যধিষ্ঠিতম্॥১৯
সরাংসি চ মনোজ্ঞানি প্রসন্নসলিলানি চ।
কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা নীলোৎপলৈঃ শুভৈঃ
কহ্লারৈঃ কমলৈশ্চাপি আচিতানি সমন্ততঃ।
কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুক্কুটৈঃ॥ ২১
কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈঃ কূর্ম্মৈর্মদ্গুভিরেব চ।
এভিশ্চান্যৈশ্চ কীর্ণানি সমন্তাজ্জলচারিভিঃ॥২২
ক্রমেণেত্থং বনং শৌরির্বীক্ষমাণো মনোরমম্।
জগামানুগতঃ স্ত্রীভির্লতাগৃহমনুত্তমম্॥ ২৩
স দদর্শ দ্বিজাংস্তত্র বেদবেদাঙ্গপারগান্।
কৌশিকান্ ভার্গবাংশ্চৈব ভারদ্বাজান্
সগৌতমান্॥২৪
বিবিধেষু চ সম্ভূতান্ বংশেষু দ্বিজসত্তমান্।
কথাশ্রবণবদ্ধোৎকানুপবিষ্টান্ মহৎসু চ॥২৫

শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ৫—১০। যদুনন্দন বলরাম তথায় দর্শন করিলেন যে, আম্র, আম্রাতক, নারিকেল, তিন্দুক (গাব), বিল্ব, জীরক, দাড়িম, বীজপূরক (নেবু), পনস, লকুচ, কদলী, কদম্ব, পারাবত (পেয়ারা), কঙ্কোল, নলিন, অম্লবেতস, ভল্লাতক, আমলক, তিন্দক, ইঙ্গুদ, করমর্দ্দ, হরীতক ও বিভীতক প্রভৃতি নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর বৃহৎ ফলাঢ্য বৃক্ষ সকল বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষ সকল বসন্তাদি সমস্ত ঋতুজাত ফল-পুষ্পাদি দ্বারা পরিশোভিত ও বিহঙ্গমকুল উহাদের শাখায় অবস্থানপূর্ব্বক সুমধুর স্বরে নানাপ্রকার শব্দ করিতেছে এবং অশোক, পুন্নাগ, কেতকী, বকুল, চম্পক, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, মালতী, পারিজাত, কোবিদারক, মন্দার, বদর, পাটল, দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, কিংশুক ও বঞ্জুল প্রভৃতি নানাজাতি বৃক্ষ সকল নানা প্রকার ফল-পুষ্প-নিকরে পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে এবং চকোর, শাতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, শুক, কোকিল, কলবিঙ্ক, হারীত, জীবঞ্জীবক, প্রিয়পুত্র ও চাতক প্রভৃতি বিবিধ পতত্রিকুল সুমধুর শব্দ করিতে করিতে ঐ বৃক্ষ সকলের শাখানিচয় আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ১১—১৯। রৈবতক উদ্যানে নির্ম্মল সলিলরাশিপরিশোভিত সরোবর সকল—প্রস্ফুটিত কুমুদ, পুণ্ডরীক, নীলোৎপল, কহ্লার ও সরসীরুহ প্রভৃতি কুসুম-সমূহে পরিশোভিত এবং কলহংস, চক্রবাক, জলকুক্কুট, প্লব, হংস ও কারণ্ডবাদি জলচর-পক্ষী এবং কূর্ম্ম, মদ্গু প্রভৃতি জলচর প্রাণী সকলে পরিব্যাপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ২০—২২। স্ত্রীমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত শৌরি বলরাম ক্রমশঃ উন্নত সেই বন দর্শন করিতে করিতে অত্যুৎকৃষ্ট লতাগৃহে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, পুরাণ-শাস্ত্রবেত্তা সূত মধ্যস্থলে সুন্দর আসনে উপবেশন করিয়া আছ সুরর্ষি সকলের চরিত-সম্বলিত পৌরাণিকী কথা সকল শ্রবণ করাইতেছেন। আর কৌশিক, ভার্গব, ভরদ্বাজ ও গৌতম প্রভৃতি বেদবেদাঙ্গ-পারগ, মহাবংশ-সম্ভূত দ্বিজসত্তমগণ,

কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েষু কুশেষু চ বৃষীষু চ।
সূতশ্চ তেষাং মধ্যস্থঃ কথয়ানঃ কথাঃ শুভাঃ।
পৌরাণিকীঃ সুরর্ষীণামাদ্যানাং চরিতাশ্রয়াঃ॥২৬
দৃষ্ট্বা রামং দ্বিজাঃ সর্ব্বে মধুপানারুণেক্ষণম্।
মত্তোঽয়মিতি মন্বানাঃ সমুত্তস্থুস্ত্বরান্বিতাঃ॥ ২৭
পূজয়ন্তো হলধরমৃতে তং সূতবংশজম্॥ ২৮
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো হলী সূতং মহাবলঃ।
নিজঘান বিবৃত্তাক্ষঃ ক্ষোভিতাশেষদানবঃ॥২৯
অধ্যাস্থিতি পদং ব্রাহ্মং তস্মিন্ সূতে নিপাতিতে
নিষ্ক্রান্তাস্তে দ্বিজাঃ সর্ব্বে বনাৎ কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ
অবধূতং তথাত্মানং মন্যমানো হলায়ুধঃ।
চিন্তয়ামাস সুমহন্ময়া পাপমিদং কৃতম্॥ ৩১
ব্রাহ্মং স্থানংগতো হ্যেষ যৎ সূতো বিনিপাতিতঃ
তথা হীমে দ্বিজাঃ সর্ব্বে মামবেক্ষ্য বিনির্গতাঃ
শরীরস্য চ মে গন্ধো লোহস্যেবাসুখাবহঃ।
আত্মানঞ্চাবগচ্ছামি ব্রহ্মঘ্নমিব কুৎসিতম্॥ ৩৩
ধিগমর্ষং তথা মদ্যমতিমানমভীরুতাম্।
যৈরাবিষ্টেন সুমহন্ময়া পাপমিদং কৃতম্॥ ৩৪
তৎক্ষয়ার্থং চরিষ্যামি ব্রতং দ্বাদশবার্ষিকম্।
স্বকর্ম্মখ্যাপনং কুর্ব্বন্ প্রায়শ্চিত্তমনুত্তমম্॥ ৩৫
অথ যেয়ং সমারব্ধা তীর্থযাত্রা ময়াধুনা।
এতামেব প্রযাস্যামি প্রতিলোমাং সরস্বতীম্॥৩৬
অতো জগাম রামোঽসৌ প্রতিলোমাংসরস্বতীম্
ততঃ পরং শৃণুষ্বেমং পাণ্ডবেয়কথাশ্রয়ম্॥ ৩৭

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বলদেবব্রহ্মহত্যা-
কথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

কেহ কৃষ্ণাজিন, কেহ কুশ, কেহ উত্তরীয়, কেহ বা বৃষীজাত নানাপ্রকার আসনে উপবেশন করিয়া তাঁহার কথায় প্রসিত হইয়া অনবহিতচিত্তে তাহাই শ্রবণ করিতেছেন। ২৩—২৬। মধুপান জনিত অরুণলোচন বলরামকে দর্শন করিয়া, "ইনি মধুপানে মত্ত হইয়াছেন" এইরূপ বিবেচনা করত ভরদ্বাজাদি দ্বিজগণ সত্বর আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং নিয়মানুসারে তাঁহার পূজা করিলেন; কিন্তু কেবলমাত্র সূত তাহা করিলেন না। অনন্তর অশেষ-দানব-নিহন্তা মহাবলপরাক্রম বলদেব সূত কর্ত্তৃক আপনাকে তিরস্কৃত বিবেচনা করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিবৃত্তলোচনে সূতকে নিহত করিলেন। পুরাণতত্ত্বজ্ঞ সূত নিহত হইয়া ব্রহ্মপদ অধ্যারোহণ করিলে, কৃষ্ণাজিন-পরিধায়ী দ্বিজগণ সকলেই সেই বন হইতে পলায়ন করিলেন। যদুনন্দন তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"হায়! কেন আমি এরূপ মহাপাপের অনুষ্ঠান করিলাম। আমি যে সূতকে নিহত করিলাম, তিনি ব্রাহ্মস্থানে গমন করিলেন এবং দ্বিজগণ আমাকে দর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। আমার শরীর হইতেও লৌহের ন্যায় অসুখজনক দুর্গন্ধ বহির্গত হইতেছে; এবং আত্মাকেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে কলুষিত বলিয়া বোধ হইতেছে। রে অমর্ষ! তোরে ধিক্! মদ্যে ধিক্! অতি মানে ধিক্! এবং অত্যন্ত সাহসে ধিক্! যেহেতু ঐ সকলেই আবিষ্ট হইয়া আমি এরূপ মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এই ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাপ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাচরণ করিব এবং নিজ পাপানুবন্ধিকর্ম্মের খ্যাপন করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিব। অথবা আমি যে, এই তীর্থযাত্রার উদ্যোগ করিয়াছি, এই যাত্রাতেই প্রতিলোমা সরস্বতীতে গমন করিব।" হে মুনে! এই বলিয়া সকল যদুকুলধুরন্ধর বলরাম প্রতিলোমা সরস্বতীতে গমন করিলেন। অতঃপর এই বক্ষ্যমাণ পাণ্ডবেয়কথা শ্রবণ করুন। ২৭—৩৭।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

হরিশ্চন্দ্রেতি রাজর্ষিরাসীৎ ত্রেতাযুগে পুরা ।
ধর্ম্মাত্মা পৃথিবীপালঃ প্রোল্লসৎকীর্ত্তিরুত্তমঃ ॥ ১
ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকালমরণং নৃণাম্ ।
নাধর্ম্মরুচয়ঃ পৌরাস্তস্মিন্ শাসতি পার্থিবে ॥ ২
বভূবুর্ন তথোন্মত্তা ধন-বীর্য্য-তপোমদৈঃ ।
নাজায়ন্ত স্ত্রিয়শ্চৈব কাশ্চিদপ্রাপ্তযৌবনাঃ ॥ ৩
স কদাচিন্মহাবাহুররণ্যেঽনুসরন্ মৃগম্ ।
শুশ্রাব শব্দমসকৃৎ ত্রায়স্বেতি চ যোষিতাম ॥ ৪
স বিহায় মৃগং রাজা মা ভৈষীরিত্যভাষত ।
ময়ি শাসতি দুর্ম্মেধাঃ কোঽয়মন্যায়বৃত্তিমান ॥ ৫
তৎক্রন্দিতানুসারী চ সধাবস্তবিঘাতকৃৎ ।
এতস্মিন্নন্তরে রৌদ্রো বিঘ্নরাট্ সমাচিন্তয়ৎ ॥ ৬
বিশ্বামিত্রোঽয়মতুলং তপ আস্থায় বীর্য্যবান্ ।
প্রাগসিদ্ধা ভবাদীনাং বিদ্যাঃ সাধয়তি ব্রতী ॥ ৭
সাধ্যমানাঃ ক্ষমামৌনচিত্তসংযমিনামুনা ।
তা বৈ ভয়ার্ত্তাঃ ক্রন্দন্তি কথং কার্য্যমিদং ময়া ॥ ৮
তেজস্বী কৌশিকশ্রেষ্ঠো বয়মস্য সুদুর্ব্বলাঃ ।
ক্রোশন্ত্যেতাস্তথা ভীতা দুষ্পারং প্রতিভাতি মে
অথবায়ং নৃপঃ প্রাপ্তো মাভৈরিতি বদন্ মুহুঃ ।
ইমমেব প্রবিশ্যাশু সাধয়িষ্যে যথেপ্সিতম্ ॥ ১০
ইতি সঞ্চিন্ত্য রৌদ্রেণ বিঘ্নরাজেন বৈ ততঃ ।
তেনাবিষ্টো নৃপঃ কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১১
কোঽয়ং বধ্নাতি বস্ত্রান্তে পাবকং পাপকৃন্নরঃ ।
বলোষ্ণতেজসা দীপ্তে ময়ি পত্যাবুপস্থিতে ॥ ১২
কোঽসৌ মৎকার্ম্মুকাক্ষেপ-বিদীপিতদিগন্তরৈঃ

সপ্তম অধ্যায় ।

পক্ষীরা কহিল, হে মহামুনি জৈমিনে! পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে হরিশ্চন্দ্র নামক এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কীর্ত্তিমান্ এবং সুন্দর পুরুষ ছিলেন। সেই নৃপবর হরিশ্চন্দ্রের পৃথিবী শাসন সময়ে প্রজাদিগের দুর্ভিক্ষ, কি ব্যাধি, কি অকাল-মরণভয় কিংবা অধর্ম্ম কিছুই ছিল না। তৎকালে প্রজাগণ, ধন, বল, বা ধর্ম্মজনিত মদে উন্মত্ত হইত না এবং স্ত্রীগণও অপ্রাপ্ত-যৌবন হইয়া (অর্থাৎ অকালে) সন্তান প্রসব করিত না। একদা সেই মহাবাহু অরণ্যমধ্যে মৃগানুসরণ করিতেছেন, "রক্ষা কর, রক্ষা কর" এইরূপ কতকগুলি স্ত্রীলোকের কণ্ঠ-ধ্বনি বারংবার তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগ পরিত্যাগ করিয়া "মাভৈঃ মাভৈঃ" শব্দ উচ্চারণ করিলেন এবং কহিলেন,—আমার "পৃথিবীশাসনকালে কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি এরূপ অন্যায় বৃত্তি আচরণ করিতেছে? এই বলিয়া সেই ক্রন্দিত ব্যক্তির অনুসরণ করিলেন। ১—৬। এমত সময়ে সর্ব্বকার্য্যের বিনাশকারী ভয়ঙ্কর বিঘ্নরাজ অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "এই অরণ্যে তেজস্বী মুনিবর বিশ্বামিত্র ব্রতাবলম্বনে অতুল তপস্যা আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্বে যাহা সাধিত হয় নাই সেই ভবাদি বিদ্যা সকলকে সাধিত করিতেছেন; ক্ষমা, মৌন, এবং চিত্তসংযম অবলম্বনপূর্ব্বক মুনিবর যে সকল বিদ্যাকে সাধিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই স্ত্রীমূর্ত্তি বিদ্যা সকলই অত্যন্ত ভয়ে ভীত হইয়া "রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে। এক্ষণে কি করা উচিত? এই বিশ্বামিত্র মুনি অত্যন্ত তেজস্বী; আমরা ইহার কাছে অত্যন্ত দুর্ব্বল, এই বিদ্যা সকলও ভয়ে ক্রন্দন করিতেছে; সুতরাং বড়ই কঠিন ব্যাপার উপস্থিত। অথবা আমাকে আর কোন বিষয়েরই চিন্তা করিতে হইতেছে না, কারণ এই রাজা হরিশ্চন্দ্র বারংবার "মাভৈঃ মাভৈঃ" শব্দ করিতে করিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন; অতএব এই রাজাকে আশ্রয় করিয়াই অভিলাষ সাধন করিব।" সেই ভয়ঙ্কর বিঘ্নরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন, রাজাও অমনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন;—কোন্ পাপি মানব বস্ত্রাঞ্চলে পাবক বন্ধন করিয়াছে

শরৈর্বিভিন্নসর্বাঙ্গো দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেক্ষ্যতি ॥১৩
বিশ্বামিত্রস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শ্রুত্বা তন্নৃপতের্বচঃ।
ক্রুদ্ধে চর্ষিবরে তস্মিন্ নেশুর্বিদ্যাঃ ক্ষণেন তাঃ
স চাপি রাজা তং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম্
ভীতঃ প্রাবেপতাত্যর্থং সহসাশ্বত্থপর্ণবৎ ॥১৫
স দুরাত্মন্নিতি যদা মুনিস্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
ততঃ স রাজা বিনয়াৎ প্রণিপত্যাভ্যভাষত ॥১৬
ভগবন্নেষ ধর্ম্মো মে নাপরাধো মম প্রভো।
ন ক্রোদ্ধুমর্হসি মুনে নিজধর্ম্মরতস্য মে ॥ ১৭
দাতব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞেন মহীক্ষিতা।
চাপঞ্চোদ্যম্য যোদ্ধব্যং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতঃ ॥১৮

বিশ্বামিত্র উবাচ।

দাতব্যং কস্য কে রক্ষ্যাঃ কৈর্যোদ্ধব্যঞ্চ তে নৃপ
ক্ষিপ্রমেতৎ সমাচক্ষ্ব যদ্যধর্ম্মভয়ং তব ॥ ১৯

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দাতব্যং বিপ্রমুখ্যেভ্যো যে চান্যে কৃশবৃত্তয়ঃ।
রক্ষ্যা ভীতাঃ সদা যুদ্ধং কর্ত্তব্যং পরিপন্থিভিঃ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি রাজা ভবান্ সম্যগ্রাজধর্ম্মমবেক্ষতে।
নির্ব্বেষ্টুকামো বিপ্রোঽহং দীয়তামিষ্টদক্ষিণা।

পক্ষিণ ঊচুঃ।

এতদ্রাজা বচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মেনে প্রাহ চ কৌশিকম্ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

উচ্যতাং ভগবন্ যৎ তে দাতব্যমবিশঙ্কিতম্।
দত্তমিত্যেব তদ্বিদ্ধি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥২৩
হিরণ্যং বা সুবর্ণং বা পুত্রঃ পত্নী কলেবরম্।
প্রাণা রাজ্যং পুরং লক্ষ্মীর্যদভিপ্রেতমাত্মনঃ ॥২৪

বলরূপ উক্ত তেজোদ্বারা দেদীপ্যমান এই আমি পৃথিবীপতি হরিশ্চন্দ্র উপস্থিত হইয়াছি; এক্ষণে কোন মূঢ় কার্ম্মুকাক্ষিপ্ত বিদীপিত-দিগন্তর মদীয় শরজালে ক্ষতবিক্ষত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া দীর্ঘনিদ্রা প্রাপ্ত হইবে। ৭—১৩। তদনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের আহোপুরুষিকাসূচক সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—ঋষিবর ক্রুদ্ধ হইবামাত্রই সেই বিদ্যাসকল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইল। ১৪। সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র তপোনিধি বিশ্বামিত্রকে সহসা অবলোকন করত, অত্যন্ত ভীত হইয়া অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কম্পমান হইতে লাগিলেন। মুনিবর বিশ্বামিত্র "দুরাত্মন্ তিষ্ঠ" এই বাক্য যখন প্রয়োগ করিলেন, তখন রাজা প্রণিপাতপূর্ব্বক সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্! আমার এই-ই ধর্ম্ম, প্রভো! আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না; মুনিবর! আমি নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি নাই, অতএব আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। যেহেতু ধর্ম্মজ্ঞ মহীপতির কার্য্যই এই যে, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কখন দান করিবেন, কখন রক্ষা করিবেন এবং কখন বা কার্ম্মুক উদ্যত করিয়া যুদ্ধ করিবেন। ১৭—১৮ বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে

রাজন! যদি তোমার অধর্ম্মভয় থাকে, তবে শীঘ্র বল, কাহাকে দান করিতে হয়, কাহাকে রক্ষা করিতে হয় এবং কাহার সহিতই বা যুদ্ধ করিতে হয়? হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—হে তপোনিধান! যাঁহারা সর্ব্বদা ব্রতানুষ্ঠান-তৎপর এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকেই দান করিতে হয়, ভীত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে হয় এবং পরিপন্থীদিগের সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি যদি সম্পূর্ণ রাজধর্ম্ম অবগত হইয়া থাক,—তবে আমি মুমুক্ষু ব্রাহ্মণ, আমাকে অভিলষিত দক্ষিণা দান কর। ১৯—২২। পক্ষীরা কহিল,—জৈমিনে! রাজা হরিশ্চন্দ্র এই বাক্য শ্রবণে আহ্লাদে অন্তরাত্মার সহিত প্রফুল্লিত হইয়া, আত্মাকে যেন পুনর্জ্জাত বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং মুনিকে বলিলেন,—হে ভগবন! হিরণ্য, সুবর্ণ, পুত্র, পত্নী, দেহ, প্রাণ, রাজ্য, নগর, রাজলক্ষ্মী অথবা অন্য কোন দুর্লভ পদার্থ, যাহাতে আপনার অভিলাষ হয়, অশঙ্কিত-চিত্তে আজ্ঞা করুন, আপনাকে কি প্রদান করিব? এবং বিবেচনা করুন, যাহা প্রদেয় বস্তু, যেন পূর্ব্বেই তাহা আপনাকে প্রদান

বিশ্বামিত্র উবাচ।

রাজন্ প্রতিগৃহীতোঽয়ং যস্তে দত্তঃ প্রতিগ্রহঃ
প্রযচ্ছ প্রথমং তাবদ্দক্ষিণাং রাজসূয়িকীম্ ॥২৫

রাজোবাচ।

ব্রহ্মংস্তামপি দাস্যামি দক্ষিণাং ভবতো হ্যহম্।
ব্রিয়তাং দ্বিজশার্দ্দূল যস্তবেষ্টঃ প্রতিগ্রহঃ ॥ ২৬

বিশ্বামিত্র উবাচ।

সসাগরাং ধরামেতাং সভূভৃদ্গ্রামপত্তনাম্।
রাজ্যঞ্চ সকলং বীর রথাশ্বগজসঙ্কুলম্ ॥ ২৭
কোষ্ঠাগারঞ্চ কোষঞ্চ যচ্চান্যদ্বিদ্যতে তব।
বিনা ভার্য্যাঞ্চ পুত্রঞ্চ শরীরঞ্চ তবানঘ ॥ ২৮
ধর্ম্মঞ্চ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ যো যান্তমনুগচ্ছতি।
বহুনা বা কিমুক্তেন সর্ব্বমেতৎ প্রদীয়তাম্ ॥২৯

পক্ষিণ ঊচুঃ।

প্রহৃষ্টেনৈব মনসা সোঽবিকারমুখো নৃপঃ।
তস্যর্ষের্বচনং শ্রুত্বা তথেত্যাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩০

বিশ্বামিত্র উবাচ।

সর্ব্বস্বং যদি মে দত্তং রাজ্যমুর্ব্বী বলং ধনম্।
প্রভুত্বং কস্য রাজর্ষে রাজ্যস্থে তাপসে ময়ি ॥৩১

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

পূর্ব্বং যস্মিন্ ন দত্তা তে কালে রাজ্যবতী মহী
তস্মিন্নপি ভবান্ স্বামী কিমুতাদ্য মহী*পতিঃ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ †।

যদি রাজংস্ত্বয়া দত্তা মম সর্ব্বা বসুন্ধরা।
যত্র মে বিষয়ে স্বাম্যং তস্মান্নিষ্ক্রান্তুমর্হসি ॥ ৩৩

করা হইয়াছে। ২২—২৪। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাজন্! আপনি যাহা দান করিবেন, বিবেচনা করুন, যেন আমিও তাহা গ্রহণ করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে অগ্রে রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা অর্পণ করুন। রাজা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তাহাও আপনাকে প্রদান করিব। হে দ্বিজশার্দ্দূল! রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ যাহা আপনার অভিরুচি হয়, আদেশ করুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বীরবর নরপতে! এই সমস্ত নগর, গ্রাম এবং পর্ব্বত প্রভৃতির সহিত সসাগরা পৃথিবীতে রথাশ্ব-গজাদিসঙ্কুল সমস্ত রাজত্ব, কোষাগার রাজকোষ প্রভৃতি তোমার যে সকল পদার্থ আছে—এবং ধর্ম্মানুসারে যাহারা তোমার অনুগমন করে, অধিক আর কি বলিব? হে অনঘ! কেবলমাত্র তোমার ভার্য্যা, পুত্র এবং নিজ দেহ ব্যতীত তোমার যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তই আমাকে প্রদান কর। ২৫—২৯। পক্ষীরা কহিল,—মুনিবর কৌশিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই নরপতি হরিশ্চন্দ্র আহ্লাদিতচিত্তে অবিকৃত-মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,—"যে আজ্ঞা, তাহাই হইল।" বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাজ্য, পৃথিবী, বল এবং ধন প্রভৃতি সর্ব্বস্বই যদ্যপি আমাকে প্রদান করিলে, তবে আমি তপস্বী হইয়া রাজত্ব করিলে হে রাজর্ষে! এই রাজ্যে কাহার প্রভুত্ব থাকিবে? হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! আমি যে সময়ে আপনাকে এই সসাগরা বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছি, সেই সময় অবধি আপনিই ইহার স্বামী হইয়াছেন; এক্ষণে আর কেন প্রভুত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি যখন এই সসাগরা সমস্ত পৃথিবী আমাকে সমর্পণ করিয়াছ, তখন এই পৃথিবীজাত পদার্থ দ্বারা

---

* যস্মিন্নপি ময়া কালে ব্রহ্মন্ দত্তা বসুন্ধরা ইতি ক্বচিৎ পুস্তকে পাঠঃ।

† ইতঃ পরং যদি রাজন্নিত্যাদিপঙ্ক্তিদ্বয়োচ্চারিতত্যক্তস্থানে—
যদি নাজ্ঞা প্রতিহতা মম রাজবর ত্বয়া।
যত্র মে বিষয়ে স্বাম্যং তস্মান্নিষ্ক্রান্তুমর্হসি ॥
শ্রুত্বা রাজা ততো বাক্যং বজ্রপাতোপমং মুনে
মুহূর্ত্তমাসীন্নিশ্চেষ্টো নাহমস্মীতি চিন্তয়ন্ ॥
মুহূর্ত্তাৎ প্রাপ্য সংজ্ঞান্ত ব্রহ্মশাপভয়াতুরঃ।
জ্ঞাত্বা বশিষ্ঠং জলগং সর্ব্বত্যাগেঽকরোন্মতিম্
ক্বচিৎ পুস্তকে শ্লোকত্রয়মিদমধিকং দৃশ্যতে
তন্নাতিসঙ্গতম্।

শ্রোণীসূত্রাদিসকলং মুক্ত্বা ভূষণসংগ্রহম্।
তরুবল্কলমাবধ্য সহ পত্ন্যা সুতেন চ॥ ৩৪

পক্ষিণ উচুঃ।

তথেতি চোক্ত্বা কৃত্বা চ রাজা গন্তুং প্রচক্রমে।
স্বপত্ন্যা শৈব্যয়া সার্দ্ধং বালকেনাত্মজেন চ॥ ৩৫
ব্রজতঃ স ততো রুদ্ধা প্রস্থানং প্রাহ তং নৃপম্
ক যাস্যসীত্যদত্ত্বা মে দক্ষিণাং রাজসূয়িকীম্॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ভগবন্ রাজ্যমেতৎ তে দত্তং নিহতকণ্টকম্।
অবশিষ্টমিদং ব্রহ্মন্নত্র দেহত্রয়ং মম॥ ৩৭

বিশ্বামিত্র উবাচ।

তথাপি খলু দাতব্যা ত্বয়া মে যজ্ঞদক্ষিণা।
বিশেষতো ব্রাহ্মণানাং হন্ত্যদত্তং প্রতিশ্রুতম্॥
যাবৎ তোষো রাজসূয়ে ব্রাহ্মণানাং ভবেন্নৃপ।
তাবদেব তু দাতব্যা দক্ষিণা রাজসূয়িকী॥৩৯
প্রতিশ্রুত্য চ দাতব্যং যোদ্ধব্যঞ্চাততায়িভিঃ।
রক্ষিতব্যাস্তথা চার্ত্তাস্ত্বয়ৈব প্রাক্ প্রতিশ্রুতম্॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ভগবন্ সাম্প্রতং নাস্তি দাস্যে কালক্রমেণ তে
প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষে সদ্ভাবমনুচিন্ত্য চ॥ ৪১

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কিম্প্রমাণো ময়া কালঃ প্রতীক্ষ্যস্তে জনাধিপ।
শীঘ্রমাচক্ষ্ব শাপাগ্নিরন্যথা ত্বাং প্রধক্ষ্যতি॥ ৪২

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

মাসেন তব বিপ্রর্ষে প্রদাস্যে দক্ষিণাধনম্।
সাম্প্রতং নাস্তি মে বিত্তমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি॥৪৩

বিশ্বামিত্র উবাচ।

গচ্ছ গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মমনুপালয়।
শিবশ্চ তেঽধ্বা ভবতু মা সন্তু পরিপন্থিনঃ॥ ৪৪

পক্ষিণ উচুঃ।

ততঃ স রাজর্ষিবরো বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ।

বিনির্ম্মিত শ্রোণীসূত্র (ঘুনসী) প্রভৃতি যে সমস্ত অলঙ্কার তোমার, তোমার পত্নীর এবং তোমার পুত্রের শরীরে বর্ত্তমান আছে, সে সমস্তও পরিত্যাগপূর্ব্বক তরুবল্কল পরিধান করত পত্নী এবং পুত্রের সহিত আমার প্রভুত্বময় স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হও। ৩০—৩৪। পক্ষীরা কহিল,—হে জৈমিনে! রাজা হরিশ্চন্দ্র মুনিবর বিশ্বামিত্রের সেই বাক্যে অনুমোদন করত তদনুসারী কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া, স্বীয় পত্নী শৈব্যা এবং শিশু বালকের সহিত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় ঋষিবর বিশ্বামিত্র তাঁহার গমনের পথরোধ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে নৃপ! রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান না করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? ৩৫। ৩৬। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! এই নিষ্কণ্টক রাজ্য সমস্তই আপনাকে সমর্পণ করিয়াছি, এই তিন ব্যক্তির দেহ ছাড়া আমার আর কি আছে? বিশ্বামিত্র বলিলেন,—নরবর! যদিচ দেহত্রয় ভিন্ন তোমার অন্য সম্পত্তি নাই বটে, তথাপি তোমাকে যজ্ঞদক্ষিণা প্রদান করিতেই হইবে; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত বস্তু প্রদান না করিলে সমস্তই নষ্ট হয়। হে রাজন্! রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ যাহাতে পরিতুষ্ট হন, তাহাই রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা; আর তুমিই না এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, "অঙ্গীকার করিয়া দান, আততায়ীর সহিত যুদ্ধ এবং আর্ত্ত ব্যক্তির রক্ষা-সাধন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য? ৩৭—৪০। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! সাধুতা অবলম্বন করিয়া প্রসন্ন হউন; এক্ষণে আর কিছুই নাই; কিন্তু কালক্রমে আপনাকে প্রদান করিব। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—মনুজাধিপ! আমি কত কাল প্রতীক্ষা করিব? শীঘ্র বল, নতুবা আমার শাপাগ্নিতে দগ্ধ হইবে। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—বিপ্রর্ষে! অধুনা আর কিছুই নাই, অতএব আজ্ঞা করুন, এক মাসের মধ্যে আপনার দক্ষিণাধন প্রদান করিব। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যাও যাও; স্বধর্ম্ম পরিপালন কর। তোমার মঙ্গল হউক এবং পরিপন্থী না হউক। ৪১—৪৪। পক্ষীরা কহিল,—

অনুজ্ঞাতশ্চ গচ্ছেতি জগাম বসুধাধিপঃ।
পদ্ভ্যামনুচিতা গন্তুমন্বগচ্ছত তং প্রিয়া ॥ ৪৫
তং সভার্য্যং নৃপশ্রেষ্ঠং নির্যান্তং সসুতং পুরাৎ।
দৃষ্ট্বা প্রচুক্রুশুঃ পৌরা রাজশ্চৈবানুযায়িনঃ ॥৪৬
হা নাথ কিং জহাস্যস্মান্ নিত্যার্ত্তিপরিপীড়িতান্
ত্বং ধর্ম্মতৎপরো রাজন্ পৌরানুগ্রহকৃৎ তথা।
নয়াস্মানপি রাজর্ষে যদি ধর্ম্মমবেক্ষসে ॥ ৪৭
মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ভবতো মুখপঙ্কজম্।
পিবামো নেত্রভ্রমরৈঃ কদা দ্রক্ষ্যামহে পুনঃ ॥৪৮
যস্য প্রযাতস্য পুরো যান্তি পৃষ্ঠে চ পার্থিবাঃ।
তস্যানুযাতি ভার্য্যেয়ং গৃহীত্বা বালকং সুতম্ ॥
যস্য ভৃত্যাঃ প্রযাতস্য যান্ত্যগ্রে কুঞ্জরস্থিতাঃ।
স এষ পদ্ভ্যাং রাজেন্দ্রো হরিশ্চন্দ্রোঽদ্য গচ্ছতি ॥ ৫০
হা রাজন্ সুকুমারং তে সুভ্রু সুত্বচমুন্নসম্।
পথি পাংশুপরিক্লিষ্টং মুখং কীদৃগ্ভবিষ্যতি ॥৫১
তিষ্ঠ তিষ্ঠ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মমনুপালয়।
আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিশেষতঃ ॥
কিং দারৈঃ কিং সুতৈর্নাথ ধনৈর্ধান্যৈরথাপি বা
সর্ব্বমেতৎ পরিত্যজ্য ছায়াভূতা বয়ং তব ॥ ৫৩
হা নাথ হা মহারাজ হা স্বামিন্ কিং জহাসি নঃ
যত্র ত্বং তত্র হি বয়ং তৎ সুখং যত্র বৈ ভবান্
নগরং তদ্ভবান্ যত্র স স্বর্গো যত্র নো নৃপঃ ॥৫৪
ইতি পৌরবচঃ শ্রুত্বা রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।
অতিষ্ঠৎ স তদা মার্গে তেষামেবানুকম্পয়া ॥৫৫

হে মুনিবর জৈমিনে! তদনন্তর সেই রাজর্ষি-প্রবর, পৃথিবীপতি হরিশ্চন্দ্র মুনিবর বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক গমনে অনুমোদিত হইয়া গমন করিলেন এবং পাদচারণে অনুচিতা রাজ্ঞী শৈব্যা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে নগরবাসী প্রজাগণ, পুত্র-কলত্রের সহিত নরপতিকে নগর হইতে বহির্গত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিল। "হে মহারাজ! আপনি ধর্ম্ম-তৎপর এবং নিরন্তর প্রজানুগ্রহকারী; তবে সর্ব্বদা নানা উপদ্রব-পরিপীড়িত এই প্রজা সকলকে কি নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতেছেন? হে রাজর্ষে! যদি ধর্ম্মের প্রতি অবলোকন করেন, তবে আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া গমন করুন। হে রাজেন্দ্র! কিয়ৎ কাল অবস্থান করুন, আমরা একবার আপনার মুখপঙ্কজ অবলোকন করি। আবার কখন আপনার মুখ দর্শন করিব? হায়! যাঁহার গমনকালে পৃথিবীর যাবতীয় রাজা সকল অগ্র-পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন, সেই নরপতি হরিশ্চন্দ্রের ভার্য্যা একটী শিশুসন্তানকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারই অনুগমন করিতেছেন! যিনি গমন করিলে ভৃত্য সকল হস্তি-মস্তকে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে ধাবিত হয়, আজ সেই এই রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং পদব্রজে গমন করিতেছেন। ৪৭—৫০। হা মহারাজ! সুশোভন ভ্রূযুগল, সুন্দর নাসিকা এবং সুশ্রী ত্বক্ প্রভৃতি দ্বারা পরিশোভিত ভবদীয় এই মুখ পথিমধ্যে যখন ধূলিরাশিতে ধূসরিত হইবে, তখন কি শোচনীয় অবস্থাই ধারণ করিবে! অতএব হে মহারাজ! গমন করিবেন না, করিবেন না, স্বীয় ধর্ম্ম পরিপালন করুন, বিশেষতঃ অনৃশংসতাই ক্ষত্রিয়ের প্রধানধর্ম্ম; কি স্ত্রী, কি পুত্র, কি ধন, কিংবা ধান্য;—আমাদের কিছুতেই আবশ্যক নাই, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আপনার ছায়াস্বরূপ হইব। হা নাথ! হা মহারাজ! হা প্রভো! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। আপনি যথায় গমন করিবেন, আমরাও তথায় যাইব। আপনার যে স্থানে সুখ আমাদেরও তথায় বৈভব, আপনি যে স্থানে থাকিবেন, সেই আমাদের নগর; আমাদের রাজা যথায় অবস্থান করিবেন, সেই-ই আমাদের স্বর্গ।" মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রজাদিগের এইরূপ বাক্য সকল আকর্ণন করিয়া অত্যন্ত শোকপরিপ্লুত হইলেন এবং তাহাদিগের দয়া দেখিয়া পথি

বিশ্বামিত্রোঽপি তং দৃষ্ট্বা পৌরবাক্যাকুলীকৃতম্
রোষামর্ষবিবৃত্তাক্ষঃ সমাগম্য বচোঽব্রবীৎ ॥৫৬
ধিক্ ত্বাং দুষ্টসমাচারমনৃতং জিহ্মভাষিণম্।
মম রাজ্যঞ্চ দত্ত্বা যঃ পুনঃ প্রাক্রোষ্টুমিচ্ছসি ॥৫৭
ইত্যুক্তঃ পরুষং তেন গচ্ছামীতি সবেপথুঃ।
ব্রুবন্নেবং যযৌ শীঘ্রমাকর্ষন্ দয়িতাং করে ॥৫৮
কর্ষতস্তাং ততো ভার্য্যাং সুকুমারীং শ্রমাতুরাম্
সহসা দণ্ডকাষ্ঠেন তাড়য়ামাস কৌশিকঃ ॥ ৫৯
তাং তথা তাড়িতাং দৃষ্ট্বা হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ
গচ্ছামীত্যাহ দুঃখার্ত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদুদাহরৎ ॥
অথ বিশ্বে তদা দেবাঃ পঞ্চ প্রাহুঃ কৃপালবঃ।
তদবস্থং কৃতং দৃষ্ট্বা হরিশ্চন্দ্রং নরেশ্বরম্ ॥ ৬১
বিশ্বামিত্রঃ সুপাপোঽয়ং লোকান্ কান্
সমবাপ্স্যতি।
যেনায়ং যজ্বনাং শ্রেষ্ঠঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ ॥৬২
কস্য বা শ্রদ্ধয়া পূতং সুতং সোমং মহাধ্বরে।
পীত্বা বয়ং প্রযাস্যামো মুদং মন্ত্রপুরঃসরম্ ॥ ৬৩

পক্ষিণ ঊচুঃ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কৌশিকোঽতিরুষান্বিতঃ
শশাপ তান্ মনুষ্যত্বং সর্ব্বে যূয়মবাপ্স্যথ ॥৬৪
প্রসাদিতশ্চ তৈঃ প্রাহ পুনরেব মহামুনিঃ।
মানুষত্বেঽপি ভবতাং ভবিত্রী নৈব সন্ততিঃ ॥৬৫
ন দারসংগ্রহশ্চৈব ভবিতা ন চ মৎসরঃ।
কামক্রোধবিনির্ম্মুক্তা ভবিষ্যথ সুরাঃ পুনঃ ॥৬৬
ততোঽবতেরুস্তে স্বাংশৈর্দেবাস্তে কুরুবেশ্মনি।
দ্রৌপদীগর্ভসম্ভূতাঃ পঞ্চ বৈ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥ ৬৭
এতস্মাৎ কারণাৎ পঞ্চ পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ।
ন দারসংগ্রহং প্রাপ্তাঃ শাপাৎ তস্য মহামুনেঃ।

মধ্যে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান হইলেন। ৫১—৫৫। এমন সময় মুনিবর বিশ্বামিত্রও রাজাকে পুরবাসীদিগের বাক্য দ্বারা আকুলীকৃত হইতে অবলোকন করত সহসা সমাগত হইলেন এবং রোষামর্ষে নয়নদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন, রে অদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মিথ্যাবাদিন্! এই রাজত্ব সমস্তই আমাকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তোমায় ধিক্। রাজা হরিশ্চন্দ্র গাধি-তনয় কর্ত্তৃক এইরূপ পরুষভাবে উক্ত হইয়া "যাইতেছি, যাইতেছি" বলিতে বলিতে কম্পান্বিত কলেবরে গমন করিতে লাগিলেন এবং সবেগে দয়িতা শৈব্যা মহিষীর হস্তাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। যাই, মলাঙ্গী শৈব্যা দেবী অত্যন্ত শ্রমাতুর হুত ভ্রমন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র গমনের নিমিত্ত হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন; তথাপি বিশ্বামিত্র মুনি দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা মহিষীর পৃষ্ঠে আঘাত করিতে লাগিলেন। মহীপতি হরিশ্চন্দ্র দেবীকে সেইরূপ তাড়িত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অন্য কোন উত্তর করিলেন না; কেবলমাত্র বলিলেন, "ভগবন্! যাইতেছি।" এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া পাঁচজন বিশ্বদেবতা অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন, "এই পাপাত্মা বিশ্বামিত্র যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ নরপতি হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্যভ্রষ্ট করিল, ইহার কোন্ লোক লাভ হইবে? আর আমরাই বা কাহার যজ্ঞে শ্রদ্ধাপূত মন্ত্র-সংস্কৃত সুপবিত্র সোমপান করিয়া আনন্দিত হইব? ৫৬—৬৩। পক্ষীরা কহিল, বিশ্বদেব-পঞ্চকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুনিবর কৌশিক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া "রে পাপিষ্ঠগণ! তোরা সকলেই মনুষ্যত্ব লাভ করিবি।" এই শাপ দিলেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র, বিশ্বদেব সকল কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন,—"হে দেবগণ! তোমরা যদিচ মনুষ্যদেহ অবলম্বন করিবে, কিন্তু তোমাদিগের দারপরিগ্রহ বা সন্তান হইবে না, তোমরা মৎসরী হইবে না এবং কামক্রোধাদি-বিনির্ম্মুক্ত হইবে।" তদনন্তর সেই বিশ্বদেবগণই দ্রৌপদী-গর্ভসম্ভূত হইয়া পঞ্চ-পাণ্ডুনন্দনরূপে স্বীয় স্বীয় অংশে কুরুবংশে অবতীর্ণ হইলেন। এই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শাপের কারণেই পঞ্চ মহারথ পাণ্ডুতনয়গণের দারপরিগ্রহ হয় নাই। হে মুনি জৈমিনি!

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং পাণ্ডবেয়কথাশ্রয়ম্।
প্রশ্নং চতুষ্টয়ং গীতং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৯

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দ্রৌপদেয়োৎপত্তির্নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়।

জৈমিনিরুবাচ।

ভবদ্ভিরিদমাখ্যাতং যথাপ্রশ্নমনুক্রমাৎ।
মহৎ কৌতুহলং মেঽস্তি হরিশ্চন্দ্রকথাং প্রতি ॥ ১
অহো মহাত্মনা তেন প্রাপ্তং কৃচ্ছ্রমনুত্তমম্।
কচ্চিৎ সুখমনুপ্রাপ্তং তাদৃগেব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২

পক্ষিণ উচুঃ।

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা স রাজা প্রযযৌ শনৈঃ।
শৈব্যয়ানুগতো দুঃখী ভার্য্যয়া বালপুত্রয়া ॥ ৩
স গত্বা বসুধাপালো দিব্যাং বারাণসীং পুরীম্
নৈষা মনুষ্যভোগ্যেতি শূলপাণেঃ পরিগ্রহঃ ॥ ৪
জগাম পদ্ভ্যাং দুঃখার্ত্তঃ সহ পত্ন্যানুকূলয়া।
পুরীপ্রবেশে দদৃশে বিশ্বামিত্রমুপস্থিতম্ ॥ ৫
তং দৃষ্ট্বা সময়ং প্রাপ্তং বিনয়াবনতোঽভবৎ।
প্রাহ চৈবাঞ্জলিং কৃত্বা হরিশ্চন্দ্রো মহামুনিম্ ॥ ৬
ইমে প্রাণাঃ সুতশ্চায়মিয়ং পত্নী মুনে মম।
যেন তে কৃত্যমস্ত্যাশু তদ্গৃহাণার্ঘ্যমুত্তমম্ ॥ ৭
যথান্যৎ কার্য্যমস্মাভিস্তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৮

বিশ্বামিত্র উবাচ।

পূর্ণঃ স মাসো রাজর্ষে দীয়তাং মম দক্ষিণা।
রাজসূয়নিমিত্তং হি স্মর্য্যতে স্ববচো যদি ॥ ৯

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ব্রহ্মন্নদ্যৈব সম্পূর্ণো মাসোঽম্লানতপোধন।
তিষ্ঠত্যেতদ্দিনার্দ্ধং যৎ তৎ প্রতীক্ষস্ব মা চিরম্

পাণ্ডবেয়-কথাশ্রয় করিয়া, এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তর তোমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে অন্য কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, বলুন। ৬৪ – ৬৯।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আপনারা ক্রমশঃ সেই প্রশ্ন সকলের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে হরিশ্চন্দ্রের কথা বিষয়ে আমার অত্যন্ত কৌতুহল হইয়াছে। অহো! সেই মহাত্মা কি কষ্টই পাইয়াছিলেন! হে পক্ষী সকল! তিনি আর সেরূপ সুখ পাইয়াছিলেন কি? পক্ষীরা কহিল, রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিলেন এবং শিশু-পুত্র সঙ্গে লইয়া, মহিষী শৈব্যা তাঁহার অনুগমন করিলেন। সেই পৃথিবীপতি হরিশ্চন্দ্র মনোহরা বারাণসী পুরীতে গমন করিলেন,—কারণ ঐ নগরী মনুষ্যভোগ্যা নহে, যেহেতু উহা শূলপাণি মহাদেবকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। তিনি দুঃখিতচিত্তে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অনুকূল পত্নীর সহিত পদব্রজে গমন করিলেন এবং বারাণসী প্রবেশ সময়ে দেখিলেন, মুনিবর বিশ্বামিত্র সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। নরপতি হরিশ্চন্দ্র মুনিকে সমাগত দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন, প্রভো! আমার এই প্রাণ, এই পুত্র এবং এই পত্নী মাত্র বিদ্যমান আছে, ইহার মধ্যে যাহাতে আপনার অভিলাষ হয়, আদেশ করুন, তাহাই আপনার অর্ঘ্যস্বরূপে উপকল্পিত হইবে এবং এক্ষণে আমরাই বা কি করিব, তাহাও অনু- করুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজ[পনি] রাজসূয় নিমিত্তক স্বকীয় বাক্য স্মরণ [হব]! কি? একমাস পূর্ণ হইয়াছে, আমার দক্ষিণা প্রদান কর। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে তপোধন! অদ্যই মাস পরিপূর্ণ হইবে, এখনও যে দিনার্দ্ধ অবশিষ্ট আছে, আপনি তাহাই প্রতীক্ষা করুন; অধিক আর প্রতীক্ষা করিতে হইবে না।

বিশ্বামিত্র উবাচ।
এবমস্তু মহারাজ আগমিষ্যাম্যহং পুনঃ।
শাপং তব প্রদাস্যামি ন চেদদ্য প্রদাস্যসি ॥১১
পক্ষিণ ঊচুঃ।
ইত্যুক্তা প্রযযৌ বিপ্রো রাজা চাচিন্তয়ৎ তদা।
কথমস্মৈ প্রদাস্যামি দক্ষিণা যা প্রতিশ্রুতা ॥১২
কুতঃ পুষ্টানি মিত্রাণি কুতোঽর্থঃ সাম্প্রতং মম।
প্রতিগ্রহঃ প্রদুষ্টো মে নাহং যায়ামধঃ কথম্ ॥
কিমু প্রাণান্ বিমুঞ্চামি কাং দিশং যাম্যকিঞ্চনঃ
যদি নাশং গমিষ্যামি অপ্রদায় প্রতিশ্রুতম্।
ব্রহ্মস্বহৃৎ কৃমিঃ পাপো ভবিষ্যামধমাধমঃ ॥ ১৪
অথবা প্রেষ্যতাং যাস্যে বরমেবাত্মবিক্রয়ঃ ॥১৫
পক্ষিণ ঊচুঃ।
রাজানং ব্যাকুলং দীনং চিন্তয়ানমধোমুখম্।
প্রত্যুবাচ তদা পত্নী বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ১৬
ত্যজ চিন্তাং মহারাজ স্বসত্যমনুপালয়।
শ্মশানবদ্বর্জ্জনীয়ো নরঃ সত্যবহিষ্কৃতঃ ॥ ১৭
নাতঃ পরতরং ধর্ম্মং বদন্তি পুরুষস্য তু।
যাদৃশং পুরুষব্যাঘ্র স্বসত্যপরিপালনম্ ॥ ১৮
অগ্নিহোত্রমধীতং বা দানাদ্যাশ্চাখিলাঃ ক্রিয়াঃ
ভজন্তে তস্য বৈফল্যং যস্য বাক্যমকারণম্ ॥ ১৯
সত্যমত্যন্তমুদিতং ধর্ম্মশাস্ত্রেষু ধীমতাম্।
তারণায়ানৃতং তদ্বৎ পাতনায়াকৃতাত্মনাম্ ॥২০
সপ্তাশ্বমেধানাহৃত্য রাজসূয়ঞ্চ পার্থিবঃ।
কৃতির্নাম চ্যুতঃ স্বর্গাদসত্যবচনাৎ সকৃৎ ॥ ২১
রাজন্ জাতমপত্যং মে ইত্যুক্তা প্ররুরোদ হ
বাষ্পাম্বুপ্লুতনেত্রান্তামুবাচেদং মহীপতিঃ ॥ ২২
হরিশ্চন্দ্র উবাচ।
বিমুঞ্চ ভদ্রে সন্তাপময়ং তিষ্ঠতি বালকঃ।
উচ্যতাং বক্তুকামাসি যদ্বা ত্বং গজগামিনি ॥২৩

১—১০। বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ তাহাই হইবে, আমি পুনরায় আসিতেছি। যদি অদ্য আমায় দক্ষিণা প্রদান না করেন, তবে নিশ্চয়ই শাপ দিব। পক্ষীরা কহিল, মুনিবর বিশ্বামিত্র এই বলিয়া গমন করিলেন। তখন রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "ইঁহাকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দক্ষিণা কি প্রকারে প্রদান করিব! কোথায় বা সমৃদ্ধিশালী বন্ধুবর্গ, আর কোথায় বা আমার অর্থসম্পত্তি! কি করিলেই বা অঙ্গীকার প্রদুষ্ট না হয় এবং আমাকেও অধোগামী হইতে না হয়? কিছুই ত নাই। কোন্ দিকেই বা যাই, প্রাণত্যাগ করিব কি? যদ্যপি অঙ্গীকৃত দ্রব্য সমর্পণ না করিয়াই প্রাণত্যাগ করি, তবে ব্রহ্মস্বাপহরণজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া অত্যন্ত নীচাধম কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করিব। কিংবা বরঞ্চ আত্মবিক্রয় করিয়া কাহারও প্রেষ্য হইব। ১১—১৫। পক্ষীরা কহিল, রাজাকে এইরূপে দুঃখিত, ব্যাকুল এবং অধোমুখে চিন্তা করিতে দেখিয়া পত্নী শৈব্যা বাষ্পগদ্গদবাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন,—"মহারাজ! চিন্তা পরিত্যাগ করুন। স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালন করুন। অসত্যপ্রতিপালক ব্যক্তি শ্মশানের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। হে পুরুষব্যাঘ্র! পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, স্বীয় সত্য প্রতিপালনে যাদৃশ ধর্ম্ম হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ ধর্ম্ম হয় না। যাহার বাক্য অসত্য হয়, তাহার অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, বেদাদি অধ্যয়ন এবং দানাদি যাবতীয় কার্য্য সমস্তই বিফল হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, সত্যবাক্য যেরূপ তারণের নিমিত্ত অভ্যুত্থিত হয়, মিথ্যা বাক্যও সেইরূপ অধঃপতনের একমাত্র প্রধান কারণ। হে পার্থিব! আপনি সাতটী অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; এক্ষণে কি সামান্য একটীমাত্র অসত্য বাক্য হেতু স্বর্গভ্রষ্ট হইবেন? মহারাজ! আমার সন্তান হইয়াছে—" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মহীপতি বাষ্পাকুললোচনা মহিষীকে বলিলেন, হে ভদ্রে! সন্তাপ পরিত্যাগ কর। এই তোমার শিশুসন্তান বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে গজগামিনি!

পত্ন্যুবাচ।
রাজন্ জাতমপত্যং মে সতাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ
স মাং প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্॥
পক্ষিণ উচুঃ।
এতদ্বাক্যমুপশ্রুত্য যযৌ মোহং মহীপতিঃ।
প্রতিলভ্য চ সংজ্ঞাং স বিললাপাতিদুঃখিতঃ॥
মহদ্দুঃখমিদং ভদ্রে যৎ ত্বমেবং ব্রবীষি মাম্।
কিং তব স্মিতসংলাপা মম পাপস্য বিস্মৃতাঃ॥১৬
হা হা কথং ত্বয়া শক্যং বক্তুমেতচ্ছুচিস্মিতে।
দুর্ব্বাচ্যমেতদ্বচনং কর্ত্তুং শক্নোম্যহং কথম্॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বা স নরশ্রেষ্ঠো ধিগ্ধিগিত্যসকৃদ্ ব্রুবন্।
নিপপাত মহীপৃষ্ঠে মূর্চ্ছয়াভিপরিপ্লুতঃ॥ ২৮
শয়ানং ভুবি তং দৃষ্ট্বা হরিশ্চন্দ্রং মহীপতিম্।
উবাচেদং সকরুণং রাজপত্নী সুদুঃখিতা॥ ২৯
পত্ন্যুবাচ।
হা মহারাজ কস্মেদমপধ্যানমুপস্থিতম্।
যৎ ত্বং নিপতিতো ভূমৌ রাঙ্কবাস্তরণোচিতঃ॥
যেন কোট্যগ্রগোবিত্তং বিপ্রাণামপবর্জ্জিতম্।
স এষ পৃথিবীনাথো ভূমৌ স্বপিতি মে পতিঃ॥
হা কষ্টং কিং তবানেন কৃতং দেব মহীক্ষিতা।
যদিন্দ্রোপেন্দ্রতুল্যোঽয়ং নীতঃ প্রস্থাপনীং *
দশাম্॥ ৩২
ইত্যুক্ত্বা সাপি সুশ্রোণী মূচ্ছিতা নিপপাত হ।
ভর্ত্তৃদুঃখমহাভারেণাসহ্যেন নিপীড়িতা॥ ৩৩
তৌ তথা পতিতৌ ভূমাবনাথৌ পিতরৌ শিশুঃ
দৃষ্ট্বাত্যন্তং ক্ষুধাবিষ্টঃ প্রাহ বাক্যং সুদুঃখিতঃ॥
তাত তাত দদস্বান্নমম্ব ভোজনং দদ।
ক্ষুন্মে বলবতী জাতা জিহ্বাগ্রং শুষ্যতে তথা
পক্ষিণ উচুঃ।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।

যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ বল। ১৬—২৩। রাজপত্নী বলিলেন, "রাজন! আমার সন্তান হইয়াছে, সন্তানের নিমিত্তই সাধু-গণের পত্নী। অতএব আমাকে বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিউন।" পক্ষীরা কহিল, পৃথিবীপতি হরিশ্চন্দ্র মহিষীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ, ইহা অত্যন্ত দুঃখকর। এই পাপাত্মা কি তোমার স্মিত-সংলাপ সকল বিস্মৃত হইয়াছে? হে শুচি-স্মিতে! নতুবা তোমার মুখ হইতে এরূপ দুর্ব্বাক্য নিঃসৃত হইবে কেন? আমিই বা কিরূপে এরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হইব?" মহীপতি এইরূপ বলিয়া নিরন্তর "হা ধিক্! হা ধিক্!" বলিতে বলিতে ধরণীতলে নিপতিত এবং তৎক্ষণাৎ অচেতন হইলেন। ২৩—২৮। রাজপত্নী শৈব্যা,—মহীপতি হরিশ্চন্দ্রকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, "হায়! মহারাজ! কি অচিন্তনীয় অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছে! যিনি হরিণলোমজাত কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, তিনিই আজ ধরাতলে নিপ-তিত হইয়াছেন। হায়! যিনি অনন্ত কোটি গোধন অক্লেশে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া-ছেন, সেই আমার পতি পৃথিবীনাথ হরিশ্চন্দ্র মৃত্তিকার উপরে শয়ন করিয়াছেন! আঃ কি কষ্ট! হা দৈব! ইনি তোমার কি অপরাধ করিয়াছেন যে, এই উপেন্দ্রতুল্য রাজাকে এ প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিলে! হে জৈমিনে! সেই সুশ্রোণী রাজমহিষী এইরূপ বহুতর বিলাপ করিতে করিতে অসহ্য স্বামিদুঃখভারে নিপীড়িত হইয়া অচেতন অবস্থায় ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। ২৯—৩৩। এদিকে বালক রাজতনয়, মাতাপিতাকে তদবস্থায় ধরণীতলে নিপতিত দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুধা-তুর হইয়া কহিতে লাগিলেন, তাত! তাত! আমাকে খাবার দাও! মাতঃ! মাতঃ! আমাকে খাবার দাও; আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, আমার জিহ্বাগ্র শুষ্ক হই-

* পাপামিমামিতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।

দৃষ্ট্বা তু তং হরিশ্চন্দ্রং পতিতং ভুবি মূর্চ্ছিতম্।
স বারিণা সমভ্যুক্ষ্য রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ৩৬
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্র তাং দদস্বেষ্টদক্ষিণাম্।
ঋণং ধারয়তো দুঃখমহন্যহনি বর্দ্ধতে॥ ৩৭
আপ্যায্যমানঃ স তদা হিমশীতেন বারিণা।
অবাপ্য চেতনাং রাজা বিশ্বামিত্রমবেক্ষ্য চ।
পুনর্মোহং সমাপেদে স চ ক্রোধং যযৌ মুনিঃ॥
স সমাশ্বাস্য রাজানং বাক্যমাহ দ্বিজোত্তমঃ।
দীয়তাং দক্ষিণা সা মে যদি ধর্ম্মমবেক্ষসে॥৩৯
সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী।
সত্যঞ্চোক্তং পরো ধর্ম্মঃ স্বর্গঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥ ৪১
অথবা কিং মমৈতেন সাম্না প্রোক্তেন কারণম্
অনার্য্যে পাপসঙ্কল্পে ক্রূরে চানৃতবাদিনি।
ত্বয়ি রাজ্ঞি প্রভবতি সদ্ভাবঃ শ্রূয়তাময়ম্॥ ৪২
অদ্য মে দক্ষিণাং রাজন্ ন দাস্যতি ভবান্ যদি
অস্তাচলং প্রযাতেঽর্কে শপ্স্যামি ত্বাং ততো ধ্রুবম্॥ ৪৩
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বিপ্রো রাজা চাসীদ্ভয়াতুরঃ।
কান্দিগ্‌ভূতোঽধমো নিঃস্বো নৃশংসধনিনার্দ্দিতঃ
ভার্য্যাস্য ভূয়ঃ প্রাহেদং ক্রিয়তাং বচনং মম।
মা শাপানলনির্দ্দগ্ধঃ পঞ্চত্বমুপযাস্যসি॥ ৪৫
স তথা চোদ্যমানস্তু রাজা পত্ন্যা পুনঃপুনঃ।
প্রাহ ভদ্রে করোম্যেষ বিক্রয়ং তব নির্ঘৃণঃ॥
নৃশংসৈরপি যৎ কর্ত্তুং ন শক্যং তৎ করোম্যহম্
যদি মে শক্যতে বাণী বক্তুমীদৃক্ সুদুর্বচঃ॥৪৭

তেছে। পক্ষীরা কহিল,—হে জৈমিনে! ইত্যবসরে মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র হঠাৎ আগমন করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় ধরণীতলে নিপতিত অবলোকন করত জল দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া রাজাকে বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! দক্ষিণা দাও, কারণ ঋণ ধারণ করিলে, দুঃখ দিন দিন বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র হিমশীতল বারি দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া চৈতন্য লাভ করিলেন এবং সম্মুখে বিশ্বামিত্রকে অবলোকন করত পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। এদিকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে আশ্বাসিত করত বলিতে লাগিলেন, হে রাজন্! যদি ধর্ম্মে দৃষ্টি থাকে, তবে আমাকে দক্ষিণা দাও! দেখ, সূর্য্য একমাত্র সত্য-সহায়েই তাপ দান করেন; পৃথিবী একমাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত, সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং স্বর্গ একমাত্র সত্য মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেখ, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং সত্য, যদি তুলাদণ্ডে সংস্থাপিত করা যায়, তবে সহস্র অশ্বমেধের ফল অপেক্ষা সত্যই অধিক হয়। ৩৪—৪১। অথবা এরূপ অনার্য্য, পাপমতি, ক্রূরস্বভাব এবং মিথ্যাবাদী এই প্রভাবশালী রাজার প্রতি এরূপ সামবাদ প্রয়োগে আমার আবশ্যক কি? রাজন্! আমি সরলভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর; যদি তুমি অদ্য আমাকে দক্ষিণা না দাও, তবে সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিলেই আমি নিশ্চয় শাপ দিব। বিপ্রবর বিশ্বামিত্র এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; রাজাও ব্রহ্মশাপ-ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইলেন; এ দিকে অত্যন্ত নিঃস্ব এবং নীচদশায় নিপতিত হইয়াছেন; ওদিকে ধনিক অত্যন্ত নৃশংস, কি করিবেন, কি করিলে ভাল হইবে এবং কোনদিকেই বা গমন করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন সময় তাঁহার পত্নী পুনর্ব্বার বলিলেন, মহারাজ! আমি যাহা বলিলাম, তাহাই করুন, উপায় থাকিতে শাপানলে দগ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন না। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র পত্নী শৈব্যা কর্ত্তৃক বার বার এইরূপে অনুরোধিত হইয়া বলিলেন,—ভদ্রে! আমি নির্ঘৃণ হইয়া তোমাকে বিক্রয় করিব। অত্যন্ত নিষ্ঠুরগণ যাহা করিতে সমর্থ হয় না, আমি তাহাও করিব। আচ্ছা দেখি; এ প্রকার কঠিনবাক্য প্রয়োগ করিতে পারি

এবমুক্ত্বা ততো ভার্য্যাং গত্বা নগরমাতুরঃ।
বাষ্পাপিহিতকণ্ঠাক্ষস্ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৮
রাজোবাচ।
ভো ভো নাগরিকাঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং বচনং মম।
কিং মাং পৃচ্ছথ কস্ত্বং ভো নৃশংসোহহমমানুষঃ
রাক্ষসো বাতিকঠিনস্ততঃ পাপতরোহপি বা।
বিক্রেতুং দয়িতাং প্রাপ্তো যো ন প্রাণাংস্ত্য-
জাম্যহম্ ॥ ৫০
যদি বঃ কস্যচিৎ কার্য্যং দাস্যা প্রাণেষ্টয়া মম।
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাবৎ সন্ধারয়াম্যহম্ ॥
পক্ষিণ উচুঃ।
অথ বৃদ্ধো দ্বিজঃ কশ্চিদাগত্যাহ নরাধিপম্।
সমর্পয়স্ব মে দাসীমহং ক্রেতা ধনপ্রদঃ ॥ ৫২
অস্তি মে বিত্তমস্তোকং সুকুমারী চ মে প্রিয়া।
গৃহকর্ম্ম ন শক্নোতি কর্ত্তুমস্মাৎ প্রযচ্ছ মে ॥৫৩
কর্ম্মণ্যতা-বয়ো-রূপ-শীলানাং তব যোষিতঃ।
অনুরূপমিদং বিত্তং গৃহাণার্পয় মেঽবলাম্ ॥ ৫৪
এবমুক্তস্য বিপ্রেণ হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ।
ব্যদীর্য্যত মনো দুঃখান্ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥৫৫
ততঃ স বিপ্রো নৃপতের্ব্বল্কলান্তে দৃঢ়ং ধনম্।
বদ্ধা কেশেষথাদায় নৃপপত্নীমকর্ষয়ৎ ॥ ৫৬
রুরোদ রোহিতাশ্বোহপি দৃষ্ট্বা কৃষ্টান্তু মাতরম্
হস্তেন বস্ত্রমাকর্ষন্ কাকপক্ষধরঃ শিশুঃ ॥ ৫৭
রাজপত্ন্যুবাচ।
মুঞ্চার্য্য মুঞ্চ তাবন্মাং যাবৎপশ্যাম্যহং শিশুম্।
দুর্লভং দর্শনং তাত পুনরস্য ভবিষ্যতি ॥ ৫৮
পশ্যেহি বৎস মামেবং মাতরং দাস্যতাং গতাম্
মাং মা স্প্রাক্ষী রাজপুত্র অস্পৃশ্যাহং তবাধুনা ॥
ততঃ স বালঃ সহসা দৃষ্ট্বা কৃষ্টান্তু মাতরম্।
সমভ্যধাবদম্বেতি রুদন্ সাস্রাবিলেক্ষণঃ ॥ ৬০
তমাগতং দ্বিজঃ ক্রোধাদ্বালমভ্যাহনৎ পদা।

কি না। নরপতি ভার্য্যাকে এই বলিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া নগর মধ্যে গমন করিলেন এবং বাষ্পাবরুদ্ধ-কণ্ঠলোচনে বলিতে লাগিলেন,—হে নাগরিকগণ। আমার কথা শ্রবণ করুন। আপনারা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি কে?—আমি নৃশংস, আমি মানুষ নহি, আমি রাক্ষস বা তদপেক্ষাও অত্যন্ত কঠিন ও পাপাত্মা। যে হেতু প্রিয়তমা দয়িতাকে বিক্রয় করিতে আসিয়াও আমার প্রাণ বহির্গত হইল না! আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা দাসীতে যদি আপনাদের প্রয়োজন থাকে, তবে আমার প্রাণ থাকিতে থাকিতে শীঘ্র বলুন। ৪২—৫২। পক্ষীরা কহিল, অনন্তর কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়া রাজাকে বলিলেন, আমি ধন দিয়া দাসী ক্রয় করিব, অতএব আমাকে প্রদান কর। আমার অনেক ধন সম্পত্তি আছে, আমার প্রিয়া অত্যন্ত কোমলাঙ্গী,—গৃহকর্ম্ম করিতে অক্ষম, অতএব আমাকেই প্রদান কর। তোমার পত্নীর কর্ম্মদক্ষতা, বয়স, রূপ এবং স্বভাবের অনুরূপ এই অর্থ গ্রহণ করিয়া এই রমণীকে আমায় প্রদান কর। ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইলে, অত্যন্ত দুঃখবশত নরপতির হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাকে কোন উত্তরই করিলেন না। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ নরপতির বল্কলান্তে সেই ধন দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া মহিষীর কেশ গ্রহণ করত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাকপক্ষধর বালক রোহিতাশ্ব মাতাকে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ৫৩—৫৭। রাজপত্নী কহিলেন, আর্য্য! একবার আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি একবার এই শিশু পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া লই। তাত! আর আমি ইহাকে দেখিতে পাইব না। বাছা! দেখ, আমি দাসী হইয়াছি। রাজপুত্র! আমাকে আর স্পর্শ করিও না, আমি এখন তোমার অস্পৃশ্যা হইয়াছি। অনন্তর বালক সহসা মাতাকে আকৃষ্টা হইতে দেখিয়া "মা! মা!" রবে ক্রন্দন করিতে করিতে বাষ্পাবিল-লোচনে ধাবিত হইতে লাগিলেন। তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্

বলংস্তথাপি সোঽপেতি নৈবামুঞ্চত মাতরম্ ॥৬১

রাজপত্ন্যুবাচ।

প্রসাদং কুরু মে নাথ ক্রীণীষেমঞ্চ বালকম্।
ক্রীতাপি নাহং ভবতো বিনৈনং কার্য্যসাধিকা ॥
ইত্থং মমাল্পভাগ্যায়াঃ প্রসাদসুমুখো ভব।
মাং সংযোজয় বালেন বৎসেনেব পয়স্বিনীম্ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

গৃহ্যতাং বিত্তমেতৎ তে দীয়তাং বালকো মম।
স্ত্রীপুংসোর্ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞৈঃ কৃতমেব হি বেতনম্।
শতং সহস্রং লক্ষঞ্চ কোটিমূল্যং তথা পরৈঃ ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

তথৈব তস্য তদ্বিত্তং বদ্ধোত্তরপটে ততঃ।
প্রগৃহ্য বালকং মাত্রা সহৈকস্থমবন্ধয়ৎ ॥ ৬৫
নীয়মানৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাপুত্রৌ স পার্থিবঃ
বিললাপ সুদুঃখার্তো নিশ্বস্যোষ্ণং পুনঃপুনঃ ॥

যাং ন বায়ুর্ন চাদিত্যো নেন্দুর্ন চ পৃথগ্‌জনঃ।
দৃষ্টবন্তঃ পুরা পত্নীং সেয়ং দাসীত্বমাগতা ॥ ৬৭
সূর্য্যবংশপ্রসূতোঽয়ং সুকুমারকরাঙ্গুলিঃ।
সম্প্রাপ্তো বিক্রয়ং বালো ধিঙ্‌মামস্তু সুদুর্ম্মতিম্
হা প্রিয়ে হা শিশো বৎস মমানার্য্যস্য দুর্নয়ৈঃ।
দৈবাধীনাং দশাং প্রাপ্তো ন মৃতোঽস্মি
তথাপি ধিক্ ॥ ৬৯

পক্ষিণ ঊচুঃ।

এবং বিলপতো রাজ্ঞঃ স বিপ্রোঽন্তরধীয়ত।
বৃক্ষগেহাদিভিস্তুঙ্গৈস্তাবাদায় ত্বরান্বিতঃ ॥ ৭০
বিশ্বামিত্রস্ততঃ প্রাপ্তো নৃপং বিত্তমযাচত।
তস্মৈ সমর্পয়ামাস হরিশ্চন্দ্রোঽপি তদ্ধনম্ ॥ ৭১
তদ্বিত্তং স্তোকমালোক্য দারবিক্রয়সম্ভবম্।
শোকাভিভূতং রাজানং কুপিতঃ কৌশিকো-
হব্রবীৎ ॥ ৭২

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে সবেগে পদাঘাত করিলেন। বালক তথাপি "মা! মা!" বলিয়া ধাবিত হইতে লাগিলেন; জননীকে কোন মতে পরিত্যাগ করিলেন না। রাজপত্নী বলিলেন, প্রভো! অনুগ্রহ করুন, এই বালককে ক্রয় করুন; কেন না, আমাকে ক্রয় করিলেও এই বালক ব্যতীত আমি কোন মতে আপনার কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব না। অতএব এই হতভাগিনীর প্রতি এই অনুগ্রহ করুন যে, বৎসের সহিত পয়স্বিনী ধেনুর ন্যায় এই বালকের সহিত আমাকে সংযোজিত করুন। ৫৯—৬৪। ব্রাহ্মণ বলিলেন, এই অর্থ গ্রহণ কর। বালককে আমায় দাও। ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মূল্য শত, সহস্র, লক্ষ বা কোটি মুদ্রা নিরূপিত করিয়াছেন। পক্ষীরা কহিল, তদনন্তর সেই ব্রাহ্মণ, নরপতির উত্তর-বস্ত্রাঞ্চলে সেই ধনও পূর্ব্ববৎ বন্ধন করিয়া, বালক ও রাজমহিষীকে একত্র বন্ধন করিলেন। তখন মহীপতি হরিশ্চন্দ্র, ভার্য্যা এবং পুত্রকে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নীয়মান দেখিয়া কাতরে দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন যে,—হায়! যাঁহাকে বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র বা অন্য ব্যক্তি পূর্ব্বে কখন দেখিতে পায় নাই, আজ আমার সেই পত্নীকে দাসীভাব অবলম্বন করিতে হইল! হায়! সূর্য্যবংশে যাহার জন্ম, যাহার করপল্লব সকল অত্যন্ত সুকুমার, সেই শিশু বালককেও অদ্য বিক্রয় করিতে হইল। হায়! আমি দুর্ম্মতি! আমাকে ধিক্! হা প্রিয়ে! হা শিশো! হা বৎস! আমারই অন্যায় আচরণের নিমিত্ত তোমাদিগকে এই দৈবদুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে; হায়! তথাপি আমার মৃত্যু হইল না? আমাকে ধিক্! ৬৫—৬৯। পক্ষীরা কহিল, রাজা এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও সত্বর রাজপুত্র ও রাজমহিষীকে গ্রহণ করত অত্যুচ্চ বৃক্ষ ও প্রাসাদ সকলের অন্তরালে গমন করিলেন। এমত সময় মুনিবর বিশ্বামিত্রও সহসা সমাগত হইয়া, রাজসমীপে বিত্ত প্রার্থনা করিলেন। নরপতি হরিশ্চন্দ্রও সেই সমস্ত ধনই তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র মুনি নরপতির স্ত্রীপুত্র-বিক্রয়সম্ভূত অর্থ, অতি সামান্য দর্শনে

ক্ষত্রবন্ধো মমেমাং ত্বং সদৃশীং যজ্ঞদক্ষিণাম্।
মন্যসে যদি তৎ ক্ষিপ্রং পশ্য ত্বং মে বলং পরম্
তপসোহত্র সুতপ্তস্য ব্রাহ্মণ্যস্যামলস্য চ।
মৎপ্রভাবস্য চোগ্রস্য শুদ্ধস্যাধ্যয়নস্য চ॥ ৭৪

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

অন্যাং দাস্যামি ভগবন্ কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্।
সাম্প্রতং নাস্তি বিক্রীতা পত্নী পুত্রশ্চ বালকঃ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

চতুর্ভাগঃ স্থিতো যোহয়ং দিবসস্য নরাধিপ।
এষ এব প্রতীক্ষ্যো মে বক্তব্যং নোত্তরং ত্বয়া

পক্ষিণ ঊচুঃ।

তমেবমুক্ত্বা রাজেন্দ্রং নিষ্ঠুরং নির্ঘৃণং বচঃ।
তদাদায় ধনং তূর্ণং কুপিতঃ কৌশিকো যযৌ॥
বিশ্বামিত্রে গতে রাজা ভয়শোকাব্ধিমধ্যগঃ।
সর্ব্বাকারং বিনিশ্চিত্য প্রোবাচোচ্চৈরধোমুখঃ
বিত্তক্রীতেন যো হ্যর্থী ময়া প্রেষ্যেণ মানবঃ।
স বতীতু ত্বরাযুক্তো যাবৎ তপতি ভাস্করঃ॥
অথাজগাম ত্বরিতো ধর্ম্মশ্চণ্ডালরূপধৃক্।
দুর্গন্ধো বিকৃতো রূক্ষঃ শ্মশ্রুলো দন্তুরো ঘৃণী॥
কৃষ্ণো লম্বোদরঃ পিঙ্গ-রূক্ষাক্ষঃ পরুষাক্ষরঃ।
গৃহীতপক্ষিপুঞ্জশ্চ শবমাল্যৈরলঙ্কৃতঃ॥ ৮১
কপালহস্তো দীর্ঘাস্যো ভৈরবোহতিবদন্ মুহুঃ
শ্বগণাভিবৃতো ঘোরো যষ্টিহস্তো নিরাকৃতিঃ॥

চণ্ডাল উবাচ।

অহমর্থী ত্বয়া শীঘ্রং কথয়স্বাত্মবেতনম্।
স্তোকেন বহুনা বাপি যেন বৈ লভ্যতে ভবান্

পক্ষিণ ঊচুঃ।

তং তাদৃশমথালক্ষ্য ক্রূরদৃষ্টিং সুনিষ্ঠুরম্।
বদন্তমতিদুঃশীলং কস্ত্বমিত্যাহ পার্থিবঃ॥ ৮৪

চণ্ডাল উবাচ।

চণ্ডালোহহমিহাখ্যাতঃ প্রবীরেতি পুরোত্তমে।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শোকাভিভূত রাজাকে বলিলেন,—রে ক্ষত্রিয়াধম! এই সামান্য বিত্তকে যদি আমার যজ্ঞের উপযুক্ত দক্ষিণা বিবেচনা করিয়া থাক, তবে অচিরাৎ আমার সুতপ্ত তপস্যা, নির্ম্মল ব্রহ্মতেজ, আমার উগ্র প্রভাব, শুদ্ধ অধ্যয়ন এই সকলের বল দেখিতে পাইবে। ৭০—৭৫। তখন নরপতি অত্যন্ত বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্! কিছু কাল অপেক্ষা করুন, অবশিষ্ট দক্ষিণা প্রদান করিব। সম্প্রতি আর কিছুই নাই; এই দেখুন, পত্নী, পুত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছি! বিশ্বামিত্র বলিলেন, নরাধিপ! এই যে দিবসের চতুর্থ ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে, আমি ইহাই প্রতীক্ষা করিব। অন্য কোন উত্তর করিও না। পক্ষীরা কহিল, মুনিবর কৌশিক সেই নরপতিকে ক্রোধভরে নির্ঘৃণ ও নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া, সেই ধন গ্রহণ করত গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র গমন করিলে, নরপতি হরিশ্চন্দ্র ভয় ও শোক-সাগরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, সর্ব্বপ্রকার বিনিশ্চয়পূর্ব্বক অধোমুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন যে,

"যদি কোন ব্যক্তি ধন দিয়া ক্রয় করত আমাকে ভৃত্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সূর্য্যদেবের অস্তগমনের পূর্ব্বেই আমাকে বলুন।" ৭৬—৮০। অনন্তর স্বয়ং ধর্ম্ম চাণ্ডালরূপ ধারণ করত সত্বর আগমন করিলেন। তাঁহার গাত্রে দুর্গন্ধ, মূর্ত্তি রূক্ষ, মুখ শ্মশ্রুল ও দীর্ঘ, স্বভাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, দন্তসকল উন্নত এবং তাঁহার রূপ অতীব ঘৃণাকর। তিনি কৃষ্ণবর্ণ, লম্বোদর, পিঙ্গল অথচ রূক্ষলোচন ও কর্কশভাষী। তাঁহার হস্তে কতকগুলি পক্ষী, গলদেশে শবমালা, এক হস্তে নরকপাল, অন্য হস্তে যষ্টি, শরীর অত্যন্ত কৃশ এবং তিনি কতকগুলি কুক্কুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নিরন্তর অতিশয় জল্পনা প্রয়োগ করিতেছেন। সেই ধর্ম্মরূপী চাণ্ডাল আগমন করত রাজাকে বলিলেন, আমি তোমাকে ক্রয় করিব। অল্প বা অধিক, কি মূল্য দ্বারা তোমাকে পাওয়া যাইতে পারে শীঘ্র বল। পক্ষীরা কহিল, অতি পরুষভাষী, ক্রূরদৃষ্টি ও কর্কশস্বভাব চাণ্ডালকে তাদৃশাবস্থায় সমাগত

বিখ্যাতো বধ্যবধকো মৃতকম্বলহারকঃ ॥ ৮৫

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

নাহং চণ্ডালদাসত্বমিচ্ছেয়ং সুবিগর্হিতম্ ।
বরং শাপাগ্নিনা দগ্ধো ন চণ্ডালবশং গতঃ ॥ ৮৬

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

তস্যৈবং বদতঃ প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্তপোনিধিঃ ।
কোপামর্ষবিবৃত্তাক্ষঃ প্রাহ চেদং নরাধিপম্ ॥ ৮৭

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

চণ্ডালোঽয়মনল্পং তে দাতুং বিত্তমুপস্থিতঃ ।
কস্মান্ন দীয়তে মহ্যমশেষা যজ্ঞদক্ষিণা ॥ ৮৮

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

ভগবন্ সূর্য্যবংশোত্থমাত্মানং বেদ্মি কৌশিক ।
কথং চণ্ডালদাসত্বং গমিষ্যে বিত্তকামুকঃ ॥ ৮৯

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

যদি চণ্ডালবিত্তং ত্বমাত্মবিক্রয়জং মম ।
ন প্রদাস্যসি কালেন শপ্স্যামি ত্বামসংশয়ম্ ॥ ৯০

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

হরিশ্চন্দ্রস্ততো রাজা চিন্তাবস্থিতজীবিতঃ ।
প্রসীদেতি বদন্ পাদাবৃষের্জগ্রাহ বিহ্বলঃ ॥ ৯১

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

দাসোঽস্ম্যার্ত্তোঽস্মি ভীতোঽস্মি ত্বদ্ভক্তশ্চ বিশেষতঃ ।
কুরু প্রসাদং বিপ্রর্ষে কষ্টশ্চণ্ডালসঙ্করঃ ॥ ৯২
ভবেয়ং বিত্তশেষেণ সর্ব্বকর্ম্মকরো বশঃ ।
তবৈব মুনিশার্দ্দূল প্রেষ্যশ্চিত্তানুবর্ত্তকঃ ॥ ৯৩

বিশ্বামিত্র উবাচ ॥

যদি প্রেষ্যো মম ভবান্ চণ্ডালায় ততো ময়া ।
দাসভাবমনুপ্রাপ্তো দত্তো বিত্তার্ব্বুদেন বৈ ॥ ৯৪

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

এবমুক্তে তদা তেন শ্বপাকো হৃষ্টমানসঃ ।
বিশ্বামিত্রায় তদ্দ্রব্যং দত্ত্বা বদ্ধ্বা নরেশ্বরম্ ॥ ৯৫

দেখিয়া রাজা বলিলেন, তুমি কে? চাণ্ডাল কহিল, আমি চাণ্ডাল; এই শ্রেষ্ঠ নগরীতে আমার বাস; আমার নাম প্রবীর। আমি প্রসিদ্ধ বধ্যবধক এবং মৃত-কম্বলহারক। ৮১—৮৫। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, চাণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার অতীব নিন্দার বিষয়; অতএব আমি তাহা ইচ্ছা করি না; বরং শাপানলে দগ্ধ হইব, তথাপি চাণ্ডালের বশীভূত হইব না। পক্ষীরা কহিল,—নরপতি এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে তপোনিধি বিশ্বামিত্র সহসা সমাগত হইয়া, কোপামর্ষবিবৃত্ত লোচনে নরপতিকে বলিলেন,—এই চাণ্ডাল তোমাকে প্রভূত ধন দিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তবে কি জন্য আমাকে যজ্ঞদক্ষিণা প্রদান করিতেছ না? হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, ভগবন্ কৌশিক! আমি সূর্য্যবংশপ্রসূত বলিয়া আত্মাকে বিবেচনা করি, সুতরাং কি প্রকারে অর্থলোভে চাণ্ডালের বশীভূত হইব? বিশ্বামিত্র বলিলেন, যদি তুমি আমাকে আত্মবিক্রয় জনিত চাণ্ডালের বিত্ত যথাকালে প্রদান না কর, তবে নিশ্চয় আমি অভিসম্পাৎ দিব। পক্ষীরা কহিল, তদনন্তর মহীপতি হরিশ্চন্দ্র চিন্তামাত্রজীবিত হইয়া, "ভগবন্! প্রসন্ন হউন" বলিয়া ব্যাকুলমানসে ঋষিবরের পাদযুগল ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, আমি আপনার দাস, আমি অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়াছি, বিশেষতঃ আমি আপনারই ভক্ত; অতএব হে বিপ্রর্ষে! অনুগ্রহ করুন! চাণ্ডালের বশীভূত হওয়া নিতান্ত কষ্টকর। প্রভো! আমার বিত্ত শেষ হইয়াছে; অতএব আমি আপনারই কর্ম্মকর দাস হইব। হে মুনিশার্দ্দূল! আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব এবং সর্ব্বদা আপনারই চিত্তানুবর্ত্তক হইয়া থাকিব। ৮৬—৯৩। বিশ্বামিত্র বলিলেন হে রাজন্! যদি তুমি আমারই বশীভূত হইয়া থাক, তবে অর্ব্বুদ মুদ্রায় এই চাণ্ডালের নিকট তোমাকে বিক্রয় করিলাম; তুমি ইহারই দাসত্ব স্বীকার কর। পক্ষীরা কহিল, তখন রাজার মুখ হইতে "যে আজ্ঞা" এই কথা নিঃসৃত হইবা মাত্র ধর্ম্মরূপী চাণ্ডাল আহ্লাদিত চিত্তে বিশ্বামিত্র মুনিকে সেই ধন প্রদান করত নরপতিকে

দণ্ডপ্রহারসম্ভ্রান্তমতীব ব্যাকুলেন্দ্রিয়ম্।
ইষ্টবন্ধুবিয়োগার্ত্তমনয়ন্নিজপত্তনম্ ॥ ৯৬
হরিশ্চন্দ্রস্ততো রাজা বসংশ্চণ্ডালপত্তনে।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসময়ে সায়ঞ্চৈতদগায়ত ॥ ৯৭
বালা দীনমুখী দৃষ্ট্বা বালং দীনমুখং পুরঃ।
মাং স্মরত্যসুখাবিষ্টা মোচয়িষ্যতি নৌ নৃপঃ।
উপাত্তবিত্তো বিপ্রায় দত্ত্বা বিত্তমতোঽধিকম্ ॥
ন সা মাং মৃগশাবাক্ষী বেত্তি পাপতরং কৃতম্ ॥
রাজ্যনাশঃ সুহৃত্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ঃ।
প্রাপ্তা চণ্ডালতা চেয়মহো দুঃখপরম্পরা ॥ ১০০
এবং স নিবসন্ নিত্যং স্মার দয়িতং সুতম্।
ভার্য্যাকাম্নসমাবিষ্টাং হৃতসর্ব্বস্ব আতুরঃ ॥ ১০১
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মৃতচেলাপহারকঃ।
হরিশ্চন্দ্রোঽভবদ্রাজা শ্মশানে তদ্বশানুগঃ ॥
চণ্ডালেনানুশিষ্টশ্চ মৃতচেলাপহারিণা।
শবাগমনমম্বিচ্ছন্নিহ তিষ্ঠ দিবানিশম্ ॥ ১০৩
ইদং রাজ্ঞেঽপি দেয়ঞ্চ ষড়্ভাগন্তু শবং প্রতি।
ত্রয়স্তু মম ভাগাঃ স্যুর্দ্বৌ ভাগৌ তব বেতনম্
ইতি প্রতিসমাদিষ্টো জগাম শবমন্দিরম্।
দিশন্তু দক্ষিণাং যত্র বারাণস্যাং স্থিতং তদা ॥
শ্মশানং ঘোরসন্নাদং শিবাশতসমাকুলম্।
শবমৌলিসমাকীর্ণং দুর্গন্ধং বহুধূমকম্ ॥ ১০৬
পিশাচ-ভূত বেতাল-ডাকিনী-যক্ষসঙ্কুলম্।
গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কীর্ণং শ্ববৃন্দপরিবারিতম্ ॥ ১০৭
অস্থিসঙ্ঘাতসঙ্কীর্ণং মহাদুর্গন্ধসঙ্কুলম্। *
নানামৃতসুহৃন্নাদ-রৌদ্রকোলাহলাকুলম্ ॥ ১০৮
হা পুত্র মিত্র হা বন্ধো ভ্রাতর্বৎস প্রিয়াদ্য মে।

বন্ধন করিয়া স্বীয় নগরে গমন করিল! রাজা হরিশ্চন্দ্র একে পত্নী-পুত্রাদি-বন্ধু বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, তাহার উপর আবার চাণ্ডালের দণ্ড-তাড়নে নিতান্ত সম্ভ্রান্ত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ৯৪—৯৬। তদনন্তর হরিশ্চন্দ্র চাণ্ডালগৃহে বাস করিয়া প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং প্রভৃতি সকল সময়েই এইরূপ গান করেন যে,—"দীনমুখী বালা, দীনমুখ বালককে সম্মুখে দর্শন করত অসুখোপবিষ্ট হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন যে, 'রাজা ধন উপার্জ্জন করত ব্রাহ্মণকে ইহার অধিক ধন দিয়া আমাদের দুইজনকেই মুক্ত করিবেন'; কিন্তু হায়! সেই মৃগশাবাক্ষী জানেন না, যে, আমি চাণ্ডালের দাসত্বরূপ পাপদশায় নিপতিত হইয়াছি! রাজ্যনাশ, সুহৃত্ত্যাগ, ভার্য্যা-পুত্রবিক্রয় ও অবশেষে এই চাণ্ডালত্ব প্রাপ্তি! হায়! দুঃখের উপর দুঃখ সংঘটিত হইতেছে!" সেই হৃতসর্ব্বস্ব রাজা এইরূপে চাণ্ডালভবনে বাস করত প্রতিদিন দুঃখিত চিত্তে প্রিয়তম পুত্র এবং আত্মসমাবিষ্টা ভার্য্যাকে স্মরণ করিতেন। ৯৭—১০১। অনন্তর কিছু দিন গত হইলে, সেই চাণ্ডালবশবর্ত্তী রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্মশানস্থ শবগণের বস্ত্রাপহারক হইলেন এবং শববস্ত্রাপহারী চাণ্ডালকর্ত্তৃক এইরূপে অনুশিষ্ট হইলেন যে,—"তুমি দিবারাত্র এই স্থানে অবস্থান করিয়া কোথায় কোন্ শব আসিতেছে, তাহার অন্বেষণ করিবে। প্রত্যেক শবে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার ষড়্ভাগ রাজাকে প্রদান করিবে। অবশিষ্ট পঞ্চভাগের মধ্যে তিন ভাগ আমার নিমিত্ত ও দুই ভাগ তোমার বেতনস্বরূপ রাখিবে।" ১০২—১০৪। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র চাণ্ডালকর্ত্তৃক এইরূপ অনুশিষ্ট হইয়া বারাণসীতে দক্ষিণদিগবস্থিত শ্মশানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উহার চতুর্দ্দিক্ ঘোর রবে প্রতিধ্বনিত শত শত শিবাগণ দ্বারা পরিপূর্ণ, শবমস্তক-সমূহে সমাকীর্ণ, দুর্গন্ধময় ও বহুতর ধূমে সমাচ্ছন্ন। পিশাচ, ভূত, বেতাল, ডাকিনী, যক্ষ, গৃধ্র, গোমায়ু এবং কুক্কুরগণ উহাকে সমাকীর্ণ করিয়া রহিয়াছে। উহা অস্থিসমূহ দ্বারা পরিপূরিত, পূতিগন্ধি এবং মৃত ব্যক্তির সুহৃৎ-সকলের নানা প্রকার আর্ত্তরবে পরিপূরিত হওয়ায় অতীব কোলাহল-সমাচ্ছন্ন। "হা পুত্র! হা

---

* মহামরবদর্শনমিতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

হা পতে ভগিনি মাতর্হা মাতুল পিতামহ ॥১০৯
মাতামহ পিতঃ পৌত্র ক গতোঽস্যেহি বান্ধব ।
ইত্যেবং বদতাং যত্র ধ্বনিঃ সংশ্রূয়তে মহান্ ॥
জ্বলন্মাংস-বসা-মেদচ্ছমচ্ছমিতসঙ্কুলম্ ॥১১১ *
অর্দ্ধদগ্ধাঃ শবাঃ শ্যামা বিকসদ্দন্তপঙ্‌ক্তয়ঃ ।
হসন্তীবাগ্নিমধ্যস্থাঃ কায়স্যেয়ং দশা স্থিতি ॥১১২
অগ্নেশ্চটচটাশব্দো বয়সামস্থিপঙ্‌ক্তিষু ।
বান্ধবাক্রন্দশব্দশ্চ পুক্কসেষু প্রহর্ষজঃ ॥ ১১৩
গায়তাং ভূত-বেতাল-পিশাচগণ-রক্ষসাম্ ।
শ্রূয়তে সুমহান্ ঘোরঃ কল্পান্ত ইব নিঃস্বনঃ ॥
মহামহিষকারীষ-গোশকৃদ্রাশিসঙ্কুলম্ ।
তদুত্থভস্মকূটৈশ্চ বৃতঃ সাস্থিভিরুন্নতৈঃ ॥ ১১৫
নানোপহারস্রগ্‌দীপ-কাকবিক্ষেপকালিকম্ ।
অনেকশব্দবহুলং শ্মশানং নরকায়তে ॥ ১১৬
সবহ্নিগর্ভৈরশিবৈঃ শিবারুতৈ-
র্বিনাদিতং ভীষণরাবগহ্বরম্ ।
ভয়ং ভয়স্যাপ্যুপসঙ্গনৈর্ভৃশং
শ্মশানমাক্রন্দবিরাবদারুণম্ ॥ ১১৭
স রাজা তত্র সম্প্রাপ্তো দুঃখিতঃ শোচনোদ্যতঃ
হা ভৃত্যা মন্ত্রিণো বিপ্রাঃ ক তদ্রাজ্যং বিধে
গতম্ ॥ ১১৮
হা শৈব্যোপুত্র হা বাল মাং ত্যক্ত্বা মন্দভাগ্যকম্

মিত্র ! হা বন্ধো ! হা ভ্রাতঃ ! হা বৎস ! হা প্রিয় ! হা স্বামিন্ ! হা ভগিনি ! হা মাতঃ ! হা মাতুল ! হা পিতামহ ! হা মাতামহ ! হা পিতঃ ! হা পৌত্র ! হা বান্ধব ! আজ কোথায় গেলে ! একবার এস !"—এইরূপ ও নানারূপ বিলপমান ব্যক্তিগণের আর্ত্তনাদ উহার চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্রুতিগোচর হইতেছে। ১০৫—১১০। মাংস, বসা এবং মেদ সকল প্রজ্বলিত হওয়ায় "ছমচ্ছমিত" শব্দে চতুর্দ্দিক্ সঙ্কুল হইতেছে। শব সকল অগ্নিমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং উহাদিগের দন্তপঙ্‌ক্তি বাহির হইয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, "সেই দেহের এই দশা" এই ভাবিয়া তাহারা যেন উপহাস করিতেছে! অস্থিপঙ্‌ক্তির উপর উপবিষ্ট পক্ষিগণের নানা প্রকার শব্দ, মৃত ব্যক্তির জন্য তুমুল আর্ত্তনাদ, অগ্নির চটচটা শব্দ এবং চাণ্ডালগণের আনন্দসূচক ধ্বনিতে উহা পরিপূর্ণ হইয়াছে। কোথায় বা ভূত, বেতাল, পিশাচ ও রাক্ষস সকলের গানে যেন প্রলয়কালের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে! কোন স্থানে বা রাশি রাশি মহিষকরীষ বা রাশি রাশি গোময় এবং তাহার ভস্মের সহিত মিলিত হইয়া অস্থিসকল উন্নত স্তূপে পরিণত হইয়াছে! কোন স্থানে বা বিক্ষিপ্ত কাকবলির উপহার মাল্য ও দীপমালা নিপতিত রহিয়াছে। কোথাও বা উল্কামুখ শৃগাল সকল অমঙ্গল জনক শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কোন স্থানে বা গহ্বরস্থ শৃগালের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে। নানাবিধ মনুষ্যের নানা প্রকার ক্রন্দন শব্দে ও নানাবিধ ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনিতে অতি ভয়াবহ সেই নরকায়মাণ শ্মশান মধ্যে বোধ হয় স্বয়ং যমকেও অত্যন্ত ভীত হইতে হয়। ১১১—১১৭। রাজা হরিশ্চন্দ্রই সেই নিদারুণ শ্মশান মধ্যে উপনীত হইয়া এক প্রকার শোক করিতে লাগিলেন—"হা বিধে! সেই ভৃত্যগণ সেই মন্ত্রিগণ, সেই ব্রাহ্মণগণ, সেই রাজ্য কোথায়

---

* ইতঃপরং—
ভয়-শোক মহামোহ-শঙ্কাশতসমাবৃতম্ ।
হাহাকারমহাঘোর-কারুণ্যপরিপূরিতম্ ॥
বৈরাগ্যস্য ক্ষয়ং নিত্যং নির্ব্বেদনিলয়ং মহৎ ।
সাক্ষাৎ দণ্ডং বিধাত্রা চ পাপস্য চরমং পরম্ ॥
বিহিতং লোকশিক্ষার্থং গুরুণেব মহাত্মনা ।
কালস্য রম্যমাক্রীড়ং দুরাধর্ষতরাসদম্ ॥
মৃত্যুস্থিতিবিধানার্থং নির্ম্মিতং বহুমায়য়া ।
মূর্খাণাং ভীষণং ভীমং বুধানাং শান্তিভাবনম্ ॥
শোকদুঃখসুখাদীনাং সর্ব্বেষামন্তকারণম্ ।
ইতি সার্দ্ধাশ্চত্বারঃ শ্লোকাঃ কচিৎ পুস্তকেঽধিকা দৃশ্যন্তে ।

বিশ্বামিত্রস্য দোষেণ গতাঃ কুত্রাপি তে মম ॥
ইত্যেবং চিন্তয়ংস্তত্র চণ্ডালোক্তং পুনঃপুনঃ।
মলিনো রুক্ষসর্ব্বাঙ্গঃ কেশবান্ গন্ধবান্ ধ্বজী।
লকুটী কালকল্পশ্চ ধাবংশ্চাপি ততস্ততঃ।
অস্মিন্ শব ইদং মূল্যং প্রাপ্তং প্রাপ্স্যামি
চাপ্যুত ॥ ১২১
ইদং মম ইদং রাজ্ঞে মুখ্যচণ্ডালকে ত্বিদম্।
ইতি ধাবন্ দিশো রাজা জীবন্ যোন্যন্তরং গতঃ
জীর্ণকর্পটিসুগ্রন্থি-কৃতকন্থাপরিগ্রহঃ।
চিতাভস্মরজোলিপ্ত-মুখবাহূদরাঙ্ঘ্রিকঃ ॥ ১২৩
নানামেদো-বসা-মজ্জ-লিপ্তপাণ্যঙ্গুলিঃ শ্বসন্।
নানাশবোদনকৃতা-হারতৃপ্তিপরায়ণঃ ॥ ১২৪
তদীয়মাল্যসংশ্লেষ-কৃতমস্তকমণ্ডনঃ।
ন রাত্রৌ ন দিবা শেতে হা হেতি প্রবদন্ মুহুঃ
এবং দ্বাদশমাসাস্তু নীতাঃ শতসমোপমাঃ।
স কদাচিন্নৃপশ্রেষ্ঠঃ শ্রান্তো বন্ধুবিয়োগবান্ ॥
নিদ্রাভিভূতো রুক্ষাঙ্গো নিশ্চেষ্টঃ সুপ্ত এব চ
তত্রাপি শয়নীয়ে স দৃষ্টবানদ্ভুতং মহৎ ॥ ১২৭
শ্মশানাভ্যাসযোগেন দৈবস্য বলবত্তয়া।
অন্যদেহেন দত্বা তু গুরবে গুরুদক্ষিণাম্ ॥১২৮
তদা দ্বাদশ বর্ষাণি দুঃখদানাত্তু নিষ্কৃতিঃ।
আত্মানং স দদর্শাথ পুক্কসীগর্ভসম্ভবম্ ॥১২৯
তত্রস্থশ্চাপ্যসৌ রাজা সোঽচিন্তয়দিদং তদা।
ইতো নিষ্ক্রান্তমাত্রো হি দানধর্ম্মং করোম্যহম্ ॥
অনন্তরং স জাতস্তু তদা পুক্কসবালকঃ।
শ্মশানমৃতসংস্কার-করণেষু সদোদ্যতঃ ॥ ১৩১
প্রাপ্তে তু সপ্তমে বর্ষে শ্মশানেঽথ মৃতো দ্বিজঃ

গেল! হা শৈব্যে হা বৎস! এই দুর্ভাগ্যকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কোথায় গেলে! হা! একমাত্র বিশ্বামিত্রের রোষে আমার সমস্তই গিয়াছে। নৃপবর হরিশ্চন্দ্র সেই শ্মশান মধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে সেই চাণ্ডালের বাক্য ও পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। একে মলিন বেশ, রুক্ষ দেহ, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গে কেশ ও দুর্গন্ধ; এবং ধ্বজা ও লকুট ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ;—সুতরাং তৎকালে যেন তিনি স্বয়ং যম স্বরূপ হইয়াছিলেন। "এই শবে এই মূল্য পাইয়াছি,এই শবেও এই মূল্য পাইতে পারি, সুতরাং ইহা আমার, ইহা রাজার ও মুখ্য চাণ্ডালের এত" তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এদিকে ওদিকে পরিভ্রমণ করিতেন। বোধ হয় যেন, তাঁহার জীবদ্দশাতেই যোন্যন্তর উপস্থিত হইয়াছে। ১১৮—১২২। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে গ্রন্থি দ্বারা প্রস্তুত কন্থা তাঁহার পরিগ্রহ; মুখ বাহু, উদর ও চরণযুগলে চিতা-ভস্মরজ লেপন; হস্তাঙ্গুলি সকলে নানাপ্রকার মেদ বসা ও মজ্জা লেপন; নিরন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস; নানা শবের (পিণ্ডাবশিষ্ট) ওদন দ্বারা আহারতৃপ্তি-সাধন এবং শব সকলের শরীরস্থ মাল্যে মস্তক মণ্ডন করিয়া মুমুর্মুহু হা হা শব্দ উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু কি দিবা কি রাত্রি, কখনই তাঁহার শয়ন ছিল না। ১২৩—১২৫। তিনি এইরূপে সেই শ্মশান মধ্যে অবস্থান করিতে করিতে শতবর্ষের ন্যায় দ্বাদশ মাস যাপন করিলেন। একদা বন্ধুবিচ্ছিন্ন, রুক্ষদেহ নিশ্চেষ্ট সেই নরপতি-তিলক হরিশ্চন্দ্র শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন; এমন সময়ে এক মহৎ অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার স্বপ্নগোচর হইল। শ্মশানে শয়ন করা অভ্যাস হইয়াছিল বলিয়া কিংবা দৈবের বলবত্তা হেতুক তিনি দেখিলেন যে, "অন্য দেহ ধারণ করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ দুঃখভোগ করিলে, তবে তাঁহার নিষ্কৃতি হইবে।" অনন্তর তিনি দেখিলেন যে,—"আমি স্বয়ং যেন পুক্কসীর গর্ভে অবস্থান করিতেছি। সেই পুক্কসীর গর্ভে অবস্থানকালে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 'এই পুক্কসীর গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দান-ধর্ম্ম আচরণ করিব।' অনন্তর যখন তিনি চাণ্ডালবালক হইলেন, তখন শ্মশানস্থ মৃতগণের সংস্কারকরণে নিরন্তর রত হইলেন। যখন তিনি চাণ্ডাল-

আনীতো বন্ধুভির্দৃষ্টস্তেন তত্রাধনো গুণী।
মূল্যার্থিনা তু তেনাপি পরিভূতাস্ত ব্রাহ্মণাঃ।
ঊচুস্তে ব্রাহ্মণাস্তত্র বিশ্বামিত্রস্ত চেষ্টিতম্ ॥১৩৩
পাপিষ্ঠমশুভং কর্ম্ম কুরু ত্বং পাপকারক।
হরিশ্চন্দ্রঃ পুরা রাজা বিশ্বমিত্রেণ পুক্কসঃ।
কৃতঃ পুণ্যবিনাশেন ব্রাহ্মণস্বাপনাশনাৎ ॥১৩৪
যদা ন ক্ষমতে তেষাং তৈঃ স শপ্তো রুষা তদা
গচ্ছ ত্বং নরকং ঘোরমধুনৈব নরাধম ॥ ১৩৫
ইত্যুক্তমাত্রে বচনে স্বপ্নস্থঃ স নৃপস্তদা।
অপশ্যদ্‌যমদূতান্ বৈ পাশহস্তান ভয়াবহান্ ॥
তৈঃ সংগৃহীতমাত্মানং নীয়মানং তদা বলাৎ।
পশ্যন্তি স্ম ভৃশং খিন্নো হা মাতঃ পিতরশ্চ মে ॥
এবংবাদী স নরকে তৈলদ্রোণ্যাং নিপাতিতঃ
ক্রকচৈঃ পাট্যমানস্ত ক্ষুরধারাভিরপ্যধঃ।
অন্ধে তমসি দুঃখার্ত্তঃ পূয়শোণিতভোজনঃ ॥
সপ্তবর্ষং মৃতাত্মানং পুক্কসত্বে দদর্শ হ।
দিনং দিনন্তু নরকে দহ্যতে পচ্যতেঽন্ততঃ ॥
খিদ্যতে ক্ষোভ্যতেঽন্যত্র মার্য্যতে পাট্যতেঽন্ততঃ।
ক্ষার্য্যতে দীপ্যতেঽন্যত্র শীতবাতাহতোঽন্ততঃ
এক দিনং বর্ষশত-প্রমাণং নরকেঽভবৎ।
তথা বর্ষশতং তত্র শ্রাবিতং নরকে ভটৈঃ ॥১৫২
ততো নিপাতিতো ভূমৌ বিষ্ঠাশী শ্বা ব্যজায়ত
বান্তাশী শীতদগ্ধশ্চ মাসমাত্রে মৃতোঽপি সঃ ॥
অথাপশ্যৎ খরং দেহং হস্তিনং বানরং পশুম্।

বালকবেশে সপ্তবর্ষ-বয়স্ক হইলেন, তখন কোন গুণবান্ গরীব ব্রাহ্মণের শব তদীয় বন্ধুগণ-কর্ত্তৃক শ্মশানে আনীত হইল। তখন সেই নির্ধন ব্রাহ্মণগণ শবদাহনের মূল্য প্রদানে অক্ষম হওয়ায় তৎকর্ত্তৃক অত্যন্ত তিরস্কৃত হইলে, তাঁহারা কহিলেন যে, 'হায়! বিশ্বামিত্রের কি অশুভ পাপময় কার্য্য। রে পাপ-কারক। তুই এইরূপ অশুভ কার্য্যই করিতে থাক্। তুই পূর্ব্বজন্মে রাজা হরিশ্চন্দ্র ছিলি, ব্রহ্মস্ব-বিনাশে পুণ্যনাশ হওয়ায় বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক চাণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিস্।' ১২৮—১৩৪। যখন সেই ব্রাহ্মণগণ মূল্য দিয়া শব দাহন করিতে নিতান্ত অক্ষম হই-লেন, তখন অত্যন্ত ক্রোধে রাজাকে শাপ দিলেন যে, 'রে নরাধম। তুই এই ক্ষণেই ঘোর নরকে গমন কর্।' ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র সেই স্বপ্নদর্শী রাজা দেখিলেন যে, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যমদূত সকল পাশহস্তে আগমন করিতেছে; আরও দেখিলেন যে, সেই যমদূতগণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক স্বীয় আত্মা নীয়মান হইতেছে। তখন তিনি অত্যন্ত খেদে, 'হা মাতঃ! হা পিতঃ! আজ আমার এই দশা ঘটিল' এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ চীৎকার করিতেছেন, এদিকে যমদূতগণ তাঁহাকে নরকের তৈলদ্রোণীতে নিপাতিত করিল। তথায় অধঃস্থ ক্ষুরধার ক্রকচ দ্বারা তিনি পাট্যমান হইতে লাগিলেন, ভয়ঙ্কর অন্ধকারে দুঃখিতচিত্তে পূয় শোণিত ভোজন করিতে লাগিলেন। তিনি পুক্কসদশায় সপ্তম-বর্ষে মৃত সেই আত্মাকে এইরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন যে, দিন দিন নরকমধ্যে কোথাও দগ্ধ হইতেছেন, কোথাও পক্ক হইতেছেন; কখন খিন্ন, কখন ক্ষুব্ধ, কখন মারিত, কখন পাটিত, কখন ক্ষারিত, কখন দীপিত এবং কোথাও বা কখন শীত ও বায়ু দ্বারা আহত হইতেছেন। তথায় এক এক দিন যেন তাঁহার পক্ষে শতবর্ষতুল্য হইতে লাগিল। এইরূপে যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে নরক-রক্ষকদিগের মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার শতবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন যমদূতগণ তাঁহাকে পৃথিবীতে নিপাতিত করিল এবং তিনি বিষ্ঠাভোজী কুক্কুররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর বিষ্ঠা ও কৃমি ভোজন করিতে করিতে অত্যন্ত শীতে ক্লান্ত হইয়া একমাস মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। ১৩৫—১৪৩। অনন্তর দেখিলেন যে, তিনি গর্দ্দভযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তদ-

ছাগং বিড়ালং কঙ্কঞ্চ গামবিং পক্ষিণং কৃমিম্ ॥
মৎস্যং কূর্ম্মং বরাহঞ্চ শ্বাবিধং কুক্কুটং শুকম্ ।
শারিকাং স্থাবরাংশ্চৈব সর্পমন্যাংশ্চ দেহিনঃ ॥
দিবসে দিবসে জন্ম প্রাণিনঃ প্রাণিনস্তদা ।
অপশ্যদ্দুঃখসন্তপ্তো দিনং বর্ষশতং তথা ।
এবং বর্ষশতং পূর্ণং গতং তত্র কুযোনিষু ।
অপশ্যচ্চ কদাচিৎ স রাজা তৎস্বকুলোদ্ভবম্ ।
তত্র স্থিতস্য তস্যাপি রাজ্যং দ্যূতেন হারিতম্
ভার্য্যা হৃতা চ পুত্রশ্চ স চৈকাকী বনং গতঃ ॥
তত্রাপশ্যৎ স সিংহং বৈ ব্যাদিতাস্যং ভয়াবহম্
বিভক্ষয়িতুমায়াতং শরভেণ সমন্বিতম্ ॥ ১৪৯
পুনশ্চ ভক্ষিতঃ সোঽপি ভার্য্যাংশোচিতুমুদ্যতঃ
হা শৈব্যে ক্ব গতাস্যস্য মামিহাপাস্য দুঃখিতম্ ॥
অপশ্যৎ পুনরেবাপি ভার্য্যাং স্বাং সহপুত্রকাম্ ।
ত্রায়স্ব ত্বং হরিশ্চন্দ্র কিং দ্যূতেন তব প্রভো ॥
পুত্রস্তে শোচ্যতাং প্রাপ্তো ভার্য্যয়া শৈব্যয়া সহ
স নাপশ্যৎ পুনরপি ধাবমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৫২
অথাপশ্যৎ পুনরপি স্বর্গস্থঃ স নরাধিপঃ ।
নীয়তে মুক্তকেশী সা দীনা বিবসনা বলাৎ ॥
হাহাবাক্যং প্রমুঞ্চন্তী ত্রায়স্বেত্যসকৃৎস্বনা ।
অথাপশ্যৎ পুনস্তত্র ধর্ম্মরাজস্য শাসনাৎ ॥১৫৪
আক্রন্দন্ত্যন্তরীক্ষস্থা আগচ্ছেহ নরাধিপ ।
বিশ্বামিত্রেণ বিজ্ঞপ্তো যমো রাজংস্তবার্থতঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা সর্পপাশৈস্তু নীয়তে বলবদ্বিভুঃ ।
শ্রাদ্ধদেবেন কথিতং বিশ্বামিত্রস্য চেষ্টিতম্ ॥১৫৬
তত্রাপি তস্য বিকৃতির্নাধর্ম্মোত্থা ব্যবৰ্দ্ধত ।

নন্তর ক্রমে ক্রমে হস্তী, বানর, ছাগল, বিড়াল কঙ্ক, গো, মেষ, পক্ষী, কৃমি, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, মৃগ, কুক্কুট, শুক, সারিকা ও অজগর সর্প প্রভৃতি নানা প্রকার প্রাণীতে রোজ জন্মধারণ করিতেছেন। এইরূপ ক্লেশভোগে এক দিনকে শতবর্ষপ্রায় অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপ নানা প্রকার কু-যোনিতে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে পূর্ণ শতবর্ষ অতীত হইল। অনন্তর দেখিলেন, যেন কোন সময়ে তিনি পুনর্ব্বার স্বীয় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আবার রাজা হইয়াছেন। তিনি তথায় অবস্থান কালে কদাচিৎ যেন দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্য, স্ত্রী ও পুত্র হারিয়া একাকী অরণ্যে গমন করিয়াছেন। ১৪৪—১৪৮। তথায় দেখিলেন, যেন একটী সিংহ শরভের সহিত ব্যাদিত-বদনে তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে আগমন করিতেছে। অনন্তর তৎকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া 'হা শৈব্যে! এই দুঃখিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাইতেছ? ইত্যাদিরূপ নানা প্রকার শোক করিতে যেমন উদ্যত হইবেন, অমনি দেখিলেন, যেন রাজ্ঞী শৈব্যা 'হা মহারাজ হরিশ্চন্দ্র! আমাদিগকে রক্ষা করুন, হে প্রভো! আপনার দ্যূত ক্রীড়ায় প্রয়োজন কি? দেখুন, আপনার ভার্য্যা শৈব্যা স্বীয় পুত্রের সহিত কিরূপ শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে' ইত্যাদিরূপ বিলাপ করিতেছেন। তখন তিনি পুনঃপুনঃ যেমন ইতঃস্তত ধাবমান হইবেন, অমনি আর দেখিতে পাইলেন না। হরিশ্চন্দ্র রাজা আবার দেখিলেন, যেন তিনি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। তথায় অবস্থান করিতে করিতে তাঁহার নয়নগোচর হইল যেন দীনা, বিবসনা ও মুক্তকেশী রাজ্ঞী শৈব্যা কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃতা হইয়া 'হা মহারাজ! রক্ষা করুন, হা মহারাজ! রক্ষা করুন' বলিয়া নিরন্তর চীৎকার করিতেছেন। তিনি আবার দেখিলেন, যেন যমদূতগণ যমরাজের শাসনে আকাশমার্গে অবস্থান করিয়া 'হে রাজন্! যমরাজ আপনার নিমিত্ত বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক বিজ্ঞপ্ত হইয়াছেন; অতএব আপনি এই স্থানে আগমন করুন' এই বলিয়া আক্রন্দন করিতেছে! তিনি পুনর্ব্বার দেখিলেন,—যেন এই কথা বলিয়া যমানুচর কর্ত্তৃক সর্পপাশে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া নীত হইতেছেন এবং যমরাজ 'ইহা বিশ্বামিত্রের চরিত্র' কীর্ত্তন করিতেছেন। ১৪৯—১৫৬। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এইরূপ নানা প্রকার যন্ত্রণা

এতাঃ সর্ব্বা দশাস্তস্য যাঃ স্বপ্নে সম্প্রদর্শিতাঃ
সর্ব্বাস্তাস্তেন সম্ভুক্তা যাবদ্বর্ষাণি দ্বাদশ।
অতীতে দ্বাদশে বর্ষে নীয়মানো ভটৈর্ব্বলাৎ॥
যমঃ সোঽপশ্যদাকারাদুবাচ চ নরাধিপম্।
বিশ্বামিত্রস্য কোপোঽয়ং দুর্নিবার্য্যো মহাত্মনঃ॥
পুত্রস্য তে মৃত্যুমপি প্রদাস্যতি স কৌশিকঃ।
গচ্ছ ত্বং মানুষং লোকং দুঃখশেষঞ্চ ভুঙ্ক্ষ্ব বৈ
গতস্য তত্র রাজেন্দ্র শ্রেয়স্তব ভবিষ্যতি॥১৬০
ব্যতীতে দ্বাদশে বর্ষে দুঃখস্যান্তে নরাধিপঃ।
অন্তরীক্ষাচ্চ পতিতো যমদূতৈঃ প্রণোদিতঃ॥
পতিতো যমলোকাচ্চ বিবুদ্ধো ভয়সম্ভ্রমাৎ।
অহো কষ্টমিতি ধ্যাত্বা ক্ষতে ক্ষারাবসেচনম্॥
স্বপ্নে দুঃখং মহদ্দৃষ্টং যস্যান্তো নোপলভ্যতে।

ভোগ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে কোন প্রকার অধর্ম্মোত্থ বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। এইরূপ নানা প্রকার দশা যাহা যাহা তাঁহার স্বপ্নগোচর হইয়াছিল, স্বপ্নমধ্যে এই দ্বাদশ বর্ষ কাল নিরন্তর তাহাই তিনি উপভোগ করিয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে তিনি যমদূতগণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক নীত হইয়া যমরাজকে দর্শন করিলেন। যমরাজ তাঁহাকে কহিলেন যে, 'হে মহারাজ! ইহা মহাত্মা বিশ্বামিত্রের দুর্নিবার্য্য কোপের ফল। অধিক কি, সেই কৌশিক মুনি আপনার পুত্রেরও মৃত্যু সংঘটন করাইবেন; অতএব আপনি মনুষ্যলোকে গমন করিয়া দুঃখশেষ উপভোগ করুন। হে রাজন্! তথায় দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে দুঃখের শেষ হইবে এবং আপনার মঙ্গল হইবে। যমকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে যতদূতগণ অন্তরীক্ষ হইতে তাঁহাকে নিপাতিত করিল।" তিনি যমলোক হইতে নিপাতিত হইবামাত্র ভয়ে ও সম্ভ্রমে হঠাৎ জাগরিত হইয়া উঠিলেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন;—'হায়! ক্ষতস্থানে ক্ষারসেচনের ন্যায় এ আবার কি হইল! স্বপ্নে যে প্রকার দুঃখ

স্বপ্নে দৃষ্টং ময়া যত্তু কিং নু মে দ্বাদশঃ সমাঃ॥
গতেত্যপৃচ্ছৎ তত্রস্থান্ পুক্কসাংস্ত স সম্ভ্রমাৎ
নেত্যূচুঃ কেচিৎ তত্রস্থা এবমেবাপরেঽব্রুবন্॥
শ্রুত্বা দুঃখী তদা রাজা দেবান্ শরণমীয়িবান্।
স্বস্তি কুর্ব্বন্তু মে দেবাঃ শৈব্যায়া বালকস্য চ॥
নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
পরাবরায় শুদ্ধায় পুরাণায়াব্যয়ায় চ॥ ১৬৬
নমো বৃহস্পতে তুভ্যং নমস্তে বাসবায় চ।
এবমুক্ত্বা স রাজা তু যুক্তঃ পুক্কসকর্ম্মণি ১৬।
শবানাং মূল্যকরণে পুনর্নষ্টস্মৃতির্যথা।
মলিনো জটিলঃ কৃষ্ণো লকুটী বিহ্বলো নৃপঃ॥
নৈব পুত্রো ন ভার্য্যা তু তস্য বৈ স্মৃতিগোচরে
নষ্টোৎসাহো রাজ্যনাশাৎ শ্মশানে নিবসংস্তদা

দর্শন করিয়াছি, তাহার ত সীমা নাই! আমি যে স্বপ্নে দর্শন করিলাম, তবে কি দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে?" এই বলিয়া সসম্ভ্রমে নিকটস্থ চাণ্ডালদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, 'না, তোমার দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই; কেহ কেহ বলিল "হইতেও পারে।" তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগের এই প্রকার নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে দেবগণের শরণাপন্ন হইলেন। কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! আপনারা আমার, শৈব্যার এবং বালকের মঙ্গল করুন। সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মকে নমস্কার। বিধাতা স্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার। যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, পবিত্র এবং অব্যয়, সেই পুরাণপুরুষকে নমস্কার। হে বৃহস্পতে! তোমাকে নমস্কার। হে বাসব! তোমাকে নমস্কার। এই বলিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র নষ্টস্মৃতি হইয়া পুনর্ব্বার চাণ্ডালকার্য্যরূপ শবমূল্য-নির্দ্ধারণে নিরত হইলেন। আবার সেইরূপ মলিনবেশী, জটাধারী, কৃষ্ণবর্ণ, লকুটধারী ও বিহ্বল হইলেন। তখন ভার্য্যা কি তনয়, কেহই আর তাঁহার স্মৃতিগোচর হইল না; কারণ তিনি তৎকালে রাজ্যবিনাশহেতু

অথাজগাম স্বসুতং মৃতমাদায় লাপিনী।
ভার্য্যা তস্য নরেন্দ্রস্য সর্পদষ্টং হি বালকম্ ১৭০
হা বৎস হা পুত্র শিশো ইত্যেব বদতী মুহুঃ।
কৃশা বিবর্ণা বিমনাঃ পাংশুধ্বস্তশিরোরুহা ॥১৭১
রাজপত্ন্যুবাচ।
হা রাজন্মদ্য বালং ত্বং পশ্য সোমং মহীতলে।
রমমাণং পুরা দৃষ্টং দষ্টং পুষ্টাহিনা মৃতম্ ॥ ১৭২
তস্যা বিলাপশব্দং তমাকর্ণ্য স নরাধিপঃ।
জগাম ত্বরিতোঽত্রেতি ভবিতা মৃতকম্বলঃ ১৭৩
সন্তাং রোরুদতীং ভার্য্যাং নাভ্যজানত্তু পার্থিবঃ
চিরপ্রবাসসন্তপ্তাং পুনর্জ্জাতামিবাবলাম্ ॥ ১৭৪
সাপি তং চারুকেশান্তং পুরা দৃষ্ট্বা জটালকম্।
নাভ্যজানান্নৃপসুতা শুষ্কবৃক্ষোপমং নৃপম্ ॥১৭৫
সোঽপি কৃষ্ণপটে বালং দৃষ্ট্বাশীবিষপীড়িতম্।
নরেন্দ্রলক্ষণোপেতং চিন্তয়ামাস নরেশ্বরঃ ॥১৭৬
অহো কষ্টং নরেন্দ্রস্য কস্যাপ্যেষ কুলে শিশুঃ
জাতো নীতঃ কৃতান্তেন কামপ্যাশাং দুরাত্মনা
এবং দৃষ্ট্বা হি মে বালং মাতুরুৎসঙ্গশায়িনম্।
স্মৃতিমভ্যাগতো বালো রোহিতাশ্বোঽব্জলোচনঃ
সোঽপ্যেতামেবমে বৎসো বয়োঽবস্থামুপাগতঃ
নীতো যদি ন ঘোরেণ কৃতান্তেনাত্মনো বশম্
রাজপত্ন্যুবাচ।
হা বৎস কস্য পাপস্য অপধ্যানাদিদং মহৎ।
দুঃখমাপতিতং ঘোরং যস্যান্তো নোপলভ্যতে ॥
হা নাথ রাজন্ ভবতা মামনাশ্বাস্য দুঃখিতাম্।
ক্বাপি সংস্থিতা স্থানে বিশ্রব্ধঃ স্থীয়তে কথম্ ॥
রাজ্যনাশঃ সুহৃত্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ঃ।
হরিশ্চন্দ্রস্য রাজর্ষেঃ কিং বিধে ন কৃতং ত্বয়া ॥
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজা স্বস্থানতশ্চ্যুতঃ।

নষ্টোৎসাহ হইয়া শ্মশানে অবস্থান করিতেছিলেন। ১৫৭—১৬৯। অনন্তর সেই রাজা হরিশ্চন্দ্রের ভার্য্যা শৈব্যা কৃশা, বিবর্ণা, বিমনা ও ধূলিধূসরিত মস্তকে "হা বৎস! হা পুত্র! হা শিশো" ইত্যাদি বহুতর বিলাপ করিতে করিতে সর্পদষ্ট মৃত স্বীয় বালককে গ্রহণ করত সেই শ্মশানমধ্যে সমাগত হইলেন। রাজপত্নী কহিলেন, হা মহারাজ! একবার দর্শন করুন, আপনি পৃথিবীর চন্দ্রতুল্য যে বালককে পূর্ব্বে ক্রীড়া করিতে দর্শন করিয়াছেন, হায়! আজ আপনার সেই বালক সর্পদংশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্ঞীর সেই বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া "বোধ হয়, ঐ স্থানে কম্বল থাকিবে" বলিয়া দ্রুতপদে গমন করিলেন, কিন্তু চিরপ্রবাসসন্তপ্তা, অতএব পুনর্জ্জন্মপরিগৃহীতার স্থায় সেই রোরুদ্যমানা অবলা ভার্য্যাকে চিনিতে পারিলেন না। নৃপসুতা শৈব্যাও রাজাকে পূর্ব্বে মনোহর কেশপাশবিশিষ্ট দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া জটিল ও শুষ্কবৃক্ষোপম সেই নরপতির অভিজ্ঞানে অসমর্থা হইলেন। ১৭০—১৭৫। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র আশী-বিষপীড়িত কৃষ্ণপটাচ্ছন্ন সেই বালককে রাজলক্ষণোপপন্ন দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! এই শিশু কোন্ রাজার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, দুরাত্মা কৃতান্ত ইহার কি অবস্থাই ঘটাইয়াছে? অনন্তর মাতৃক্রোড়শায়ী সেই বালককে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলে পর সেই পদ্মপলাশলোচন রোহিতাশ্ব তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "যদি দুরাত্মা কৃতান্ত তাহাকে বশীভূত না করিয়া থাকে, তবে আমার সেই রোহিতাশ্বও এতদিন এইরূপ বয়োবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৭৬—১৭৯। রাজপত্নী কহিলেন, হা বৎস! কোন্ পাপের অনিষ্টচিন্তা হেতু এই অসীম ঘোর মহাদুঃখ উপস্থিত হইল? হা নাথ! হা রাজন্! এই দুঃখিনীকে আশ্বাস প্রদান না করিয়া বিশ্রব্ধচিত্তে কোথায় কি প্রকারে অবস্থান করিতেছেন? একে রাজ্যনাশ, তাহাতে বন্ধুবিয়োগ, তদুপরি আবার ভার্য্যা ও পুত্র বিক্রয়! হা বিধাতঃ! রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের কি সর্ব্বনাশ না করিয়াছিস্? ১৮০—১৮২। রাজা তাঁহার সেই বাক্য

প্রত্যভিজ্ঞায় দয়িতাং পুত্রঞ্চ নিধনং গতম্ ॥১৮৩
কষ্টং শৈব্যেয়মেষা হি স বালোহয়মিতীরয়ন্।
রুরোদ দুঃখসন্তপ্তো মূর্চ্ছামভিজগাম চ ॥ ১৮৪
সা চ তং প্রত্যভিজ্ঞায় তামবস্থামুপাগতম্।
মূর্চ্ছিতা নিপপাতার্ত্তা নিশ্চেষ্টা ধরণীতলে ॥১৮৫
চেতঃ সম্প্রাপ্য রাজেন্দ্রো রাজপত্নী চ তৌ সমম্
বিলেপতুঃ সুসন্তপ্তৌ শোকভারাবপীড়িতৌ ॥

রাজোবাচ।

হা বৎস সুকুমারং তে স্বক্ষিভ্রূনাসিকালকম্।
পশ্যতো মে মুখং দীনং হৃদয়ং কিং ন দীর্য্যতে
তাত তাতেতি মধুরং ব্রুবাণং স্বয়মাগতম্।
উপগুহ্য বদিষ্যে কং বৎস বৎসেতি সৌহৃদাৎ
কস্য জানুপ্রণীতেন পিঙ্গেন ক্ষিতিরেণুনা।
মমোত্তরীয়মুৎসঙ্গং তথাঙ্গং মলমেষ্যতি ॥ ১৮৬

শ্রবণ করত দয়িতা ও মৃত পুত্রকে চিনিতে পারিয়া স্বস্থান হইতে নিপতিত হইলেন। "হায় কি কষ্ট! এই-ই সেই শৈব্যা, এই-ই সেই বালক" বলিতে বলিতে অত্যন্ত দুঃখাভিসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। রাজ্ঞী শৈব্যাও সেইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত রাজাকে চিনিতে পারিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং আর্ত্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরণী তলে নিপাতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাজ্ঞী শৈব্যা উভয়েই চৈতন্য পাইয়া শোকভরে পরিপীড়িত হইয়া অত্যন্ত তাপিতচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১৮৩—১৮৬। রাজা বলিলেন, হা বৎস! তোমার সেই সুন্দর নয়ন, ভ্রূযুগল, নাসিকা ও অলকদাম বিভূষিত সুকুমার বদনকে এরূপ মলিন দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! মধুর স্বরে 'তাত! তাত!" বলিতে বলিতে আমার নিকটে আর কে আগমন করিবে? আর কাহাকে সস্নেহে ক্রোড়ে করিয়া "বৎস বৎস" বলিয়া ডাকিব? আর কাহার জানুসংলগ্ন ধূলিপুঞ্জে আমার উত্তরীয়, উৎসঙ্গ ও

অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্ভূতো মনোহৃদয়নন্দনঃ।
ময়া কুপিত্রা হা বৎস বিক্রীতো যেন বস্তুবৎ ॥
হৃত্বা রাজ্যমশেষং মে সসাধনধনং মহৎ।
দৈবাহিনা নৃশংসেন দষ্টো মে তনয়স্ততঃ ॥১৯১
অহং দৈবাহিদষ্টস্য পুত্রস্যাননপঙ্কজম্।
নিরীক্ষন্নপি ঘোরেণ বিষেণাস্মীকৃতোহধুনা ॥
এবমুক্ত্বা তমাদায় বালকং বাষ্পগদ্গদঃ।
পরিষ্বজ্য চ নিশ্চেষ্টো মূর্চ্ছয়া নিপপাত হ ॥১৯৩

রাজপত্ন্যুবাচ।

অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রঃ স্বরেণৈবোপলক্ষ্যতে।
বিদ্বজ্জনমনশ্চন্দ্রো হরিশ্চন্দ্রো ন সংশয়ঃ ॥ ১৯৪
তথাস্য নাসিকা তুঙ্গা অগ্রতোহধোমুখং গতা।
দন্তাশ্চ মুকুলপ্রখ্যাঃ খ্যাতকীর্ত্তের্মহাত্মনঃ ॥ ১৯৫
শ্মশানমাগতঃ কস্মাদদ্যৈষ স নরেশ্বরঃ।

অঙ্গ মলিন হইবে? হা বৎস! তুমি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্ভূত এবং মন ও হৃদয়ের আনন্দজনক হইয়াও এই কু-পিতা কর্ত্তৃক সামান্য বস্তুর ন্যায় বিক্রীত হইয়াছিলে; হায়! দৈবরূপ দুষ্ট অহি আমার মহৎ রাজ্য, সাধন ও ধন সমস্তই অপহরণ করিয়া পরিশেষে তোমারূপ সন্তানকেও দংশন করিয়াছে! হায়! দৈবরূপ আশীবিষ দষ্ট এই পুত্রের বদনপঙ্কজ দর্শন করিতে করিতে আমিও ভয়ঙ্কর বিষে অঙ্গীকৃত হইয়াছি। রাজা বাষ্পগদ্গদ স্বরে এই বলিয়া সেই বালককে গ্রহণ করত ক্রোড়ে তুলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছায় নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। ১৮৭—১৯৩। রাজপত্নী কহিলেন,—স্বরের দ্বারা উপলক্ষিত হইতেছে; বোধ হয়, ইনিই সেই পুরুষব্যাঘ্র, বিদ্বজ্জনমানসচন্দ্র রাজা হরিশ্চন্দ্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারই ন্যায় ইঁহারও নাসিকা উন্নত হইয়া অগ্রভাগে অধোমুখ হইয়াছে। সেই খ্যাতকীর্ত্তি মহাত্মার ন্যায় ইঁহারও দন্তাবলী মুকুলতুল্য; কিন্তু সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র আজ শ্মশানে উপস্থিত কেন? এই বলিয়া রাজ্ঞী

অপহায় পুত্রশোকং সাপশ্যৎ পতিতং পতিম্ ॥
প্রকৃষ্টা বিস্মিতা দীনা ভর্তৃ-পুত্রাধিপীড়িতা।
বীক্ষন্তী সা ততোঽপশ্যদ্ভর্ত্তৃর্দণ্ডং জুগুপ্সিতম্ ॥
শ্বপাকাহয়তো মোহং জগামায়তলোচনা।
প্রাপ্য চেতশ্চ শনকৈঃ সগদ্গদমভাষত ॥ ১৯৮
ধিক্ ত্বাং দৈবাতিকরুণং নির্ম্মর্য্যাদং জুগুপ্সিতম্
যেনায়মমরপ্রখ্যো নীতো রাজা শ্বপাকতাম্ ॥
রাজ্যনাশং সুহৃত্ত্যাগং ভার্য্যা-তনয়বিক্রয়ম্।
প্রাপয়িত্বাপি নো মুক্তশ্চণ্ডালোঽয়ং কৃতো নৃপঃ
হা রাজন্ জাতসন্তাপামিত্থং মাং ধরণীতলাৎ।
উত্থাপ্য নাদ্য পর্য্যঙ্কমারোহেতি কিমুচ্যতে ॥২০১
নাদ্য পশ্যামি তে ছত্রং ভৃঙ্গারমথবা পুনঃ।
চামরং ব্যজনঞ্চাপি কোঽয়ং বিধিবিপর্য্যয়ঃ ॥২০২
যস্যাগ্রে ব্রজতঃ পূর্ব্বং রাজানো ভৃত্যতাং গতাঃ
স্বোত্তরীয়ৈরকুর্ব্বন্ত নীরজস্কং মহীতলম্ ॥ ২০৩
সোঽয়ং কপালসংলগ্ন-ঘটীঘটনিরন্তরে।
মৃতনির্ম্মাল্যসূত্রান্তর্গূঢ়কেশে সুদারুণে ॥ ২০৪
বসানিস্যন্দসংশুষ্ক-মহীপুটকমণ্ডিতে।
ভস্মাঙ্গারার্দ্ধদগ্ধাস্থি-মজ্জসঙ্ঘট্টভীষণে ২০৫
গৃধ্র-গোমায়ুনাদত্ত-নষ্টক্ষুদ্রবিহঙ্গমে।
চিতাধূমাতিকচা নীলীকৃতদিগন্তরে ॥ ২০৬
কুণপাস্বাদনমুদা সম্প্রহৃষ্টনিশাচরে।
চরত্যমেধ্যে রাজেন্দ্রঃ শ্মশানে দুঃখপীড়িতঃ ॥
এবমুক্তা সমাশ্লিষ্য কণ্ঠং রাজ্ঞো নৃপাত্মজা।
কষ্টশোকশতাধারা বিললাপার্ত্তয়া গিরা ॥ ২০৮
রাজপত্ন্যুবাচ।
রাজন্ স্বপ্নোঽথ তথ্যং বা যদেতন্মন্যতে ভবান্

শৈব্যা পুত্রশোক পরিত্যাগ করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন নিপতিত পতিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই কৃশাঙ্গী দীনবদনা বিস্মিতা রাজমহিষী শৈব্যা, স্বামী ও পুত্র-জন্য মনঃপীড়ায় পীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্বামীর সেই নিন্দনীয় চাণ্ডালদণ্ড অবলোকন করিলেন। "আমি চাণ্ডালপত্নী হইয়াছি!" এই বলিয়া সেই আয়তলোচনা রাজ্ঞী মোহ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ধীরে ধীরে চেতন্য লাভ করিয়া গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—রে নৃশংস নির্ম্মর্য্যাদ জুগুপ্সিত দৈব! তোকে ধিক্! তুই এই অমর-প্রতিম নরপতিকে চণ্ডালত্ব দিয়াছিস? রাজ্যনাশ, সুহৃত্ত্যাগ, ভার্য্যা-বিক্রয় ও পুত্র-বিক্রয় করাইয়াও ক্ষান্ত হইস্ নাই! আবার চাণ্ডালত্ব প্রাপ্তি করাইয়াছিস্! হা রাজন্! এইরূপ জাতসন্তাপা আমাকে ধরণীতল হইতে উত্থাপিত করিয়া আজ "পর্য্যঙ্কে আরোহণ কর" বলিতেছেন না কেন? হায়! আজ আপনার সে ছত্র বা ভৃঙ্গার দেখিতেছি না কেন? আজ আপনার সে চামর কোথায়? সে ব্যজন কোথায়? হায়! কি দৈববিপর্য্যয়। যাঁহার গমনকালে রাজগণ ভৃত্যের ন্যায় স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা পৃথিবীর ধূলি নিঃসরণ করিত, সেই এই নরপতি হরিশ্চন্দ্র আজ অসহ্য দুঃখভারে পরিপীড়িত হইয়া এরূপ ভয়ঙ্কর অপবিত্র শ্মশানমধ্যে একাকী বিচরণ করিতেছেন! যেখানে শবগণের কপালসংলগ্ন ঘট ও ঘটী সমূহে চতুর্দ্দিক্ পরিপূরিত হইয়াছে; শবগণের নির্ম্মাল্যসূত্রের অভ্যন্তরে রাশি রাশি কেশ প্রচ্ছন্ন থাকায় যাহা অতি নিদারুণ হইয়াছে; মৃতগণের দেহনিষ্যন্দিত বসা ও রাশি রাশি শুষ্ক কাষ্ঠে যাহার চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; ভস্ম, অঙ্গার, অর্দ্ধদগ্ধ অস্থি ও মজ্জা সকলের সংঘটনে যাহা অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষিগণ গৃধ্র ও গোমায়ুর শব্দে ব্যাকুল হইয়া যে স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে; চিতাসমুত্থিত ধূম দ্বারা যাহার দিগ্দিগন্তর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এবং নিশাচরগণ মাংসাস্বাদনে আনন্দিত হইয়া যাহাতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে, এইরূপ শ্মশানমধ্যে সেই রাজা একাকী বিচরণ করিতেছেন। ১৯৪—২০৭। নৃপসুতা শৈব্যা এই বলিয়া রাজার কণ্ঠধারণ করত কষ্ট ও শতশোকের আধারস্বরূপ হইয়া আর্ত্তবাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন, রাজন্! যাহা

তৎ কথ্যতাং মহাভাগ মনো বৈ মুহ্যতে মম॥
যদ্যেতদেবং ধর্ম্মজ্ঞ নাস্তি ধর্ম্মে সহায়তা।
তথৈব বিপ্রদেবাদিপূজনে পালনে ভুবঃ॥ ২১০
নাস্তি ধর্ম্মঃ কুতঃ সত্যমার্জ্জবং চানৃশংসতা।
যত্র ত্বং ধর্ম্মপরমঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ॥ ২১১
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা নিশ্বস্যোষ্ণং সগদ্গদম্।
কথয়ামাস তন্বঙ্গ্যা যথা প্রাপ্তা শ্বপাকতা॥ ২১২
রুদিত্বা সাপি সুচিরং নিশ্বস্যোষ্ণঞ্চ দুঃখিতা।
স্বপুত্রমরণং ভর্ত্তুর্যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ *॥ ২১৩

রাজোবাচ।

প্রিয়ে ন রোচয়ে দীর্ঘং কালং ক্লেশমুপাসিতুম্

দেখিতেছি, এ কি স্বপ্ন, না সত্য? আপনার যাহা বোধ হয়,—বলুন। মহাভাগ! আমি ত বিবেচনাশক্তি-শূন্য হইয়াছি! হে ধর্ম্মজ্ঞ! যদি ইহা সত্য হয়, তবে ধর্ম্মের ত সহায়তা নাই; দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজনেও ফল নাই এবং পৃথিবী-পরিপালনেই বা ফল কি? সুতরাং ধর্ম্ম নাই, সত্য নাই, সরলতা নাই এবং অনৃশংসতার ত কথাই নাই। দেখুন, ধর্ম্মই একমাত্র আপনার সম্বল, তথাপি স্বরাজ্য হইতে অবরোপিত হইলেন। রাজনন্দিনী শৈব্যার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত স্বীয় চাণ্ডালতা প্রাপ্তির যথাযথ বৃত্তান্ত গদ্গদস্বরে বিজ্ঞাপন করিলেন। মহিষী শৈব্যাও তদ্‌বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুঃখিতচিত্তে বহুক্ষণ রোদন করিলেন এবং নিশ্বাস পরিত্যাগ করত যেরূপে রোহিতাশ্বের মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাঁহার নিকট তদ্‌বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। ২০৮—২১৩। রাজা বলিলেন,—প্রিয়ে! আর দীর্ঘকাল ক্লেশের উপাসনা করিতে অভিলাষ করি না;

---

* ইতঃপরং—
শ্রুত্বা রাজা তথা বাক্যং নিপপাত মহীতলে।
মৃতস্য পুত্রস্য তদা জিহ্বয়া লিলিহে মুখম্॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরস্থঃ।

নাত্মায়ত্তশ্চ তন্বঙ্গি পশ্য মে মন্দভাগ্যতাম্॥
চণ্ডালেনাননুজ্ঞাতঃ প্রবেক্ষ্যে জ্বলনং যদি।
চণ্ডালদাসতাং যাস্যে পুনরপ্যন্যজন্মনি॥ ২১৫
নরকে চ পতিষ্যামি কীটকঃ কৃমিভোজনঃ॥২১৬
বৈতরণ্যাং মহাপূয়-বসাসৃক্-স্নায়ুপিচ্ছিলে।
অসিপত্রবনে প্রাপ্য ছেদং প্রাপ্স্যামি দারুণম্
তাপং প্রাপ্স্যামি বা প্রাপ্য মহারৌরবরৌরবৌ
মগ্নস্য দুঃখজলধৌ পারঃ প্রাণবিয়োজনম্।
একোঽপি বালকো যোঽয়মাসীদ্বংশকরঃ সুতঃ
মম দৈবাম্বুবেগেন মগ্নঃ সোঽপি বলীয়সা।
কথং প্রাণান্ বিমুঞ্চামি পরায়ত্তোঽস্মি দুর্গতঃ।
অথবা নার্ত্তিনা ক্লিষ্টো নরঃ পাপমবেক্ষতে।
তির্য্যক্ত্বে নাস্তি তদ্দুঃখং নাসিপত্রবনে তথা।
বৈতরণ্যাং কুতস্তাদৃগ্‌যাদৃশং পুত্রবিপ্লবে॥২২
সোঽহং সুতশরীরেণ দীপ্যমানে হুতাশনে।

কিন্তু হে তন্বঙ্গি! আমি এমনই মন্দভাগ্য দেখ যে, আমার আত্মাও আমার আয়ত্ত নহে। যদি চণ্ডালের অনুমতি না লইয়া অনলে প্রবেশ করি, তবে পুনরায় অন্যজন্মেও চণ্ডালের দাসত্ব করিতে হইবে। অথবা কৃমিভোজক কীট হইয়া নরকে পতিত হইতে হইবে। কিংবা বৈতরণীতে অথবা পূয়, বসা, রক্ত ও স্নায়ু দ্বারা পিচ্ছিল নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। কিংবা অসিপত্র বনে গমন করিয়া দারুণ ছেদযন্ত্রণা ভোগ বা মহারৌরব কিংবা রৌরব নরকে দুঃসহ তাপ পাইতে হইবে। যাহারা দুঃখরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়, একমাত্র প্রাণত্যাগই তাহাদিগের পারভূমি। দেখ, আমার যে একটী বালক বংশকর ছিল, সেও বলীয়ান্ দৈবাম্বুবেগে নিমগ্ন হইল। এদিকে অসীম দুর্গতিভোগ! পরাধীন বলিয়া কিরূপেই বা প্রাণত্যাগ করি! অথবা বিপন্ন ব্যক্তির আবার পাপের প্রতি দৃষ্টি কি? পুত্রবিয়োগে যেরূপ অসহ্য দুঃখ, তির্য্যক্‌যোনিতে, কি অসিপত্রবনে বা বৈতরণীতেও সেরূপ দুঃখ নাই; অতএব আমি পুত্রদেহ দ্বারা জাজ্বল্যমান অনলে

নিপতিষ্যামি তবঙ্গি ক্ষন্তব্যং কুকৃতং মম ॥ ২২১
অনুজ্ঞাতা চ গচ্ছ ত্বং বিপ্রবেশ্ম শুচিস্মিতে।
মম বাক্যঞ্চ তবঙ্গি নিবোধাদৃতমানসা ॥ ২২২
যদি দত্তং যদি হুতং গুরবো যদি তোষিতাঃ।
পরত্র সঙ্গমো ভূয়াৎ পুত্রেণ সহ চ ত্বয়া ॥ ২২৩
ইহ লোকে কুতস্ত্বেতদ্ভবিষ্যতি মমেপ্সিতম্।
ত্বয়া সহ মম শ্রেয়ো গমনং পুত্রমার্গণে ॥ ২২৪
যন্ময়া হসতা কিঞ্চিদ্রহস্যে বা শুচিস্মিতে।
অশ্লীলমুক্তং তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তব্যং মম যাচতঃ ॥
রাজপত্নীতি সর্ব্বেণ নাবজ্ঞেয়ঃ স তে দ্বিজঃ।
সর্ব্বযত্নেন তে তোষ্যঃ স্বামিদৈবতবচ্ছুভে ॥

রাজপত্ন্যুবাচ।

অহমপ্যত্র রাজর্ষে দীপ্যমানে হুতাশনে।
দুঃখভারাসহাদ্যৈব সহ যাস্যামি বৈ ত্বয়া * ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

ততঃ কৃত্বা চিতাং রাজা আরোপ্য তনয়ং স্বকম্।
ভার্য্যয়া সহিতশ্চাসৌ বদ্ধাঞ্জলিপুটস্তদা ॥ ২২৮
চিন্তয়ন্ পরমাত্মানমীশং নারায়ণং হরিম্।
হৃৎকোটরগুহাসীনং বাসুদেবং সুরেশ্বরম্।
অনাদিনিধনং ব্রহ্ম কৃষ্ণং পীতাম্বরং শুভম্ ॥
তস্য চিন্তয়মানস্য সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
ধর্ম্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা সমাজগ্মুস্ত্বরান্বিতাঃ ॥ ২৩০
আগত্য সর্ব্বে প্রোচুস্তে ভো ভো রাজন্ শৃণু প্রভো।
অয়ং পিতামহঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মশ্চ ভগবান্ স্বয়ম্ ॥
সাধ্যাশ্চ বিশ্বে মরুতো লোকপালাঃ সবাহনাঃ
নাগাঃ সিদ্ধাঃ সগন্ধর্ব্বা রুদ্রাশ্চৈব তথাশ্বিনৌ ॥
এতে চান্যে চ বহবো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ।
বিশ্বত্রয়েণ যো মিত্রং কর্ত্তুং ন শকিতঃ পুরা ॥

নিপতিত হইব। হে তবঙ্গি! আমি তোমার নিকট যাহা অন্যায় আচরণ করিয়াছি, তৎসমস্তই ক্ষমা করিবে। আমি আদেশ করিতেছি, হে শুচিস্মিতে! তুমি সেই ব্রাহ্মণের গৃহেই গমন কর। হে কৃশাঙ্গি! যাহা বলিতেছি, আদৃতমানসে শ্রবণ কর। যদি দান করিয়া থাকি বা হোম করিয়া থাকি কিংবা যদি গুরুদিগকে তুষ্ট করিয়া থাকি, তবে পুত্র ও তোমার সহিত পুনর্জ্জন্মে মিলিত হইব। ইহলোকে আমার এই অভিপ্রায়-সিদ্ধির কোনরূপে আর সম্ভাবনা নাই। অথবা আমার সহিত তোমারও পুত্রপথের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। হে শুচিস্মিতে! আমি হাসিতে হাসিতে নির্জ্জনেও যদি কোন অশ্লীল বলিয়া থাকি, প্রার্থনা করিতেছি, তৎসমুদয়ই ক্ষমা করিবে। তুমি রাজপত্নী বলিয়া গর্ব্বে যেন সেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিও না; স্বামী বা দেবতার ন্যায় অতি যত্নে তাঁহার পরিতোষ সাধন করিবে। রাজপত্নী বলিলেন,—রাজর্ষে! আমিও আর এ দুঃখভার সহ্য করিতে পারিব না, সুতরাং অদ্য এই হুতাশনেই আপনার সহিত গমন করিব। ২১৪—২২৭। পক্ষীরা কহিল, হে জৈমিনে! অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় পুত্রকে তদুপরি আরোপণ করত ভার্য্যার সহিত বদ্ধাঞ্জলিপুটে যেমন পরমাত্মা, ঈশ, বাসুদেব, সুরেশ্বর, পরব্রহ্ম, কৃষ্ণবর্ণ, পীতাম্বরধারী, শুভপ্রদ, হৃৎকোটর-গুহাবাসী অনাদিনিধন নারায়ণ হরিকে চিন্তা করিতেছেন, অমনি ইন্দ্রাদি দেবগণ ধর্ম্মকে অগ্রে করিয়া সেই স্থানে সত্বর সমাগত হইলেন। তাঁহারা সকলে আগমন করিয়া বলিলেন,—হে রাজন্! শ্রবণ করুন। ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, ইনি স্বয়ং ভগবান্ ধর্ম্ম আর সাধ্যগণ, বিশ্বদেবতা, মরুদ্‌গণ, লোকপাল সকল, নাগগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বের সহিত রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল এবং অন্যান্য যাবতীয় দেবতা, সকলেই সবাহনে সমাগত হইয়াছেন। আর যিনি বিশ্বত্রয়ের সহিত মিত্রতা করিতে পারেন নাই, সেই বিশ্বা-

---

* ইতঃপরং—
সহ স্বর্গঞ্চ নরকং সহৈবাযাহি ভুঙক্ষ্ব হে।
শ্রুত্বা রাজা ততোবাচ এবমস্তু পতিব্রতে ॥
ইতি কুত্রচিৎ পুস্তকেঽধিকঃ পাঠঃ।

বিশ্বামিত্রশ্চ তে মৈত্রীমিষ্টঞ্চাহর্ত্তুমিচ্ছতি।
আরুরোহ ততঃ প্রাপ্তো ধর্ম্মঃ শক্রোঽথ গাধিজঃ॥ ২৩৪

ধর্ম্ম উবাচ।

মা রাজন্ সাহসং কার্ষীর্ধর্ম্মোঽহং ত্বামুপাগতঃ।
তিতিক্ষা-দম-সত্যাদ্যৈঃ স্বগুণৈঃ পরিতোষিতঃ

ইন্দ্র উবাচ।

হরিশ্চন্দ্র মহাভাগ প্রাপ্তঃ শক্রোঽস্মি তে-স্তিকম্।
ত্বয়া সভার্য্যপুত্রেণ জিতা লোকাঃ সনাতনাঃ॥
আরোহ ত্রিদিবং রাজন্ ভার্য্যাপুত্রসমন্বিতঃ।
সুদুষ্প্রাপং নরৈরন্যৈর্জ্জিতমাত্মীয়কর্ম্মভিঃ॥২৩৫

পক্ষিণ ঊচুঃ।

ততোঽমৃতময়ং বর্ষমপমৃত্যুবিনাশনম্।
ইন্দ্রঃ প্রাসৃজদাকাশাচ্চিতাস্থানগতঃ প্রভুঃ॥
পুষ্পবর্ষঞ্চ সুমহদ্দেবদুন্দুভিনিস্বনম্।
তস্মিংস্তত্রো বর্ত্তমানে সমাজে দেবসঙ্কুলে॥২৩৯
সমুত্তস্থৌ ততঃ পুত্রো রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
সুকুমারতনুঃ সুস্থঃ প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ॥ ২৪০
ততো রাজা হরিশ্চন্দ্রঃ পরিষজ্য সুতং ক্ষণাৎ।
সভার্য্যঃ স শ্রিয়া যুক্তো দিব্যমাল্যাম্বরাবিতঃ॥
সুস্থঃ সম্পূর্ণহৃদয়ো মুদা পরময়া যুতঃ।
বভূব তৎক্ষণাদিন্দ্রো ভূয়শ্চৈনমভাষত॥ ২৪২
সভার্য্যস্ত্বং সপুত্রশ্চ প্রাপ্স্যসে সদ্গতিং পরাম্
সমারোহ মহাভাগ নিজানাং কর্ম্মণাং ফলৈঃ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দেবরাজাননুজ্ঞাতঃ স্বামিনা শ্বপচেন বৈ।
অগত্বা নিষ্কৃতিং তস্য নারোক্ষ্যেঽহং সুরালয়ম

ধর্ম্ম উবাচ।

তবৈনং ভাবিনং ক্লেশমবগম্যাত্মমায়য়া।
আত্মা শ্বপাকতাং নীতো দর্শিতং তচ্চ চাপলম্

ইন্দ্র উবাচ।

প্রার্থ্যতে যৎ পরং স্থানং সমস্তৈর্ম্মনুজৈর্ভুবি।

মিত্রও স্বয়ং উপস্থিত। সকলেই আপনার সহিত মিত্রতা ও ইষ্টতা করিতে আগমন করিয়াছেন। তদনন্তর ধর্ম্ম, দেবরাজ ও বিশ্বামিত্র তিনজনেই সমুত্থিত হইয়া রাজার নিকটে আগমন করিলেন। ২২৮—২৩৪। ধর্ম্ম কহিলেন,—হে রাজন্! এরূপ সাহসিক কর্ম্মে নিবৃত্ত হউন, আমি ধর্ম্ম; তিতিক্ষা, দম ও সত্য প্রভৃতি স্বীয় গুণে আপনি আমায় পরিতুষ্ট করিয়াছেন, আমি স্বয়ং আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। ইন্দ্র কহিলেন,—হে মহাভাগ হরিশ্চন্দ্র! আমি ইন্দ্র, আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত সনাতন লোক সকল জয় করিয়াছেন; অতএব যাহা অন্য মনুষ্যের দুষ্প্রাপ্য, সেই স্বীয় কর্ম্মবিজিত স্বর্গে ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত আরোহণ করুন। ২৩৫—২৩৭। পক্ষীরা কহিল, অনন্তর চিতাস্থানগত প্রভু ইন্দ্র অপমৃত্যু বিনাশন অমৃত বর্ষণ করিলেন। দেবগণ বর্ত্তমান সভামধ্যে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাত্মা নরপতির সুকুমারতনু পুত্র রোহিতাশ্বও সুস্থ ও প্রসন্নেন্দ্রিয়-মানস হইয়া সহসা উত্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র ক্ষণকাল পুত্রকে আলিঙ্গিত করিয়া দিব্য বস্ত্র ও মাল্য ধারণ করত পত্নীর সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন সুরপতি তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন,—হে রাজন্! আপনি ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত পরম সদ্গতি লাভ করিবেন, অতএব স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গে আরোহণ করুন। ২৩৮—২৪৩। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন,—হে দেবরাজ! প্রভু চণ্ডালের অনুমতিতে নিষ্কৃতি লাভ না করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিব না। ধর্ম্ম কহিলেন, রাজন! আমি আপনার এ প্রকার ভাবী ক্লেশ বুঝিতে পারিয়া স্বীয় মায়ায় চণ্ডালরূপ ধারণ করত সেইরূপ চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়াছিলাম। ইন্দ্র কহিলেন, পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য যে পরম স্থানে গমন করিবার নিমিত্ত নিরন্তর প্রার্থনা করিয়া

তদারোহ হরিশ্চন্দ্র স্থানং পুণ্যকৃতাং নৃণাম্ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দেবরাজ নমস্তভ্যং বাক্যঞ্চৈতন্নিবোধ মে।
প্রসাদসুমুখং যৎ ত্বাং ব্রবীমি প্রশ্রয়ান্বিতঃ ॥
মচ্ছোকমগ্নমনসঃ কোশলানগরে জনাঃ।
তিষ্ঠন্তি তানপোহ্যাদ্য কথং যাস্যাম্যহং দিবম্ ॥
ব্রহ্মহত্যা গুরোর্ঘাতো গোবধঃ স্ত্রীবধস্তথা।
তুল্যমেভির্মহাপাপং ভক্তত্যাগেঽপ্যুদাহৃতম্ ॥
ভজন্তং ভক্তমত্যাজ্যমদুষ্টং ত্যজতঃ সুখম্।
নেহ নামুত্র পশ্যামি তস্মাচ্ছক্র দিবং ব্রজ ॥
যদি তে সহিতাঃ স্বর্গং ময়া যান্তি সুরেশ্বর।
ততোঽহমপি যাস্যামি নরকং বাপি তৈঃ সহ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

বহূনি পুণ্যপাপানি তেষাং ভিন্নানি বা পৃথক্।
কথং সঙ্ঘাতভোগ্যং ত্বং ভূয়ঃ স্বর্গমবাপ্স্যসি ॥

থাকে, হে হরিশ্চন্দ্র! পুণ্যকৃৎ মনুষ্যাদির সেই স্থানে আরোহণ করুন। ২৪৪—২৪৬। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, হে দেবরাজ! আপনাকে নমস্কার। আমি প্রশ্রয়ান্বিত হইয়া প্রসাদ-সুমুখ আপনাকে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কৌশলানগরের যাবতীয় লোক আমার শোকে মগ্নমানস হইয়া তথায় বাস করিতেছে, আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে স্বর্গে গমন করিব? ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, গোবধ বা স্ত্রীবধ করিলে যে পাপ হয়, ভক্তত্যাগেও সেই পাপ উদাহৃত হইয়াছে! যাঁহারা আমার ভক্ত ও নিরন্তর আমায় ভজনা করিতেছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে ইহলোকে বা পরলোকে সুখ কি? অতএব হে শক্র! আপনি গমন করুন। অথবা হে সুরেশ্বর! যদি তাহারাও আমার সহিত স্বর্গে গমন করে, তবে আমিও স্বর্গে গমন করিব, নতুবা তাহাদিগের সহিত নরকেই থাকিব। ইন্দ্র কহিলেন,—রাজন! তাহারা বহুবিধ পৃথক্ পৃথক্ পুণ্যপাপ করিয়াছে, অত এব তাহাদিগের সহিত কি প্রকারে স্বর্গে

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

শক্র ভুঙ্‌ক্তে নৃপো রাজ্যং প্রভাবেণ কুটুম্বিনাম্
যজতে চ মহাযজ্ঞৈঃ কর্ম্ম পৌর্ত্তং করোতি চ ॥
তচ্চ তেষাং প্রভাবেণ ময়া সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
উপকর্ত্তৄন্ ন সন্ত্যক্ষ্যে তানহং স্বর্গলিপ্সয়া ॥
তস্মাদ্যন্মম দেবেশ কিঞ্চিদস্তি সুচেষ্টিতম্।
দত্তমিষ্টমথো জপ্তং সামান্যং তৈস্তদস্তু নঃ ॥২৫৫
বহুকালোপভোগ্যং হি ফলং যন্মম কর্ম্মণঃ।
তদস্তু দিনমপ্যেকং তৈঃ সমং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা শক্রস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
প্রসন্নচেতা ধর্ম্মশ্চ বিশ্বামিত্রশ্চ গাধিজঃ ॥ ২৫৭
বিমানকোটিসম্বদ্ধং স্বর্গলোকান্মহীতলম্।
গত্বাযোধ্যাজনং প্রাহ দিবমারুহ্য গম্যতামিতি ॥২৫৮
তদিন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রীত্যা তস্য চ ভূপতেঃ।
আনীয় রোহিতাশ্বঞ্চ বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥

যাইবেন? ২৪৭—২৫২। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন,—হে শক্র! রাজারা কুটুম্বীদিগের প্রভাবেই রাজত্ব ভোগ করেন এবং মহাযজ্ঞ সাধন ও পৌর্ত্ত কর্ম্ম প্রভৃতি করিয়া থাকেন। আমি যাহা কিছু ধর্ম্ম্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সে সমস্তই তাহাদিগের প্রভাবে; অতএব সামান্য স্বর্গের লোভে সেই উপকারকদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি না, সুতরাং হে দেবেশ! যাহা পুণ্য করিয়াছি ও জপ বা দান করিয়াছি, সে সমস্তই তাহাদিগের সহিত সমান হউক এবং আমার বহুকালোপভোগ্য কর্ম্মফল যেন আপনার প্রসাদে তাহাদিগের সহিত একদিনে উপভোগ করি। পক্ষীরা কহিল,—ত্রিভুবনেশ্বর শক্র, ধর্ম্ম ও গাধিতনয় বিশ্বামিত্র প্রসন্নমানসে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বর্গলোক হইতে বিমানকোটি দ্বারা মহীতলে গমন করিয়া অযোধ্যাপুরবাসী লোকদিগকে কহিলেন,—তোমরা সকলেই স্বর্গে আরোহণ কর। তৎপরে গাধিতনয় বিশ্বামিত্র রাজার প্রীতিসাধন করিবার নিমিত্ত দেবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র

অযোধ্যাখ্যে পুরে রম্যে সোঽভ্যষিঞ্চন্মহাত্মজম্
দৈবৈশ্চ মুনিভিঃ সিদ্ধৈরভিষিচ্য নরাধিপম্ ॥
রাজ্ঞা সহ তদা সর্ব্বে হৃষ্টপুষ্টসুহৃজ্জনাঃ।
সপুত্রভৃত্যদারাস্তে দিবমারুরুহুর্জনাঃ ॥ ২৬১
পদে পদে বিমানাৎ তে বিমানমগমন্ নরাঃ।
তদা সম্ভূতহর্ষোঽসৌ হরিশ্চন্দ্রশ্চ পার্থিবঃ ॥ ২৬৫
সম্প্রাপ্য ভূতিমতুলাং বিমানৈঃ স মহীপতিঃ।
আসাঞ্চক্রে পুরাকারে বপ্রপ্রাকারসংবৃতে ॥
ততস্তদৃর্দ্ধিমালোক্য শ্লোকং তত্রোশনা জগৌ
দৈত্যাচার্য্যো মহাভাগঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥

শুক্র উবাচ।

হরিশ্চন্দ্রসমো রাজা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
যঃ শৃণোতি * স্বদুঃখার্ত্তঃ স সুখং মহদাপ্নুয়াৎ ॥
স্বর্গার্থী প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গং পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নুয়াৎ।
ভার্য্যার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ভার্য্যাং রাজ্যার্থী রাজ্যমাপ্নুয়াৎ
অহো তিতিক্ষামাহাত্ম্যমহো দানফলং মহৎ।
যদাগতো হরিশ্চন্দ্রঃ পুরীং শক্রত্বমাপ্তবান্ ॥

রোহিতাশ্বকে আনয়ন করত মনোহর অযোধ্যা নগরে অভিষিক্ত করিলেন। তখন অযোধ্যাবাসী হৃষ্ট পুষ্ট বন্ধুগণ সকলেই সিদ্ধ, মুনি ও দেবগণের সহিত নরপতিকে অভিষিক্ত করিয়া ভার্য্যা পুত্র ভৃত্যবর্গে সমবেত হইয়া নরপতি হরিশ্চন্দ্রের সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন। তৎকালে তাঁহারা পদে পদে বিমান হইতে বিমানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। রাজা, হরি চন্দ্রও তখন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং বিমানারোহণে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া বপ্র-প্রাকারসংবৃত হইয়া পুরাকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ-তত্ত্ববিৎ, দৈত্যাচার্য্য মহাভাগ উশনা নরপতির সেই ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়া এইরূপ শ্লোকে গান করিতে লাগিলেন ;—

জগৎমাঝারে রাজা হরিশ্চন্দ্রসম।
না ছিল না হবে অন্য রাজার জনম ॥

---

* তচ্চরিতমিতি শেষঃ।

পক্ষিণ ঊচুঃ।

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং হরিশ্চন্দ্রবিচেষ্টিতম্।
অতঃ পরং কথাশেষং শ্রূয়তাং মুনিসত্তম ॥ ২৬৮
বিপাকো রাজসূয়স্য পৃথিবীক্ষয়কারণম্।
তদ্বিপাকনিমিত্তঞ্চ যুদ্ধমাড়িবকং মহৎ ॥ ২৬৯

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে হরিচন্দ্রোপাখ্যানং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

পক্ষিণ ঊচুঃ।

রাজ্যচ্যুতে হরিশ্চন্দ্রে গতে চ ত্রিদশালয়ম্।
নিশ্চক্রাম মহাতেজা জলবাসাৎ পুরোহিতঃ ॥ ১
বশিষ্ঠো দ্বাদশাব্দান্তে গঙ্গাপর্য্যুষিতো মুনিঃ।

স্বীয় দুঃখে আর্ত্ত হয়ে শোনে যেই জন।
সুমহৎ সুখ লাভ করে সেই জন ॥
স্বর্গার্থীতে স্বর্গ পায়, পুত্রার্থী সন্তান।
ভার্য্যার্থীতে ভার্য্যা, রাজ্য-অর্থী রাজ্য পান ॥
অহো তিতিক্ষার কিবা মাহাত্ম্য শোভন।
অহো সেই দানফল মহৎ কেমন ॥
যাহার গুণেতে হরিশ্চন্দ্র মহারাজ।
আসিল স্বর্গেতে আর হল দেবরাজ” ॥

পক্ষীরা কহিল,—হে মুনিসত্তম! আপনার নিকট এই হরিশ্চন্দ্রের বৃত্তান্ত সমস্তই যথাযথ বর্ণন করিলাম। অতঃপর পৃথিবীক্ষয়ের কারণীভূত রাজসূয়যজ্ঞবিপাক ও তদ্বিপাকনিমিত্ত মহৎ আড়িবকযুদ্ধ স্বরূপ কথাশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৫৩—২৬৯।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

পক্ষীরা কহিল, রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্যচ্যুত হইয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলে পর তদীয় পুরোহিত গঙ্গাবাসী মহাতেজা বশিষ্ঠ মুনি দ্বাদশ বৎসরান্তে জলবাস হইতে

শুশ্রাব চ সমস্তস্তু বিশ্বামিত্রবিচেষ্টিতম্ ॥ ২
হরিশ্চন্দ্রস্য নাশঞ্চ রাজ্যশ্চোদারকর্ম্মণঃ।
চণ্ডালসম্প্রযোগঞ্চ ভার্য্যা-তনয়বিক্রয়ম্ ॥ ৩
স শ্রুত্বা সুমহাভাগঃ প্রীতিমানবনীপতৌ।
চকার কোপং তেজস্বী বিশ্বামিত্রমৃষিং প্রতি ॥ ৪

বশিষ্ঠ উবাচ।

মম পুত্রশতং তেন বিশ্বামিত্রেণ ঘাতিতম্।
তত্রাপি নাভবৎ ক্রোধস্তাদৃশো যাদৃশোঽদ্য মে
শ্রুত্বা নরাধিপমিমং স্বরাজ্যাদবরোপিতম্।
মহাত্মানং মহাভাগং দেবব্রাহ্মণপূজকম্ ॥ ৬
যস্মাৎ স সত্যবাক্ শান্তঃ শত্রাবপি বিমৎসরঃ
অনাগাশ্চৈব ধর্ম্মাত্মা অপ্রমত্তো মদাশ্রয়ঃ ॥ ৭
সপত্নীভৃত্যপুত্রশ্চ প্রাপিতোঽন্ত্যাং দশাং নৃপঃ
স রাজ্যাচ্চ্যাবিতোঽনেন বহুশশ্চ খিলীকৃতঃ
তস্মাদ্দুরাত্মা ব্রহ্মদ্বিট্ প্রাজ্ঞানামবরোপিতঃ।
মচ্ছাপোপহতো মূঢ়ঃ স বকত্বমবাপ্স্যতি ॥ ৯

পক্ষিণ উচুঃ।

শ্রুত্বা শাপং মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽপিকৌশিকঃ
ত্বমপ্যাড়ির্ভবস্বেতি প্রতিশাপমযচ্ছত ॥ ১০
অন্যোন্যশাপাৎ তৌ প্রাপ্তৌ তির্য্যক্ত্বং পরম-
দ্যুতী।
বশিষ্ঠঃ স মহাতেজা বিশ্বামিত্রশ্চ কৌশিকঃ ॥
অন্যজাতিসমাযোগং গতাবপ্যমিতৌজসৌ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ মহাবলপরাক্রমৌ ॥ ১২
যোজনানাং সহস্রে দ্বে প্রমাণেনাড়িরুচ্ছ্রিতঃ।
সন্নবত্যধিকং ব্রহ্মন্ সহস্রত্রিতয়ং বকঃ ॥ ১৩
তৌ তু পক্ষপ্রহারাভ্যামন্যোন্যমুরুবিক্রমৌ
প্রহরন্তৌ ভয়ং তীব্রং প্রজানাং চক্রতুস্তদা ॥
বিধূয় পক্ষাণি বকো রক্তোদ্বৃত্তাক্ষিরাহনৎ।
আড়িং সোঽপ্যুন্নতগ্রীবো বকং পদ্ভ্যামতাড়য়ৎ
তয়োঃ পক্ষানিলাপাস্তাঃ প্রপেতুর্গিরয়ো ভুবি।
গিরিপ্রপাতাভিহতা চকম্পে চ বসুন্ধরা ॥ ১৬

নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বিশ্বামিত্রের চরিত সমস্তই শ্রবণ করিলেন। সেই সুমহাভাগ তেজস্বী বশিষ্ঠ মুনি নরপতির প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্ ছিলেন বলিয়া উদারকর্ম্মা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যনাশ, চণ্ডালত্বপ্রাপ্তি এবং ভার্য্যা ও তনয়বিক্রয় প্রভৃতি যাবতীয় ঘটনা শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র ঋষির প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইলেন। ১—৪। বশিষ্ঠ কহিলেন, অদ্য "মহাত্মা মহাভাগ দেবব্রাহ্মণপূজক নরপতি স্বরাজ্যাবরোপিত হইয়াছেন" শ্রবণ করিয়া আমার যে প্রকার ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, সেই বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক আমার শতপুত্র নিপাতিত হওয়াতেও সেরূপ ক্রোধ উপস্থিত হয় নাই। সেই দুরাত্মা ব্রহ্মদ্বিট্ বিশ্বামিত্র যখন মদাশ্রিত, সত্যবাদী, শত্রুর প্রতিও নির্ম্মৎসর, নিরপরাধ, ধর্ম্মাত্মা ও অপ্রমত্ত নরপতিকে পত্নী, পুত্র ও ভৃত্যের সহিত অন্ত্যদশা প্রাপিত করিয়াছে, স্বরাজ্য হইতে আরোপিত করিয়াছে এবং নানা প্রকারে ব্যাহত করিয়াছে; তখন সেই প্রাজ্ঞবিগর্হিত মূর্খ বিশ্বামিত্র মদীয় শাপাপহত হইয়া বকযোনিত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৫—৯। পক্ষীরা কহিল, এদিকে কুশিকবংশসম্ভূত মহাতেজা বিশ্বামিত্র সেই শাপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া "রে দুর্বৃত্ত বশিষ্ঠ! তুইও আড়িযোনি প্রাপ্ত হইবি" বলিয়া প্রতিশাপ দিলেন। মহাতেজা বশিষ্ঠ ও কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র, উভয়েই অত্যন্ত তেজস্বী, সুতরাং অন্যোন্যের শাপে পরস্পরেই তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইলেন। সেই অপরিমিততেজা মহাবলপরাক্রম ঋষিযুগল অন্য জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াও অত্যন্ত ক্রোধে পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে ব্রহ্মন্! আড়িপক্ষী দুই সহস্র যোজন উচ্ছ্রিত এবং বক তিন হাজার ন্নবতিযোজন উন্নত হইল। সেই উরুবিক্রম পক্ষিদ্বয় পরস্পরের প্রতি পক্ষপ্রহারে প্রহরণ করায় লোকগণের অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল। ১০—১৪। বকপক্ষী বিস্ফারিতনেত্রে রক্তলোচনে পক্ষ সকল কম্পিত করিয়া আড়িপক্ষীকে আহত করিল। অমনি আড়িও উন্নতগ্রীব হইয়া পদদ্বারা বককে তাড়িত করিল। তাহাদিগের পক্ষাঘাতে

স্বা কম্পমানা জলধীনুদ্‌বৃত্তাংশ্চকার চ।
ননাম চৈকপার্শ্বেন পাতালগমনোন্মুখী ॥ ১৭
কেচিদ্গিরিনিপাতেন কেচিদম্ভোধিবারিণা।
কেচিন্মহীসঞ্চলনাৎ প্রযযুঃ প্রাণিনঃ ক্ষয়ম্ ॥১৮
ইতি সর্ব্বং পরিভ্রান্তং হাহাভূতমচেতনম্।
জগদাসীৎ সুসম্ভ্রান্তং পর্য্যস্তক্ষিতিমণ্ডলম্ ॥ ১৯
হা বৎস হা কান্ত শিশো প্রয়াহ্যেষোঽস্মি
সংস্থিতঃ।
হা প্রিয়ে কান্ত শৈলোঽয়ং পতত্যাশু পলায়তাম্
ইত্যাকুলীকৃতে লোকে সন্ত্রাসবিমুখে তদা।
সুরৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বৈরাজগাম পিতামহঃ॥ ২১
প্রত্যুবাচ চ বিশেষন্তাবুভাবতিকোপিতৌ।
যুদ্ধং বাং বিরমত্বেতল্লোকাঃ স্বাস্থ্যং ব্রজন্তু চ॥
শৃণ্বন্তাবপি তৌ বাক্যং ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।

কোপামর্ষসমাবিষ্টৌ যুযুধাতে ন তস্থতুঃ॥ ২৩
ততঃ পিতামহো দেবস্তং দৃষ্ট্বা লোকসংক্ষয়ম্।
তয়োশ্চ হিতমন্বিচ্ছন্ তির্য্যগ্‌ভাবমপানুদৎ ॥২৪
ততস্তৌ পূর্ব্বদেহস্থৌ প্রাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ।
ব্যুদস্তে তামসে ভাবে বশিষ্ঠ-কৌশিকর্ষভৌ॥
জহি বৎস বশিষ্ঠ ত্বং ত্বঞ্চ কৌশিক সত্তম।
তামসং ভাবমাশ্রিত্য যদ্‌যুদ্ধং চিকীর্ষিতম্ ॥২৬
রাজসূয়বিপাকোঽয়ং হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ।
যুবয়োর্বিগ্রহশ্চায়ং পৃথিবীক্ষয়কারকঃ॥ ২৭
ন চাপি কৌশিকশ্রেষ্ঠস্তস্য রাজ্ঞোঽপরাধ্যতে
স্বর্গপ্রাপ্তিকরো ব্রহ্মন্নুপকারপদে স্থিতঃ॥ ২৮
তপোবিঘ্নস্য কর্ত্তারৌ কামক্রোধবশং গতৌ।
পরিত্যজত ভদ্রং বো ব্রহ্ম হি প্রচুরং বলম্॥
এবমুক্তৌ ততস্তেন লজ্জিতৌ তাবুভাবপি।

আহত হইয়া পর্ব্বত সকল মৃত্তিকাসাৎ হইতে লাগিল। পর্ব্বতপাতে অভিহত হইয়া পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল, এবং ভূমি-কম্পে জলধি-জলরাশি উদ্‌বৃত্ত হইতে লাগিল। আর কম্পমানা পৃথিবীও পাতাল-গমনোন্মুখী প্রায় হইয়াও একপার্শ্বে নত হইয়া গেল। তখন পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণি-পুঞ্জ, কেহ গিরিনিপাতে, কেহ বা সমুদ্রজলে, কেহ বা ভূমিকম্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত জগৎ অত্যন্ত ত্রস্ত, হাহাভূত, অচেতন, সুসম্ভ্রান্ত এবং পৃথিবী বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিলে পৃথিবীর সমস্ত লোক অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে "হা বৎস! হা কান্ত! হা শিশো! পলায়ন কর; এই দেখ আমি কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছি। হা প্রিয়ে! হা কান্ত! ঐ দেখ, পর্ব্বত পড়িতেছে, শীঘ্র প্রস্থান কর" অত্যন্ত ভীতচিত্তে এইরূপ বলিতে থাকিলে, স্বয়ং পিতামহ সমস্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে সমাগত হইলেন এবং অত্যন্ত কুপিত পক্ষি-দ্বয়কে কহিলেন, "তোমাদিগের যুদ্ধ বিরত হউক ও পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণিপুঞ্জ সুস্থ হউক"। ১৫—২২। পক্ষিযুগল অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াও কোপ ও অমর্ষের বশবর্ত্তী হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে লাগিল, কোনমতেই স্থির হইল না। অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা সেইরূপ প্রজাক্ষয় অবলোকন করত তাঁহাদিগের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া উভয়েরই তির্য্যক্‌যোনিত্ব অপনোদন করি-লেন। পরে ঋষিযুগলের পূর্ব্বদেহ-প্রাপ্তি ও তামসভাব তিরোহিত হইলে দিব্যশক্তিমান্ প্রজাপতি বশিষ্ঠ ও কৌশিক ঋষিকে কহিলেন, বৎস বশিষ্ঠ! সত্তম কৌশিক! তোমরা তামসভাব অবলম্বন করিয়া যে প্রকার যুদ্ধ করিতেছিলে, তাহা পরিত্যাগ কর; তোমরা পৃথিবীক্ষয়কারক যে যুদ্ধ করিতে-ছিলে, ইহা ভূপতি হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয়-যজ্ঞ-বিপাক। কারণ এই কৌশিকশ্রেষ্ঠ রাজার নিকট কোন অপরাধ করেন নাই, বরঞ্চ হে ব্রহ্মন্! তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তিকর হইয়া উপকারক পদে স্থিত হইয়াছেন। তোমরা কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া তপস্যার বিঘ্নকারক হইয়া দাঁড়াইয়াছ, অতএব তাহা পরিত্যাগ কর, তোমাদিগের মঙ্গল হউক। দেখ, ব্রহ্মত্ব অপেক্ষা আর বল নাই। ২৩—২৯। অনন্তর সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তাঁহারা এইরূপে

ক্ষময়ামাসতুঃ প্রীত্যা পরিষ্বজ্য পরস্পরম্ ॥ ৩০
ততঃ সুরৈর্বন্দ্যমানো ব্রহ্মা লোকং নিজং যযৌ
বশিষ্ঠোঽপ্যাত্মনঃ স্থানং কৌশিকোঽপি
স্বমাশ্রমম্ ॥ ৩১
এতদাড়িবকং যুদ্ধং হরিশ্চন্দ্রকথাং তথা।
কথয়িষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যাঃ সম্যক্ শ্রোষ্যন্তি চৈব যে
তেষাং পাপাপনোদস্তু শ্রুতং হ্যেব করিষ্যতি।
ন চৈব বিঘ্নকার্য্যাণি ভবিষ্যন্তি কদাচন ॥ ৩৩

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে আড়ি-বকযুদ্ধং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

সংশয়ং দ্বিজশার্দ্দূলাঃ প্রব্রূত মম পৃচ্ছতঃ।
আবির্ভাব-তিরোভাবৌ ভূতানাং যত্র সংস্থিতৌ
কথং সঞ্জায়তে জন্তুঃ কথং বা স বিবর্দ্ধতে।
কথং বোদরমধ্যস্থস্তিষ্ঠত্যঙ্গনিপীড়িতঃ ॥ ২
নিষ্ক্রান্তিমুদরাৎ প্রাপ্য কথং বা বৃদ্ধিমৃচ্ছতি।
উৎক্রান্তিকালে চ কথং চিন্তাবেন বিযুজ্যতে ॥
কৃৎস্নো মৃতস্তথাশ্নাতি উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
কথং তে চ তথা তস্য ফলং সম্পাদয়ন্ত্যত ॥৪
কথং ন জীর্য্যতে তত্র পিণ্ডীকৃত ইবাশয়ে।
স্ত্রীকোষ্ঠে যত্র জীর্য্যন্তে ভুক্তানি সুগুরূণ্যপি।
ভক্ষ্যাণি যত্র নো জন্তুর্জীর্য্যতে কথমল্পকঃ ॥ ৫
এতন্মে ব্রূত সকলং সন্দেহোক্তিবিবর্জ্জিতম্।
তদেতৎ পরমং গুহ্যং যত্র মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ৬

পক্ষিণ ঊচুঃ।

প্রশ্নভারোঽয়মতুলস্ত্বয়াস্মাসু নিবেশিতঃ।
দুর্ভাব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ভাবাভাবসমাশ্রিতঃ ॥৭
তং শৃণুষ্ব মহাভাগ যথা প্রাহ পিতুঃ পুরা।
পুত্রঃ পরমধর্ম্মাত্মা সুমতির্নাম নামতঃ ॥।

অভিহিত হইলে উভয়েই অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং প্রেমভরে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা সুরগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিলেন। যে মনুষ্য এই আড়িবক-যুদ্ধ ও হরিশ্চন্দ্রের কথা কীর্ত্তন করিবে বা সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিবে, শ্রুতমাত্রেই তাহাদিগের পাপাপনোদন হইবে এবং কখন বিঘ্ন কার্য্য উৎপন্ন হইবে না। ৩০—৩৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, হে দ্বিজশার্দ্দূলগণ! প্রাণিগণের যাহাতে জন্ম-মৃত্যু সংঘটন হয়, তদ্বিষয়ে আমার অত্যন্ত সংশয় আছে, জিজ্ঞাসা করিতেছি কীর্ত্তন করুন। "প্রাণিগণ কি প্রকারে উদর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে বা বৃদ্ধি পায়? আর কিরূপেই বা অঙ্গনিপীড়িত হইয়া তথায় অবস্থান করে? উদর হইতে বহির্গত হইয়া কি প্রকারেই বা পরিবর্দ্ধিত হয়? মৃত্যুকালেই বা কিরূপে তাহাদিগের চৈতন্য বিনাশ হয়? প্রাণিগণ কালকবলে কবলিত হইয়াই বা কিরূপে সুকৃতি ও দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে এবং পাপ-পুণ্যই বা কিরূপে স্বীয় স্বীয় ফল সম্পাদন করে? আর যখন বহুতর গুরুপাক ভোজ্য দ্রব্য সকল জঠরাশয়ে জীর্ণ হয়, তখন সামান্য পিণ্ডীকৃত জীবই বা তন্মধ্যে জীর্ণ হয় না কেন?" হে দ্বিজতনয়গণ! যাহাতে আমার সন্দেহ দূর হয়, সেইরূপে এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করুন। কারণ, ইহা অত্যন্ত গুহ্য বিষয়, প্রাণিগণ ইহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। ১—৬। পক্ষীরা কহিল, হে মুনিসত্তম! আপনি প্রাণিগণের ভাবাভাবসমাশ্রিত, দুর্ভাব্য অতুল প্রশ্নভার আমাদিগের উপর নিবেশিত করিয়াছেন। যাহা হউক, পূর্ব্বে সুমতি নামক পরম ধর্ম্মাত্মা পুত্র তদীয় পিতার নিকট যেরূপ কহিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি,

ব্রাহ্মণো ভার্গবঃ কশ্চিৎ সুতমাহ মহামতিঃ।
কৃতোপনয়নং শান্তং সুমতিং জড়রূপিণম্।
বেদানধীষ্ব সুমতে যথানুক্রমমাদিতঃ॥ ৯

পিতোবাচ।

গুরুশুশ্রূষণে ব্যগ্রো ভৈক্ষান্নকৃতভোজনঃ॥১০
ততো গার্হস্থ্যমাস্থায় চেষ্ট্বা যজ্ঞাননুত্তমান্।
ইষ্টমুৎপাদয়াপত্যমাশ্রয়েথা বনং ততঃ॥ ১১
বনস্থশ্চ ততো বৎস পরিব্রাড়্‌নিষ্পরিগ্রহঃ।
এবমাপ্স্যসি তদ্‌ব্রহ্ম যত্র গত্বা ন শোচসি॥১২

পক্ষিণ উচুঃ।

ইত্যেবমুক্তো বহুশো জড়ত্বান্নাহ কিঞ্চন।
পিতাপি তং সুবহুশঃ প্রাহ প্রীত্যা পুনঃপুনঃ॥
ইতি পিত্রা সুতস্নেহাৎ প্রলোভি মধুরাক্ষরম্।
স চোদ্যমানো বহুশঃ প্রহস্যেদমথাব্রবীৎ॥১৪
তাতৈতদ্বহুশোঽভ্যস্তং যৎ ত্বয়াদ্যোপদিশ্যতে।
তথৈবান্যানি শাস্ত্রাণি শিল্পানি বিবিধানি চ॥১৫
জন্মনাময়ুতং সাগ্রং মম স্মৃতিপথং গতম্।
নির্বেদাঃ পরিতোষাশ্চ ক্ষয়বৃদ্ধ্যুদয়ে রতাঃ॥১৬
শত্রুমিত্রকলত্রাণাং বিয়োগাঃ সঙ্গমাস্তথা।
মাতরো বিবিধা দৃষ্টাঃ পিতরো বিবিধাস্তথা॥
অনুভূতানি সৌখ্যানি দুঃখানি চ সহস্রশঃ।
বান্ধবা বহবঃ প্রাপ্তাঃ পিতরশ্চ পৃথগ্বিধাঃ॥১৮
বিণ্মূত্রপিচ্ছিলে স্ত্রীণাং তথা কোষ্ঠে ময়োষিতম্
পীড়াশ্চ সুভৃশং প্রাপ্তা রোগাণাঞ্চ সহস্রশঃ॥
গর্ভদুঃখান্যনেকানি বাল্যত্বে যৌবনে তথা।
বৃদ্ধতায়াং তথাপ্তানি তানি সর্ব্বাণি সংস্মরে॥২০
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চাপি যোনিষু।
পুনশ্চ পশুকীটানাং মৃগানামথ পক্ষিণাম্॥ ২১
তথৈব রাজভৃত্যানাং রাজ্ঞাঞ্চাহবশালিনাম্।
সমুৎপন্নোঽস্মি গেহেষ তথৈব তব বেশ্মনি॥ ২২

শ্রবণ করুন। কোন সময়ে ভার্গববংশীয় মহামতি নামক কোন ব্রাহ্মণ তদীয় পুত্র কৃতোপনয়ন, শান্ত, জড়রূপী সুমতিকে কহিলেন, বৎস সুমতে! গুরুসেবায় রত হইয়া ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন ধারণ করত যথাক্রমে প্রথমাবধি বেদ সকল অধ্যয়ন কর। তৎপরে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করত অভিলষিত সন্তান উৎপাদন করিবে এবং তৎপরে অরণ্যে গমন করিবে। হে বৎস! তদনন্তর বনস্থ হইয়া নিষ্পরিগ্রহ পরিব্রাট্ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে;—যাহা প্রাপ্ত হইলে আর শোক করিতে হইবে না। পক্ষীরা কহিল, সেই সুমতি, পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ বহুতর অভিহিত হইলেও জড়ত্বহেতু কোন উত্তর করিলেন না। পিতাও স্নেহবশত তাঁহাকে পুনঃপুনঃ বহুতর বলিতে লাগিলেন। ৭—১৩। পুত্রস্নেহ বশত পিতা-কর্ত্তৃক এইরূপ প্রলোভী মধুরাক্ষরে বারংবার নোদ্যমান হইয়া সুমতি কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া পিতাকে কহিলেন, হে তাত! আপনি আমাকে অদ্য যে বিষয়ের উপদেশ দিতেছেন, আমি অনেকবার তাহা অভ্যাস করিয়াছি এবং অন্যান্য নানা শাস্ত্র ও বিবিধ শিল্পশাস্ত্রও আমার অভ্যস্ত হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক দশ সহস্র জন্মের কথা আমার স্মৃতিপথে পতিত হইতেছে। আমি অনেকবার নির্ব্বেদ ও পরিতোষ লাভ করিয়াছি এবং অনেকবার ক্ষয় বৃদ্ধির উদয়ে রত হইয়াছি। আমি অনেকবার শত্রু, মিত্র ও কলত্রের সহিত মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়াছি। অনেক প্রকার মাতা ও অনেক প্রকার পিতা দেখিয়াছি। সহস্র সহস্র সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছি। বান্ধব অনেক প্রকার পাইয়াছি, পিতাও অনেক প্রকার দেখিয়াছি। বিণ্মূত্রপরিপিচ্ছিল স্ত্রীজঠরে আমি অনেকবার বাস করিয়াছি। সহস্র সহস্র রোগের নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ করিয়াছি। গর্ভযন্ত্রণা বা বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য দশায় যতবার যত প্রকার যন্ত্রণা-ভোগ করিয়াছি, সে সমস্তই আমার স্মৃতি-পথে পতিত হইতেছে। আমি কতবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পশু, কীট, মৃগ ও পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আপনার গৃহে যেমন জন্মিয়াছি, তেমন কতবার কত রাজভৃত্য ও কত কত যোদ্ধা

ভৃত্যতাং দাসতাঞ্চৈব গতোহস্মি বহুশো নৃণাম্
স্বামিত্বমীশ্বরত্বঞ্চ দরিদ্রত্বং তথা গতঃ ॥ ২৩
হতং ময়া হতশ্চান্যৈর্হতং মে ঘাতিতং তথা।
দত্তং মমান্যৈরন্যেভ্যো ময়া দত্তমনেকশঃ ॥২৪
পিতৃ-মাতৃ-সুহৃদ্-ভ্রাতৃ-কলত্রাদিকৃতেন চ।
তুষ্টোঽসকৃৎ তথা দৈন্যমশ্রুধৌতাননো গতঃ ॥
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতা তাত সঙ্কটে।
জ্ঞানমেতন্ময়া প্রাপ্তং মোক্ষসম্প্রাপ্তিকারকম্ ॥২৬
বিজ্ঞাতে যত্র সর্ব্বোঽয়মৃগ্‌যজুঃসামস স্থিতঃ।
ক্রিয়াকলাপো বিগুণো ন সম্যক্ প্রতিভাতি মে
তস্মাদুৎপন্নবোধস্য বেদৈঃ কিং মে প্রয়োজনম্
গুরুবিজ্ঞানতৃপ্তস্য নিরীহস্য সদাত্মনঃ ॥ ২৮
ষট্‌প্রকারক্রিয়া-দুঃখ-সুখ-হর্ষ-রসৈশ্চ যৎ।
গুণৈশ্চ বর্জ্জিতং ব্রহ্ম তৎ প্রাপ্স্যামি পরং পদম্
রস-হর্ষ-ভয়োদ্বেগ-ক্রোধামর্ষ-জরাতুরাম্।
বিজ্ঞাতাং শ্বমৃগগ্রাহি-সন্দ্ধপাশশতাকুলাম্ ॥৩০
তস্মাদ্‌যাস্যাম্যহং তাত ত্যক্ত্বেমাং দুঃখসন্ততিম্
ত্রয়ীধর্ম্মমধর্ম্মাঢ্যং কিম্পাকফলসন্নিভম্ ॥ ৩১

পক্ষিণ উচুঃ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা হর্ষবিস্ময়গদ্গদম্।
পিতা প্রাহ মহাভাগঃ স্বসুতং হৃষ্টমানসঃ ॥ ৩২

পিতোবাচ।

কিমেতদ্বদসে বৎস কুতস্তে জ্ঞানসম্ভবঃ।
কেন তে জড়তা পূর্ব্বমিদানীঞ্চ প্রবুদ্ধতা ॥ ৩৩
কিম্নু শাপবিকারোঽয়ং মুনিদেবকৃতস্তব।
যৎ তে জ্ঞানং তিরোভূতমাবির্ভাবমুপাগতম্ ॥
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং পরং কৌতূহলং হি মে
সর্ব্বং তদ্‌ব্রূহি মে বৎস যথা বৃত্তং পুরা তব ॥৩৫

পুত্র উবাচ।

শৃণু তাত যথা বৃত্তং মমেদং সুখ-দুঃখদম্।

রাজাদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি অনেকবার অনেক মনুষ্যের দাস ও ভৃত্য হইয়াছি। কতবার স্বামিত্ব, প্রধানত্ব এবং দরিদ্রতা ভোগ করিয়াছি; আমি কতবার কত লোককে মারিয়াছি এবং কতবার কত লোক আমাকে ও আমার লোককে মারিয়াছে। আমি অনেকবার দান করিয়াছি এবং আমার দ্রব্যও অনেকে অনেকবার দান করিয়াছে। পিতা, মাতা, সুহৃৎ ও কলত্রাদি দ্বারা আমি অনেকবার পরিতুষ্ট হইয়াছি, এবং অনেকবার দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়া অশ্রুজলে বদনমণ্ডল প্রক্ষালন করিয়াছি। ১৪—২৫। হে তাত! আমি এইরূপ সঙ্কটময় সংসারচক্রে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া মোক্ষ-সম্প্রাপ্তি-কারক জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এইরূপ জ্ঞান লাভ করায় ঋক্, যজুঃ ও সাম নামক সমস্ত ক্রিয়াকলাপ আমার পক্ষে বিগুণ ও অসম্যক্ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। সুতরাং যখন আমার জ্ঞানলাভ হইয়াছে এবং গুরুবিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়া নিশ্চেষ্ট ও সদাত্মা হইয়াছি, তখন আমার বেদজ্ঞানে প্রয়োজন কি? অতএব ষট্‌প্রকার ক্রিয়া সুখ, দুঃখ, হর্ষ, রস ও গুণবিবর্জ্জিত ব্রাহ্মপদ আমি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইব। আর রস, হর্ষ, ভয়, উদ্বেগ, ক্রোধ, অমর্ষ ও জরা দ্বারা সর্ব্বদা নিতান্ত আকুল এবং মৃগ-কুক্কুরগ্রাহী শত শত পাশসম্বন্ধে সমাকুল এই বিজ্ঞাত-দুঃখসন্ততি ও কিম্পাকফল সন্নিভ অধর্ম্মময় ত্রয়ীধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই ব্রাহ্মপদ প্রাপ্ত হইব। ২৬—৩১। পক্ষীরা কহিল, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাভাগ পিতা আহ্লাদিতচিত্তে ও হর্ষ-বিস্ময়-গদ্গদ স্বরে স্বীয় পুত্রকে কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা বলিতেছ, একি? কোথা হইতেই বা তোমার এ প্রকার জ্ঞানের সঞ্চার হইল? পূর্ব্বে তুমি জড়স্বভাব ছিলে, এক্ষণেই বা কোথা হইতে এ প্রকার প্রবুদ্ধতা জন্মিল? তোমার তিরোভূত জ্ঞান যে, সহসা আবির্ভূত হইল, এ কি মুনি বা দেবকৃত শাপের বিকার? সুতরাং বৎস! পূর্ব্বে তোমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমস্তই আমার নিকট বর্ণন কর, আমার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে, আমি তৎসমস্তই শ্রবণ করিব। ৩২—৩৫। পুত্র কহিলেন, তাত!

যশ্চাহমোসমস্তস্মিন্ জন্মস্থস্মৎপরন্তু যৎ ॥ ৩৬
অহম্যাসং পুরা বিপ্রো ন্যস্তাত্মা পরমাত্মনি।
আত্মবিদ্যাবিচারেষু পরাং নিষ্ঠামুপাগতঃ ॥ ৩৭
সততং যোগযুক্তস্য সততাভ্যাসসঙ্গমাৎ।
সৎসংযোগাৎ স্বস্বভাবাদ্বিচারবিধিশোধনাৎ ॥৩৮
তস্মিন্নেব পরা প্রীতির্মমাসীদ্যুগুতঃ সদা।
আচার্য্যতাঞ্চ সম্প্রাপ্তঃ শিষ্যসন্দেহহৃত্তমঃ ॥ ৩৯
ততঃ কালেন মহতা ঐকান্তিকমুপাগতঃ।
অজ্ঞানাকৃষ্টসদ্ভাবো বিপন্নশ্চ প্রমাদতঃ ॥ ৪০
উৎক্রান্তিকালাদারভ্য স্মৃতিলোপো ন মেহভবৎ
যাবদদ্য গতশ্চৈব জন্মনাং স্মৃতিমাগতম্ ॥ ৪১
পূর্ব্বাভ্যাসেনতেনৈব সোহহং তাত জিতেন্দ্রিয়ঃ
যতিষ্যামি তথা কর্ত্তুং ন ভবিষ্যে যথা পুনঃ ॥৪২
জ্ঞানদানফলং হ্যেতদ্যজ্জাতিস্মরণং মম।
ন হ্যেতৎ প্রাপ্যতে তাত ত্রয়ীধর্ম্মাশ্রিতৈর্নরৈঃ ॥
সোহহং পূর্ব্বাশ্রমাদেব নিষ্ঠাধর্ম্মমুপাশ্রিতঃ।
একান্তিত্বমুপাগম্য যতিষ্যাম্যাত্মমোক্ষণে ॥ ৪৪
তদ্ব্রূহি ত্বং মহাভাগ যৎ তে সাংশয়িকং হৃদি
এতাবতাপি তে প্রীতিমুৎপাদ্যানৃণ্যমাপ্নুয়াম্ ॥৪৫

পক্ষিণ ঊচুঃ।

পিতা প্রাহ ততঃ পুত্রং শ্রদ্দধৎ তস্য তদ্বচঃ।
ভবতা যদ্বয়ং পৃষ্টাঃ সংসারগ্রহণাশ্রয়ম্ ॥ ৪৬

পুত্র উবাচ।

শৃণু তাত যথা তত্ত্বমনুভূতং ময়াসকৃৎ।
সংসারচক্রমজরং স্থিতির্যস্য ন বিদ্যতে ॥ ৪৭
সোহহং বদামি তে সর্ব্বং তবৈবানুজ্ঞয়া পিতঃ
উৎক্রান্তিকালাদারভ্য যথা নান্যো বদিষ্যতি ॥
উষ্মা প্রকুপিতঃ কায়ে তীব্রবায়ুসমীরিতঃ।

আমার এই সুখ-দুঃখপ্রদায়ক প্রাক্তন বৃত্তান্ত এবং অন্য জন্মে যে ছিলাম ও যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্তই বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্ব জন্মে একজন ব্রাহ্মণ ছিলাম। তখন পরমাত্মায় নিরন্তর আত্মাকে বিন্যস্ত করিয়া আত্মবিদ্যায় পরম নিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলাম। সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকায় সাধুতা অভ্যাস, সৎসংযোগ, সৎস্বভাব, বিচার বিধিশোধন এবং নিরন্তর পরমাত্মায় যুক্ত থাকায় সেই জন্মে আমি অত্যন্ত প্রীতিমান্ হইয়াছিলাম, আর শিষ্যদিগের সন্দেহ-নিবারকতম আচার্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ৩৬—৩৯। কিছুকাল গত হইলে আমি ঐকান্তিক হইয়া উঠিলাম। পরে অজ্ঞান-জন্য আকৃষ্টসদ্ভাব হইয়া প্রমাদ বশতঃ বিপন্ন হইলাম বটে, কিন্তু সেই মৃত্যুকাল অবধি আমার আর স্মৃতিলোপ হইল না। সেই জন্য জন্মকাল অবধি যত বৎসর গত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া আছে। অতএব হে তাত! আমি পূর্ব্বাভ্যাসের বলে জিতেন্দ্রিয় হইয়া পুনরায় সেইরূপ যত্নবান হইব, যাহাতে আমি এই জ্ঞান ও দানের ফলস্বরূপ জাতিস্মর হইয়াছি। হে পিতঃ! ত্রয়ীধর্ম্মাশ্রিত মানবগণ এপ্রকার জাতিস্মর হইতে পারে না। আমি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত নিষ্ঠাধর্ম্মের উপাশ্রয়ে ঐকান্তিকত্ব লাভ করিয়া আত্মমোক্ষণে যত্নবান্ হইব, অতএব হে মহাভাগ! আপনার হৃদয়মধ্যে যে কিছু সংশয় আছে, আজ্ঞা করুন, আমি এইমাত্র উপায়েই তদ্বিষয়ে আপনার প্রীতি উৎপাদন করিয়া অঋণী হইব। ৪০—৪৫। পক্ষীরা কহিল, অনন্তর তদীয় পিতা তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জীবপুঞ্জের জন্ম-মৃত্যু বিষয়ে আপনি আমাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও পুত্রকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পুত্র কহিলেন, হে তাত! আমি বারংবার যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা যথাতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ করুন! এই যে সংসারচক্র, ইহার জরাও নাই, স্থিতিও নাই। পিতঃ! আমি আপনার আজ্ঞায় সে সমস্তই বলিতেছি, আর কেহই মৃত্যুকাল অবধি যাবতীয় ঘটনার বর্ণন করিতে সক্ষম হয় না। দেহের মধ্যস্থ উষ্মা (পিত্ত) প্রকুপিত হইয়া, ইন্ধনশূন্য

ভিনত্তি মর্ম্মস্থানানি দীপ্যমানো নিরিন্ধনঃ ॥৪৯
উদানো নাম পবনস্ততশ্চোর্দ্ধং প্রবর্ত্ততে।
ভুক্তানামম্বুভক্ষ্যাণামধোগতিনিরোধকৃৎ ॥ ৫০
ততো যেনাম্বুদানানি কৃতান্যন্নরসাস্তথা।
দত্তাঃ স তস্য আহ্লাদমাপদি প্রতিপদ্যতে ॥৫১
অন্নানি যেন দত্তানি শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা।
সোঽপি তৃপ্তিমবাপ্নোতি বিনাপ্যন্নেন বৈ তদা
যেনানৃতানি নোক্তানি প্রীতিভেদঃ কৃতো ন চ
আস্তিকঃ শ্রদ্দধানশ্চ স সুখং মৃত্যুমৃচ্ছতি ॥৫৩
দেবব্রাহ্মণপূজায়াং যে রতা নানুসূয়বঃ।
শুক্লা বদান্যা হ্রীমন্তস্তে নরাঃ সুখমৃত্যবঃ ॥৫৪
যো ন কামান্ন সংরম্ভান্ন দ্বেষাদ্ধর্ম্মমুৎসৃজেৎ।
যথোক্তকারী সৌম্যশ্চ স সুখং মৃত্যুমৃচ্ছতি ॥
অবারিদায়িনো দাহং ক্ষুধাঞ্চানন্নদায়িনঃ।
প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ কালে তস্মিন্ মৃত্যাবুপস্থিতে ॥
শীতং জয়ন্তীন্ধনদাস্তাপং চন্দনদায়িনঃ।
প্রাণঘ্নীং বেদনাং কষ্টাং যে চাম্বুদ্বেগকারিণঃ ॥
মোহাজ্ঞানপ্রদাতারঃ প্রাপ্নুবন্তি মহদ্ভয়ম্।
বেদনাভিরুদগ্রাভিঃ প্রপীড্যন্তেঽধমা নরাঃ ॥৫৮
কূটসাক্ষী মৃষাবাদী যশ্চাসদনুশাস্তি বৈ।
তে মোহমৃত্যবঃ সর্ব্বে তথা বেদবিনিন্দকাঃ ॥৫৯
বিভীষণাঃ পূতিগন্ধাঃ কূটমুদ্গরপাণয়ঃ।
আগচ্ছন্তি দুরাত্মানো যমস্য পুরুষাস্তদা ॥ ৬০
প্রাপ্তেষু দৃক্‌পথং তেষু জায়তে তস্য বেপথুঃ।
ক্রন্দত্যবিরতং সোঽথ ভ্রাতৃ-মাতৃ-সুতানথ ॥
সাস্য বাগস্ফুটা তাত একবর্ণা বিভাব্যতে।
দৃষ্টিশ্চ ভ্রাম্যতে ত্রাসাচ্ছ্বাসাচ্ছুষ্যত্যথাননম্ ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসান্বিতঃ সোঽথ দৃষ্টিভঙ্গসমন্বিতঃ।
ততঃ স বেদনাবিষ্টস্তচ্ছরীরং বিমুঞ্চতি ॥ ৬৩

হইয়াও তীব্র বায়ুসঞ্চালনে দীপ্যমান হয় এবং মর্ম্মস্থান সকল ভেদ করে। আর উদান নামক শরীরস্থ বায়ু তাহার উপরে প্রবর্ত্তমান হইয়া জলীয় ভক্ষ্যদ্রব্য সকলের অধোগতি নিরোধ করে; সুতরাং তৎকালে প্রাণিগণের জীবন বিয়োগ হয়। যাহারা জল বা অন্নরস দান করিয়াছে, তাহারাই সেই মৃত্যুরূপ আপৎকালে আহ্লাদ প্রাপ্ত হয়। যাহারা শ্রদ্ধা দ্বারা পবিত্রমানসে অন্নদান করিয়াছে, তাহারা বিনা অন্নেও তৎকালে তৃপ্তিলাভ করে। যে ব্যক্তি কখন মিথ্যা বলে নাই, কাহারও প্রীতিভেদ করে নাই, আস্তিক এবং শ্রদ্ধাবান তাহাদিগেরই সুখে মৃত্যু হয়। যাহারা দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজাপরায়ণ, অসূয়াবিহীন, শুদ্ধচিত্ত, বদান্য ও হ্রীমান্, তাহারাই সুখে প্রাণত্যাগ করে। যাহারা কাম, ক্রোধ বা দ্বেষ বশত কখনই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না, যাহা বলে, তাহাই করে এবং সৌম্যমূর্ত্তি, তাহারাই সুখে প্রাণত্যাগ করে। ৪৬—৫৫। আর যাহারা কখন তৃষ্ণার্ত্তকে জল বা ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করে না, তাহারাই সেই মৃত্যুকালে দাহ ও ক্ষুধা প্রাপ্ত হয়। যাহারা কাষ্ঠদান করে মৃত্যুকালে তাহাদিগের শীত হয় না; যাহারা চন্দন দান করে, তাহারা তাপ পায় না, আর যাহারা নিরন্তর প্রাণিগণকে উদ্বেজিত করে, তাহারাই মৃত্যুকালে কষ্টপ্রদ অশেষ প্রাণঘ্নী বেদনা ভোগ করিয়া থাকে। যে অধম মানবগণ লোকদিগকে মোহ ও অজ্ঞান দান করে, তাহারাই প্রাণত্যাগকালে অত্যন্ত ভয় পায় ও উদগ্র বেদনা দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া থাকে। যাহারা কূটসাক্ষ্যদাতা, মিথ্যাবাদী, বেদবিনিন্দক ও অসদনুশাসক, তাহারাই অজ্ঞানে মৃত্যুলাভ করে এবং তাহাদিগের মৃত্যুকালে পূতিগন্ধময় কূটমুদ্গর পাণি, অতি ভয়ঙ্কর, দুরাত্মা যমদূতগণ আগমন করিয়া থাকে। ৫৬—৬০। যমদূতগণ নয়নপথের পথবর্ত্তী হইবামাত্র তাহারা কম্পান্বিত কলেবরে ভ্রাতা, মাতা ও পুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া অবিরত ক্রন্দন করিতে থাকে। তখন তাহাদের বাক্য অস্ফুট ও একবর্ণময় হয়, দৃষ্টি বিঘূর্ণিত হয় এবং ত্রাস ও শ্বাস বশত আনন পরিশুষ্ক হয়। অনন্তর সে ঊর্দ্ধশ্বাসী ও দৃষ্টিবিভঙ্গসমন্বিত হইয়া বেদনা দ্বারা আক্রান্ত হয়,

বায়ুগ্রসারী তদ্রূপং দেহমন্যৎ প্রপদ্যতে।
তৎকর্ম্মজং যাতনার্থং ন মাতৃ-পিতৃসম্ভবম্।
তৎপ্রমাণবয়োঽবস্থা-সংস্থানৈঃ প্রাগ্ভবং যথা
ততো দূতো যমস্যাশু পাশৈর্বধ্নাতি দারুণৈঃ।
দণ্ডপ্রহারসন্ত্রান্তং কর্ষতে দক্ষিণাং দিশম্॥ ৬৫
কুশ-কণ্টক বল্মীক-শঙ্কু-পাষাণকর্কশে।
তথা প্রদীপ্তজ্বলনে কচিচ্ছ্বভ্রশতোৎকটে॥ ৬৬
প্রদীপ্তাদিত্যতপ্তে চ দহ্যমানে তদংশুভিঃ।
কৃষ্যতে যমদূতৈশ্চাশিবসন্নাদভীষণৈঃ॥ ৬৭
বিকৃষ্যমাণস্তৈর্ঘোরৈর্ভক্ষ্যমাণঃ শিবাশতৈঃ।
প্রযাতি দারুণে মার্গে পাপকর্ম্মা যমক্ষয়ম্॥৬৮
ছত্রোপানৎপ্রদাতারো যে চ বস্ত্রপ্রদা নরাঃ।
তে যান্তি মনুজা মার্গং তং সুখেন তথান্নদাঃ॥
এবং ক্লেশাননুভবন্নবশঃ পাপপীড়িতঃ।
নীয়তে দ্বাদশাহেন ধর্ম্মরাজপুরং নরঃ॥ ৭০
কলেবরে দহ্যমানে মহান্তং দাহমৃচ্ছতি।
তাড্যমানে তথৈবার্ত্তিং ছিদ্যমানে চ দারুণাম্
ক্লিদ্যমানে চিরতরং জন্তুর্দুঃখমবাপ্নুতে।
স্বেন কর্ম্মবিপাকেন দেহান্তরগতোঽপি সন্॥৭২
তত্র যদ্বান্ধবাস্তোয়ং প্রযচ্ছন্তি তিলৈঃ সহ।
যচ্চ পিণ্ডং প্রযচ্ছন্তি নীয়মানস্তদশ্নুতে॥ ৭৩
তৈলাভ্যঙ্গো বান্ধবানামঙ্গসংবাহনঞ্চ যৎ।
তেন চাপ্যায্যতে জন্তুর্যচ্চাশ্নন্তি স বান্ধবাঃ॥৭৪
ভূমৌ স্বপদ্ভির্নাত্যন্তং ক্লেশমাপ্নোতি বান্ধবৈঃ
দানং দদদ্ভিশ্চ তথা জন্তুরাপ্যায্যতে মৃতঃ॥৭৫
নীয়মানঃ স্বকং গেহং দ্বাদশাহং স পশ্যতি।
উপভুঙ্ক্তে তথা দত্তং তোয়পিণ্ডাদিকং ভুবি॥
দ্বাদশাহাৎ পরং ঘোরমায়সং ভীষণাকৃতিম্।
যাম্যং পশ্যত্যথো জন্তুঃ কৃষ্যমাণঃ পুরং ততঃ॥
গতমাত্রোঽতিরক্তাক্ষং ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভম্।

এবং সেই শরীর পরিত্যাগ করে। পরে বায়ুর অগ্রসারী হইয়া কর্ম্মজন্য যন্ত্রণা অর্থাৎ নরকযন্ত্রণাভোগের নিমিত্ত অমাতৃপিতৃসম্ভূত অন্য দেহ ধারণ করে এবং সেই দেহে পূর্ব্বের ন্যায় বয়স, অবস্থা ও সংস্থান দ্বারা সংযুক্ত হয়। অনন্তর যমদূতগণ তাহাদিগকে দারুণ পাশে বন্ধন করিয়া দণ্ডতাড়নে সন্ত্রাস্ত করিতে করিতে দক্ষিণদিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। ৬১—৬৫। অশিবনিনাদভীষণ যমদূতগণ কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া শত শত ভয়ঙ্কর শিবাগণে ভক্ষ্যমাণ হইতে হইতে পাপাত্মগণ যে পথে যমালয়ে গমন করে, তাহা অতীব ভয়ঙ্কর এবং কুশ, কণ্টক, বল্মীক, শঙ্কু ও পাষাণ দ্বারা অত্যন্ত কঠিন। তাহার কোন স্থান প্রদীপ্ত হুতাশনে উত্তপ্ত, কোন স্থান শত শত গর্ত্তে উৎকট, কোন স্থান সূর্য্যতাপে অত্যন্ত উষ্ণ এবং কোন স্থান বা আদিত্যকিরণে দহ্যমান হইতেছে। যে মনুষ্যগণ ছত্র, উপানহ, বস্ত্র বা অন্ন দান করিয়াছে, তাহারাই অনায়াসে সেই পথে গমন করিতে পাবে। ৬৬—৬৯। পাপাত্মা নরগণ এইরূপ ক্লেশানুভবে অবশ হইয়া দ্বাদশ দিবসে ধর্ম্মরাজনগরে নীত হয়। যখ কলেবর দগ্ধ হইতে থাকে, তখন তাহারা দাহ উপভোগ করে এবং শরীর তাড্যমান বা ছিদ্যমান হইলে তীব্র বেদনা অনুভব করিতে থাকে। ঐ দেহ যখন ক্লিন্ন হইতে থাকে, তখন দেহান্তর অবলম্বন করিলেও স্বীয় কর্ম্মবিপাকে চিরতর দুঃখ অনুভব করিতে হয়। বান্ধবগণ তদুদ্দেশে যে তিল সহিত জল বা পিণ্ড প্রদান করে, তখন তাহাই তাহার নিকট নীয়মান হয় এবং সে উহাই ভক্ষণ করে। বান্ধবগণের তৈলাভ্যঙ্গতা, অঙ্গ-সংবাহন, ভোজন ও তদুদ্দেশে দান দ্বারা সেই মৃত ব্যক্তি আপ্যায়িত হয় এবং বন্ধুদিগের ভূমিশয়নে তাহার ক্লেশ দূর হয়। ৭০—৭৫। তাহারা দ্বাদশ দিবসে পুনরায় স্বীয়গৃহে আনীত হয় এবং তদুদ্দেশে মৃত্তিকোপরি সমর্পিত জল ও পিণ্ডাদি উপভোগ করিয়া থাকে। দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে পুনরায় যমদূতগণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অতীব বৃহৎ ভীষণাকৃতি লৌহময় যমপুর দর্শন করে। অনন্তর তথায় গমন

মৃত্যুকালান্তকাদীনাং মধ্যে পশুতি বৈ যমম্ ॥
দংষ্ট্রাকরালবদনং ভ্রুকুটীদারুণাকৃতিম্।
বিরূপৈর্ভীষণৈর্বক্রৈর্বৃতং ব্যাধিশতৈঃ প্রভুম্ ॥
দণ্ডাসক্তং মহাবাহুং পাশহস্তং সুভৈরবম্।
তন্নির্দ্দিষ্টাং ততো যাতি গতিং জন্তুঃশুভাশুভাম্
রৌরবে কূটসাক্ষী তু যাতি যশ্চানৃতো নরঃ।
তস্য স্বরূপং গদতো রৌরবস্য নিশাময় ॥ ৮১
যোজনানাং সহস্রে দ্বে রৌরবো হি প্রমাণতঃ।
জানুমাত্রপ্রমাণশ্চ ততঃ শ্বভ্রঃ সুদুস্তরঃ ॥ ৮২
তত্রাঙ্গারচয়োপেতং কৃতঞ্চ ধরণীসমম্।
জাজ্বল্যমানস্তীব্রেণ তাপিতাঙ্গারভূমিনা ॥ ৮৩
তন্মধ্যে পাপকর্ম্মাণং বিমুঞ্চন্তি যমানুগাঃ।
স দহ্যমানস্তীব্রেণ বহ্নিনা তত্র ধাবতি ॥ ৮৪
পদে পদে চ পাদোঽস্য শীর্য্যতে জীর্য্যতে পুনঃ
অহোরাত্রেণোদ্ধরণং পাদন্যাসঞ্চ গচ্ছতি ॥৮৫

এবং সহস্রমুত্তীর্ণো যোজনানাং বিমুচ্যতে।
ততোঽন্যং পাপশুদ্ধ্যর্থং তাদৃঙ্নিরয়মৃচ্ছতি ॥
ততঃ সর্ব্বেষু নিস্তীর্ণঃ পাপী তির্য্যক্‌ত্বমশ্নুতে।
কৃমি-কীট-পতঙ্গেষু শ্বাপদে মশকাদিষু ॥ ৮৭
গত্বা গজদ্রুমাদ্যেষু গোষশ্বেষু তথৈব চ।
অন্যাসু চৈব পাপাসু দুঃখদাসু চ যোনিষু ॥৮৮
মানুষং প্রাপ্য কুব্জো বা কুৎসিতো বামনোঽপি বা।
চণ্ডালপুক্কসাদ্যাসু নরো যোনিষু জায়তে ॥
অবশিষ্টেন পাপেন পুণ্যেন চ সমন্বিতঃ।
ততশ্চারোহণীং জাতিং * শূদ্র-বৈশ্য-নৃপাদিকাম্
বিপ্রদেবেন্দ্রতাঞ্চাপি কদাচিদবরোহণীম্।
এবন্তু পাপকর্ম্মাণো নরকেষু পতন্ত্যধঃ ॥ ৯১

করিয়া মৃত্যু, কাল, অন্তক প্রভৃতি পারিষদ-বর্গে পরিবেষ্টিত, রক্তলোচন ও ভিন্নাঞ্জনচয়-প্রভ যমরাজকে অবলোকন করে। তিনি দংষ্ট্রাবলী ও ভ্রুকুটী-বিভঙ্গে অতীব করাল-বদন এবং কিরূপ, ভীষণাকার ও বক্রাকৃতি শত শত ব্যাধি দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত! তিনি মহাবাহু; যমদণ্ড ও পাশ ধারণ করায় তাঁহার আকার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। প্রাণিগণ সেই যমরাজ-নির্দ্দিষ্ট শুভাশুভ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৬—৮০। কূটসাক্ষ্য-প্রদাতা ও মিথ্যাবাদী মানবগণ রৌরব নরকে গমন করিয়া থাকে। হে তাত! সেই রৌরব নরকের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই রৌরব নরক দুই সহস্র যোজন-পরিমিত, তাহাতে জানুমাত্র পরিমিত সুদুস্তর গর্ত্ত; সেই গর্ত্ত মধ্যে মৃত্তিকাসম অঙ্গার-নিচয় এবং সেই তীব্র অঙ্গারনিচয়ে পরি-তপ্ত হইয়া উহা নিরন্তর জাজ্বল্যমান হইয়া থাকে। যমকিঙ্করগণ পাপাত্মা মানবদিগকে তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করে, আর তাহারা সেই তীব্র বহ্নিতে দহ্যমান হইয়া ইতস্ততঃ পরিধাবিত হয়। এইরূপে চরণযুগল তথায় এরূপ শীর্ণ ও জীর্ণ হয় যে, অহোরাত্র মধ্যে একবার পাদন্যাস বা পাদোদ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। এবম্প্রকারে পাদবিক্ষেপ করিয়া সহস্র যোজন উত্তীর্ণ হইলে, তথা হইতে মুক্তি হয় এবং পাপশুদ্ধির নিমিত্ত তাহারা পুনরায় তাদৃশ অন্য নরকে গমন করে। ৮০—৮৬। পাপাত্মারা এইরূপে সমস্ত নরক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তীর্য্যক্‌যোনিত্ব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে কৃমি, কীট, পতঙ্গ, শ্বাপদ, মশক, গো, অশ্ব, হস্তী ও বৃক্ষলতাদি নানাবিধ কষ্টপ্রদ যোনিতে জন্মগ্রহণ করত মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কুব্জ, কুৎসিত ও বামন-আদিরূপে চণ্ডাল ও পুক্কস প্রভৃতি জঘন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তখন অবশিষ্ট পুণ্য দ্বারা মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া (যদি পুণ্যসঞ্চয় করে, তবে) আরোহিণী গতি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশ শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও দেবেন্দ্র পর্য্যন্ত হইতে পারে। আর (যদি পুনরায় অধর্ম্মাচরণ করে, তবে পুনর্ব্বার) অবরোহিণী গতি প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে সেই নরক সকলে নিপাতিত হয়। ৮৭—৯১।

---

* যোনিমিতি পাঠান্তরম্।

যথা পুণ্যকৃতো যান্তি তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
তে যমেন বিনির্দ্দিষ্টাং যান্তি পুণ্যাং গতিং নরাঃ
প্রগীতগন্ধর্ব্বগণাঃ প্রনৃত্তাপ্সরসাংগণাঃ।
হারনূপুরমাধুর্য্য-শোভিতান্যুত্তমানি চ।
প্রযান্ত্যাশু বিমানানি নানাদিব্যস্রগুজ্জ্বলাঃ॥
তস্মাচ্চ প্রচ্যুতা রাজ্ঞামন্যেষাঞ্চ মহাত্মনাম্।
জায়ন্তে চ কুলে তত্র সদ্বৃত্তপরিপালকাঃ॥ ৯৪
ভোগান সম্প্রাপ্নুবন্ত্যগ্র্যাংস্ততো যান্ত্যূর্দ্ধমন্যথা।
অবরোহণীঞ্চ সম্প্রাপ্য পূর্ব্ববদ্‌যান্তি মানবাঃ॥
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথা জন্তুর্বিপদ্যতে।
অতঃ শৃণুষ্ব বিপ্রর্ষে যথা গর্ভং প্রপদ্যতে॥৯৬

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতা-পুত্র-সংবাদে
দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

অনন্তর পুণ্যবান্ মানবগণ যে প্রকারে গমন করেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। পুণ্যবান্ মানবগণও যমের বিনির্দ্দিষ্ট পুণ্যময়ী গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যখন তাঁহারা গমন করেন, তখন চতুর্দ্দিকে গন্ধর্ব্বগণ গমন করে, অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে থাকে এবং হার, নূপুর ও মাধুর্য্য প্রভৃতি দ্বারা পরিশোভিত বিমান সকল তাঁহাদিগের নিকটে সমাগত হয়, আর তাঁহারা শীঘ্রই নানাপ্রকার দিব্যমাল্য ধারণে উজ্জ্বল হইয়া তদারোহণে গমন করিয়া থাকেন। অনন্তর পুণ্যের শেষ হইলে সেই বিমান হইতে প্রচ্যুত হইয়া অন্য মহাত্মা রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সদ্বৃত্তপরিপালক মনুষ্য হন এবং নানাপ্রকার ভোগ উপভোগ করিয়া ক্রমশ ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন। আর যদি অবরোহিণী দশায় নিপতিত হয়, তবে পূর্ব্ব-কথিতানুসারে সমস্ত ভোগ করে। হে তাত! প্রাণিগণ যে প্রকারে বিপন্ন হয়, তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। হে বিপ্রর্ষে! যে প্রকারে গর্ভধারণ হয়, এক্ষণে তাহাই কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ৯১—৯৬।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

পুত্র উবাচ।

নিষেকং মানবং স্ত্রীণাং বীজং প্রোপ্তং রজস্যথ
বিমুক্তমাত্রো নরকাৎ স্বর্গাদ্বাপি প্রপদ্যতে॥ ১
তেনাভিভূতং তৎ স্থৈর্য্যং যাতি বীজদ্বয়ং পিতঃ
কললত্বং বুদ্বুদত্বং ততঃ পেশিত্বমেব চ॥ ২
পেশ্যাং যথানুবীজং স্যাদঙ্কুরস্তদ্বদুচ্যতে।
অঙ্গানাঞ্চ তথোৎপত্তিঃ পঞ্চানামনুভাগশঃ॥৩
উপাঙ্গান্যঙ্গুলী-নেত্র-নাসাস্য-শ্রবণানি চ।
প্ররোহং যান্তি চাঙ্গেভ্যস্তদ্বৎ তেভ্যো নখাদিকম্
ত্বচি রোমাণি জায়ন্তে কেশাশ্চৈব ততঃ পরম্
সমং সম্যক্‌মায়াতি হৈনেবোল্বকোষকম্॥ ৫
নারিকেলফলং যদ্বৎ সকোষং বৃদ্ধিমৃচ্ছতি।
তদ্বৎ প্রয়াত্যসৌ বৃদ্ধিং সকোষোঽধোমুখঃ
স্থিতঃ *॥ ৬

একাদশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, হে তাত! নিষেককালে স্ত্রীলোকের রজোমধ্যে মানবগণের যে বীজ উপ্ত হয়, স্বর্গ বা নরক হইতে মুক্তিমাত্রই প্রাণিগণ তাহা অবলম্বন করে এবং তৎকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া সেই বীজদ্বয় স্থৈর্য্য ভাব প্রাপ্ত হয়। পরে কলল, বুদ্বুদ ও পেশীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই পেশীমধ্যে যে সূক্ষ্ম বীজ থাকে, তাহাকে অঙ্কুর কহে এবং সেই অঙ্কুর হইতে ভাগানুক্রমে অঙ্গপঞ্চকের উৎপত্তি হয়। পরে উপাঙ্গ সকল অর্থাৎ অঙ্গুলী, নেত্র, নাসিকা, মুখ ও শ্রবণাদি উৎপত্তি হয় এবং সেই উপাঙ্গ সকলে যে প্ররোহ জন্মে, তাহা হইতে নখাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। তদনন্তর ত্বকের উপর রোমাবলী ও কেশপাশ সঞ্জাত হয়। এইরূপে তদীয় অঙ্গ সকল ও উল্বকোষ, উভয়েই সমভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অর্থাৎ নারিকেল ফল যে প্রকার কোষের

---

* এবং বৃদ্ধি সমাপ্নোতি জন্তুঃ স্ত্রীগর্ভসংস্থিতঃ ইতি পাঠান্তরং কচিদ্দৃশ্যতে।

তলে তু জানু পার্শ্বাভ্যাং করৌ ন্যস্য স বর্দ্ধতে।
অঙ্গুষ্ঠৌ চোপরি ন্যস্তৌ জান্বোরগ্রে তথাঙ্গুলী
জানুপৃষ্ঠে তথা নেত্রে জানুমধ্যে চ নাসিকা।
স্ফিচৌ পার্ষ্ণিদ্বয়স্থে চ বাহুজঙ্ঘে বহিঃস্থিতে॥
এবং বৃদ্ধিং ক্রমাদ্যাতি জন্তুঃ স্ত্রীগর্ভসংস্থিতঃ।
অন্যসত্ত্বোদরে জন্তোর্যথা রূপং তথা স্থিতিঃ॥
কাঠিন্যমগ্নিনা যাতি ভুক্তপীতেন জীবতি।
পুণ্যাপুণ্যাশ্রয়ময়ী স্থিতির্জন্তোস্তথোদরে॥১০
নাড়ী চাপ্যায়নী নাম নাভ্যাং তস্য নিবধ্যতে
স্ত্রীণাং তথান্ত্রশুষিরে সা নিবদ্ধোপজায়তে॥১১
ক্রামন্তি ভুক্তপীতানি স্ত্রীণাং গর্ভোদরে যথা।
তৈরাপ্যায়িতদেহোঽসৌ জন্তুর্বৃদ্ধিমুপৈতি বৈ॥

স্মৃতীস্তস্য প্রযান্ত্যস্য বহ্ব্যঃ সংসারভূময়ঃ।
ততো নির্ব্বেদমায়াতি পীড্যমান ইতস্ততঃ॥১৩
পুনর্নৈবং করিষ্যামি মুক্তমাত্র ইহোদরাৎ।
তথা তথা যতিষ্যামি গর্ভং নাপ্স্যাম্যহং যথা॥
ইতি চিন্তয়তে স্মৃত্বা জন্মদুঃখশতানি বৈ।
যানি পূর্ব্বানুভূতানি দৈবভূতানি যানি বৈ॥
ততঃ কালক্রমাজ্জন্তুঃ পরিবর্ত্তত্যধোমুখঃ।
নবমে দশমে বাপি মাসি সঞ্জায়তে যতঃ॥১৬
নিষ্ক্রাম্যমাণো বাতেন প্রাজাপত্যেন পীড্যতে
নিষ্ক্রাম্যতে চ বিলপন্ হৃদি দুঃখনিপীড়িতঃ॥
নিষ্ক্রান্তশ্চোদরান্মূর্চ্ছামসহ্যাং প্রতিপদ্যতে।
প্রাপ্নোতি চেতনাঞ্চাসৌ বায়ুস্পর্শসমন্বিতঃ॥১৮
ততস্তং বৈষ্ণবী মায়া সমাস্কন্দতি মোহিনী।
তয়া বিমোহিতাত্মাসৌ জ্ঞানভ্রংশমবাপ্নুতে॥১৯
ভ্রষ্টজ্ঞানো বালভাবং ততো জন্তুঃ প্রপদ্যতে।

সহিত পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ সেই প্রাণীও গর্ভকোষের সহিত অধোমুখে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১—৬। প্রাণিগণ যখন গর্ভ-কোষে অধোমুখে অবস্থান করে, তখন জানু ও পার্শ্বের সহিত করদ্বয় নিম্নভাগে বিন্যস্ত থাকে; অঙ্গুষ্ঠযুগল জানুর উপরি থাকে এবং অন্যান্য অঙ্গুলিসকল জানুর অগ্রভাগে প্রসৃত হয়। তথায় নেত্রযুগল জানুপৃষ্ঠে ও নাসিকা জানুদ্বয়ের মধ্যভাগে সংলগ্ন থাকে। তৎকালে স্ফিক্‌দ্বয় পার্ষ্ণির উপর এবং বাহু ও জঙ্ঘা বহির্ভাগে সংস্থিত হয়। প্রাণিগণ গর্ভবাসে সংস্থিত হইয়া এইরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আর অন্যান্য প্রাণিগণের মধ্যে যাহার যেরূপ আকৃতি, সে তদ্রূপে তথায় অবস্থান করে। উদরস্থ অগ্নি দ্বারা ক্রমশ কঠিন হয় এবং ভুক্ত বা পীত পদার্থ দ্বারা তাহার জীবন ধারণ হয়। গর্ভবাসও আবার পুণ্য ও পাপের আধিক্য বশত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যাহা হউক, তাহার নাভিতে যে আপ্যায়নী নাম্নী নাড়ী নিবদ্ধ থাকে, তাহা স্ত্রীলো-কের অন্ত্রশুষিরে সংলগ্ন। সেই ছিদ্র দ্বারা স্ত্রীলোকের ভুক্তপীত পদার্থ সকল তথায় সংক্রমণ করে, আর তদ্দ্বারা আপ্যা-য়িত-দেহ হইয়া সেই জন্তু পরিবর্দ্ধিত হইতে

থাকে। ৭—১২। তখন অনেক প্রকার সংসারভূমি তাহার স্মৃতিপথে পতিত হয় এবং ইতস্তত পীড্যমান হইয়া সে অত্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। দৈবজন্য পূর্ব্বানুভূত শত শত জন্মদুঃখ সকল স্মরণ করিয়া তৎকালে সে এইরূপ চিন্তা করিতে থাকে যে,—"আমি এই উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই এ প্রকার কার্য্য আর করিব না। এবার তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইব,—যাহাতে পুনরায় গর্ভবাস জন্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়।" ১৩—১৫। অনন্তর সেই অধোমুখ প্রাণী কালক্রমে নবম বা দশম মাসে যখন পরিবর্ত্তিত হয়, তখন তাহার জন্ম হয়। তৎকালে প্রাজাপত্য বায়ু দ্বারা সে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া নিষ্ক্রাম্যমাণ হয় এবং হৃদয়স্থ দুঃখভারে নিপীড়িত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বহির্গত হয়। এইরূপে উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই অত্যন্ত মূর্চ্ছিত হয় ও বায়ুস্পর্শে চৈতন্য লাভ করে। অনন্তর মোহিনী বৈষ্ণবী মায়া তাহাকে আস্কন্দন করে; আর সেই মায়া দ্বারা বিমোহিতাত্মা হইলে, তাহার জ্ঞানভ্রংশ হয়। এইরূপে জ্ঞানভ্রষ্ট হইলে সেই প্রাণী ক্রমশঃ বাল্য

ততঃ কৌমারকাবস্থাং যৌবনং বৃদ্ধতামপি ॥ ২০
পুনশ্চ মরণং তদ্বজ্জন্ম চাপ্নোতি মানবঃ।
ততঃ সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রাম্যতে ঘটিযন্ত্রবৎ ॥
কদাচিৎ স্বর্গমাপ্নোতি কদাচিন্নিরয়ং নরঃ।
নরকঞ্চৈব স্বর্গঞ্চ কদাচিচ্চ মৃতোঽশ্নুতে ॥ ২২
কদাচিদত্রৈব পুনর্জ্জাতঃ স্বং কর্ম্ম সোঽশ্নুতে।
কদাচিদ্ভুক্তকর্ম্মা চ মৃতঃ স্বল্পেন গচ্ছতি ॥ ২৩
কদাচিদল্পশ্চ ততো জায়তেঽত্র শুভাশুভৈঃ।
স্বর্লোকে নরকে চৈব ভুক্তপ্রায়ো দ্বিজোত্তম ॥
নরকেষু মহদ্দুঃখমেতদ্যৎ স্বর্গবাসিনঃ।
দৃশ্যন্তে তাত মোদন্তে পাত্যমানাশ্চ নারকাঃ ॥
স্বর্গেঽপি দুঃখমতুলং যদারোহণকালতঃ।
প্রভৃত্যহং পতিষ্যামীত্যেতন্মনসি বর্ত্ততে ॥২৬
নারকাংশ্চৈব সম্প্রেক্ষ্য মহদ্দুঃখমবাপ্যতে।
এতাং গতিমহং গন্তেত্যহর্নিশমনির্বৃতঃ ॥ ২৭
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং জায়মানস্য যোনিতঃ।
জাতস্য বালভাবে চ বৃদ্ধত্বে দুঃখমেব চ ॥ ২৮
কামের্ষ্যা-ক্রোধসম্বন্ধং যৌবনে চাতিদুঃসহম্।
দুঃখপ্রায়া বৃদ্ধতা চ মরণে দুঃখমুত্তমম্ ॥ ২৯
কৃষ্যমাণস্য যাম্যৈশ্চ নরকেষু চ পাত্যতঃ।
পুনশ্চ গর্ভো জন্মাথ মরণং নরকস্তথা ॥ ৩০
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ জন্তবো ঘটিযন্ত্রবৎ।
ভ্রাম্যন্তে প্রাকৃতৈর্বন্ধৈর্বদ্ধা বধ্যন্তি চাসকৃৎ ॥৩১
নাস্তি তাত সুখং কিঞ্চিদত্র দুঃখশতাকুলে।
তস্মান্মোক্ষায় যততা কথং সেব্যা ময়া ত্রয়ী ॥৩২

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতা-পুত্রসংবাদে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

কৌমার, যৌবন ও বৃদ্ধতা প্রভৃতি নানা দশা উপভোগ করে এবং পুনরায় প্রাণত্যাগ করিয়া আবার তদ্রূপ জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং ঘটীযন্ত্রের ন্যায় এই সংসারচক্রে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ১৬—২১। সে কখন স্বর্গে, কখন নরকে এবং কখন বা উভয় স্থানেই গমন করিয়া থাকে। আর কখন বা এই স্থানেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মফল সকল ভোগ করিতে থাকে। কখন কর্ম্ম সকলের ফলভোগ করিয়া স্বল্পকালের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। হে দ্বিজসত্তম! কখন বা সামান্য মাত্র শুভাশুভ দ্বারা অত্যল্পকাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া থাকে। স্বর্গবাসিগণ স্বর্গমধ্যে নানা প্রকার আমোদ করিতেছেন দেখিয়া নরকমধ্যে পাত্যমান পাপীদিগের মনোমধ্যে নিরতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়। এদিকে স্বর্গেও কিন্তু দুঃখের সীমা নাই; যেহেতু স্বর্গে আরোহণ কাল অবধি প্রত্যহই মনে মনে এইরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়, যে, "পুণ্যক্ষয় হইলেই আমাকেও এইরূপ নিপতিত হইতে হইবে"। হে তাত! সেই নরকবাসীদিগকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত দুঃখী হইতে হয় এবং "আমিও এইরূপ গতি প্রাপ্ত হইব" এই ভাবিয়া প্রতিদিন অত্যন্ত অসুখী হইতে হয়। একে ত গর্ভবাস অত্যন্ত দুঃখময়, তাহাতে আবার যোনিরন্ধ্র দিয়া জন্মগ্রহণ অত্যন্ত দুঃখপ্রদ। যদি জন্মগ্রহণ হইল, তবে বাল্য বা বৃদ্ধভাব উভয়ই দুঃখময় আর কাম, ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রভৃতি কারণে যৌবন কাল ত নিতান্তই দুঃখময়। আবার তদুপরি বার্দ্ধক্য দশা দুঃখের আকর-স্বরূপ, আর মরণে ত অত্যুৎকট দুঃখ আছেই। ২২—২৯। তদনন্তর যখন যমদূতগণ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া নরক মধ্যে নিপাতিত করে, তখন আর দুঃখের সীমা থাকে না। তদুপরি পুনরায় গর্ভবাস, জন্মগ্রহণ, মরণ ও নরকে অবস্থান! এবম্প্রকারে এই সংসারচক্রমধ্যে প্রাণী সকল প্রকৃত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঘটীযন্ত্রের ন্যায় নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে এবং অসকৃৎ বন্ধনযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সুতরাং হে তাত! শত শত দুঃখসঙ্কুল এই সংসারমধ্যে সুখের লেশ মাত্রও নাই। এইজন্য আমি যখন মুক্তিলাভের নিমিত্ত যত্ন করিতেছি, তখন আর বৈদিক ধর্ম্মের সেবা করিব কেন? ৷ ৩০—৩২।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়।

পিতোবাচ।

সাধু বৎস ত্বয়াখ্যাতং সংসারগহনং পরম্।
জ্ঞানপ্রদানসম্ভূতং সমাশ্রিত্য মহাফলম্॥ ১
তত্র তে নরকাঃ সর্ব্বে যথা বৈ রৌরবস্তথা।
বর্ণিতাস্তান্ সমাচক্ষ বিস্তরেণ মহামতে॥ ২

পুত্র উবাচ।

রৌরবন্তে সমাখ্যাতঃ প্রথমং নরকো ময়া।
মহারৌরবসংজ্ঞন্তু শৃণুষ নরকং পিতঃ॥ ৩
যোজনানাং সহস্রাণি সপ্ত পঞ্চ সমন্ততঃ।
তত্র তাম্রময়ী ভূমিরধস্তস্য হুতাশনঃ॥ ৪
তত্তাপতপ্তা সর্ব্বাশা প্রোদ্যদিন্দুসমপ্রভা।
বিভাত্যতিমহারৌদ্রা দর্শনস্পর্শদাদিষু॥ ৫
তস্যাং বদ্ধঃ করাভ্যাঞ্চ পদ্ভ্যাঞ্চৈব যমানুগৈঃ।
মুচ্যতে পাপকৃন্মধ্যে লুঠমানঃ স গচ্ছতি॥ ৬
কাকৈর্বকৈর্বৃকোলূকৈর্বৃশ্চিকৈর্মশকৈস্তথা।
ভক্ষ্যমাণস্তথা গৃধ্রৈর্দ্রুতং মার্গে বিকৃষ্যতে॥ ৭
দহ্যমানঃ পিতর্মাতর্ভ্রাতস্তাতেতি চাকুলঃ।
বদত্যসকৃদুদ্বিগ্নো ন শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৮
এবং তস্মান্নরৈর্মোক্ষো হ্যতিক্রান্তৈরবাপ্যতে
বর্ষাযুতাযুতৈঃ পাপং যৈঃ কৃতং দুষ্টবুদ্ধিভিঃ॥ ৯
তথান্যত্তু তমো নাম সোঽতিশীতঃ স্বভাবতঃ।
মহারৌরববদ্দীর্ঘস্তথা স তমসা বৃতঃ॥ ১০
শীতার্ত্তাস্তত্র ধাবন্তো নরাস্তমসি দারুণে।
পরস্পরং সমাসাদ্য পরিরভ্যাশ্রয়ন্তি চ॥ ১১
দন্তাশ্চেষাঞ্চ ভজ্যন্তে শীতার্ত্তিপরিকম্পিতাঃ।
ক্ষুত্তৃষ্ণাপ্রবলাস্তত্র তথৈবান্যেঽপ্যুপদ্রবাঃ॥ ১২
হিমখণ্ডবহো বায়ুর্ভিনত্ত্যস্থীনি দারুণঃ।
মজ্জাসৃগ্‌গলিতং তস্মাদশ্নুবন্তি ক্ষুধান্বিতাঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পিতা কহিলেন, বৎস! তুমি জ্ঞান-প্রদানচ্ছলে মহাফলপ্রদ পরম সংসার-গহনের বিষয় উত্তমরূপ কীর্ত্তন করিয়াছ! আর রৌরব ও অন্যান্য নরকের বিষয় যাহা বর্ণন করিলে, হে সুমতে! এক্ষণে তাহাই বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন কর। পুত্র কহিলেন, পিতঃ! প্রথমেই আপনার নিকট রৌরব নরক বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে মহারৌরব নামক নরকের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই নরক দ্বাদশ সহস্র যোজন বিস্তৃত। ইহার ভূমিসকল তাম্রময়ী এবং তন্নিম্নে হুতাশন। ঐ তাম্রময়ী ভূমিসকল সেই অনল-তাপে পরিতপ্ত হইয়া উদয়নশীল চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় সমস্ত দিগ্‌দিগন্ত পরি-শোভিত করে! উহা দর্শন বা স্পর্শ করা অতীব ভয়ঙ্কর। যমকিঙ্করগণ পাপীদিগের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া তন্মধ্যে ছাড়িয়া দেয়, আর পাপাত্মারা লুঠিতে লুঠিতে তাহার ভিতর গমন করে। পথিমধ্যে তাহারা কাক, বক, বৃক, উলূক, বৃশ্চিক, মশক ও গৃধ্র প্রভৃতি দ্বারা ভক্ষ্যমাণ হইয়া আকৃষ্ট হইতে থাকে। ১—৭ তখন দাহযন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া, ব্যাকুলচিত্তে "মাতঃ! পিতঃ! ভ্রাতঃ!" প্রভৃতি রব করিতে থাকে এবং নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না। যে দুষ্ট মানবগণ নিরন্তর পাপ করিয়া থাকে, তাহারা এইরূপে অযুত অযুত বর্ষে তাহা অতিক্রম করিয়া তথা হইতে মুক্তি লাভ করে। তৎ-পরে ঘোর অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন তমোনামক এক নরক আছে, উহা মহারৌরব নরকের ন্যায় দীর্ঘ এবং স্বাভাবিক অত্যন্ত শীতময়। যাহারা ঐ নরকে নিপতিত হয়, তাহারা সেই নিদারুণ অন্ধকারে শীতার্ত্ত হইয়া ইতস্তত ধাবিত হয় এবং অন্যান্য নারকীর সহিত মিলিত হইয়া জড়াজড়ি ভাবে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। শীতপীড়ায় নিতান্ত বিকম্পিত হয় বলিয়া তাহাদিগের দন্ত সকল ভগ্ন হইতে থাকে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অন্যান্য নানা প্রকার উপদ্রব সকল অত্যন্ত প্রবল হয়। হিমখণ্ডপ্রবাহী দারুণ বায়ু তাহা-দিগের অস্থি ভাঙ্গিয়া দেয় এবং তাহা হইতে যে মজ্জা ও রুধির গলিত হইতে থাকে, তাহারা অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়া তাহাই ভক্ষণ

লেলিহ্যমানা ভ্রাম্যন্তে পরস্পরসমাগমে ॥ ১৩
এবং তত্রাপি সুমহান্ ক্লেশস্তমসি মানবৈঃ।
প্রাপ্যতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যাবদ্দুষ্কৃতসঙ্ক্ষয়ঃ ॥ ১৪
নিকৃন্তন ইতি খ্যাতস্ততোঽন্যো নরকোত্তমঃ।
তস্মিন্ কুলালচক্রাণি ভ্রাম্যন্ত্যবিরতং পিতঃ ॥১৫
তেষারোপ্য নিকৃত্যন্তে কালসূত্রেণ মানবাঃ।
যমানুগাঙ্গুলিস্থেন আপাদতলমস্তকম্ ॥ ১৬
ন চৈষাং জীবতভ্রংশো জায়তে দ্বিজসত্তম।
ছিন্নানি তেষাং শতশঃ খণ্ডান্যৈক্যং ব্রজন্তি চ
এবং বর্ষসহস্রাণি ছিদ্যন্তে পাপকর্ম্মিণঃ।
তাবদযাবদশেষং বৈ তৎপাপং হি ক্ষয়ং গতম্
অপ্রতিষ্ঠঞ্চ নরকং শৃণুষ্ব গদতো মম।
যত্রৈস্তৈর্নারকৈর্দুঃখমসহ্যমনুভূয়তে ॥ ১৯
তান্যেব তত্র চক্রাণি ঘটীযন্ত্রাণি চান্যতঃ।
দুঃখস্য হেতুভূতানি পাপকর্ম্মকৃতাং নৃণাম্ ॥ ২০
চক্রেষ্বারোপিতাঃ কেচিদ্ভ্রাম্যন্তে তত্র মানবাঃ
যাবদ্বর্ষসহস্রাণি ন তেষাং স্থিতিরন্তরা ॥ ২১
ঘটীযন্ত্রেষু চৈবান্যে বদ্ধাস্তোয়ে যথা ঘটী।
ভ্রাম্যন্তে মানবা রক্তমুদ্গিরন্তঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২২
অন্ত্রৈর্মুখবিনিক্রান্তৈঃ নেত্রৈরশ্রুবিলম্বিভিঃ।
দুঃখানি তে প্রাপ্নুবন্তি যান্যসহ্যানি জন্তুভিঃ ॥২৩
অসিপত্রবনং নাম নরকং শৃণু চাপরম্।
যোজনানাং সহস্রং যো জ্বলদগ্ন্যাস্তৃতাবনিঃ ॥২৪
তপ্তাঃ সূর্য্যকরৈশ্চণ্ডৈর্যত্রাতীব সুদারুণৈঃ।
প্রপতন্তি সদা তত্র প্রাণিনো নরকৌকসঃ ॥২৫
তন্মধ্যে চ বনং রম্যং স্নিগ্ধপত্রং বিভাব্যতে।
পত্রাণি তত্র খড়্গানাং ফলানি দ্বিজসত্তম ॥ ২৬
শ্বানশ্চ তত্র সবলাঃ স্বনন্ত্যযুতশোভিতাঃ।
মহাবক্ত্রা মহাদংষ্ট্রা ব্যাঘ্রা ইব ভয়ানকাঃ ॥ ২৭

করে, আর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া লেহন করিতে করিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রামিত হইতে থাকে। ৮—১৩। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যতদিন সম্যক্‌রূপে পাপের ক্ষয় না হয়, মানবগণ ততদিন সেই তমোনামক নরকমধ্যে এইরূপ মহাক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। ইহার পর নিকৃন্তন নামক বিখ্যাত এক প্রধান নরক আছে। হে পিতঃ! তন্মধ্যে কুলাল-চক্র সকল অবিরত পরিভ্রমণ করিতেছে। মানবগণ সেই চক্র সকলের উপর আরোপিত হইয়া যমকিঙ্করগণের অঙ্গুলিস্থিত কাল-সূত্র দ্বারা আপাদমস্তক পরিকর্ত্তিত হয়, কিন্তু হে দ্বিজসত্তম! ইহাতেও তাহাদিগের জীবন বিনাশ হয় না, আর ঐ শত শত ছিন্ন খণ্ড সকলও একত্র সংযুক্ত হয়। যতদিন পাপাত্মা-দিগের ঐ পাপের ক্ষয় না হয়, ততদিন অর্থাৎ সহস্র সহস্র বর্ষ তাহারা তন্মধ্যে এই-রূপে ছেদিত হইতে থাকে। অনন্তর যথায় নরকবাসিগণ অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে, আমার নিকট সেই অপ্রতিষ্ঠ নামক নরকের বিষয় শ্রবণ করুন। এই নরকমধ্যেও সেই চক্র সকল ও অন্যান্য ঘটীযন্ত্র সকল পাপ-কর্ম্মকারী মানবগণের দুঃখের হেতুস্বরূপ হইয়া থাকে। কোন কোন পাপী সেই চক্রের উপর আরোপিত হইয়া পরিভ্রামিত হয়, প্রায় সহস্র বৎসর তাহাদিগকে তন্মধ্যে অবস্থান করিতে হয়। কোন কোন পাপাত্মা ক্ষুদ্র ঘটের ন্যায় আবদ্ধ হইয়া সেই ঘটীযন্ত্র দ্বারা পরিভ্রামিত হয় এবং পুনঃপুনঃ রক্ত বমন করিতে থাকে। প্রাণিগণ তথায় মুখবিনি-ক্রান্ত রক্তধারা ও নয়ন-নিপতিত অশ্রুধারায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অসহ্য দুঃখ অনুভব করে। ১৪—২৩। অনন্তর অসিপত্র নামক অন্য নরকের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই নরক জাজ্বল্যমান অনল দ্বারা পৃথিবীর সহস্র যোজন আক্রমণ করিয়া অব-স্থান করিতেছে। নরকবাসী প্রাণিগণ ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে প্রতপ্ত হইয়া এই নরকমধ্যে নিপতিত হয়। তন্মধ্যে একটী মনোহর বন আছে, দেখিলে তাহার পত্র সকল অত্যন্ত স্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু হে দ্বিজসত্তম! তাহার পত্র সকল খড়্গ-ফলকময়। তথায় ব্যাঘ্রের ন্যায় মহামুখ তীব্রদংষ্ট্র, ভয়ঙ্কর কুকুর সকল সবলে শব্দ করিতে থাকে। তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণাকাতর

ততস্তদ্বনমালোক্য শিশিরচ্ছায়মগ্রতঃ।
প্রয়ান্তি প্রাণিনস্তত্র তীব্রতৃট্পরিপীড়িতাঃ ॥২৮
হা মাতর্হা তাত ইতি ক্রন্দমানোঽতীবদুঃখিতাঃ
দহ্যমানাঙ্ঘ্রিযুগলা ধরণীস্থেন বহ্নিনা ॥ ২৯
তেষাং গতানাং তত্রাসিপত্রপাতী সমীরণঃ।
প্রবাতি তেন পাত্যন্তে তেষাং খড়্গাস্তথোপরি
ততঃ পতন্তি তে ভূমৌ জ্বলৎপাবকসঞ্চয়ে।
লেলিহ্যমানে চান্যত্র ব্যাপ্তাশেষমহীতলে ॥৩১
সারমেয়াস্ততঃ শীঘ্রং শাতয়ন্তি শরীরতঃ।
তেষামঙ্গানি রুদতামনেকাস্ততিভীষণাঃ ॥ ৩২
অসিপত্রবনং তাত ময়ৈতৎ কীর্ত্তিতং তব।
অতঃ পরং ভীমতরং তপ্তকুম্ভং নিবোধ মে ॥৩৩
সমন্ততস্তপ্তকুম্ভা বহ্নিজ্বালাসমাবৃতাঃ।
জ্বলদগ্নিচয়োদ্বৃত্ততৈলায়শ্চূর্ণপূরিতাঃ ॥ ৩৪
তেষু দুষ্কৃতকর্ম্মাণো যাম্যৈঃ ক্ষিপ্তা হ্যধোমুখাঃ
ক্বাথ্যন্তে বিস্ফুটাদ্গাত্র-গলন্মজ্জজলাবিলাঃ ॥৩৫
স্ফুটৎকপালনেত্রাস্থি-ছিদ্যমানা বিভীষণৈঃ।
গৃধ্রৈরুৎপাট্য মুচ্যন্তে পুনস্তেষ্বেব বেগিতৈঃ॥
পুনঃ সিমসিমায়ন্তে তৈলেনৈক্যং ব্রজন্তি চ।
দ্রবীভূতৈঃ শিরোগাত্র-স্নায়ু-মাংস-ত্বগস্থিভিঃ॥
ততো যাম্যৈর্নরৈরাশু দর্ব্ব্যা ঘট্টনঘট্টিতাঃ।
কৃতাবর্ত্তে মহাতৈলে মথ্যন্তে পাপকর্ম্মিণঃ ॥৩৮
এষ তে বিস্তরেণোক্তস্তপ্তকুম্ভো ময়া পিতঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মহারৌরবাদি-
নরকাখ্যানং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২॥

প্রাণিগণ স্নিগ্ধচ্ছায় সেই বনকে অবলোকন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। আর ধরণী-স্থিত অগ্নি দ্বারা দহ্যমানপদযুগল হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে "হা মাতঃ! হা পিতঃ! বলিয়া ক্রন্দন করে। ২৫—২৯। তথায় গমন করিলে পর অসিপত্রপাতী সমীরণ প্রবাহিত হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের উপর সেই খড়্গ সকল নিপাতিত হইতে থাকে। তাহারা তখন জ্বলন্ত অনলসঞ্চয় দ্বারা পরিব্যাপ্ত লেলিহ্যমান মহীতলে নিপতিত হয়। তদনন্তর সেই অতিভীষণ সারমেয় সকল তাহাদিগের শরীরস্থ অঙ্গ সকল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে থাকে, তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে। হে তাত! এই অসিপত্রবন নামক নরকের বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহার পর তদপেক্ষাও ভয়ঙ্কর তপ্তকুম্ভ নামক নরকের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই নরকের চতুর্দ্দিকে অগ্নিশিখা-সমবেত, জলদগ্নিতুল্য উদ্বৃত্ত তৈল ও লৌহচূর্ণ পরিপূরিত তপ্তকুম্ভ সকল বর্ত্তমান আছে। ৩০—৩৪। যমপুরুষগণ দুষ্কৃতকর্ম্মা মানবদিগকে অধোমুখ করিয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করে। আর তাহারা অমনি বিস্ফুটিত-গাত্র ও বিগলিত-মজ্জাজল দ্বারা আবিল হইয়া ক্বাথিত হইতে থাকে। তাহাদিগের কপাল, নেত্র ও অস্থিসকল স্ফুটিত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইতে থাকে এবং ভয়ঙ্কর বেগবান গৃধ্র সকল তাহাদিগকে তথা হইতে উৎপাটিত করিয়া পুনরায় অগ্নিধ্যে নিপাতিত করে। আর তাহারা সিমসিমায়মান শব্দে মস্তক, গাত্র, স্নায়ু মাংস, ত্বক্ ও অস্থির সহিত দ্রবীভূত হইয়া তৈলের সঙ্গে মিলিয়া যায়। তৎপরে যমকিঙ্করগণ সেই পাপাত্মাদিগকে দর্ব্বী দ্বারা ঘট্টনঘট্টিত করিয়া কৃতাবর্ত্ত মহাতৈলে শীঘ্র মথিত করিতে থাকে। হে পিতঃ! আপনার নিকট এই তপ্তকুম্ভ প্রভৃতি নরকের বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিলাম। ৩৫—৩৯।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

পুত্র উবাচ।

অহং বৈশ্যকুলে জাতো জন্মতস্মাত্তু সপ্তমে।
সমতীতে গবাং রোধং নিপানে কৃতবান্ পুরা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, হে তাত! এই জন্মের সপ্তম জন্ম পূর্ব্বে আমি বৈশ্যকুলে জন্ম গ্রহণ

বিপাকাৎ কর্ম্মণস্তস্য নরকং ভৃশদারুণম্।
সম্প্রাপ্তোঽগ্নিশিখাঘোরময়োমুখখগাকুলম্ ॥ ২
যন্ত্রপীড়নগাত্রাসৃক্-প্রবাহোদ্ভূতকর্দ্দমম্।
বিশস্যমানদুষ্কর্ম্মি তন্নিপাতরবাকুলম্ ॥ ৩
পাত্যমানস্য মে তত্র সাগ্রং বর্ষশতং গতম্।
মহাতাপার্ত্তিতপ্তস্য তৃষ্ণাদাহান্বিতস্য চ ॥ ৪
তত্রাহ্লাদকরঃ সদ্যঃ পবনঃ সুখশীতলঃ।
করম্ভ-বালুকাকুম্ভ-মধ্যস্থো মে সমাগতঃ ॥ ৫
তৎসম্পর্কাদশেষাণাং নাভবদ্‌যাতনা নৃণাম্।
মম চাপি যথা স্বর্গে স্বর্গিণাং নির্বৃতিঃ পরা ॥ ৬
কিমেতদিতি চাহ্লাদ-বিস্তারস্তিমিতেক্ষণৈঃ।
দৃষ্টমস্মাভিরাসন্নং নররত্নমনুত্তমম্ ॥ ৭
যাম্যশ্চ পুরুষো ঘোরো দণ্ডহস্তোঽশনিপ্রভঃ।
পুরতো দর্শয়ন্ মার্গমিত এহীতিবাগথ ॥ ৮
পুরুষঃ স তদা দৃষ্ট্বা যাতনাশতসঙ্কুলম্।
নরকং প্রাহ তং যাম্যং কিঙ্করং কৃপয়ান্বিতঃ ॥ ৯

পুরুষ উবাচ।

ভো যাম্যপুরুষাচক্ষ্ব কিং ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
যেনেদং যাতনাভীমং প্রাপ্তোঽস্মি নরকং পরম্
বিপশ্চিদিতি বিখ্যাতো জনকানামহং কুলে।
জাতো বিদেহবিষয়ে সম্যঙ্‌মনুজপালকঃ ॥ ১১
যজ্ঞৈর্ময়েষ্টং বহুভির্ধর্ম্মতঃ পালিতা মহী।
নোৎসৃষ্টশ্চৈব সংগ্রামো নাতিথির্বিমুখো গতঃ
পিতৃ-দেবর্ষি-ভৃত্যাশ্চ ন চাপচরিতা ময়া।
কৃতা স্পৃহা চ ন ময়া পরস্ত্রীবিভবাদিষু ॥ ১৩
পর্ব্বকালেষু পিতরস্তিথিকালেষু দেবতাঃ।
পুরুষং স্বয়মায়ান্তি নিপানমিব ধেনবঃ ॥ ১৪
যতস্তে বিমুখা যান্তি বিশ্বস্য গৃহমেধিনঃ।
তস্মাদিষ্টশ্চ পূর্ত্তঞ্চ ধর্ম্মৌ দ্বাবপি নশ্যতঃ ॥ ১৫

করিয়াছিলাম। তখন নিপানে (কূপের নিকটস্থ জলাশয়ে) গোগণের গতিরোধ করিয়াছিলাম। সেই কর্ম্মবিপাক জন্য আমি ভয়ঙ্কর দারুণ নরকমধ্যে নিপতিত হই। আমি যে নরকে নিপতিত হইয়াছিলাম, তাহা অগ্নিশিখাময়; অধোমুখ পক্ষিকুল দ্বারা অত্যন্ত সঙ্কুল; যন্ত্র-নিপীড়িত প্রাণীদিগের গাত্রনির্গত অসৃক্-প্রবাহে উদ্ভূত কর্দ্দমময় এবং বিশস্যমান দুষ্কর্ম্মাদিগের সেই নরক-নিপাত-জনিত আর্ত্তনাদে সমাকুল। আমি তথায় মহাতপ-পীড়ায় উত্তপ্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর কাটাইয়াছিলাম। ১—৪। হঠাৎ এক দিবস করম্ভ-বালুকা-কুম্ভমধ্যস্থ আহ্লাদকর সুখশীতল সমীরণ সমাগত হইল। সেই সমীরণ-সম্পর্কে আমার ও নরকবাসী অন্যান্য প্রাণীদিগের যন্ত্রণা ঘুচিয়া গেল, তখন সকলেই স্বর্গবাসীর ন্যায় পরম নির্বৃতি অনুভব করিতে লাগিলাম। অনন্তর যখন আমরা "এ কি?" বলিয়া আহ্লাদ জন্য বিস্ফারিত ও স্তিমিতলোচনে ইতঃস্তত দৃষ্টিপাত করিলাম, অমনি নিকটস্থ মনুষ্যরত্ন আমাদিগের নয়নগোচর হইলেন। আরও দেখিলাম যে, একজন ভয়ঙ্কর বজ্র-তুল্য দণ্ডহস্ত যমপুরুষ "এই দিকে আসুন" বলিয়া তাঁহাকে পথ দর্শন করাইতেছে। অনন্তর সেই পুরুষ শত শত যন্ত্রণাসঙ্কুল নরক দর্শন করিয়া কৃপান্বিতচিত্তে যমপুরুষকে কহিলেন, হে যমপুরুষ! শীঘ্র বল, আমি কি পাপ করিয়াছি, যে পাপ দ্বারা আমি এই ভয়ঙ্কর যাতনাময় নরকে গমন করিতেছি? ৫—১০। দেখ, আমি পিতৃকুলে পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত, সেইজন্যই বিদেহ বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রজাপালক হইয়াছিলাম। আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি এবং ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিয়াছি। আমি কখন সংগ্রাম পরিত্যাগ করি নাই, আমার নিকট হইতে কখনও অতিথি বিমুখ হয় নাই। আমি পিতৃ, দেবতা, ঋষি বা ভৃত্যদিগকেও কখন অপচারিত করি নাই। পরস্ত্রী বা পরধনে আমার স্পৃহা ছিল না। ধেনুগণ যেমন নিপানে (কূপের নিকটস্থ জলাশয়) গমন করে, তদ্রূপ আমার নিকট পর্ব্বকালে পিতৃগণ ও তিথিকালে দেবতাগণ আগমন করিতেন। দেবতা বা পিতৃগণ যে গৃহস্থের নিকট হইতে বিমুখ হইয়া গমন করে, তাহার

পিতৃনিঃশ্বাসবিধ্বস্তং সপ্তজন্মার্জ্জিতং শুভম্।
ত্রিজন্মপ্রভবং দৈবো * নিঃশ্বাসো হন্ত্যসংশয়ম্
তস্মাদ্দেবে চ পিত্রে চ নিত্যমেব হিতোঽভবম্
সোঽহং কথমিমং প্রাপ্তো নরকং ভৃশদারুণম্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতা-পুত্রসংবাদে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পুত্র উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা তেন শৃণ্বতাং নো মহাত্মনা।
উবাচ পুরুষো যাম্যো ঘোরোঽপি প্রস্তুতং বচঃ

যমকিঙ্কর উবাচ।

মহারাজ যথাত্থ ত্বং তথৈতন্নাত্র সংশয়ঃ।
কিন্তু স্বল্পং কৃতং পাপং ভবতা স্মারয়ামি তৎ॥
বৈদর্ভী তব যা পত্নী পীবরী নাম নামতঃ।
ঋতুমত্যা ঋতুর্বন্ধ্যস্তয়া তস্যাঃ কৃতঃ পুরা॥ ৩
সুশোভনায়াং কৈকেয্যামাসক্তেন ততো ভবান্
ঋতুব্যতিক্রমাৎ প্রাপ্তো নরকং ঘোরমীদৃশম্
হোমকালে যথা বহ্নিরাজ্যপাতমবেক্ষতে।
ঋতৌ প্রজাপতিস্তদ্বদ্বীজপাতমবেক্ষতে॥ ৫
যস্তমুল্লঙ্ঘ্য ধর্ম্মাত্মা কামেষ্বাসক্তিমান্ ভবেৎ।
স তু পিত্র্যাদৃণাৎ পাপমবাপ্য নরকং পতেৎ॥৬
এতাবদেব তে পাপং নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে
তদেহি গচ্ছ পুণ্যানামুপভোগায় পার্থিব॥ ৭

রাজোবাচ।

যাস্যামি দেবানুচর যত্র ত্বং মাং নয়িষ্যসি।
কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি তন্মে ত্বং যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ৮
বজ্রতুণ্ডাস্ত্বমী কাকাঃ পুংসাং নয়নহারিণঃ।
পুনঃপুনশ্চ নেত্রাণি তদ্বদেষাং ভবন্তি হি॥ ৯

ইষ্ট বা পূর্ত্ত, উভয় ধর্ম্মই বিনষ্ট হয়। ১১—১৫ পিতৃগণের নিশ্বাসদ্বারা সপ্তজন্মের সুকৃত বিনষ্ট হয় এবং দৈব নিশ্বাসে ত্রিজন্মপ্রভৃত শুভ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। এই জন্যই আমি দৈব ও পিত্র্য বিষয়ে নিতান্তই হিতপর ছিলাম; তবে কিজন্য এই ভৃশ-দারুণ নরকে গমন করিতেছি? ১৬।১৭

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, আমরা তৎকালে শ্রবণ করিতে লাগিলাম যে, সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যমপুরুষ অতীব ভয়ঙ্কর হইলেও প্রস্তুত বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল, হে মহারাজ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঐরূপই বটে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; কিন্তু মহাশয়! আপনি অতি সামান্য মাত্র পাপাচরণ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করাইতেছি। বিদর্ভদেশসম্ভূতা পীবরী নাম্নী আপনার যে এক পত্নী ছিলেন, পূর্ব্বে তিনি ঋতুমতী হইলে আপনি তাঁহার ঋতুকে বিফল করিয়াছিলেন; কারণ আপনি তখন কেকয়দেশজাতা সুশোভনার প্রতি অত্যন্ত আসক্তচিত্ত ছিলেন। অগ্নি যেরূপ হোমকালে আজ্যপাতের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ প্রজাপতি ঋতুকালে সেই বীজপাতের অপেক্ষা করিতে থাকেন। যে ব্যক্তি তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যের প্রতি কামাসক্তচিত্ত হয়, পৈতৃক ঋণবশত পাপাপঙ্কে বিলিপ্ত হইয়া তাহাকেই নরকমধ্যে নিপতিত হইতে হয়। মহারাজ আপনি কেবলমাত্র এই পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আপনার আর অন্য কোন পাপ নাই; অতএব হে পার্থিব! আসুন, পুণ্য সকলের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত গমন করুন। ১—৭। রাজা কহিলেন, হে দেবানুচর! তুমি যথায় লইয়া যাইবে, আমি সেই স্থানেই গমন করিব, কিন্তু আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান কর। হে যমকিঙ্কর! এই বজ্রতুণ্ড কাক সকল ঐ পুরুষগণের নয়ন সকল অপহরণ করিতেছে, কিন্তু উহাদিগের নয়ন সকল আবার পুনঃপুনঃ

---

* দেবসম্বন্ধীত্যর্থঃ। দেবমিত্যপপাঠঃ।

কিং কর্ম্ম কৃতবন্তশ্চ কথয়ৈতজ্জুগুপ্সিতম্।
হরন্ত্যেষাং তথা জিহ্বাং জায়মানাং পুনর্নবাম্
করপত্রেণ পাট্যন্তে কস্মাদেতেঽতিদুঃখিতাঃ।
করম্ভবালুকাস্বেতে পচ্যন্তে তৈলগোচরাঃ ॥ ১১
অয়োমুখৈঃ খগৈশ্ছেদ্যে কৃষ্যন্তে কি বিধা বদ।
বিশ্লিষ্টদেহবন্ধার্ত্তি মহারাববিরাবিণঃ ॥ ১২
অয়শ্চঞ্চুনিপাতেন সর্ব্বাঙ্গক্ষতদুঃখিতাঃ।
কিমেতেঽনিষ্টকর্ত্তারস্তুদ্যন্তেঽহর্নিশং নরাঃ ॥
এতাশ্চান্যাশ্চ দৃশ্যন্তে যাতনাঃ পাপকর্ম্মিণাম্।
যেন কর্ম্মবিপাকেণ তন্মমাশেষতো বদ ॥ ১৪
যমকিঙ্কর উবাচ।
যন্মাং পৃচ্ছসি ভূপাল পাপকর্ম্মফলোদয়ম্।
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপেণ যথাতথম্

উদ্ভূত হইতেছে, ইহারা কি জুগুপ্সিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে? দেখ, ইহাদের জিহ্বা হৃত হইলেও পুনরায় তাহা নবীভূত হইতেছে। ইহারা কিজন্য করপত্র দ্বারা পাটিত হইয়া অতিমাত্র দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং করম্ভ-বালুকারাশি ও তৈল-মধ্যে বিপাচিত হইতেছে? কিজন্যই বা অয়োমুখ বিহঙ্গমকুলের আকর্ষণে বিশ্লিষ্ট-দেহ-বন্ধন-জনিত পীড়ায় পীড়িত হইয়া মহারবে চীৎকার করিতেছে এবং পক্ষি-গণের লৌহময় তুণ্ডাঘাতে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে? এই মনুষ্যগণ কিরূপ অনিষ্টাচরণ করিয়াছে যে, অহর্নিশ এই প্রকার যাতনা ভোগ করিতেছে? আরও দেখিতেছি যে, পাপাত্মগণ এতাদৃশ ও অন্যাদৃশ নানা প্রকার যাতনা উপভোগ করিতেছে। হে যম-কিঙ্কর! ইহা কোন্ কর্ম্মবিপাকবশে সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহা আদ্যোপান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ৮—১৪। যমকিঙ্কর কহিল, হে ভূপাল! পাপকর্ম্মের ফলোদয় বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা সংক্ষিপ্তরূপে আপনার নিকট যথাযথ বর্ণন

পুণ্যাপুণ্যে হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণ সমশ্নুতে।
ভুঞ্জতশ্চ ক্ষয়ং যাতি পাপং পুণ্যমথাপি বা ॥১৬
ন তু ভোগাদৃতে পুণ্যং কিঞ্চিদ্বা কর্ম্ম মানবম্
পাপকং বা পুনাত্যাশু ক্ষয়ো ভোগাৎ প্রজায়তে
পরিত্যজতি ভোগাচ্চ পুণ্যাপুণ্যে নিবোধ মে
দুর্ভিক্ষাদেব দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ম্
মৃতেভ্যঃ প্রমৃতা যান্তি দরিদ্রাঃ পাপকর্ম্মিণঃ।
গতিং নানাবিধাং যান্তি জন্তবঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥১৯
উৎসবাদুৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখম্
শ্রদ্দধানাশ্চ শান্তাশ্চ ধনদাঃ শুভকারিণঃ * ॥২০
ব্যালকুঞ্জরদুর্গাণি সর্পচৌরভয়াণি তু।
হতাঃ পাপেন গচ্ছন্তি পাপিনঃ কিমতঃ পরম্ ॥
সুগন্ধিমাল্য-সদ্বস্ত্র-সাধ্বযানাসনাশনাঃ।

করিতেছি। পুরুষগণ পর্য্যায়ক্রমে পুণ্যপাপ উপভোগ করে এবং উপভুক্ত হইলেই পুণ্য বা পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ভোগ না হইলে, পুণ্য বা পাপ, কোন কর্ম্মই মানবের শুদ্ধি-বিধানে সমর্থ হয় না এবং ভোগ হইলে শীঘ্রই তাহা ক্ষয় পাইয়া যায়। হে রাজন্! শ্রবণ করুন। পুণ্য পাপ উপভুক্ত হইলেই তাহার পরিহার হয়। কর্ম্মবন্ধন প্রযুক্তই প্রাণিগণ নানাবিধ গতি ভোগ করে। তন্মধ্যে যাহারা পাপাত্মা, তাহারাই দরিদ্র হয় এবং দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ, ক্লেশের পর ক্লেশ, ভয়ের পর ভয় ও মৃত্যুর পর মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। আর যাহারা শ্রদ্ধাবান্, শান্ত-চিত্ত, ধনপ্রদ ও শুভকারী তাহারাই উৎ-সবের পর উৎসব, স্বর্গের পর স্বর্গ এবং সুখের পর সুখ লাভ করিয়া থাকে। ১৫—২০। পাপিগণ পাপপ্রভাবে হত হইয়া ব্যাল ও কুঞ্জরাদি-ভয়-সঙ্কুল স্থানে গমন করিয়া থাকে; ইহা ভিন্ন তাহাদিগের আর কি গতি হইতে পারে? আর পুণ্যাত্মগণ স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে তুষ্যমান হইয়া সুগন্ধি মাল্য,

* এতদনন্তরং বিমানবরমারূঢ়াঃ স্বর্গং যান্তি সুপূজিতাঃ ইতি পদ্যার্দ্ধমধিকং কচিৎ।

ভুঞ্জমানাঃ সদা যান্তি পুণ্যৈঃ পুণ্যাটবীষপি ॥
অনেকশতসাহস্র-জন্মসঞ্চয়সঞ্চিতম্।
পুণ্যাপুণ্যং নৃণাং তদ্বৎ সুখদুঃখাঙ্কুরোদ্ভবম্ ॥
যথা বীজং হি ভূপাল পয়াংসি সমবেক্ষতে।
পুণ্যাপুণ্যে তথা কালদেশাদ্যকর্ম্মকারকম্ ॥২৪
স্বল্পং পাপং কৃতং পুংসা দেশকালোপপাদিতম্
পাদন্যাসকৃতং দুঃখং কণ্টকোত্থং প্রযচ্ছতি ॥২৫
তৎ প্রভূততরং স্থূলং শূলকীলকসম্ভবম্।
দুঃখং যচ্ছতি তদ্বচ্চ শিরোরোগাদি দুঃসহম্ ॥
অপথ্যাশনশীতোষ্ণ-শ্রমতাপাদিকারকম্।
তথান্যোন্যমপেক্ষন্তে পাপানি ফলসঙ্গমে ॥ ২৭
এবং মহান্তি পাপানি দীর্ঘরোগাদিবিক্রিয়াম্।
তদ্বচ্ছস্ত্রাগ্নিকাচ্ছুর্ত্তি-বন্ধনাদিফলায় বৈ ॥ ২৮
স্বল্পং পুণ্যং শুভং গন্ধং হেলয়া সম্প্রযচ্ছতি।
স্পর্শং বাপ্যথবা শব্দং রসং রূপমথাপি বা ॥২৯
চিরাদ্‌গুরুতরং তদ্বদ্ধমহান্তমপি কালজম্ ॥ ৩০
এবঞ্চ সুখদুঃখানি পুণ্যাপুণ্যোদ্ভবানি বৈ।
ভুঞ্জানোঽনেকসংসার-সম্ভবানীহ তিষ্ঠতি ॥ ৩১
জাতিদেশাবরুদ্ধানি জ্ঞানাজ্ঞানফলানি চ।
তিষ্ঠন্তি তত্র যুক্তানি লিঙ্গমাত্রেণ চাত্মনি ॥ ৩২
বপুষা * মনসা বাচা ন কদাচিৎ কচিন্নরঃ।
অকুর্ব্বন্ পাপকং কর্ম্ম পুণ্যং বাপ্যবতিষ্ঠতে ॥৩৩
যদ্যৎ প্রাপ্নোতি পুরুষো দুঃখং সুখমথাপি বা
প্রভূতমথবা স্বল্পং বিক্রিয়াকারি চেতসঃ ॥ ৩৪
তাবতা তস্য পুণ্যং বা পাপং বাপ্যথ চেতরৎ
উপভোগাৎ ক্ষয়ং যাতি ভুজ্যমানমিবাশনম্ ॥
এবমেতে মহাপাপং যাতনাভিরহর্নিশম্।
ক্ষপয়ন্তি নরা ঘোরং নরকান্তর্বিবর্ত্তিনঃ ॥ ৩৬
তথৈব রাজন পুণ্যানি স্বর্গলোকেঽমরৈঃ সহ।

সদ্বস্ত্র, উত্তম যান, আসন ও সুমিষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য অধিকার করিয়া পুণ্যময় অটবীমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এইরূপে অনেক শত শত, সহস্র সহস্র, জন্মমধ্যে প্রাণিগণ যে পাপ-পুণ্যের সঞ্চয় করে, হে ভূপাল! তাহাই তাহাদিগের সুখ-দুঃখের অঙ্কুরস্বরূপে উদ্ভূত হয়। রাজন! বীজ সকল যেমন জলের অপেক্ষা করে, পুণ্যাপাপও তদ্রূপ কাল, দেশ ও পাত্রের অপেক্ষা করিয়া থাকে। যদি পুরুষে দেশকালোপপাদিত স্বল্পমাত্র পাপ করে, তবে পাদবিক্ষেপকালীন কণ্টকজনিত সামান্য দুঃখই অনুভব করে। আর প্রভূত পাপের আচরণ করিলে তাহাদিগকে শূল ও কীলকাদি-সম্ভূত শিরোরোগাদি নিদারুণ দুঃসহ দুঃখভোগ করিতে হয়। ২১—২৬। ফলোৎপত্তি সময়ে পাপ সকল পরস্পরের অপেক্ষা করে, এই জন্যই অপথ্য অশন, শীত, উষ্ণ, শ্রম ও তাপ প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়। মহাপাপের আচরণ করিলেও ঐরূপ দীর্ঘরোগাদি-জনিত বিকার এবং শস্ত্র বা অগ্নি-জনিত মহাপীড়া, বা বন্ধনাদি ফল সকল উপভোগ করিতে হয়। আর অতি স্বল্পমাত্র পুণ্যের অনুষ্ঠান করিলে, সুন্দর গন্ধ, সুখময় স্পর্শ, মধুর শব্দ, সুমিষ্ট রস ও সুন্দর রূপ অল্পকাল ভোগ করিতে সমর্থ হয় এবং গুরুতর পুণ্যের অনুষ্ঠান করিলে, কালক্রমে ঐ সকলের আধিক্য ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ২৭—৩০। জাতি ও দেশাদি দ্বারা অবরুদ্ধ জ্ঞান এবং অজ্ঞানের ফল সকল আত্মাতে চিহ্নরূপে অবস্থান করে, সেইজন্য প্রাণিগণ অনেক সংসারজনিত পুণ্য-পাপোদ্ভূত সুখদুঃখময় ফল সকল এই স্থানেই ভোগ করিতে থাকে। প্রাণিগণ কোন সময়ে কোন স্থলে কায়মনোবাক্যে কোন পুণ্য বা পাপের অনুষ্ঠান না করিয়া যে সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা সামান্য বা অধিক, যাহাই হউক না কেন, তাহাতে মনের বিকার সমুৎপন্ন হইবে। কারণ, ভুজ্যমান অন্নের ন্যায় পাপ বা পুণ্য উপভুক্ত হইলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৩১—৩৫। হে রাজন্! এইরূপে এই নরকান্তর্ব্বর্ত্তী নরগণ অহর্নিশ যাতনা দ্বারা ঘোর মহাপাপের ক্ষয় করিতেছে। আর স্বর্গস্থ মনুষ্যগণও ঐরূপ

---

* ক স্বর্ণেতি পাঠান্তরম্

গন্ধর্ব্বসিদ্ধাপ্সরসাং গীতাদ্যৈরুপভুঞ্জতে ॥ ৩৭
দেবত্বে মানুষত্বে চ তির্য্যক্ত্বে চ শুভাশুভম্।
পুণ্যপাপোদ্ভবং ভুঙ্ক্তে সুখদুঃখোপলক্ষণম্ ॥
যৎ ত্বং পৃচ্ছসি মাং রাজন্ যাতনাঃ পাপ-
কর্ম্মিণাম্।
কেন কেনেতি পাপেন তৎ তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ
দুষ্টেন চক্ষুষা দৃষ্টাঃ পরদারা নরাধমৈঃ।
মানসেন চ দুষ্টেন পরদ্রব্যঞ্চ সস্পৃহৈঃ ॥ ৪০
বজ্রতুণ্ডাঃ খগীস্তেষাং হরন্ত্যেতে বিলোচনে।
পুনঃপুনশ্চ সম্ভূতিরক্ষোরেষাং ভবত্যথ ॥ ৪১
যাবতোঽক্ষিনিমেষাংশ্চ পাপমেভির্নৃভিঃ কৃতম্
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নেত্রার্ত্তিং প্রাপ্নুবন্ত্যত ॥ ৪২
অসচ্ছাস্ত্রোপদেশাশ্চ যৈর্দত্তা যৈশ্চ মন্ত্রিতাঃ।
সম্যগ্দৃষ্টের্বিনাশায় রিপূণামপি মানবৈঃ ॥ ৪৩
যঃ শাস্ত্রমন্যথা প্রোক্তং যৈরসদ্বাগুদাহৃতা।

বেদদেবদ্বিজাতীনাং গুরোর্নিন্দা চ যৈঃ কৃতা ॥
হরন্তি তেষাং জিহ্বাশ্চ জায়মানাঃ পুনঃপুনঃ।
তাবতো বৎসরানেতে বজ্রতুণ্ডাঃ সুদারুণাঃ ॥
মিত্রভেদং তথা পিত্রা পুত্রস্য স্বজনস্য চ।
যাজ্যোপাধ্যায়য়োর্মাত্রা সুতস্য সহচারিণঃ ॥৪৬
ভার্য্যাপত্যোশ্চ যে কেচিদ্ভেদং চক্রুর্নরাধমাঃ।
ত ইমে পশ্য পাট্যন্তে করপত্রেণ পার্থিব ॥ ৪৭
পরোপতাপকা যে চ যে চাহ্লাদনিষেধকাঃ।
তালবৃন্তানলস্থান-চন্দনোশীরহারিণঃ ॥ ৪৮
প্রাণান্তিকং দদুস্তাপমদুষ্টানাঞ্চ যেঽধমাঃ।
করম্ভবালুকাস্থ ত্বত্র ইমে পাপভাগিনঃ ॥ ৪৯
ভুঙ্ক্তে শ্রাদ্ধন্তু যোঽন্যস্য নরোঽন্যেন নিমন্ত্রিতঃ
দৈবে বাপ্যথবা পিত্র্যে স দ্বিধা কৃষ্যতে খগৈঃ
মর্ম্মাণি যস্য সাধূনামসদ্বাগ্‌ভির্নিকৃন্ততি।

অমরবর্গে সমবেত হইয়া সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের গীতাদি দ্বারা পুণ্য সকল উপভোগ করিতেছে। দেবত্ব, মনুষ্যত্ব কিংবা তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াও ঐরূপ পাপ জনিত সুখ-দুঃখময় শুভাশুভ ভোগ করিতেছে। রাজন্! আপনি যে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাপাত্মারা কি কি পাপ করিয়া এইরূপ যাতনা ভোগ করিতেছে, অধুনা তাহাই সম্যক্‌রূপে বিজ্ঞাপন করিতেছি। যে নরাধমগণ দুষ্ট নয়নে পরদারা অবলোকন করিয়াছে কিংবা দুষ্ট মানসে সস্পৃহলোচনে পরদ্রব্য দর্শন করিয়াছে, এই বজ্রতুণ্ড পক্ষী সকল তাহাদিগেরই নয়ন-যুগল অপহরণ করিতেছে এবং পুনঃপুনঃ তাহাই সম্ভূত হইতেছে! ৩৮—৪১। ইহারা যাবৎসংখ্যক নিমেষপাতে সেই পাপ সকল আচরণ করিয়াছে হে রাজন! তত সহস্র বৎসর ইহারা এইরূপ নেত্রপীড়া অনুভব করিবে। যাহারা শত্রুর ও জ্ঞানদৃষ্টি বিনাশের নিমিত্ত অন্যায়রূপে শাস্ত্রোপদেশ বা অসন্মন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে, যাহারা শাস্ত্র সকলের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছে, যাহারা মিথ্যা কথা বলিয়াছে এবং যাহারা বেদ, দেব ব্রাহ্মণ ও গুরুগণের নিন্দা করিয়াছে, হে রাজন! এই বজ্রতুণ্ড নিদারুণ বিহঙ্গমগণ তাহাদিগেরই পুনঃপুনঃ জায়মান জিহ্বা ছেদন করিতেছে। ইহারা যতবার ঐরূপ পাপ করিয়াছে, বজ্রতুণ্ড পক্ষ সকল ইহাদিগকে তত বৎসর ঐরূপ যন্ত্রণা প্রদান করিবে। ৪২—৪৫। যে নরাধমগণ মিত্রভেদ, পিতাপুত্র-ভেদ বা স্বজনভেদ করিয়াছে কিংবা যাজ্য ও উপাধ্যায়ে, মাতা ও পুত্রে, পতি ও পত্নীতে অথবা সহচারীর বিচ্ছেদ সংঘটন করিয়াছে, হে রাজন্! অবলোকন করুন, তাহারাই ঐ করপত্র দ্বারা বিপাটিত হইতেছে। যাহারা অন্যকে উপতাপ দেয়, যাহারা পরের আহ্লাদ বিনষ্ট করে, যাহারা তালবৃন্ত, অনলস্থান, চন্দন ও উশীর অপহরণ করে এবং যাহারা সাধুগণকে প্রাণান্তিক তাপ দেয়, হে নৃপ! সেই পাপীভাগী অধমেরাই এই উত্তপ্ত বালুকারাশিতে নিপাতিত হইয়া পাপের ফল ভোগ করিতেছে। ৪৬—৪৯। হে ভূপাল! যে মনুষ্যগণ দেব বা পিত্র্য কার্য্যে অন্য দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যের শ্রাদ্ধ ভোজন করে, তাহারাই এই বিহঙ্গমগণ কর্ত্তৃক দ্বিধা আকৃষ্যমাণ হয়।

তমিমে তুদমানাস্ত খগাস্তিষ্ঠস্ত্যবারিতাঃ ॥ ৫১
যঃ করোতি চ পৈশুন্যমন্যবাগন্যথামতিঃ।
পাট্যতে হি দ্বিধা জিহ্বা তস্যেত্থং নিশিতৈঃ ক্ষুরৈঃ ॥ ৫২
মাতা-পিত্রোর্গুরূণাঞ্চ তেঽবজ্ঞাং চক্রুরুদ্ধতাঃ।
ত ইমে পূয়বিণ্মূত্র-গর্ত্তে মজ্জন্ত্যধোমুখাঃ ॥ ৫৩
দেবতাতিথিভূতেষু ভৃত্যেষভ্যাগতেষু চ।
অভুক্তবৎসু যেঽশ্নন্তি তদ্বৎ পিত্রগ্নিপক্ষিষু ॥ ৫৪
দুষ্টাস্তে পূয়নির্য্যাস-ভুজঃ সূচীমুখাস্ত তে।
জায়ন্তে গিরিবর্ষ্মাণঃ পশ্যৈতে যাদৃশা নরাঃ ॥
একপঙ্ক্ত্যা তু যে বিপ্রমথবেতরবর্ণজম্।
বিষমং ভোজয়ন্তীহ বিড়্ভুজস্ত ইমে যথা ॥ ৫৬
একসার্থপ্রয়াতং যে নিঃস্বমর্থার্থিনং নরম্।
অপাস্য স্বান্নমশ্নন্তি ত ইমে শ্লেষ্মভোজিনঃ ॥ ৫৭
গোব্রাহ্মণাগ্নয়ঃ স্পৃষ্টা যৈরুচ্ছিষ্টৈর্নরেশ্বর।

যে মনুষ্য অসদ্বাক্য দ্বারা সাধুদিগের মর্ম্মচ্ছেদ করে, এই অবারিত পক্ষিগণ তাহাকেই ব্যথিত করিয়া থাকে। যাহারা বাক্য অথবা মনের অন্যথা সংঘটনপূর্ব্বক পিশুনতা আচরণ করে, তাহাদিগের জিহ্বা এই নিশিত ক্ষুর দ্বারা দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করা হয়। হে রাজন্! যাহারা উদ্ধত হইয়া মাতা, পিতা কিংবা গুরুজনের অবজ্ঞা করে, তাহারাই এই পূয, বিষ্ঠা ও মূত্রে পূর্ণ গর্ত্তমধ্যে অধোমুখে নিমগ্ন হয়। দেবতা, অতিথিসমূহ, ভৃত্যবর্গ, অভ্যাগত পিতৃগণ, অগ্নিগণ এবং পক্ষিসমূহ অভুক্ত থাকিতে যে দুষ্টগণ ভোজন করে, তাহারাই সূচীমুখ হইয়া ইহাদের ন্যায় পর্ব্বততুল্য শরীর ধারণ করত পূয় ও নির্য্যাস ভোজন করিয়া থাকে। ৫০—৫৫। যাহারা ব্রাহ্মণ বা অন্যজাতিকে এক পঙ্ক্তিতে উপবেশন করাইয়া পরস্পরকে অসমান ভোজন করায়, তাহারা ইহাদিগের ন্যায় বিষ্ঠা ভোজন করিয়া থাকে। রাজন্! যাহারা বাণিজ্যার্থ একত্র প্রয়াত, গরিব, অর্থলোলুপ মনুষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অন্ন ভোজন করে, তাহারাই এইরূপ শ্লেষ্মা ভোজন করিয়া

তেষামেতেঽগ্নিকুণ্ডেষু লেলিহন্ত্যাহিতাঃ করাঃ
সূর্য্যেন্দুতারকা দৃষ্টা যৈরুচ্ছিষ্টৈস্ত কামতঃ।
তেষাং যাম্যৈর্নরৈর্নেত্রে ন্যস্তো বহ্নিঃ সমেধ্যতে
গাবোঽগ্নির্জননী বিপ্রো জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতা স্বসা
যাময়ো গুরবো বৃদ্ধা যৈঃ স্পৃষ্টাস্ত পদা নৃভিঃ ॥
বদ্ধাঙ্ঘ্রয়স্তে নিগড়ৈর্লৌহৈরগ্নিপ্রতাপিতৈঃ।
অঙ্গাররাশিমধ্যস্থাস্তিষ্ঠন্ত্যাজানুদাহিনঃ ॥ ৬১
পায়সং কৃশরং ছাগো দেবান্নানি চ যানি বৈ।
ভুক্তানি যৈরসংস্কৃত্য তেষাং নেত্রাণি পাপিনাম্
নিপাতিতানাং ভূপৃষ্ঠে উদ্বৃত্তাক্ষি নিরীক্ষতাম্
সন্দংশৈঃ পশ্য কৃষ্যন্তে নরৈর্যাম্যৈর্মুখাৎ ততঃ
গুরু-দেব-দ্বিজাতীনাং বেদানাঞ্চ নরাধমৈঃ।
নিন্দা নিশামিতা যৈশ্চ পাপানামভিনন্দতাম্ ॥
তেষাময়োময়ান্ কীলানগ্নিবর্ণান্ পুনঃপুনঃ।

থাকে। হে নরেশ্বর! যাহারা উচ্ছিষ্টাবস্থায় গো, ব্রাহ্মণ বা অগ্নি স্পর্শ করিয়াছে, তাহাদিগের এই হস্ত সকল অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইয়া লেলিহ্যমান হইতেছে। যাহারা উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্বেচ্ছাবশতঃ সূর্য্য-চন্দ্র বা তারকারাজি নয়নগোচর করিয়াছে, তাহাদিগেরই নেত্র সকল যাম্যপুরুষনিক্ষিপ্ত বহ্নি দ্বারা পবিত্রিত হইতেছে। যাহারা গো, অগ্নি, জননী, ব্রাহ্মণ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতা, ভগিনী, কুলকামিনী, গুরু, অথবা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পদ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছে, তাহারাই অগ্নিপ্রতাপিত লৌহনিগড়ে বদ্ধপদ হইয়া অঙ্গাররাশিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং জানুদেশ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইতেছে। ৫৬—৬১। যে পাপাত্মগণ পায়স, কৃশর, ছাগ ও যে কোন দেবান্ন অসংস্কৃত করিয়া ভোজন করিয়াছে, তাহারাই ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়া উদ্বৃত্তলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছে এবং দংশনকারী যমপুরুষগণের মুখে আকর্ষিত হইতেছে। যে নরাধমগণ গুরু, দেবতা, দ্বিজাতি ও বেদের নিন্দা শ্রবণ করিয়া অভিনন্দন করিয়াছে, যমপুরুষগণ সেই বিলাপকারী পাপাত্মাদিগের শ্রবণকুহরে অগ্নিবর্ণ

কর্ণেষু প্রেরয়ন্ত্যেতে যাম্যা বিলপতামপি ॥ ৬৫
যৈঃ প্রপা-দেববিপ্রাকো-দেবালয়-সভাঃ
শুভাঃ ।
ভঙ্ক্ত্বা বিধ্বংসমানীতাঃক্রোধলোভানুবর্ত্তিভিঃ
তেষামেতৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈর্মুহুর্বিলপতাং ত্বচঃ ।
পৃথক্ কুর্ব্বন্তি বৈ যাম্যাঃ শরীরাদতিদারুণাঃ ।
গোব্রাহ্মণার্কমার্গাংস্তু যেঽবমেহন্তি মানবাঃ ।
তেষামেতানি কৃষ্যন্তে গুদেনান্ত্রাণি বায়সৈঃ ॥৬৮
দত্ত্বা কন্যাং যত্র কস্মৈ দ্বিতীয়ায় প্রযচ্ছতি ।
স ত্বেবং নৈকধা ছিন্নঃ ক্ষারনদ্যাং প্রবাহ্যতে ॥
স্বপোষণপরো যস্তু পরিত্যজতি মানবঃ ।
পুত্র-ভৃত্য-কলত্রাদি-বন্ধুবর্গমকিঞ্চনম্ ॥ ৭০
দুর্ভিক্ষে সম্ভ্রমে বাপি সোঽপ্যেবং যমকিঙ্করৈঃ
উৎকৃত্য দত্তানি মুখে স্বমাংসান্যশ্নুতে ক্ষুধা ॥ ৭১

শরণাগতান্ যস্ত্যজতি লোভাদ্বৃত্ত্যুপজীবিনঃ
সোঽপ্যেবং যন্ত্রপীড়াভিঃ পীড্যতে যমকিঙ্করৈঃ
সুকৃতং যে প্রযচ্ছন্তি যাবজ্জন্ম কৃতং নরাঃ ।
তে পিষ্যন্তে শিলাপেষৈর্যথৈতে পাপকর্ম্মিণঃ ॥
ন্যাসাপোহারিণো বদ্ধাঃ সর্ব্বগাত্রেষু বন্ধনৈঃ ।
কৃমি-বৃশ্চিক-কাকোলৈর্ভুজ্যন্তেঽহর্নিশং নরাঃ ॥
ক্ষুৎক্ষামাস্তৃট্‌পতজ্জিহ্বা-তালবো বেদনাতুরাঃ
দিবামৈথুনিনঃ পাপাঃ পরদারভুজশ্চ যে ॥ ৭৫
তথৈব কণ্টকৈর্দীর্ঘৈরায়সৈঃ পশ্য শাল্মলিম্ !
আরোপিতা বিভিন্নাঙ্গাঃ প্রভূতাসৃক্স্রবাবিলাঃ
মূষায়ামপি পশ্যৈতান্ নাশ্যমানান্ যমানুগৈঃ ।
পুরুষৈঃ পুরুষব্যাঘ্র পরদারাবমর্ষিণঃ ॥ ৭৭
উপাধ্যায়মধঃ কৃত্বা স্তব্ধো যোঽধ্যয়নং নরঃ ।
গৃহ্লাতি শিল্পমথবা সোঽপ্যেবং শিরসা শিলাম্

লৌহময় কীলক সকল পুনঃপুনঃ প্রবেশ করাইতেছে। ৬২—৬৫। হে ভূপাল! ঐ দেখুন, যাহারা ক্রোধ বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সুন্দর প্রপা (জল-ছত্র) দেবমূর্ত্তি, দেবতামন্দির, ব্রাহ্মণগৃহ ও সভা সকল ভগ্ন করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছে, সেই বিলপনশীল পাপাত্মাদিগের ত্বক্ সকল অতি দারুণ যম-পুরুষগণ কর্তৃক শাণিত শস্ত্র দ্বারা তাহা-দিগের দেহ হইতে পৃথক্‌কৃত হইতেছে। যাহারা গো, ব্রাহ্মণ ও সূর্য্যমার্গে মলমূত্র পরিত্যাগ করে, সেই পাপাত্মাদিগের অন্ত্র সকল বায়সগণ কর্তৃক গুহ্যদ্বার দিয়া আকৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি একবার কোন ব্যক্তিকে কন্যাদান করিয়া সেই কন্যা পুনরায় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে প্রদান করে, তাহাকে এইরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্ষারনদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষ বা কোন প্রকার সম্ভ্রম সময়ে স্বোদরপরবশ হইয়া যাহারা অকিঞ্চন পুত্র, ভৃত্য, কলত্রাদি ও বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করে, যমপুরুষগণ তাহাদিগের মাংস কর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করে এবং ক্ষুধা বশতঃ তাহারা তাহাই এইরূপে ভক্ষণ করে। ৬৬—৭১। যাহারা লোভবশতঃ বৃত্ত্যুপজীবী বা শরণাগত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করে, যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে ঐরূপ যন্ত্রপীড়ায় নিপীড়িত করে। যাহারা যাবজ্জন্মকৃত সুকৃত সকল প্রদান করে, তাহারা এই পাপাত্মাদিগের ন্যায় শিলা-পেষে নিষ্পিষ্ট হয়। যাহারা গচ্ছিত ধন অপহরণ করে, তাহারা সর্ব্বশরীরে বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হইয়া কৃমি, বৃশ্চিক, কাক ও উলূক দ্বারা অহর্নিশ ভক্ষিত হইয়া থাকে। যে পাপাত্মগণ দিবাভাগে স্ত্রীসম্ভোগ বা পরস্ত্রী উপভোগ করিয়াছে, তাহারা ক্ষুধায় কৃশ এবং তৃষ্ণায় শুষ্কজিহ্ব ও শুষ্কতালু হইয়া বেদনা সকল ভোগ করিতেছে, তাহারা লৌহময় দীর্ঘকণ্টক-বিশিষ্ট শাল্মলিবৃক্ষে আরোপিত হইয়া অঙ্গভঙ্গবিকল হইয়াছে ও প্রভূত রুধিরস্রাবে আবিল হইয়া উঠিয়াছে। ৭২—৭৬। অয়ি পুরুষব্যাঘ্র! ঐ অব-লোকন করুন, যাহারা পরনারী উপভোগ করিয়াছে, যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে মূষায় (স্বর্ণাদিদ্রাবণ-পাত্রে) বিনাশিত করিতেছে। যে ব্যক্তি উপাধ্যায়কে অবমানিত বা স্তব্ধ করিয়া অধ্যয়ন কিংবা শিল্প গ্রহণ করে, সেই

বিভ্রৎ ক্লেশমবাপ্নোতি জনমার্গেঽতিপীড়িতঃ।
ক্ষুৎক্ষামোঽহর্নিশং ভারপীড়াব্যথিতমস্তকঃ॥৭৯
মূত্র-শ্লেষ্মপুরীষাণি যৈরুৎসৃষ্টাণি বারিণি।
ত ইমে শ্লেষ্মবিণ্মূত্র-দুর্গন্ধং নরকং গতাঃ॥৮০
পরস্পরঞ্চ মাংসানি ভক্ষয়ন্তি ক্ষুধান্বিতাঃ।
ভুক্তং নাতিথ্যবিধিনা পূর্ব্বমেভিঃ পরস্পরম্॥
অপবিদ্ধাস্ত যৈর্ব্বেদা বহ্নয়শ্চাহিতাগ্নিভিঃ।
ত ইমে শৈলশৃঙ্গাগ্রাৎ পাত্যন্তেঽধঃ পুনঃপুনঃ
পুনর্ভূপতয়ো জীর্ণা যাবজ্জীবন্তি যে নরাঃ।
ইমে কৃমিত্বমাপন্না ভক্ষ্যন্তেঽত্র পিপীলিকৈঃ॥
পতিতপ্রতিগ্রহাদানাদ্যজনান্নিত্যাসেবনাৎ।
পাষাণমধ্যকীটত্বং নরঃ সততমশ্নুতে॥৮৪
পশ্যতো ভৃত্যবর্গস্য মিত্রাণামতিথেস্তথা।
একো মিষ্টান্নভুগ্ভুঙ্‌ক্তে জ্বলদঙ্গারসঞ্চয়ম্॥৮৫

ব্যক্তি এইরূপে মস্তকে শিলাধারণ করিয়া জনমার্গে ক্লেশ ভোগ করে এবং ভারপীড়ায় ব্যথিত-মস্তক হইয়া অহর্নিশ ক্ষুধায় কৃশ হইতে থাকে। যাহারা জলমধ্যে মূত্র, শ্লেষ্মা ও পুরীষ উৎসর্গ করিয়াছে, তাঁহারাই এই শ্লেষ্মা, বিষ্ঠা, মূত্র ও দুর্গন্ধময় নরকমধ্যে গমন করিয়াছে। রাজন। এই যে দেখিতেছেন, যাহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পরস্পরের মাংস ভক্ষণ করিতেছে, উহারা পূর্ব্বকালে পরস্পরে আতিথ্য-বিধানে ভোজন করে নাই। যে আহিতাগ্নি পুরুষগণ বেদ ও অগ্নির অবমাননা করিয়াছে, তাহারাই ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পুনঃপুনঃ অধঃপাতিত হইতেছে। ৭৭—৮২। যাহারা পুনর্ভূর (দ্বিবিবাহিতা রমণীর) পতি হইয়া যাবজ্জীবন যাপন করিয়াছে, তাহারাই কৃমিরূপে পরিণত হইয়া পিপীলিকা দ্বারা ভক্ষিত হইতেছে। যাহারা পতিত ব্যক্তির দানগ্রহণ, যাজন বা নিত্য সেবা করিয়াছে, তাহারাই পাষাণমধ্যস্থ কীটরূপে পরিণত হয়। যাহারা অতিথি, ভৃত্যবর্গ ও বন্ধুবর্গের সাক্ষাতে তাহাদিগের অনাদর করিয়া, একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করে, তাহাকে জলন্ত অঙ্গার সকল ভোজন

বৃকৈর্ভয়ঙ্করৈঃ পৃষ্ঠং নিত্যমস্যোপভুজ্যতে।
পৃষ্ঠমাংসং নৃপৈতেন যতো লোকস্য ভক্ষিতম্॥
অন্ধোঽথ বধিরো মূকো ভ্রাম্যতেঽয়ং ক্ষুধাতুরঃ
অকৃতজ্ঞোঽধমঃ পুংসামুপকারেষু বর্ত্ততাম্॥৮৭
অয়ং কৃতঘ্নো মিত্রাণামপকারী সুদুর্ম্মতিঃ।
তপ্তকুম্ভে নিপততি ততো যাস্যতি পেষণম্॥
করম্ভবালুকাং তস্মাৎ ততো যন্ত্রাবপীড়নম্।
অসিপত্রবনং তস্মাৎ করপত্রেণ পাটনম্॥৮৯
কালসূত্রে তথা চ্ছেদমনেকাশ্চৈব যাতনাঃ।
প্রাপ্য নিষ্কৃতিমেতস্মান্ন বেদ্মি কথমেষ্যতি॥৯০
শ্রাদ্ধসঙ্গতিনো বিপ্রাঃ সমুৎপত্য পরস্পরম্।
দৃষ্টা হি নিঃসৃতং ফেনং সর্ব্বাঙ্গেভ্যঃ পিবন্তি বৈ
সুবর্ণস্তেয়ী বিপ্রঘ্নঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ দীপ্তাগ্নৌ দহ্যমানাঃ সমন্ততঃ॥৯২
তিষ্ঠন্ত্যব্দসহস্রাণি সুবহূনি ততঃ পুনঃ।

করিতে হয়। মহারাজ! ঐ ব্যক্তি লোকের পৃষ্ঠমাংস ভোজন করিয়াছিল, সেইজন্য ভয়ঙ্কর বৃকগণ প্রতিদিন উহার পৃষ্ঠমাংস ভোজন করে। রাজন্। এই নরাধম উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে নাই বলিয়া অন্ধ, বধির, মূক ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এই দুর্ম্মতি কৃতঘ্ন এবং বন্ধুবর্গের অপকারী, এই জন্যই তপ্তকুম্ভে নিপাতিত হইয়াছে; ইহার পর আবার পেষিত হইবে, তদনন্তর তপ্তবালুকারাশিতে যন্ত্রপীড়া ভোগ করিয়া অসিপত্রনরকে করপত্র দ্বারা পাটিত হইবে এবং তৎপরে কালসূত্র নরকে ছেদ প্রাপ্ত হইবে। রাজন্! এইরূপ নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কি প্রকারে ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে, তাহা জানি না। ৮৩—৯০। ঐ দুষ্ট ব্রাহ্মণগণ পরস্পর সমুৎপতিত হইয়া শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়াছিল, এ জন্য উহারা সর্ব্বাঙ্গবিনিঃসৃত ফেন সকল ভক্ষণ করিতেছে। রাজন্! ঐ ব্যক্তি স্বর্ণ চুরি করিয়াছে, ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে, ঐ ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করিয়াছে, এই জন্য উহারা চতুর্দ্দিকে ঊর্দ্ধাধঃপ্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে

জায়ন্তে মানবাঃ কুষ্ঠক্ষয়রোগাদিচিহ্নিতাঃ ॥১৩
মৃতাঃ পুনশ্চ নরকং পুনর্জাতাশ্চ তাদৃশম্।
ব্যাধিমৃচ্ছন্তি কল্পান্তপরিমাণং নরাধিপ ১৪
গোঘ্নো ন্যূনতরং যাতি নরকেঽথ ত্রিজন্মনি।
তথোপপাতকানাঞ্চ সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৫
নরকপ্রচ্যুতা যানি যৈর্যৈর্ম্মহিতপাতকৈঃ।
প্রয়ান্তি যোনিজাতানি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৬

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে জড়োপাখ্যানে
পিতাপুত্রসংবাদে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

যমকিঙ্কর উবাচ।
পতিতাৎ প্রতিগৃহ্যার্থং খরযোনিং ব্রজেদ্দ্বিজঃ।
নরকাৎ প্রতিমুক্তস্তু কৃমিঃ পতিতযাজকঃ ॥ ১
উপাধ্যায়ব্যলীকন্তু কৃত্বা শ্বা ভবতি দ্বিজঃ।
তজ্জায়াং মনসা বাঞ্ছন্ তদ্দ্রব্যঞ্চাপ্যসংশয়ম্ ॥২
গর্দ্দভো জায়তে জন্তুঃ পিত্রোশ্চাপ্যবমানকঃ।
মাতাপিতরাবাক্রুশ্য শারিকা সম্প্রজায়তে ॥ ৩
ভ্রাতৃপত্ন্যবমন্তা চ কপোতত্বং প্রপদ্যতে।
তামেব পীড়য়িত্বা তু কচ্ছপত্বং প্রপদ্যতে ॥ ৪
ভর্ত্তৃপিণ্ডমুপাশ্নন্ যস্তদিষ্টং ন নিষেবতে।
সোঽপি মোহসমাপন্নো জায়তে বানরো মৃতঃ ॥
ন্যাসাপহর্ত্তা নরকাদ্বিমুক্তো জায়তে কৃমিঃ।
অসূয়কশ্চ নরকান্মুক্তো ভবতি রাক্ষসঃ ॥ ৬
বিশ্বাসহন্তা চ নরো মীনযোনৌ প্রজায়তে।
ধান্যংযবাংস্তিলান্ মাষান্ কুলত্থান্ সর্ষপাংশ্চণান্
কলায়ান্ কলমান্ মুদ্গান্ গোধূমানতসীস্তথা।
শস্যান্যন্যানি চ বা হৃত্বা মোহাজ্জন্তুরচেতনঃ ॥ ৮
সঞ্জায়তে মহাবক্ত্রো মূষিকো বভ্রুসন্নিভঃ।
পরদারাভিমর্ষাত্তু বৃকো ঘোরোঽভিজায়তে ॥ ৯

অনেক সহস্র বৎসর দহ্যমান হইতেছে, তদনন্তর কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগাদি-চিহ্নিত মানব-দেহ ধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করত নরক-মধ্যে নিপাতিত হইবে এবং পুনঃপুনঃ সেইরূপ জন্মগ্রহণ করত কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত ব্যাধি-ভোগ করিবে। গোহত্যা বা অন্য উপপাতক করিলে সকলকেই ক্রমে ক্রমে তিন জন্ম নিম্নতর নরকভোগ করিতে হয়। হে মহারাজ! নরক প্রচ্যুত পাপিগণ যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ১১—১৬।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যমকিঙ্কর কহিল, পতিত ব্যক্তির নিকট অর্থ প্রতিগ্রহ করিলে ব্রাহ্মণ গর্দ্দভ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং পতিত ব্যক্তির যাজকতা করিলে নরক হইতে মুক্ত হইয়া কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করে। উপাধ্যায়ের নিকট ছল প্রকাশ করিলে অথবা তদীয় ভার্য্যা বা কোন বস্তুতে মনে মনে অভিলাষ প্রকাশ করিলে কুক্কুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মাতা-পিতার অবমাননা করিলে গর্দ্দভ হয় এবং পিতা-মাতার প্রতি আক্রোশ করিলে শারিকা হইতে হয়। যে ব্যক্তি ভ্রাতৃপত্নীর অবমাননা করে, সে কপোত হয় এবং তাঁহাকে উৎপীড়িত করিলে কচ্ছপরূপে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি স্বামিপিণ্ড ভোজন করিয়া তাঁহার ইষ্টচেষ্টা না করে, সে মোহাচ্ছন্ন হইয়া মরণান্তে বানরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণ করে, সে নরকযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কৃমি হয়। আর অসূয়াকারক ব্যক্তি নরকান্তে রাক্ষস-যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ১—৬। বিশ্বাসঘাতক মনুষ্য মীনযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা ধান্য যব, তিল, মাষ, কুলত্থ, সর্ষপ, চণক, কলায়, কলমধান্য, মুদ্গ, গোধূম, অতসী বা অন্যান্য ধান্য সকল অপহরণ করে, তাহারা মোহ-বশত অচেতন হইয়া বভ্রুর (নকুল) ন্যায় দীর্ঘমুখ মূষিকরূপে জন্মগ্রহণ করে। পর-

শ্বা শৃগালো বকো গৃধ্রো ব্যাড়ঃ কঙ্কস্তথা ক্রমাৎ
ভ্রাতৃভার্য্যাঞ্চ দুর্ব্বুদ্ধির্যো ধর্ষয়তি পাপকৃৎ।
পুংস্কোকিলত্বমাপ্নোতি স চাপি নরকাচ্চ্যুতঃ॥
সখিভার্য্যাং গুরোর্ভার্য্যাং রাজভার্য্যাঞ্চ পাপকৃৎ।
প্রধর্ষয়িত্বা কামাত্মা শূকরো জায়তে নরঃ॥ ১১
যজ্ঞ-দান-বিবাহানাং বিঘ্নকর্ত্তা ভবেৎ ক্রিমিঃ।
পুনর্দ্দাতা চ কন্যায়াঃ ক্রিমিরেবোপজায়তে॥১২
দেবতা-পিতৃ-বিপ্রাণামদত্বা যোঽন্নমশ্নুতে।
প্রমুক্তো নরকাৎ সোঽপি বায়সঃ সম্প্রজায়তে
জ্যেষ্ঠং পিতৃসমং বাপি ভ্রাতরং যোঽবমন্যতে
নরকাৎ সোঽপি বিভ্রষ্টঃ ক্রৌঞ্চযোনৌ প্রজায়তে
শূদ্রশ্চ ব্রাহ্মণীং গত্বা ক্রিমিযোনৌ প্রজায়তে।
তস্যামপত্যমুৎপাদ্য কাষ্ঠান্তঃকীটকো ভবেৎ॥
শূকরঃ ক্রিমিকো মদ্গুশ্চণ্ডালশ্চ প্রজায়তে।
অকৃতজ্ঞোঽধমঃ পুংসাং বিমুক্তো নরকান্নরঃ॥
কৃতঘ্নঃ ক্রিমিকঃ কীটঃ পতঙ্গো বৃশ্চিকস্তথা।
মৎস্যশ্চ বায়সঃ কূর্ম্মঃ পুক্কসো জায়তে ততঃ॥
অশস্ত্রং পুরুষং হত্বা নরঃ সঞ্জায়তে খরঃ।
ক্রিমিঃ স্ত্রীবধকর্ত্তা চ বালহন্তা চ জায়তে॥ ১৮
ভোজনং চোরয়িত্বা তু মক্ষিকা জায়তে নরঃ।
তত্রাপ্যস্তি বিশেষো বৈ ভোজনস্য শৃণুষ্ব তৎ
হৃত্বান্নন্তু স মার্জ্জারো জায়তে নরকাচ্চ্যুতঃ।
তিলপিণ্যাকসম্মিশ্রমন্নং হৃত্বা তু মূষিকঃ॥ ২০
ঘৃতং হৃত্বা চ নকুলঃ কাকো মদ্গুরজামিষম্।
মৎস্যমাংসাপহৃৎ কাকঃ শ্যেনো মার্গামিষাপহৃৎ
বীচীকাকত্বমাপ্নোতি লবণে দধনি ক্রিমিঃ।
চোরয়িত্বা পয়শ্চাপি বলাকা সম্প্রজায়তে॥২২
যস্তু চোরয়তে তৈলং তৈলপায়ী স জায়তে।
মধু হৃত্বা নরো দংশঃ পূপং হৃত্বা পিপীলিকঃ॥

দারা অবমর্ষণ করিলে ভয়ঙ্কর বৃকরূপে পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে কুক্কুর, শৃগাল, বক, গৃধ্র, ব্যাড় ও কঙ্কযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আর যে পাপাত্মা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ভ্রাতৃজায়াকে ধর্ষণ করে, সে নরকান্তে পুংস্কোকিল হইয়া থাকে। ৭—১০। যে পাপাত্মা মিত্রপত্নী, গুরুপত্নী বা রাজপত্নীর ধর্ষণ করে, সেই কামাত্মা মানব, শূকররূপে পরিণত হয়। যজ্ঞ, দান কিংবা বিবাহের বিঘ্ন করিলে ক্রিমি হইতে হয় এবং যে ব্যক্তি প্রদত্তা কন্যাকে পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে প্রদান করে, সেও ক্রিমিরূপে জন্মগ্রহণ করে। যে মানব দেবতা, পিতৃগণ কিংবা ব্রাহ্মণকে প্রদান না করিয়া অন্নভোজন করে, সেই ব্যক্তি নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া বায়স হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পিতৃসম জ্যেষ্ঠ সহোদরের অবমাননা করে, সে নরকান্তে ক্রৌঞ্চ-যোনিতে জন্ম ধারণ করে। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণীগমন করিলে ক্রিমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং তদীয় গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিলে কাষ্ঠমধ্যস্থ কীট, শূকর, ক্রিমি, মদ্গু বা চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। আর যে পুরুষাধম অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন, সে নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ক্রিমি, কীট, পতঙ্গ, বৃশ্চিক, মৎস্য, বায়স, কূর্ম্ম বা পুক্কস-যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। ১১—১৭। শস্ত্রবিহীন কোন পুরুষকে বধ করিলে, খর-যোনিতে জন্ম হয়। স্ত্রীঘাতক বা শিশুঘাতক ব্যক্তি ক্রিমি হইয়া থাকে। ভোজন অপহরণ করিলে মক্ষিকা হইতে হয়। ভোজন বিষয়ে যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অন্ন অপহরণ করিলে, নরক ভোগের পর মার্জ্জার হইতে হয়। তিল ও পিণ্যাকসংযুক্ত অন্নাপহরণে মূষিক হয়। ঘৃতাপহারী নকুল, ও ছাগমাংসাপহারী ব্যক্তি কাক বা মদ্গু হইয়া থাকে। মৎস্য বা মাংস অপহরণ করিলে কাক হয় এবং মৃগমাংস অপহরণ করিলে শ্যেন-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। লবণ-অপহারক ব্যক্তি জলকাক ও দধি-অপহারক ব্যক্তি ক্রিমি হয়, আর পয়ঃ অপহরণ করিলে বালকারূপে জন্মধারণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি তৈল অপহরণ করে, সে তৈলপায়ী (আরশুলা) হয়। মধু-অপহারক মানব দংশক হয় এবং পিষ্টক

চোরয়িত্বা তু নিষ্পাবান্ জায়তে গৃহগোলকঃ।
আসবং চোরয়িত্বা তু তিত্তিরিত্বমবাপ্নুয়াৎ॥২৪
অয়ো হৃত্বা তু পাপাত্মা বায়সঃ সম্প্রজায়তে।
হৃতে কাংস্যে চ হারীতঃ কপোতো রূপ্যভাজনে
হৃত্বা তু কাঞ্চনং ভাণ্ডং ক্রিমিযোনৌ প্রজায়তে
পত্রোর্ণং চোরয়িত্বা তু ক্রকরত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ ২৬
কোষকারশ্চ কৌষেয়ে হৃতে বস্ত্রেঽভিজায়তে।
দুকূলে শার্ঙ্গিকে পাপো হৃতে চৈবাংশুকে শুকঃ
তথৈবাজাবিকং হৃত্বা বস্ত্রং ক্ষৌমঞ্চ জায়তে।
কার্পাসিকে হৃতে ক্রৌঞ্চো বাল্কহর্ত্তা বকস্তথা॥
ময়ূরো বর্ণকান্ হৃত্বা শাকপত্রঞ্চ জায়তে।
জীবঞ্জীবকতাং যান্তি রক্তবস্ত্রাপহারিণঃ॥ ২৯
ছুচ্ছুন্দরিঃ শুভান্ গন্ধান্ বাসো হৃত্বা শশো
ভবেৎ।
ষণ্ডঃ কলাপহরণাৎ কাষ্ঠস্য ঘুণকীটকঃ॥ ৩০
পুষ্পাপহৃদ্দরিদ্রশ্চ পঙ্গুর্যানাপহারকঃ।
শাকহর্ত্তা চ হারীতস্তোয়হর্ত্তা চ চাতকঃ॥ ৩১
ভূহর্ত্তা নরকান্ গত্বা রৌরবাদীন্ সুদারুণান্ *
তৃণ-গুল্ম-লতা-বল্লী ত্বক্সারতরুতাং ক্রমাৎ।
প্রাপ্য ক্ষীণাল্পপাপস্তু নরো ভবতি বৈ ততঃ॥
কৃমিঃ কীটঃ পতঙ্গোঽথ পক্ষী তোয়চরো মৃগঃ।
গোত্বং প্রাপ্য চ চণ্ডাল-পুক্কসাদি জুগুপ্সতম্॥
পঙ্গ্বন্ধো বধিরঃ কুষ্ঠী যক্ষ্মণা চ প্রপীড়িতঃ।
মুখরোগাক্ষিরোগৈশ্চ গুদরোগৈশ্চ বাধ্যতে॥
অপস্মারী চ ভবতি শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥ ৩৫
এষ এব ক্রমো দৃষ্টো গোসুবর্ণাপহারিণাম্।
বিদ্যাপহারিণশ্চোগ্রো নিষ্ক্রয়ভ্রংশিনো গুরোঃ॥

অপহারক মানব পিপীলিকা হইয়া থাকে। ১৮—২৩। নিষ্পাব (আগড়া) অপহরণ করিলে গৃহগোধিকা হয় এবং আসব অপহরণ করিলে তিত্তিরি পক্ষী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি লৌহ চুরি করে, সেই পাপাত্মা বায়স হইয়া থাকে। কাংস্য চুরি করিলে হারীতপক্ষী ও রৌপ্যদ্রব্য অপহরণ করিলে কপোতরূপে জন্মধারণ করে। কাঞ্চনভাণ্ড অপহরণ করিলে ক্রিমি হয়, আর পত্রোর্ণ (রেশমী বস্ত্র) চুরি করিলে ক্রকরযোনিতে সমুৎপন্ন হইতে হয়। কৌষেয় বস্ত্র অপহরণ করিলে কোষকার (কীটবিশেষ) হইয়া থাকে। যে পাপাত্মা শৃঙ্গবিনির্ম্মিত অজারোমজাত অথবা ক্ষৌম দুকূল অপহরণ করে, সে শুকপক্ষী হইয়া থাকে। কার্পাস বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ এবং বল্কল চুরি করিলে বক হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বর্ণক বা শাকপত্র অর্থাৎ শোভাঞ্জন চুরি করে, সে ময়ূর হয়। রক্ত-বস্ত্রাপহারী মানবের জীবঞ্জীবকত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২৪—২৯। সুন্দর-গন্ধদ্রব্যহারক ছুচ্ছুন্দরী হয়। বাসাপহারক শশক হয়। কলাপহারী ষণ্ড এবং কাষ্ঠাপহারক মানব ঘুণকীট হইয়া থাকে। পুষ্প চুরি করিলে দরিদ্র হয় এবং যান অপহরণ করিলে মনুষ্যগণ পঙ্গু হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে। যে ব্যক্তি শাক চুরি করে, সে হারীত পক্ষী হয় এবং তোয়াপহর্ত্তা মানবগণ চাতক পক্ষী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভূমিহরণ করে, সে সুদারুণ রৌরবাদি নরক সকলে গমন করিয়া তদনন্তর ক্রমে ক্রমে তৃণ, গুল্ম, লতা বল্লী ও ত্বক্সার, তরুরূপে, জন্মগ্রহণ করে; এইরূপে যথাক্রমে পাপক্ষয় হইলে, মনুষ্যযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে এবং কৃমি, কীট, পতঙ্গ, জলচর পক্ষী, মৃগ ও গোযোনিতে সমুৎপন্ন হয়; তদনন্তর আবার পঙ্গু, অন্ধ, বধির, কুষ্ঠী যক্ষ্মরোগী হয় এবং মুখরোগ, নেত্ররোগ ও গুহ্যরোগ দ্বারা বাধিত হইয়া চণ্ডাল ও পুক্কসাদি জুগুপ্সিত যোনিতে জন্মগ্রহণ করে; তৎপশ্চাৎ অপস্মার রোগাক্রান্ত হইয়া শূদ্র-যোনিতে সমুৎপন্ন হয়। মহারাজ! যাহারা সুবর্ণ কিংবা গোরু চুরি করিয়াছে, তাহাদিগকেও ক্রমে ক্রমে এইরূপ দশা ভোগ করিতে হয়, আর যাহারা বিদ্যাপহরণ বা গুরুর নিষ্ক্রয় ভ্রংশন

---

* পরিহৃত্য তথা ভূমিং জন্মান্যেকবিংশতিমিতি বা পাঠঃ।

জায়ামন্যস্য পুরুষঃ পারক্যাং প্রতিপাদয়ন্।
প্রাপ্নোতি ষণ্ডতাং মূঢ়ো যাতনাভ্যঃ পরিচ্যুতঃ
যঃ করোতি নরো হোমমসমিদ্ধে বিভাবসৌ।
সোঽজীর্ণব্যাধিতঃখার্ত্তো মন্দাগ্নিঃ সম্প্রজায়তে
পরনিন্দা কৃতঘ্নত্ব' পরমর্ম্মাবঘট্টনম্।
নৈষ্ঠুর্য্যং নির্ধনত্বঞ্চ পরদারোপসেবনম্ ॥ ৩৯
পরস্বহরণাশৌচং দেবতানাঞ্চ কুৎসনা।
নিকৃত্যা বঞ্চনং নৃণাং কার্পণ্যঞ্চ নৃণাং বধঃ ॥৪
যানি চ প্রতিষিদ্ধানি তৎপ্রবৃত্তিশ্চ সন্তত।।
উপলক্ষ্যাণি জানীয়ান্মুক্তানাং নরকাদনু ॥ ৪১
দয়া ভূতেষু সংবাদঃ পরলোকপ্রতিক্রিয়া।
সত্যং ভূতহিতার্থোক্তির্বেদ প্রামাণ্যদর্শনম্ ॥
গুরু-দেবর্ষি-সিদ্ধর্ষি-পূজনং সাধুসঙ্গমঃ।
সৎক্রিয়াভ্যসনং মৈত্রীমিতি বুধ্যেত পণ্ডিতঃ ॥
অন্যানি চৈব সদ্ধর্ম্ম-ক্রিয়াভূতানি যানি চ।

স্বর্গচ্যুতানাং লিঙ্গানি পুরুষাণামপাপিনাম্ ॥ ৪৪
এতদুদ্দেশতো রাজন্ ভবতঃ কথিতং ময়া।
স্বকর্ম্মফলভোক্তৃণাং পুণ্যানাং পাপিনাং তথা॥
তদেহ্যন্যত্র গচ্ছামো দৃষ্টং সর্ব্বং ত্বয়াধুনা।
ত্বয়া দৃষ্টো হি নরকস্তদেহ্যন্যত্র গম্যতাম্ ॥ ৪৬

পুত্র উবাচ।

ততস্তমগ্রতঃ কৃত্বা স রাজা গন্তুমুদ্যতঃ।
ততশ্চ সর্ব্বৈরুৎক্রুষ্টং যাতনাস্থায়িভির্নৃভিঃ ॥
প্রসাদং কুরু ভূপেতি তিষ্ঠ তাবন্মুহূর্ত্তকম্।
ত্বদঙ্গসঙ্গী পবনো মনো হ্লাদয়তে হি নঃ ॥৪৮
পরিতাপঞ্চ গাত্রেভ্যঃ পীড়াবাধাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
অপহন্তি নরব্যাঘ্র দয়াং কুরু মহীপতে ॥ ৪৯
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তেষাং তং যাম্যপুরুষং নৃপঃ।
পপ্রচ্ছ কথমেতেষামাহ্লাদো ময়ি তিষ্ঠতি ॥৫০

করে, তাহারাও ঐরূপ উগ্ররূপী হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। ৩০—৩৬। যে ব্যক্তি অন্যের ভার্য্যা আনয়ন করিয়া অপরের নিকট প্রদান করে, সেই মূঢ় নানাবিধ যন্ত্রণাভোগ করিয়া পরিশেষে ক্লীব হয়। যে মনুষ্য অপ্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করে, সে অজীর্ণ রোগে নিতান্ত পীড়িত হইয়া মন্দাগ্নি হইয়া থাকে। পরনিন্দা, কৃতঘ্নতা, পরমর্ম্ম-চ্ছেদন, নিষ্ঠুরতা, নির্লজ্জতা, পরদারোপসেবন, পর-ধনাপহরণ, অপবিত্রতা, দেবনিন্দা, নিকৃতি, বঞ্চনা, কৃপণতা, প্রাণহিংসা ও অন্যান্য নিষিদ্ধ ব্যাপার সকলের অনুষ্ঠান এবং সেই সেই বিষয়ে নিরন্তর প্রবৃত্তি, ইহা দর্শন করিলেই জানিতে হইবে যে, এই পাপাত্মা সকল নরকযন্ত্রণা ভোগের পরই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আর সর্ব্বভূতে দয়া, সুসংবাদ প্রদান, পরলোকপ্রতিকার, সত্যতা, ভূত-হিতার্থে বাক্যপ্রয়োগ, বেদের প্রামাণ্য-দর্শন, গুরু-দেব ঋষি-সিদ্ধর্ষিপূজা, সাধুসঙ্গম, সৎ-কর্ম্মাভ্যাস, মিত্রতা ও অন্যান্য সৎকার্য্য এবং উত্তম ধর্ম্মবিষয়ক যাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই সকল লক্ষণ মানবে লক্ষিত হইলে, পণ্ডিতগণ অবধারণ করিবেন যে, এই নিষ্পাপ পুরুষগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। রাজন্! স্বকীয় কর্ম্ম-ফলভোক্তা পুণ্যবান্ ও পাপীদিগের বিষয় সকল উদ্দেশানুসারে আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। আপনি সকলই দর্শন করিয়াছেন এবং আপনারও নরক-দর্শন হইল, অতএব আসুন, অন্যত্র গমন করি। ৩৭—৪৬। পুত্র কহিলেন, তদনন্তর সেই রাজা যমদূতকে অগ্রে করিয়া যেমন গমনোদ্যত হইলেন, অমনি নরকযন্ত্রণাভোগী যাবতীয় মনুষ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল, হে ভূপ! প্রসন্ন হউন, আর মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করুন, আপনার অঙ্গসংসর্গী বায়ু দ্বারা আমাদিগের মন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেছে। হে নর-ব্যাঘ্র। ঐ বায়ু আমাদিগের গাত্র সকলের পরিতাপ ও যাবতীয় পীড়া-বাধা সমস্তই অপহৃত করিতেছে; অতএব হে মহীপতে! আমাদিগকে দয়া করুন।" অনন্তর নরপতি তাহাদিগের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যমদূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যমদূত! আমার অবস্থিতিতে ইহাদিগের এত

কিং ময়া কর্ম্ম তৎ পুণ্যং মর্ত্ত্যলোকে মহৎ
কৃতম্।
আহ্লাদদায়িনী বৃষ্টির্যেনেয়ং তদ্বদীয়ম্॥ ৫১
যমপুরুষ উবাচ।
পিতৃদেবাতিথিপ্রৈষ্য-শিষ্টেনান্নেন তে তনুঃ।
পুষ্টিমভ্যাগতা যস্মাৎ তদ্গতঞ্চ মনো যতঃ ৫২
ততস্তদ্গাত্রসংসর্গী পবনো হ্লাদদায়কঃ।
পাপকর্ম্মকৃতো রাজন যাতনা ন প্রবাধতে॥৫৩
অশ্বমেধাদয়ো যজ্ঞাস্ত্বয়েষ্টা বিধিবদ্যতঃ।
ততস্তদ্দর্শনাদ্যাম্যা যন্ত্রশস্ত্রাগ্নিবায়সাঃ॥ ৫৪
পীড়নচ্ছেদদাহাদিমহাদুঃখস্য হেতবঃ।
মৃদুত্বমাগতা রাজন্ তেজসাপহতাস্তব ৫৫
রাজোবাচ।
ন স্বর্গে ব্রহ্মলোকে বা তৎ সুখং প্রাপ্যতে
নরৈঃ।
যদার্ত্তজন্তুনির্ব্বাণ-দানোত্থমিতি মে মতিঃ॥ ৫৬
যদি মৎসন্নিধাবেতান্ যাতনা ন প্রবাধতে।
ততো ভদ্রমুখাত্রাহং স্থাস্যে স্থাণুরিবাচলঃ॥
যমপুরুষ উবাচ।
এহি রাজন্ প্রগচ্ছামো নিজপুণ্যসমর্জ্জিতান।
ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগানপাস্যেহ যাতনাঃ পাপকর্ম্মণাম্
রাজোবাচ।
তস্মান্ন তাবদ্যাস্যামি যাবদেতে সুদুঃখিতাঃ।
মৎসন্নিধানাৎ সুখিনো ভবন্তি নরকৌকসঃ॥
ধিক্ তস্য জীবনং পুংসঃ শরণার্থিনমাতুরম্।
যো নার্ত্তমনুগৃহ্লাতি বৈরিপক্ষমপি ধ্রুবম্॥ ৬০
যজ্ঞ-দান-তপাংসীহ পরত্র চ ন ভূতয়ে।
ভবন্তি তস্য যস্যার্ত্ত-পরিত্রাণে ন মানসম্॥৬১
নরস্য যস্য কঠিনং মনো বালাতুরাদিষু।
বৃদ্ধেষু চ ন তং মন্যে মানুষং রাক্ষসো হি সঃ॥
এতেষাং সন্নিকর্ষাত্তু যদগ্নিপরিতাপজম্।
তথোগ্রগন্ধজং বাপি দুঃখং নরকসম্ভবম্॥ ৬৩
ক্ষুৎপিপাসাভবং দুঃখং যচ্চ মূর্চ্ছাপদং মহৎ।

আহ্লাদ হইতেছে কেন? আমি মর্ত্ত্য লোকে এমন কি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি যে, ইহাদিগের প্রতি এ প্রকার আহ্লাদদায়িনী বৃষ্টি হইতেছে? তাহা কীর্ত্তন কর। ৪৭—৫১। যমপুরুষ কহিল, মহারাজ। পিতৃগণ, দেবতা, অতিথি ও প্রৈষ্যগণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন দ্বারা আপনার এই দেহ পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং আপনিও তদ্গত-চিত্ত ছিলেন; সেইজন্য আপনার গাত্র-সংসর্গী আহ্লাদদায়ক এই বায়ুতে পাপাত্মা-দিগের যাতনা সকল বিনষ্ট হইতেছে। আর আপনি অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ সকলের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া পীড়ন, ছেদন, ও দাহাদি মহাদুঃখ সকলের হেতুভূত যম-সম্বন্ধীয় যন্ত্র, শস্ত্র, অগ্নি ও বায়সগণ আপনার দর্শনে ও আপনার তেজে উপহত হইয়া এ প্রকার মৃদুত্ব অবলম্বন করিয়াছে। রাজা কহিলেন, আমার এইরূপ ধারণা যে, আর্ত্ত-প্রাণিগণকে রক্ষা করিলে যে প্রকার সুখ লাভ হয়, স্বর্গে বা ব্রহ্মলোকেও তদ্রূপ সুখোৎপত্তি হয় না। যদি আমার অবস্থানে ইহাদিগের যন্ত্রণা সকল বিদূরিত হয়, তবে হে ভদ্রমুখ! স্থাণুর ন্যায় অচল হইয়া আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব। ৫২—৫৭। যমপুরুষ কহিল, রাজন্! আসুন, গমন করি; স্বীয় পুণ্যপুঞ্জসমর্জ্জিত ভোগ সকল ভোগ করিবেন। ইহা পাপাত্মাদিগের যন্ত্রণা-ভোগের স্থান। নরপতি বলিলেন, যতক্ষণ ইহারা অত্যন্ত-দুঃখিত থাকিবে, আমি ততক্ষণ গমন করিব না। কারণ, এই নরকবাসীরা সকলেই আমার অবস্থানে সুখী হইতেছে। শত্রুও যদি আর্ত্ত ও আতুর হইয়া শরণার্থী হয়, তবে যে ব্যক্তি তাহাকে অনুগ্রহ না করে, তাহার জীবনে ধিক্। আর্ত্ত পরি-ত্রাণে যাহার মানস নাই, তাহার যজ্ঞ, দান, বা তপস্যা, কিছুই ইহকাল বা পরকালের সুখের নিমিত্ত হয় না। বালক, আতুর, বা বৃদ্ধ প্রভৃতিতে যাহার চিত্ত কঠিন, আমার বিবেচনায় সে মনুষ্য নহে—রাক্ষস। ইহা-দিগের সন্নিকর্ষে অবস্থান করিয়া আমাকে যদ্যপি নারকীয় অগ্নিতাপজনিত, তীব্র গন্ধ-

এতেষাং ত্রাণদানন্তু মন্যে স্বর্গসুখাৎ পরম্ ॥ ৬৪
প্রাপ্স্যন্ত্যার্ত্তা যদি সুখং বহবো দুঃখিতে ময়ি।
কিন্নু প্রাপ্তং ময়া ন স্যাৎ তস্মাৎ ত্বং ব্রজ মা চিরম্ ॥ ৬৫

যমপুরুষ উবাচ।
এষ ধর্ম্মশ্চ শক্রশ্চ ত্বাং নেতুং সমুপাগতৌ।
অবশ্যমস্মাদ্গন্তব্যং তস্মাৎ পার্থিব গম্যতাম্ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।
নয়ামি ত্বামহং স্বর্গং ত্বয়া সম্যগুপাসিতঃ।
বিমানমেতদারুহ্য মা বিলম্বস্ব গম্যতাম্ ॥ ৬৭

রাজোবাচ।
নরকে মানবা ধর্ম্ম পীড্যন্তেহত্র সহস্রশঃ।
ত্রাহীতি চার্ত্তাঃ ক্রন্দন্তি মামতো ন ব্রজাম্যহম্

ইন্দ্র উবাচ।
কর্ম্মণা নরকপ্রাপ্তিরেতেষাং পাপকর্ম্মিণাম্।
স্বর্গস্ত্বয়াপি গন্তব্যো নৃপ পুণ্যেন কর্ম্মণা ॥ ৬৯

রাজোবাচ।
যদি জানাসি ধর্ম্ম ত্বং ত্বং বা শক্র শচীপতে।
মম যাবৎ প্রমাণন্তু শুভং তদ্বক্তুমর্হথঃ ॥ ৭০

ধর্ম্ম উবাচ।
অব্বিন্দবো যথাম্ভোধৌ যথা বা দিবি তারকাঃ
যথা বা বর্ষতো ধারা গঙ্গায়াং সিকতা যথা ॥
অসঙ্খ্যেয়া মহারাজ যথা বিন্দাদয়ো হ্যপাম্।
তথা তবাপি পুণ্যস্য সঙ্খ্যা নৈবোপপদ্যতে ॥
অনুকম্পামিমামদ্য নারকেষ্বিহ কুর্ব্বতঃ।
তদেব শতসাহস্রং সঙ্খ্যামুপগতং তব ॥ ৭৩
তদ্গচ্ছ ত্বং নৃপশ্রেষ্ঠ তদ্ভোক্তুমমরালয়ম্।
এতেহপি পাপং নরকে ক্ষপয়ন্তু স্বকর্ম্মজম্ ॥ ৭৪

রাজোবাচ।
কথং স্পৃহাং করিষ্যন্তি মৎসম্পর্কেষু মানবাঃ।
যদি মৎসন্নিধাবেষামুৎকর্ষো নোপজায়তে ॥ ৭৫

জনিত কিংবা ক্ষুৎপিপাসা-সম্ভূত চেতনাপহারী মহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়, তথাপি 'ইহাদিগকে পরিত্রাণ করিলাম' ভাবিয়া ঈদৃশ মহাদুঃখকেও স্বর্গসুখ অপেক্ষা অধিকতর সুখ জ্ঞান করিব। যদি কেবলমাত্র আমি দুঃখ পাইলে, এ প্রকার বহুতর আর্ত্ত ব্যক্তি সুখ লাভ করে, তবে আমি কি না পাইলাম? অতএব হে যমদূত! তুমি বিলম্ব করিও না, শীঘ্র শীঘ্র গমন কর। ৫৮—৬৫। যমদূত কহিল, রাজন্! এই ধর্ম্ম ও ইন্দ্র, আপনাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সমুপস্থিত হইয়াছেন, আপনাকে অবশ্যই যাইতে হইবে, অতএব আগমন করুন। ধর্ম্ম কহিলেন, রাজন্! আপনি সম্যক্‌রূপে আমার উপাসনা করিয়াছেন, সেই জন্যই আপনাকে স্বর্গে লইয়া যাইব, আর বিলম্ব করিবেন না, এই বিমানে আরোহণ করিয়া গমন করুন। রাজা বলিলেন,—হে ধর্ম্ম! সহস্র মানব নরকে পীড়িত হইতেছে, অতএব আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গমন করিব না। ৬৬—৬৮। ইন্দ্র কহিলেন,—স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলে এই পাপাত্মগণের নরকযন্ত্রণা ভোগ হইতেছে, অতএব স্বীয় কর্ম্মফলে তোমারও স্বর্গে গমন করা কর্ত্তব্য। রাজা কহিলেন, হে ধর্ম্ম! হে শচীপতে ইন্দ্র! আমি কত পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি; যদি জানেন, তবে বলুন। ধর্ম্ম কহিলেন, রাজন্! সমুদ্রে যত জলবিন্দু, আকাশে যত তারকা, বৃষ্টিতে যত জলধারা এবং গঙ্গায় যত সিকতা, আপনার পুণ্যও তত। মহারাজ! যেমন জলবিন্দু প্রভৃতি এই সকলের সংখ্যা করা যায় না, আপনার পুণ্যও তদ্রূপ সংখ্যাতিরিক্ত। আবার অদ্য এই নারকীদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করায় আপনার সেই পুণ্যও শতসহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল। সুতরাং হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই পুণ্যফল ভোগ করিবার নিমিত্ত অমরালয়ে গমন করুন! আর এই পাপাত্মারাও নরকে অবস্থান করিয়া স্বীয় কর্ম্মজনিত পাপসকল ক্ষয় করুক। ৬৯—৭৪। রাজা কহিলেন, আমার সন্নিধানে অবস্থান করিয়া ইঁহাদিগের যদি উৎকর্ষ না হয়, তবে মানবগণ আমার সম্পর্কে আর স্পৃহা করিবে কেন? অতএব

তস্মাদ্যৎ সুকৃতং কিঞ্চিন্মমাস্তি ত্রিদশাধিপ।
তেন মুচ্যন্তু নরকাৎ পাপিনো যাতনাং গতাঃ॥

ইন্দ্র উবাচ।

এবমূর্দ্ধতরং স্থানং ত্বয়াবাপ্তং মহীপতে।
এতাংশ্চ নরকাৎ পশ্য বিমুক্তান্ পাপকারিণঃ॥

পুত্র উবাচ।

ততোঽপতৎ পুষ্পবৃষ্টিস্তস্যোপরি মহীপতেঃ।
বিমানঞ্চাধিরোপ্যৈনং স্বর্লোকমনয়দ্ধরিঃ॥ ৭৮
অহঞ্চান্যে চ যে তত্র যাতনাভ্যঃ পরিচ্যুতাঃ।
স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টং ততো জাত্যন্তরং গতাঃ॥৭৯
এবমেতে সমাখ্যাতা নরকা দ্বিজসত্তম।
যেন যেন চ পাপেন যাং যাং যোনিমুপৈতি বৈ
তৎ তৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং যথা দৃষ্টং ময়া পুরা
পুরানুভবজং জ্ঞানমবাপ্যাবিতথং তব।
অতঃ পরং মহাভাগ কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥৮১

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতা-পুত্র-
সংবাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

হে ত্রিদশাধিপ! আমার যে যৎকিঞ্চিৎ পুণ্য আছে, এই যাতনাভোগী পাপাত্মগণ তাহা দ্বারাই নরক হইতে মুক্ত হউক। ইন্দ্র কহিলেন, হে মহীপতে! ইহা দ্বারা আরও উন্নততর স্থানে আপনার গতি হইল। ঐ দেখুন, পাপিগণ নরক হইতে মুক্ত হইতেছে। পুত্র কহিলেন, অনন্তর সেই রাজার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং শচীপতি তাঁহাকে বিমানে আরোহণ করাইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। আর এদিকে আমি ও অন্যান্য নারকিগণ যাতনা-পরিচ্যুত হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলাম। হে দ্বিজসত্তম! এই নরকের বৃত্তান্ত সকল আপনার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। যে যে পাপে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, যাহা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সে সমস্তই আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। আপনাকে যাহা যাহা কহিলাম, এই সমস্তই আমি পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছি। সুতরাং ইহা মিথ্যা নহে। হে মহাভাগ! এক্ষণে অনুমতি করুন, আর কি বলিব? ৭৫—৮১।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

পিতোবাচ।

কথিতং মে ত্বয়া বৎস সংসারস্য ব্যবস্থিতম্।
স্বরূপমতিহেয়স্য ঘটীযন্ত্রবদব্যয়ম্॥ ১
তদেবমেতদখিলং ময়াবগতমীদৃশম্।
কিং ময়া বদ কর্ত্তব্যমেবমস্মিন্ ব্যবস্থিতে॥ ২

পুত্র উবাচ।

যদি মদ্বচনং তাত শ্রদ্দধাস্যবিশঙ্কিতঃ।
তৎ পরিত্যজ্য গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থপরো ভব॥৩
তমনুষ্ঠায় বিধিবদ্বিহায়াগ্নিপরিগ্রহম্।
আত্মন্যাত্মানমাধায় নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ॥ ৪
একান্তরাশী বশ্যাত্মা ভব ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ।
তত্র যোগপরো ভূত্বা বাহ্যস্পর্শবিবর্জ্জিতঃ॥৫

ষোড়শ অধ্যায়।

পিতা কহিলেন, বৎস! ঘটীযন্ত্রবৎ ব্যবস্থিত অতি হেয় সংসারের অব্যয় স্বরূপ আমার নিকট তুমি কীর্ত্তন করিলে। আমারও জ্ঞান হইল যে, "সমস্ত এইরূপই বটে"। যখন সংসারের এইরূপ ব্যবস্থা, তখন বল দেখি, আমার কি করা কর্ত্তব্য? পুত্র কহিলেন, তাত! যদি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করেন, তবে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করুন। বিধানানুসারে বানপ্রস্থাশ্রমের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অগ্নিপরিগ্রহ পরিত্যাগ করত আত্মাতে আত্মার সংযোগ করিয়া নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হউন এবং একদিন অন্তর আহার করিয়া আত্মাকে বশীভূত করত আলস্যহীন ভিক্ষুক হউন। এইরূপে যোগপরবশ হইয়া যখন বাহ্যস্পর্শবিবর্জ্জিত

ততঃ প্রাপ্স্যসি তং যোগং দুঃখসংযোগভেষজম্
মুক্তিহেতুমনৌপম্যমনাখ্যেয়মসঙ্গিনম্ ।
যৎসংযোগাত্ন তে যোগো ভূয়ো ভূতৈর্ভবিষ্যতি
পিতোবাচ ।
বৎস যোগং মমাচক্ষ্ব মুক্তিহেতুমতঃ পরম্ ।
যেন ভূতৈঃ পুনর্ভূতো নেদৃগ্দুঃখমবাপ্নুয়াম্ ॥ ৭
যত্রাসক্তিপরস্যাত্মা মম সংসারবন্ধনৈঃ ।
নৈতি যোগমযোগোঽপি তং যোগমধুনা বদ ॥৮
সংসারাদিত্যতাপার্ত্তি বিপ্লুষ্যদ্দেহমানসম্ ।
ব্রহ্মজ্ঞানাম্বুশীতেন সিঞ্চ মাং বাক্যবারিণা ॥ ৯
অবিদ্যাকৃষ্ণসর্পেণ দষ্টং তদ্বিষপীড়িতম্ ।
স্ববাক্যামৃতপানেন * মাং জীবয় পুনর্মৃতম্ ॥১০

হইবেন, তখন মুক্তির কারণ স্বরূপ, উপমা-বিহীন, বাক্যাতীত, নিঃসঙ্গ এবং দুঃখ-সংযোগের ঔষধস্বরূপ সেই যোগ প্রাপ্ত হইবেন। ঐ যোগের সংযোগ হইলে আপনার আর পঞ্চভূতের সহিত যোগ থাকিবে না। ১—৬। পিতা কহিলেন, বৎস! অতঃপর মুক্তির কারণস্বরূপ সেই যোগের বিষয় কীর্ত্তন কর,—যে যোগ অবলম্বন করিলে ভৌতিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করত আমাকে আর এ প্রকার দুঃখ পাইতে হইবে না। আত্মা যদিও নির্লিপ্ত, কিন্তু আমার আত্মা সংসার-বন্ধনে একান্ত আসক্তিপর; অতএব উহা লাভ করিলে আত্মাও আর যুক্ত হইবে না, সুতরাং আমাকে যোগ বল। বৎস! আমার দেহ ও মন, সংসাররূপ আদিত্যের তাপপীড়ায় বিপ্লুষ্ট হইয়াছে, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানময় সুশীতলাম্বুমিশ্রিত বাক্যবারি দ্বারা তাহাকে পরিষিক্ত কর। অবিদ্যারূপ কৃষ্ণসর্প আমাকে দংশন করিয়াছে, আমি তাহার বিষপীড়ায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছি; তুমি স্বীয় বাক্যামৃত পান করাইয়া আমাকে পুনরায় জীবিত করাও।

---

* দানেনেতি পাঠান্তরম্ ।

পুত্র-দার-গৃহ-ক্ষেত্র-মমত্বনিগড়ার্দ্দিতম্ ।
মাং মোচয়েষ্টসদ্ভাব-বিজ্ঞানোদ্ঘাটনৈস্ত্বরন্ ॥১১
পুত্র উবাচ ।
শৃণু তাত যথা যোগো দত্তাত্রেয়েণ ধীমতা ।
অলর্কায় পুরা প্রোক্তঃ সম্যক্ পৃষ্টেন বিস্তরাৎ
পিতোবাচ ।
দত্তাত্রেয়ঃ সুতঃ কস্য কথং বা যোগমুক্তবান্ ।
কশ্চালর্কো মহাভাগো যো যোগং পরিপৃষ্টবান্ ॥
পুত্রোবাচ ।
কৌশিকো ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ প্রতিষ্ঠানেঽভবৎ পুরে ।
সোঽন্যজন্মকৃতৈঃ পাপৈঃ কুষ্ঠরোগাতুরোঽভবৎ ॥১৪
তং তথা ব্যাধিতং ভার্য্যা পতিং দেবমিবার্চ্চয়ৎ
পাদাভ্যঙ্গাঙ্গসংবাহ-স্নানাচ্ছাদনভোজনৈঃ ॥১৫
শ্লেষ্ম-মূত্র-পুরীষাসৃক্-প্রবাহক্ষালনেন চ ।
রহশ্চৈবোপচারেণ প্রিয়সম্ভাষণেন চ ॥ ১৬

বৎস! আমি পুত্র, দারা, গৃহ, ক্ষেত্র ও মমতারূপ নিগড়ে নিতান্ত আবদ্ধ হইয়াছি, তুমি অভিলষিত সদ্ভাব ও বিজ্ঞানের উদ্ঘাটন করত সত্বর আমাকে মুক্ত কর। ৭—১১। পুত্র কহিলেন, হে তাত! পূর্ব্বে ধীমান্ দত্তাত্রেয় অলর্ককর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট সবিস্তারে যে যোগ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই বলিতেছি শ্রবণ করুন। পিতা কহিলেন, বৎস! দত্তাত্রেয় কাহার পুত্র? এবং তিনি কিরূপেই বা যোগ বলিয়াছিলেন? আর যিনি যোগ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই মহাভাগ অলর্কই বা কে? পুত্র কহিলেন, প্রতিষ্ঠান নগরে কৌশিকবংশ-সম্ভূত কোন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ বশতঃ কুষ্ঠরোগে আতুর হন। স্বামী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেও তাঁহার ভার্য্যা চরণে তৈলমর্দ্দন অঙ্গসংবাহন, স্নান, গ্রাসাচ্ছাদন, শ্লেষ্মা মূত্র পুরীষ ও রক্তপ্রবাহ পরিক্ষালন, নির্জ্জনে উপকার ও প্রিয়সম্ভাষণাদি দ্বারা নির্ব্বিশেষে

প্রোবাচ ব্যথিতা সূর্য্যো নৈবোদয়মুপৈষ্যতি ॥
ততঃ সূর্য্যোদয়াভাবাদভবৎ সন্ততা নিশা।
বহুম্বহঃপ্রমাণানি ততো দেবা ভয়ং যযুঃ ॥ ৩২
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কার-স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতম্।
কথন্তু খল্বিদং সর্ব্বং ন গচ্ছেৎ সংক্ষয়ং জগৎ ॥
অহোরাত্রব্যবস্থায়া বিনা মাসর্ত্তুসংক্ষয়ঃ।
তৎসংক্ষয়ান্ন হ্যয়নে জ্ঞায়েতে দক্ষিণোত্তরে ॥
বিনা চায়নবিজ্ঞানাৎ কালঃ সংবৎসরঃ কুতঃ।
সংবৎসরং বিনা নান্যৎ কালজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে *
পতিব্রতায়া বচসা নোদ্গচ্ছতি দিবাকরঃ।
সূর্য্যোদয়ং বিনা নৈব স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥
নাগ্ন্যাবহরণঞ্চৈব ক্রত্বভাবশ্চ লক্ষ্যতে।
নবাপ্যায়নমস্মাকং বিনা হোমেন জায়তে ॥৩৭
বয়মাপ্যায়িতা মর্ত্ত্যযজ্ঞভাগৈর্যথোচিতম্।
বৃষ্ট্যা তাননুগৃহ্নীমো মর্ত্ত্যান্ শস্যাদিসিদ্ধয়ে ॥
নিষ্পাদিতাস্বোষধীষু মর্ত্ত্যা যজ্ঞৈর্যজন্তি নঃ।
তেষাং বয়ং প্রযচ্ছামঃ কামান্ যজ্ঞাদিপূজিতাঃ
অধো হি বর্ষাম বয়ং মর্ত্ত্যাশ্চোর্দ্ধপ্রবর্ষিণঃ।
তোয়বর্ষেণ হি বয়ং হবির্বর্ষেণ মানবাঃ ॥ ৪০
যে নাস্মাকং প্রযচ্ছন্তি নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ।
ক্রতুভাগং দুরাত্মানঃ স্বয়ঞ্চাশ্নন্তি লোলুপাঃ ॥
বিনাশায় বয়ং তেষাং তোয়সূর্য্যাগ্নিমারুতান।
ক্ষিতিঞ্চ সন্দূষয়ামঃ পাপানামপকারিণাম্ ॥ ৪২
দুষ্টতোয়াদিভোগেন তেষাং দুষ্কৃতকর্ম্মিণাম্।
উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে মরণায় সুদারুণাঃ ॥ ৪৩
যে ত্বস্মান্ প্রীণয়িত্বা তু ভুঞ্জতে শেষমাত্মনা।

তদীয় পত্নী মুনিবরের এই নিদারুণ শাপ শ্রবণ করতঃ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কহিলেন,—"সূর্য্য আর উদিত হইবেন না।"২৭—৩১। অনন্তর পতিপরায়ণা ব্রাহ্মণ-রমণীর সেই বাক্যানুসারে সূর্য্যদেবের অভাবে নিরন্তর রাত্রিই রহিল। এইরূপে বহুদিন পরিমাণে রাত্রি অতীত হইলে দেবতারা অত্যন্ত ভয় পাইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন,—'যখন স্বাধ্যায়, বষট্কার, স্বধা ও স্বাহা লোপ পাইল, তখন কি প্রকারে এ সমস্ত জগতের রক্ষা হইবে? অহোরাত্র-ব্যবস্থা ভিন্ন মাস ও ঋতুর বিভাগ হয় না। মাস ও ঋতুর বিভাগ না হইলে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের জ্ঞান হয় না। অয়নজ্ঞান না হইলে কিরূপেই বা বৎসরের স্থিরতা হইবে? এবং সংবৎসরজ্ঞান না হইলেই বা অন্যান্য কালজ্ঞান হইবে কি প্রকারে? ৩২—৩৫। পতিব্রতার বাক্যানুসারে সূর্য্য আর উদিত হইতেছেন না। সূর্য্যোদয় না হওয়ায় স্নানদানাদি কার্য্যকলাপও বন্ধ হইল। আর অগ্নিচয় হইতেছে না, যজ্ঞ সকলেরও অভাব লক্ষিত হইতেছে। হোম ভিন্ন আমাদিগেরও অন্য উপায় নাই। মর্ত্ত্যগণ যথোচিত যজ্ঞভাগে আমাদিগকে আপ্যায়িত করে, আমরাও শস্যাদি-সিদ্ধির নিমিত্ত বৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি। ওষধি সকল নিষ্পাদিত হইলেই মর্ত্ত্যগণ তদ্দ্বারা আমাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ করে, আমরাও যজ্ঞাদি দ্বারা পূজিত হইয়া তাহাদিগের অভিলষিত বিষয় সকল সম্পাদন করিয়া থাকি। আমরা অধোদিকে বৃষ্টিদ্বারা বর্ষণ করি, মর্ত্ত্যগণ ঊর্দ্ধদিকে ঘৃতধারা বর্ষণ করে, যে দুরাত্মারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল আমাদিগের উদ্দেশে অর্পণ করে না এবং লোলুপ হইয়া যজ্ঞভাগ সকল স্বয়ং ভোজন করে; আমরা সেই অপকারী পাপাত্মাদিগের বিনাশের নিমিত্ত জল, অগ্নি, সূর্য্য বায়ু ও পৃথিবীকে দূষিত করি। ৩৬—৪২। আর দুষ্টজলাদি উপভোগ দ্বারা সেই দুষ্কর্ম্মাদিগের বিনাশসূচক দারুণ উপসর্গ সকল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে মনুষ্যগণ আমাদিগকে প্রীণিত করিয়া শেষমাত্র স্বয়ং ভোজন করে, আমরা

---

* অতঃপরং—

ন কালেন বিনা চেষ্টং দং শ্রাদ্ধিকা ক্রিয়া।
নশ্যন্তি সর্ব্বন্তু তানি তমোনাশ্চ চরাচরম ॥
ইত্যধিকঃ শ্লোকঃ কচিৎদৃশ্যতে।

তেষাং পুণ্যান্ বয়ং লোকান্ বিদধাম মহাত্মনাম্
তন্নাস্তি সর্ব্বমেবৈতদ্বিনৈষাং ব্যুষ্টিসংস্থিতিম্।
কথং তু দিনসর্গঃ স্যাদস্তোঽহস্তমবদন্ সুরাঃ॥
তেষামেব সমেতানাং যজ্ঞব্যুচ্ছিত্তিশঙ্কিনাম্।
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা প্রাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ॥
তেজঃ পরং তেজসৈব তপসা চ তপস্তথা।
প্রশাম্যতেঽমরাস্তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বচনং মম॥ ৪৭
পতিব্রতায়া মাহাত্ম্যান্নোদ্গচ্ছতি দিবাকরঃ।
তস্য চানুদয়াদ্ধানির্মর্ত্ত্যানাং ভবতাং তথা॥৪৮
তস্মাৎ পতিব্রতামত্রেরনুসূয়াং তপস্বিনীম্।
প্রসাদয়ত বৈ পত্নীং ভানোরুদয়কাম্যয়া॥ ৪৯

পুত্র উবাচ।

তৈঃ সা প্রসাদিতা গত্বা প্রাহেষ্টং ব্রিয়তামিতি।
অযাচন্ত দিনং দেবা ভবত্বিতি যথা পুরা॥ ৫

অনুসূয়োবাচ।

পতিব্রতায়া মাহাত্ম্যং ন হীয়েত কথঞ্চিতি।
সম্মান্য তস্মাৎ তাং সাধ্বীমহঃস্রক্ষ্যাম্যহং সুরাঃ
যথা পুনরহোরাত্র-সংস্থানমুপজায়তে।
যথা চ তস্যাঃ স্বপতির্ন সাধ্ব্যা নাশমেষ্যতি॥

পুত্র উবাচ।

এবমুক্ত্বা সুরাংস্তস্যা গত্বা সা মন্দিরং শুভা।
উবাচ কুশলং পৃষ্ট্বা ধর্ম্মং ভর্ত্তুস্তথাত্মনঃ॥ ৫৩

অনুসূয়োবাচ।

কচ্চিন্নন্দসি কল্যাণি স্বভর্ত্তুর্মুখদর্শনাৎ।
কচ্চিচ্চাখিলদেবেভ্যো মন্যসেঽভ্যধিকং পতিম্
ভর্ত্তৃশুশ্রূষণাদেব ময়া প্রাপ্তং মহৎ ফলম্।
সর্ব্বকামফলাবাপ্ত্যা প্রত্যূহাঃ পরিবর্জ্জিতাঃ॥৫৬
পঞ্চর্ণানি মনুষ্যেণ সাধ্বি দেয়ানি সর্ব্বদা।
তথা স্ববর্ণধর্ম্মেণ কর্ত্তব্যো ধনসঞ্চয়ঃ॥ ৫৬
প্রাপ্তশ্চার্থস্ততঃ পাত্রে বিনিযোজ্যো বিধানতঃ।
সত্যার্জ্জব-তপো-দানৈর্দয়াযুক্তো ভবেৎ সদা॥

সেই মহাত্মাদিগকে পুণ্যময় স্থান সকল প্রদান করিয়া থাকি। এক্ষণে ত তাহার কিছুই উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু কি প্রকারে পুনঃ সৃষ্টি সংস্থান হয় এবং কিরূপেই বা দিবসের সৃষ্টি হয়?" দেবতারা পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন। যজ্ঞবিনাশ-শঙ্কী সমবেত দেবতাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি কহিলেন, হে অমরগণ! দেখ তেজ দ্বারা তেজ ও তপ দ্বারা তপের বিনাশ হয়, অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, পতিব্রতার মাহাত্ম্যে দিবাকর উদিত হইতেছেন না, সূর্য্যোদয়ের অভাবে তোমাদিগের ও মর্ত্ত্যগণের অত্যন্ত হানি হইতেছে; অতএব তোমরা যদি সূর্য্যোদয়ের অভিলাষ কর, তবে একমাত্র পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রিমুনিপত্নী অনুসূয়াকে প্রসন্ন কর। ৪৩—৪৯। পুত্র কহিলেন,—অনন্তর অত্রিপত্নী অনুসূয়া, দেবগণ দ্বারা প্রসাদিত হইয়া কহিলেন,—"তোমরা অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা কর।" দেবতারা প্রার্থনা করিলেন,—পূর্ব্বের ন্যায় দিবস হইতে থাকুক।" অনুসূয়া কহিলেন, পতিব্রতার মহিমা কখনই হীন হইবার নহে। অতএব হে দেবগণ! আমি সেই সাধ্বীকে সম্মানিত করিয়া যাহাতে পুনরায় অহোরাত্রের সংস্থান হয় এবং সেই সাধ্বীরও স্বামিবিনাশ সংঘটন না হয়, সেইরূপে পুনরায় দিবসের সৃষ্টি করিব। পুত্র কহিলেন,—মঙ্গলময়ী অনুসূয়া দেবগণকে এইরূপ বলিয়া সেই সতীর আলয়ে গমন করিলেন এবং তাহার ও তদীয় ভর্ত্তার ধর্ম্মবিষয়ক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনুসূয়া কহিলেন,—কল্যাণি! তুমি ত স্বামীর মুখদর্শনে আহ্লাদিত হইতেছ এবং সকল দেবতা অপেক্ষা স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর ত? আমি কেবলমাত্র ভর্ত্তৃশুশ্রূষা দ্বারাই মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমার সমস্ত অভিলষিত বিষয় সিদ্ধি হেতুক বিঘ্ন সকল তিরোহিত হইয়াছে। হে সাধ্বি! পুরুষগণ সর্ব্বদা পঞ্চপ্রকার ঋণ শোধ করিবে। স্বীয় বর্ণের ধর্ম্মানুসারে ধনসঞ্চয় করিবে এবং সেই সঞ্চিত অর্থ বিধানানুসারে উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করিবে। আর সর্ব্বদা সত্য, সরলতা, তপ, দান ও

ক্রিয়াশ্চ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টা রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ।
কর্ত্তব্যা অহরহং শ্রদ্ধা-পুরস্কারেণ শক্তিতঃ ॥ ৫৮
স্বজাতিবিহিতানেব লোকানাপ্নোতি মানবঃ।
ক্লেশেন মহতা সাধ্বি প্রাজাপত্যাদিকান্ ক্রমাৎ ॥ ৫৯
স্ত্রিয়স্ত্বেবং সমস্তস্য নরৈর্দুঃখার্জ্জিতস্য বৈ।
পুণ্যস্যার্দ্ধাপহারিণ্যঃ পতিশুশ্রূষয়ৈব হি ॥ ৬০
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন শ্রাদ্ধং নাপ্যুপোষিতম্।
ভর্ত্তৃশুশ্রূষয়ৈবৈতান্ লোকানিষ্টান্ ব্রজন্তি হি ॥
তস্মাৎ সাধ্বি মহাভাগে পতিশুশ্রূষণং প্রতি।
ত্বয়া মতিঃ সদা কার্য্যা যতো ভর্ত্তা পরা গতিঃ ॥
যদ্দেবেভ্যো যচ্চ পিত্রাগতেভ্যঃ
কুর্য্যাদ্ভর্ত্তাভ্যর্চ্চনং সৎক্রিয়াতঃ।
তস্যার্দ্ধং কেবলানন্যচিত্তা
নারী ভুঙ্‌ক্তে ভর্ত্তৃশুশ্রূষয়ৈব ॥ ৬৩

পুত্র উবাচ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রতিপূজ্য তথাদরাৎ।
প্রত্যুবাচাত্রিপত্নীং তামনুসূয়ামিদং বচঃ ॥ ৬৪
ধন্যাস্ম্যনুগৃহীতাস্মি দেবৈশ্চাপাবলোকিতা।
যন্মে প্রকৃতিকল্যাণি শ্রদ্ধাং বর্দ্ধয়সে পুনঃ ॥
জানাম্যেতন্ন নারীণাং কাচিৎ পতিসমা গতিঃ।
তৎপ্রীতিশ্চোপকারায় ইহ লোকে পরত্র চ ॥
পতিপ্রসাদাদিহ চ প্রেত্য চৈব যশস্বিনি।
নারী সুখমবাপ্নোতি নার্য্যা ভর্ত্তা হি দেবতা ॥
সা ত্বং ব্রূহি মহাভাগে প্রাপ্তায়া মম মন্দিরম্।
আর্য্যায়া যন্ময়া কার্য্যং তথার্য্যেণাপি বা শুভে ॥

অনসূয়োবাচ।

এতে দেবাঃ সহেন্দ্রেণ মামুপাগম্য দুঃখিতাঃ।
ত্বদ্বাক্যাপাস্তসৎকর্ম্ম-দিননক্তংনিরূপণাঃ ॥ ৬৯
যাচন্তেঽহর্নিশাসংস্থাং যথাবদবিখণ্ডিতাম্।

দয়াপর হইবে এবং প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে অনুরাগ ও দ্বেষবিবর্জ্জিত শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া সকলের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবে। ৫০—৫৮ হে পতিব্রতে! পুরুষগণ এইরূপ মহাক্লেশে স্বজাতি-বিহিত লোক সকল প্রাপ্ত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে প্রাজাপত্যাদি পবিত্রধামে গমন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু স্ত্রীগণ একমাত্র পতিসেবা দ্বারাই মানবের দুঃখোপার্জ্জিত ঐ পুণ্য সকলের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে যজ্ঞ শ্রাদ্ধ বা উপবাসের কোন পৃথক্ বিধান নাই। তাহারা কেবলমাত্র স্বামিশুশ্রূষা দ্বারাই অভিলষিত লোক সকলে গমন করিতে সমর্থ হয়। অতএব হে সাধ্বি! হে মহাভাগে! তুমি স্বামিশুশ্রূষার প্রতি সর্ব্বদা যত্নবতী হইবে; কারণ, স্বামীই স্ত্রীলোকের পরম গতি। দেখ, পুরুষেরা দেবতা, পিতৃগণ বা অতিথিদিগের প্রতি সৎক্রিয়ানুসারে যে পূজাদি প্রদান করে, অনন্যমানসা নারী কেবলমাত্র স্বামিশুশ্রূষা দ্বারা তাহার অর্দ্ধাংশ ভোগ করিয়া থাকে।

৬১—৬৩। পুত্র কহিলেন, অত্রিপত্নী অনসূয়ার সেই বাক্য শ্রবণ করত দ্বিজরমণী সমাদর সহকারে—তাঁহার প্রতিপূজা করিয়া এই বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে স্বভাবশুভদায়িনি! অদ্য আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। দেবগণও আজ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, যেহেতু আপনি পুনরায় আজ আমার স্বামার প্রতি শ্রদ্ধা-বর্দ্ধন করিলেন। আমি জানি যে, নারীদিগের পতির তুল্য আর গতি নাই, তিনি প্রসন্ন থাকিলেই ইহলোকে ও পরলোকে উপকার হয়। হে যশস্বিনি! পতির প্রসাদেই নারীগণ ইহলোক ও পরলোকে সুখভোগ করে। কারণ, ভর্ত্তাই রমণীদিগের একমাত্র দেবতা। হে মহাভাগে! হে শুভে! মাননীয়া আপনি যখন আমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন, তখন আমাকে বা আমার স্বামীকে কি করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমতি করুন। ৬৪—৬৮। অনসূয়া কহিলেন, হে সাধ্বি! তোমার বাক্যানুসারেই দিবারজনীভেদ অপাস্ত হওয়ায় সৎক্রিয়া সকল বিনষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য এই দেবতাগণ অত্যন্ত

অহং তদর্থমায়াতা শৃণু চৈতদ্বচো মম ॥ ৭০
দিনাভাবাৎ সমস্তানামভাবো যাগকর্ম্মণাম্ ।
তদভাবাৎ সুরাঃ পুষ্টিং নোপযান্তি তপস্বিনি ॥
অহ্নশ্চৈব সমুচ্ছেদাদুচ্ছেদঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ।
তদুচ্ছেদাদনাবৃষ্ট্যা জগদুচ্ছেদমেষ্যতি ॥ ৭২
তৎ ত্বমিচ্ছসি চেদেতৎ জগদুদ্ধর্ত্তুমাপদঃ ।
প্রসীদ সাধ্বি লোকানাং পূর্ব্ববদ্বর্ত্ততাং রবিঃ

ব্রাহ্মণ্যুবাচ ।

মাণ্ডব্যেন মহাভাগে শপ্তো ভর্ত্তা মমেশ্বরঃ ।
সূর্য্যোদয়ে বিনাশং ত্বং প্রাপ্স্যসীত্যতিমন্যুনা

অনুসূয়োবাচ ।

যদি বা রোচতে ভদ্রে ততস্ত্বদ্বচনাদহম্ ।
করোমি পূর্ব্ববদ্দেহং ভর্ত্তারঞ্চ নবং তব ॥ ৭৫
ময়া হি সর্ব্বথা স্ত্রীণাং মাহাত্ম্যং বরবর্ণিনি ।
পতিব্রতানামারাধ্যমিতি সম্মানয়ামি তে ॥ ৭৬

পুত্র উবাচ ।

তথেত্যুক্তে তয়া সূর্য্যমাজুহাব তপস্বিনী ।
অনুসূয়ার্ঘ্যমুদ্যম্য দশরাত্রে তদা নিশি ॥ ৭৭
ততো বিবস্বান্ ভগবান্ ফুল্লপদ্মারুণাকৃতিঃ ।
শৈলরাজানমুদয়মারুরোহোরুমণ্ডলঃ ॥ ৭৮
সমনন্তরমেবাস্যা ভর্ত্তা প্রাণৈরযুজ্যত ।
পপাত চ মহীপৃষ্ঠে পতন্তং জগৃহে চ সা ॥ ৭৯

অনুসূয়োবাচ ।

ন বিষাদস্ত্বয়া ভদ্রে কর্ত্তব্যঃ পশ্য মে বলম্ ।
পতিশুশ্রূষয়াবাপ্তং তপসঃ কিং চিরেণ তে ॥
যথা ভর্ত্তৃসমং নান্যমপশ্যং পুরুষং কচিৎ ।
রূপতঃ শীলতো বুদ্ধ্যা বাঙ্মাধুর্য্যাদিভূষণৈঃ ॥৮১
তেন সত্যেন বিপ্রোঽয়ং ব্যাধিমুক্তঃ পুনর্যুবা ।
প্রাপ্নোতু জীবিতং ভার্য্যাসহায়ঃ শরদাং শতম্
যথা ভর্ত্তৃসমং নান্যমহং পশ্যামি দৈবতম্ ।

দুঃখিত হইয়া দেবরাজের সহিত আমার নিকটে আগমন করত পূর্ব্বের ন্যায় অখণ্ডিত দিনযামিনী-সংস্থান প্রার্থনা করিতেছেন। আমি সেই জন্যই তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। হে তপস্বিনি! দিনের অভাবে সমস্ত যাগকর্ম্মের অভাব হইয়াছে এবং যজ্ঞের অভাবে দেবতাগণের পুষ্টিসাধন হইতেছে না। দিবসের ধ্বংস হওয়ায় সমস্ত কর্ম্মেরই উচ্ছেদ হইয়াছে এবং উচ্ছেদ বশতই অনাবৃষ্টি দ্বারা সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইবে। এইরূপ আপদ্ হইতে জগৎকে রক্ষা করিতে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে হে সাধ্বি! লোকগণের প্রতি প্রসন্ন হও এবং সূর্য্যদেবও পূর্ব্বের ন্যায় উদিত হইতে থাকুন। ৬৯—৭৩। ব্রাহ্মণী কহিলেন, হে মহাভাগে! মাণ্ডব্যমুনি অত্যন্ত ক্রোধে আমার স্বামীকে এইরূপ শাপ দিয়াছেন যে, "সূর্য্যোদয় হইলেই তোমার প্রাণত্যাগ হইবে।" অনুসূয়া কহিলেন, হে ভদ্রে! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমি তোমার স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করিব এবং তিনি পূর্ব্বের ন্যায় নবকলেবর ধারণ করিবেন। হে বরবর্ণিনি! পতিব্রতা রমণীর মহিমা সর্ব্বতোভাবে আমার আরাধনীয়; সুতরাং আমি তোমার সম্মাননা করি। ৭৪—৭৬। পুত্র কহিলেন, ব্রাহ্মণী "তথাস্তু" বলিলে তপস্বিনী অনুসূয়া অর্ঘ্য উদ্যত করিয়া যখন সূর্য্যদেবের আহ্বান করিলেন, তখন দশদিন ক্রমাগত রাত্রি ছিল। যাহা হউক, অনন্তর প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় অরুণবর্ণ উরুমণ্ডল ভগবান্ বিবস্বান্ যেমন উদয়াচলে আরোহণ করিলেন, অমনি সেই ব্রাহ্মণের প্রাণবিয়োগ হইল এবং তিনি যেমন ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইবেন, দ্বিজরমণী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধারণ করিলেন। অনুসূয়া কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি বিষণ্ণ হইও না, আমি কেবলমাত্র পতিসেবা দ্বারা যে তপোবল লাভ করিয়াছি, অচিরেই তাহা তোমার নয়নগোচর হইবে। রূপ, শীল, বুদ্ধি, বাক্য ও মধুরতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী দ্বারা কখন কোন পুরুষকে যদি স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই সত্যবলে এই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত ও যুবা হইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করত পত্নীর সহিত শতবর্ষ জীবিত থাকুন; আমি যদি অন্য-

তেন সত্যেন বিপ্রোঽয়ং পুনর্জীবত্বনাময়ঃ ॥৮৩
কর্ম্মণা মনসা বাচা ভর্ত্তুরারাধনং প্রতি।
যথা মমোদ্যমো নিত্যং তথায়ং জীবতাং দ্বিজঃ
পুত্র উবাচ।
ততো বিপ্রঃ সমুত্তস্থৌ ব্যাধিমুক্তঃ পুনর্যুবা।
স্বভাভির্ভাসয়ন্ বেশ্ম বৃন্দারক ইবাজরঃ ॥ ৮৫
ততোঽপতৎ পুষ্পবৃষ্টির্দেববাদ্যাদিনিস্বনঃ।
লেভিরে চ মুদং দেবা অনুসূয়ামথাব্রুবন্ ॥৮৬
দেবা ঊচুঃ।
বরং বৃণীষ কল্যাণি দেবকার্য্যং মহৎ কৃতম্।
ত্বয়া যস্মাৎ ততো দেবা বরদাস্তে তপস্বিনি ॥
অনুসূয়োবাচ।
যদি দেবাঃ প্রসন্না মে পিতামহপুরোগমাঃ।
বরদা বরযোগ্যা চ যদ্যহং ভবতাং মতা ॥৮৮
তদ্যান্তু মম পুত্রত্বং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
যোগঞ্চ প্রাপ্নুয়াং ভর্ত্তৃ-সহিতা ক্লেশমুক্তয়ে ॥৮৯
এবমস্ত্বিতি তাং দেবা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
প্রোক্তা জগ্মুর্যথান্যায়মনুমান্য তপস্বিনীম্ ॥ ৯০

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতা-পুত্র-
সংবাদে অনুসূয়াবরপ্রাপ্তির্নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

দেবতাকে স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই সত্য দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ নিরাময় হইয়া পুনর্ব্বার জীবিত হউন এবং কায়মনোবাক্যে স্বামীর আরাধনায় যদি আমার উদ্যম থাকে, তবে এই দ্বিজবর জীবিত হউন। ৭৭—৮৪। পুত্র কহিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণ ব্যাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া যুব-কলেবরে অজর অমরের ন্যায় দেহ-প্রভায় নিকেতন উজ্জ্বল করত সমুত্থিত হইলেন, আর পুষ্পবৃষ্টি ও দেবগণের বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর দেবতাগণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া অনু-সূয়াকে কহিলেন, হে কল্যাণি! দেবতা-গণের সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, অতএব বর লও। হে তপস্বিনি! দেব-তারা তোমাকে বর দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। ৮৫—৮৭। অনুসূয়া কহিলেন, হে পিতামহ-পুরঃসর দেবগণ! আপনারা যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর-প্রদানে অভিলাষী হইয়া থাকেন এবং আমাকে যদি বর প্রদানের পাত্রী বলিয়া গণনা করেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং আমি স্বামীর সহিত ক্লেশবিমু-ক্তির নিমিত্ত যেন যোগপ্রাপ্ত হই। অন-ন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবগণ "তথাস্তু" বলিয়া সেই তপস্বিনীকে যথান্যায়ে সম্মানিত করত প্রস্থান করিলেন। ৮৮—৯০।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

পুত্র উবাচ।
ততঃ কালে বহুতিথে দ্বিতীয়ো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
স্বভার্য্যাং ভগবানত্রিরনুসূয়ামপশ্যত ॥ ১
ঋতুস্নাতাং সুচার্বঙ্গীং লোভনীয়োত্তমাকৃতিম্
সকামো মনসা ভেজে স মুনিস্তামনিন্দিতাম্ ॥২
তস্যাভিধ্যায়তস্তাস্তু বিকারো যোঽস্বজায়ত।
তমেবোবাহ পবনস্তিরশ্চোর্দ্ধঞ্চ বেগবান্ ॥ ৩
ব্রহ্মরূপঞ্চ শুক্রাভং পতমানং সমন্ততঃ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, অনন্তর বহুকাল অতি-বাহিত হইলে, ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র ভগবান্ অত্রি, একদা সুচারুসর্ব্বাঙ্গী, লোভনীয়সুন্দরা-কৃতি-শালিনী, অনিন্দিতা স্বপত্নী অনুসূয়াকে ঋতুস্নাতা অবলোকন করত কামপরবশ হইয়া মনে মনে তাঁহাকে ভজনা করিলেন। তাঁহাকে মনে মনে সম্ভোগ করায় মুনি-বরের যে তেজ স্খলিত হইয়াছিল, বেগবান্ পবন সেই তেজকে বহন করিয়া ঊর্দ্ধ-দিকে ও তির্য্যগ্‌ভাবে প্রবাহিত হইলেন। ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন, শুক্রকান্তি, রজোগুণ

সোমরূপং রজোপেতং দিশস্তং জগৃহুর্দশ ॥ ৪
স সোমো মানসো জজ্ঞে তস্যামত্রেঃ প্রজাপতেঃ
পুত্রঃ সমস্তসত্ত্বানামায়ুরাধার এব চ ॥৫
তুষ্টেন বিষ্ণুনা জজ্ঞে দত্তাত্রেয়ো মহাত্মনা।
স্বশরীরাৎ সমুৎপাদ্য সত্ত্বোদ্রিক্তো দ্বিজোত্তমঃ
দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতঃ সোঽনসূয়াস্তনং পপৌ
বিষ্ণুরেবাবতীর্ণোঽসৌ দ্বিতীয়োঽত্রেঃ সুতো-
ঽভবৎ ॥ ৭
সপ্তাহাৎ প্রচ্যুতো মাতুরুদরাৎ কুপিতো যতঃ।
হৈহয়েন্দ্রমুপাবৃত্তমপরাধ্যন্তমুদ্ধতম্ ॥ ৮
দৃষ্ট্বাত্রৌ কুপিতঃ সদ্যো দগ্ধ কামঃ স হৈহয়ম্।
গর্ভবাসমহায়াস-দুঃখামর্ষসমন্বিতঃ ॥ ৯
দুর্ব্বাসাস্তমসোদ্রিক্তো রুদ্রাংশঃ সমজায়ত।
ইতি পুত্রত্রয়ং তস্যা জজ্ঞে ব্রহ্মেশবৈষ্ণবম্ ॥১০
সোমো ব্রহ্মাভবদ্বিষ্ণুর্দত্তাত্রেয়ো ব্যজায়ত।
দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করো জজ্ঞে বরদানাদ্দিবৌকসাম্ ॥
সোমঃ স্বরশ্মিভিঃ শীতৈর্বীরুধৌষধিমানবান্।
আপ্যায়য়ন্ সদা স্বর্গে বর্ত্ততে স প্রজাপতিঃ ॥১২
দত্তাত্রেয়ঃ প্রজাঃ পাতি দুষ্টদৈত্যনিবর্হণাৎ।
শিষ্টানুগ্রহকৃচ্চেতি জ্ঞেয়শ্চাংশঃ স বৈষ্ণবঃ ॥১৩
নির্দ্দহত্যবমন্তারং দুর্ব্বাসা ভগবানজঃ।
রৌদ্রং সমাশ্রিত্য বপুর্দৃঙ্মনোবাগ্ভিরুদ্ধতঃ ॥
সোমত্বং ভগবানত্রিঃ পুনশ্চক্রে * প্রজাপতিঃ
দত্তাত্রেয়োঽপি বিষয়ান্ যোগস্থো বুভুজে হরিঃ
দুর্ব্বাসাঃ পিতরং হিত্বা মাতরঞ্চোত্তমং ব্রতম্।
উন্মত্তাখ্যং সমাশ্রিত্য পরিবভ্রাম মেদিনীম্ ॥১৬
মুনিপুত্রবৃতো যোগী দত্তাত্রেয়োঽপ্যসঙ্গিতাম্।
অভীপ্সমানঃ সরসি নিমমজ্জ চিরং প্রভুঃ ॥১৭

স্বরূপ সেই তেজ, পতন সময়ে চন্দ্ররূপে দশদিক্ আশ্রয় করিল। সমস্ত প্রাণীর জীবনের আধার-স্বরূপ সেই সোম অর্থাৎ ব্রহ্মরূপী চন্দ্র প্রজাপতি অত্রির মানসপুত্ররূপে অনসূয়াতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা বিষ্ণুও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্বকীয় অংশ প্রদানপূর্ব্বক সত্ত্বগুণাবলম্বী দ্বিজোত্তম দত্তাত্রেয় নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু দত্তাত্রেয় নামে অবতীর্ণ হইয়া অনসূয়ার স্তনপান করিয়াছিলেন; ইঁনিই অত্রির দ্বিতীয় পুত্র। উন্মার্গগামী হৈহয়াধিপতি উদ্ধতস্বভাবে অত্রি মুনির অবমাননারূপ অপরাধ করিলে, তিনি তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া হৈহয়কে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত গর্ভবাসস্বরূপ মহাক্লেশ ও দুঃখে অমর্ষান্বিত হইয়া সপ্তম দিবসেই জননীর উদর হইতে বিনির্গত হইয়াছিলেন। ১—৯। আর তমোগুণ-প্রধান রুদ্রের অংশে দুর্ব্বাসার জন্ম হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, তিন জনেই অনসূয়ার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেবতাদিগের বরে ব্রহ্মা চন্দ্ররূপে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয়রূপে এবং মহাদেব দুর্ব্বাসারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই প্রজাপতি সোম অর্থাৎ চন্দ্রমা স্বীয় শীতল ময়ূখ দ্বারা লতা, ওষধি ও মানবগণকে আপ্যায়িত করিয়া স্বর্গধামে সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আর বিষ্ণুর অংশসম্ভূত দত্তাত্রেয় দুষ্ট দৈত্যগণের বিনাশ ও শিষ্টদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করত প্রজাপরিপালনে তৎপর হইলেন এবং ভগবান্ অজ দুর্ব্বাসা রুদ্রসম্বন্ধীয় শরীর অবলম্বন-পূর্ব্বক নয়ন, মন ও বাক্য দ্বারা উদ্ধত হইয়া অবমাননাকারীদিগকে নির্দ্দহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান প্রজাপতি অত্রিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া চন্দ্রত্ব অর্থাৎ প্রজাসৃষ্টি, বিষ্ণুর অংশসম্ভূত দত্তাত্রেয় যোগ-অবলম্বনে বিষয়ভোগ এবং দুর্ব্বাসা মাতা-পিতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক উন্মত্ত নামক উত্তম ব্রত অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১০—১৬। দত্তাত্রেয় পরম যোগী বলিয়া মুনিপুত্রগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। তিনি তাঁহাদিগের পরিত্যাগে অভিলাষুক হইয়া সরোবরে বহুদিবস নিমগ্ন থাকিলেন। তিনি

* পুত্রং চক্রে ইতি বা পাঠঃ

তথাপি তং মহাত্মানমতীব প্রিয়দর্শনম্।
তত্যজুর্ন কুমারাস্তে সরসস্তীরমাশ্রিতাঃ ॥ ১৮
দিব্যে বর্ষশতে পূর্ণে যদা তে ন ত্যজন্তি তম্।
তৎপ্রীত্যা সরসস্তীরং সর্ব্বে মুনিকুমারকাঃ ॥১৯
ততো দিব্যাম্বরধরাং চারুপীননিতম্বিনীম্।
নারীমাদায় কল্যাণীমুত্ততার জলান্মুনিঃ ॥ ২০
স্ত্রীসন্নিকর্ষাদ্যদ্যেতে পরিত্যক্ষ্যন্তি মামিতি।
মুনিপুত্রাস্ততোঽসঙ্গী স্থাস্যামীতি বিচিন্তয়ন্ ॥২১
তথাপি তং মুনিসুতা ন ত্যজন্তি যদা মুনিম্।
ততঃ সহ তয়া নার্য্যা মদ্যপানমথাপিবৎ ॥ ২২
সুরাপানরতং তে ন সভার্য্যং তত্যজুস্ততঃ।
গীতবাদ্যাদিবনিতা-ভোগসংসর্গদূষিতম্।
মন্যমানা মহাত্মানং পীতাসব-সবিক্রিয়ম্ * ॥ ২৩

সরোবরে নিমগ্ন হইলেন বটে, তথাপি তিনি অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ও মহাত্মা ছিলেন বলিয়া মুনিকুমারগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না, সেই সরোবরের তীরে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিব্যপরিমাণে শতবর্ষ উত্তীর্ণ হইলেও তাঁহার প্রতি প্রীতিবশতঃ মুনিকুমার সকল সরোবরতীরে যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না, তখন মুনিবর দত্তাত্রেয় দিব্যবস্ত্রপরিধায়িনী, চারুপীননিতম্বিনী, কল্যাণিনী এক রমণীকে সঙ্গে লইয়া জল হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ভাবিলেন,—"স্ত্রীলোকের নিকটে অবস্থান করিতেছি বলিয়া ইহারা আমাকে পরিত্যাগ করিবে এবং আমিও নিঃসঙ্গে ধ্যানপরায়ণ হইয়া একাকী অবস্থান করিব। ১৭—২১। তথাপি মুনিকুমারেরা যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না, তখন তিনি সেই কামিনীর সহিত মদ্যপান করিতে লাগিলেন;—ভাবিলেন, "ভার্য্যাসমন্বিত, মদ্যপানরত এবং গীতবাদ্যাদি, রমণীসম্ভোগ ও তৎসংসর্গে দূষিত বলিয়া ইহারা আমাকে পরিত্যাগ করিবে।" কিন্তু তথাপি সেই মুনিকুমারগণ মদ্যপানরত ও

নাবাপ দোষং যোগীশো বারুণীং স পিবন্নপি।
অন্ত্যাবসায়িবেশ্মান্তর্মাতরিশ্বা বসন্নিব ॥ ২৪
সুরাং পিবন্ সপত্নীকস্তপস্তেপে স যোগবিৎ।
যোগীশ্বরশ্চিন্ত্যমানো যোগিভির্মুক্তিকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতা-পুত্র-সংবাদে দত্তাত্রেয়োৎপত্তির্নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

পুত্র উবাচ।

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কৃতবীর্য্যাত্মজোঽর্জ্জুনঃ।
কৃতবীর্য্যে দিবং যাতে মন্ত্রিভিঃ সপুরোহিতৈঃ
পৌরৈশ্চাত্মাভিষেকার্থং সমাহূতোঽব্রবীদিদম্।
নাহং রাজ্যং করিষ্যামি মন্ত্রিণো নরকোত্তরম্
যদর্থং গৃহ্যতে শুল্কং তদনিষ্পাদয়ন্ বৃথা ॥ ২

বিক্রিয়ান্বিত মুনিকে মহাত্মা বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন না। হে তাত! সেই মুনিবর দত্তাত্রেয় বারুণী পান করিয়াও, চণ্ডাল-গৃহমধ্যগত বায়ুর ন্যায় দূষিত হইলেন না। যাহা হউক, সেই যোগবিৎ যোগীশ্বর দত্তাত্রেয় পত্নীর সহিত সুরাপানে রত হইলেও মুমুক্ষু যোগীদিগের চিন্তনীয় হইয়াছিলেন। ২২—২৫।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, কৃতবীর্য্যের স্বর্গারোহণের পর কিছু কাল গত হইলে পুরবাসিগণ মন্ত্রী ও পুরোহিতের সহিত সমবেত হইয়া কৃতবীর্য্যাত্মজ অর্জ্জুনকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের দ্বারা আহূত হইয়া এই কথা বলিলেন যে, হে মন্ত্রিগণ! আমি রাজ্য করিব না, কারণ, রাজত্বের পরিণাম কেবল নরকভোগ। দেখ, যে জন্য কর গৃহীত হয়,

---

* তয়া সহ বহিক্রিয়মিতি পাঠান্তরম্।

পণ্যানাং দ্বাদশং ভাগং ভূপালায় বণিগ্‌জনঃ।
দত্বার্থরক্ষিভির্মার্গে রক্ষিতো যাতি দস্যুতঃ॥ ৩
গোপাশ্চ ঘৃততক্রাদেঃ ষড়্‌ভাগঞ্চ কৃষীবলাঃ।
দত্বাক্তভুভুজে দত্ত্যর্যদি ভাগং ততোঽধিকম্‌॥ ৪
পণ্যাদীনামশেষাণাং বণিজো গৃহ্নতস্ততঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তবিনাশায় তদ্রাজ্ঞশ্চৌরধর্ম্মিণঃ॥ ৫
যদ্যন্যৈঃ পাল্যতে লোকস্তদবৃত্ত্যান্তরসংশ্রিতঃ।
গৃহ্নতো বলিষড়্‌ভাগং নৃপতের্নরকো ধ্রুবম্‌॥ ৬
নিরূপিতমিদং রাজ্ঞঃ পূর্ব্বৈ রক্ষণবেতনম্‌।
অরক্ষংশ্চৌরতশ্চৌর্য্যং তদেনো নৃপতের্ভবেৎ॥
তস্মাদ্‌যদি তপস্তপ্ত্বা প্রাপ্যো যোগিত্বমীপ্সিতম্‌
ভুবঃ পালনসামর্থ্য-যুক্ত একো মহীপতিঃ॥ ৮
পৃথিব্যাং শস্ত্রধৃগ্‌যাস্তস্মহমেবর্দ্ধিসংযুতঃ।
ততো ভবিষ্যে নাত্মানং করিষ্যে পাপভাগিনম্‌

পুত্র উবাচ।
তস্য তন্নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা মন্ত্রিমধ্যে স্থিতোঽব্রবীৎ
গর্গো নাম মহাবুদ্ধির্মুনিশ্রেষ্ঠো বয়োঽধিগঃ॥১০
যদ্যেবং কর্ত্তুকামস্ত্বং রাজ্যং সম্যক্‌ প্রশাসিতুম্‌
ততঃ শৃণুষ্ব মে বাক্যং কুরুষ্ব চ নৃপাত্মজ॥ ১১
দত্তাত্রেয়ং মহাভাগং সহ্যদ্রোণী * কৃতাশ্রয়ম্‌।
তমারাধয় ভূপাল পাতি যো ভুবনত্রয়ম্‌॥১২
যোগযুক্তং মহাভাগং সর্ব্বত্র সমদর্শিনম্‌।
বিষ্ণোরংশং জগদ্ধাতুরবতীর্ণং মহীতলে॥ ১৩
যমারাধ্য সহস্রাক্ষঃ প্রাপ্তবান্‌ পদমাত্মনঃ।
হৃতং দুরাত্মভির্দৈত্যৈর্জঘান চ দিতেঃ সুতান্‌

অর্জ্জুন উবাচ।
কথমারাধিতো দেবৈর্দত্তাত্রেয়ঃ প্রতাপবান্‌।
কথঞ্চাপহৃতং দৈত্যৈরিন্দ্রত্বং প্রাপ বাসবঃ॥১৫

তাহা নিষ্পাদন করা বড়ই দুর্ঘট। বণিকেরা পণ্যদ্রব্যের দ্বাদশ ভাগ রাজাকে সমর্পণ করিয়া রক্ষিগণকর্ত্তৃক দস্যুভয় হইতে রক্ষিত হইয়া গমনাগমন করে। গোপগণ ঘৃততক্রাদির ষড়্‌ভাগ ও কৃষকেরা শস্য সকলের ষড়্‌ভাগ প্রদান করিয়া থাকে। তাহারা যদি পণ্যাদির অধিক দেয় কিংবা রাজা যদি তদধিক গ্রহণ করেন, তবেই তিনি চৌরধর্ম্মাবলম্বী হইলেন এবং তাঁহার ইষ্টাপূর্ত্তাদি সমস্তই বিনষ্ট হইল। আরও দেখ, প্রজাগণ কর প্রদান করিয়া যদি অন্য দ্বারা রক্ষিত হয়, তবে ষড়্‌ভাগ-করগ্রাহী নরপতির নিশ্চয়ই নরকে গমন হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই রাজার বেতন স্বরূপ ষড়্‌ভাগ নিরূপণ করিয়াছেন। রাজা উহা গ্রহণ করিয়া যদি রীতিমত প্রজারক্ষণ না করেন, তবে চুরি করা হইল এবং তজ্জন্য চৌরপাপে পাপী হইলেন। অতএব যদি তপস্যা করিয়া যোগিত্ব লাভ করিতে পারি এবং পৃথিবীর মধ্যে শস্ত্রধারী, মাত্র ও পৃথিবীপালনে সামর্থ্যবিশিষ্ট হইয়া একমাত্র নরপতি হইতে পারি, তবেই আমি এইরূপ ঋদ্ধিমান হইয়া রাজত্ব করিব, নতুবা বৃথা আমাকে পাপভাগী করিতে ইচ্ছা করি না। ১—৯। পুত্র কহিলেন, অর্জ্জুনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া অন্যতর মন্ত্রী, বৃদ্ধবয়া, মহাবুদ্ধি, মুনিবর গর্গ বলিলেন, হে রাজতনয়! তুমি রাজ্যশাসন করিবার নিমিত্ত যদ্যপি এইরূপ করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর এবং অনুষ্ঠান কর। রাজনন্দন! যিনি ত্রিভুবনের রক্ষাকর্ত্তা, যিনি পরম যোগী, মহাভাগ ও সর্ব্বত্র সমদর্শী, যিনি জগৎ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যাঁহার আরাধনা করিয়া সহস্র-নয়ন ইন্দ্র দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া দুষ্ট দৈত্যাপহৃত স্বীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি সেই সহ্য পর্ব্বতের গুহাবাসী মহাভাগ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা কর। ১০—১১। অর্জ্জুন কহিলেন, দেবতাগণ প্রতাপী দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়াছিলেন কিরূপে? এবং ইন্দ্রই বা কি প্রকারে দৈত্যাপহৃত স্বীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

* সহ্যদ্রোণীত্যাধুনিকঃ পাঠঃ।

গর্গ উবাচ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্।
দৈত্যানামীশ্বরো জম্ভো দেবানাঞ্চ শচীপতিঃ॥
তেষাঞ্চ যুধ্যমানানাং দিব্যঃ সংবৎসরো গতঃ
ততো দেবাঃ পরাভূতা দৈত্যা বিজয়িনোঽভবন্
বিপ্রচিত্তিমুখৈর্দেবা দানবৈস্তে পরাজিতাঃ।
পলায়নকৃতোৎসাহা নিরুৎসহা দ্বিষজ্জয়ে॥ ১৮
বৃহস্পতিমুপাগম্য দৈত্যসৈন্যবধেপ্সবঃ।
অমন্ত্রয়ন্ত সহিতা বালিখিল্যৈস্তথর্ষিভিঃ॥ ১৯

বৃহস্পতিরুবাচ।

দত্তাত্রেয়ং মহাত্মানমত্রেঃ পুত্রং তপোধনম্।
বিকৃতাচরণং ভক্ত্যা সন্তোষয়িতুমর্হথ॥ ২০
স বো দৈত্যবিনাশায় বরদো দাস্যতে বরম্।
ততো হনিষ্যথ সুরা সহিতা দৈত্যদানবান্॥ ২১

গর্গ উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে তদা জগ্মুর্দত্তাত্রেয়াশ্রমং সুরাঃ।
দদৃশুশ্চ মহাত্মানং তং তে লক্ষ্ম্যা সমন্বিতম্॥২২
উদ্গীয়মানং গন্ধর্বৈঃ সুরাপানরতং মুনিম্।
তে তস্য গত্বা প্রণতিমবদন্ সাধ্যসাধনম্॥ ২৩
চক্রুঃ স্তবকোপজহ্রুর্ভক্ষ্যভোজ্যস্রগাদিকম্।
তিষ্ঠন্তমনুতিষ্ঠন্তি যান্তং যান্তি দিবৌকসঃ।
আরাধয়ামাসুরধঃ স্থিতাস্তিষ্ঠন্তমাসনে॥ ২৪
স প্রাহ প্রণতান্ দেবান্ দত্তাত্রেয়ঃ কিমিষ্যতে
মত্তো ভবদ্ভির্যেনেয়ং শুশ্রূষা ক্রিয়তে মম॥২৫

দেবা উচুঃ।

দানবৈর্মুনিশার্দ্দূল জম্ভাদ্যৈর্ভূর্ভুবাদিকম্।
হৃতং ত্রৈলোক্যমাক্রম্য ক্রতুভাগাশ্চ কৃৎস্নশঃ
তদ্বধে কুরু বুদ্ধিং ত্বং পরিত্রাণায় নোঽনঘ।
ত্বৎপ্রসাদাদভীপ্সামঃ পুনঃ প্রাপ্তুং ত্রিপিষ্টপম্॥

গর্গ কহিলেন, কোন সময়ে দেবতা ও অসুরগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। তখন জম্ভ দৈত্যগণের অধিনায়ক হয়। এবং শচীপতি দেবতাগণের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। এইরূপে যুদ্ধ করায় দিব্য পরিমাণে সংবৎসর অতীত হয়। তদনন্তর সেই যুদ্ধে দেবতাগণ পরাভূত হইলেন এবং দৈত্যগণ জয়ী হইল। অনন্তর দেবতাগণ, বিপ্রচিত্তিপ্রমুখ দানবগণের নিকট পরাজিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং শত্রুজয়ে নিরুৎসাহ হইয়া দৈত্যসৈন্য-বধ মানসে বৃহস্পতির নিকট গমনপূর্ব্বক বালিখিল্য ঋষিদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা ভক্তিসহকারে তপোধন, মহাত্মা, বিকৃতাচারী, অত্রিতনয় দত্তাত্রেয়কে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা কর। সেই বরদ সন্তুষ্ট হইয়া দৈত্য বিনাশের নিমিত্ত তোমাদিগকে বর প্রদান করিবেন; তাহা হইলে হে সুরগণ! তোমরা মিলিত হইয়া দৈত্য ও দানবদিগকে নিহত করিতে পারিবে। ১৫—২১। গর্গ কহিলেন, দেবতাগণ বৃহস্পতিকর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, দত্তাত্রেয়ের আশ্রমে গমন করিলেন। দেখিলেন যে, সেই মহাত্মা লক্ষ্মীর সহিত সমন্বিত হইয়া সুরাপান করিতেছেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার নিকট গান করিতেছে। দেবগণ তাঁহার নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন, নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ভক্ষ্য, ভোজ্য ও মাল্যাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। তিনি উপবেশন করিলে তাঁহারা উপবেশন করেন এবং গমন করিলে তাঁহারাও গমন করেন। এইরূপে দেবগণ তাঁহার আসনের নিম্নভাগে উপবেশন করিয়া মুনির আরাধনা করিয়াছিলেন। অনন্তর দত্তাত্রেয়, প্রণত দেবগণকে বলিলেন, তোমরা আমার নিকট কি প্রার্থনা কর? যেহেতু এ প্রকার আমার সেবা করিতেছ! ২২—২৫। দেবতাগণ কহিলেন, হে মুনিশার্দ্দূল! জম্ভপ্রমুখ দানবগণ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া ভূর্ভুবাদি লোকত্রয় ও সমস্ত যজ্ঞভাগ অপহরণ করিয়াছে। হে অনঘ! আপনি তাহাদিগের বিনাশ বিষয়ে মনোযোগপূর্ব্বক আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। আপনার প্রসাদে আমরা পুনরায় ত্রিপিষ্টপ লাভ করি,

দত্তাত্রেয় উবাচ।
মদ্যাসক্তোঽহমুচ্ছিষ্টো ন চৈবাহং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কথমিচ্ছথ মত্তোঽপি দেবাঃ শত্রুপরাভবম্॥
দেবা উচুঃ।
অনঘস্ত্বং জগন্নাথ ন লেপস্তব বিদ্যতে।
বিদ্যাক্ষালনশুদ্ধান্তর্নিবিষ্টজ্ঞানদীধিতে॥ ২৯
দত্তাত্রেয় উবাচ।
সত্যমেতৎ সুরা বিদ্যা মমাস্তি সমদর্শিনঃ।
অস্যাস্তু যোষিতঃ সঙ্গাদহমুচ্ছিষ্টতাং গতঃ॥৩০
স্ত্রীসম্ভোগো হি দোষায় সাতত্যেনোপসেবিতঃ
এবমুক্তাস্ততো দেবাঃ পুনর্বচনমব্রুবন্॥ ৩১
দেবা উচুঃ।
অনঘেয়ং দ্বিজশ্রেষ্ঠ জগন্মাতা ন দুষ্যতে।
যথাংশুমালা সূর্য্যস্য দ্বিজ-চণ্ডালসঙ্গিনী॥ ৩২
গর্গ উবাচ।
এবমুক্তস্ততো দেবৈর্দত্তাত্রেয়োঽব্রবীদিদম্।
প্রহস্য ত্রিদশান সর্ব্বান্ যদ্যেতদ্ভবতাং মতম্॥

তদাহূয়াসুরান্ সর্ব্বান যুদ্ধায় সুরসত্তমাঃ।
ইহানয়ত মদ্দৃষ্টিগোচরং মা বিলম্বত॥ ৩৪
মদ্দৃষ্টিপাতহুতভুক্-প্রক্ষীণবলতেজসঃ।
যেন নাশমশেষাস্তে প্রযাস্তি মম দর্শনাৎ॥৩৫
গর্গ উবাচ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবৈর্দৈত্যা মহাবলাঃ।
আহবায় সমাহূতা জগ্মুর্দেবগণান্ রুষা॥ ৩৬
তে হন্যমানা দৈতেয়ৈর্দেবাঃ শীঘ্রং ভয়াতুরাঃ
দত্তাত্রেয়াশ্রমং জগ্মুঃ সমেতাঃ শরণার্থিনঃ॥ ৩৭
তমেব বিবিশুর্দৈত্যাঃ কালয়ন্তো দিবৌকসঃ।
দদৃশুশ্চ মহাত্মানং দত্তাত্রেয়ং মহাবলম্॥ ৩৮
বামপার্শ্বস্থিতামিষ্টামশেষজগতাং শুভাম্।
ভার্য্যাঞ্চাস্য সুচার্ব্বঙ্গীং লক্ষ্মীমিন্দুনিভাননাম্॥
নীলোৎপলাভনয়নাং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্।

এই আমাদিগের অভিলাস। দত্তাত্রেয় কহিলেন, আমি মদ্যপানাসক্ত এবং নিরন্তর অশুচি। হে দেবগণ! তোমরা কি প্রকারে আমার নিকট শত্রুপরাভব আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? দেবতারা বলিলেন,—জগন্নাথ! আপনি বিদ্যা-প্রক্ষালিত পবিত্র অন্তঃকরণে জ্ঞানরূপ দীধিতির সন্নিবেশ করিয়াছেন; সুতরাং আপনি নিষ্পাপ এবং কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন। দত্তাত্রেয় কহিলেন, হে সুরগণ! যথার্থই আমার বিদ্যা আছে এবং আমি সমদর্শী; কিন্তু এই স্ত্রীসংসর্গে অশুচি হইয়াছি। কারণ উপসেবিত হইয়া স্ত্রীসংসর্গ করিলে, তাহা নিতান্ত দোষের আকর স্বরূপ। দেবতাগণ এইরূপ উক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যেমন দিবাকরের কিরণমালা ব্রাহ্মণ বা চণ্ডালদিগের সংসর্গে পবিত্র বা দূষিত হয় না, তদ্রূপ এই জগন্মাতাও ভবৎসংসর্গে দূষিতা নহেন। ২৮—৩২। গর্গ কহিলেন, মুনিবর দত্তাত্রেয় দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, হে ত্রিদশগণ! যদি তোমাদিগের মত এইরূপই হয়, তবে হে সুরসত্তমগণ! তোমরা সমস্ত অসুরকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিয়া এই স্থলে আমার দৃষ্টিগোচরে আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না। কারণ আমার দৃষ্টিপাতরূপ অগ্নি দ্বারা তাহাদিগের বল ও তেজ ক্ষীণ হইবে, তাহা হইলেই তাহারা সকলেই আমার দর্শনে অবিলম্বে বিনষ্ট হইবে। ৩৩—৩৫। গর্গ কহিলেন, তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ যুদ্ধের নিমিত্ত অসুরদিগকে আহ্বান করিলেন। মহাবল অসুরেরাও যুদ্ধে সমাহূত হইয়া কোপভরে দেবতাদিগকে আক্রমণ করিল। অনন্তর দেবগণ দানবকুল দ্বারা হন্যমান হইয়া ভয়াতুরচিত্তে শরণকামনায় দত্তাত্রেয়ের আশ্রমে আগমন করিলেন। অসুরগণও তাঁহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত সেই আশ্রমেই গমন করিয়া মহাত্মা দত্তাত্রেয়কে দর্শন করিল এবং তাঁহার বামপার্শ্বে অবস্থিতা, অশেষ জগতের ইষ্টদায়িনী, শুভকারিণী চন্দ্রমুখী তৎপত্নী লক্ষ্মীকে অবলোকন করিল। দানবেরা সেই নীলোৎপলনয়না,

গদন্তীং মধুরাং ভাষাং সর্ব্বৈর্যোষিদ্গুণৈর্যুতাম্
তে তাং দৃষ্ট্বাগ্রতো দৈত্যাঃ সাভিলাষা মনো-
ভবম্।
ন শেকুরুদ্ধতং ধৈর্য্যান্মনসা বোঢ়ুমাতুরাঃ ॥৪১
ত্যক্ত্বা দেবান্ স্ত্রিয়ং তান্তু হর্ত্তুকামা হতৌজসঃ
তেন পাপেন মুহ্যন্তঃ সংসক্তাস্তে ততোঽব্রুবন্
স্ত্রীরত্নমেতৎ ত্রৈলোক্যে সারং নো যদি বৈ
ভবেৎ।
কৃতকৃত্যাস্ততঃ সর্ব্ব ইতি নো ভাবিতং মনঃ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বে সমুৎক্ষিপ্য শিবিকায়াং সুরার্দ্দনাঃ
আরোপ্য স্বমধিষ্ঠানং নয়াম ইতি নিশ্চিতাঃ ॥৪৪

গর্গ উবাচ।

সানুরাগাস্ততস্তে তু প্রোক্তাশ্চেত্থং পরস্পরম্
তস্তু তাং যোষিতং সাধ্বীং সমুৎক্ষিপ্য স্মরা-
র্দ্দিতাঃ ॥ ৪৫
শিবিকায়াং সমারোপ্য সহিতা দৈত্যদানবাঃ।

পীনশ্রোণি-পয়োধরা মধুরভাষিণী ও সমস্ত যোষিৎগুণোপপন্না ললনাকে সম্মুখে অব-লোকন করিয়া অত্যন্ত অভিলাষী হইল। উদ্ধত কন্দর্পপীড়ায় আতুর হইয়া মনে মনে ধৈর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইল এবং দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সেই কামি-নীকে হরণ করিতেই অভিলাষী হইল। তাহারা সেই পাপসংসর্গে মুগ্ধ ও হতবীর্য্য হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিল যে, এই স্ত্রী-রত্নই ত্রৈলোক্যের সার, আমরা যদি এই ললনারত্নকে গ্রহণ করিতে পারি, তবেই কৃতকার্য্য হইব এবং আমাদিগের চিত্তও ভাবনাশূন্য হইবে। অতএব হে দানবগণ! আমরা এই কামিনীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বকীয় অধিষ্ঠানে লইয়া যাইব। এ বিষয়ে নিশ্চিত হও।৩৬—৪৪। গর্গ কহি-লেন, তদনন্তর সেই সানুরাগ দৈত্যগণ পর-স্পর এইরূপ মন্ত্রণা করত কন্দর্পবাণে পীড়িত হইয়া সাধ্বী দত্তাত্রেয়-পত্নীকে উৎ-ক্ষিপ্ত করিয়া শিবিকায় আরোপণ করিল

শিরঃস্তু শিবিকাং কৃত্বা স্বস্থানাভিমুখং যযুঃ ॥৪৬
দত্তাত্রেয়স্ততো দেবান্ বিহস্যেদমথাব্রবীৎ।
দিষ্ট্যা বর্দ্ধথ দৈত্যানামেষা লক্ষ্মীঃ শিরোগতা।
সপ্ত স্থানান্যতিক্রান্তা নবমন্তমুপৈষ্যতি ॥ ৪৭

দেবা উচুঃ।

কথয়স্ব জগন্নাথ কেষু স্থানেষবস্থিতা।
পুরুষস্য ফলং কিং বা প্রযচ্ছত্যথ নশ্যতি ॥৪৮

দত্তাত্রেয় উবাচ।

নৃণাং পদে স্থিতা লক্ষ্মীর্নিলয়ং সম্প্রযচ্ছতি।
সক্থ্নোশ্চ সংস্থিতা বস্ত্রং তথা নানাবিধং বসু ॥
কলত্রঞ্চ গুহ্যসংস্থা ক্রোড়স্থাপত্যদায়িনী।
মনোরথান্ পূরয়তি পুরুষাণাং হৃদি স্থিতা ॥৫০
লক্ষ্মীর্লক্ষ্মীবতাং শ্রেষ্ঠা কণ্ঠস্থা কণ্ঠভূষণম্।
অভীষ্টবন্ধুদারৈশ্চ তথাশ্লেষং প্রবাসিভিঃ ॥৫১

দৈত্য ও দানবগণ একত্র মিলিত হইয়া মস্তকোপরি শিবিকা সংস্থাপন করত স্বস্থা-নাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল। পরে মুনিবর দত্তাত্রেয় কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া দেবতা-দিগকে বলিলেন, হে দেবগণ! তোমা-দিগের ভাগ্য ফিরিয়াছে। ঐ দেখ, লক্ষ্মী সপ্ত স্থান অতিক্রম করিয়া দানবদিগের মস্তকে আরোহণ করিয়াছেন, অতএব উনি উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের নিকট গমন করিবেন।৪৫—৪৭। দেবতা-গণ কহিলেন, হে জগন্নাথ! লক্ষ্মী কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিত হইলে, পুরুষের কি কি ফল প্রদান করেন? দত্তাত্রেয় কহি-লেন, লক্ষ্মী মানবের পদে অবস্থান করিলে গৃহ প্রদান করেন। সক্থিতে অবস্থিত হইলে বস্ত্র ও নানা প্রকার ধন প্রদান করেন। গুহ্যস্থানে লক্ষ্মীকে অবস্থান করা-ইলে কলত্রলাভ হয় এবং ক্রোড়ে রাখিলে অপত্যলাভ হয়। আর হৃদয়ে অবস্থিত হইলে পুরুষের মনোরথ পূর্ণ হয়। সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্মীদেবী কণ্ঠস্থানে অবস্থিত হইলে লক্ষ্মী-বানের কণ্ঠভূষণ লাভ হয় এবং প্রবাসী প্রিয়-

হৃষ্টান্নবাক্যলাবণ্যমাজ্ঞামবিতথাং তথা।
মুখসংস্থা কবিত্বঞ্চ যচ্ছত্যুদধিসম্ভবা॥ ৫২
শিরোগতা সন্ত্যজতি ততোঽন্যং যাতি চাশ্রয়ম্
সেয়ং শিরোগতা চৈতান্ পরিত্যক্ষ্যতি
সাম্প্রতম্॥ ৫৩
প্রগৃহ্যাস্ত্রাণি বধ্যন্তাং তস্মাদেতে সুরারয়ঃ।
ন ভেতব্যং ভৃশঞ্চৈতে ময়া নিস্তেজসঃ কৃতাঃ
পরদারাবমর্ষাচ্চ দগ্ধপুণ্যা হতৌজসঃ॥ ৫৪
ততস্তে বিবিধৈরস্ত্রৈর্বধ্যমানাঃ সুরারয়ঃ।
মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্ম্যা সমাক্রান্তা বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্
লক্ষ্মীশ্চোৎপত্য সম্প্রাপ্তা দত্তাত্রেয়ং মহামুনিম্
স্তূয়মানা সুরৈঃ সর্ব্বৈর্দৈত্যনাশাম্মুদান্বিতৈঃ॥৫৬
প্রণিপত্য ততো দেবা দত্তাত্রেয়ং মনীষিণম্।
নাকপৃষ্ঠমনুপ্রাপ্তা যথাপূর্ব্বং গতজ্বরাঃ॥ ৫৭

তম বন্ধু ও দারার সহিত আশ্লেষ লাভ হয়। সমুদ্র-তনয়া লক্ষ্মী যদি মুখমধ্যে সংস্থিত হন, তবে সুন্দর বাক্য, লাবণ্য, অবিতথ আজ্ঞা ও কবিত্ব লাভ হয়। আর মস্তকে অবস্থিত হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই এই লক্ষ্মী দানবগণের মস্তকোপরি সমাগত হইয়াছেন, অধুনা উহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। আর উহারা পরদারাবমর্ষণে হতপুণ্য ও হতবীর্য্য হইয়াছে এবং আমার দৃষ্টিপাতে নিস্তেজ হইয়াছে; অতএব তোমরা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে উহাদিগকে বধ কর। ৪৮—৫৪। তদনন্তর দেবতাগণ নিশিত অস্ত্র দ্বারা সুরারিদিগকে নিহত করিলেন। রাজনন্দন! মস্তকে লক্ষ্মীকে সংস্থাপন করিয়া অসুরগণ এইরূপে নিহত হইয়াছিল, শ্রবণ করিয়াছি। পরে লক্ষ্মীদেবী উৎপতিত হইয়া মুনিবর দত্তাত্রেয়ের নিকট আগমন করিলেন এবং দৈত্যনাশে আহ্লাদিত হইয়া দেবতাসকলে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দেবতাগণ মনীষী দত্তাত্রেয়কে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিগতজ্বর হইয়া স্বর্গে গমন

তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র যদীচ্ছসি যথেপ্সিতম্।
প্রাপ্তুমৈশ্বর্য্যমতুলং তূর্ণমারাধয়স্ব তম্॥ ৫৮
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে গর্গবাক্যং
নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুত্র উবাচ।
ইত্যুক্তবচনং শ্রুত্বা কার্ত্তবীর্য্যো নরেশ্বরঃ।
দত্তাত্রেয়াশ্রমং গত্বা তং ভক্ত্যা সমপূজয়ৎ॥ ১
পাদসংবাহনাদ্যেন মধ্বাদ্যাহরণেন চ।
স্রক্চন্দনাদিগন্ধাম্বু-ফলাদ্যানয়নেন চ॥ ২
তথান্নসাধনৈস্তস্য উচ্ছিষ্টাপোহনেন চ।
পরিতুষ্টো মুনির্ভূপং তমুবাচ তথৈব সঃ॥ ৩
যথৈবোক্তাঃ পুরা দেবা মদ্যভোগাদিকুৎসনম্
স্ত্রী চেয়ং মম পার্শ্বস্থেত্যেতদ্ভোগাচ্চ কুৎসিতম্

করিলেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমি যদি মনোভিলষিত অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে শীঘ্রই সেই মুনিবর দত্তাত্রেয়ের আরাধনা কর। ৫৫—৫৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, নরপতি কার্ত্তবীর্য্য গর্গঋষির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দত্তাত্রেয় মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিলেন। পাদাদি-সংবাহন, মধু-আদির আহরণ, মাল্য চন্দন গন্ধ জল ও ফলাদি আনয়ন, অন্নসাধন এবং উচ্ছিষ্টাদির অপোহনরূপ উপচারে মুনিবর তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া, মদ্যসেবা ও পার্শ্বগত রমণী-উপভোগ প্রভৃতি নিন্দাভাজন স্বীয় কার্য্য সকলের কীর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বে দেবতাগণকে যেমন বলিয়াছিলেন, রাজাকেও তদ্রূপ বলিলেন। আরও

সদৈবাহং ন মামেবমুপরোদ্ধুং ত্বমর্হসি।
অশক্তমুপকারায় শক্তমারাধয়স্ব ভোঃ॥ ৫
জড় উবাচ।
তেনৈবমুক্তো মুনিনা স্মৃত্বা গর্গবচশ্চ তৎ।
প্রত্যুবাচ প্রণম্যৈনং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনস্তদা॥ ৬
অর্জ্জুন উবাচ।
কিং মাং মোহয়সে দেব স্বাং মায়াং সমুপাশ্রিতঃ
অনঘস্ত্বং তথৈবেয়ং দেবী সর্ব্বভবারণিঃ॥ ৭
ইত্যুক্তঃ প্রীতিমান্ দেবস্ততস্তং প্রত্যুবাচ হ।
কার্ত্তবীর্য্যং মহাভাগং বশীকৃতমহীতলম্॥ ৮
বরং বৃণীষ্ব গুহ্যং মে যৎ ত্বয়া সমুদীরিতম্।
তেন তুষ্টিঃ পরা জাতা ত্বয্যদ্য মম পার্থিব॥৯
যে চ মাং পূজয়িষ্যন্তি গন্ধমাল্যাদিভির্নরাঃ।
মাংসমদ্যোপহারৈশ্চ মিষ্টান্নৈশ্চাজ্যসংযুতৈঃ॥
লক্ষ্মীসমেতং গীতৈশ্চ ব্রাহ্মণানাং তথার্চ্চনৈঃ।
বাদ্যৈর্মনোরমৈর্বীণা-বেণু-শঙ্খাদিভিস্তথা॥১১
তেষামহং পরাং তুষ্টিং পুত্রদারধনাদিকম্।
প্রদাস্যাম্যবঘাতঞ্চ হনিষ্যাম্যবমন্ততাম্॥ ১২
স ত্বং বরয় ভদ্রং তে বরং যন্মনসেপ্সিতম্।
প্রসাদসুমুখস্তেঽহং গুহ্যনামপ্রকীর্ত্তনাৎ॥ ১৩
কার্ত্তবীর্য্য উবাচ।
যদি দেব প্রসন্নস্ত্বং তৎ প্রযচ্ছর্দ্ধিমুত্তমাম্।
যয়া প্রজাঃ পালয়েঽহং ন চাধর্ম্মমবাপ্নুয়াম্॥১৪
পরানুসরণে * জ্ঞানমপ্রতিদ্বন্দ্বতাং রণে।
সহস্রমাপ্তুমিচ্ছামি বাহূনাং লঘুতাগুণম্॥ ১৫
অসঙ্গা গতয়ঃ সন্তু শৈলাকাশাম্বু-ভূমিষু।
পাতালেষু চ সর্ব্বেষু বধশ্চাপ্যধিকান্নরাৎ॥১৬
তথোন্মার্গপ্রবৃত্তস্য চাস্তু সন্মার্গদেশকঃ।
সন্তু মেঽতিথয়ঃ শ্লাঘ্যা বিত্তদানে তথাক্ষয়ে॥
অনষ্টদ্রব্যতা রাষ্ট্রে মমানুস্মরণেন চ।

কহিলেন রাজন। আমি এইরূপ নিন্দনীয় কার্য্য সকলে নিতান্ত ব্যাপৃত, অতএব আমার স্থায় উপকারাসমর্থ ব্যক্তিকে উপরোধ করিয়া কি হইবে? যে ব্যক্তি সমর্থ, তাহার আরাধনা করা উচিত। ১—৫। জড় কহিলেন, মুনিকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন গর্গমুনির সেই বাক্য স্মরণ-পূর্ব্বক দত্তাত্রেয়কে প্রণিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে দেব। আপনি আমাকে এ প্রকার মোহিত করিতেছেন কেন? আপনি স্বকীয় মায়ার সহিত মিলিত হইয়াছেন, অত-এব আপনি অনঘ। আর এই দেবী সকল সংসারের অরণি স্বরূপ, অতএব ইনিও নিষ্পাপা। রাজা এইরূপ কহিলে পর মুনিবর অত্যন্ত প্রীতিমান্ হইয়া, অবশীকৃত-মহীতল মহাভাগ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বলিলেন, পার্থিব! বর প্রার্থনা কর, তুমি যে গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছ, তাহাতে আমার অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিয়াছে। ৬—৯। রাজন্! যাহারা মদ্য-মাংসরূপ উপহার ও ঘৃতযুক্ত মিষ্টান্ন দিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজার সহিত সঙ্গীত এবং বীণা, বেণু, শঙ্খ প্রভৃতি মনোরম বাদ্য-বাদনপূর্ব্বক গন্ধমাল্যাদি দ্বারা লক্ষ্মীর সহিত আমার অর্চ্চনা করে, আমি পুত্র, ও ধনাদি প্রদান-পূর্ব্বক তাহাদিগের পরম সন্তোষ উৎপাদন করি এবং অবমাননা ও অপঘাত প্রভৃতি বিঘ্ন সকল বিনাশ করিয়া থাকি। রাজন্! আমার গুহ্য নাম কীর্ত্তন করায় আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব মনোভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ১০—১৩। কার্ত্তবীর্য্য কহি-লেন, দেব! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এইরূপ ঋদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে অনায়াসে প্রজা সকল পালন করিতে পারি, অথচ পাপভাগী না হই। এবঞ্চ আমি,—অরাতি অনুসরণে জ্ঞান, সমরে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, লঘুতাগুণবিশিষ্ট সহস্র বাহু; জল, আকাশ, ভূমি, পর্ব্বত ও পাতাল প্রভৃতি সকল স্থানেই অসঙ্গ গতি এবং শ্রেষ্ঠ মানবের হস্তে মৃত্যু, এই সকল লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। হে দেব! যেন আমি উন্মার্গ প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের সন্মার্গদর্শক হই; অক্ষয় ধনাবতরণে যেন শ্লাঘনীয়

---

* পরানুস্মরণং জ্ঞানমিতি পাঠান্তরম্।

যদি ভক্তির্মমৈবাস্ত নিত্যমব্যভিচারিণী ॥ ১৮

দত্তাত্রেয় উবাচ।

য এতে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে তান্ বরান্ সমবাপ্স্যসি
মৎপ্রসাদাচ্চ ভবিতা চক্রবর্ত্তী ত্বমীশ্বরঃ ॥ ১৯

জড় উবাচ।

প্রণিপত্য ততস্তস্মৈ দত্তাত্রেয়ায় সোঽর্জ্জুনঃ।
আনায্য প্রকৃতীঃ সম্যগভিষেকমগৃহ্লত ॥ ২০
অগতাশ্চাপি গন্ধর্ব্বাস্তথা চাপ্সরসাং বরাঃ।
ঋষয়োঽথ বশিষ্ঠাদ্যা মেরুবাদ্যাঃ পর্ব্বতাস্তথা ॥
গঙ্গাদ্যাশ্চ তথা নদ্যঃ সমুদ্রা জলসংবৃতাঃ।
প্লক্ষাদ্যাশ্চ তথা বৃক্ষা দেবা বৈ বাসবাদয়ঃ ॥২২
বাসুকিপ্রমুখা নাগা অভিষেকার্থমাগতাঃ।
তার্ক্ষ্যাদ্যাঃ পক্ষিণশ্চৈব পৌরজানপদাস্তথা ॥
সম্ভারাঃ সম্ভৃতাঃ সর্ব্বে দত্তাত্রেয়প্রসাদতঃ।
অথ সঞ্জল্পনা লগ্নাঃ দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সহঃ ॥২৪
নারায়ণেনাভিষিক্তো দত্তাত্রেয়স্বরূপিণা।

অতিথি লাভ করি, রাজ্যমধ্যে আমার নাম উচ্চারণ করিলে যেন অনষ্টদ্রব্যতা হয় এবং আপনার পাদপদ্মে আমার ভক্তি যেন নিরন্তর অব্যভিচারিণী হইয়া বর্ত্তমান থাকে। দত্তাত্রেয় কহিলেন, রাজন্! তুমি যাহা যাহা কীর্ত্তন করিলে, আমার প্রসাদে সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া তুমি চক্রবর্ত্তী নরেশ্বর হইবে। ১৪—১৯। জড় কহিলেন, তদনন্তর সেই কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন মুনিবর দত্তাত্রেয়কে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রজা সকলকে আনাইয়া সম্যক্‌রূপে অভিষেক গ্রহণ করিলেন। তখন গন্ধর্ব্ব সকল, অপ্সরোগণ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতসমূহ, গঙ্গাদি নদী সকল, জলসংবৃত সমুদ্রগণ, প্লক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাবর্গ, বাসুকিআদি নাগগণ, গরুড়াদি পক্ষিবৃন্দ এবং নগর ও পুরবাসী যাবতীয় লোক, সকলেই দত্তাত্রেয় মুনির প্রসাদে সম্ভৃতসম্ভার হইয়া অভিষেকের নিমিত্ত সমাগত হইলেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ পরস্পর সঞ্জল্পনা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। ২০—২৪।

সমুদ্রৈশ্চ নদীভিশ্চ ঋষিভিঃ সোঽভিষেচিতঃ।
অধর্ম্মস্ত বিনাশার্থং ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ ॥ ২৫
আঘোষয়ামাস তদা স্থিতো রাজ্যে স হৈহয়ঃ
দত্তাত্রেয়াৎ পরামৃদ্ধিমবাপ্যাতিবলান্বিতঃ ॥২৬
অদ্যপ্রভৃতি যঃ শস্ত্রং মামৃতেঽন্যো গ্রহীষ্যতি
হন্তব্যঃ স ময়া দস্যুঃ পরহিংসারতোঽপি বা ॥
ইত্যাজ্ঞপ্তে ন তদ্রাষ্ট্রে কশ্চিদায়ুধধৃঙ নরঃ।
তমৃতে পুরুষব্যাঘ্রং বহুবোরুপরাক্রমম্ ॥ ২৮
স এব গ্রামপালোঽভূৎ পশুপালঃ স এব চ।
ক্ষেত্রপালঃ স এবাসীদ্দ্বিজাতীনাঞ্চ রক্ষিতা ॥
তপস্বিনাং পালয়িতা সার্থপালশ্চ সোঽভবৎ।
দস্যু-ব্যালাগ্নি-শস্ত্রাদি-ভয়েম্বব্ধৌ নিমজ্জতাম্
অন্যাসু চৈব মগ্নানামাপৎসু পরবীরহা।
স এব সংস্মৃতঃ সদ্যঃ সমুদ্ধর্ত্তাভবন্নৃণাম্ ॥৩১
অনষ্টদ্রব্যতা চাসীৎ তস্মিন্ শাসতি পার্থিবে।
তেনেষ্টং বহুভির্যজ্ঞৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ ॥ ৩২

পরে অধর্ম্মনাশ ও ধর্ম্মসংস্থানের নিমিত্ত সমুদ্র, নদী ও ঋষিদিগের সহিত দত্তাত্রেয়রূপী নারায়ণ কর্ত্তৃক তিনি অভিষিক্ত হইলেন। মুনিবর দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মহাবল হৈহয় রাজ্যে অবস্থান করত এইরূপ ঘোষণা করিলেন যে, "অদ্যাবধি আমি ভিন্ন যে অস্ত্রগ্রহণ করিবে, সেই পরহিংসারত বা দস্যু, আমার বধ্য হইবে।" ২৫—২৮। রাজা এইরূপ আজ্ঞা করিলে তাঁহার রাজ্যমধ্যে তিনি ভিন্ন আর কোন মহাপরাক্রমশালী আয়ুধধারী মানব বর্ত্তমান রহিল না। তখন তিনিই একমাত্র গ্রামপালক, পশুপালক, ক্ষেত্ররক্ষক, ব্রাহ্মণরক্ষক, তপস্বিরক্ষক ও অর্থপালক হইলেন। সেই পর-বীরঘাতক রাজাই কেবলমাত্র দস্যু, ব্যাল, অগ্নি, চৌর ও শস্ত্রাদিভয়রূপ সমুদ্র মধ্যে বা অন্যান্য আপদে নিমগ্ন মানবগণের রক্ষাকর্ত্তা হইলেন। একমাত্র তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই মানবগণ সকল আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। ২৯—৩১।

তেনৈব চ তপস্তপ্তং সংগ্রামেষভিচেষ্টিতম্ ।
তস্যর্দ্ধিমতিমানঞ্চ দৃষ্ট্বা প্রাহাঙ্গিরা মুনিঃ ॥ ৩৩
ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভির্বা সংগ্রামে চাতিচেষ্টিতৈঃ ॥
দত্তাত্রেয়াদ্দিনে যস্মিন্ স প্রাপর্দ্ধিং নরেশ্বরঃ ।
তস্মিংস্তস্মিন দিনে যাগং দত্তাত্রেয়স্য সো-
হকরোৎ ॥ ৩৫
তত্রৈব চ প্রজাঃ সর্ব্বাস্তস্মিন্নহনি ভূপতেঃ ।
তস্যর্দ্ধিং পরমাং দৃষ্ট্বা যাগং চক্রুঃ সমাধিনা ॥৩৬
ইত্যেতৎ তস্য মাহাত্ম্যং দত্তাত্রেয়স্য ধীমতঃ ।
বিষ্ণোশ্চরাচরগুরোরনন্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৭
প্রাদুর্ভাবাঃ পুরাণেষু কথ্যন্তে শার্ঙ্গধন্বিনঃ ।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য শঙ্খ-চক্র-গদাভৃতঃ ॥ ৩৮
এতস্য পরমং রূপং যশ্চিন্তয়তি মানবঃ ।
স সুখী স চ সংসারাৎ সমুত্তীর্ণোহচিরাদ্ভবেৎ

সেই রাজা যখন রাজ্য শাসন করিতে লাগি-লেন, তখন রাজ্যমধ্যে অনষ্টদ্রব্যতা হইল। তিনি নানা যজ্ঞ যজনপূর্ব্বক দক্ষিণা-বিনিময়ে বর লাভ করিতে লাগিলেন এবং তপস্যাচারী ও সংগ্রামে অভিচেষ্টিত হইলেন। তখন তাঁহার অত্যন্ত সমৃদ্ধি ও মান দর্শন করিয়া বৃহস্পতি কহিলেন, "অন্য কোন রাজা যজ্ঞ তপস্যা দান বা সংগ্রামচেষ্টা, কোন বিষয়েই কার্ত্তবীর্য্যের তুল্যগতি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে না।" সেই রাজা যে দিনে দত্তাত্রেয় মুনির নিকট অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সেই দিনেই দত্তাত্রেয়ের যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রজাগণও ভূপতির পরম ঋদ্ধি অবলোকন করিয়া সমাহিতচিত্তে সেই দিনই যাগ করিয়াছিল। ইহাই সেই চরাচরগুরু, অন্তহীন, মহাত্মা, ধীমান্, দত্তাত্রেয়রূপী, বিষ্ণুর মাহাত্ম্য। শার্ঙ্গধন্বা; শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারী, অপ্রমেয়-অনন্তদেবের উৎপত্তি পুরাণ সকলে নানা প্রকারে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি নারায়ণের পরম রূপ চিন্তা করে, সেই সুখী হয় এবং অচিরাৎ সংসার বন্ধনে

সদৈব বৈষ্ণবানাঞ্চ ভক্ত্যাহং সুলভোঽস্মি ভোঃ
ইত্যেবং যস্য বৈ বাচস্তং কথং নাশ্রয়েজ্জনঃ ॥
অধর্ম্মস্য বিনাশায় ধর্ম্মাচারার্থমেব চ ।
অনাদিনিধনো দেবঃ করোতি স্থিতি-পালনম্
তথৈব জন্ম চাখ্যাতমলর্কং কথয়ামি তে ।
তথা চ যোগঃ কথিতো দত্তাত্রেয়েণ তস্য বৈ ।
পিতৃভক্তস্য রাজর্ষেরলর্কস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪২

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দত্তাত্রেয়ীয়ং প্রকরণং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

জড় উবাচ ।
প্রাগ্বভূব মহাবীর্য্যঃ শত্রুজিন্নাম পার্থিবঃ ।
তুতোষ যস্য যজ্ঞেষু সোমাবাপ্ত্যা পুরন্দরঃ ॥ ১
তস্যাত্মজো মহাবীর্য্যো বভূবারিবিদারণঃ ।
বুদ্ধি-বিক্রম-লাবণ্যৈর্গুরুশক্রাশ্বিভিঃ সমঃ ॥ ২

মুক্তিলাভ করে। যিনি সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে, "হে বৈষ্ণবগণ! আমি ভক্তি দ্বারা সর্ব্বদাই তোমাদিগের সুলভ, মানবগণ কেন তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে না, তাহা বলিতে পারি না। সেই অনাদিনিধন দেবই ধর্ম্মাচরণ ও অধর্ম্ম বিনাশের নিমিত্ত স্থিত ও পালন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পিতৃভক্ত ও মহাত্মা রাজর্ষি অলর্কের নিকট মুনিবর দত্তাত্রেয় যেরূপ বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩২--৪২।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

জড় কহিলেন, পূর্ব্বকালে শত্রুজিৎ নামক মহাবল-পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন, যাঁহার যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া শচীপতি ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। নর-পতির এক পুত্র হইয়াছিল। রাজপুত্রও

স সমানবয়ো-বুদ্ধি-সত্ত্ব-বিক্রম-চেষ্টিতৈঃ ।
নৃপপুত্রো নৃপসুতৈর্নিত্যমাস্তে সমাবৃতঃ ॥ ৩
কদাচিচ্ছাস্ত্রসম্ভার-বিবেককৃতনিশ্চয়ঃ ।
কদাচিৎ কাব্যসংলাপ-গীত-নাটকসম্ভবৈঃ ॥৪
তথৈবাক্ষবিনোদৈশ্চ শস্ত্রাস্ত্রবিনয়েষু চ ।
যোগ্যানিযুদ্ধনাগাশ্ব-স্যন্দনাভ্যাসতৎপরঃ ॥ ৫
রেমে নরেন্দ্রপুত্রোঽসৌ নরেন্দ্রতনয়ৈঃ সহ ।
যথৈব হি দিবা তদ্বদ্রাত্রাবপি মুদা যুতঃ ॥ ৬
তেষান্তু ক্রীড়তাং তত্র দ্বিজ-ভূপ-বিশাং সুতাঃ
সমানবয়সঃ প্রীত্যা রন্তুমায়ান্ত্যনেকশঃ ॥ ৭
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য নাগলোকান্মহীতলম্ ।
কুমারাবাগতৌ নাগৌ পুত্রাবশ্বতরস্য তু ॥ ৮
ব্রহ্মরূপপ্রতিচ্ছন্নৌ তরুণৌ প্রিয়দর্শনৌ ।
তৌ তৈর্নৃপসুতৈঃ সার্দ্ধং তথৈবান্যৈর্দ্বিজন্মভিঃ

তদ্রূপ শত্রুবিদারণ ও মহাবলশালী ছিলেন। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, বিক্রমে ইন্দ্রতুল্য এবং লাবণ্যে অশ্বিনীকুমারের সদৃশ ছিলেন। রাজতনয় সর্ব্বদা যে রাজনন্দনগণের সহিত সমবেত থাকিতেন, তাঁহারাও বয়স বুদ্ধি সত্ত্ব, বিক্রম ও চেষ্টায় রাজপুত্র অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। তিনি কখন বা শাস্ত্রসম্ভারজনিত বিবেকবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া অবস্থান করিতেন এবং কখন বা কাব্য-সংলাপে, গীতশ্রবণে ও নাটকসম্ভবে দত্ত-মানস হইয়া বিদ্যমান থাকিতেন। আর কখন অক্ষবিনোদ, কখন শাস্ত্রে, কখন অস্ত্রে, কখন বিনয়ে, কখন যোগ্যব্যক্তির সহিত নিযুদ্ধ (মল্লযুদ্ধ) বিষয়ে এবং কখন বা হস্তী, অশ্ব ও রথাদি অভ্যসনে তৎপর হইয়া নরেন্দ্রতনয়দিগের সহিত দিবারাত্রি ক্রীড়া করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা সেইরূপ ক্রীড়া করিতেন বলিয়া সমানবয়স্ক অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যতনয়গণ আহ্লাদিতচিত্তে তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে আগমন করিতেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে নাগরাজ অশ্বতরের দুইটী পুত্র নাগলোক হইতে মহীতলে সমাগত হইলেন। উভয়েই

বিনোদৈর্ব্বিবিধৈস্তত্র তস্থতুঃ প্রীতিসংযুতৌ ।
সর্ব্বে চ তে নৃপসুতাস্তে চ ব্রহ্মবিশাং সুতাঃ
নাগরাজাত্মজৌ তৌ চ স্নানসংবাহনাদিকম্ ।
বস্ত্রগন্ধানুসংযুক্তাং চক্রুর্ভাগভুজিক্রিয়াম্ ॥ ১১
অহন্যহন্যহপ্রাপ্তে তৌ চ নাগকুমারকৌ ।
আজগ্মতুর্মুদা যুক্তৌ প্রীত্যা সূনোর্মহীপতেঃ ॥
স চ তাভ্যাং নৃপসুতঃ পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্ ।
বিনোদৈর্বিবিধৈর্হাস্য-সংলাপাদিভিরেব চ ॥ ১৩
বিনা তাভ্যাং ন বুভুজে ন সস্নৌ ন পপৌ মধু
ন রেমে ন জগ্রাহ শাস্ত্রাণ্যাত্মগুণর্দ্ধয়ে ॥ ১৪
রসাতলে চ তৌ রাত্রিং বিনা তেন মহাত্মনা ।
নিশ্বাসপরমৌ নীত্বা জগ্মতুস্তং দিনে দিনে ॥ ১৫
অথ কালেন মহতা পিতা পুত্রাবপৃচ্ছত * ।

তরুণ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া সেই রাজনন্দন ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যতনয়দিগের সহিত নানাবিধ বিনোদে প্রীতিমান হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই রাজতনয়গণ, ব্রাহ্মণপুত্রগণ এবং বৈশ্যতনয়গণ আর সেই নাগকুমারযুগল, সকলেই একত্র স্নান, সংবাহন, বস্ত্রপরিধান, গন্ধানুলেপন এবং ভাগানুসারে ভুজিক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ১—১১। এইরূপে মহীপতি-তনয়ের প্রীতিতে আহ্লাদযুক্ত হইয়া সেই নাগরাজতনয়যুগল প্রত্যহ গমনাগমন করিতে লাগিলেন। রাজতনয়ও তাঁহাদিগের নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে ও হাস্য সংলাপাদির দ্বারা অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহাদের ব্যতিরেকে ভোজন, স্নান, মধুপান, ক্রীড়া ও আত্মগুণবৃদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রগ্রহণও করিতেন না! নাগনন্দন-যুগলও সেই রাজতনয় ব্যতিরেকে দীর্ঘ নিশ্বাস পরায়ণ হইয়া রসাতলে রাত্রি যাপন করত দিবাভাগে তাহার নিকট সমাগত হইতেন।

---

* পশ্চার্দ্ধমিদং ক্বচিন্নাস্তি, কিন্তু পুত্রকাবিত্যস্থানন্তরং—সহেতি প্রপচ্ছ পিতা তাবুভৌ নাগদারকাবিতি বৃত্তার্দ্ধং দৃশ্যতে।

মর্ত্ত্যলোকে পরা প্রীতির্ভবতোঃ কেন পুত্রকৌ
দৃষ্টৌ ন চাপি পাতালে বহূনি দিবসানি যে।
দিবা রজন্যামেবোভৌ পশ্যামি প্রিয়দর্শনৌ॥১৭

জড় উবাচ।

ইতি পিত্রা স্বয়ং পৃষ্টৌ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলী।
প্রত্যূচতুর্মহাভাগাবুরগাধিপতেঃ সুতৌ॥ ১৮

পুত্রাবূচতুঃ।

পুত্রঃ শত্রুজিতস্তাত নাম্না খ্যাত ঋতধ্বজঃ।
রূপবানার্জ্জবোপেতঃ শূরো মানী প্রিয়ংবদঃ।
অনাপৃষ্টকথো * বাগ্মী বিদ্বান মৈত্রো গুণাকরঃ
মান্যমানয়িতা ধীমান হ্রীমান্ বিনয়ভূষণঃ॥ ২০
তস্যোপচারসম্প্রীতি-সম্ভোগাপহৃতং মনঃ।
নাগলোকে ভুবো লোকে ন রতিং বিন্দতে পিতঃ
তদ্বিয়োগেন নস্তাত নিশা পাতালশীতলা *।
পরিতাপায় তৎসঙ্গাদাহ্লাদায় রবির্দিবা॥ ২২

পিতোবাচ।

পুত্রঃ পুণ্যবতো ধন্যঃ স যস্যৈবং ভবদ্বিধৈঃ।
পরোক্ষস্যাপি গুণিভিঃ ক্রিয়তে গুণকীর্ত্তনম্॥
সন্তি শাস্ত্রবিদোঽশীলাঃ সন্তি মূর্খাঃ সুশীলিনঃ।
শাস্ত্রশীলসমং মন্যে পুত্রৌ ধন্যতরন্তু তম্॥ ২৪
যস্য মিত্রগুণান্ মিত্রাণ্যমিত্রাশ্চ পরাক্রমম্।
কথয়ন্তি সদা সৎসু পুত্রবাংস্তেন বৈ পিতা॥ ২৫
তস্যোপকারিণঃ কচ্চিত্তবদ্ভ্যামভিবাঞ্ছিতম্।
কিঞ্চিন্নিস্পাদিতং বৎসৌ পরিতোষায় চেতসঃ।
স ধন্যো জীবিতং তস্য তস্য জন্ম সুজন্মনঃ।
যস্যার্থিনো ন বিমুখা মিত্রার্থো ন চ দুর্ব্বলঃ॥ ২৭

তদনন্তর এইরূপে কিছুকাল গত হইলে নাগরাজ অশ্বতর এক দিবস পুত্রদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন; হে প্রিয়দর্শন পুত্রগণ! তোমরা মর্ত্ত্যলোকে এ প্রকার প্রীতিমান্ হইয়াছ কেন? অনেক দিবস হইল, দিবাভাগে তোমাদিগকে পাতালে অবলোকন করি না, রাত্রি হইলেই দেখিতে পাই; ইহার কারণ কি? ১২—১৭। জড় কহিলেন, উরগাধিপতির মহাভাগ পুত্রযুগল স্বয়ং পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে তাত! মর্ত্ত্যলোকে শত্রুজিৎ নামক রাজার এক পুত্র আছেন, তাঁহার নাম ঋতধ্বজ। তিনি রূপবান্, সরলচিত্ত, শূর, মানী, প্রিয়বাদী, অনাপৃষ্টকথ, বাগ্মী, বিদ্বান, মিত্রতাবিশিষ্ট এবং গুণের আকর স্বরূপ! তিনি মাননীয়দিগকে মান্য করেন; তিনি ধীমান্, লজ্জাবান এবং বিনয়ে বিভূষিত। তাঁহার সেই উপচার এবং সম্প্রীতিসম্ভোগ দ্বারা আমাদিগের মানস অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া নাগলোক বা ভূলোক, অন্য কোন স্থানেই সেরূপ প্রীতিলাভ করে না। পিতঃ! তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পাতালের শীতল নিশাও আমাদিগের পরিতাপিকা হয় এবং তাহার সহিত মিলিত থাকায় রবি-তাপান্বিত দিবাভাগও আমাদিগের আহ্লাদ-জনক হইয়া থাকে। ১৮—২২। পিতা কহিলেন, বৎস! ধন্য সেই পুণ্যশীল তনয়; যেহেতু ভবদ্বিধ গুণবান্ ব্যক্তিরাও পরোক্ষে যাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে। অনেক পণ্ডিতও কুস্বভাবসম্পন্ন হয় এবং অনেক মূর্খও সুশীল হয়; কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সুশীল সেই রাজতনয়ই অত্যন্ত ধন্যতর। দেখ, মিত্র দ্বারা যাহার মিত্রতাগুণ প্রকাশিত হয় এবং শত্রু দ্বারা যাহার পরাক্রম প্রকটিত হয়, অনেক সন্তান থাকিলেও তাহার দ্বারাই পিতা পুত্রবান্ বলিয়া পরিগণিত হন। যাহা হউক, বৎস! সেই উপকারী মিত্রের চিত্ত-পরিতোষের নিমিত্ত তাঁহার কোন অভিবাঞ্ছিত বিষয় তোমাদিগের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়াছে কি? দেখ, যাহার নিকট হইতে অর্থিগণ বিমুখ হয় না এবং বন্ধুর প্রয়োজনও হীন হয় না, সেই ব্যক্তিই ধন্য,

---

* অনারব্ধকথ ইতি পাঠান্তরম্।

* ন পাতালক শীতলমিতি কচিৎ পাঠঃ।

মদ্গৃহে যৎ সুবর্ণাদি রত্নং বাহনমাসনম্।
যচ্চান্যৎ প্রীতয়ে তস্য তদ্দেয়মবিশঙ্কয়া॥ ২৮
ধিক্ তস্য জীবিতং পুংসো মিত্রাণামুপকারিণাম্
প্রতিরূপমকুর্ব্বন্ যো জীবামীত্যবগচ্ছতি॥ ২৯
উপকারং সুহৃদ্বর্গে যোঽপকারঞ্চ শত্রুষু।
নৃমেঘো বর্ষতি প্রাজ্ঞস্তস্যেচ্ছন্তি সদোন্নতিম্॥

পুত্রাবূচতুঃ।

কিং তস্য কৃতকৃত্যস্য কর্ত্তুং শক্যেত কেনচিৎ।
যস্য সর্ব্বার্থিনো গেহে সর্ব্বকামৈঃ সদার্চ্চিতাঃ
যানি রত্নানি তদ্গেহে পাতালে তানি নঃ কুতঃ
বাহনাসনযানানি ভূষণান্যম্বরাণি চ॥ ৩২
বিজ্ঞানং তত্র যচ্চাস্তি তদন্যত্র ন বিদ্যতে।
প্রাজ্ঞানামপ্যসৌ তাত সর্ব্বসন্দেহহৃত্তমঃ॥ ৩৩
একং তস্যাস্তি কর্ত্তব্যমসাধ্যং তচ্চ নৌ মতম্
হিরণ্যগর্ভ-গোবিন্দ-শর্ব্বাদীনীশ্বরাদৃতে॥ ৩৪

পিতোবাচ।

তথাপি শ্রোতুমিচ্ছামি তস্য যৎ কার্য্যমুত্তমম্।
অসাধ্যমথবা সাধ্যং কিং বাসাধ্যং বিপশ্চিতাম্
দেবত্বমমরেশত্বং তৎপূজ্যত্বঞ্চ মানবাঃ।
প্রয়ান্তি বাঞ্ছিতং বাস্তদৃঢ়ং যে ব্যবসায়িনঃ॥৩৬
নাবিজ্ঞাতং ন চাগম্যং নাপ্রাপ্যং দিবি চেহ বা
উদ্যতানাং মনুষ্যাণাং যতচিত্তেন্দ্রিয়াত্মনাম্॥
যোজনানাং সহস্রাণি ব্রজন যাতি পিপীলিকঃ।
অগচ্ছন্ বৈনতেয়োঽপি পাদমেকং ন গচ্ছতি
অযুক্তানাং মনুষ্যাণাং গমাগম্যং ন বিদ্যতে।
ক্ক ভূতলং ক্ক চ ধ্রৌবং স্থানং যৎ প্রাপ্তবান্ ধ্রুবঃ
উত্তানপাদনৃপতেঃ পুত্রঃ সন্ ভূমিগোচরঃ॥৩৯
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ কার্য্যবান্ যেন পুত্রকৌ
স ভূপালসুতঃ সাধুর্যেনানৃণ্যং ভবেত্ত বাম্।

তাহার জীবনই জীবন এবং তাহার জন্মই সুজন্ম। ২৩—২৭। অতএব আমার আলয়ে সুবর্ণ, রত্ন, বাহন, আসন প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তোমরা তাঁহার প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত অশঙ্কিতচিত্তে তাহা প্রদান করিতে পার। দেখ, বৎস! যে ব্যক্তি উপকারী মিত্রের প্রীতিরূপ উপকার না করিয়া জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার জীবনে ধিক্! আর যে পুরুষরূপ মেঘ বন্ধু-বর্গের উপকার এবং শত্রুবর্গের অপকাররূপ বারিবর্ষণ করে, দেবতাগণ সর্ব্বদাই তাহার উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছা করেন। পুত্র-যুগল কহিলেন, পিতঃ! যাঁহার নিকট যাচকগণ সমস্ত অভিলষিত পদার্থ দ্বারা নিরন্তর অর্চ্চিত হয়, সেই কৃতকৃত্য রাজতনয়ের উপকার করিতে কাহারও সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহে যে সকল রত্ন, বাহন, আসন, যান, ভূষণ ও বস্ত্র আছে আমাদিগের পাতালে সে সমস্ত কোথায়? তাঁহার নিকট যে প্রকার বিজ্ঞান আছে, অন্যত্র কুত্রাপি তাহা নাই। তাত! তিনি প্রাজ্ঞদিগের সন্দেহ-হন্তম। যাহা হউক, একমাত্র তাঁহার কর্ত্তব্য আছে, কিন্তু বিবেচনা করি যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ভিন্ন, তাহা অন্যের অসাধ্য। ২৮—৩৪। পিতা কহিলেন, বৎস! পণ্ডিত-গণের অসাধ্য কিছুই নাই। তথাপি সাধ্য বা অসাধ্য তাঁহার সেই যে উত্তম কার্য্য আছে, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যে মানবগণ দৃঢ়তর উদ্যোগী হয়, তাহারা দেবত্ব কি ইন্দ্রত্ব অথবা তাঁহা-দিগেরও পূজ্যভাব প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। যাহারা মন, ইন্দ্রিয় এবং আত্মাকে সংযত করিয়া নিতান্ত উদ্যুক্ত হয়, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে তাহাদিগের অজ্ঞাত, অপ্রাপ্য বা অগম্য কিছুই থাকে না। দেখ, ক্ষুদ্র পিপী-লিকা নিতান্ত উদ্যোগী বলিয়া গমন করিতে করিতে সহস্র যোজন যাইতে পারে, কিন্তু পক্ষিরাজ গরুড় অনুদ্যুক্ত হইলে একপাদও যাইতে সমর্থ হন না; কারণ, অনুদ্যোগী মানবের গম্য বা অগম্য কিছুই নাই। দেখ, উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব, পৃথিবীতে অব-স্থান করিয়া যে অন্তদুর্লভ স্থান প্রাপ্ত হই-য়াছে, সেই ধ্রৌবস্থানই বা কোথায় এবং পৃথিবীই বা কোথায়! অতএব বৎসযুগল! সেই সাধু মহাভাগ রাজতনয় যাহাতে কার্য্য-

পুত্রাবূচতুঃ।
তেনাখ্যাতমিদং তাত পূর্ব্ববৃত্তং মহাত্মনা।
কৌমারকে যথা তস্য বৃত্তং সদ্বৃত্তশালিনঃ ॥৪১
তস্য শত্রুজিতং তাত পূর্ব্বং কশ্চিদ্দ্বিজোত্তমঃ।
গালবোঽভ্যাগমদ্ধীমান্ গৃহীত্বা তুরগোত্তমম্
প্রত্যুবাচ চ রাজানং সমুপেত্যাশ্রমং মম।
কোঽপি দৈত্যাধমো রাজন্ বিধ্বংসয়তি পাপকৃৎ
তত্তদ্রূপং সমাস্থায় সিংহেভ-বনচারিণাম্।
অন্যেষাঞ্চাল্পকায়ানামহর্নিশমকারণাৎ ॥ ৪৪
সমাধিধ্যানযুক্তস্য মৌনব্রতরতস্য চ।
তথা করোতি বিঘ্নানি যথা চলতি মে মনঃ ॥ ৪৫
দগ্ধুং কোপাগ্নিনা সদ্যঃ সমর্থস্ত্বং বয়ং ন তু।
দুঃখার্জ্জিতস্য তপসো ব্যয়মিচ্ছামি পার্থিব ॥৪৬
একদা তু ময়া রাজন্নতিনির্ব্বিণ্ণচেতসা।
তৎক্লেশিতেন নিশ্বাসো নিরীক্ষ্যাম্বরমুজ্ঝিতঃ
ততোঽম্বরতলাৎ সদ্যঃ পতিতোঽয়ং তুরঙ্গমঃ
বাক্ চাশরীরিণী প্রাহ নরনাথ শৃণুষ্ব তাম্ ॥৪
অশ্রান্তঃ সকলং ভূমের্বলয়ং তুরগোত্তমঃ।
সমর্থঃ ক্রান্তুমর্কেণ তবায়ং প্রতিপাদিতঃ ॥ ৪৯
পাতালাম্বরতোয়েষু ন চাস্য বিহতা গতিঃ।
সমস্তদিক্ষু ব্রজতো ন ভঙ্গঃ পর্ব্বতেষ্বপি ॥ ৫০
যতো ভুবলয়ং সর্ব্বমশ্রান্তোঽয়ং চরিষ্যতি।
অতঃ কুবলয়ো নাম্না খ্যাতিং লোকে প্রযাস্যতি
ক্লিশ্নাত্যহর্নিশং পাপো যশ্চ ত্বাং দানবাধমঃ।
তমপ্যেনং সমারুহ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ হনিষ্যতি ॥ ৫২
শত্রুজিন্নাম ভূপালস্তস্য পুত্র ঋতধ্বজঃ।
প্রাপ্যৈতদশ্বরত্নঞ্চ খ্যাতিমেতেন যাস্যতি ॥৫৩
সোঽহং ত্বাং সমনুপ্রাপ্তস্তপসো বিঘ্নকারিণম্।
তং নিবারয় ভূপাল ভাগভাঙ্ নৃপতির্যতঃ ॥ ৫৪
তদেতদশ্বরত্নং তে ময়া ভূপ নিবেদিতম্।
পুত্রমাজ্ঞাপয় তথা যথা ধর্ম্মো ন লুপ্যতে ॥ ৫৫

বান্ হন এবং তোমরাও যাহাতে মিত্রতা-ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পার, তাহা বল। ৩৫—৪০। পুত্রযুগল কহিলেন,—পিতঃ! সেই সদ্বৃত্তশালী মহাত্মা রাজতনয়ের কৌমারাবস্থায় যে প্রকার ঘটিয়াছিল সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত তিনি আমাদিগের নিকট এই প্রকার বলিয়াছিলেন যে, কোন সময়ে গালব নামক এক ধীমান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ একটী সুন্দর অশ্ব গ্রহণ করিয়া শত্রুজিৎ রাজার নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, মহারাজ! কোন পাপকারী দৈত্যাধম আমার আশ্রমে আগমন করিয়া সমস্তই ধ্বংস করিতেছে। সে অহর্নিশ সিংহ, হস্তী ও অন্যান্য অল্পকায় বনচারী জন্তুর রূপ ধারণ করিয়া এ প্রকার বিঘ্ন করে যে, আমি সমাধিধ্যানযুক্ত বা মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিলেও আমার মন বিচলিত হয়। মহারাজ! আপনিই তাহাকে ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ করিতে সমর্থ, এ বিষয়ে আমরা অক্ষম, কারণ সমর্থ হইলেও আমরা এরূপ অবৈধ কার্য্যে বহুদিনের দুঃখোপার্জ্জিত তপস্যার ব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। যাহা হউক, রাজন্! আমি একদিন তৎকর্ত্তৃক ক্লিষ্ট হইয়া অতি নির্ব্বিণ্ন-মানসে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে এই অশ্বটী পতিত হয় এবং যে দৈববাণী হয়, তাহাও বলিতেছি। নরনাথ! শ্রবণ করুন; "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমাকে যে অশ্ব প্রতিপাদিত হইল, ইহা সূর্য্যের ন্যায় অশ্রান্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীবলয় গমন করিতে সমর্থ। পাতাল, আকাশ, জল বা পর্ব্বতে ইহার গতি বিহত হইবে না। ইহা সমস্ত দিকে গমন করিতে পারিবে। আর এই অশ্ব অবিশ্রান্ত হইয়া সমস্ত ভুবলয়ে গমন করিতে সমর্থ বলিয়া ইহা "কু-বল" নামে আখ্যাত হইবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ-শত্রুজিৎ নামক রাজার পুত্র ঋতধ্বজ এই অশ্বরত্নে আরোহণ করিয়া, যে পাপ দানবাধম অহর্নিশ তোমাকে ক্লেশ দিতেছে, তাহাকে বিনষ্ট করিবেন এবং এই অশ্ব দ্বারা খ্যাতি লাভ করিবেন।" রাজন্! সেই জন্যই আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি এবং আপনিও তপস্যার ভাগভাক্, অতএব আপনি সেই তপোবিঘ্নকারীকে নিবারণ করুন। ভূপাল! আমার নিবেদিত সেই

স তস্য বচনাদ্রাজা তং বৈ পুত্রমৃতধ্বজম্।
তমশ্বরত্নমারোপ্য কৃতকৌতুকমঙ্গলম্॥ ৫৬
অপ্রেষয়ত ধর্ম্মাত্মা গালবেন সমং তদা।
স্বমাশ্রমপদং সোঽপি তমাদায় যযৌ মুনিঃ॥ ৫৭

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পিতোবাচ।

গালবেন সমং গত্বা নৃপপুত্রেণ তেন যৎ।
কৃতং যৎ কথ্যতাং পুত্রৌ বিচিত্রা যুবয়োঃ কথা
পুত্রাবূচতুঃ।
স গালবাশ্রমে রম্যে তিষ্ঠন্ ভূপালনন্দনঃ।
সর্ব্ববিঘ্নোপশমনং চকার ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২
বীরং কুবলয়াশ্বং তং বসন্তং গালবাশ্রমে।
মদাবলেপোপহতো নাজানাদ্দানবাধমঃ॥ ৩
ততস্তং গালবং বিপ্রং সন্ধ্যোপাসনতৎপরম্।
শৌকরং রূপমাস্থায় প্রধর্ষয়িতুমাগতম্॥ ৪
মুনিশিষ্যৈরথোৎক্রুষ্টে শীঘ্রমারুহ্য তং হয়ম্।
অন্বধাবদ্বরাহং তং নৃপপুত্রঃ শরাসনী॥ ৫
আজঘান চ বাণেন চন্দ্রার্দ্ধাকারবর্চ্চসা।
আকৃষ্য বলবচ্চাপং চারুচিত্রোপশোভিতম্॥ ৬
নারাচাভিহতঃ শীঘ্রমাত্মত্রাণপরো মৃগঃ।
গিরিপাদপসম্বাধাং সোঽভ্যক্রামন্মহাটবীম্॥ ৭
তমন্বধাবদ্বেগেন তুরগোঽসৌ মনোজবঃ।
চোদিতো রাজপুত্রেণ পিতুরাদেশকারিণা॥ ৮
অতিক্রম্যাথ বেগেন যোজনানি সহস্রশঃ।
ধরণ্যাং বিবৃতে গর্ত্তে নিপপাত লঘুক্রমঃ॥ ৯
তস্যানন্তরমেবাশু সোঽপ্যশ্বী নৃপতেঃ সুতঃ।
নিপপাত মহাগর্ত্তে তিমিরৌঘসমাবৃতে॥ ১০

এই অশ্বরত্ন গ্রহণ করিয়া পুত্রকে সেইরূপ আজ্ঞা করুন যাহাতে ধর্ম্মলোপ না হয়। ৪১—৫৫। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা শত্রুজিৎ ব্রাহ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করত কৌতুক ও মঙ্গলাচারাদি সম্মানপূর্ব্বক পুত্র ঋতধ্বজকে সেই অশ্বে আরোহণ করাইয়া মুনিবর গালবের সহিত প্রেরণ করিলেন। আর মুনিও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ৫৬। ৫৭।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশ অধ্যায়।

পিতা কহিলেন, মুনিবর গালবের সহিত গমন করিয়া সেই রাজতনয় যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর। বৎস। তোমাদিগের কথা অতীব বিচিত্র। পুত্রেরা কহিল, ভূপালনন্দন ঋতধ্বজ, গালবমুনির মনোহর আশ্রমে বাস করিয়া ব্রহ্মবাদীদিগের সমস্ত বিঘ্নের উপশমন করিয়াছিলেন। বীর কুবলয়াশ্ব যে গালবমুনির আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, মদগর্ব্বোপহত দৈত্যাধম তাহা জানিতে পারে নাই। সেই জন্যই সে শূকরমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সন্ধ্যা-উপাসনা-তৎপর মুনিবর গালবকে প্রধর্ষণ করিতে সমাগত হইয়াছিল। সে শূকরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলে মুনিশিষ্যগণ তারস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন; নৃপতনয়ও অমনি শরাসন ধারণপূর্ব্বক সেই অশ্বে শীঘ্র আরোহণ করিয়া বরাহকে লক্ষ্য করত ধাবিত হইলেন এবং মনোহর চিত্রোপশোভিত চাপ সবলে আকর্ষণ করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাহাকে আহত করিলেন। সেই দৈত্য তাঁহার বাণে আহত হইলে আত্মত্রাণে তৎপর হইয়া পর্ব্বত ও বৃক্ষসঙ্কুল মহাটবী মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। আর পিতৃনিয়োগানুসারী রাজতনয় কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া সেই মনোজব অশ্বও সবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। অনন্তর সেই লঘুক্রম দানব সবেগে সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া ধরণীগর্ভস্থ বিবৃত এক গর্ত্তমধ্যে নিপতিত হইল। ১—৯। তৎপরেই সেই অশ্বারোহী রাজতনয়ও

ততো নাদৃশ্যত মৃগঃ স তস্মিন্ রাজসূনুনা।
প্রকাশঞ্চ স পাতালমপশ্যৎ তত্র নাপি তম্॥১১
ততোহপশ্যৎ স সৌবর্ণ-প্রাসাদশতসঙ্কুলম্।
পুরন্দরপুরপ্রখ্যং পুরং প্রাকারশোভিতম্॥ ১২
তৎ প্রবিশ্য স নাপশ্যৎ তত্র কঞ্চিন্নরং পুরে।
ভ্রমতা চ ততো দৃষ্টা তত্র যোষিৎ ত্বরান্বিতা॥
সা পৃষ্টা তেন তন্বঙ্গী প্রস্থিতা কেন কস্য বা।
নোবাচ কিঞ্চিৎ প্রাসাদমারুরোহ চ ভাবিনী॥
সোহপ্যশ্বমেকতো বদ্ধা তামেবানুসসার বৈ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নো নিঃশঙ্কো নৃপতেঃ সুতঃ॥
ততোহপশ্যৎ সুবিস্তীর্ণে পর্য্যঙ্কে সর্ব্বকাঞ্চনে॥
নিষণ্ণাং কন্যকামেকাং কামযুক্তাং রতীমিব॥ ১৬
বিস্পষ্টেন্দুমুখীং সুভ্রূং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্।
বিম্বাধরৌষ্ঠীং তন্বঙ্গীং নীলোৎপলবিলোচনাম্॥
রক্ততুঙ্গনখীং শ্যামাং মৃদ্বীং তাম্রকরাঙ্ঘ্রিকাম্।
করভোরুং সুদশনাং নীলসূক্ষ্মস্থিরালকাম্॥ ১৮
তাং দৃষ্টা চারুসর্ব্বাঙ্গীমনঙ্গাঙ্গলতামিব।
সোহমন্যৎ পার্থিবসুতস্তাং রসাতলদেবতাম্॥
সা চ দৃষ্ট্বৈব তং বালা নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্।
পীনোরুস্কন্ধবাহুং তমমংস্ত মদনং শুভা॥ ২০
উত্তস্থৌ চ মহাভাগা চিত্তক্ষোভমবাপ্য সা।
লজ্জাবিস্ময়দৈন্যানাং সহসৈবা বশং গতা॥২২
কোহয়ং দেবো নু যক্ষো বা গন্ধর্ব্বো
বীরগোহপি বা।
বিদ্যাধরো বা সম্প্রাপ্তঃ কৃতপুণ্যরতির্নরঃ॥২১
এবং বিচিন্ত্য বহুধা নিশ্বস্য চ মহীতলে।
উপবিশ্য ততো ভেজে সা মূর্চ্ছাং মদিরেক্ষণা॥

অমনি সেই অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন মহাগর্ত্তে নিপতিত হইলেন। কিন্তু তৎকালে সেই মৃগ, রাজতনয়ের নয়গোচর হইল না। অনন্তর তিনি যখন প্রকাশিত পাতাল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখনও সেই দৈত্যকে দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে সুবর্ণময় শত শত প্রাসাদসঙ্কুল, প্রাকারপরিশোভিত অমরাবতী-তুল্য এক পুরী তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল, তিনি সেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া একজন মনুষ্যকেও দেখিতে পাইলেন না। পরে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ত্বরান্বিতা একটী রমণীকে দেখিতে পাইলেন। রাজনন্দন সেই কৃশাঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া কাহার নিকটে গমন করিতেছ?" সেই ভামিনী তৎকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কোন উত্তর করিল না, কিন্তু সবেগে প্রাসাদের উপরি আরোহণ করিল। রাজপুত্রও অমনি সেই অশ্বকে এক স্থানে বন্ধন করিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্লনয়ন হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সেই কামিনীর অনুসরণ করিলেন। ১০—১৫। তিনি সেই পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, সকামা রতির ন্যায় বিস্পষ্টচন্দ্রমুখী, পীন-শ্রোণিপয়োধরা, মনোহারিণী এক রমণী সুবর্ণময় বিস্তীর্ণ পর্য্যঙ্কোপরি নিসন্ন রহিয়াছেন। তিনি বিম্বাধরোষ্ঠী, কৃশাঙ্গী, শ্যামা ও নীলোৎপলের ন্যায় লোচনযুগলশালিনী। তাঁহার নখরগুলি রক্তবর্ণ ও ঈষদুন্নত, শরীর কোমল, হস্ত ও পদতল রক্তবর্ণ, উরুযুগল করিকরসদৃশ. দশনগুলি সুন্দর এবং অলকরাজি স্থির ও সূক্ষ্ম। রাজতনয় অনঙ্গলতার ন্যায় সেই চারুসর্ব্বাঙ্গী কামিনীকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে রসাতলের দেবতা বলিয়া বিবেচনা করিলেন। শুভময়ী রমণীও নীলবর্ণ অথচ আকুঞ্চিত কেশরাজিবিরাজিত, পীনবক্ষা, পীনস্কন্ধ ও পীনবাহু রাজনন্দনকে অবলোকন করিয়া মনে করিলেন যে, 'ইনিই রতিপতি।' তখন সেই কৃশাঙ্গী মহাভাগা চিত্তক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ লজ্জা, বিস্ময় ও দীনতার বংশবদা হইয়া পড়িলেন, আর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "ইনি কি দেবতা, না যক্ষ, না গন্ধর্ব্ব? অথবা ইনি উরগ বা বিদ্যাধর? কিংবা কোন পুণ্যবান্ মানব এই স্থানে আসিয়াছেন?" সেই মদিরেক্ষণা পাতালতলে এইরূপ নানাপ্রকার

সোঽপি কামশরাঘাতমবাপ্য নৃপতেঃ সুতঃ।
তাং সমাশ্বাসয়ামাস ন ভেতব্যমিতি ব্রুবন্ ॥২৪
সা চ স্ত্রী যা তদা দৃষ্টা পূর্ব্বং তেন মহাত্মনা।
তালবৃন্তমুপাদায় পর্য্যবীজয়দাকুলা ॥ ২৫
সমাশ্বাস্য তদা পৃষ্টা তেন সম্মোহকারণম্।
কিঞ্চিল্লজ্জান্বিতা বালা * সর্ব্বং সখ্যৈ
ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৬
সা চাস্মৈ কথয়ামাস নৃপপুত্রায় বিস্তরাৎ।
মোহস্য কারণং সর্ব্বং তদ্দর্শনসমুদ্ভবম্।
যথা তথা সমাখ্যাতং তদ্বৃত্তান্তঞ্চ ভাবিনী ॥২৭
সখ্যুবাচ।
বিশ্বাবসুরিতি খ্যাতো দিবি গন্ধর্ব্বরাট্ প্রভো
তস্যেয়মাত্মজা সুভ্রূর্নাম্না খ্যাতা মদালসা। ২৮
বজ্রকেতোঃ সুতশ্চোগ্রো দানবোঽরিবিদারণঃ
পাতালকেতুর্বিখ্যাতঃ পাতালান্তরসংশ্রয়ঃ ॥ ২৯
তেনেয়মুদ্যানগতা কৃত্বা মায়াং তমোময়ীম্।
অপহৃতা ময়া হীনা বালা নীতা দুরাত্মনা ॥ ৩০
আগামিন্যাং ত্রয়োদশ্যামুদ্বক্ষ্যতি কিলাসুরঃ।
স তু নার্হতি চার্ব্বঙ্গীং শূদ্রো বেদশ্রুতীমিব ॥৩১
অতীতে চ দিনে বালামাত্মব্যাপাদনোদ্যতাম্
সুরভিঃ প্রাহ নাথং ত্বাং প্রাপ্স্যতে দানবাধমঃ
মর্ত্ত্যলোকমনুপ্রাপ্তং য এনং ছেৎস্যতে শরৈঃ
স তে ভর্ত্তা মহাভাগে অচিরেণ ভবিষ্যতি ॥৩৩
অহঞ্চাস্যাঃ সখী নাম্না কুণ্ডলেতি মনস্বিনী।
সুতা বিন্ধ্যবতঃ পত্নী বীরপুষ্করমালিনঃ ॥ ৩৪
হতে ভর্ত্তরি শুম্ভেন তীর্থাৎ তীর্থমনুব্রতা।
চরামি দিব্যয়া গত্যা পরলোকার্থমুদ্যতা ॥ ৩৫
পাতালকেতুর্দুষ্টাত্মা বারাহং বপুরাস্থিতঃ।
কেনাপি বিদ্ধো বাণেন মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥

চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত উপবিষ্ট হইয়া সহসা মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজতনয়ও তখন কামশরাঘাতে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। আর যে রমণী প্রথমে তাঁহার নয়নগোচর হইয়াছিল, সেই ললনা অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া তালবৃন্ত গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। ১৬—২৫। অনন্তর রাজতনয় তাঁহাকে সমাশ্বাসিতা করিয়া মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সেই লজ্জাবতী কামিনী তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া স্বীয় সখীকে সমস্তই বিজ্ঞাপিত করিলেন। সেই ভাবিনীও তাঁহার উপদেশানুসারে, তদ্দর্শনে সমুদ্ভূত মূর্চ্ছার কারণ ও রমণীর যাবতীয় বৃত্তান্ত, সমস্তই সবিস্তরে রাজতনয়ের নিকট বর্ণন করিলেন। তিনি কহিলেন,—হে প্রভো! স্বর্গমধ্যে বিশ্বাবসু নামক যে গন্ধর্ব্বরাজ আছেন, এই সুভ্রূ তাঁহারই কন্যা, ইঁহার নাম "মদালসা"। একদিন উদ্যান মধ্যে ইনি ক্রীড়া করিতে-ছিলেন, এমন সময় বজ্রকেতু দানবের পুত্র পাতালবাসী উগ্রমূর্ত্তি, শত্রুবিদারণ, পাতাল-কেতু নামক বিখ্যাত দুরাত্মা দানব তমোময়ী মায়া বিস্তারপূর্ব্বক অসহায়া এই বালাকে অপহরণ করে। তৎকালে আমিও তথায় ছিলাম না। ২৬—৩০। আগামিনী ত্রয়োদশীতে সেই অসুর ইঁহাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু শূদ্র যেমন বেদশ্রুতির অনধিকারী, সেইরূপ সেও এই সুন্দরীর যোগ্য পাত্র নহে। যাহা হউক, গতকল্য ইনি যখন আত্মঘাতিনী হইতে উদ্যতা হন, সেই সময় সুরভি বলিয়াছেন যে, "এই অধম দানব তোমাকে প্রাপ্ত হইবে না। এ মর্ত্ত্যলোকে গমন করিলে, যে ব্যক্তি শরনিকরে ইহাকে ছেদন করিবে, সেই ব্যক্তিই অচিরে তোমার ভর্ত্তা হইবে।" আমি ইঁহার সখী, আমার নাম কুণ্ডলা। আমি বিন্ধ্যবানের মনস্বিনী কন্যা এবং বীর পুষ্করমালীর পত্নী। আমার স্বামী শুম্ভ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, পরলোকের নিমিত্ত উদ্যতা হইয়া আমি দিব্য গতি দ্বারা তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। দুষ্টাত্মা পাতাল-কেতু আজ বারাহ-দেহ ধারণ করিয়াছিল।

---

* তস্যাঃ সখ্যুর্ন্যবেদয়দিতি পাঠান্তরম্।

তথাহং তদ্বতোঽবিব্য ত্বরিতা সমুপাগতা।
সত্যমেব স কেনাপি তাড়িতো দানবাধমঃ ॥৩৭
ইয়ঞ্চ মূর্চ্ছামগমৎ কারণং যৎ শৃণুষ তৎ।
ত্বয়ি প্রীতিমতী বালা দর্শনাদেব মানদ ॥ ৩৮
দেবপুত্রোপমে চারু-বাক্যাদিগুণশালিনি।
ভার্য্যা চান্যস্য বিহিতা যেন বিদ্ধঃ স দানবঃ ॥৩৯
এতস্মাৎ কারণাম্মোহং মহান্তমিয়মাগতা।
যাবজ্জীবঞ্চ তন্বঙ্গী দুঃখমেবোপভোক্ষ্যতে ॥৪০
ত্বয্যস্যা হৃদয়ং রাগি ভর্ত্তা চান্যো ভবিষ্যতি।
যাবজ্জীবমতো দুঃখং সুরভ্যা নান্যথা বচঃ ॥৪১
অহং তস্যাঃ প্রভো প্রীত্যা দুঃখিতাত্র সমাগতা
যতো বিশেষো নৈবাস্তি স্বসখী-নিজদেহয়োঃ ॥
যদ্যেষাভিমতং বীরং পতিমাপ্নোতি শোভনা
ততস্তপশ্চরং কুর্য্যাং নির্ব্যলীকেন চেতসা ॥ ৪৩
ত্বন্ত কো বা কিমর্থং বা সম্প্রাপ্তোঽত্র মহামতে
দেবো দৈত্যো নু গন্ধর্ব্বঃ পন্নগঃকিন্নরোঽপি বা
ন হ্যত্র মানুষগতির্ন চেদৃঙ্মানুষং বপুঃ।
তদ্বমাখ্যাহি কথিতং যথৈবাবিতথং ময়া ॥ ৪৫

কুবলয়াশ্ব উবাচ।

যন্মাং পৃচ্ছসি ধর্ম্মজ্ঞে কস্ত্বং কিং বা সমাগতঃ।
তচ্ছৃণুষামলপ্রজ্ঞে কথয়াম্যাদিতস্তব ॥ ৪৬
রাজ্ঞঃ শত্রুজিতঃ পুত্রঃ পিত্রা সম্প্রেষিতঃ শুভে
মুনিরক্ষণমুদ্দিশ্য গালবাশ্রমমাগতঃ ॥ ৪৭
কুর্ব্বতো মম রক্ষাঞ্চ মুনীনাং ধর্ম্মচারিণাম্।
বিঘ্নার্থমাগতঃ কোঽপি শৌকরং রূপমাস্থিতঃ ॥৪৮
ময়া স বিদ্ধো বাণেন চন্দ্রার্দ্ধাকারবর্চ্চসা।
অপক্রান্তোঽতিবেগেন তমস্ম্যনুগতো হয়ী ॥৪৯

মুনিদিগের রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি বাণ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছেন। তাহা যথার্থ কিনা, তাহাই অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত শীঘ্র গমন করিয়াছিলাম, দেখিলাম,—সেই দানবাধম সত্যই কোন ব্যক্তি দ্বারা তাড়িত হইয়াছে। আর ইনি যে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ শ্রবণ করুন। হে মানদ! আপনার দর্শনাবধিই এই বালা আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমতী হইয়াছেন; কারণ, আপনি দেখিতে দেবপুত্রের ন্যায় এবং মনোহর বাক্য প্রভৃতি নানা প্রকার গুণশালী। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই দানবকে বিদ্ধ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন, ইনি ত অন্যের ভার্য্যা হইতে পারেন না। এই কারণেই ইনি অত্যন্ত মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কেননা ইহাঁকে যাবজ্জীবন দুঃখভোগই করিতে হইবে। দেখুন, ইহাঁর মন আপনার প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু অন্য ব্যক্তি ইহার স্বামী হইবেন; কারণ সুরভির বাক্য কখনই অন্যথা হইবে না; অতএব ইহাঁকে চিরজীবন দুঃখই ভোগ করিতে হইবে। ৩১—৪১। প্রভো! স্নেহবশতঃ দুঃখিত-চিত্তে আমি ইহাঁর নিকট সমাগত হইয়াছি, কারণ সখীদেহ ও নিজ দেহে কোনই বিশেষ নাই। এই শোভনা যদি মনের মত বীরপতিকে প্রাপ্ত হন, তবে আমি নির্ব্যলীকচিত্তে তপস্যা আচরণ করি। যাহা হউক, হে মহামতে! আপনি কে এবং কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছেন? আপনি কি দেবতা, না দৈত্য, না গন্ধর্ব্ব, অথবা পন্নগ কিংবা উরগ? কারণ, মানুষে এখানে আসিতে পারে না এবং মানবের দেহ এরূপ হয় না; অতএব আমি যেমন আপনাকে সমস্ত সত্য বলিতেছি, তদ্রূপ আপনিও আমাকে সমস্তই যথার্থ বলুন। কুবলয়াশ্ব বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞে! "তুমি কে এবং কেনই বা এই স্থানে আসিয়াছ" বলিয়া আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি,—হে অমলপ্রজ্ঞে! শ্রবণ করুন। আমি রাজা শত্রুজিতের তনয়, হে শুভে! আমি পিতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মুনিদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গালব মুনির আশ্রমে সমাগত হই। তথায় আমি ধর্ম্মচারী মুনিদিগকে রক্ষা করিতেছি, এমত সময়ে কে শূকরমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগের বিঘ্নার্থে সমাগত হইল। ৪২—৪৮। আমি অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলে সে অত্যন্ত বেগে অপক্রান্ত হয়, আমিও অশ্বারোহণে তাহার পশ্চাৎ

পপাত সহসা গর্ত্তে স ক্রোড়োঽশ্বশ্চ মামকঃ।
সোঽহমশ্বং সমারূঢ়স্তমস্যেকঃ পরিভ্রমন্ ॥ ৫০
প্রকাশমাসাদিতবান্ দৃষ্টা চ ভবতী ময়া।
পৃষ্টয়া চ ন মে কিঞ্চিত্ত্বত্যা দত্তমুত্তরম্ ॥ ৫১
ত্বাঞ্চৈবান্থু প্রবিষ্টোঽহমিমং প্রাসাদমুত্তমম্।
ইত্যেতৎ কথিতং সত্যং ন দেবোঽহং ন দানবঃ
ন পন্নগো ন গন্ধর্ব্বঃ কিন্নরো বা শুচিস্মিতে।
সমস্তাঃ পূজ্যপক্ষা বৈ দেবাদ্যা মম কুণ্ডলে।
মনুষ্যোঽস্মি বিশঙ্কা তে ন কর্ত্তব্যাত্র কর্হিচিৎ

পুত্রাবূচতুঃ।

ততঃ প্রহৃষ্টা সা কন্যা সখীবদনমুত্তমম্।
লজ্জাজড়ং বীক্ষমাণা কিঞ্চিন্নোবাচ ভাবিনী ॥
সা সখী পুনরপ্যেনাং প্রহৃষ্টা প্রত্যুবাচ হ।
যথাবৎ কথিতং তেন সুরভ্যা বচনানুগে ॥৫৫

কুণ্ডলোবাচ।

বীর সত্যমসন্দিগ্ধং ভবতাভিহিতং বচঃ।
নান্যত্র হৃদয়ঞ্চাস্যা দৃষ্টা স্থৈর্য্যং প্রযাস্যতি ॥ ৫৬
চন্দ্রমেবাধিকা কান্তিঃ সমুপৈতি রবিং প্রভা।
ভূতির্ধন্যং ধৃতির্ধীরং ক্ষান্তিরভ্যেতি চোত্তমম্ ॥
ত্বয়ৈব বিদ্ধোঽসন্দিগ্ধং স পাপো দানবাধমঃ।
সুরভিঃ সা গবাং মাতা কথং মিথ্যা বদিষ্যতি
তদ্ধন্যেয়ং সভাগ্যা চ ত্বৎসম্বন্ধং সমেত্য বৈ।
কুরুষ বীর যৎ কার্য্যং বিধিনৈব সমাহিতম্ ॥৫৯

পুত্রাবূচতুঃ।

পরবানহমিত্যাহ রাজপুত্রঃ স তাং পিতঃ।
তামুদ্বহে কথং বালাং তাতয়োগাদৃতে প্রিয়াম্ ॥
মা মা বদেদৃক্ সেত্যাহ দেবকন্যেয়মুদ্বহ।
তথেত্যুক্তেন তেনৈব সঙ্গম্যোদ্বাহিকং তদা ॥
সা চ তং চিন্তয়ামাস তুম্বুরুং তৎকুলে গুরুম্।

পশ্চাৎ ধাবিত হই। অনন্তর সে এক গর্ত্ত-মধ্যে নিপতিত হইলে আমিও অশ্বসহ তন্মধ্যে নিপতিত হই। পরে আমি অশ্বা-রোহণে একাকী পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন প্রকাশস্থলে আসিয়া উপস্থিত হই, তখন আপনি আমার নয়নপথে নিপতিত হন। আপনাকে জিজ্ঞাসা করায়, আপনি যখন কোন উত্তর দিলেন না, তখন আমি আপনার অনুসরণ করিয়া এই সুন্দর প্রাসাদ মধ্যে উপস্থিত হই। এই আমি আপনার নিকট সমস্তই সত্য বলিলাম। হে শুচিস্মিতে! দেবতা, দানব, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব, বা কিন্নর, আমি ইহাদের কিছুই নহি,—আমি মানব। হে কুণ্ডলে! দেবাদি সমস্তই আমার পূজ্য; —আমি মনুষ্য;—ইহাতে আপনারা কোন বিষয়ে শঙ্কিত হইবেন না। ৪১—৫৩। নাগতনয়েরা বলিলেন, তখন সেই ভামিনী কন্যা মদালসা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া লজ্জাজড়রূপে সখীর সুন্দর বদনমাত্র নিরী-ক্ষণ করিতে লাগিলেন,—কিছুই বলিলেন না। তখন সখী কুণ্ডলাও অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে মদালসাকে বলিতে লাগিলেন, হে সুরভি-বচনানুগে! ইনি যথার্থই বলিয়াছেন। পরে রাজপুত্রকে কহিলেন, হে বীর! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, সমস্তই সত্য এবং অসন্দিগ্ধ; নতুবা আপনাকে দর্শন করিয়াই ইহার হৃদয় আপনাতে এত স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে কেন? দেখুন, অধিক কান্তি চন্দ্রকেই পাইয়া থাকে, ঐশ্বর্য্য ধন্য ব্যক্তিকেই লাভ করে এবং ধৃতি ধীরকে ও ক্ষান্তি উত্তমকেই পাইয়া থাকে। অতএব আপনি যে সেই পাপ দানবাধমকে বিদ্ধ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, গোমাতা সুরভি কখনই মিথ্যা বলিবেন না; অতএব আপনার সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া এই সখী ধন্যা ও ভাগ্যবতী হইলেন; সুতরাং হে বীর! বিধি অনুসারে যাহা কর্ত্তব্য, আপনি তাহার অনুষ্ঠান করুন। ৫৪—৫৯। নাগতনয়েরা কহিলেন, পিতঃ! রাজতনয় কহিলেন, আমি পরাধীন, আমি সেই পিতার আজ্ঞা ব্যতীত কি প্রকারে এই বালাকে বিবাহ করিতে পারি? কুণ্ডলা বলি-লেন, আপনি ইহা বলিবেন না; ইনি দেবকন্যা, ইহাঁকে বিবাহ করুন। তখন রাজপুত্র "তথাস্তু" বলিলে, তাঁহার সহিত ঔদ্বাহিক-সঙ্গতা হইয়া সেই কন্যা মদালসা

স চাপি তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তঃ প্রগৃহীতসমিৎকুশঃ ॥
মদালসায়াঃ সম্প্রীত্যা কুণ্ডলাগৌরবেণ চ।
প্রজ্বাল্য পাবকং হুত্বা মন্ত্রবিৎ কৃতমঙ্গলাম্ ॥৬৩
বৈবাহিকবিধিং কন্যাং প্রতিপাদ্য যথাগতম্।
জগাম তপসে ধীমান্ স্বমাশ্রমপদং তদা ॥ ৬৪
সা চাহ তাং সখীং বালাং কৃতার্থাস্মি বরাননে
সংযুক্তামমুনা দৃষ্ট্বা ত্বামহং রূপশালিনীম্ ॥ ৬৫
তপস্তপ্স্যেঽহমতুলং নির্ব্যলীকেন চেতসা।
তীর্থাম্বুধৌতপাপা চ ভবিত্রী নেদৃশী যথা ॥ ৬৬
উবাচ রাজপুত্রং সা প্রশ্রয়াবনতা তদা।
গন্তুকামা নিজসখী-স্নেহবিক্লবভাষিণী ॥ ৬৭
কুণ্ডলোবাচ।
পুম্ভিরপ্যমিতপ্রজ্ঞ নোপদেশ্যো ভবদ্বিধে।
দাতব্যঃ কিমুত স্ত্রীভিরতো নোপদিশামি তে

স্বীয় কুলগুরু তুম্বুরুকে মনে মনে চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিবামাত্র সেই মন্ত্রবিৎ তুম্বুরুও অমনি সমিধ্ ও কুশ গ্রহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, পরে মদালসার সম্প্রীতি এবং কুণ্ডলার গৌরবের সহিত ঘৃতাহুতি দানে প্রজ্বলিত পাবককে পরিবর্দ্ধিত করত বৈবাহিক বিধানানুসারে কৃতমঙ্গলা মদালসাকে মিলিত করাইয়া যেখান হইতে আসিয়াছিলেন সেই স্বীয় আশ্রমে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। ৬০—৬৪। তখন সখী কুণ্ডলা মদালসাকে কহিলেন, হে বরাননে! রূপশালিনী তোমাকে ইহাঁর সহিত মিলিত দর্শনে কৃতার্থ হইলাম। যাহাতে পুনরায় আমাকে এ প্রকার হইতে না হয়, সেইরূপ করিবার নিমিত্ত তীর্থজলে পাপক্ষালন করিয়া নির্ব্যলীক-হৃদয়ে অতুল তপস্যা করিব। আর অভিলষিত স্থানে গমন করিবার নিমিত্ত, স্বীয় সখীর স্নেহে বিক্লবভাষিণী ও প্রশ্রয়াবনতা হইয়া রাজনন্দনকে কহিলেন, হে অপরিমিতবুদ্ধিশালিন্! প্রাজ্ঞ পুরুষগণও ভবাদৃশ ব্যক্তিদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হন না; আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের ত

কিন্তস্যাস্ত্বমধ্যায়াঃ স্নেহাকৃষ্টেন চেতসা।
ত্বয়া বিশ্রম্ভিতা চাস্মি স্মারয়াম্যরিসূদন ॥ ৬৯
ভর্ত্তব্যা রক্ষিতব্যা চ ভার্য্যা হি পতিনা সদা।
ধর্ম্মার্থকামসংসিদ্ধ্যৈ ভার্য্যা ভর্ত্তৃসহায়িনী ॥ ৭০
যদা ভার্য্যা চ ভর্ত্তা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গতম্ ॥ ৭১
কথং ভার্য্যামৃতে ধর্ম্মমর্থং বা পুরুষঃ প্রভো।
প্রাপ্নোতি কামমথবা তস্যাং ত্রিতয়মাহিতম্ ॥৭২
তথৈব ভর্ত্তারমৃতে ভার্য্যা ধর্ম্মাদিসাধনে।
ন সমর্থা ত্রিবর্গোঽয়ং দাম্পত্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥
দেবতা-পিতৃ-ভৃত্যানামতিথীনাঞ্চ পূজনম্।
ন পুম্ভিঃ শক্যতে কর্ত্তুমৃতে ভার্য্যাং নৃপাত্মজ ॥
প্রাপ্তোঽপি চার্থো মনুজৈরানীতোঽপি নিজং গৃহম্।
ক্ষয়মেতি বিনা ভার্য্যাং কুভার্য্যাসংশ্রয়েঽপি বা

কথাই নাই; অতএব আপনাকে উপদেশ দিতেছি না। কিন্তু এই সখীর স্নেহে আমার মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ভবৎকর্ত্তৃক বিশ্রম্ভিত হইয়াছি বলিয়া হে অরিসূদন! আপনাকে কিঞ্চিৎ স্মরণ করাইতেছি যে, "ভার্য্যা পতিকর্ত্তৃক সর্ব্বদা রক্ষিতব্য ও ভরণীয়। ভার্য্যা ভর্ত্তৃসহায়িনী হইলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সম্যক্‌রূপে সিদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে। ভার্য্যা ও ভর্ত্তা, উভয়েই যখন পরস্পরের বশানুগত হয়, তখনই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনেরই সঙ্গতি হয়। ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ ভার্য্যাতেই সমাহিত বলিয়া পুরুষ যেমন ভার্য্যাব্যতীত কখনই ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম লাভ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি ভার্য্যাও আবার স্বামী ব্যতিরেকে ধর্ম্মাদিসাধনে ক্ষমবতী হয় না; কারণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম দাম্পত্যকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। দেখুন, হে রাজনন্দন! ভার্য্যা না থাকিলে কেবলমাত্র পুরুষ দেবতা, পিতৃ, ভৃত্য ও অতিথিদিগের পূজারূপ ধর্ম্মাচরণ করিতে সমর্থ হয় না। পুরুষেরা অনায়াসলব্ধ অর্থও নিজগৃহে আনয়ন করিলে স্ত্রী না থাকিলে বা

কামস্ত তত্র নৈবাস্তি প্রত্যক্ষেণোপলক্ষ্যতে।
দম্পত্যোঃ সহধর্ম্মেণ ত্রয়ীধর্ম্মমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৬
পিতৄন্ পুত্রৈস্তথৈবান্ন-সাধনৈরতিথীন্ নরঃ।
পূজাভিরমরাংস্তদ্বৎ সাধ্বীং ভার্য্যাং নরোঽবতি
স্ত্রিয়াশ্চাপি বিনা ভর্ত্তা ধর্ম্মকামার্থসন্ততিঃ।
নৈব তস্মাৎ ত্রিবর্গোঽয়ং দাম্পত্যমধিগচ্ছতি ॥
এতন্ময়োক্তং যুবয়োর্গচ্ছামি চ যথেপ্সিতম্।
বর্দ্ধ ত্বমনয়া সার্দ্ধং ধন-পুত্র-সুখায়ুষা ॥ ৭৯

পুত্রাবূচতুঃ।

ইত্যুক্ত্বা সা পরিষ্বজ্য স্বসখীং তং নমস্য চ।
জগাম দিব্যয়া গত্যা যথাভিপ্রেতমাত্মনঃ ॥ ৮০
সোঽপি শত্রুজিতঃ পুত্রস্তামারোপ্য তুরঙ্গমম্
নির্গন্তুকামঃ পাতালাদ্বিজ্ঞাতো দনুসম্ভবৈঃ ॥ ৮১
ততস্তৈঃ সহসোৎক্রুষ্টং হ্রিয়তে হ্রিয়তেঽতি বৈ
কন্যারত্নং যদানীতং দিবঃ পাতালকেতুনা ॥ ৮২
ততঃ পরিঘ-নিস্ত্রিংশ-গদা-শূল-শরায়ুধম্।
দানবানাং বলং প্রাপ্তং সহ পাতালকেতুনা ॥ ৮৩
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি জল্পন্তস্তে তদা দানবোত্তমাঃ।
শরবর্ষৈস্তথা শূলৈর্ববৃষুর্নৃপনন্দনম্ ॥ ৮৪
স চ শত্রুজিতঃ পুত্রস্তদস্ত্রাণ্যতিবীর্য্যবান্।
চিচ্ছেদ শরজালেন প্রহসন্নিব লীলয়া ॥ ৮৫
ক্ষণেন পাতালতলমসিশক্ত্যৃষ্টিশায়কৈঃ।
চ্ছিন্নৈঃ সঙ্কুলমভবদৃতধ্বজশরোৎকরৈঃ ॥ ৮৬
ততোঽস্ত্রং ত্বাষ্ট্রমাদায় চিক্ষেপ প্রতি দানবান্।
তেন তে দানবাঃ সর্ব্বে সহ পাতালকেতুনা ॥
জ্বালামালাতিতীব্রেণ স্ফুটদস্থিচয়াঃ কৃতাঃ।
নির্দ্দগ্ধাঃ কাপিলং তেজঃ সমাসাদ্যেব সাগরাঃ ॥

কুভার্য্যাসংশ্রয়ে তৎসমস্তই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ভার্য্যা না থাকিলে যে কাম থাকে না, তাহা ত প্রত্যক্ষই প্রতীয়মান হইতেছে। অধিক কি, স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়ে যদি সমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তবে ত্রয়ীধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। নরগণ যদি সাধ্বী পত্নী প্রাপ্ত হয়, তবে পুত্রোৎপাদনে পিতৃদিগকে, অন্নাদি সাধনে অতিথিদিগকে এবং পূজাদি দ্বারা দেবতাদিগকে প্রীণিত করিতে সমর্থ হয়। স্বামী ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকেরও আবার ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সম্যক্‌রূপে বিস্তার হয় না; কারণ, এই ত্রিবর্গ দাম্পত্যভাবেই সমাশ্রিত।' যাহা হউক, আপনাদিগের উভয়ের নিকট আমার এই মাত্র নিবেদন, এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি যথাভিলষিত স্থানে গমন করি; আশীর্ব্বাদ করি, আপনি ইহাঁর সহিত মিলিত হই। ধন, পুত্র, সুখ ও আয়ু দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হউন। ৬৫—৭৯। নাগরাজ-তনয়েরা কহিলেন,—কুণ্ডলা এই কথা বলিয়া স্বীয় সখীকে আলিঙ্গন ও রাজপুত্রকে নমস্কার করিয়া নিজ অভিপ্রেত স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই শত্রুজিতের তনয় ঋতধ্বজও তখন মদালসাকে সেই তুরঙ্গে আরোহণ করাইয়া পাতাল হইতে নিষ্ক্রমণ করিতে যেমন ইচ্ছা করিলেন, অমনি দানবগণ জানিতে পারিল। "পাতালকেতু স্বর্গ হইতে যে কন্যারত্ন আনয়ন করিয়াছিল, তাহাকেই হরণ করিতেছে, তাহাকেই হরণ করিতেছে" এই বলিয়া দানবগণ চীৎকার করিতে লাগিল। তদনন্তর দানবসৈন্যগণ পাতালকেতুর সহিত মিলিত হইয়া পরিঘ, খড়্গ, গদা, শূল ও বাণপ্রভৃতি আয়ুধ সকল গ্রহণ করিল এবং তাহারা "থাক্" "থাক্" বলিতে বলিতে রাজনন্দনের প্রতি শর ও শূল প্রভৃতি অস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন অতি বলশালী শত্রুজিৎ-তনয় হাস্য করিতে করিতে অবলীলাক্রমে তাহাদিগের অস্ত্র সকল স্বীয় শরজালে ছেদন করিলেন। তখন ঋতধ্বজের শরনিকরে ছিন্ন-ভিন্ন অসি, শক্তি, ঋষ্টি ও বাণসমূহ দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যেই পাতালতল পরিপূরিত হইল। তদনন্তর রাজতনয় ত্বাষ্ট্র অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দানবদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই জ্বালা-মালা-ভয়ঙ্কর অস্ত্র, পাতাল-কেতুর সহিত দানবগণের অস্থিনিচয় স্ফুটিত করিয়া ফেলিল এবং তাহারা ক্ষণকালের মধ্যেই কপিলমুনির তেজঃপ্রাপ্ত সগরসন্তান-

ততঃ স রাজপুত্রোঽশ্বী নিহত্যাসুরসত্তমান্।
স্ত্রীরত্নেন সমং তেন সমাগচ্ছৎ পিতুঃ পুরম্॥
প্রণিপত্য চ তং সর্ব্বং স তু পিত্রে স্তবেদয়ৎ।
পাতালগমনঞ্চৈব কুণ্ডলায়াশ্চ দর্শনম্॥ ৯০
তথমদালসাপ্রাপ্তিং দানবৈশ্চাপি সঙ্গরম্।
বধঞ্চ তেষামস্ত্রেণ পুনরাগমনং তথা॥ ৯১
ইতি শ্রুত্বা পিতা তস্য চরিতং চারুচেতসঃ।
প্রীতিমানভবচ্চেদং পরিষ্বজ্যাহ চাত্মজম্॥ ৯২
সৎপাত্রেণ ত্বয়া পুত্র তারিতোঽহং মহাত্মনা।
ভয়েভ্যো মুনয়স্ত্রাতা যেন সদ্ধর্ম্মচারিণঃ॥ ৯৩
মৎপূর্ব্বৈঃ খ্যাতমানীতং ময়া বিস্তারিতং পুনঃ *
পরাক্রমবতা বীর ত্বয়া তদ্বহুলীকৃতম্॥ ৯৪
যদুপাত্তং যশঃ পিত্রা ধনং বীর্য্যমথাপি বা।
তন্ন হ্রাসয়তে যস্তু স নরো মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥ ৯৫
তদ্বীর্য্যাদধিকং যস্তু পুনরন্যৎ স্বশক্তিতঃ।
নিষ্পাদয়তি তং প্রাজ্ঞাঃ প্রবদন্তি নরোত্তমম্॥
যঃ পিত্রা সমুপাত্তানি বলবীর্য্যযশাংসি বৈ।
ন্যূনতাং নয়তি প্রাজ্ঞাস্তমাহুঃ পুরুষাধমম্॥৯৭
তন্ময়া ব্রাহ্মণত্রাণং কৃতমাসীদ্যথা ত্বয়া।
পাতালগমনং যচ্চ যচ্চাসুরবিনাশনম্।
এতদপ্যধিকং বৎস তেন ত্বং পুরুষোত্তমঃ॥ ৯৮
তদ্ধন্যোঽহমথ বাল ত্বমহমেব গুণাধিকম্।
ত্বাং পুত্রমীদৃশং প্রাপ্য শ্লাঘ্যঃ পুণ্যবতামপি॥
ন স পুত্রকৃতাং প্রীতিং মন্যে প্রাপ্নোতি মানবঃ
পুত্রেণ নাতিশয়িতো যঃ প্রজ্ঞাদানবিক্রমৈঃ॥
ধিগ্জন্ম তস্য যঃ পিত্রা লোকে বিজ্ঞায়তে নরঃ
যঃ পুত্রাৎ খ্যাতিমভ্যেতি তস্য জন্ম সুজন্মনঃ
আত্মনা জ্ঞায়তে ধন্যো মধ্যঃ পিতৃপিতামহৈঃ।

দিগের ন্যায় ভস্মসাৎ হইয়া গেল! ৮০—৮৮। তদনন্তর সেই রাজপুত্র অসুরকুল নিহত করিয়া সেই স্ত্রীরত্নের সহিত অশ্বারোহণে পিতৃপুরে আগমন করিলেন এবং পিতাকে প্রণাম করিয়া পাতাল গমন, কুণ্ডলার দর্শন, মদালসাপ্রাপ্তি, দানবগণের সহিত যুদ্ধ, অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের নিধন এবং পুনরাগমন প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। তখন সেই চারুচেতা তনয়ের চরিত্র এইরূপে শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতা অত্যন্ত প্রীতিমান্ হইলেন এবং পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, পুত্র! যৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মশীল মুনিগণ ভয় হইতে রক্ষিত হইয়াছেন, আমিও সেই মহাত্মা সৎপাত্র দ্বারা তারিত হইলাম। বৎস! মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ দ্বারা যাহা খ্যাত হইয়াছিলেন এবং আমি যাহা বিস্তারিত করিয়াছিলাম,—হে বীর! পরাক্রমশালী তোমা দ্বারা সেই যশ আবার বহুলীকৃত হইল। ৮৯—৯৪। দেখ যশ, বল বা ধন, পিতা কর্ত্তৃক যাহা উপার্জ্জিত হয়, যে তাহা নষ্ট করে না অর্থাৎ রক্ষিত করে সে পুরুষ 'মধ্যম'। আর যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক বীর্য্যশালী হইয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা উহাকে অধিক করে, প্রাজ্ঞগণ তাহাকেই 'উত্তম" পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আর যে ব্যক্তি পিতৃ-উপার্জ্জিত যশ, বল বা ধনকে নষ্ট করে, সেই পুরুষ 'অধম পুরুষ' বলিয়া পণ্ডিতগণ দ্বারা কীর্ত্তিত হয়। যাহা হউক, বৎস! আমি পূর্ব্বে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষাই করিয়াছিলাম, তুমি পাতালগমন, অসুর বিনাশন ও ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করায় তদপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়াছ, অতএব তুমি উত্তমপুরুষ। হে বালক! তুমি ধন্য; আর ঈদৃশ গুণাধিক তোমা হেন পুত্রকে লাভ করিয়া আমি পুণ্যবান্দিগের মধ্যে শ্লাঘ্য হইলাম; বৎস! যে ব্যক্তি পুত্র দ্বারা, প্রজ্ঞা, দান বা বিক্রম দ্বারা অতিশয়িত না হয়, আমি বিবেচনা করি যে, সে ব্যক্তি পুত্রজন্য প্রীতিলাভ করিতে পারে না। ৯৫—১০০। যে ব্যক্তি 'পিতা' দ্বারা লোকমধ্যে প্রথিত হয়, তাহার জন্মে ধিক্! কিন্তু যে ব্যক্তি পুত্র দ্বারা খ্যাতি লাভ করে, সেই সুজন্মারই জন্ম সার্থক। যে মানব নিজ নামে খ্যাত হয়, সে-ই ধন্য;

---

* যশ ইতি পাঠান্তরম্।

মাতৃপক্ষেণ মাত্রা চ খ্যাতিমেতি নরাধমঃ ॥১০২
তৎ পুত্র ধনবীর্য্যেভ্যঃ বিবর্দ্ধস্ব সুখেন চ।
গন্ধর্ব্বতনয়া চেয়ং মা ত্বয়া বৈ বিযুজ্যতাম্ ॥১০৩
ইতি পিত্রা বহুবিধং প্রিয়মুক্তঃ পুনঃপুনঃ।
পরিষজ্য স্বমাবাসং সভার্য্যঃ স বিসর্জ্জিতঃ ॥
স তয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং রেমে তত্র পিতুঃ পুরে
অন্যেষু চ তথোদ্যান-বন-পর্ব্বতসানুষু ॥ ১০৫
শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োঃ পাদৌ প্রণিপত্য চ সা শুভা।
প্রাতঃ প্রাতস্ততস্তেন সহ রেমে সুমধ্যমা ॥ ১০

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে কুবলয়াশ্বীয়ে
মদালসাপরিণয়নং নামৈকবিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

যে ব্যক্তি পিতৃ-পিতামহ দ্বারা খ্যাতি লাভ করে, সে মধ্যম; আর যে ব্যক্তি মাতৃপক্ষ দ্বারা প্রথিত হয়, সে নরাধম! যাহা হউক, বৎস! তুমি ধন, বল, ও সুখ দ্বারা বর্দ্ধিত হও, আর এই গন্ধর্ব্বতনয়া যেন তোমার সহিত বিযুক্তা না হন। রাজপুত্র পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত ও আলিঙ্গিত হইয়া ভার্য্যার সহিত স্বীয় আবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন এবং সেই পত্নী মদালসার সহিত মিলিত হইয়া পিতৃভবনে এবং অন্যান্য উদ্যান, বন ও পর্ব্বতসানু সকলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। আর সেই শুভময়ী সুমধ্যমা মদালসাও প্রতিদিন প্রাতঃকালে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণ-যুগল বন্দনা করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১০১—১০৬।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়।

পুত্র উবাচ।
ততঃ কালে বহুতিথে গতে রাজা পুনঃ সুতম্
প্রাহ গচ্ছাশু বিপ্রাণাং ত্রাণায় চর মেদিনীম্ ॥১
অশ্বমেনং সমারুহ্য প্রাতঃ প্রাতর্দিনে দিনে।
অবাধা দ্বিজমুখ্যানামন্বেষ্টব্যা সদৈব হি ॥ ২
দুর্বৃত্তাঃ সন্তি শতশো দানবাঃ পাপযোনয়ঃ।
তেভ্যো ন স্যাদ্যথা বাধা মুনীনাং ত্বং
তথা কুরু ॥ ৩৬
স যথোক্তস্ততঃ পিত্রা তথা চক্রে নৃপাত্মজঃ।
পরিক্রম্য মহীং সর্ব্বাং ববন্দে চরণৌ পিতুঃ ॥ ৪
অহন্যহন্যনুপ্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্নে নৃপনন্দনঃ।
ততশ্চ শেষং দিবসং তয়া রেমে সুমধ্যয়া ॥৫
একদা তু চরন্ সোঽথ দদর্শ যমুনাতটে।
পাতালকেতোরনুজং তালকেতুং কৃতাশ্রমম্ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নাগরাজ-তনয়েরা কহিলেন, তদনন্তর কিছুকাল গত হইলে, রাজা শত্রুজিৎ, পুত্র ঋতধ্বজকে পুনরায় কহিলেন যে, বৎস! তুমি বিপ্রগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শীঘ্র শীঘ্র গমন কর এবং পৃথিবী মধ্যে পর্য্যটন কর। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই অশ্বে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ-দিগের অবাধা অন্বেষণ করিবে। পাপাত্মা ও দুর্বৃত্ত শত শত দানব আছে; সেই দানবগণ যাহাতে মুনিদিগের বাধা করিতে না পারে, তুমি সেইরূপ আচরণ কর। ১—৩। রাজনন্দন পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন; তিনি প্রতিদিবস পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া পিতৃ-চরণযুগল বন্দনা করেন এবং অবশিষ্ট সময় সেই সুমধ্যমার সহিত ক্রীড়া করেন। তিনি এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে একদা দর্শন করিলেন যে, পাতালকেতু দানবের অনুজ তালকেতু যমুনাতটে আশ্রম করিয়া অবস্থান করিতেছে।

মায়াবী দানবঃ সোঽথ মুনিরূপং সমাস্থিতঃ।
স প্রাহ রাজপুত্রং তং পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্॥ ৭
রাজপুত্র ব্রবীমি ত্বাং তৎকুরুষ যদীচ্ছসি।
ন চ তে প্রার্থনাভঙ্গঃ কার্য্যঃ সত্যপ্রতিশ্রবঃ॥৮
যক্ষ্যে যজ্ঞেন ধর্ম্মায় কর্ত্তব্যাশ্চ তথেষ্টয়ঃ।
চিতয়স্তত্র কর্ত্তব্যা নাস্তি মে দক্ষিণা যতঃ॥ ৯
অতঃ প্রযচ্ছ মে বীর হিরণ্যার্থং স্বভূষণম্।
যদেতৎ কণ্ঠলগ্নং তে রক্ষ চেমং মমাশ্রমম্॥১০
যাবদন্তর্জ্জলে দেবং বরুণং যাদসাং পতিম্।
বৈদিকৈর্বারুণৈর্মন্ত্রৈঃ প্রজানাং পুষ্টিহেতুকৈঃ॥
অভিষ্টুয় ত্বরাযুক্তঃ সমভ্যেমীতি বাদিনম্।
তং প্রণম্য ততঃ প্রাদাৎ স তস্মৈ কণ্ঠভূষণম্॥
প্রাহ চৈনং ভবান্ যাতু নির্ব্যলীকেন চেতসা।
স্থাস্যামি তাবদত্রৈব তবাশ্রমসমীপতঃ॥ ১৩
তবাদেশান্মহাভাগ যাবদাগমনং তব।

সেই মায়াবী দানব মুনিরূপ অবলম্বন করিয়াছিল। সে পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া রাজপুত্রকে কহিল যে, রাজপুত্র! যাহা বলিতেছি, যদি অভিলাষ হয়, তবে তাহা সম্পাদন করুন। হে সত্যপ্রতিজ্ঞ! আপনি কখনই কাহারও প্রার্থনাভঙ্গ করেন নাই। রাজতনয়! আমি যজ্ঞ করিব এবং অভিলষিত ইষ্টি (যজ্ঞাঙ্গবিশেষ) ও অগ্নিচয়ন করিব, কিন্তু আমার দক্ষিণা দিবার সামর্থ্য নাই; অতএব হে বীর! সুবর্ণপ্রদানের নিমিত্ত আপনার অঙ্গভূষণ কণ্ঠলগ্ন এই অলঙ্কার আমাকে প্রদান করুন। আর প্রজাদিগের পুষ্টিকারক বৈদিক বারুণ মন্ত্র দ্বারা বরুণদেব ও যাদঃপতিকে জলমধ্যে স্তব করিয়া যতক্ষণ প্রত্যাবৃত্ত না হই, আপনি ততক্ষণ আমার আশ্রম রক্ষা করুন। আমি শীঘ্রই আগমন করিব। এইরূপ কথনশীল সেই মুনিকে প্রণাম করিয়া তিনি স্বীয় কণ্ঠভূষণ প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, মহাভাগ! নির্ব্ব্যলীকহৃদয়ে গমন করুন। আপনি যতক্ষণ প্রত্যাগত না হন, আমি আপনার আদেশে আপনার আশ্রমের সমীপে তত-

ন তেঽত্র কশ্চিদাবাধাং করিষ্যতি ময়ি স্থিতে
বিশ্রব্ধশ্চাত্বরন্ ব্রহ্মন্ কুরুষ ত্বং মনোগতম্॥১৪

পুত্রাবূচতুঃ।

এবমুক্তস্ততস্তেন স মমজ্জ নদীজলে।
ররক্ষ সোঽপি তস্যৈব মায়াবিহিতমাশ্রমম্॥১৫
গত্বা জলাশয়াৎ তস্মাৎ তালকেতুশ্চ তৎপরম্*
মদালসায়াঃ প্রত্যক্ষমন্যেষাঞ্চৈতদুক্তবান্॥ ১৬

তালকেতুরুবাচ।

বীরঃ কুবলয়াশ্বোঽসৌ মমাশ্রমসমীপতঃ।
কেনাপি দুষ্টদৈত্যেন কুর্ব্বন রক্ষাং তপস্বিনাম্
যুধ্যমানো যথাশক্তি নিঘ্নন্ ব্রহ্মদ্বিষো যুধি।
মায়ামাশ্রিত্য পাপেন ভিন্নঃ শূলেন বক্ষসি॥১৮
ম্রিয়মাণেন তেনেদং দত্তং মে কণ্ঠভূষণম্।
প্রাপিতশ্চাগ্নিসংযোগং স বনে শূদ্রতাপসৈঃ॥
কৃতার্ত্তহ্রেষাশব্দো বৈ ত্রস্তঃ সাশ্রুবিলোচনঃ।

ক্ষণই অবস্থান করিব; আমার অবস্থানে কেহই আপনার বাধা করিবে না। হে ব্রহ্মন্! আপনি বিশ্রব্ধ হইয়া গমন করত অভিলষিত বিষয় সম্পাদন করুন। ৪—১৪। নাগতনয়েরা কহিলেন, সেই মায়ামুনি তালকেতু রাজতনয় কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া নদীজলে নিমগ্ন হইল। রাজনন্দন তদীয় মায়াবিহিত আশ্রম রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তালকেতু সেই জলাশয় হইতে উত্থিত হইয়া রাজা শত্রুজিতের নগরে গমন করত মদালসা ও অন্যান্য লোকের সমক্ষে এই কথা বলিল যে, যে বীর কুবলয়াশ্ব মদীয় আশ্রমসন্নিকটে তপস্বীদিগকে রক্ষা করিতে-ছিলেন, যিনি কোন দুষ্ট দানবের সহিত যুধ্যমান হইয়া ব্রহ্মদ্বেষ্টা অনেক অনেক অসুরকে নিহত করিয়াছেন; তিনি সেই পাপাত্মা দানব কর্ত্তৃক মায়াবলম্বনে শূল দ্বারা বক্ষঃস্থলে বিদারিত হইয়াছেন, তিনি তদ্দ্বারা ম্রিয়মাণ হইয়া আমাকে এই কণ্ঠভূষণ প্রদান করিয়াছেন এবং বনমধ্যে শূদ্র তাপসগণ কর্ত্তৃক অগ্নিসংযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর

* তালকেতুঃ পিতুঃ পুরঃ ইতি পাঠান্তরম্।

নীতঃ সোঽশ্বশ্চ তেনৈব দানবেন দুরাত্মনা ॥২০
এতন্ময়া নৃশংসেন দৃষ্টং দুষ্কৃতকারিণা।
যদত্রানন্তরং কৃত্যং ক্রিয়তাং তদকালিকম্ ॥২১
হৃদয়াশ্বাসনঞ্চৈতদ্ গৃহ্যতাং কণ্ঠভূষণম্।
নাস্মাকং হি সুবর্ণেন কৃত্যমস্তি তপস্বিনাম্ ॥২২

পুত্রাবূচতুঃ।

ইত্যুক্ত্বোৎসৃজ্য তদ্ভূমৌ স জগাম যথাগতম্
নিপপাত জনঃ সোঽথ শোকার্ত্তো মূর্চ্ছয়াতুরঃ ॥
তৎক্ষণাৎ চেতনাং প্রাপ্য সর্ব্বাস্তা নৃপযোষিতঃ
রাজপত্ন্যশ্চ রাজা চ বিলেপুরতিদুঃখিতাঃ ॥২৪
মদালসা তু তদ্দৃষ্ট্বা তদীয়ং কণ্ঠভূষণম্।
তত্যাজাশু প্রিয়ান প্রাণান শ্রুত্বা চ নিহতং পতিম্ ॥
ততস্তথা মহাক্রন্দঃ পৌরাণাং ভবনেষ্বভূৎ।
যথৈব তস্য নৃপতেঃ স্বগেহে সমবর্ত্তত ॥ ২৬

সেই সাশ্রুবিলোচন আর্ত্তহ্রেষাশব্দকারী অশ্ব সেই দুরাত্মা দানবকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এই পাপাত্মা নৃশংস কর্ত্তৃক এই সমস্তই দৃষ্ট হইয়াছে, অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি সেই অকালিক বিধি সকল সম্পাদন করুন, আর এই হৃদয়াশ্বাস-দায়ক তদীয় কণ্ঠভূষণ গ্রহণ করুন। আমরা তপস্বী, আমাদিগের সুবর্ণে প্রয়োজন কি? ১৫—২২। নাগ-রাজতনয়গণ কহিলেন, এই কথা বলিয়া সেই তালকেতু কুবলয়াশ্বের কণ্ঠভূষণ সংস্থাপন করত যথাযথ স্থানে গমন করিল। তখন তত্রত্য লোকগণ শোক-পরিপীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইয়া নিপতিত হইল। পরে চৈতন্য লাভ করিয়া রাজা, রাজমহিষী ও অন্যান্য যাবতীয় রাজললনাগণ, সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। মদালসা তদীয় কণ্ঠভূষণ অবলোকনে ও স্বামীর নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত কাতর হইয়া শীঘ্রই প্রিয়তর প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাজার স্বীয় ভবনে যে প্রকার ক্রন্দনধ্বনি হইতে লাগিল, পুরবাসী প্রজাবর্গের প্রত্যেক ভবনেই তদ্রূপ ক্রন্দ-

রাজা চ তাং মৃতাং দৃষ্ট্বা বিনা ভর্ত্রা মদালসাম্
প্রত্যুবাচ জনং সর্ব্বং বিমৃষ্য সুস্থমানসঃ ॥ ২৭
ন রোদিতব্যং পশ্যামি ভবতামাত্মনস্তথা।
সর্ব্বেষামেব সঞ্চিন্ত্য সম্বন্ধানামনিত্যতাম্ ॥২৮
কিং নু শোচামি তনয়ং কিং নু শোচাম্যহং স্নুষাম্।
বিমৃষ্য কৃতকৃত্যত্বান্মন্যেঽহংশোচ্যাবুভাবপি ॥২৯
মচ্ছুশ্রূষুর্মদ্বচনাদ্দ্বিজরক্ষণতৎপরঃ।
প্রাপ্তো মে যঃ সুতো মৃত্যুং কথং শোচ্যঃ স ধীমতাম্ ॥৩০
অবশ্যং যাতি যদ্দেহং তদ্দ্বিজানাং কৃতে যদি।
মম পুত্রেণ সন্ত্যক্তং নন্বভ্যুদয়কারি তৎ ॥ ৩১
ইয়ঞ্চ সৎকুলোৎপন্না ভর্ত্তর্য্যেবমনুব্রতা।
কথং নু শোচ্যা নারীণাং ভর্ত্তুরন্যন্ন দৈবতম্ ॥

নের মহারোল উত্থিত হইতে লাগিল। তদনন্তর রাজা শত্রুজিৎ স্নুষা মদালসাকে ভর্ত্তৃ-বিয়োগে পরিত্যক্তপ্রাণা অবলোকন করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক সুস্থমানস হইয়া সমীপবর্ত্তী জনগণকে বলিতে লাগিলেন, "আমি দেখিতেছি যে, যাবতীয় প্রাণীর সম্বন্ধ সকলের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া আপনাদিগের বা আমার, কাহারই রোদন করা কর্ত্তব্য নহে; পুত্র বা পুত্রবধূ, কাহারও নিমিত্ত আমার শোক করা বিধেয় নহে; উভয়েই কৃতকৃত্য হইয়াছে বলিয়া উভয়েই অশোচনীয়। কারণ, আমার যে পুত্র আমারই শুশ্রূষু এবং আমারই বচনানুসারে দ্বিজগণের রক্ষণ বিষয়ে তৎপর হইয়া যখন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন সেই পুত্রের নিমিত্ত শোক করা ধীমানের উচিত নহে। ২৩—৩০। যে দেহ অবশ্যই অস্থায়ী, আমার পুত্র যখন সেই দেহকে ব্রাহ্মণের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাহা শোচনীয় নয়, বরং অভ্যুদয়কারী। আর এই সৎকুলসম্ভূতা ললনা যখন স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন, তখন ইনিই বা আর শোচনীয়া কিসে? কারণ, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর অন্য

অস্মাকং বান্ধবানাঞ্চ তথান্যেষাং দয়াবতাম্।
শোচ্যা হ্যেষা ভবেদেবং যদি ভর্ত্রা বিয়োগিনী
যা তু ভর্তুর্বধং শ্রুত্বা তৎক্ষণাদেব ভাবিনী।
ভর্ত্তারমনুযাত্যেনং ন শোচ্যাস্তো বিপশ্চিতাম্॥
তাঃ শোচ্যা যা বিয়োগিন্যো ন শোচ্যা যা
মৃতাঃ সহ।
ভর্তুর্বিয়োগস্থনয়া নানুভূতঃ কৃতজ্ঞয়া॥ ৩৫
দাতারং সর্ব্বসৌখ্যানামিহ চামুত্র চোভয়োঃ।
লোকয়োঃ কা হি ভর্ত্তারং নারী মন্যেত মানুষম্
নাসৌ শোচ্যো ন চৈবেয়ং নাহং তজ্জননী নচ
ত্যজতা ব্রাহ্মণার্থায় প্রাণান্ সর্ব্বে স্ম তারিতাঃ
বিপ্রাণাং মম ধর্ম্মস্য গতঃ স হি মহামতিঃ।
আনৃণ্যমর্দ্ধভুক্তস্য ত্যাগাদ্দেহস্য মে সুতঃ॥৩৮
মাতুঃ সতীত্বং মদ্বংশ-বৈমল্যং শৌর্য্যমাত্মনঃ।
সংগ্রামে সন্ত্যজন্ প্রাণান্
নাত্যজদ্দ্বিজরক্ষণে॥* ৩৯
পুত্রাবূচতুঃ।
ততঃ কুবলয়াশ্বস্য মাতা ভর্তুরনন্তরম্।
শ্রুত্বা পুত্রবধং তাদৃক্ প্রাহ দৃষ্ট্বা তু তং পতিম্
মাতোবাচ।
ন মে মাত্রা ন মে স্বস্রা প্রাপ্তা প্রীতির্নৃপেদৃশী।
শ্রুত্বা মুনিপরিত্রাণে হতং পুত্রং যথা ময়া॥ ৪১
শোচতাং বান্ধবানাং যে নিশ্বসন্তোঽতিদুঃখিতাঃ
ম্রিয়ন্তে ব্যাধিনা ক্লিষ্টাস্তেষাং মাতা বৃথাপ্রজা॥
সংগ্রামে যুধ্যমানা যেঽভীতা গোদ্বিজরক্ষণে।
ক্ষুণ্ণা শস্ত্রৈর্বিপদ্যন্তে ত এব ভুবি মানবাঃ॥ ৪৩
অর্থিনাং মিত্রবর্গস্য বিদ্বিষাঞ্চ পরাঙ্মুখম্।
যো ন যাতি পিতা তেন পুত্রী মাতা চ বীরসূঃ

দেবতা নাই। ইনি স্বামিবিয়োজিতা হইয়া যদি জীবিত থাকিতেন, তবেই আমাদিগের, বান্ধবগণের ও অন্যান্য দয়াবান্ ব্যক্তিদিগের শোচনীয় হইতেন। ইনি যখন স্বামীর নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন ইনি পণ্ডিতগণের অশোচনীয়া। যে রমণী স্বামীর নিধন হইলেও জীবনধারণ করে, সেই-ই শোকযোগ্যা; আর যাহারা স্বামীর সহিত গমন করে, তাহারা ত কখনই শোচনীয়া নহে। ইনি কৃতজ্ঞা বলিয়া ভর্তৃবিয়োগ অনুভব করেন নাই। ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেরই সমস্ত সুখদাতা স্বামীকে কোন্ স্ত্রী মানুষ বলিয়া বিবেচনা করে? আমার পুত্র কি পুত্রবধূ বা আমি কিংবা তদীয় গর্ভধারিণী, আমরা কেহই শোকের উপযুক্ত নহি; কারণ, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত প্রাণ-পরিত্যাগকারী সেই পুত্র কর্ত্তৃক আমরা সকলেই উদ্ধারিত হইয়াছি। সেই আমার মহামতি পুত্র, অর্দ্ধভুক্ত দেহের পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণের, আমার ও ধর্ম্মের নিকট আনৃণ্য লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ-রক্ষণ নিমিত্তক সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করায়, মাতৃ-সতীত্ব, বংশ-বৈমল্য ও নিজ শৌর্য্য, এই সকলের কিছুই তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় নাই।' ৩১—৩৯। নাগনন্দন-যুগল কহিলেন, কুবলয়াশ্বের মাতা পুত্র-নিধনবার্ত্তা, স্বামীর শ্রবণের পরে শ্রবণ করত স্বামীকে অবলোকন করিয়া তাঁহার ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "রাজন্! মুনিকে পরিত্রাণ করিতে করিতে সন্তান নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আজ যেরূপ সুখী হইয়াছি, মাতা বা ভগিনী, কাহারও দ্বারা আমি এ প্রকার সুখী হইতে পারি নাই। যাহারা শোচনীয় বান্ধবগণের নিমিত্ত অতি দুঃখে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে ব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া জীবন বিসর্জন করে, তাহাদিগের মাতা বৃথা-সন্তানজননী। যাহারা গো বা দ্বিজগণের রক্ষণ-বিষয়ক সংগ্রামে নির্ভীকচিত্তে যুধ্যমান হইয়া, শস্ত্রক্ষুণ্ণ হইয়া বিপন্ন হয়, পৃথিবীমধ্যে তাহারাই মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অর্থী, মিত্র এবং শত্রুবর্গ যাহার নিকট পরাঙ্মুখ হয় না, তদ্দ্বারাই পিতা পুত্রবান্

* সোঽবিন্দদ্দ্বিজরক্ষণাদিতি বা পাঠঃ।

গর্ভক্লেশঃ স্ত্রিয়ো মন্যে সাফল্যং ভজতে তদা
যদারিবিজয়ী বা স্যাৎ সংগ্রামে বা হতঃ সুতঃ॥

পুত্রাবূচতুঃ।

ততঃ স-রাজা সংস্কারং পুত্রপত্নীমলম্ভয়ৎ।
নির্গম্য চ বহিঃ স্নাতো দদৌ পুত্রায় চোদকম্॥
তালকেতুশ্চ নির্গম্য তথৈব যমুনাজলাৎ।
রাজপুত্রমুবাচেদং প্রণয়ান্মধুরং বচঃ॥ ৪৭
গচ্ছ ভূপালপুত্র ত্বং কৃতার্থোঽহং কৃতস্ত্বয়া।
কার্য্যং চিরাভিলষিতং ত্বয্যত্রাবিচলে স্থিতে॥
বারুণং যজ্ঞকার্য্যঞ্চ জলেশস্য মহাত্মনঃ।
মন্মায়াসাধিতং সর্ব্বং যন্মমাসীদভীপ্সিতম্॥৪৯
প্রণিপত্য স তং প্রায়াদ্রাজপুত্রঃ পুরং পিতুঃ।
সমারুহ্য তমেবাশ্বং সুপর্ণানিলবিক্রমম্॥ ৫০

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে কুবলয়াশ্বীয়ে মদালসাবিয়োগো নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

বলিয়া খ্যাত হন এবং মাতাও বীরপ্রসবিনী বলিয়া প্রথিত হন। পুত্র যখন সংগ্রামে নিহত হয় বা শত্রুজয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, তখনই স্ত্রীলোকের গর্ভক্লেশের সফলতা জন্মিয়া থাকে। ৪০—৪৫। নাগনন্দনেরা কহিলেন, অনন্তর সেই রাজা শত্রুজিৎ পুত্রবধূর সংস্কার করিলেন এবং নগরের বাহির্ভাগে স্নান করিয়া পুত্রের উদ্দেশে উদকাঞ্জলি দান করিলেন। এদিকে দানবাধম তালকেতু সেইরূপ যমুনাজল হইতে নির্গত হইয়া প্রীতিবশত মধুর বাক্যে রাজপুত্রকে বলিতে লাগিল, "হে ভূপালপুত্র! আমি আপনার দ্বারা কৃতার্থ হইলাম। আপনি এই স্থানে অবিচলিতভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া মহাত্মা জলপতি বরুণের যজ্ঞকার্য্য, যাহা আমার অভিলষিত ছিল, তাহা আমার মায়া দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে; অতএব হে রাজপুত্র! আপনি গমন করুন। তখন রাজপুত্র মুনিকে প্রণাম করিয়া গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বিক্রমশালী সেই তুরঙ্গমবরে আরোহণ করিয়া পিতৃনগরে প্রতিগমন করিলেন। ৪৬—৫০।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুত্রাবূচতুঃ।

স রাজপুত্রঃ সম্প্রাপ্য বেগাদাত্মপুরং ততঃ।
পিত্রোর্ব্বিবন্দিষুঃ পাদৌ দিদৃক্ষুশ্চ মদালসাম্॥১
দদর্শ জনমুদ্বিগ্নমপ্রহৃষ্টমুখং পুরঃ।
পুনশ্চ বিস্মিতাকারং প্রহৃষ্টবদনং ততঃ॥ ২
অন্যমুৎফুল্লনয়নং দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতিবাদিনম্।
পরিষ্বজন্তমন্যোন্যমতিকৌতূহলান্বিতম্॥ ৩
চিরং জীবোরুকল্যাণ হতাস্তে পরিপন্থিনঃ।
পিত্রোঃ প্রহ্লাদয় মনস্তথাস্মাকমকণ্টকম্॥ ৪
ইত্যেবংবাদিভিঃ পৌরৈঃ পুরঃ পৃষ্ঠে চ সংবৃতঃ
তৎক্ষণপ্রভবানন্দঃ প্রবিবেশ পিতুর্গৃহম্॥ ৫
পিতা চ তং পরিষ্বজ্য মাতা চান্যে চ বান্ধবাঃ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নাগাধিপতনয়েরা বলিলেন, রাজপুত্র ঋতধ্বজ পিতামাতার চরণবন্দনায় এবং মদালসাকে দেখিতে অভিলাষী হইয়া সবেগে নিজ নগর প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন যে, পুরবাসী জনগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অপ্রহৃষ্টমুখ হইয়া তৎক্ষণাৎ বিস্মিতাকার ও প্রহৃষ্টবদন হইল এবং উৎফুল্লনয়নে "দৈব দৈব" বলিতে লাগিল। আর তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া "হে উরুকল্যাণ! দীর্ঘজীবী হও; তোমার পরিপন্থী সকল বিনষ্ট হউক এবং মাতা-পিতা ও আমাদিগের চিত্তকে প্রকৃষ্টরূপে আহ্লাদিত কর" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হইল। তিনি তাহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তৎকালজ আনন্দে আনন্দিত হইয়া পিতৃমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ১—৫। তখন পিতা, মাতা ও

চিরং জীবেতি কল্যাণীর্দদুস্তস্মৈ তদাশিষঃ ॥৬
প্রণিপত্য ততঃ সোহথ কিমেতদিতি বিস্মিতঃ ।
পপ্রচ্ছ পিতরংস্তাত সোহস্মৈ সম্যক্ তদুক্তবান্
স ভার্য্যাং তাং মৃতাং শ্রুত্বা হৃদয়েষ্টাং মদালসাম্
পিতরৌ চ পুরো দৃষ্ট্বা লজ্জাশোকাব্ধিমধ্যগঃ ॥
চিন্তয়ামাস সা বালা মাং শ্রুত্বা নিধনং গতম্ ।
তত্যাজ জীবিতং সাধ্বী ধিঙ্মাং নিষ্ঠুরমানসম
নৃশংসোহহমনার্য্যোহহং বিনা তাং মৃগলোচনাম্
মৎকৃতে নিধনং প্রাপ্তাং যজ্জাবাম্যতিনির্ঘৃণঃ ॥
পুনঃ স চিন্তয়ামাস পরিসংস্তভ্য মানসম্ ।
মোহোদ্গমমপাস্যাশু নিশ্বস্যোচ্ছ্বস্য চাতুরঃ ॥ ১১
মৃতেতি সা মন্নিমিত্তং ত্যজামি যদি জীবিতম্ ।
কি ময়োপকৃতং তস্যাঃ শ্লাঘ্যমেতত্তু যোষিতাম্ ।
যদি রোদিমি বা দীনো হা প্রিয়েতি বদন্ মুহুঃ
তথাপ্যশ্লাঘ্যমেতন্নো বয়ং হি পুরুষাঃ কিল ॥ ১৩
অথ শোকজড়ো দীনো স্রজা হীনো মলান্বিতঃ
বিপক্ষস্য ভবিষ্যামি ততঃ পরিভবাস্পদম্ ॥১৮
ময়ারিশাতনং কার্য্যং রাজ্ঞঃ শুশ্রূষণং পিতুঃ ।
জীবিতং তস্য চায়ত্তং সন্ত্যাজ্যং তৎ কথং ময়া
কিন্ত্বত্র মন্যে কর্ত্তব্যস্ত্যাগো ভোগস্য যোষিতঃ
স চাপি নোপকারায় তন্বঙ্গ্যাঃ কিন্তু সর্ব্বথা ॥১৬
ময়ানৃশংস্যং কর্ত্তব্যং নোপকার্য্যপকারি চ ।
যা মদর্থেহত্যজৎ প্রাণাংস্তদর্থেহল্পমিদং মম ॥

পুত্রাবূচতুঃ ।

ইতি কৃত্বা মতিং সোহথ নিষ্পাদ্যোদকদানিকম্
ক্রিয়াশ্চানন্তরং কৃত্বা প্রত্যুবাচ ঋতধ্বজঃ ॥ ১৮

ঋতধ্বজ উবাচ ।

যদি সা মম তন্বঙ্গী ন স্যাদ্ভার্য্যা মদালসা ।

অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহাকে পরিষঙ্গ করিয়া "চিরজিবী হও" এই কল্যাণময় আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে রাজপুত্র তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া "তাত ! এ কি ? বলিয়া বিস্মিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিলেন। রাজতনয় সেই প্রাণপ্রতিমা ভার্য্যা মদালসাকে মৃত শ্রবণ করিয়া, পিতামাতাকে সম্মুখে অবলোকন করত লজ্জা ও শোকসাগরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "হা ! যখন সেই সাধ্বী বালা আমার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তখন এই নিষ্ঠুরমানস আমাকে ধিক্ ! হা ! আমার নিমিত্ত যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই মৃগলোচনা ব্যতিরেকে যখন আমি জীবিত রহিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমি নৃশংস, অনার্য্য ও অত্যন্ত নির্দ্দয়।" তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোহোচ্ছ্বাস অপনয়ন করত সর্ব্বতোভাবে মনকে সংস্তম্ভিত করিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, "সেই কামিনী মন্নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আমিও যদি তন্নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করি, তবে আমি তাহার কি উপকার করিলাম ? কিন্তু ইহা স্ত্রীলোকদিগেরই শ্লাঘনীয়। যদি 'হা প্রিয়া ! হা প্রিয়া, বলিয়া মুহুর্ম্মুহু রোদন করি, তাহাও অশ্লাঘ্য ; কারণ, আমরা কি পুরুষ নহি ? আর যদি শোকসন্তপ্ত হইয়া মাল্যাদিপরিহীণ ও মলীমস হইয়া বর্ত্তমান থাকি, তবে বিপক্ষের পরিভবাস্পদ হইব। কারণ, শত্রুশাতন ও পিতার সেবা করাই আমার একমাত্র কার্য্য ; যেহেতু আমার জীবন তাঁহারই অধীন, সুতরাং এই জীবন পরিত্যাগ করা কখনই উচিত নহে ; কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, অন্য যোষিৎসম্ভোগই আমার পরিত্যাজ্য ; ইহাও যদিচ সেই তন্বঙ্গীর কোন উপকারের নিমিত্ত হইবে না, তথাপি ইহাই আমার কর্ত্তব্য ! ইহাতে তাহার উপকারই হউক বা অপকারই হউক, আমি এইরূপ নৃশংসতা আচরণ করিব। যে আমার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার জন্য ত এ অতি সামান্য কার্য্য।"৬—১৭।—নাগেন্দ্র-তনয়েরা কহিলেন, ঋতধ্বজ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উদকদানিক ও তদনন্তরকর্ত্তব্য ক্রিয়া সকল নিষ্পাদন

অস্মিন্ জন্মনি মাস্তা যে ভবিত্রী সহচারিণী।
তামৃতে মৃগশাবাক্ষীং গন্ধর্ব্বতনয়ামহম্।
ন ভোক্ষ্যে যোষিতং কাঞ্চিদিতি সত্যং ময়োদিতম্॥ ২০
সদ্ধর্ম্মচারিণীং পত্নীং তাং মুক্ত্বা গজগামিনীম্।
কাঞ্চিন্নারীকরিষ্যামীত্যেতৎ সত্যং ময়োদিতম্

পুত্রাবূচতুঃ।

পরিত্যজ্য চ স্ত্রীভোগান্ তাত সর্ব্বাংস্তয়া বিনা
ক্রীড়ন্নাস্তে সমং তুল্যৈর্ব্বয়স্যৈঃ শীলসম্পদা॥ ২২
এতৎ তস্য পরং কার্য্যং তাত তৎ তেন শক্যতে।
কর্ত্তুমত্যর্থদুষ্প্রাপ্যমীশ্বরৈঃ কিমুতেতরৈঃ॥ ২৩

জড় উবাচ।

ইতি বাক্যং তয়োঃ শ্রুত্বা বিমর্ষমগমৎ পিতা।
বিমৃষ্য চাহ তৌ পুত্রৌ নাগরাট্ প্রহসন্নিব॥২৪

নাগরাড়শ্বতর উবাচ।

যদশক্যমিতি ত্যক্তা ন করিষ্যন্তি মানবাঃ।
কর্ম্মণ্যুদ্যমমুদ্যোগহান্যা হানিস্ততঃ পরম্॥ ২৫
আরভেত নরঃ কর্ম্ম স্বপৌরুষমহাপয়ন্।
নিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণো দৈবে পৌরুষে চ ব্যবস্থিতা॥
তস্মাদহং তথা যত্নং করিষ্যে পুত্রকাবিতঃ।
তপশ্চর্য্যাং সমাস্থায় যথৈতৎ সাধ্যতে চিরাৎ॥

জড় উবাচ।

এবমুক্ত্বা স নাগেন্দ্রঃ প্লক্ষাবতরণং গিরেঃ।
তীর্থং হিমবতো গত্বা তপস্তেপে সুদুশ্চরম্॥ ২৮
তুষ্টাব গীর্ভিশ্চ ততস্তত্র দেবীং সরস্বতীম্।
তন্মনা নিয়তাহারো ভূত্বা ত্রিষবণাপ্লুতঃ॥ ২৯

অশ্বতর উবাচ।

জগদ্ধাত্রীমহং দেবীমারিরাধয়িষুঃ শুভাম্।
স্তোষ্যে প্রণম্য শিরসা ব্রহ্মযোনিং সরস্বতীম্॥
সদসদ্দেবি যৎ কিঞ্চিন্মোক্ষবচ্চার্থবৎ পদম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয্যসংযোগং যোগবদ্দেবি সংস্থিতম্

করিয়া কহিলেন, "সেই আমার ভার্য্যা তন্বঙ্গী মদালসা যখন নাই, তখন এই জন্মে অন্য কোন নারীই আমার সহচারিণী হইতে পারিবে না। আমি সত্য বলিতেছি যে, সেই মৃগশাবাক্ষী গন্ধর্ব্বতনয়া ব্যতিরেকে আমি অন্য স্ত্রী সম্ভোগ করিব না। আমি সেই সদ্ধর্ম্মচারিণী গজগামিনী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন কামিনীকে অঙ্গীকার করিব না; ইহাও যথার্থ বলিতেছি।" নাগনন্দনেরা কহিলেন, তাত! তিনি সেই মদালসা ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রী সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া স্বভাব ও সম্পদ্ দ্বারা সমতুল বয়স্যগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। পিতঃ! তাঁহার পক্ষে এই একমাত্র প্রধান কর্ত্তব্য-কার্য্য আছে! তাত! ইহাতে কাহারও সাধ্য নাই; ইহা ঈশ্বরেরও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, অন্য লোকের কথা আর কি বলিব? ১৮—২৩। জড় কহিলেন, তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা নাগরাজ অশ্বতর অত্যন্ত বিমর্ষভাবাপন্ন হইলেন এবং বিবেচনাপূর্ব্বক যেন হাস্য করিতে করিতে পুত্রদ্বয়কে কহিতে লাগিলেন,

---

সাধ্যাতীত বলিয়া মানবগণ যে কর্ম্মের উদ্যোগ করে না, সেই উদ্যোগহানিতেই তাহাদিগের অত্যন্ত হানি হয়। স্বীয় পৌরুষ নষ্ট না করিয়া মানবের কার্য্য আরম্ভ করা উচিত; কারণ দৈব পৌরুষেই কর্ম্মের নিষ্পত্তি ব্যবস্থিত। অতএব হে পুত্রযুগল! আমি ইহার পর তপস্যা আচরণ করিয়া সেইরূপ যত্ন করিব, যাহাতে ইহা শীঘ্র সংসাধিত হয়। জড় কহিলেন, এই কথা বলিয়া সেই নাগরাজ অশ্বতর হিমালয় পর্ব্বতের প্লক্ষাবতরণ নামক তীর্থে গমন করিয়া সুদুশ্চর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে তিনি তন্মনা, নিয়তাহার ও ত্রিষবণ স্নান করিয়া বাক্য দ্বারা সরস্বতীকে স্তব করিলেন। ২৪—২৯। অশ্বতর কহিলেন, আমি শুভময়ী, জগদ্ধাত্রী, ব্রহ্মযোনি সরস্বতীদেবীর আরাধনেচ্ছু হইয়া তাঁহাকে মস্তক দ্বারা প্রণিপাত করিয়া স্তব করিতেছি, হে দেবি! মোক্ষবিশিষ্ট সদসৎস্বরূপ যে সকল পদ আছে, সে সমস্তই

ত্বমক্ষরং পরং দেবি যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
অক্ষরং পরমং দেবি সংস্থিতং পরমাণুবৎ ॥৩২
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম বিশ্বঞ্চৈতৎ ক্ষরাত্মকম্।
দারুণ্যবস্থিতো বহ্নির্ভৌমাশ্চ পরমাণবঃ ॥ ৩৩
তথা ত্বয়ি স্থিতং ব্রহ্ম জগচ্চেদমশেষতঃ।
ওঁকারাক্ষরসংস্থানং যত্তু দেবি স্থিরাস্থিরম্ ॥ ৩৪
তত্র মাত্রাত্রয়ং সর্ব্বমস্তি যদ্দেবি নাস্তি চ।
ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রৈবিদ্যং পাবকত্রয়ম্ ॥
ত্রীণি জ্যোতীংষি বর্ণাশ্চ ত্রয়ো ধর্ম্মাগমস্তথা।
ত্রয়ো গুণাস্ত্রয়ঃ শব্দাস্ত্রয়ো বেদাস্তথাশ্রমাঃ ॥ ৩৬
ত্রয়ঃ কালাস্তথাবস্থাঃ পিতরোঽহর্নিশাদয়ঃ।
এতন্মাত্রাত্রয়ং দেবি তব রূপং সরস্বতি ॥ ৩৭
বিভিন্নদর্শিনামাদ্যা ব্রহ্মণো হি সনাতনাঃ।
সোমসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ পাকসংস্থাশ্চ সপ্ত যাঃ ॥
তাস্ত্বদুচ্চারণাদ্দেবি ক্রিয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
অনির্দ্দেশ্যং তথা চান্যদর্দ্ধমাত্রাশ্রিতং পরম্ ॥৩৯
অবিকার্য্যক্ষয়ং দিব্যং পরিণামবিবর্জ্জিতম্।
তবৈতৎ পরমং রূপং যন্ন শক্যং ময়োদিতুম্।
ন চাস্যেন চ তজ্জিহ্বা-তাম্রোষ্ঠাদিভিরুচ্যতে ॥
ইন্দ্রোঽপি বসবো ব্রহ্মা চন্দ্রার্কৌ জ্যোতিরেব
বিশ্বাবাসং বিশ্বরূপং বিশ্বেশং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪১
সাংখ্যবেদান্তবেদোক্তং বহুশাখাস্থিরীকৃতম্।
অনাদিমধ্যনিধনং সদসন্ন সদেব যৎ ॥ ৪২
একং ত্বনেকং নাপ্যেকং ভবভেদসমাশ্রিতম্।
অনাখ্যং ষড়্গুণাখ্যঞ্চ বর্গাখ্যং ত্রিগুণাশ্রয়ম্ ॥
নানাশক্তিমতামেকং শক্তিবৈভবিকং পরম্।
সুখাসুখং মহাসৌখ্য-রূপং ত্বয়ি বিভাব্যতে ॥৪

তোমাতে অসংযুক্ত হইয়াও সংযুক্তের ন্যায় সম্যক্‌রূপে অবস্থিত রহিয়াছে ; দেবি ! যাবতীয় পদার্থ যথায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই তুমি পরম অক্ষর (অবিনশ্বর)। কিন্তু অক্ষর সকল পরমাণুর ন্যায় তোমাতেই সংস্থিত এবং অক্ষর স্বরূপ পরমব্রহ্ম ও ক্ষরাত্মক এই বিশ্বও তোমাতেই অবস্থিত। অনল ও ভৌম পরমাণু সকল যেমন কাষ্ঠমধ্যে অবস্থান করে, তেমনি পরমব্রহ্ম ও অশেষ জগৎ তোমাতেই বিদ্যমান। দেবি ! ওঁকার, অক্ষরসংস্থান ও স্থিরাস্থির অর্থাৎ সদসৎ যাবতীয় পদার্থ সকল তোমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মাতঃ ! তিন লোক, তিন বেদ, তিন বিদ্যা, তিন অনল, তিন জ্যোতিঃ, তিন বর্ণ, তিন ধর্ম্মাগম, তিন গুণ, তিন শব্দ, তিন দেব, তিন আশ্রম, তিন কাল, তিন অবস্থা এবং পিতৃ ও অহর্নিশ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুপুঞ্জ যে মাত্রাত্রয়ের স্বরূপ, হে সরস্বতি ! সেই মাত্রাত্রয়ই তোমার রূপ। ৩০—৩৭। বিভিন্নদর্শী অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত সোমসংস্থ, হবিঃসংস্থ ও পাকসংস্থরূপে আদ্য ও সনাতন সপ্তবিধ ব্যাহৃতি সকল বেদমধ্যে নিরূপিত হইয়াছে, ব্রহ্মবাদিগণ একমাত্র তোমারই কীর্ত্তনে সেই সমস্তই সমাহিত করেন। মাতঃ ! উল্লিখিত রূপ ভিন্ন আপনার আর একটী যে অনির্দ্দেশ্য পরম রূপ আছে, যাহাকে অর্দ্ধমাত্রা কহে, তাহাও ঐরূপ অবিকারী, অক্ষয় ও অশেষ। মাতঃ ! আমার এরূপ শক্তি নাই, যাহা দ্বারা আপনার ঐ পরম রূপের নির্দ্দেশকরণে ক্ষমবান্ হই ; কারণ, বদন, জিহ্বা, তালু ও ওষ্ঠাদি দ্বারা তাহার উচ্চারণ হয় না। ইন্দ্র, বসুগণ, ব্রহ্মা, চন্দ্র, সূর্য্য বা অন্যান্য জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সকল, তাহার স্বরূপ। উহাই বিশ্বের আবাস, বিশ্বের স্বরূপ, বিশ্বের ঈশ্বর ও পরমেশ্বর। সাংখ্য, বেদান্ত ও তর্কশাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, বেদের বহুতর শাখা দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে ; যাহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই ; যাহা সৎ ও অসৎ ; সংসারের ভেদসমাশ্রয়ে যাহা এক, অনেক ও নানা প্রকার ; যাহার আখ্যা নাই, অথচ গুণষট্‌ক ও বর্গ সকলই যাহার আখ্যা ; যাহা ত্রিগুণাবলম্বী, যাহা নানাপ্রকার শক্তিমানগণের শক্তির পরম বিভব সম্পন্ন এবং যাহা সুখ, অসুখ ও মহাসুখ স্বরূপ, মাতঃ। তোমাতেই তাহা

এবং দেবি ত্বয়া ব্যাপ্তং সকলং নিষ্কলঞ্চ যৎ।
অদ্বৈতাবস্থিতং ব্রহ্ম যচ্চ দ্বৈতে ব্যবস্থিতম্॥
যেঽর্থা নিত্যা যে বিনশ্যন্তি চান্যে
যে বা স্থূলা যে চ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাঃ।
যে বা ভূমৌ যেঽন্তরীক্ষেঽন্যতো বা
তেষাং তেষাং ত্বত্ত এবোপলব্ধিঃ॥ ৪৬
যচ্চামূর্ত্তং যচ্চ মূর্ত্তং সমস্তং
যদ্বা ভূতেষ্বেকমেকঞ্চ কিঞ্চিৎ।
যদ্দিব্যস্তি ক্ষ্মাতলে খেঽন্যতো বা
ত্বৎসম্বন্ধং ত্বৎস্বরৈর্ব্যঞ্জনৈশ্চ॥ ৪৭
এবং স্তুতা তদা দেবী বিষ্ণোর্জ্জিহ্বা সরস্বতী।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং নাগমশ্বতরং ততঃ॥ ৪৮
সরস্বত্যুবাচ।
বরং তে কম্বলভ্রাতঃ প্রযচ্ছাম্যুরগাধিপ।
তদুচ্যতাং প্রদাস্যামি যৎ তে মনসি বর্ত্ততে॥৪৯
অশ্বতর উবাচ।
সহায়ং দেহি দেবি ত্বং পূর্ব্বং কম্বলমেব মে।
সমস্তস্বরসম্বন্ধমুভয়োঃ সম্প্রযচ্ছ চ॥ ৫০
সরস্বত্যুবাচ।
সপ্ত স্বরা গ্রামরাগাঃ সপ্ত পন্নগসত্তম।
গীতকানি চ সপ্তৈব তাবতীশ্চাপি মূর্চ্ছনাঃ॥ ৫১
তালাশ্চৈকোনপঞ্চাশৎ তথা গ্রামত্রয়ঞ্চ যৎ।
এতৎ সর্ব্বং ভবান্ গাতা কম্বলশ্চ তথানঘ॥৫২
জ্ঞাস্যসে মৎপ্রসাদেন ভুজগেন্দ্রাপরং তথা।
চতুর্ব্বিধং পদং তালং ত্রিপ্রকারং লয়ত্রয়ম্॥ ৫৩
যতিত্রয়ং তথা তোদ্যং ময়া দত্তং চতুর্ব্বিধম্।
এতদ্ভবান্ মৎপ্রসাদাৎ পন্নগেন্দ্রাপরঞ্চ যৎ॥
অস্যান্তর্গতমায়ত্তং স্বরব্যঞ্জনসম্মিতম্।
তদশেষং ময়া দত্তং ভবতঃ কম্বলস্য চ॥ ৫৫
তথা নান্যস্য ভূর্লোকে পাতালে চাপি পন্নগ।
প্রণেতারৌ ভবন্তৌ চ সর্ব্বস্যাস্য ভবিষ্যতঃ।
পাতালে দেবলোকে চ ভূর্লোকে চৈব পন্নগৌ॥

বিভাবিত হইতেছে। ৩৮—৪৪। দেবি! এই প্রকারে সকল ও নিষ্কল সমস্তই তোমা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং যাহা অদ্বৈতাবস্থিত ও দ্বৈতাবস্থিত ব্রহ্ম, তাহাও তোমা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে। যে অর্থ সকল নিত্য ও যাহা অনিত্য, যাহা স্থূল ও যাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং যাহা পৃথিবীতে বা অন্তরীক্ষে কিংবা অন্যত্র বিদ্যমান, হে দেবি! তোমা হইতেই সেই পদার্থ সকলের উপলব্ধি হইয়া থাকে। মাতঃ! যে সকল বস্তু মূর্ত্তিবিশিষ্ট বা অমূর্ত্ত; যাহা সমস্ত প্রাণীতেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিদ্যমান; যাহা স্বর্গে, পৃথিবীতলে, অন্তরীক্ষে বা অন্যান্য স্থানে বর্ত্তমান থাকে, হে দেবি! তদীয় স্বর ও ব্যঞ্জন দ্বারাই সেই পদার্থ সকলের জ্ঞান হইয়া থাকে। বিষ্ণুজিহ্বা সরস্বতী নাগরাজকর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া মহাত্মা অশ্বতর নাগকে কহিলেন, হে কম্বল-ভ্রাতা উরগাধিপ! তোমাকে বর প্রদান করিব। অতএব তোমার মনে যাহা উদিত হয় বল, তাহাই প্রদান করিব। অশ্বতর কহিলেন, মাতঃ! মদীয় পূর্ব্বসহায় কম্বল ও আমি, এই উভয়কেই সমস্ত স্বরের সম্বন্ধ অর্থাৎ শ্রুতি, গ্রাম ও মূর্চ্ছনাদি সমস্তই প্রদান করুন। ৪৫—৫০। সরস্বতী কহিলেন, হে পন্নগসত্তম! তুমি ও কম্বল, তোমরা উভয়েই অদ্যাবধি আমার প্রসাদে উত্তম গায়ক হইবে এবং সপ্ত স্বর-গ্রামের সপ্ত রাগ, সপ্ত গীত, সমস্ত মূর্চ্ছনা, একোনপঞ্চাশৎ প্রকার তাল ও তিন প্রকার গ্রাম, হে অনঘ! তোমরা এই সমস্তই গান করিতে পারিবে। হে পন্নগাধিপ! আরও চতুর্ব্বিধ পদ, তিন প্রকার তাল, ত্রিবিধ লয়, তিন প্রকার যতি ও চারি প্রকার তোদ্য তোমাদিগকে প্রদান করিলাম, তোমরা আমার প্রসাদে এই সমস্ত সম্যক্‌রূপ অবগত হইবে এবং এই সকলের অন্তর্গত ও আয়ত্ত স্বর ও ব্যঞ্জন সম্মিত যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, সেই সমস্ত বিষয়ই তোমাদিগকে প্রদান করিলাম। অধিক কি, হে সর্পরাজ! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে তোমরা উভয়েই এই সমস্ত বিষয়ের প্রণেতা হইবে এবং ইহাতে তোমাদিগের তুল্য আর

জড় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী সর্ব্বজিহ্বা সরস্বতী।
জগামাদর্শনং সদ্যো নাগস্য কমলেক্ষণা॥ ৫৭
তয়োশ্চ যদ্‌যথাবৃত্তং ভ্রাত্রোঃ সর্ব্বমজায়ত।
বিজ্ঞানমুভয়োরগ্র্যং পদতালস্বরাদিকম্‌॥ ৫৮
ততঃ কৈলাসশৈলেন্দ্র-শিখরস্থিতমীশ্বরম্‌।
গীতকৈঃ সপ্তভির্নাগৌ তন্ত্রীলয়সমন্বিতৌ॥ ৫৯
আরিরাধয়িষূ দেবমনঙ্গাঙ্গহরং হরম্‌।
প্রচক্রতুঃ পরং যত্নমুভৌ সংহতবাক্করৌ।
প্রাতর্নিশায়াং মধ্যাহ্নে সন্ধ্যয়োশ্চাপি তৎপরৌ
তয়োঃ কালেন মহতা স্তূয়মানো বৃষধ্বজঃ।
তুতোষ গীতকৈস্তৌ চ প্রাহেশো গৃহ্যতাং বরঃ
ততঃ প্রণম্যাশ্বতরঃ কম্বলেন সমং তদা।
ব্যজ্ঞাপয়ন্মহাদেবং শিতিকণ্ঠমুমাপতিম্‌॥ ৬২
যদি নৌ ভগবান্‌ প্রীতো দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ।
ততো যথাভিলষিতং বরমেনং প্রযচ্ছ নৌ॥ ৬৩
মৃতা কুবলয়াশ্বস্য পত্নী দেব মদালসা।
তেনৈব বয়সা সদ্যো দুহিতৃত্বং প্রযাতু মে॥৬৪
জাতিস্মরা যথা পূর্ব্বং তদ্বৎকান্তিসমন্বিতা।
যোগিনী যোগমাতা চ মদ্‌গেহে জায়তাং ভব

মহাদেব উবাচ।

যথোক্তং পন্নগশ্রেষ্ঠ সর্ব্বমেতদ্ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধং শৃণু চেদং ভুজঙ্গম॥ ৬৬
শ্রাদ্ধে তু সময়প্রাপ্তে মধ্যমং পিণ্ডমাত্মনা।
ভক্ষয়েথাঃ ফণিশ্রেষ্ঠ শুচিঃ প্রয়তমানসঃ॥ ৬৭
ভক্ষিতে তু ততস্তস্মিন্‌ ভবতো মধ্যমাৎ ফণাৎ
সমুৎপৎস্যতি কল্যাণী তথারূপা যথা মৃতা॥৬৮
কামমেতমভিধ্যায় কুরু ত্বং পিতৃতর্পণম্‌।
তৎক্ষণাদেব সা সুভ্রূঃ শ্বসতো মধ্যমাৎ ফণাৎ
সমুৎপৎস্যতি কল্যাণী তথারূপা যথা মৃতা॥৬৯
এতচ্ছ্রুত্বা ততস্তৌ তু প্রণিপত্য মহেশ্বরম্‌।

কেহই থাকিবে না। ৫১—৫৬। জড় কহিলেন, সকলের জিহ্বাস্বরূপিণী পদ্মনয়না সরস্বতী এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন। পন্নগরাজ আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তদীয় বর প্রসাদে ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব্বকথিত যাবতীয় বিষয় পরিজ্ঞাত হইলেন। পদ, তাল, ও স্বরাদি বিষয়ে তাঁহাদিগের অদ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি জন্মিল। ৫৭। ৫৮। তখন তাঁহারা তন্ত্রীলয়-সহকারে সপ্তস্বরে গান এবং বাক্য ও ইন্দ্রিয়-পটল সংযমনপূর্ব্বক গিরিরাজ কৈলাসের শৃঙ্গ প্রদেশে সমুপবিষ্ট মহেশ্বরের উপাসনামানসে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে ও নিশাযোগে তৎপরতাসহকারে যত্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভূতপতি মহেশ্বর বহুদিন পরে সঙ্গীতে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের উভয়কে বলিলেন,—তোমরা বর গ্রহণ কর। তখন কম্বলের সহিত অশ্বতর প্রণামপূর্ব্বক শিতিকণ্ঠ উমানাথ মহেশ্বরকে নিবেদন করিলেন, আপনি দেবদেব, ত্রিনয়ন ও সর্ব্বশক্তিমান্‌। যদি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগের অভীপ্সিত এই বর প্রদান করুন, "কুবলয়াশ্বের স্ত্রী মদালসা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি যে বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সেই বয়সেই আমার কন্যা হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করুন। পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ কান্তি বিদ্যমান ছিল, যেন তদ্রূপ কান্তি হয় এবং তিনি যেন জাতিস্মরা, পূর্ব্ববৎ যোগিনী ও যোগজননী হইয়া মদীয় গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন"। ৫৯—৬৫। মহাদেব কহিলেন,— "হে পন্নগশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা কহিলে, আমার প্রসাদে তাহাই হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে শ্রবণ কর! হে ফণিশ্রেষ্ঠ! শ্রাদ্ধ সমুপস্থিত হইলে পবিত্র ও প্রয়তমনাঃ হইয়া স্বয়ং মধ্যম পিণ্ড ভোজন করিবে। মধ্যম পিণ্ড ভোজন করিলে মঙ্গলদায়িনী মদালসা যে অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ত্বদীয় মধ্যম ফণা হইতে সেই অবস্থাতেই সমুৎপন্ন হইবে। তুমি এই প্রকার কামনা করিয়া পিতৃতর্পণের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ শ্বাসত্যাগকালে ত্বদীয় মধ্যম ফণা হইতে সেই সুভ্রূ যে অবস্থায় মরিয়াছে, সেই অব-

রসাতলং পুনঃ প্রাপ্তৌ পরিতোষসমন্বিতৌ ॥ ৭০
তথা চ কৃতবান্ শ্রাদ্ধং স নাগঃ কম্বলানুজঃ।
পিণ্ডঞ্চ মধ্যমং তদ্বদ্‌যথাবদুপভুক্তবান্ ॥ ৭১
তত্রাপি ধ্যায়তঃ কামং ততঃ সা তনুমধ্যমা।
জজ্ঞে নিশ্বসতঃ সদ্যস্তদ্রূপা মধ্যমাৎ ফণাৎ ॥ ৭২
ন চাপি কথয়ামাস কস্যচিৎ স ভুজঙ্গমঃ।
অন্তর্গৃহে তাং সুদতীং স্ত্রীভির্গুপ্তামধারয়ৎ ॥ ৭৩
তৌ চানুদিনমাগম্য পুত্রৌ নাগপতেঃ সুখম্।
ঋতধ্বজেন সহিতৌ চিক্রীড়াতেঽমরাবিব ॥ ৭৪
একদা তু সুতৌ প্রাহ নাগরাজো মুদান্বিতঃ।
যন্ময়া পূর্ব্বমুক্তন্তু ক্রিয়তে কিং ন তৎ তথা ॥ ৭৫
স রাজপুত্রো যুবয়োরুপকারী মমান্তিকম্।
কস্মান্নানীয়তে বৎসাবুপকারায় মানদঃ ॥ ৭৬
এবমুক্তৌ ততস্তেন পিত্রা স্নেহবতা তু তৌ।
গত্বা তস্য পুরং সখ্যু রেমাতে তেন ধীমতা ॥ ৭৭

ততঃ কুবলয়াশ্বং তৌ কৃত্বা কিঞ্চিৎ কথান্তরম্।
অব্রূতাং প্রণয়োপেতং স্বগেহগমনং প্রতি ॥ ৭৮
তাবাহ নৃপপুত্রোঽসৌ নম্বিদং ভবতো গৃহম্।
ধন-বাহন-বস্ত্রাদি যন্মদীয়ং তদেব বাম্ ॥ ৭৯
যত্তু বাং বাঞ্ছিতং দাতুং ধনং রত্নমথাপি বা।
তদ্দীয়তাং দ্বিজসুতৌ যদি বাং প্রণয়ো ময়ি ॥ ৮০
এতাবতাহং দৈবেন বঞ্চিতোঽস্মি দুরাত্মনা।
যন্তবদ্ভ্যাং মমত্বং নো মদীয়ে ক্রিয়তে গৃহে ॥ ৮১
যদি বাং মৎপ্রিয়ং কার্য্যমনুগ্রাহ্যোঽস্মি বা যদি
তদ্ধনে মম গেহে চ মমত্বমনুকল্প্যতাম্ ॥ ৮২
যুবয়োর্যন্মদীয়ং তন্মামকং যুবয়োঃ স্বকম্।
এতৎ সত্যং বিজানীতং যুবাং প্রাণা বহিশ্চরাঃ
পুনর্নৈবং বিভিন্নার্থং বক্তব্যং দ্বিজসত্তমৌ।

স্যাতেই সমুদ্ভূত হইবে।" ভ্রাতৃদ্বয় এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া প্রীতচিত্ত পুনর্ব্বার রসাতলে সমুপস্থিত হইলেন। তৎপরে অশ্বতর ঐ প্রকারে শ্রাদ্ধ ও সেইরূপ যথাযথ নিয়মে মধ্যম পিণ্ড ভোজন করিলেন। অবশেষে স্বীয় অভীপ্সিত ধ্যান করিতে করিতে শ্বাস বিসর্জ্জন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয় মধ্যম ফণা হইতে কৃশাঙ্গী মদালসা তদ্রূপে সমুৎপন্না হইলেন। অশ্বতর এই বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া স্বীয় গৃহমধ্যে সেই সুদতীকে নারীগণ সহকারে গুপ্তভাবে রাখিলেন। এদিকে তদীয় তনয়দ্বয় মূর্ত্তিমান্ সুরকুমারদ্বয়বৎ প্রত্যহ সানন্দে সমাগত হইয়া ঋতধ্বজসহ ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা পন্নগপতি পুলকিত হইয়া তাঁহাদের উভয়কে কহিলেন, আমি পূর্ব্বে তোমাদের নিকট যাহা বলিয়াছি, তোমরা তাহা সম্পাদন করিতেছ না কেন? সেই রাজনন্দন তোমাদিগের হিতকারী। তোমরা প্রত্যুপকারার্থ সেই মানদকে আমার নিকট আনয়ন করিতেছ না কেন? স্নেহবান পিতা এই প্রকার বলিলে তনয়দ্বয় মহামতি ঋতধ্বজের নগরে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৭১—৭৭। তদনন্তর কথোপকথনপ্রসঙ্গে প্রণয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কুবলয়াশ্বকে আপনাদিগের আলয়ে গমনার্থ অনুরোধ করিলেন। রাজকুমার তাহাদিগকে কহিলেন, আমার এই গৃহ আর ধন, যান, বসন প্রভৃতি যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, সকলই তোমাদের। যদি আমার প্রতি তোমাদিগের প্রণয় সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে ধন কিংবা রত্ন যাহা অর্পণ করিতে বাসনা করিয়াছ, প্রদান কর। তোমরা যখন আমার আলয়কে স্বগৃহবৎ বিবেচনা করিতেছ না; তখন আমি দুরাত্মা দৈব কর্ত্তৃকই বঞ্চিত হইয়াছি। আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা যদি তোমাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় এবং যদি আমাকে অনুগ্রহের পাত্র বিবেচনা কর, তাহা হইলে মদীয় গৃহে ও মদীয় ধনে মমত্ব স্থাপন কর। যাহা তোমাদিগের, তাহা আমার এবং আমার যাহা কিছু, সেই সমস্তও তোমাদিগেরই। আমি যাহা কহিলাম, তাহাই প্রকৃত বলিয়া জানিও। বস্তুত তোমরা আমার বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। অতএব পুনর্ব্বার এ প্রকার বিভিন্নার্থ বাক্য প্রয়োগ করিও না।

যৎপ্রসাদপরৌ প্রীত্যা শাপিতৌ হৃদয়েন মে॥
ততঃ স্নেহার্দ্রবদনৌ তাবুভৌ নাগনন্দনৌ।
উচতুর্নৃপতেঃ পুত্রং কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপিতৌ॥৮৫
ঋতধ্বজ ন সন্দেহো যথৈবাহ ভবানিদম্।
তথৈব চাস্মন্মনসি নাত্র চিন্ত্যমতোঽন্যথা॥৮৬
কিন্ত্বাবয়োঃ স্বয়ং পিত্রা প্রোক্তমেতন্মহাত্মনা।
দ্রষ্টুং কুবলয়াশ্বং তমিচ্ছামীতি পুনঃপুনঃ॥৮৭
ততঃ কুবলয়াশ্বোঽসৌ সমুত্থায় বরাসনাৎ।
যথাহ তাতেতি বদন্ প্রণামমকরোদ্ভুবি॥৮৮

কুবলয়াশ্ব উবাচ।

ধন্যোঽহমতিপুণ্যোঽহং কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যৎ তাতো মামভিদ্রষ্টুং করোতি প্রবণং মনঃ॥
তদুত্তিষ্ঠত গচ্ছামস্তামাজ্ঞাং ক্ষণমপ্যহম্।
নাতিক্রান্তমিহেচ্ছামি পদ্ভ্যাং তস্য শপাম্যহম্

জড় উবাচ।

এবমুক্ত্বা যযৌ সোঽথ সহ তাভ্যাং নৃপাত্মজঃ
প্রাপ্তশ্চ গোমতীং পুণ্যাং নির্গম্য নগরাদ্বহিঃ॥
তন্মধ্যেন যযুস্তে চ নাগেন্দ্রনৃপনন্দনাঃ।
মেনে চ রাজপুত্রোঽসৌ পারে তস্যাস্তয়োর্গৃহম্
ততশ্চাকৃষ্য পাতালং তাভ্যাং নীতো নৃপাত্মজঃ
পাতালে দদৃশে চোভৌ স পন্নগকুমারকৌ।
ফণামণিকৃতোদ্দ্যোতৌ ব্যক্তস্বস্তিকলক্ষণৌ॥
বিলোক্য তৌ সুরূপাঙ্গৌ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ
বিহস্য চাব্রবীৎ প্রেম্ণা সাধু ভো দ্বিজসত্তমৌ॥
কথয়ামাসতুস্তৌ চ পিতরং পন্নগেশ্বরম্।
শান্তমশ্বতরং নাম মাননীয়ং দিবৌকসাম্॥ ৯৫

আমি অন্তরের সহিত তোমাদিগকে দিব্য দিতেছি। তোমরা প্রণয় প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ৭৮—৮৪। তখন পন্নগ-তনয়দ্বয় স্নেহার্দ্রমুখ হইয়া ঈষৎ প্রণয়-কোপ প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজপুত্রকে কহিলেন, তুমি যাহা কহিলে, আমরাও নিরন্তর তাহাই বিবেচনা করি, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতএব কোন প্রকার অন্যথা বিবেচনা করিও না। কিন্তু আমাদিগের পিতা স্বয়ং ইহা পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন যে, কুবলয়াশ্বকে দেখিতে আমার বাসনা হয়। তখন কুবলয়াশ্ব বরাসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক "স্বয়ং পিতা এই কথা কহিয়াছেন" বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমিই ধন্য এবং আমিই পুণ্যবান্। আমার সদৃশ আর কাহাকেও লক্ষিত হইতেছে না। কারণ আমাকে দর্শনার্থ পিতা স্বয়ং একান্ত সমুৎসুক হইয়াছেন। অতএব গাত্রোত্থান কর, এখনই গমন করিব, মুহূর্ত্তমাত্রও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে আমার বাসনা নাই। তাঁহার চরণ স্পর্শ করত এ বিষয়ে আমি শপথ করিতেছি। ৮৫—৯০। জড় কহিলেন, ঋতধ্বজ এই বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত গমন করিলেন, তৎপরে নগর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া পবিত্র-সলিলা গোমতীতে উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্য দিয়া তাঁহারা তিন জনে গমন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার মনে করিলেন, গোমতী নদীর পারেই বয়স্যদ্বয়ের গৃহ। তৎপরে তাঁহারা রাজকুমারকে আকর্ষণ করিয়া পাতালে লইয়া গমন করিলেন। রাজকুমার পাতালে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, সেই পন্নগতনয়দ্বয় ছদ্মবেশ বিসর্জ্জন করিয়া স্বকীয় বেশ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ফণাস্থিত মণির সাহায্যে তাঁহাদিগের দেহ সমুদ্ভাসিত ও স্বস্তিক চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদিগকে সুরূপ দেহী দেখিয়া রাজকুমার বিস্ময়বিকসিত-নেত্রে হাস্য করিয়া প্রণয়ভরে সাধুবাদ অর্পণ করিলেন। তদনন্তর সুরগণেরও সম্মান্য, শান্তচরিত্র পিতৃদেব অশ্বতরের সাক্ষাতে রাজতনয়ের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন। তখন রাজকুমার ঋতধ্বজ দেখিলেন, সেই পাতাল-নগর যারপর নাই মনোহর, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ—সর্ব্বজাতীয় সর্পগণে পরিশোভিত, নাগনন্দিনীগণ তাহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ

রমণীয়ং ততোঽপশ্যৎ পাতালং স নৃপাত্মজঃ।
কুমারৈস্তকণৈর্বৃন্দৈরুয়গৈরুপশোভিতম্ ॥ ৯৬
তথৈব নাগকন্যাভিঃ ক্রীড়ন্তীভিরিতস্ততঃ।
চারুকুণ্ডলহারাভিস্তারাভির্গগনং যথা ॥ ৯৭
গীতশব্দৈস্তথান্তত্র বীণা-বেণুস্বনানুগৈঃ।
মৃদঙ্গ-পণবাতোদ্যং হারিবেশ্মশতাকুলম্ ॥ ৯৮
বীক্ষমাণঃ স পাতালং যযৌ শত্রুজিতঃ সুতঃ।
সহ তাভ্যামভীষ্টাভ্যাং পন্নগাভ্যামরিন্দমঃ ॥৯৯
ততঃ প্রবিশ্য তে সর্ব্বে নাগরাজনিবেশনম্।
দদৃশুস্তে মহাত্মানমুরগাধিপতিং স্থিতম্ ॥১০০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং মণিকুণ্ডলভূষণম্।
স্বচ্ছমুক্তাফললতা-হারিহারোপশোভিতম্ ॥১০১
কেয়ূরিণং মহাভাগমাসনে সর্ব্বকাঞ্চনে।
মণিবিদ্রুমবৈদূর্য্য-জালান্তরিতরূপকে ॥ ১০২

স তাভ্যাং দর্শিতস্তত্র তাতোঽস্মাকমসাবিতি
বীরঃ কুবলয়াশ্বোঽয়ং পিত্রে চাপৌ নিবেদিতঃ
ততো ননাম চরণৌ নাগেন্দ্রস্য ঋতধ্বজঃ।
তমুত্থাপ্য বলাদগাঢ়ং নাগেন্দ্রঃ পরিষস্বজে ॥১০৪
মূর্দ্ধি চৈনমুপাঘ্রায় চিরং জীবেত্যুবাচ চ সঃ।
নিহতামিত্রবর্গশ্চ পিত্রোঃ শুশ্রূষণং কুরু ॥ ১০৫
বৎস ধন্যস্য কথ্যন্তে পরোক্ষস্যাপি তে গুণাঃ
ভবতো মম পুত্রাভ্যামসামান্যা নিবেদিতাঃ ॥
ত্বমেবানেন বর্দ্ধেথা মনোবাক্কায়চেষ্টিতৈঃ।
জীবিতং গুণিনঃ শ্লাঘ্যং জীবন্নেব মৃতোঽগুণঃ
গুণবান্ নির্বৃতিং পিত্রোঃ শত্রূণাং হৃদয়জ্বরম্।
করোত্যাত্মহিতং কুর্ব্বন্ বিশ্বাসঞ্চ মহাজনে ॥
দেবতাঃ পিতরো বিপ্রা মিত্রার্থিবিকলাদয়ঃ।

করিতেছে। তাহাদিগের হার ও কুণ্ডল অতীব মনোহর এবং তাহাদিগের সান্নিধ্য বশতঃ তারকামালাবিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় পাতাল নগরের শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। উহার কোন কোন স্থানে সঙ্গীতধ্বনি সম্পাদিত হইতেছে; তৎসঙ্গে সঙ্গে বেণু ও বীণাসমূহ শব্দায়মান হইতেছে। মৃদঙ্গ, পণব ও আতোদ্য শব্দে উহা প্রতিধ্বনিত। উহাতে শত শত মনোরম গৃহ বিরাজিত রহিয়াছে। ৯১—৯৮। রাজনন্দন পাতাল দর্শন করিতে করিতে সেই প্রিয়তম বয়স্যযুগলের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সকলে পন্নগপতির আলয়ে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সেই মহাত্মা তথায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পরিধান দিব্য বসন, গলে দিব্য মাল্য এবং শ্রবণে মণিময় কুণ্ডল বিরাজমান। স্বচ্ছ-মুক্তাফল-লতাময় মনোরম হার থাকাতে তাঁহার শোভার অবধি নাই। তাঁহার করে কেয়ূর, তিনি নিরবচ্ছিন্ন স্বর্ণময় আসনে সমাসীন রহিয়াছেন। উহা মণি, বিদ্রুম ও বৈদূর্য্যে খচিত হওয়াতে উহার

প্রকৃতরূপ তিরোহিত হইয়াছে। তদনন্তর তাঁহারা রাজপুত্রকে দেখাইয়া দিলেন যে, "ইনিই আমাদিগের পিতা"। অনন্তর পিতৃসকাশেও রাজপুত্রের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইনিই সেই বীর কুবলয়াশ্ব"। ৯৯—১০৩। তখন ঋতধ্বজ পন্নগপতির পদতলে প্রণত হইলেন, পন্নগরাজও তাঁহাকে সবলে সমুত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন ও শিরোদেশে আঘ্রাণপূর্ব্বক বলিলেন, তুমি চিরজীবী হও এবং অরিকুল সংহারপূর্ব্বক জনক জননীর শুশ্রূষা কর। হে বৎস। তুমি ধন্য। কেননা, আমার পুত্রগণ অসমক্ষেও তোমার অলৌকিক গুণের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহাতেও তুমি মন, বাক্য, শরীর ও চেষ্টা সর্ব্বাংশেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি গুণবান্, তাঁহার প্রাণধারণই শ্লাঘার বিষয়; যে ব্যক্তি নির্গুণ, সে জীবিতাবস্থাতেও মৃতবৎ। যে ব্যক্তি গুণবান্, তিনি জনক জননীর শান্তিবিধান, অরিকুলের অন্তরে তাপসঞ্চার ও মহাজনের বিশ্বাস সমুৎপাদন করিয়া নিজের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন। সুরগণ, পিতৃগণ, বন্ধুগণ, বিপ্রগণ এবং মিত্র, প্রার্থী ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা গুণবান্ ব্যক্তির দীর্ঘজীবন কামনা

বান্ধবাশ্চ তথেচ্ছন্তি জীবিতং গুণিনশ্চিরম্‌ ॥
পরিবাদনিবৃত্তানাং দুর্গতেষু দয়াবতাম্‌।
গুণিনাং সফলং জন্ম সংশ্রিতানাং বিপদ্গতৈঃ ॥

জড় উবাচ।

এবমুক্তা স তং বীরং পুত্রাবিদমথাব্রবীৎ।
পূজাং কুবলয়াশ্বস্য কর্তুকামো ভুজঙ্গমঃ ॥১১১
স্নানাদিকক্রমং কৃত্বা সর্ব্বমেব যথাক্রমম্‌।
মধুপানাদিসম্ভোগমাহারঞ্চ যথেপ্সিতম্‌ ॥ ১১২
ততঃ কুবলয়াশ্বেন হৃদয়োৎসবভূতয়া।
কথয়া স্বল্পকং কালং স্থাস্যামো হৃষ্টচেতসঃ ॥১১৩
অনুমেনে চ তন্মৌনী বচঃ শত্রুজিতঃ সুতঃ।
তথা চকার নৃপতিঃ পন্নগানামুদারধীঃ ॥ ১১৪

সমেত্য তৈরাত্মজ-ভূপনন্দনৈ-
র্মহোরগাণামধিপঃ স সত্যবাক্‌।
মুদান্বিতোঽন্নানি মধূনি চাত্মবান্‌
যথোপযোগং বুভুজে স ভোগভুক্‌ ॥ ১১৫

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মদালসোপাখ্যানে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

করেন। গুণবান্‌ ব্যক্তিরা কাহারও পরিবাদ করেন না, দুঃখীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন; এবং বিপন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করেন। সুতরাং তাঁহাদিগেরই জন্ম সফল। ১০৪—১১০। জড় কহিলেন, তিনি রাজপুত্রকে এই বলিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতে সমুৎসুক হইলেন এবং তনয়দ্বয়কে বলিলেন, আমরা সকলে সমবেত হইয়া স্নানাদিক্রিয়াকলাপ যথাক্রমে সমাধান, স্বেচ্ছানুসারে মধুপান প্রভৃতি উপভোগ এবং ভক্ষণ করিয়া কুবলয়াশ্ব সহ অন্তরের সাক্ষাৎ মহোৎসবস্বরূপ কথোপকথনে পুলকিতমনে অল্পকাল অবস্থান করিব। ঋতধ্বজ তাহাতে কোন প্রকার বাক্য প্রয়োগ না করিয়া মৌনভাবে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। তখন উদারমতি পন্নগরাজ তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই ভোগভোগী, আত্মবান্‌, সত্যভাষী, পন্নগরাজ অশ্বতর পুত্র ও রাজকুমারের সহিত মিলিত

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জড় উবাচ।

কৃতাহারং মহাত্মানমধিপং পবনাশিনাম্‌।
উপাসাঞ্চক্রিরে পুত্রৌ ভূপালতনয়স্তথা ॥ ১
কথাভিরনুরূপাভিঃ স মহাত্মা ভুজঙ্গমঃ।
প্রীতিং সঞ্জনয়ামাস পুত্রসখ্যুরুবাচ চ ॥ ২
তব ভদ্র সুখং ব্রূহি গেহমভ্যাগতস্য যৎ।
কর্ত্তব্যমুৎসৃজ্যাশঙ্কাং পিতরীব সুতো ময়ি ॥ ৩
রজতং বা সুবর্ণং বা বস্ত্রং বাহনমাসনম্‌।
যদ্বাভিমতমত্যর্থং দুর্লভং তদ্‌বৃণুষ্ব মাম্‌।

কুবলয়াশ্ব উবাচ।

তব প্রসাদাদ্ভগবন্‌ সুবর্ণাদি গৃহে মম।
পিতুরস্তি মমাদ্যাপি ন কিঞ্চিৎ কার্য্যমীদৃশম্‌ ॥৫

হইয়া হৃষ্টচিত্তে অন্ন ও মধু যথাযথরূপে উপভোগ করিলেন। ১১১—১১৫।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

জড় কহিলেন, অনন্তর পন্নগপতি মহাত্মা অশ্বতর আহার করিলে তদীয় তনয়দ্বয় ও রাজকুমার তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাত্মা ভুজঙ্গমাধিপতি অনুরূপ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক রাজকুমারের প্রীতি সম্পাদন করত কহিলেন, হে ভদ্র! তুমি মদীয় গৃহে অভ্যাগত হইয়াছ, পুত্র যেরূপ শঙ্কা পরিহারপূর্ব্বক পিতাকে বলিয়া থাকে, সেইরূপ তোমার কি করিব, তাহা তুমিও স্বচ্ছন্দে আমার নিকট প্রকাশ কর। কি স্বর্ণ, কি রজত, কি বসন, কি বাহন অথবা অন্য যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, অতীব দুর্লভ হইলেও তাহা আমার নিকট প্রার্থনা কর। ১—৪। কুবলয়াশ্ব কহিলেন, হে ভগবন্‌! আপনার প্রসাদে মদীয় পিতৃগৃহে সুবর্ণাদি সকল বস্তুই বিদ্যমান আছে। অদ্যাবধি আমার এতাদৃশ বস্তুর কোন

তাতে বর্ষসহস্রাণি শাস্তীমাং বসুন্ধরাম্।
তথৈব ত্বয়ি পাতালং ন মে যাচ্ঞোন্মুখং মনঃ॥
তে স্বর্গ্যাশ্চ সুপুণ্যাশ্চ যেষাং পিতরি জীবতি
তৃণকোটিসমং বিত্তং তারুণ্যাদ্বিত্তকোটিষু॥ ৭
মিত্রাণি তুল্যশিষ্টানি তদ্বদ্দেহমনাময়ম্।
জনিতা ধ্রিয়তে বিত্তং যৌবনং কিন্ন নাস্তি মে
অসত্যর্থে নৃণাং যাচ্ঞাপ্রবণং জায়তে মনঃ।
সত্যশেষে কথং যাচ্ঞাং মম জিহ্বা করিষ্যতি॥
যৈর্ন চিন্ত্যং ধনং কিঞ্চিন্মম গেহেঽস্তি নাস্তি বা
পিতৃবাহুতরুচ্ছায়াং সংশ্রিতাঃ সুখিনো হি তে॥
যে তু বাল্যাৎ প্রভৃত্যেব বিনা পিত্রা কুটুম্বিনঃ

তে সুখাস্বাদবিভ্রংসাম্মস্তে ধাত্রৈব বঞ্চিতাঃ॥১১
তদস্মৎ ত্বৎপ্রসাদেন ধনরত্নাদিসঞ্চয়ান্।
পিতৃমুক্তান্ প্রযচ্ছামঃ কামতো নিত্যমর্থিনাম্
তৎ সর্ব্বমিহ সম্প্রাপ্তং যদঙ্ঘ্রিযুগলং তব।
মচ্চূড়ামণিনা স্পৃষ্টং যচ্চাঙ্গস্পর্শমাপ্তবান্॥১৩

জড় উবাচ।

ইত্যেবং প্রশ্রিতং বাক্যমুক্তঃ পন্নগসত্তমঃ।
প্রাহ রাজসুতং প্রীত্যা পুত্রয়োরুপকারিণম্॥

নাগ উবাচ।

যদি রত্নসুবর্ণাদি মত্তোঽবাপ্তুং ন তে মনঃ।
যদন্যন্মনসঃ প্রীত্যৈ তদ্ব্রূহি ত্বং দদাম্যহম্॥

কুবলয়াশ্ব উবাচ।

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন প্রার্থিতং গৃহে মম।
সর্ব্বমস্তি বিশেষেণ সম্প্রাপ্তং তব দর্শনাৎ॥
কৃতকৃত্যোঽস্মি চৈতেন সফলং জীবিতঞ্চ মে

প্রকারই প্রয়োজন হয় নাই। আমার পিতা যখন সহস্রবর্ষ হইল এই বসুমতী শাসন করিতেছেন, এবং আপনিও পাতালপুরে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন আমার মন কখনই প্রার্থনোন্মুখ হইতে পারে না। কারণ, যে সকল ব্যক্তির পিতা জীবিত আছেন, সেই হেতু যাহারা যৌবনকালে কোটি কোটি বিত্তকে সামান্য তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহারাই পরম পুণ্যবান এবং তাহারাই স্বর্গীয় মহাপুরুষ। বিবেচনা করিয়া দেখুন, মদীয় মিত্রগণ সকলেই অনুরূপ শিষ্টাচার-সম্পন্ন, আমার শরীরও রোগশূন্য, আমার পিতাও বিলক্ষণ ধনসম্পত্তির অধিকারী এবং আমিও তরুণ-বয়স্ক, সুতরাং আমার না আছে কি? যাহার অর্থ নাই; তাহারই অন্তঃকরণ যাচ্ঞা-প্রবণ হইয়া থাকে, কিন্তু আমার অর্থের অভাব নাই, সুতরাং আমার বাসনা যাচ্ঞা করিতে সমুদ্যত হইবে কেন? মদীয় গৃহে ধন আছে কি নাই” যাহাদিগকে ঈদৃশ চিন্তা করিতে না হয় এবং যে সকল ব্যক্তি পিতৃদেবের বাহু তরুচ্ছায়া অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিতি করে, তাহারাই প্রকৃত সুখী। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বাল্যকাল হইতেই পিতৃহীন হইয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণে নিযুক্ত হয়, আমার বিবেচনায় বিধাতা সেই সকল ব্যক্তিকে সুখাস্বাদ হইতে বিভ্রষ্ট করিয়া বঞ্চিত করিয়াছেন। ৫—১১। আমি আপনার অনুগ্রহে পিতৃদত্ত অসংখ্য অসংখ্য ধনরত্নাদি স্বেচ্ছানুসারে প্রতিদিন অর্থিগণকে বিতরণ করিয়া থাকি। বিশেষতঃ যখন মদীয় চূড়ামণি দ্বারা আপনার চরণ-পদ্মযুগল স্পর্শ করিয়াছি এবং আপনার অঙ্গসঙ্গ লাভ হইয়াছে, তখন এখানে আমার তৎসমস্তই লাভ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। জড় কহিলেন, পন্নগরাজ ঈদৃশ বিনয়বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিসহকারে স্বীয় পুত্রদ্বয়ের হিতকারী সেই রাজকুমারকে কহিতে লাগিলেন,—যদি আমার নিকট স্বর্ণরত্নাদি গ্রহণে তোমার অভিলাষ না হয়, তাহা হইলে অন্য যাহাতে তোমার অন্তরের প্রীতিসঞ্চার হয়, বল; আমি তোমাকে তাহাই সমর্পণ করিব। কুবলয়াশ্ব কহিলেন, হে ভগবন। আপনার প্রসাদে মদীয় গৃহে প্রার্থনীয় সকল বস্তুই বিদ্যমান আছে; অধিকন্তু অদ্য আপনাকে সন্দর্শন করিয়া বিশেষরূপে তৎসমস্ত লাভ হইল। আপনি দেবতা; আমি মনুষ্য হইয়াও যে আপনার অঙ্গ-সঙ্গ প্রাপ্ত হইলাম

যদঙ্গসংশ্লেষমিতস্তব দেবস্ত মানুষঃ। ১৬
মমোত্তমাঙ্গে ত্বৎপাদরজসা যদিহাস্পদম্।
কৃতং তেনৈব ন প্রাপ্তং কিং ময়া পন্নগেশ্বর॥
যদি ত্ববশ্যং দাতব্যো বরো মম যথেপ্সিতঃ।
তৎপুণ্যকর্ম্মসংস্কারো হৃদয়ান্মা ব্যপৈতু মে॥১৯
সুবর্ণমণিরত্নাদি বাহনং গৃহমাসনম্।
স্ত্রিয়োহন্নপানং পুত্রাশ্চ চারুমাল্যানুলেপনম্॥
এতে চ বিবিধাঃ কামা গীতবাদ্যাদিকঞ্চ যৎ।
সর্ব্বমেতন্মম মতং ফলং পুণ্যবনস্পতেঃ॥ ২১
তস্মাদরেণ তন্মূলসেকে যত্নঃ কৃতাত্মনা।
কর্ত্তব্যঃ পুণ্যসক্তানাং ন কিঞ্চিদ্ভুবি দুর্লভম্॥২২
অশ্বতর উবাচ।
এবং ভবিষ্যতি প্রাজ্ঞ তব ধর্ম্মাশ্রিতা মতিঃ।
সত্যঞ্চৈতৎ ফলং সর্ব্বং ধর্ম্মস্যোক্তং যথা ত্বয়া

তাহাতেই আমি কৃতার্থম্মন্য হইয়াছি এবং তাহাতেই আমার জীবনধারণও সফল হইয়াছে। ১২—১৭। পন্নগেশ্বর! আপনার পদরেণু যে মদীয় মস্তকের স্থান অধিকার করিয়াছে, তদ্দ্বারাই আমার কোন্ বস্তু না লাভ হইয়াছে। তথাপি যদি আমাকে অভীপ্সিত বর দান করা আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার অন্তর হইতে পুণ্যকর্ম্মসংস্কার কোনকালেই ব্যাপোহিত না হয়। আমার বিবেচনায় স্বর্ণ, মণি-রত্নাদি, বাহন, গৃহ, আসন, স্ত্রী, অন্ন, পান, পুত্র, মনোহর মাল্য ও অনুলেপন এবং গীত বাদ্য প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় অভীপ্সিত বস্তু, এই সকলই পুণ্যরূপ বনস্পতির ফল। অতএব কৃতচিত্ত হইয়া তন্মূল-সেকে যত্ন করা সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। সে সকল ব্যক্তি পুণ্যাসক্ত, জগতীতলে তাহাদিগের নিকট কোন বস্তুই দুর্লভ নহে। ১৮—২২। অশ্বতর কহিলেন, হে প্রাজ্ঞ! তাহাই হইবে। তোমার মন নিরন্তরই ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া থাকিবে। তুমি যাহা যাহা বলিলে, সকলই সত্য, বস্তুতঃ ইহাই ধর্ম্মের একমাত্র

তথাপ্যবশ্যং মদ্গেহমাগতেন ত্বয়াধুনা।
গ্রাহ্যং যন্মানুষে লোকে দুষ্প্রাপং ভবতো মতম্
জড় উবাচ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স তদা নৃপনন্দনঃ।
মুখাবলোকনং চক্রে পন্নগেশ্বরপুত্রয়োঃ॥ ২৫
ততস্তৌ প্রণিপত্যোভৌ রাজপুত্রস্য যন্মতম্।
তৎ পিতুঃ সকলং বীরৌ কথয়ামাসতুঃ স্ফুটম্॥
পুত্রাবূচতুঃ।
ততোঽস্য পত্নী দয়িতা শ্রুত্বেমং বিনিপাতিতম্
অত্যজদ্দয়িতান্ প্রাণান্ বিপ্রলব্ধা দুরাত্মনা॥
কেনাপি কৃতবৈরেণ দানবেন কুবুদ্ধিনা।
গন্ধর্ব্বরাজস্য সুতা নাম্না খ্যাতা মদালসা॥২৮
কৃতজ্ঞোঽয়ং ততস্তাত প্রতিজ্ঞাং কৃতবানিমাম্
নান্যা ভার্য্যা ভবিত্রীতি বর্জ্জয়িত্বা মদালসাম্॥২৯
দ্রষ্টুং তাং চারুসর্ব্বাঙ্গীময়ং বীর ঋতধ্বজঃ।

ফল। তথাপি যখন তুমি আমার গৃহে অভ্যাগত হইয়াছ, তখন নরলোকে তোমার মতে যাহা দুষ্প্রাপ্য, তাহা তোমাকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। জড় কহিলেন, রাজকুমার পন্নগপতির এই বাক্য শুনিয়া তদীয় পুত্রদ্বয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে প্রণাম-পূর্ব্বক রাজকুমারের যাহা কিছু বাসনা, তৎ-সমস্তই স্পষ্টরূপে পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। পুত্রদ্বয় কহিলেন, ইঁহার প্রিয়তমা পত্নী কোন দুরাত্মা দানবকর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া ইঁহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক পরম প্রিয়তম জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কুবুদ্ধি দৈত্য কৃতবৈর হইয়াই ঐরূপ আচরণ করিয়াছিল। ইঁহার প্রণয়িনীর নাম মদালসা। তিনি গন্ধর্ব্বপতির কন্যা। হে পিতঃ! মদালসা প্রাণ পরিত্যাগ করিবার পর ইনি তৎ-প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ-বাসনায় এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—"মদালসা ব্যতীত অন্য কোন রমণীকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিবেন না।" এই মহাবীর ঋতধ্বজ সেই চারুসর্ব্বাঙ্গীকে দর্শ-

তাত বাঞ্ছতি যদ্যেতৎ ক্রিয়তে তৎকৃতং ভবেৎ
অশ্বতর উবাচ।
ভূতৈর্বিয়োগিনো যোগস্তাদৃশৈরেব তাদৃশঃ।
কথমেতদ্বিনা স্বপ্নং মায়াং বা শম্বরোদিতাম্॥
জড় উবাচ।
প্রণিপত্য ভুজঙ্গেশং পুত্রঃ শত্রুজিতস্ততঃ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং প্রেমলজ্জাসমন্বিতঃ॥ ৩২
মায়াময়ীমপ্যধুনা মম তাত মদালসাম্।
যদি দর্শয় তে মন্যে পরং কৃতমনুগ্রহম্॥ ৩৩
অশ্বতর উবাচ।
তস্মাৎ পশ্যেহ বৎস ত্বং মায়াঞ্চেদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি।
অনুগ্রাহ্যো ভবান্ গেহং বালোঽপ্যভ্যাগতো
গুরুঃ॥ ৩৪
জড় উবাচ।
আনয়ামাস নাগেন্দ্রো গৃহগুপ্তাং মদালসাম্।
তেষাং সম্মোহনার্থায় জজল্প চ ততঃ স্ফুটম্॥
দর্শয়ামাস চ তদা রাজপুত্রায় তাং শুভাম্।
সেয়ং ন বেত্তি তে ভার্য্যা রাজপুত্র মদালসা॥
স দৃষ্ট্বা তাং তদা তন্বীং তৎক্ষণাদ্বিগতত্রপঃ।
প্রিয়েতি তামভিমুখং যযৌ বাচমুদীরয়ন্।
নিবারয়ামাস চ তং নাগঃ সোঽশ্বতরস্ত্বরন্॥৩৭
অশ্বতর উবাচ।
মায়েয়ং পুত্র মা স্পাক্ষীঃ প্রাগেব কথিতং তব
অন্তর্দ্ধানমুপৈত্যাশু মায়া সংস্পর্শনাদিভিঃ॥৩৮
ততঃ পপাত মেদিন্যাং স তু মূর্চ্ছাপরিপ্লুতঃ।
হা প্রিয়েতি বদন্ সোঽথ চিন্তয়ামাস ভাবিনী
অহো স্নেহোঽস্য নৃপতের্মমোপর্য্যচলং মনঃ।
যেনায়ং পাতনোঽরীণাং বিনা শস্ত্রেণ পাতিতঃ
মায়েতি দর্শিতা তেন মিথ্যা-মায়েতি যৎ স্ফুটম্

নার্থ বারপর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। হে তাত! যদি তাহা করিতে পারেন, তবেই ইহাঁর যথার্থ উপকার করা হয়। ২৩—৩০। অশ্বতর কহিলেন, একবার পঞ্চভূতের সহিত বিয়োগ হইলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ সংযোগ হওয়া স্বপ্ন বা শম্বরোদিত আসুরী মায়া ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। জড় কহিলেন, তখন শত্রুজিৎ-নন্দন ঋতধ্বজ মহাত্মা ভুজঙ্গপতিকে প্রণাম করিয়া প্রেম ও লজ্জাসহকারে বলিলেন, হে তাত! আপনি সম্প্রতি সেই মদালসাকে যদি মায়া করিয়াও দর্শন করাইতে পারেন, তাহা হইলে জানিলাম, আমার প্রতি পরম অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। অশ্বতর কহিলেন, হে বৎস! যদি মায়া দর্শনে বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা অবলোকন কর; কারণ, তুমি সেইরূপ অনুগ্রহের পাত্র এবং বালক হইলেও মদীয় গৃহে অভ্যাগত হইয়াছ বলিয়া গুরুবৎ সম্মাননীয়। জড় কহিলেন, পন্নগরাজ এই বলিয়া গৃহগুপ্তা মদালসাকে সেই স্থানে আনয়ন করাইলেন এবং সকলকে সম্মোহিত করিবার জন্য কতিপয় বৃথা অব্যক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক রাজকুমারকে মদালসা সন্দর্শন করাইয়া বলিলেন, হে বৎস! তোমার পত্নী মদালসা কিনা, তুমি দেখ। ৩১—৩৬। রাজকুমার মদালসাকে নেত্রগোচর করিবামাত্র লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ "প্রিয়ে!" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। অশ্বতর তদ্দর্শনে সত্বর তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, হে পুত্র! ইহা মায়া, ইহাকে স্পর্শ করিও না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্পর্শাদি করিলেই মায়া অবিলম্বে অন্তর্হিত হইবে। এই বাক্য শ্রবণমাত্র ঋতধ্বজ "হা প্রিয়ে!" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতলে পড়িলেন। ভামিনী মদালসা রাজকুমারের এই অবস্থা দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "অহো! আমার প্রতি এই রাজপুত্রের কি স্নেহ! ইহাঁর মনও আমার উপর কি অচল ভাবাপন্ন! ইনি শত্রুগণকে বিনিপাতিত করিয়া থাকেন, কিন্তু অধুনা স্বয়ং বিনা অস্ত্রে নিপতিত হইলেন। আমি মায়ারূপে প্রদর্শিত হইয়াছি, বস্তুত আমি মিথ্যা, সুতরাং প্রকৃতই মায়াস্বরূপ। কারণ, বায়ু, জল,

বায়ুর্য তেজসাং ভূমেরাকাশস্ত চ চেষ্টয়া ॥ ৪১

জড় উবাচ।

ততঃ কুবলয়াশ্বং তং সমাশ্বাস্ত ভুজঙ্গমঃ।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং মৃতসঞ্জীবনাদিকম্ ॥ ৪২

ততঃ প্রহৃষ্টঃ প্রতিলভ্য কান্তাং
প্রণম্য নাগং নিজগাম সোঽথ।
সুশোভমানঃ স্বপুরং তমশ্ব-
মারুহ্য সঞ্চিন্তিতমভ্যুপেতম্ ॥ ৪৩

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মদালসাপ্রাপ্তি-
র্নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জড় উবাচ।

আগম্য স্বপুরং সোঽথ পিত্রোঃ সর্ব্বমশেষতঃ।
কথয়ামাস তন্বঙ্গী যথা প্রাপ্তা পুনর্মৃতা ॥ ১

ননাম সা চ চরণৌ শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োঃ শুভা।
স্বজনঞ্চ যথাপূর্ব্বং বন্দনাশ্লেষণাদিভিঃ ॥ ২
পূজয়ামাস তন্বঙ্গী যথান্যায়ং যথাবয়ঃ।
ততো মহোৎসবো জজ্ঞে পৌরাণাং তত্র বৈ
পুরে ॥ ৩
ঋতধ্বজশ্চ সুচিরং তয়া রেমে সুমধ্যমা।
নির্ঝরেষু চ শৈলানাং নিম্নগাপুলিনেষু চ।
কাননেষু চ রম্যেষু তথৈবোপবনেষু চ ॥ ৪
পুণ্যক্ষয়ং বাঞ্ছমানা সাপি কামোপভোগতঃ।
সহ তেনাতিকান্তেন রেমে রম্যাসু ভূমিষু ॥ ৫
ততঃ কালেন মহতা শত্রুজিৎ স নরাধিপঃ।
সম্যক্ প্রশাস্য বসুধাং কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ ॥ ৬
ততঃ পৌরা মহাত্মানং পুত্রং তস্য ঋতধ্বজম্।
অভ্যষিঞ্চন্ত রাজানমুদারাচারচেষ্টিতম্ ॥ ৭
সম্যক্ পালয়তস্তস্য প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
মদালসায়াঃ সঞ্জজ্ঞে পুত্রঃ প্রথমজস্ততঃ ॥৮

তেজঃ, মৃত্তিকা ও আকাশ এই পঞ্চভূতের সমবায়ে যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, মায়া ব্যতীত তাহাকে আর কি বলা যাইতে পারে?” জড় কহিলেন, তদনন্তর ভুজঙ্গপতি অশ্বতর রাজকুমার কুবলয়াশ্বকে সমাশ্বাসিত করিয়া যে প্রকারে মৃত মদালসাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন, তৎসমস্তই কীর্ত্তন করিলেন। তখন কুবলয়াশ্ব স্বীয় প্রণয়িনীকে প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন এবং আপনার অশ্বরত্নকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই অশ্ব সেই স্থানে সমুপস্থিত হইল। তখন রাজকুমার পন্নগপতিকে প্রণামপূর্ব্বক দয়িতা সহ অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ় হইয়া স্বীয় সুশোভন পুরে প্রস্থান করিলেন। ৩৭—৪৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

জড় কহিলেন, ঋতধ্বজ স্বপুরে সমুপস্থিত হইয়া পরলোকগতা মদালসাকে যে প্রকারে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসমস্তই পিতা-মাতার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। কল্যাণী কৃশাঙ্গী মদালসাও শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের পদে প্রণামপূর্ব্বক বয়স ও গুরুত্বানুসারে স্বজনদিগকে যথাযথ বন্দন ও আলিঙ্গনাদি করিয়া পূজা করিলেন। তদনন্তর পুরীমধ্যে পৌরবর্গের মহোৎসব প্রবৃত্ত হইল। এদিকে রাজকুমার ঋতধ্বজ সুমধ্যমা মদালসার সহিত গিরিনির্ঝরে, নদীপুলিনে এবং মনোহর বন ও উপবন মধ্যে বহুদিন যাবৎ বিহার করিলেন। মদালসাও কামোপভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয়-বাসনায় কমনীয়-কান্তি ঋতধ্বজের সহিত নানাবিধ সুরম্য প্রদেশে বিহার করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বহুদিন সমতীত হইলে নরপতি শত্রুজিৎ বিধানানুসারে বসুন্ধরা শাসন করিয়া কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলেন। ১—৬। তখন পুরবাসিগণ তদীয় নন্দন উদারাচার-চেষ্টিত মহাত্মা ঋতধ্বজকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কুমারও ঔরস পুত্র নির্ব্বিশেষে সম্যক্ বিধানে প্রজা পালন করিতে লাগি-

তস্য চক্রে পিতা নাম বিক্রান্ত ইতি ধীমতঃ।
তুতুষুস্তেন বৈ ভৃত্যা জহাস চ মদালসা॥ ৯
সা বৈ মদালসা পুত্রং বালমুত্তানশায়িনম্।
উল্লাপনচ্ছলেনাহ রুদমানমবিশ্বরম্॥ ১০
শুদ্ধোঽসি রে তাত ন তেঽস্তি নাম
কৃতং হি তে কল্পনয়াধুনৈব।
পঞ্চাত্মকং দেহমিদং তবৈত-
ন্নৈবাস্য ত্বং রোদিষি কস্য হেতোঃ॥ ১১
ন বা ভবান্ রোদিতি বৈ স্বজন্মা
শব্দোঽয়মাসাদ্য মহীশসূনুম্।
বিকল্প্যমানা বিবিধা গুণাস্তে-
ঽগুণাশ্চ ভৌতাঃ সকলেন্দ্রিয়েষু॥ ১২
ভূতানি ভূতৈঃ পরিদুর্ব্বলানি
বৃদ্ধিং সমায়ান্তি যথেহ পুংসঃ।
অন্নাম্বুদানাদিভিরেব কস্য
ন তেঽস্তি বৃদ্ধির্ন চ তেঽস্তি হানিঃ॥ ১৩
ত্বং কঞ্চুকে শীর্য্যমাণে নিজেঽস্মিং-
স্তস্মিংশ্চ দেহে মূঢ়তাং মা ব্রজেথাঃ।
শুভাশুভৈঃ কর্ম্মভির্দেহমেত-
ন্মদাদিমূঢ়ৈঃ কঞ্চুকস্তেঽপি নদ্ধঃ॥ ১৪
তাতেতি কিঞ্চিৎ তনয়েতি কিঞ্চি-
দম্বেতি কিঞ্চিদ্দয়িতেতি কিঞ্চিৎ।
মমেতি কিঞ্চিন্ন মমেতি কিঞ্চিৎ
ত্বং ভূতসঙ্ঘং বহু মানয়েথাঃ॥ ১৫
দুঃখানি দুঃখোপশমায় ভোগান্
সুখায় জানাতি বিমূঢ়চেতাঃ।
তান্যেব দুঃখানি পুনঃ সুখানি
জানাত্যবিদ্বান্ সুবিমূঢ়চেতাঃ॥ ১৬
হাসোঽস্থিসন্দর্শনমক্ষিযুগ্ম-
মত্যুজ্জ্বলং তর্জ্জনমঙ্গনায়াঃ।
কুচাদি পীনং পিশিতং ঘনং তৎ
স্থানং রতেঃ কিং নরকং ন যোষিৎ॥ ১৭

লেন। এই সময়েই মদালসার গর্ভে প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পিতা সেই মতিমান্ পুত্রের নাম রাখিলেন—বিক্রান্ত। পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়াতেই ভৃত্যগণ যার পর নাই প্রীতিলাভ করিল। মদালসা হাস্য করিতে লাগিলেন। সেই পুত্র উত্তানশায়ী হইয়া অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলে মদালসা তাহাকে সান্ত্বনা প্রদানের ছলে কহিলেন, রে বৎস! তুমি শুদ্ধ, তুমি নাম-হীন, অধুনা কল্পনা মাত্র সহায়েই তোমার নামকরণ হইয়াছে। তোমার এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক জানিও, অতএব এই দেহ যেরূপ তোমার নহে, তুমিও সেইরূপ ইহারও নহ; সুতরাং তুমি কি কারণে ক্রন্দন করিতেছ? অথবা তুমি ক্রন্দন করিতেছ না, ঐ শব্দ এই রাজকুমারকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ংই আবির্ভূত হইতেছে। নানাপ্রকার ভৌতিক গুণ ও অগুণ সকল ত্বদীয় ইন্দ্রিয়-সমূহে বিকল্পিত হইয়াছে। ৭—১২। অতীব দুর্ব্বল ভূতসমূহ যেমন ভূতসহায়ে অন্ন ও বারিদানাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তোমার সে প্রকার বৃদ্ধি বা ক্ষয় কিছুই নাই। তোমার এই দেহ আচ্ছা-দনমাত্র; ইহাও শীর্ণ হইয়া যাইবে, সেজন্য তুমি মোহে অভিভূত হইও না। শুভাশুভ কর্ম্মবশেই তোমার শরীরে এই আচ্ছাদন নিবদ্ধ হইয়াছে জানিও। কি পিতা, কি পুত্র, কি মাতা, কি দয়িতা, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, কেহই কিছু নহে। তুমি ইহা-দিগকে বহু মাননা করিও না। যে সকল ব্যক্তি বিমূঢ়চিত্ত, তাহারাই দুঃখকে দুঃখোপ-শমের হেতু এবং ভোগসমূহকে সুখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করে। যে সকল ব্যক্তি অবিদ্যান্ধ ও সেই হেতু মোহা-চ্ছন্নচিত্ত, তাহারা তত্তৎ দুঃখকেই সুখ বলিয়া জানে। রমণী হাস্য করিলে অস্থি দেখা গিয়া থাকে, তদীয় সমুজ্জ্বল নেত্রদ্বয়ও মূর্ত্তিমান্ তর্জ্জনস্বরূপ; তদীয় পীনোন্নত স্তনাদিও ঘন মাংসপিণ্ডমাত্র; তদীয় রতি-স্থানও তাদৃশ; সুতরাং রমণী কি সাক্ষাৎ

যানং ক্ষিতৌ যানগতঞ্চ দেহং
দেহেঽপি চান্যঃ পুরুষো নিবিষ্টঃ।
মমত্ববুদ্ধির্ন তথা যথা স্বে
দেহেঽতিমাত্রং বত মূঢ়তৈষা॥ ১৮

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মদালসোপাখ্যানে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জড় উবাচ।

বর্দ্ধমানং সুতং সা তু রাজপত্নী দিনে দিনে।
তমুল্লাপাদিনা বোধমনয়ন্নির্ম্মমাত্মকম্॥ ১
যথাযথং বলং লেভে যথা লেভে মতিং পিতুঃ
তথা তথাত্মবোধঞ্চ সোঽবাপ মাতৃভাষিতৈঃ॥২
ইত্থং তয়া স তনয়ো জন্মপ্রভৃতি বোধিতঃ।
চকার ন মতিং প্রাজ্ঞো গার্হস্থ্যং প্রতি নির্ম্মমঃ
দ্বিতীয়োঽস্যাঃ সুতো যজ্ঞে তস্য নামাকরোৎ পিতা।
সুবাহুরয়মিত্যুক্তে সা জহাস মদালসা॥ ৪
তমপ্যেবং যথাপূর্ব্বং বালমুল্লাপবাদিনী।
প্রাহ বাল্যাৎ স চ প্রাপ তথা বোধং মহামতিঃ
তৃতীয়ং তনয়ং জাতং স রাজা শত্রুমর্দ্দনম্।
যদাহ তেন সা সুভ্রূর্জ্জহাসাতিচিরং পুনঃ॥ ৬
তথৈব সোঽপি তন্বঙ্গ্যা বালত্বাদববোধিতঃ।
ক্রিয়াশ্চকার নিষ্কামো ন কিঞ্চিদুপকারকম্॥ ৭
চতুর্থস্য সুতস্যাথ চিকীর্ষুর্নাম ভূমিপঃ।
দদর্শ তাং শুভাচারামীষদ্ধাসাং মদালসাম্।
তামাহ রাজা হসতীং কিঞ্চিৎ কৌতূহলান্বিতঃ

রাজোবাচ।

ক্রিয়মাণে সকৃন্নাম্নি কথ্যতাং হাস্যকারণম্।
বিক্রান্তশ্চ সুবাহুশ্চ তথান্যঃ শত্রুমর্দ্দনঃ॥ ৯

নরক স্বরূপ নহে? ভূমিতে যান, যানে দেহ এবং সেই দেহে অন্য পুরুষ নিবিষ্ট রহিয়াছেন। স্ব স্ব দেহে যেরূপ "আমার" এই জ্ঞান আছে, সেই পুরুষে তাদৃশ নাই; অহো ইহা কি মূর্খতা?" ১৩—১৮।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫॥

ষড়বিংশ অধ্যায়।

জড় কহিলেন,—এইরূপে পুত্র দিন দিন যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, রাজমহিষী মদালসাও এই প্রকারে উল্লাপনচ্ছলে সেই নির্ম্মলাত্মা পুত্রকে আত্মবোধ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্র ক্রমে ক্রমে যেমন পিতৃসকাশে বল ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন, মাতার উপদেশেও সেইরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন। জননীসকাশে আজন্ম আত্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্ঞানোদয় ও মমতা বিদূরিত হওয়াতে কুমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে একেবারেই স্পৃহাশূন্য হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে মদালসার গর্ভে দ্বিতীয় পুত্র সমুৎপন্ন হইল, পিতা এই পুত্রের নাম রাখিলেন—সুবাহু। সেই সময়েও মদালসা হাস্য করিলেন। তিনি সেই পুত্রকেও বাল্যাবস্থা হইতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে উল্লাপনাদি দ্বারা আত্মবোধ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, সুতরাং দ্বিতীয় পুত্রের মনও তদ্রূপ জ্ঞান লাভ করিয়া সুমার্জ্জিত হইয়া উঠিল। তৎপরে তৃতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে নরপতি তাহার নাম রাখিলেন —শত্রুমর্দ্দন। পুত্রের নাম শ্রবণে সুভ্রূ মদালসা বহুক্ষণ হাস্য করিতে লাগিলেন। কৃশাঙ্গী মদালসা সেই পুত্রকেও বাল্যাবধি পূর্ব্ববৎ আত্মজ্ঞান প্রদান করাতে সেই কুমারও নিষ্কাম ও ক্রিয়াবিহীন হইয়া উঠিল। ১—৭। অবশেষে চতুর্থ পুত্র সমুৎপন্ন হইলে নরপতি তাহার নাম করণে সমুৎসুক হইয়া মদালসার প্রতি নেত্রপাত করিলেন, মদালসা ঈষৎ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে নরপতি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কহিলেন,—পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর আমি নামকরণে সমুদ্যত হইলেই তুমি

শোভনানীতি নামানি ময়া মন্যে কৃতানি বৈ।
যোগ্যানি ক্ষত্রবন্ধূনাং শৌর্য্যাটোপযুতানি চ॥
অসম্যেতানি চেদ্ভদ্রে যদি তে মনসি স্থিতম্।
তদস্য ক্রিয়তাং নাম চতুর্থস্য সুতস্য যে॥ ১১
মদালসোবাচ।
ময়াজ্ঞা ভবতঃ কার্য্যা মহারাজ যথাত্থ মাম্।
তথা নাম করিষ্যা'ম চতুর্থস্য সুতস্য তে॥ ১২
অলর্ক ইতি ধর্ম্মজ্ঞঃ খ্যাতিং লোকে প্রযাস্যতি
কনীয়ানেষ তে পুত্রো মতিমাংশ্চ ভবিষ্যতি॥১৩
তচ্ছ্রুত্বা নাম পুত্রস্য কৃতং মাত্রা মহীপতিঃ।
অলর্ক ইত্যসম্বদ্ধং প্রহস্যেদমথাব্রবীৎ॥ ১৪
রাজোবাচ।
ভবত্যা যাদদং নাম মৎপুত্রস্য কৃতং শুভে।
কিমীদৃশমসম্বদ্ধমর্থঃ কোঽস্য মদালসে॥ ১৫
মদালসোবাচ।
কল্পনেয়ং মহারাজ কৃতা সা ব্যবহারিকী।
ত্বৎকৃতানাং তথা নাম্নাং শৃণু ভূপ নিরর্থতাম্॥
বদন্তি পুরুষাঃ প্রাজ্ঞা ব্যাপিনং পুরুষং যতঃ।
ক্রান্তিশ্চ গতিরুদ্দিষ্টা দেশাদ্দেশান্তরন্তু যা॥১৭
সর্ব্বগো ন প্রয়াতীতি ব্যাপী দেহেশ্বরো যতঃ।
ততো বিক্রান্তসংজ্ঞেয়ং মতা মম নিরর্থকা॥১৮
সুবাহুরিতি যা সংজ্ঞা কৃতান্যস্য সুতস্য তে।
নিরর্থা সাপ্যমূর্ত্তত্বাৎ পুরুষস্য মহীপতে॥ ১৯
পুত্রস্য যৎ কৃতং নাম তৃতীয়স্যারিমর্দ্দনঃ।
মন্যে তদপ্যসম্বদ্ধং শৃণু চাপ্যত্র কারণম্॥ ২০
এক এব শরীরেষু সর্ব্বেষু পুরুষো যদা।
তদাস্য রাজন্ কঃ শত্রুঃ কো বা মিত্রমিহেষ্যতে
ভূতৈর্ভূতানি মৃদ্যন্তে অমূর্ত্তো মৃদ্যতে কথম্।
ক্রোধাদীনা' পৃথগ্‌ভাবাৎ কল্পনেয়ং নিরর্থিকা

হাস্য করিয়া থাক, ইহার কারণ কি? আমি পুত্রগণের যে বিক্রান্ত, সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দন নাম রাখিয়াছি, আমার বিবেচনায় ইহা সর্ব্বপ্রকারেই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে; কারণ, ক্ষত্রিয়গণের শৌর্য্য ও দর্পসংযুক্ত নাম রাখাই উপযুক্ত। যাহা হউক, হে ভদ্রে! যদি এই নামত্রয় তোমার বিবেচনায় উত্তম বলিয়া জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে তুমি স্বয়ং চতুর্থ পুত্রের নামকরণ কর। মদালসা কহিলেন, হে রাজন্! আপনার আদেশ প্রতিপালন করা আমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। সুতরাং আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তদনুসারে আমিই চতুর্থ পুত্রের নামকরণ করিব। এই ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র অলর্ক নামে ধরাতলে খ্যাতিলাভ করিবে। আপনার এই কনিষ্ঠ পুত্র মহাবুদ্ধি হইবে। মাতা, পুত্রের অলর্ক এই নামকরণ করিলেন। এই অসম্বদ্ধ নাম শ্রবণ করিয়া মহীপতি হাস্য করিতে করিতে কহিলেন,—হে কল্যাণি! তুমি আমার তনয়ের যে নামকরণ করিলে, ইহা যারপর নাই অসম্বদ্ধ। হে মদালসে! ইহার অর্থ কি? ৮—১৫। মদালসা কহিলেন,—হে মহারাজ! নামকরণ লোকাচার ও কল্পনামাত্র। নাম রাখিতে হয় বলিয়াই একটী নাম রাখিলাম। আপনি যে সকল নাম রাখিয়াছেন, তাহারও কোন প্রকার অর্থ নাই, শ্রবণ করুন,—যে সকল পুরুষ প্রাজ্ঞ, তাঁহারা আত্মাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এক দেশ হইতে অন্যদেশগতিকেই ক্রান্তি কহে। আত্মা সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী ও দেহের ঈশ্বর; সুতরাং তাঁহার গতি সম্ভবে না। এই কারণেই আমার বিবেচনায় "বিক্রান্ত" নামের কোন প্রকার অর্থ নাই। হে মহীপতে! আত্মা সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তিহীন, অতএব আপনি যে দ্বিতীয় পুত্রের "সুবাহু" নামকরণ করিয়াছেন, তাহারও কোনরূপ অর্থ হইতে পারে না। তৃতীয় পুত্রের যে "অরিমর্দ্দন" নামকরণ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাহাও অসম্বদ্ধ। তাহার কারণ শ্রবণ করুন। একমাত্র আত্মা সকল শরীরেই বিরাজিত রহিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার শত্রুই বা কে এবং মিত্রই বা কে সম্ভবিতে পারে? ভূতের দ্বারাই ভূতগণ মর্দ্দিত হইয়া থাকে। যিনি মূর্ত্তিহীন, তাঁহার আবার মর্দ্দন কিরূপে সম্ভবে? ক্রোধ প্রভৃতির পৃথক্‌ভাব হেতু এই প্রকার কল্পনাও

যদি সংব্যবহারার্থমসন্নাম প্রকল্প্যতে।
নাম্নি কস্মাদলর্কাখ্যে নৈরর্থ্যং ভবতো মতম্॥
জড় উবাচ।
এবমুক্তস্তয়া সাধ্বী মহিষ্যা স মহীপতিঃ।
তথেত্যাহ মহাবুদ্ধির্দয়িতাং তথ্যবাদিনীম্॥২৪
তঞ্চাপি সা সুতং সুভ্রূর্যথা পূর্ব্বসুতাংস্তথা।
প্রোবাচ বোধজননং তামুবাচ স পার্থিবঃ॥ ২৫
রাজোবাচ।
করোষি কিমিদং মূঢ়ে মমাভাবায় সন্ততেঃ।
দুষ্টাববোধদানেন যথাপূর্ব্বং সুতেষু মে॥ ২৬
যদি তে মৎপ্রিয়ং কার্য্যং যদি গ্রাহ্যং বচো মম
তদেনং তনয়ং মার্গে প্রবৃত্তেঃ সন্নিয়োজয়॥ ২৭
কর্ম্মমার্গঃ সমুচ্ছেদং নৈবং দেবি গমিষ্যতি।
পিতৃপিণ্ডনিবৃত্তিশ্চ নৈবং সাধ্বি ভবিষ্যতি॥২৮
পিতরো দেবলোকস্থাস্তথা তির্য্যক্ত্বমাগতাঃ।
তদ্বন্মনুষ্যতাং যাতা ভূতবর্গে চ সংস্থিতাঃ॥২৯
সপুণ্যানসপুণ্যাংশ্চ ক্ষুৎক্ষামান্ তৃট্পরিপ্লুতান্
পিণ্ডোদকপ্রদানেন নরঃ কর্ম্মণ্যবস্থিতঃ।
সদাপ্যায়য়তে সুভ্রু তদ্বদ্দেবাতিথীনপি॥ ৩০
দেবৈর্ম্মনুষ্যৈঃ পিতৃভিঃ প্রেতৈর্ভূতৈঃ সগুহ্যকৈঃ
বয়োভিঃ কৃমিকীটৈশ্চ নর এবোপজীব্যতে॥৩১
তস্মাৎ তন্বঙ্গি পুত্রং মে যৎকার্য্যং ক্ষত্রযোনিভিঃ
ঐহিকামুষ্মিকফলং তৎ সম্যক্ প্রতিপাদয়॥৩২
তেনৈবমুক্তা সা ভর্ত্রা বরনারী মদালসা।
অলর্কং নাম তনয়মুবাচোল্লাপবাদিনী॥ ৩৩
পুত্র বর্দ্ধস্ব মদ্ভর্ত্তুর্মনো নন্দয় কর্ম্মভিঃ।
মিত্রাণামুপকারায় দুর্হৃদাং নাশনায় চ॥ ৩৪
ধন্যোঽসি রে যো বসুধামশত্রু-
রেকশ্চিরং পালয়িতাসি পুত্র।

অর্থশূন্য হয়; অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য। তিনি কি প্রকারে অরিকে মর্দ্দন করিবেন? যদি লোকাচার হেতুই এই প্রকার অর্থহীন নামের কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে আমি যে "অলর্ক" নামকরণ করিয়াছি, তাহা কি প্রকারে আপনার মতে অর্থহীন হইতে পারে? ১৬—২৩। জড় কহিলেন, মহিষী এই প্রকার সাধুবাক্য উচ্চারণ করিলে মহাবুদ্ধি মহীপতি সত্যভাষিণী দয়িতাকে কহিলেন, তুমি যাহা যাহা বলিলে, সকলই সত্য। অনন্তর সুভ্রূ মদালসা চতুর্থ পুত্রকেও পূর্ব্ব পুত্রত্রয়ের ন্যায় আত্মজ্ঞান শিক্ষা দিতে সমুদ্যত হইলে মহীপতি কহিলেন,—অয়ি বিমূঢ়ে! এ কি করিতেছ? এ প্রকার দূষণীয় আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব তনয়দিগের যে প্রকার অমঙ্গল বিধান করিয়াছ, এই পুত্রেরও কি সেই প্রকার করিবে? আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা যদি তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান হয় এবং আমার বাক্য প্রতিপালন করা যদি সমুচিত বোধ কর, তাহা হইলে এই পুত্রকে প্রবৃত্তিমার্গে নিয়োজিত কর। হে দেবি! পুত্রকে কর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত করিলে কর্ম্মমার্গ সমুচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে না। হে সাধ্বি! তাহা হইলে পিতৃপিণ্ডও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। পিতৃগণ শুভাশুভ কর্ম্মবশে সুরলোকে বসতি, তির্য্যগ্যোনি সম্ভোগ, নরত্বপ্রাপ্তি ও অপরাপর যোনি-সংক্রমণ-পুরঃসর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় একান্ত কাতর ও ক্ষীণ হইলে মনুষ্য কর্ম্মমার্গে অবস্থিত হইয়া পিণ্ডোদক সমর্পণ করত নিরন্তর তাঁহাদিগের এবং তদনুসারে সুরগণ ও অতিথিবর্গের সম্যক্ প্রীতিবিধান করিয়া থাকে।২৪—৩০। বস্তুতঃ কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পিতৃগণ, কি প্রেত, কি ভূত, কি গুহ্যক, কি পক্ষী, কি কৃমিকীট সকলেই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। অতএব হে তন্বঙ্গি! ক্ষত্রিয়গণের যাহা কর্ত্তব্য এবং যাহা ঐহিক পারত্রিক ফল-লাভার্থ বিধেয়, আমার এই পুত্রকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান কর। বরনারী মদালসা পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অলর্কনামা তনয়কে উল্লাপনচ্ছলে কহিলেন,—"হে পুত্র! সংবর্দ্ধিত হও, মিত্রগণের উপকারার্থ এবং শত্রুকুলের বিনাশার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আমার পতির

তৎপালনাদস্ত সুখোপভোগো
ধর্ম্মাৎ ফলং প্রাপ্স্যসি চামরত্বম্‌ ॥ ৩৫
ধরামরান্‌ পর্ব্বসু তর্পয়েথাঃ
সমীহিতং বন্ধুষু পূরয়েথাঃ।
হিতং পরস্মৈ হৃদি চিন্তয়েথাঃ
মনঃ পরস্ত্রীষু নিবর্ত্তয়েথাঃ ॥ ৩৬
যজ্ঞৈরনেকৈর্বিবুধানজস্র-
মর্থৈর্দ্বিজান্‌ প্রীণয় সংশ্রিতাংশ্চ।
স্ত্রিয়শ্চ কামৈরতুলৈশ্চিরায়
যুদ্ধৈশ্চারীংস্তোষয়িতাসি বীর ॥ ৩৭
বালো মনো নন্দয় বান্ধবানা
গুরোস্তথাজ্ঞাকরণৈঃ কুমারঃ।
স্ত্রীণাং যুবা সৎকুলভূষণানাং
বৃদ্ধো বনে বৎস বনেচরাণাম্‌ ॥ ৩৮
রাজ্যং কুর্ব্বন্‌ সুহৃদো নন্দয়েথাঃ
সাধূন্‌ রক্ষংস্তাত যজ্ঞৈর্যজেথাঃ।
দুষ্টান্‌ নিঘ্নন্‌ বৈরিণশ্চাজিমধ্যে
গোবিপ্রার্থে বৎস মৃত্যুং ব্রজেথাঃ ॥ ৩৯

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জড় উবাচ।
এবমুল্লাপ্যমানস্ত স তু মাত্রা দিনে দিনে।
ববৃধে বয়সা বালো বুদ্ধ্যা চালর্কসংজ্ঞিতঃ ॥ ১
স কৌমারকমাসাদ্য ঋতধ্বজসুতস্ততঃ।
কৃতোপনয়নঃ প্রাজ্ঞঃ প্রণিপত্যাহ মাতরম্‌ ॥ ২
অলর্ক উবাচ।
ময়া যদত্র কর্ত্তব্যমৈহিকামুষ্মিকায় বৈ।
সুখায় বদ তৎ সর্ব্বং প্রশ্রয়াবনতস্য মে ॥ ৩
মদালসোবাচ।
বৎস রাজ্যেঽভিষিক্তেন প্রজারঞ্জনমাদিতঃ।

অন্তর আনন্দিত কর।" হে পুত্র! তুমি ধন্য; কারণ, তুমি নিঃশত্রু হইয়া বহুকাল বসুমতী পালন করিবে। তোমার পালন-গুণে যাবতীয় লোকেরই যেন সুখসঞ্চার হয়। তাহা হইলেই পরম ধর্ম্মসঞ্চয় বশত অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে। ৩১—৩৫। তুমি প্রতি পর্ব্বদিবসে বিপ্রগণের তৃপ্তি-বিধান করিবে, বন্ধুবর্গের অভিলাষপূর্ণ করিবে, হৃদয়ে পরহিতসাধনের চিন্তা করিবে এবং পরদারাতে মন প্রবর্ত্তিত করিবে না। বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সুরগণের এবং অজস্র অর্থদানে বিপ্র ও আশ্রিতজনের প্রীতিবিধান করিবে। হে বীর! নানা প্রকার অনুপম ভোগ্য দ্বারা রমণীকুলের ও সংগ্রাম দ্বারা শত্রুগণের সন্তোষ সাধন করিবে। তুমি শৈশবে বান্ধবকুলের, কৌমারে আদেশ পালন দ্বারা জনক জননীর, যৌবনে সৎকুলভূষণা নারীবর্গের ও বার্দ্ধক্যে বনবাসী হইয়া বনচরকুলের প্রীতি সাধন করিবে। হে বৎস! তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সুহৃদ্‌গণের আনন্দ-সম্পাদন করিবে; সাধুবর্গের রক্ষা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান এবং গো ও দ্বিজকুলের রক্ষাবিধানার্থ সমরে দুষ্টগণের ও অরাতি-বর্গের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিবে। ৩৬—৩৯।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

জড় কহিলেন, জননী মদালসা এই প্রকারে উল্লাপনচ্ছলে প্রত্যহ উপদেশ প্রদানে সমুদ্যত হইলে বালক অলর্ক বুদ্ধি ও বয়ঃসহকারে সংবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে কৌমারাবস্থা সমাগত হইলে মহা-বুদ্ধি ঋতধ্বজ-নন্দন অলর্ক কৃতোপনয়ন হইয়া জননীকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, আমি বিনয়াবনত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, ঐহিক ও পারত্রিক; উভয় লৌকিক সুখের জন্য আমার যে প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করা সমুচিত, আপনি তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করুন। ১—৩। মদালসা কহিলেন, হে

কর্ত্তব্যমবিরোধেন স্বধর্ম্মস্য মহীভৃতা॥ ৪
ব্যসনানি পরিত্যজ্য সপ্ত মূলহরাণি বৈ।
আত্মা রিপুভ্যঃ সংরক্ষ্যো বহির্মন্ত্রবিনির্গমাৎ॥
অষ্টধা নাশমাপ্নোতি স্বচক্রাৎ স্যন্দনাদ্‌যথা।
তথা রাজাপ্যসন্দিগ্ধং বহির্মন্ত্রবিনির্গমাৎ॥ ৬
দুষ্টাদুষ্টাংশ্চ জানীয়াদমাত্যানরিদোষতঃ।
চরৈশ্চরাস্তথা শত্রোরন্বেষ্টব্যাঃ প্রযত্নতঃ॥ ৭
বিশ্বাসো ন তু কর্ত্তব্যো রাজ্ঞা মিত্রাপ্তবন্ধুষু।
কার্য্যযোগাদমিত্রেহপি বিশ্বসীত নরাধিপঃ॥ ৮
স্থানবৃদ্ধিক্ষয়জ্ঞেন ষাড়্‌গুণ্যগুণিনাত্মনা।
ভবিতব্যং নরেন্দ্রেণ ন কামবশবর্ত্তিনা॥ ৯
প্রাগাত্মা মন্ত্রিণশ্চৈব ততো ভৃত্যা মহীভৃতা।
জেয়াশ্চানন্তরং পৌরা বিরুধ্যেত ততোহরিভিঃ
যস্ত্বেতানবিজিত্যৈব বৈরিণো বিজিগীষতে।
সোহজিতাত্মা জিতামাত্যঃ শত্রুবর্গেণ বাধ্যতে
তস্মাৎ কামাদয়ঃ পূর্ব্বং জেয়াঃ পুত্র মহীভুজা।
তজ্জয়ে হি জয়োহবশ্যং রাজা নশ্যতি তৈর্জ্জিতঃ
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদো মানস্তথৈব চ।
হর্ষশ্চ শত্রবো হ্যেতে বিনাশায় মহীভৃতাম্॥১৩
কামপ্রসক্তমাত্মানং স্মৃত্বা পাণ্ডুং নিপাতিতম্।
নিবর্ত্তয়েৎ তথা ক্রোধাদনুহ্রাদং হতাত্মজম্॥১৪
হতমৈলং তথা লোভান্মদাদ্বেণং দ্বিজৈর্হতম্।
মানাদনায়ুষাপুত্রং বলিং হর্ষাৎ পুরঞ্জয়ম্॥ ১৫
এভির্জ্জিতৈর্জ্জিতং সর্ব্বং মরুত্তেন মহাত্মনা।
স্মৃত্বাবিবর্জ্জয়েদেতান্‌দোষান্‌ স্বীয়ান্‌ মহীপতিঃ

বৎস! রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করাই নরপতির প্রথমতঃ কর্ত্তব্য। সপ্তমূল-বিনাশক ব্যসন পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহাতে কৃত মন্ত্রণার বহির্গমন বশতঃ অরাতিরা অভিভব করিতে না পারে, সেইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াই নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। সুচক্র-সমন্বিত স্যন্দন হইতে পতিত হইলে যেরূপ অষ্টধা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইতে হয়, তদ্রূপ মন্ত্রণা বহির্গত হইয়া পড়িলে রাজা নিঃসংশয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪—৬। অরাতিগণের দোষে অমাত্যবর্গ দূষিত হইয়াছে কিনা অর্থাৎ শত্রুগণ উৎকোচাদি দ্বারা অমাত্যদিগকে দূষিত করিয়াছে কিনা, সযত্নে তাহা অবগত হওয়া নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি চর দ্বারা অরাতিচরদিগের গতিবিধিও সযত্নে অনুসন্ধান করিবেন। কি মিত্র, কি আপ্ত, কি বন্ধু, কাহাকেও বিশ্বাস করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কার্য্য বশত সময়ান্তরে শত্রুকেও বিশ্বাস করিতে হয়। নরপতি কামের বশবর্ত্তী না হইয়া স্থান, বৃদ্ধি ও ক্ষয় অবগত হইবেন এবং তাঁহাকে সন্ধি-বিগ্রহাদি ষড়্‌গুণে গুণবান্‌ হইতে হইবে। প্রথমতঃ আপনাকে, তৎপরে অমাত্যগণকে, তদনন্তর ভৃত্য-সমূহকে পরে পৌরবর্গকে বশীভূত করিয়া অবশেষে অরাতিসহ বিরোধ করিবেন। যিনি প্রথমে আত্মা প্রভৃতিকে পরাজয় না করিয়া শত্রুগণকে পরাভূত করিতে বাসনা করেন, সেই অজিতাত্মা মহীপতি অমাত্য কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া অরাতিকুলের বশীভূত হইয়া থাকেন। হে পুত্র! এই হেতুই প্রথমত কামাদি রিপুগণকে জয় করিতে হইবে। তাহাদিগকে জয় করিলে অবশ্যই জয়লাভ করা যায়; কিন্তু কামাদি কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে রাজাকে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মান ও হর্ষ, ইহারাই অরি, ইহারাই রাজাদিগের বিনাশের কারণ। ৭—১৩। পাণ্ডু নরপতি কাম বশতই নিপাতিত হইয়াছেন, ক্রোধবশেই অনুহ্রাদকে পুত্রধনে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে, লোভবশতঃ ঐল বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, মদবশে বেণরাজাকে বিপ্রগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতে হইয়াছে, অনায়ুষাপুত্র বলি অভিমান হেতু নিপাতিত হইয়াছেন এবং পুরঞ্জয়কে হর্ষবশেই নিধন প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু রাজা মরুত্ত, ঐ সমস্ত রিপুকে পরাজয় করিয়া সংসার জয় করিয়াছিলেন। নরপতি এই সকল স্মরণ করিয়া সমস্ত দোষ

কাক-কোকিল-ভৃঙ্গাণাং মৃগ-ব্যাল-শিখণ্ডিনাম্
হংস-কুক্কুট-লোহানাং শিক্ষেত চরিতং নৃপঃ॥
কীটকস্য ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্বিপক্ষে মনুজেশ্বরঃ।
চেষ্টাং পিপীলিকানাঞ্চ কালে ভূপঃ প্রদর্শয়েৎ
জ্ঞেয়াগ্নিবিস্ফুলিঙ্গানাং বীজচেষ্টা চ শাল্মলেঃ।
চন্দ্রসূর্য্যস্বরূপেণ নীত্যর্থে পৃথিবীক্ষিতা॥ ১৯
বন্ধকীপদ্মশরভ-শূলিকাগুর্ব্বিণীস্তনাৎ।
প্রজ্ঞা নৃপেণ চাদেয়া তথা গোপালযোষিতঃ॥

পরিত্যাগ করিবেন। কাক, কোকিল, ভ্রমর, মৃগ, ব্যাল, ময়ূর, হংস, কুক্কুট ও লৌহ, নরপতি ইহাদিগের নিকট চরিত-শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। নরপতি শত্রুর প্রতি কীটের ন্যায় ব্যবহার করিবেন; অর্থাৎ কীট যেরূপ কোনরূপ আড়ম্বর না করিয়া দ্রব্যাদি কর্ত্তন-পূর্ব্বক জর্জ্জরিত করে, শত্রুর প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করাই নরপতির কর্ত্তব্য। তিনি পিপীলিকার ন্যায় যথাকালে সঞ্চয়ী হইবেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও শাল্মলী বীজের ন্যায় ব্যাপনশীল হওয়া রাজাদিগের কর্ত্তব্য। তিনি চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় রাজনীতি প্রয়োগপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যবেক্ষণ করিবেন অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য যেরূপ সকলের গৃহেই কিরণ বিতরণ করেন এবং কখন তীক্ষ্ণ ও কখন মৃদু হন, সেইরূপ রাজনীতি প্রয়োগ করিয়া উদয়শীল, হওয়াই রাজার সমুচিত। বন্ধকী, পদ্ম, শরভ, শূলিকা, গুর্ব্বিণীস্তন ও গোপাঙ্গনা, নরপতি এই সকলের নিকট হইতে প্রজ্ঞা শিক্ষা করিবেন; অর্থাৎ বন্ধকী যেরূপ পর পুরুষের চিত্তবিনোদন করে, নরপতিকেও সেইরূপে প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিতে হইবে; তিনি পদ্মের ন্যায় সকল ব্যক্তিরই চিত্তহারী হইবেন; শরভের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য; তিনি শূলি-কার ন্যায় শত্রুকে একেবারেই ধ্বংস করি-বেন; গুর্ব্বিণীর স্তন যেরূপ ভাবী সন্তানের প্রতিপালনার্থ দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া রাখে, নর-পতিও সেইরূপ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়শীল

শক্রার্ক-যম-সোমানাং তদ্বদ্বায়োর্ম্মহীপতিঃ।
রূপাণি পঞ্চ কুর্ব্বীত মহীপালনকর্ম্মণি॥ ২১
যথেন্দ্রশ্চতুরো মাসান্ তোয়োৎসর্গেণ ভূগতম্
আপ্যায়য়েৎ তথা লোকং পরিহারৈর্ম্মহীপতিঃ॥
মাসানষ্টৌ যথা সূর্য্যস্তোয়ং হরতি রশ্মিভিঃ।
সূক্ষ্মেণৈবাভ্যুপায়েন তথা শুল্কাদিকং নৃপঃ॥২৩
যথা যমঃ প্রিয়দ্বেষ্যে প্রাপ্তকালে নিযচ্ছতি।
তথা প্রিয়াপ্রিয়ে রাজা দুষ্টাদুষ্টে সমো ভবেৎ॥
পূর্ণেন্দুমালোক্য যথা প্রীতিমান্ জায়তে নরঃ।
এবং যত্র প্রজাঃ সর্ব্বা নির্ব্বৃতাস্তচ্ছশিব্রতম্॥
মারুতঃ সর্ব্বভূতেষু নিগূঢ়শ্চরতে যথা।
এবং নৃপশ্চরেচ্চারৈঃ পৌরামাত্যাদিবন্ধুষু॥২৬
ন লোভাদ্বা ন কামাদ্বা নার্থাদ্বা যস্য মানসম্।

হইতে যত্ন করিবেন এবং গোপাঙ্গনা যেরূপ একমাত্র দুগ্ধ দ্বারা নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে, রাজাকেও সেইরূপ কল্পনাপটু হইতে হইবে। বসুন্ধরা পালন করিতে হইলে ইন্দ্র, সূর্য্য, যম, চন্দ্র ও বায়ু এই পঞ্চ দেবতার অনুরূপ আচরণ করিতে হইবে অর্থাৎ ইন্দ্র যেরূপ চারি মাস বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীবাসিগণকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন, নরপতিও সেইরূপ অর্থাদি দানে সকলের প্রীতি সাধন করিবেন; সূর্য্য যেরূপ রশ্মি-যোগে আট মাস জলশোষণ করেন, সেইরূপ সূক্ষ্ম উপায়ে শুল্কাদি গ্রহণ করাই মহীপতির কর্ত্তব্য; কাল প্রাপ্ত হইলে যম যেরূপ কি প্রিয়, কি দ্বেষ্য, সকলকেই নিগৃহীত করিয়া থাকেন, রাজাও সেইরূপ কি প্রিয়, কি অপ্রিয়,—কি দুষ্ট, কি অদুষ্ট, সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন; পূর্ণচন্দ্র সন্দর্শনে যেমন সকলেরই প্রীতি লাভ হয়, যাঁহার শাসনে প্রজাপুঞ্জও সেইরূপ সুখানুভব করে, সেই নরপতির আচরণই প্রকৃত শশধরের অনুরূপ। বায়ু যেরূপ গুপ্তভাবে সর্ব্বভূতেই বিচরণ করিয়া থাকে, নরপতিও সেইরূপ চর দ্বারা পৌর, অমাত্য ও বান্ধব প্রভৃতির চরিত্রাদি অন্বে-ষণ করিবেন। ১৪—২৬। কাম, লোভ

যথাস্থৈঃ কৃষ্যতে বৎস স রাজা স্বর্গমৃচ্ছতি ॥
উৎপথগ্রাহিণো মূঢ়ান্ স্বধর্ম্মাচ্চলতো নরান্।
যঃ করোতি নিজে ধর্ম্মে স রাজা স্বর্গমৃচ্ছতি ॥
বর্ণধর্ম্মা ন সীদন্তি যস্য রাজ্যে তথাশ্রমাঃ।
বৎস তস্য সুখং প্রেত্য পরত্রেহ চ শাশ্বতম্ ॥
এতদ্রাজ্ঞঃ পরং কৃত্যং তথৈতৎ সিদ্ধিকারণম্।
স্বধর্ম্মস্থাপনং নৃণাং চাল্যতে যৎ কুবুদ্ধিভিঃ ॥
পালনেনৈব ভূতানাং কৃতকৃত্যো মহীপতিঃ।
সম্যক্ পালয়িতা ভাগং ধর্ম্মস্যাপ্নোতি যত্নতঃ ॥
এবং যো বর্ত্ততে রাজা চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য রক্ষণে।
স সুখী বিহরত্যেষ শক্রস্যৈতি সলোকতাম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পুত্রানুশাসনং সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

কিংবা অর্থবশে অথবা অন্য কোন কারণে যাহার মন সমাকৃষ্ট না হয়, সেই নরপতিই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। হে বৎস! যে রাজার রাজ্যে বর্ণধর্ম্ম বা আশ্রমধর্ম্ম কোন প্রকারে অবসাদ প্রাপ্ত না হয়, তিনি কি ইহ, কি পর উভয় লোকেই শাশ্বত সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গের পরামর্শে নিরন্তর কার্য্য করা ও সকলকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করাই রাজার একমাত্র কার্য্য এবং ইহাই তাঁহার সিদ্ধিলাভের কারণ। নরপতি প্রজাপুঞ্জকে সম্যক্ বিধানে পালন করিলে যেরূপ কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন, সেইরূপ তাহাদিগের ধর্ম্মেরও অংশ প্রাপ্ত হন। যে রাজা চতুর্ব্বর্ণের রক্ষণার্থ এইরূপ নিয়মে অবস্থিতি করেন, তিনি ইহলোকে পরমসুখে বিহার করিয়া অন্তিমে ইন্দ্রের সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন। ২৭—৩২।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জড় উবাচ।

তস্মাত্তুর্বচনং শ্রুত্বা সোঽলর্কো মাতরং পুনঃ।
পপ্রচ্ছ বর্ণধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মা যে চাশ্রমেষু চ ॥ ১

অলর্ক উবাচ।

কথিতোঽয়ং মহাভাগে রাজ্যতন্ত্রাশ্রিতস্ত্বয়া।
ধর্ম্মং তমহমিচ্ছামি শ্রোতুং বর্ণাশ্রমাত্মকম্ ॥ ২

মদালসোবাচ।

দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ব্রাহ্মণস্য ত্রিধা মতঃ।
নান্যশ্চতুর্থো ধর্ম্মোঽস্তি ধর্ম্মস্তস্যাপদং বিনা ॥
যাজনাধ্যাপনে শুদ্ধে তথা পূতপ্রতিগ্রহঃ।
এষা সম্যক্ সমাখ্যাতা ত্রিবিধা চাস্য জীবিকা ॥
দানমধ্যয়নং যজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়স্যাপ্যয়ং ত্রিধা।
ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ ক্ষিতে রক্ষা শস্ত্রাজীবশ্চ জীবিকা
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো বৈশ্যস্যাপি ত্রিধৈব সঃ।
বাণিজ্যং পাশুপাল্যঞ্চ কৃষিশ্চৈবাস্য জীবিকা ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

জড় কহিলেন, অলর্ক জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, মহাভাগে! আপনি রাজধর্ম্ম বর্ণন করিলেন, এক্ষণে আমি বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম শ্রবণে বাসনা করি। মদালসা কহিলেন, দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ, এই তিনটী বিপ্রগণের ধর্ম্ম। ইহা ব্যতিরেকে চতুর্থ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই; অন্য ধর্ম্ম তাঁহাদিগের পক্ষে আপৎস্বরূপ মাত্র। বিশুদ্ধ ভাবে যাজন, অধ্যাপন ও পবিত্রভাবে প্রতিগ্রহ, এই তিনটীই বিপ্রজাতির জীবিকার্থ ব্যবসায় জানিবে। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ, এই তিনটী ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম এবং বসুমতীরক্ষা ও শস্ত্র-চালন. এই দুইটী তাঁহাদিগের জীবিকা। বৈশ্যের ধর্ম্মও ত্রিবিধ;—দান অধ্যয়ন ও যজ্ঞ; আর পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষি, এই তিনটী তাহাদিগের জীবিকা।

দানং যজ্ঞোঽথ শুশ্রূষা দ্বিজাতীনাং ত্রিধা ময়া
ব্যাখ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মোঽপি জীবিকা কারুকর্ম্ম চ॥
তথদ্বিজাতিশুশ্রূষা পোষণং ক্রয়-বিক্রয়ৌ।
বর্ণধর্ম্মাস্ত্বিমে প্রোক্তাঃ শ্রূয়স্তাং চাশ্রমাশ্রয়াঃ॥
স্ববর্ণধর্ম্মাৎ সংসিদ্ধিং নরঃ প্রাপ্নোতি ন চ্যুতঃ।
প্রয়াতি নরকং প্রেত্য প্রতিষিদ্ধনিষেবণাৎ॥
যাবত্তু নোপনয়নং ক্রিয়তে বৈ দ্বিজন্মনঃ।
কামচেষ্টোক্তিভক্ষ্যশ্চ তাবদ্ভবতি পুত্রক॥ ১০
কৃতোপনয়নঃ সম্যগ্ ব্রহ্মচারী গুরোর্গৃহে।
বসেৎ তত্র চ ধর্ম্মোঽস্য কথ্যতে তং বিবোধ মে
স্বাধ্যায়োঽথাগ্নিশুশ্রূষা স্নানং ভিক্ষাটনং তথা।
গুরোর্নিবেদ্য তচ্চান্নমনুজ্ঞাতেন সর্ব্বদা॥ ১১
গুরোঃ কর্ম্মণি সোদ্‌যোগঃ সম্যক্ প্রীত্যুপ-
পাদনম্।
তেনাহূতঃ পঠেচ্চৈব তৎপরো নান্যমানসঃ॥

একং দ্বৌ সকলান বাপি বেদান্ প্রাপ্য
গুরোর্ম্মুখাৎ।
অনুজ্ঞাতোঽথ বন্দিত্বা দক্ষিণাং গুরবে ততঃ
গার্হস্থ্যাশ্রমকামস্তু গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ।
বানপ্রস্থাশ্রমং বাপি চতুর্থঞ্চেচ্ছয়াত্মনঃ॥ ১৫
তত্রৈব বা গুরোর্গেহে দ্বিজো নিষ্ঠামবাপ্নুয়াৎ।
গুরোরভাবে তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে তৎসুতং বিনা
শুশ্রূষুর্নিরভীমানো ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং বসেৎ।
উপাবৃত্তস্ততস্তস্মাদ্‌গৃহস্থাশ্রমকাম্যয়া॥ ১৭
ততোঽসমানর্ষিকুলাং তুল্যাং ভার্য্যামরোগিণীম্
উদ্বহেন্ন্যায়তোঽব্যঙ্গাং গৃহস্থাশ্রমকারণাৎ॥১৮
স্বকর্ম্মণা ধনং লব্ধ্বা পিতৃদেবাতিথীংস্তথা।
সম্যক্ সম্প্রীণয়ন ভক্ত্যা পোষয়েচ্চাশ্রিতাংস্তথা
ভৃত্যাত্মজান্ জাময়োঽপ দীনান্ধপতিতানপি।
যথাশক্ত্যান্নদানেন বয়াংসি পশবস্তথা॥ ২০

দান, যজ্ঞ ও উপরোক্ত বর্ণত্রয়ের সেবা, এই তিনটী শূদ্রজাতির ধর্ম্ম এবং কারুকার্য্য, বিপ্রসেবা, পশুপোষণ ও ক্রয় বিক্রয়ই তাহাদিগের জীবিকা। সকল বর্ণের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা আশ্রমধর্ম্ম শ্রবণ কর। স্ব স্ব বর্ণধর্ম্মের পালন করিলেই সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধিলাভ করা যায়, আর বর্ণধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিলেই নরকে গমন হইয়া থাকে। ১—৯। হে পুত্র! যাবৎ দ্বিজাতিগণের উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন না হয়, তাবৎ তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার, আলাপ ও আহারাদি করিতে পারে। কৃতোপনয়ন হইলে ব্রহ্মচারিরূপে গুরুগৃহে অবস্থিতি করিবে। তৎকালে সেইস্থানে যেরূপ ধর্ম্মাচরণ করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্বাধ্যায়, অগ্নিশুশ্রূষা, স্নান, ভিক্ষার্থ পরিভ্রমণ, প্রথমে গুরুকে নিবেদন করিয়া তদনন্তর তাঁহার অনুমত্যনুসারে অন্নভোজন, গুরুর কার্য্যসাধনে সমুদ্যোগ, তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন এবং গুরুকর্ত্তৃক আহূত হইয়া তৎপরতা ও অনন্যচিত্ততার সহিত অধ্যয়ন সেই ব্রহ্মচারীকে করিতে হইবে। গুরুদেবের বদন হইতে এক, দুই বা অখিল বেদ পাঠ করিয়া তদীয় পাদবন্দনা করত আদেশ লইয়া দক্ষিণা সমর্পণ করিবে। তৎপরে গার্হস্থ্যধর্ম্মে বাসনা হইলে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। কিংবা স্বীয় অভিলাষানুসারে বানপ্রস্থাশ্রম বা চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবে অথবা নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী হইয়া গুরুগৃহেই অবস্থিতি করিতে পারে। গুরু অবিদ্যমানে তদীয় পুত্রের নিকট, পুত্র অভাবে তদীয় শিষ্যের নিকট সেবাপরায়ণ ও নিরভিমান হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থিতি করিতে হয়। অনন্তর গার্হস্থ্যাশ্রমবাসনায় গুরুগৃহ হইতে উপাবৃত্ত হইবে। ১০—২১। গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে স্বীয় অনুরূপা কন্যাকে বিবাহ করিবে। সেই কন্যা নীরোগা, অসমানকুলগোত্রসম্পন্না এবং অবিকৃতাঙ্গী হওয়াই আবশ্যক। স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা ন্যায়ানুসারে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ভক্তিসহকারে যথাযথ বিধানে পিতৃ, দেবতা ও অতিথিগণের তৃপ্তিবিধান এবং আশ্রিতবর্গের পোষণ করিবে। ভৃত্য, পুত্র, দীন, অন্ধ, পতিত ও পশু-পক্ষিগণকে শক্ত্যনুসারে অন্নদান দ্বারা

এষ ধর্ম্মো গৃহস্থস্য ঋতাবভিগমস্তথা।
পঞ্চযজ্ঞবিধানন্তু যথাশক্ত্যা ন হাপয়েৎ ॥ ২১
পিতৃ-দেবাতিথি-জ্ঞাতি-ভুক্তশেষং স্বয়ং নরঃ।
ভুঞ্জীত চ সমং ভৃত্যৈর্যথাবিভবমাদৃতঃ ॥ ২২
এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো গৃহস্থস্যাশ্রমো ময়া।
বানপ্রস্থস্য ধর্ম্মং তে কথয়াম্যবধার্য্যতাম্ ॥ ২৩
অপত্যসন্ততিং দৃষ্ট্বা প্রাজ্ঞো দেহস্য চানতিম্।
বানপ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেদাত্মনঃ শুদ্ধিকারণাৎ ॥ ২৪
তত্রারণ্যোপভোগশ্চ তপোভিশ্চাত্মকর্ষণম্।
ভূমৌ শয্যা ব্রহ্মচর্য্যং পিতৃদেবাতিথিক্রিয়া।
হোমস্ত্রিষবণস্নানং জটাবল্কলধারণম্।
যোগাভ্যাসঃ সদা চৈব বন্যস্নেহনিষেবণম ॥২৬
ইত্যেষ পাপশুদ্ধ্যর্থমাত্মনশ্চোপকারকঃ।
বানপ্রস্থাশ্রমস্তস্মাদ্ভিক্ষোস্তু চরমোঽপরঃ ॥ ২৭
চতুর্থস্য স্বরূপন্তু শ্রূয়তামাশ্রমস্য মে।
যঃ স্বধর্ম্মোঽস্য ধর্ম্মজ্ঞৈঃ প্রোক্তস্তাত মহাত্মভিঃ

পালন করিতে হইবে। ঋতুকালে দারগমন ও সাধ্যানুসারে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে; ইহাই গৃহস্থের একমাত্র ধর্ম্ম। বিভবানুসারে সাদরে পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথিগণ ও জ্ঞাতিগণকে অর্পণ করিয়া স্বয়ং ভৃত্যগণের সহিত অবশিষ্ট ভোজন করিবে। আমি এই সংক্ষেপে গৃহস্থাশ্রম কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা বানপ্রস্থধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সন্তান-সন্ততি ও স্বীয় দেহের অবনতি দর্শন করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিবে। তথায় বন্য ফলমূলাদি ভক্ষণ, তপস্যাচরণ দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ-সম্পাদন, ভূতলে শয়ন, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, পিতৃ, দেব ও অতিথিগণের পরিচর্য্যা, হোম, ত্রিসন্ধ্যাস্নান, জটাবল্কলপরিগ্রহ, নিরন্তর যোগাভ্যাস ও আরণ্য স্নেহ নিষেবণ করিবে। ২২—২৬। এই প্রকারে পাতক বিদূরণ ও আত্মার উপকারের জন্য বানপ্রস্থাশ্রম আশ্রয় করিতে হয়। এই আশ্রমের পর ভিক্ষুনামা চরম আশ্রম। মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞগণ এই চতুর্থ আশ্রমের স্বরূপ যেরূপ

সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যমকোপিতা।
যতেন্দ্রিয়ত্বমাবাসে নৈকস্মিন্ বসতিশ্চিরম্।
অনারম্ভস্তথাহারো ভৈক্ষ্যান্নেনৈককালিনা।
আত্মজ্ঞানাববোধেচ্ছা তথা চাত্মাবলোকনম্ ॥
চতুর্থে ত্বাশ্রমে ধর্ম্মো ময়ায়ং তে নিবেদিতঃ।
সামান্যমন্যবর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ মে শৃণু ॥ ৩১
সত্যং শৌচমহিংসা চ অনসূয়া তথা ক্ষমা।
আনৃশংস্যমকার্পণ্যং সন্তোষশ্চাষ্টমো গুণঃ ॥৩২
এতে সংক্ষেপতঃ প্রোক্তাঃ ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমেষু বে
এতেষু চ স্বধর্ম্মেষু স্বেষু তিষ্ঠেৎ সমন্ততঃ ॥ *
যশ্চোল্লঙ্ঘ্য স্বকং ধর্ম্মং স্ববর্ণাশ্রমসংজ্ঞিতম্।

কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জন, ব্রহ্মচর্য্য, রোষশূন্যতা, ইন্দ্রিয়দমন, এক স্থানে বহুদিন অবস্থিতি না করা, কর্ম্মবিসর্জ্জন, ভিক্ষালব্ধ অন্নে একবার মাত্র ভোজন, আত্মজ্ঞানাববোধেচ্ছা এবং আত্মদর্শন, এই সমস্তই চতুর্থাশ্রমের কর্ত্তব্য। চতুর্থ আশ্রমে যেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা অন্যান্য বর্ণ ও আশ্রমসমূহের সাধারণত যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ কর। ২৭—৩১। সত্য, শৌচ, অহিংসা, অনসূয়া, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অকৃপণতা ও সন্তোষ এই আটটীই যাবতীয় বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। আমি এই তোমার নিকট যাবতীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পরিপালন করা সকলেরই বিধেয়। (যে ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বধর্ম্মে অবস্থিতি করেন, যাবৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতন না হয়, তাবৎ তিনি ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকেন।) যে ব্যক্তি

* এতদগ্রে—

এতেষু যঃ স্বধর্ম্মেষু স্বেষু তিষ্ঠেৎ সমন্ততঃ।
স যাতি ব্রহ্মলোকং হি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

নরোঽন্যথা প্রবর্ত্তেত স দণ্ড্যো ভূভৃতো ভবেৎ,
যে চ স্বধর্ম্মসন্ত্যাগাৎ পাপং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
উপেক্ষতস্তান্ নৃপতেরিষ্টাপূর্ত্তং প্রণশ্যতি ॥ ৩৫
তস্মাদ্রাজ্ঞা প্রযত্নেন সর্ব্বে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মতঃ।
প্রবর্ত্তন্তোঽন্যথা দণ্ড্যাঃ স্থাপ্যাশ্চৈব স্বকর্ম্মসু ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতাপুত্রসংবাদে
পুত্রানুশাসনে মদালসাবাক্যং নামাষ্টা-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অলর্ক উবাচ।
যৎ কার্য্যং পুরুষাণাঞ্চ গার্হস্থ্যমনুবর্ত্ততাম্।
বন্ধশ্চ স্যাদকরণে ক্রিয়ায়া যস্য চোজ্ঝিতিঃ ॥ ১
উপকারায় যন্নৃণাং যচ্চ বর্জ্জ্যং গৃহে সতা।
যথা চ ক্রিয়তে তন্মে যথাবৎ পৃচ্ছতো বদ ॥২

স্বীয় বর্ণাশ্রম-সঞ্জিত স্বধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পাপানুষ্ঠান করে, তাহাদিগের দণ্ডবিধান না করিয়া উপেক্ষা করিলে নরপতির ইষ্টাপূর্ত্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই হেতুই নরপতি সবিশেষ যত্নসহকারে বর্ণমাত্রকেই নিজ নিজ ধর্ম্মে স্থাপন করিবেন এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। ৩২—৩৬।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

অলর্ক কহিলেন, যাহা গৃহস্থাশ্রমী পুরুষগণের কর্ত্তব্য; যাহার অননুষ্ঠানে বন্ধন ও অনুষ্ঠানে মোক্ষলাভ হয়; যাহা মানুষগণের উপকারের হেতু; যাহা বর্জ্জনীয় এবং যাহা কর্ত্তব্য; আমি সেই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা

মদালসোবাচ।
বৎস গার্হস্থ্যমাদায় নরঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
পুষ্ণাতি তেন লোকাংশ্চ স জয়ত্যভিবাঞ্ছিতান্
পিতরো মুনয়ো দেবা ভূতানি মনুজাস্তথা।
কৃমি-কীট-পতঙ্গাশ্চ বয়াংসি পশবোঽসুরাঃ ॥৪
গৃহস্থমুপজীবন্তি ততস্তৃপ্তিং প্রয়ান্তি চ।
মুখঞ্চাস্য নিরীক্ষন্তে অপি নো দাস্যতীতি বৈ ॥
সর্ব্বস্যাধারভূতেয়ং বৎস ধেনুস্ত্রয়ীময়ী।
যস্যাং প্রতিষ্ঠিতং বিশ্বং বিশ্বহেতুশ্চ যা মতা ॥ ৬
ঋক্‌পৃষ্ঠাসৌ যজুর্মধ্যা সামবক্ত্রশিরোধরা।
ইষ্টাপূর্ত্তবিষাণা চ সাধুসূক্ততনূরুহা ॥ ৭
শান্তিপুষ্টিশকৃন্মূত্রা বর্ণপাদপ্রতিষ্ঠিতা।
আজীব্যমানা জগতাং সাক্ষয়া নাপচীয়তে ॥৮
স্বাহাকারস্বধাকারৌ বষট্‌কারশ্চ পুত্রক।

করিতেছি, সবিস্তার বর্ণন করুন। মদালসা কহিলেন,—হে বৎস! মনুষ্য গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া এই অখিল জীবকুলের পোষণ করিয়া থাকে এবং সেই পুণ্য-প্রভাবেই বাঞ্ছিত লোক সকল লাভ করে। পিতৃগণ, ঋষিগণ, ভূত্যগণ, নরগণ, কৃমি-কীট-পতঙ্গগণ, পক্ষিগণ, পশুগণ ও অসুরগণ, ইহারা সকলেই গৃহস্থাশ্রমীকে অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং তৎসহকারেই ইহাদিগের তৃপ্তি বিধান হয়। "গৃহস্থ আমাদিগকে অন্ন দিবে কি না" এই চিন্তা করিয়া সকলেই গৃহীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। ১—৫। হে বৎস! গৃহস্থই বেদময়ী ধেনুরূপে সকলের আধারভূত হইয়া রহিয়াছে। অখিল ব্রহ্মাণ্ড এই ধেনুতেই প্রতিষ্ঠিত এবং এই ধেনুই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। ঋগ্‌বেদ ঐ ধেনুর পৃষ্ঠ; যজুর্ব্বেদ মধ্য, সামবেদ মুখ ও গ্রীবা; ইষ্টাপূর্ত্ত উহার শৃঙ্গ; সাধুসূক্ত রোম; শান্তি ও পুষ্টিকর্ম্ম উহার মল-মূত্র এবং বর্ণ ও আশ্রমই ঐ ধেনুর প্রতিষ্ঠা। এই ধেনুর ক্ষয় নাই; সুতরাং সমস্ত বিশ্ব উহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনধারণ করিলেও

হন্তকারস্তথা চান্তস্তস্যাস্তনচতুষ্টয়ম্ ॥ ৮
স্বাহাকারং স্তনং দেবাঃ পিতরশ্চ স্বধাময়ম্।
মুনয়শ্চ বষট্কারং দেবভূতস্সুরেতরাঃ ॥ ১০
হন্তকারং মনুষ্যাশ্চ পিবন্তি সততং স্তনম্।
এবমাপ্যায়য়ত্যেষা বৎস ধেনুস্ত্রয়ীময়ী ॥ ১১
তেষামুচ্ছেদকর্ত্তা চ যো নরোঽত্যন্তপাপকৃৎ।
স তমস্যন্ধতামিস্রে তামিস্রে চ নিমজ্জতি ॥ ১২
যশ্চেমাং মানবো ধেনুং স্বৈর্বৎসৈরমরাদিভিঃ।
পায়য়ত্যুচিতে কালে স স্বর্গায়োপপদ্যতে ॥১৩
তস্মাৎ পুত্র মনুষ্যেণ দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ।
ভূতানি চানুদিবসং পোষ্যাণি স্বতনুর্যথা ॥ ১৪
তস্মাৎ স্নাতঃ শুচির্ভূত্বা দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
প্রজাপতেস্তথৈবাদ্ভিঃ কালে কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ॥
সুমনোগন্ধধূপৈশ্চ দেবানভ্যর্চ্চ্য মানবাঃ।
ততোঽগ্নেস্তর্পণং কুর্য্যাদ্দেয়াশ্চ বলয়স্তথা ॥১৬

ব্রহ্মণে গৃহমধ্যে তু বিশ্বেদেবেভ্য এব চ।
ধন্বন্তরিং সমুদ্দিশ্য প্রাগুদীচ্যাং বলিং ক্ষিপেৎ ॥
প্রাচ্যাং শক্রায় যাম্যায়াং যমায় বলিমাহরেৎ।
প্রতীচ্যাং বরুণায়াথ সোমায়োত্তরতো বলিম্ ॥
দদ্যাদ্ধাত্রে বিধাত্রে চ বলিং দ্বারে গৃহস্য তু।
অর্য্যম্ণেঽথ বহির্দদ্যাদগৃহেভ্যশ্চ সমন্ততঃ ॥ ১৯
নক্তঞ্চরেভ্যো ভূতেভ্যো বলিমাকাশতো হরেৎ
পিতৃণাং নির্ব্বপেচ্চৈব দক্ষিণাভিমুখস্থিতঃ ॥ ২০
গৃহস্থস্তৎপরো ভূত্বা সুসমাহিতমানসঃ।
ততস্তোয়মুপাদায় তেষ্বেবাচমনায় বৈ ॥ ২১
স্থানেষু নিক্ষিপেৎ প্রাজ্ঞস্তাস্তা উদ্দিশ্য দেবতাঃ
এবং গৃহবলিং কৃত্বা গৃহে গৃহপতিঃ শুচিঃ ॥২২
আপ্যায়নায় ভূতানাং কুর্য্যাদুৎসর্গমাদরাৎ।
শ্বভ্যশ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেদ্ভুবি ॥ ২৩
বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ সায়ং প্রাতরুদাহৃতম্।

উহার অপচয় হইবার অশঙ্কা নাই। হে পুত্র! স্বাহা, স্বধাকার, বষট্কার ও হন্তকার এই চারিটী ঐ ধেনুর চারিটী স্তন। এই স্তন-চতুষ্টয়ের মধ্যে সুরগণ স্বাহাকার, পিতৃগণ স্বধাকার, ঋষিগণ বষট্কার এবং নরগণ হন্তকার স্তন নিরন্তর পান করেন। হে পুত্র! এই প্রকারে এই ত্রয়ীময়ী ধেনুই সকলের আপ্যায়ন সম্পাদন করেন। সেই ত্রয়ীর উচ্ছেদ সাধন করিলে, সেই মহাপাপকর্ত্তা অন্ধতামিস্র ও তামিস্র নামক উভয়বিধ নরকেই নিমগ্ন হয়। অমর প্রভৃতিরা এই ধেনুর বৎস। যে ব্যক্তি যথাকালে সেই বৎসগণকে উপরোক্ত স্তন পান করাইয়া থাকে, সুরপুরে তাহার গতি হয়। হে পুত্র! এই জন্যই প্রত্যহ স্বীয় দেহের ন্যায় সুরগণ, মুনিগণ, পিতৃগণ, নরগণ ও ভূতগণের পোষণ করাই সকলের পক্ষে বিধেয়। ৬—১৪। এই জন্যই স্নানান্তে পবিত্র হইয়া সমাহিত মনে সুরগণ, পিতৃগণ, মুনিগণ ও প্রজাপতি, বারিদান-সহকারে ইঁহাদিগের তর্পণ করিতে হয়। চন্দন ও গন্ধ-ধূপাদি দ্বারা সুরগণের পূজা করিয়া তদনন্তর অগ্নি-তর্পণ করত বলি প্রদান করিবে। ব্রহ্মাকে বিশ্বদেবগণকে ও ধন্বন্তরিকে গৃহমধ্যে পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে উদ্দেশ করিয়া বলি প্রদান করিবে। ইন্দ্রকে পূর্ব্বদিকে, যমকে দক্ষিণদিকে, বরুণকে পশ্চিমদিকে এবং সোমকে উত্তরদিকে বলি প্রদান করিতে হয়। গৃহের দ্বারদেশে ধাতা ও বিধাতার উদ্দেশে এবং অর্য্যমাকে গৃহের বহির্ভাগে সমন্তাৎ বলি প্রদান করিবে। তদনন্তর নিশাচর ভূতসকলের উদ্দেশে নভোমার্গে বলি আহরণ করিবে। পিতৃগণের বলি নির্ব্বপণ করিতে দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিত হইবে। অনন্তর গৃহী তৎপর ও সমাহিতচিত্ত হইয়া আচমনার্থ জলগ্রহণপূর্ব্বক তত্তৎস্থানে সেই সেই দেবতার উদ্দেশে প্রদান করিবে। গৃহস্বামী এই প্রকারে গৃহবলি প্রদান করিয়া পবিত্রভাবে ভূতসমূহের আপ্যায়নার্থ সাদরে উৎসর্গবিধি সমাহিত করিবেন। কুক্কুর, শ্বপচ ও পক্ষীদিগের জন্য ভূমিতলে বলি নির্ব্বপণ করিতে হয়। ইহাকেই বৈশ্বদেব বলি কহে। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে এই বলি প্রদান করা উচিত। প্রাজ্ঞ গৃহী এই

আচম্য চ ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাজ্ঞো দ্বারাবলোকনম্।
মুহূর্ত্তস্যাষ্টমং ভাগমুদীক্ষ্যোহপ্যতিথির্ভবেৎ।
অতিথিং তত্র সম্প্রাপ্তমন্নাদ্যেনোদকেন চ ॥২৪
সম্পূজয়েদ্যথাশক্তি গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথা।
ন মিত্রমতিথিং কুর্য্যান্নৈকগ্রামনিবাসিনম্ ॥ ২৬
অজ্ঞাতকুলনামানং তৎকালসমুপস্থিতম্।
বুভুক্ষুমাগতং শ্রান্তং যাচমানমকিঞ্চনম্।
ব্রাহ্মণং প্রাহুরতিথিং স পূজ্যঃ শক্তিতো বুধৈঃ
ন পৃচ্ছেদ্গোত্রচরণং স্বাধ্যায়ঞ্চাপি পণ্ডিতঃ।
শোভনাশোভনাকারং তং মন্যেত প্রজাপতিম্
অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে
তস্মিংস্তুষ্টে নৃযজ্ঞোত্থাদৃণান্মুচ্যেদ্গৃহাশ্রমী ॥২৯
তস্মা অদত্ত্বা যো ভুঙ্ক্তে স্বয়ং কিল্বিষভুঙ্ নরঃ।
স পাপং কেবলং ভুঙ্ক্তে পুরীষঞ্চান্যজন্মনি ॥

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৩১
অপ্যম্বুশাকদানেন যথাপ্যশ্নাতি স স্বয়ম্।
পূজয়েৎ তু নরঃ শক্ত্যা তেনৈবাতিথিমাদরাৎ
কুর্য্যাচ্চাহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন চ।
পিতৄনুদ্দিশ্য বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েদ্বিপ্রমেব বা ॥৩৩
অন্নস্যাগ্রং তদুদ্ধৃত্য ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ।
ভিক্ষাঞ্চ যাচতাং দদ্যাৎ পরিব্রাড্ব্রহ্মচারিণাম্
গ্রাসপ্রমাণা ভিক্ষা স্যাদগ্রং গ্রাসচতুষ্টয়ম্।
অগ্রং চতুর্গুণং প্রাহুর্হন্তকারং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩৫
ভোজনং হন্তকারং বা অগ্রং ভিক্ষামথাপি বা।
অদত্ত্বা তু ন ভোক্তব্যং যথাবিভবমাত্মনঃ ॥৩৬
পূজয়িত্বাতিথীনিষ্টান্ জ্ঞাতীন্ বন্ধূংস্তথার্থিনঃ।
বিকলান্ বালবৃদ্ধাংশ্চ ভোজয়েচ্চাতুরাংস্তথা ॥৩৬
বাঞ্ছতে ক্ষুৎপরীতাত্মা যচ্চান্যোঽন্নমকিঞ্চনঃ।

প্রকারে বৈশ্বদেব বলি প্রদানপূর্ব্বক আচমন করিয়া দ্বারাবলোকন করিবেন। ১৫—২৪। মুহূর্ত্তের অষ্টম ভাগ যাবৎ অতিথির অপেক্ষা করিবে। অতিথি অভ্যাগত হইলে শক্ত্যনুসারে উদক, অন্নাদি ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়। মিত্র বা একগ্রামবাসী ব্যক্তিকে অতিথি করিতে নাই। যে ব্যক্তি অজ্ঞাত-কুলনামা, যিনি তৎকালেই সমাগত, প্রকৃত আহারাভিলাষে যাহার আগমন, যিনি শ্রান্ত, যিনি যাচমান এবং যাহার কিছুমাত্র নাই, পণ্ডিতগণ তাদৃশ ব্রাহ্মণকেই অতিথি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শক্ত্যনুসারে তাদৃশ অতিথিরই পূজা বিধান করা কর্ত্তব্য। বিচক্ষণ গৃহী অতিথির গোত্র, বেদশাখা অথবা স্বাধ্যায়ের বিষয় কিছুই জিজ্ঞাসা করিবেন না। অতিথি সুন্দর বা কুৎসিত, যে প্রকারই হউক না কেন তাহাকে মূর্ত্তিমান্ প্রজাপতির স্বরূপ বিবেচনা করিবে। নিত্য অবস্থান করেন না বলিয়াই তাদৃশ অভ্যাগতকে অতিথি বলা যায়। অতিথির তৃপ্তিসাধন হইলে গৃহী নৃযজ্ঞের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করে। যে ব্যক্তি অতিথিকে না দিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে কিল্বিষভোজী ও পাপভাগী হয় এবং পরজন্মে সে বিষ্ঠাভোজন করিয়া থাকে। ২৫—৩০। অতিথি যাহার গৃহ হইতে ভগ্নাশ হইয়া প্রতিগমন করে, তাহার পুণ্যরাশি লইয়া স্বীয় পাপ প্রদান করিয়া থাকে। অতিথিকে জল ও শাক কিংবা যাহা নিজে ভক্ষণ করা যায়, তাহা সমর্পণ করিয়া শক্ত্যনুসারে সাদরে তাহার পূজা করিবে। প্রত্যহ জল ও অন্নাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ এবং পিতৃগণের উদ্দেশে এক বা বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অন্নের অগ্রভাগ তুলিয়া বিপ্রকে অর্পণ করিতে হয়। পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারীরা প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিবে। একগ্রাসকে ভিক্ষা, গ্রাসচতুষ্টয়কে অগ্র এবং অগ্রচতুষ্টয়কে হন্তকার বলা যায়। স্বীয় বিভবানুসারে হন্তকার কিংবা অগ্র অথবা ভিক্ষা না দিয়া কদাচ স্বয়ং আহার করিবে না। ৩১—৩৬। অতিথিসৎকারের পর অভীষ্ট জ্ঞাতি, বন্ধু, প্রার্থী, বিকল, বালক, বৃদ্ধ ও আতুর, ইহাদিগকে ভোজন করাইতে হয়। অন্য কোন অকিঞ্চন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া

কুটুম্বিনা ভোজনীয়ঃ সমর্থো বিভবে সতি ॥ ৩৮
শ্রীমন্তং জ্ঞাতিমাসাদ্য যো জ্ঞাতিরবসীদতি ।
সীদতা যৎ কৃতং তেন তৎ পাপং স সমশ্নুতে ॥
সায়ঞ্চৈব বিধিঃ কার্য্যঃ সূর্য্যোঢ়ং তত্র চাতিথিম্
পূজয়েত যথাশক্তি শয়নাসন-ভোজনৈঃ ॥ ৪০
এবমুদ্বহতস্তাত গার্হস্থ্যং ভারমাহিতম্ ।
স্কন্ধে বিধাতা দেবাশ্চ পিতরশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৪১
শ্রেয়োঽভিবর্ষিণঃ সর্ব্বে তথৈবাতিথিবান্ধবাঃ ।
পশুপক্ষিগণাস্তৃপ্তা যে চান্যে সূক্ষ্মকীটকাঃ ॥৪২
গাথাশ্চাত্র মহাভাগ স্বয়মত্রিরগায়ত ।
তাঃ শৃণুষ্ব মহাভাগ গৃহস্থাশ্রমসংস্থিতাঃ ॥ ৪৩
দেবান্ পিতৄংশ্চাতিথীংশ্চ তদ্বৎ সম্পূজ্য বান্ধবান্ ।
জ্ঞাতীংস্তথা গুরূংশ্চৈব গৃহস্থো বিভবে সতি ॥
শ্বভ্যশ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেদ্ভুবি ।

প্রার্থনা করিলে, তাহাকেও আহার প্রদান করিবে। সম্পত্তি থাকিলে সমর্থ ব্যক্তিকেও ভোজন করাইতে হয়। যে জ্ঞাতি, শ্রীমান্ জ্ঞাতি বিদ্যমানেও অবসাদ প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি অবসন্নাবস্থায় যে সকল পাপের অনুষ্ঠান করে, শ্রীমান্ জ্ঞাতিকেও সেই পাপের অংশভাগী হইতে হয়। সন্ধ্যাকালেও এই প্রকার বিধির অনুষ্ঠান করিবে। অতিথি সূর্য্যাস্তকালে সমাগত হইলে শক্ত্যনুসারে শয়ন, আসন ও ভোজন দ্বারা পূজা করিতে হয়। হে তাত! এই প্রকার স্বীয় স্কন্ধে সন্নিবেশিত গার্হস্থ্যভার বহন করিলে বিধাতা সুরগণ, পিতৃগণ, মহর্ষিগণ, অতিথিগণ, বান্ধবগণ, এবং পশু, পক্ষী ও সূক্ষ্ম-কীটগণ, সকলেই যারপর নাই প্রীত হইয়া তাহার কল্যাণ বিধান করিয়া থাকে। হে মহাভাগ! মহাভাগ অত্রি এই উপলক্ষে স্বয়ং যে গাথা গান করিয়া গিয়াছেন, তুমি সেই গৃহস্থাশ্রমসংস্থিত গাথা শ্রবণ কর;— "যদি সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে গৃহী ব্যক্তি সুরগণ, পিতৃগণ, অতিথিগণ, বন্ধুগণ, জ্ঞাতিগণ ও গুরুগণের অর্চ্চনা

বৈশ্বদেবং হি নমিত্তৎ কুর্য্যাৎ সায়ং তথা দিনে
মাংসমন্নং তথা শাকং গৃহে যচ্চোপসাধিতম্ ।
ন চ তৎ স্বয়মশ্নীয়াদ্বিধিবদ্যন্ন নির্ব্বপেৎ ॥ ৪৬

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মদালসোপদেশো নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

মদালসোবাচ ।
নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চৈব নিত্যনৈমিত্তিকং তথা ।
গৃহস্থস্য ত্রিধা কর্ম্ম তন্নিশাময় পুত্রক ॥ ১
পঞ্চযজ্ঞাশ্রিতং নিত্যং যদেতৎ কথিতং তব ।
নৈমিত্তিকং তথৈবান্যৎ পুত্রজন্মক্রিয়াদিকম্ ॥ ২
নিত্যনৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং পর্ব্বশ্রাদ্ধাদি পণ্ডিতৈঃ ।
তত্র নৈমিত্তিকং বক্ষ্যে শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ং তব ॥ ৩
পুত্রজন্মনি যৎ কার্য্যং জাতকর্ম্মসমং নরৈঃ ।

করিয়া শ্বগণ, শ্বপচগণ ও পক্ষিগণের উদ্দেশে ভূতলে অন্ন প্রদান করিবে। বৈশ্বদেব নামক বলিকর্ম্ম পূর্ব্বাহ্নে ও সায়ংকালে করাই কর্ত্তব্য। মাংস, অন্ন, শাক অথবা গৃহে যে কিছু বস্তু বিদ্যমান থাকে তাহা যথানিয়মে নির্ব্বপণ না করিয়া স্বয়ং আহার করিতে নাই।"৩৭—৪৬।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

মদালসা কহিলেন, হে পুত্র! গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্রিবিধ;—নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক। এই ত্রিবিধ বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যে পঞ্চযজ্ঞাশ্রিত কর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিলাম, তাহাকেই নিত্য কহে। এতদ্ব্যতিরেকে পুত্রজন্মক্রিয়াদিকে নৈমিত্তিক এবং পর্ব্ব-শ্রাদ্ধাদিকে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলা যায়। তন্মধ্যে অগ্রে তোমার নিকট নৈমিত্তিক

বিবাহাদৌ চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বং সম্যক্ ক্রমোদিতম্
পিতরশ্চাত্র সম্পূজ্যাঃ খ্যাতা নান্দীমুখাস্তু যে।
পিণ্ডাংশ্চ দধিসম্মিশ্রান্ দদ্যাদ্‌যবসমন্বিতান্॥ ৫
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা যজমানঃ সমাহিতঃ।
বৈশ্বদেববিহীনং তৎ কেচিদিচ্ছন্তি মানবাঃ॥ ৬
যুগ্মাশ্চাত্র দ্বিজাঃ কার্য্যাস্তে চ পূজ্যাঃ প্রদক্ষিণম্
এতন্নৈমিত্তিকং বৃদ্ধৌ তথান্যচ্চৌর্দ্ধদেহিকম্॥৭
মৃতাহনি চ কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টং শৃণুষ তৎ।
দৈবহীনং তথা কার্য্যং তথৈবৈকপবিত্রকম্॥ ৮
আবাহনং ন কর্ত্তব্যমগ্নৌকরণবর্জ্জিতম্।
প্রেতস্য পিণ্ডমেকঞ্চ দদ্যাদুচ্ছিষ্টসন্নিধৌ॥ ৯
তিলোদকঞ্চাপসব্যং তন্নামস্মরণান্বিতম্।
অক্ষয্যমমুকস্যেতি স্থানে বিপ্রবিসর্জ্জনে॥ ১০
অভিরম্যতামিতি ব্রূয়াদ্‌ব্রূয়ুস্তেঽভিরতাঃ স্ম হে
প্রতিমাসং ভবেদেতৎ কার্য্যমাবৎসরং নরৈঃ॥
অথ সংবৎসরে পূর্ণে যদা বা ক্রিয়তে নরৈঃ।
সপিণ্ডীকরণং কার্য্যং তস্যাপি বিধিরুচ্যতে॥১২
তচ্চাপি দৈবরহিতমেকার্ঘ্যৈকপবিত্রকম্।
নৈবাগ্নৌকরণং তত্র তচ্চাবাহনবর্জ্জিতম্।
অপসব্যঞ্চ তত্রাপি ভোজয়েদযুজো দ্বিজান্।
বিশেষস্তত্র চান্যোঽস্তি প্রতিমাসং ক্রিয়াধিকঃ
তং কথ্যমানমেকাগ্রো বদন্ত্যা মে নিশাময়॥ ১৪
তিলগন্ধোদকৈর্যুক্তং তত্র পাত্রচতুষ্টয়ম্।
কুর্য্যাৎ পিতৃণাং ত্রিতয়মেকং প্রেতস্য পুত্রক॥১৫
পাত্রত্রয়ে প্রেতপাত্রমর্ঘ্যঞ্চৈব প্রসেচয়েৎ।

কর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। পুত্র-জন্মকালে মনুষ্যেরা যে প্রকার জাতকর্ম্ম করে, বিবাহাদিতেও যথাক্রমে সমানরূপে সেই প্রকার করিবে। বিবাহাদি কর্ম্মে নান্দীমুখ নামে প্রসিদ্ধ পিতৃগণকে সম্যক্-রূপে পূজা করিতে হয়। সেই সময়ে যজমান সমাহিত হইয়া প্রাঙ্মুখে বা উদঙ্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে যব ও দধিমিশ্রিত পিণ্ড সমর্পণ করিবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ইহাতে বৈশ্বদেব বলিপ্রদানের আবশ্যকতা নাই। ১—৬। ইহাতে দুইটী ব্রাহ্মণ কল্পনাপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করত অর্চ্চনা করিবে। ইহাই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে নৈমিত্তিক বলিয়া অভিহিত। ইহা ব্যতি-রেকে মৃতদিবসে যে একোদ্দিষ্ট নামক ঔর্দ্ধ-দেহিক নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা শ্রবণ কর। ইহাতে কোন প্রকার দৈবকর্ম্ম করিতে হয় না এবং আবাহন বা অগ্নৌকরণও নাই; একমাত্র কুশপ্রয়োগই বিধিপ্রতি-পাদিত। উচ্ছিষ্টসন্নিধানে প্রেতের উদ্দেশে একমাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে এবং তদীয় নাম স্মরণ করিয়া অপসব্যে সতিল জল প্রোক্ষণ করিতে হইবে। সেই সময়ে এই প্রকার বলিতে হইবে যে,—অমুকের উদ্দেশে এই সতিল জল প্রদান করিতেছি, তাহা অক্ষয় হউক এবং তিনি এই তিলোদক দ্বারা পরমা প্রীতি অনুভব ও প্রদর্শন করুন।" ব্রাহ্ম-ণেরা কহিবেন যে,—"প্রীতি অনুভব করি-লাম।" সংবৎসর যাবৎ প্রতিমাসেই এই প্রকার অনুষ্ঠান করিবে। ৭—১১। তদন-ন্তর সংবৎসরকাল পরিপূর্ণ হইলে কিংবা যৎকালে উহা করিবার বিধি আছে, সেই সময়ে সপিণ্ডীকরণ করিতে হইবে। সপিণ্ডী-করণের'ও বিধান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। এই সপিণ্ডীকরণও দৈবকার্য্যহীন, অগ্নৌকরণহীন এবং আবাহনশূন্য। একমাত্র অর্ঘ্য ও কুশ প্রদানই ইহাতে বিধি-প্রতি-পাদিত। দক্ষিণাদকে বা প্রতিকূলদিগের সজল পিণ্ডাদি পূর্ব্বোক্ত বিধানে অর্পণ করিয়া অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। পর্ব্বশ্রাদ্ধাদিই নিত্য-নৈমিত্তিক বলিয়া কথিত। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, প্রতিমাসে অতিরিক্ত কার্য্য করিবে; তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। হে বৎস! সতিল গন্ধোদক-সমন্বিত পাত্রচতুষ্টয় স্থাপন করিবে, তন্মধ্যে তিনটী পিতৃগণের উদ্দেশে এবং অপরটী প্রেতের উদ্দেশে করিতে হইবে। পিতৃগণের উদ্দেশে স্থাপিত পাত্র

যে সমানা ইতি জপন্ পূর্ব্ববচ্ছেষমাচরেৎ ॥ ১৬
স্ত্রীণামপ্যেবমেবৈতদেকোদ্দিষ্টমুদাহৃতম্ ।
সপিণ্ডীকরণং তাসাং পুত্রাভাবে ন বিদ্যতে ॥
প্রতিসংবৎসরং কার্য্যমেকোদ্দিষ্টং নরৈঃ স্ত্রিয়াঃ ।
মৃতাহনি যথান্যায়ং নৃণাং যদ্বদিহোদিতম্ ॥ ১৮
পুত্রাভাবে সপিণ্ডাস্তু তদভাবে সহোদকাঃ ।
মাতুঃ সপিণ্ডা যে চ স্যুর্যে চ মাতুঃ সহোদকাঃ ॥
কুর্য্যুরেনং বিধিং সম্যগপুত্রস্য সুতাসুতঃ ;
কুর্য্যুর্মাতামহায়ৈবং পুত্রিকাতনয়াস্তথা ॥ ২০
দ্ব্যামুষ্যায়ণসংজ্ঞাস্তু মাতামহ-পিতামহান্ ।
পূজয়েয়ুর্যথান্যায়ং শ্রাদ্ধৈর্নৈমিত্তিকৈরপি ॥ ২১
সর্ব্বাভাবে স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ স্বভর্ত্তৄণামমন্ত্রকম্ ।
তদভাবে চ নৃপতিঃ কারয়েৎ স্বকুটুম্বিনা ॥২২
তজ্জাতীয়ৈর্নরৈঃ সম্যগ্দাহাদ্যাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ

ত্রয়ে প্রেতপাত্র ও অর্ঘ্য প্রসেক করিতে হয়। তৎপরে "যে সমানা" প্রভৃতি মন্ত্র জপ করত পূর্ব্বকথিত প্রকারে অবশিষ্ট কার্য্য সমাপন করিবে। স্ত্রীগণের উদ্দেশেও এই প্রকার একোদ্দিষ্টের বিধান আছে; কিন্তু পুত্র অবিদ্যমানে তাহাদিগের সপিণ্ডীকরণ হইবে না। প্রতিবৎসর স্ত্রীগণের উদ্দেশে ঐ প্রকার নিয়মে একোদ্দিষ্ট করিবে। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণেরও মৃত দিবসে সাধ্যানুসারে একোদ্দিষ্ট করিতে হয়। পুত্র অভাবে সপিণ্ডগণ, সপিণ্ড অভাবে সহোদরগণ এবং যাহারা মাতার সপিণ্ড, অথব সহোদক ও যাহারা মাতার দৌহিত্র, তাহারা ঐপ্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। মাতামহের উদ্দেশে কন্যার তনয়গণ ঐপ্রকার কার্য্য করিবে। ইহাকেই "দ্ব্যামুষ্যায়ণ" কহে। নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধদ্বারা মাতামহ ও পিতামহদিগকে বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিবে। ১২—২১। সকলের অভাবে নারীগণ নিজ নিজ পতির কার্য্য করিবে; কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার মন্ত্র প্রয়োগ করিবে না। যদি স্ত্রীরও অভাব হয়, তাহা হইলে নরপতি মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণ দ্বারা এবং সজাতীয় ব্যক্তিদ্বারা

সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং বান্ধবো নৃপতির্যতঃ ॥২৩
এতাস্তে কথিতা বৎস নিত্যনৈমিত্তিকাস্তথা ।
ক্রিয়াং শ্রাদ্ধাশ্রয়ামন্যাং নিত্যনৈমিত্তিকীং শৃণু ॥
দর্শস্তত্র নিমিত্তং বৈ কালশ্চন্দ্রক্ষয়াত্মকঃ ।
নিত্যতাং নিয়তঃ কালস্তস্যাঃ সংসূচয়ত্যথ ॥ ২৫

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে শ্রাদ্ধকল্পো নাম
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায় ।

সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং পিতুর্যঃ প্রপিতামহঃ ।
স তু লেপভুজো যাতি প্রলুপ্তঃ পিতৃপিণ্ডতঃ ॥১
তেষামন্যশ্চতুর্থো যঃ পুত্রলেপভুজান্নভুক্ ।
সোঽপি সম্বন্ধতো হীনমুপভোগং প্রপদ্যতে ॥
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।

তত্তৎদাহাদি যাবতীয় কর্ম্ম নিষ্পাদিত করিবেন। কারণ, নরপতি যাবতীয় বর্ণেরই বান্ধব। হে বৎস! আমি এই তোমার নিকট নিত্য ও নৈমিত্তিক বিষয় বর্ণন করিলাম। এক্ষণে শ্রদ্ধাশ্রিত অন্য প্রকার নিত্য-নৈমিত্তিকী ক্রিয়া শ্রবণ কর। শশধরের ক্ষয়াত্মক কালই দর্শ অর্থাৎ অমাবস্যা বলিয়া কথিত। সেই দর্শই এ বিষয়ের নিমিত্ত স্বরূপ এবং সতত তাহার নিত্যতা সূচনা করিয়া দেয়। এই কারণেই ইহাকে নিত্য-নৈমিত্তিকী ক্রিয়া কহে। ২২—২৫।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

মদালসা কহিলেন, সপিণ্ডীকরণেও পিতৃপিণ্ডে পিতার প্রপিতামহের অধিকার নাই। তিনি লেপভোজিগণের মধ্যে গণনীয়। যিনি তাঁহাদিগের মধ্যে চতুর্থস্থানীয় এবং পুত্রের লেপ অন্নভোজী, তিনি সম্বন্ধশূন্য; তিনি উপভোগ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পিতা,

পিণ্ডসম্বন্ধিনো হেতে বিজ্ঞেয়াঃ পুরুষাস্ত্রয়ঃ ॥ ৩
লেপসম্বন্ধিনশ্চান্যে পিতামহপিতামহাৎ।
প্রভৃত্যুক্তাস্ত্রয়স্তেষাং যজমানশ্চ সপ্তমঃ ॥ ৪
ইত্যেষ মুনিভিঃ প্রোক্তঃ সম্বন্ধঃ সাপ্তপৌরুষঃ
যজমানাৎ প্রভৃত্যূর্দ্ধমনুলেপভুজস্তথা ॥ ৫
ততোঽন্যে পূর্ব্বজাঃসর্ব্বে যে চান্যে নরকৌকসঃ
যে চ তির্য্যক্ত্বমাপন্না যে চ ভূতাদিসংস্থিতাঃ ॥৬
তান্ সর্ব্বান্ যজমানো বৈ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্ যথাবিধি
সমাপ্যায়য়তে বৎস যেন যেন শৃণুষ তৎ ॥ ৭
অন্নপ্রকিরণং যৎ তু মনুষ্যৈঃ ক্রিয়তে ভুবি।
তেন তৃপ্তিমুপায়ান্তি যে পিশাচত্বমাগতাঃ ॥ ৮
যদম্বু স্নানবস্ত্রোত্থং ভূমৌ পততি পুত্রক।
তেন যে তরুতাং প্রাপ্তাস্তেষাংতৃপ্তিঃ প্রজায়তে
যাস্তু গাত্রাম্বুকণিকাঃ পতন্তি ধরণীতলে।
তাভিরাপ্যায়নং তেষাং যে দেবত্বং কুলে গতাঃ
উদ্ধৃতেষথ পিণ্ডেষু যাশ্চান্নকণিকা ভুবি।
তাভিরাপ্যায়নং প্রাপ্তা যে তির্য্যক্ত্বং কুলে গতাঃ
যেবা দগ্ধাঃকুলে বালাঃ ক্রিয়াযোগ্যা হ্যসংস্কৃতাঃ
বিপন্নাস্তেঽন্নবিকির-সম্মার্জ্জনজলাশিনঃ ॥ ১২
ভুক্ত্বা চাচামতাং যচ্চ জলং যচ্চাঙ্ঘ্রিসেচনে।
ব্রাহ্মণানাং তথৈবান্যে তেন তৃপ্তিং প্রয়ান্তি বৈ
এবং যো যজমানস্য যশ্চ তেষাং দ্বিজন্মনাম্।
কশ্চিজ্জলান্নবিক্ষেপঃ শুচিরুচ্ছিষ্ট এব বা ॥ ১৪
তেনান্যে তৎকুলে তত্র তত্তদ্যোন্যন্তরং গতাঃ
প্রয়ান্ত্যাপ্যায়নং বৎস সম্যক্ শ্রাদ্ধক্রিয়াবতাম্
অন্যায়োপার্জ্জিতৈরর্থৈর্যচ্ছ্রাদ্ধং ক্রিয়তে নরৈঃ
তৃপ্যন্তে তেন চাণ্ডাল-পুক্কসাদ্যাসু যোনিষু॥
এবমাপ্যায়নং বৎস বহূনামিহ বান্ধবৈঃ।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বদ্ভিরন্নাম্বু-বিন্দুক্ষেপেণ জায়তে ॥ ১৭
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং নরো ভক্ত্যা শাকৈরপি যথাবিধি।

পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনজন পিণ্ড-সম্বন্ধী। পিতামহের পিতামহ হইতে পুরুষ-ত্রয় লেপসম্বন্ধী; তাঁহাদিগের মধ্যে যজমান সপ্তম। মুনিগণ এই প্রকারে সাপ্ত-পৌরুষ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। যজমান হইতে ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা অনুলেপ-সম্বন্ধী। ১—৫। পূর্ব্বপুরুষেরা ও নিরয়বাসী অপরাপর পুরুষ সকল এবং যাহারা তির্য্যগ্যোনিতে ও ভূতাদিসংস্থিত হইয়াছে, যজমান যে যে প্রকার বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। নরগণ ভূমি-তলে যে অন্ন বিকিরণ করে, তদ্দ্বারা পিশাচ-যোনি-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিবিধান হইয়া থাকে। পুত্র! স্নানবস্ত্রসমুত্থিত যে জল ভূমিতলে নিপতিত হয়, তদ্দ্বারা বৃক্ষযোনি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। বংশে যাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, গাত্র হইতে যে সকল বারিবিন্দু ধরণীতলে নিপতিত হয়, তদ্দ্বারা তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করেন। ৮—১০। পিণ্ড উত্তোলন সময়ে যে সকল অন্ন ধরাতলে নিপতিত হয়, তির্য্যগ্যোনি-গত পূর্ব্বপুরুষগণ তদ্দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি ক্রিয়াযোগ্য হইলেও অসংস্কৃতাবস্থায় বাল্যবয়সে অদগ্ধ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, বিকীর্ণ অন্ন ও সম্মার্জ্জন-জল ভোজন দ্বারা তাহাদিগের তৃপ্তিলাভ হয়। বিপ্রগণ আহারান্তে আচমনকালে যে জল নিক্ষেপ করেন এবং তাঁহাদিগের চরণ ধৌতকালে যে জল ধরাতলে নিপতিত হয়, অন্যান্য সকলে তাহা পান করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন। হে বৎস! এই প্রকার যাঁহারা সম্যক্ নিয়মানুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের যোন্যন্তর প্রাপ্ত পিতৃ-পুরুষেরা যজমানের অথবা বিপ্রগণের কোন প্রকারে প্রক্ষিপ্ত শুচি বা উচ্ছিষ্ট জল ও অন্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করেন। ১১—১৫। অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে চণ্ডাল ও পুক্কসাদিযোনিগত পিতৃগণ তদ্দ্বারা তৃপ্তিলাভ করেন। হে বৎস! এই প্রকারে বান্ধবগণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানপূর্ব্বক যে বারিবিন্দু ও অন্ন প্রদান করে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের বহুসংখ্যক পিতৃপুরুষের তৃপ্তি বিধান হয়। এই হেতু ভক্তিমান্ হইয়া

কুর্ব্বীত কুর্ব্বতঃ শ্রাদ্ধং কুলে কশ্চিন্ন সীদতি ॥১৮
তস্ত কালানহং বক্ষ্যে নিত্যনৈমিত্তিকাত্মকান্।
বিধিনা যেন চ নরৈঃ ক্রিয়তে তন্নিবোধ মে ॥১৯
কার্য্যং শ্রাদ্ধমমাবাস্তাং মাসি মাস্যুড়ুপক্ষয়ে।
তথাষ্টকাস্বপাবশ্যমিচ্ছাকালং নিবোধ মে ॥ ২০
বিশিষ্টব্রাহ্মণপ্রাপ্তৌ সূর্য্যেন্দুগ্রহণেঽয়নে।
বিষুবে রবিসংক্রান্তৌ ব্যতিপাতে চ পুত্রক ॥২১
শ্রাদ্ধার্হদ্রব্যসম্প্রাপ্তৌ তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
জন্মর্ক্ষগ্রহপীড়াসু শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত চেচ্ছয়া ॥ ২২
বিশিষ্টঃ শ্রোত্রিয়ো যোগী বেদবিজ্জ্যেষ্ঠসামগঃ
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ ॥ ২৩
দৌহিত্র ঋত্বিগ্‌জামাতৃ-স্বস্রীয়াঃ শ্বশুরস্তথা।
পঞ্চাগ্নিকর্ম্মনিষ্ঠশ্চ তপোনিষ্ঠোঽথ মাতুলঃ ॥ ২৪
মাতাপিতৃপরশ্চৈব শিষ্যসম্বন্ধিবান্ধবাঃ।
এতে দ্বিজোত্তমাঃ শ্রাদ্ধে সমস্তাঃ কেতনক্ষমাঃ
অবকীর্ণী তথা রোগী ন্যূনাঙ্গশ্চাতিরিক্তথাধিকঃ।
পৌনর্ভবস্তথা কাণঃ কুণ্ডো গোলোঽথ পুত্রকঃ ॥
মিত্রধ্রুক্ কুনখী ক্লীবঃ শ্যাবদন্তো নিরাকৃতিঃ।
অভিশস্তস্তু তাতেন পিশুনঃ সোমবিক্রয়ী ॥২৭
কন্যাদূষয়িতা বৈদ্যো গুরুপিত্রোস্তথোজ্ঝকঃ।
ভৃতকাধ্যাপকোঽমিত্রঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা। ॥ ২৮
বেদোজ্ঝোঽথাগ্নিসন্ত্যাগী বৃষলীপতিদূষিতঃ।
তথান্যেচ বিকর্ম্মস্থা বর্জ্জ্যাঃ পিত্র্যে বৈ দ্বিজাঃ ॥
নিমন্ত্রয়েত পূর্ব্বেদ্যুঃ পূর্ব্বোক্তান্ দ্বিজসত্তমান্।
দৈবে নিয়োগে পিত্র্যে চ তাংস্তথৈবোপকল্পয়েৎ
তৈশ্চ সংযতিভির্ভাব্যং যশ্চ শ্রাদ্ধং করিষ্যতি।
শ্রাদ্ধং দত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চ মৈথুনং যোঽনুগচ্ছতি।

শাক দ্বারাও শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে তদ্বংশজাত কাহাকেও অবসন্ন হইতে হয় না। ১৬—১৮। হে বৎস! এক্ষণে আমি শ্রাদ্ধের নিত্য-নৈমিত্তিক কাল কীর্ত্তন করিব এবং যে প্রকার বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহাও বর্ণন করিব শ্রবণ কর। প্রতিমাসে যৎকালে চন্দ্রের ক্ষয় হইয়া থাকে, সেই অমাবস্যাতে বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এতদ্ব্যতিরেকে পৌষমাসাদির কৃষ্ণাষ্টমীতেও শ্রাদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধুনা শ্রাদ্ধের ইচ্ছাকাল কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর। যদি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণকালে, অয়নে, বিষুব-সময়ে, রবি সংক্রমণে, ব্যতীপাতে, শ্রাদ্ধোপযুক্ত বস্তু প্রাপ্ত হইলে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে, জন্ম-নক্ষত্রে ও গ্রহপীড়া সংঘটিত হইলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। ১৯—২২। যে ব্যক্তি বিশিষ্টভাবসম্পন্ন, শ্রোত্রিয়, যোগী, বেদজ্ঞ, জ্যেষ্ঠসামগ, নচিকেতা-প্রণীত উপনিষৎত্রয়ের উপাসক; যিনি ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ ও ষড়ঙ্গবেত্তা; যে ব্যক্তি দৌহিত্র, ঋত্বিক্, জামাতা, ভগিনীপুত্র ও শ্বশুর; যে ব্যক্তি পঞ্চাগ্নিকর্ম্মনিষ্ঠ ও তপঃপরায়ণ; যে ব্যক্তি মাতুল; যিনি মাতৃ-পিতৃভক্ত; যিনি শিষ্ট, সম্বন্ধী ও বান্ধব; তাদৃশ বিপ্রশ্রেষ্ঠগণই শ্রাদ্ধের উপযুক্ত পাত্র। অবকীর্ণী (ব্রহ্মচর্য্যাদিশূন্য), রুগ্ন, স্থূলাঙ্গ, হীনাঙ্গ, দ্বিবিবাহিতার গর্ভজাত,একচক্ষু, কুণ্ড (জীবদ্‌ভর্তৃকার গর্ভজাত জারজ তনয়), গোলক (মৃতভর্তৃকার জারজ পুত্র), বন্ধুদ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, শ্যাবদন্ত, নিরাকৃতি (হীনাকৃতি), পিতাকর্তৃক অভিশপ্ত, ক্রূর, সোমবিক্রয়ী, কন্যাদূষয়িতা, বৈদ্যব্যবসায়ী, গুরু বা পিতৃত্যাগী, ভৃতকাধ্যাপক (বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনাকারী), অমিত্র, পরপূর্ব্বাপতি (যে নারী পূর্ব্বে অপরের পরিগ্রহ ছিল, তাহার স্বামী), বেদত্যাগী, অগ্নিত্যাগী, বৃষলীপতি (দ্বাদশবর্ষীয়া) অনূঢ়া ঋতুমতী স্ত্রীর পতি), দূষিত এবং অপরাপর গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী বিপ্রগণকে পিত্র্যকর্ম্মে পরিত্যাগ করিবে। ২৩—২৯। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে পূর্ব্বকথিত বিপ্রশ্রেষ্ঠগণকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। কি দৈবকার্য্য, কি পিতৃকার্য্য উভয় কর্ম্মেই তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করা কর্ত্তব্য। যিনি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাকে সংযম করিয়া থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধদান ও ভক্ষণ করিয়া

পিতরস্ত তয়োর্মাসং তস্মিন্ রেতসি শেরতে॥
গত্বা চ যোষিতং শ্রাদ্ধে যো ভুঙ্ক্তে যশ্চ গচ্ছতি
রেতোমূত্রকৃতাহারাস্তন্মাসং পিতরস্তয়োঃ॥ ৩২
তস্মাত্তৎ প্রথমং কার্য্যং প্রাজ্ঞেনোপনিমন্ত্রণম্।
অপ্রাপ্তৌ তদ্দিনে চাপি বর্জ্জ্যা যোষিৎপ্রসঙ্গিনঃ
ভিক্ষার্থমাগতান্ বাপি কালে সংযমিনো যতীন্
ভোজয়েৎ প্রণিপাতাদ্যৈঃ প্রসাদ্য যতমানসঃ॥
যথৈব শুক্লপক্ষাদ্বৈ পিতৃণামসিতঃ প্রিয়ঃ।
তথাপরাহ্ণঃ পূর্ব্বাহ্ণাৎ পিতৃণামতিরিচ্যতে॥ ৩৫
সম্পূজ্য স্বাগতেনৈতানভ্যুপেতান্ গৃহে দ্বিজান্
পবিত্রপাণিরাচান্তানাসনেষূপবেশয়েৎ॥ ৩৬
পিতৄণাময়ুজঃ কুর্য্যাদ্যুগ্মান্ দৈবে দ্বিজোত্তমান্।
একৈকং বা পিতৄণাঞ্চ দেবানাঞ্চ স্বশক্তিতঃ॥৩৭
তথা মাতামহানাঞ্চ তুল্যং বা বৈশ্বদেবিকম্।
পৃথক্ তয়োস্তথা চান্যে কেচিদিচ্ছন্তি মানবাঃ।

প্রাঙ্মুখান্ দৈবসম্ভূতান্ পৈত্র্যান্ কুর্য্যাদুদঙ্মুখান্
তথৈব মাতামহানাং বিধিরুক্তো মনীষিভিঃ॥৩৯
বিষ্টরার্থে কুশান্ দত্ত্বা পূজ্য চার্ঘ্যাদিনা বুধঃ।
পবিত্রকাদি বৈ দত্ত্বা তেভ্যোঽনুজ্ঞামবাপ্য চ॥
কুর্য্যাদাবাহনং প্রাজ্ঞো দেবানাং মন্ত্রতো দ্বিজঃ
যবাম্ভোভিস্তথা চার্ঘ্যং দত্ত্বা বৈ বৈশ্বদেবিকম্॥
গন্ধমাল্যাম্বুধূপঞ্চ দত্ত্বা সম্যক্ সদীপকম্।
অপসব্যং পিতৄণাঞ্চ সর্ব্বমেবোপকল্পয়েৎ॥ ৪২
দর্ভাংশ্চ দ্বিগুণান্ দত্ত্বা তেভ্যোঽনুজ্ঞামবাপ্য চ
মন্ত্রপূর্ব্বং পিতৄণাঞ্চ কুর্য্যাদাবাহনং বুধঃ॥ ৪৩
অপসব্যং তথা চার্ঘ্যং যবার্থঞ্চ তথা তিলৈঃ।
নিষ্পাদয়েন্মহাভাগ পিতৄণাং প্রীণনে রতঃ॥৪৪
অগ্নৌ কার্য্যমনুজ্ঞাতঃ কুরুষ্বেতি ততো দ্বিজৈঃ
জুহুয়াদ্ব্যঞ্জনক্ষারবর্জ্জমন্নং যথাবিধি॥ ৪৫

মৈথুনক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহার পিতৃগণ একমাস যাবৎ সেই শুক্রে শয়ন করেন। যে ব্যক্তি নারীসঙ্গ করিয়া শ্রাদ্ধে আহার বা গমন করে, তাহাদিগের উভয়ের পিতৃ-পুরুষেরা একমাস যাবৎ শুক্র ও মূত্র পান করিয়া অবস্থিতি করেন। এই কারণেই প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি প্রথমে পূর্ব্বদিনে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিবেন। কার্য্য দিবসে ব্রাহ্মণের অভাব হইলেও নারীসঙ্গীকে কদাচ ব্রাহ্মণ-পদে নিযুক্ত করিবে না। যথাসময়ে ভিক্ষার্থ অভ্যাগত সংযমী যতিগণকে প্রণামাদি দ্বারা প্রসাদিত করিয়া সংযতচিত্তে আহার করাইবে। শুক্লপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ যেরূপ পিতৃগণের প্রিয়তর, তদ্রূপ পূর্ব্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণই তাঁহাদিগের অধিকতর সন্তোষের কারণ। ৩০—৩৫। গৃহে অভ্যাগত ব্রাহ্মণ-গণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া ও সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিয়া কুশহস্তে তাঁহাদিগকে আসনোপরি উপবিষ্ট করাইবে। পিতৃকার্য্যে অযুগ্ম এবং দৈবকর্ম্মে যুগ্ম ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকেই বরণ করিতে হয়। কিংবা স্বীয় সাধ্য অনু-সারে প্রতিকর্ম্মে এক একটী বিপ্রকে বরণ করিবে। মাতামহ-পক্ষেও ঐ প্রকার বিধি বা বৈশ্বদেবিক বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন ব্যক্তি বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা ইচ্ছা করেন। পূর্ব্বমুখে দৈব-কার্য্য এবং উদঙ্মুখে পিত্র্য ও মাতামহকার্য্য নিষ্পন্ন করিবে, মনীষিগণ এই প্রকার বিধি নিরূপিত করিয়াছেন। সেই সময়ে আসনার্থ কুশ প্রদান করিবে এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে পবিত্রকাদি অর্পণপূর্ব্বক অভ্যাগত বিপ্রগণের অনুজ্ঞা লইয়া মন্ত্রপাঠ-সহকারে সুরগণের আবাহন করিতে হইবে। যব-সংযুক্ত জল দ্বারা বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ ও জল দান করত দক্ষিণদিকে পিতৃগণের সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। ৩৬—৪২। তদনন্তর দ্বিগুণ দর্ভ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের আদেশ লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ-সহকারে পিতৃগণের আবা-হন করিতে হইবে। হে মহাভাগ! সেই সময়ে পিতৃগণের প্রীতিবিধানে নিরত হইয়া দক্ষিণদিকে যবার্থ তিলযুক্ত অর্ঘ্য প্রদান করিবে; তৎপরে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক "অগ্নি-কার্য্য কর" এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া অগ্নিতে বিধানানুসারে ব্যঞ্জন ও ক্ষার-রহিত অন্ন

অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহেতি প্রথমাহুতিঃ।
সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বাহেত্যন্যা তথা ভবেৎ
যমায় প্রেতপতয়ে স্বাহেতি ত্রিতয়াহুতিঃ।
হুতাবশিষ্টং দদ্যাচ্চ ভাজনেষু দ্বিজন্মনাম্॥ ৪৭
ভাজনালম্বনং কৃত্বা দদ্যাচ্চান্নং যথাবিধি।
যথাসুখং জুষধ্বং ভো ইতি বাচ্যমনিষ্ঠুরম্॥৪৮
ভুঞ্জীরংশ্চ ততস্তেঽপি তচ্চিত্তা মৌনিনঃ সুখম্
যদ্যদিষ্টতমং তেষাং তৎ তদন্নমসত্বরম্।
অক্রুধ্যংশ্চ নরো দদ্যাৎ সম্ভবেন প্রলোভয়ন্
রক্ষোঘ্নাংশ্চ জপেন্মন্ত্রাংস্তিলৈশ্চ বিকিরেন্মহীম্*
সিদ্ধার্থকৈশ্চ রক্ষার্থং শ্রাদ্ধং হি প্রচুরচ্ছলম্॥৫১
পুষ্টৈস্তৃপ্তৈশ্চ তৃপ্তাঃ স্থ তৃপ্তাঃ স্ম ইতিবাদিভিঃ

অনুজ্ঞাতো নরস্বন্নং প্রকিরেদ্ভুবি সর্ব্বতঃ॥ ৫২
তদ্বদাচমনার্থায় দদ্যাদাপঃ সকৃৎ সকৃৎ।
অনুজ্ঞাঞ্চ ততঃ প্রাপ্য যতবাক্কায়মানসঃ॥ ৫৩
সতিলেন ততোঽন্নেন পিণ্ডান্ সব্যেন পুত্রক।
পিতৄনুদ্দিশ্য দর্ভেষু দদ্যাদুচ্ছিষ্টসন্নিধৌ॥ ৫৪
পিতৃতীর্থেন তোয়ঞ্চ দদ্যাৎ তেভ্যঃ সমাহিতঃ
পিতৄনুদ্দিশ্য যত্ভক্ত্যা যজমানো নৃপাত্মজ॥ ৫৫
তদ্বন্মাতামহানাঞ্চ দত্ত্বা পিণ্ডান্ যথাবিধি।
গন্ধমাল্যাদিসংযুক্তং দদ্যাদাচমনং ততঃ॥ ৫৬
দত্ত্বা চ দক্ষিণাং শক্ত্যা সুস্বধাস্তিতি তান্ বদেৎ
তৈশ্চ তুষ্টৈস্তথেত্যুক্তা বাচয়েদ্বৈশ্বদেবিকান্॥
প্রীয়ন্তামিতি ভদ্রং বো বিশ্বেদেবা ইতীরয়েৎ।
তথেতি চোক্তে তৈর্বিপ্রৈঃ প্রার্থনীয়াস্তদাশিষঃ

আহুতি প্রদান করিতে হইবে। "অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহা" অর্থাৎ যিনি কব্য বহন করেন, সেই অগ্নির প্রীত্যর্থে আমি এই অন্ন প্রদান করিতেছি, এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রথম আহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর "সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বাহা" এইরূপ বাক্যোচ্চারণ সহকারে দ্বিতীয় আহুতি প্রদান করিতে হইবে। ৪৩—৪৬। তৎপরে "যমায় প্রেতপতয়ে স্বাহা" এই বাক্যোচ্চারণপূর্ব্বক তৃতীয় আহুতি দিতে হয়। হোমান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ব্রাহ্মণগণের পাত্রে প্রদান করিবে। সেই সময়ে "আপনারা যথাসুখে এই অন্ন উপযোগ করুন" মিষ্টবাক্যে এই কথা উচ্চারণ করিবে। তখন ব্রাহ্মণগণ মৌনভাবে তদ্গতমানসে যথাসুখে তাহা আহার করিবেন। যে অন্ন তাঁহাদিগের প্রিয়তম, রোষ পরিহারপূর্ব্বক ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে সম্ভবানুসারে প্রলোভিত করিয়া তাহাই প্রদান করিতে হইবে। রক্ষোঘ্ন মন্ত্র জপপূর্ব্বক তিল সমস্ত ভূমিতে বিকিরণ করিতে হয়; কারণ শ্রাদ্ধ স্বতই প্রচুর ছিদ্রপূর্ণ। তদনন্তর "আপনারা পুষ্টিকর ও তৃপ্তিজনক অন্ন ভোজনপূর্ব্বক তৃপ্ত হইলেন?" এই বাক্য উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মণগণও "তৃপ্তাঃ স্মঃ" অর্থাৎ "তৃপ্ত হইলাম" এই কথা কহিবেন। তখন তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক ভূমিতলে সর্ব্বত্র অন্ন বিকিরণ করিতে হইবে এবং আচমনার্থ বিধানানুসারে এক একবার জল প্রদান করিবে। তৎপরে অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সংযতবাক্, সংযতমনা ও সংযতাকার হইয়া সতিল অন্নে পিণ্ড প্রস্তুত করত দক্ষিণদিকে পিতৃগণের উদ্দেশে দর্ভোপরি উচ্ছিষ্টসান্নিধ্যে অর্পণ করিবে। তৎকালে সমাহিত হইয়া পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তি-সহকারে পিতৃতীর্থযোগে তাঁহাদিগকে বারিদান করিবে। মাতামহদিগেরও উদ্দেশে ঐ প্রকারে বিধানানুসারে পিণ্ড সমর্পণপূর্ব্বক গন্ধমাল্যাদি-সমন্বিত আচমন দান করিবে। ৪৭—৫৬। অনন্তর স্বকীয় সাধ্য অনুসারে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে "সুস্বধাস্তু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। তাঁহারা প্রীত হইয়া সেই মন্ত্র পাঠ করিলে তাঁহাদিগের দ্বারা "হে বিশ্বদেবগণ! আপনারা সন্তুষ্ট হউন, আপনাদের শ্রেয়ঃসাধন হউক" ইত্যাদি বৈশ্বদেবিক মন্ত্র পাঠ করা-

* "ততো বৈ প্রকিরেদ্ভূমিং তিলৈর্দর্ভৈর্মহামতে" ইতি পাঠঃ ক্বাপি পুস্তকে।

বিসর্জ্জয়েৎ প্রিয়াণ্যুক্ত্বা প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ।
আদ্বারমনুগচ্ছেচ্চাগচ্ছেচ্চানুপ্রমোদিতঃ ॥৫৯
ততো নিত্যক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ভোজয়েচ্চ তথাতিথীন্
নিত্যক্রিয়াং পিতৃণাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি সত্তমাঃ ॥৬০
ন পিতৃণাং তথৈবান্যে শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ।
পৃথক্ পাকেন নেত্যন্যে কেচিৎ পূর্ব্বঞ্চ পূর্ব্ববৎ
ততস্তদন্নং ভুঞ্জীত সহ ভৃত্যাদিভির্নরঃ ॥ ৬২
এবং কুর্ব্বীত ধর্ম্মজ্ঞঃ শ্রাদ্ধং পিত্র্যং সমাহিতঃ।
যথা বা দ্বিজমুখ্যানাং পরিতোষোঽভিজায়তে ॥
ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রং কুতপস্তিলাঃ।
বর্জ্জ্যানি চাহুবিপ্রেন্দ্র কোপোঽধ্বগমনং ত্বরা ॥
রাজতঞ্চ তথা পাত্রং শস্তং শ্রাদ্ধেষু পুত্রক।
রজতস্য তথা কার্য্যং দর্শনং দানমেব বা ॥ ৬৫
রাজতে হি স্বধা দুগ্ধা পিতৃভিঃ শ্রূয়তে মহী।
তস্মাৎ পিতৃণাং রজতমভীষ্টং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥৬৬

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পার্ব্বণশ্রাদ্ধকল্পো নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মদালসোবাচ।

অতঃ পরং শৃণুষ্বেমং পুত্র ভক্ত্যা যদাহৃতম্।
পিতৃণাং প্রীতয়ে যদ্বা বর্জ্জ্যং বাপ্রীতিকারকম্ ॥
মাসং পিতৃণাং তৃপ্তিশ্চ হবিষ্যান্নেন জায়তে।
মাসদ্বয়ং মৎস্যমাংসৈস্তৃপ্তিং যান্তি পিতামহাঃ ॥
ত্রীন মাসান্ হারিণং মাংসং বিজ্ঞেয়ং পিতৃতৃপ্তয়ে
চতুর্মাসাংস্তু পুষ্ণাতি শশস্য পিশিতং পিতৄন্ ॥

হবে। তাঁহারা উহা পাঠ করিলে তাঁহাদিগের সকাশে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে হইবে। তদনন্তর প্রিয়বচন প্রয়োগপূর্ব্বক সকলকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রদান করিবে। বিদায়কালে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিতে হয়। তাঁহারা অনুমোদন করিলে প্রত্যাগমন করিবে। অবশেষে নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া অতিথিগণকে আহার প্রদান করিবে। কোন কোন ব্যক্তি পিতৃগণের নিত্যক্রিয়া করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা তদ্বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। পরন্তু অবশিষ্ট কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ সমাধা করিবে। কোন কোন ব্যক্তির মতে পৃথক্ পাকপূর্ব্বক পিতৃকার্য্য করিবার আবশ্যক হয় না; কোন কোন ব্যক্তির মতে পৃথক্ পাক করিতে হয়। তদনন্তর সেই অন্ন ভৃত্যাদির সহিত ভক্ষণ করিবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ। এই প্রকারে কিংবা যাহা দ্বারা বিপ্রবর্গের সন্তোষবিধান হয়, সেইরূপে সমাহিত হইয়া পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতে হয়। দৌহিত্র, কুতপ ও তিল—শ্রাদ্ধে এই তিনটী পবিত্র এবং রোষ, পথভ্রমণ ও ত্বরা, এই তিনটী পরিত্যাজ্য; বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন। হে পুত্র। শ্রাদ্ধে রজত পাত্রই প্রশস্ত জানিবে, রৌপ্যদান বা রৌপ্য দর্শন করা অবশ্য বিধেয়। এই প্রকার শ্রুতিগোচর আছে যে, পিতৃগণ রৌপ্যপাত্রে বসুমতী হইতে স্বধা দোহন করিয়াছিলেন। সেই কারণে রৌপ্য পিতৃগণের অভিপ্রেত ও তুষ্টিপ্রদ। ৫৭—৬৬।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

মদালসা কহিলেন, হে বৎস। অনন্তর পিতৃগণের প্রীতি-সম্পাদনার্থ ভক্তিপূর্ব্বক যাহা যাহা আহরণ করা কর্ত্তব্য ও যাহা বর্জ্জনীয় এবং যদ্দ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতি সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। হবিষ্যান্ন দ্বারা তাঁহারা একমাস তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। মৎস্য-মাংস দ্বারা পিতামহগণের দুই মাস যাবৎ তৃপ্তিবিধান হয়। হরিণমাংস মাসত্রয় তাঁহাদিগের সন্তোষ প্রদান করে, জানিও। শশমাংস দ্বারা চারি

শাকুনং পঞ্চ বৈ মাসান্ ষণ্মাসান্ শূকরামিষম্।
ছাগলং সপ্ত বৈ মাসানৈণেয়ঞ্চাষ্টমাসিকীম্ ॥৪
করোতি তৃপ্তিং নব বৈ রুরোর্মাংসং ন সংশয়ঃ
গবয়স্যামিষং তৃপ্তিং করোতি দশমাসিকীম্ ॥৫
তথৈকাদশমাসাংস্তু ঔরভ্রং পিতৃতৃপ্তিদম্।
সংবৎসরং তথা গব্যং পয়ঃ পায়সমেব বা ॥ ৬
বাদ্ধ্রীণসামিষং লৌহং কালশাকং তথা মধু।
দৌহিত্রামিষমন্নচ্চ যচ্চান্যৎ স্বকুলোদ্ভবৈঃ ॥ ৭
অনন্তাং বৈং প্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিং গৌরীসুতস্তথা
পিতৃণাং নাত্র সন্দেহো গয়াশ্রাদ্ধঞ্চ পুত্রক ॥ ৮
শ্যামাক-রাজশ্যামাকৌ তদ্বচ্চৈব প্রসাতিকাঃ।
নীবারাঃ পৌষ্কলাশ্চৈব ধান্যানাং পিতৃতৃপ্তয়ে
যব-ব্রীহি-সগোধূম-তিলা মুদ্গাঃ সসর্ষপাঃ।
প্রিয়ঙ্গবঃ কোবিদারা নিষ্পাবাশ্চাতিশোভনাঃ ॥
বর্জ্জ্যা মর্কটকাঃ শ্রাদ্ধে রাজমাষাস্তথাণবঃ।
বিপ্রুষিকা মসূরাশ্চ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি গর্হিতাঃ ॥ ১১
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং পিণ্ডমূলকম্।
করম্ভং যানি চান্যানি হীনানি রসবর্ণতঃ ॥ ১২
গান্ধারিকামলাবূনি লবণান্যূষরাণি চ।
আরক্তা যে চ নির্য্যাসাঃ প্রত্যক্ষলবণানি চ ॥১৩
বর্জ্জ্যান্যেতানি বৈ শ্রাদ্ধে যচ্চ বাচা ন শস্যতে
যচ্চোৎকোচাদিনা প্রাপ্তং পতিতাদ্যদুপার্জ্জিতম্
অন্যায়-কন্যাশুল্কোত্থং দ্রব্যঞ্চাত্র বিগর্হিতম্।
দুর্গন্ধি ফেনিলঞ্চাম্বু তথৈবাল্পতরোদকম্ ॥ ১৫
ন লভেদ্যত্র গৌস্তৃপ্তিং নক্তং যচ্চাপ্যুপাহৃতম্
যচ্চ সর্ব্বজনোৎসৃষ্টং যচ্চাভোজ্যং নিপানজম্
তদ্বর্জ্জ্যং সলিলং তাত সদৈব পিতৃকর্ম্মণি।
মার্গমাবিকমৌষ্ট্রঞ্চ সর্ব্বমৈকশফঞ্চ যৎ ॥ ১৭
মাহিষং চামরঞ্চৈব ধেন্বা গোশ্চাপ্যনির্দ্দশম্।
পিত্রর্থং মে প্রযচ্ছস্বেত্যুক্ত্বা যচ্চাপ্যুপাহৃতম্।
বর্জ্জনীয়ং সদা সদ্ভিস্তৎ পয়ঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥ ১৮
বর্জ্জ্যা জন্তুমতী রুক্ষা ক্ষিতিঃ প্লুষ্টা তথাগ্নিনা।

মাস তাঁহাদিগের পোষণ হয়। পক্ষিমাংস দ্বারা পাঁচ মাস, শূকর মাংস দ্বারা ছয় মাস, বাদ্ধ্রীনস মাংস দ্বারা সাত মাস এণমৃগের মাংস দ্বারা আটমাস, রুরুমৃগের মাংস দ্বারা নয়মাস এবং গবয় মাংস দ্বারা দশ মাস যাবৎ পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। ১—৫। ঔরভ্র-মাংস একাদশ মাস যাবৎ পিতৃগণের তৃপ্তি-প্রদ। গব্য-দুগ্ধ ও পায়স দ্বারা সংবৎসর যাবৎ তাঁহাদিগের তৃপ্তিলাভ হয়। গণ্ডারের মাংস, কালশাক,মধু, দুহিতৃদত্ত আমিষ বা নিজ বংশোদ্ভব অন্য যে কোন ব্যক্তিপ্রদত্ত মাংস এবং গৌরীসুত ও গয়াশ্রাদ্ধ; এই সকল দ্বারা তাঁহাদিগের অনন্ত তৃপ্তি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। শ্যামাক, রাজশ্যামাক এবং প্রসাতিক, নীবার ও পৌষ্কল এই ধান্যত্রয় পিতৃগণের পরম প্রীতিপ্রদ। এতদ্ব্যতিরেকে যব, ব্রীহি, গোধূম, তিল, দুগ্ধ, সর্ষপ, প্রিয়ঙ্গু কোবিদার ও নিষ্পাব, এই সমস্তও তাহা-দিগের অতীব তৃপ্তিজনক। ৬—১০। মার্কটক, রাজমাষ, অণু, বিপ্রুষিক ও মসূর শ্রাদ্ধকর্ম্মে এই সকল দ্রব্য গর্হিত বলিয়া কথিত, সুতরাং এই সমস্ত ঐ কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। লশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, পিণ্ডমূলক, দধিসংযুক্ত শক্তু, বর্ণহীন ও রসশূন্য অন্যান্য বস্তু, গান্ধারিকা, অলাবু, লবণ, ক্ষার ও আরক্ত নির্য্যাস, শ্রাদ্ধে এই সকল দ্রব্যও বর্জ্জনীয়। উৎকোচাদি দ্বারা প্রাপ্ত, পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্জ্জিত এবং ঘৃণিত কন্যাশুল্ক দ্বারা লব্ধ দ্রব্যাদিও শ্রাদ্ধে পরিত্যাজ্য জানিবে। দুর্গন্ধপূর্ণ ও ফেনযুক্ত জল, অল্পতর জল এবং যাহা গোসমূহের অতৃপ্তিকর, যাহা নিশাকালে আনীত, যাহা কোন প্রকার কর্ম্মেই প্রযুক্ত হইতে পারে না, যাহা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে, তাদৃশ জলও পিতৃকর্ম্মে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। মৃগদুগ্ধ, অজাদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, অখণ্ডিত-খুরবিশিষ্ট পশুর দুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, চমরদুগ্ধ, প্রসবের পর দশ দিন অতীত হয় নাই, এতাদৃশ গবীদুগ্ধ "মদীয় পিতৃকার্য্যার্থ প্রদান কর" এই বলিয়া আনীত যে কোন প্রকার দুগ্ধ, সাধুগণ এই সমস্ত শ্রাদ্ধকার্য্যে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ১১—১৮। যে

অনিষ্টদুষ্টশব্দোগ্র-দুর্গন্ধা চাত্র কর্ম্মণি ॥ ১৯
কুলাপমানকাঃ শ্রাদ্ধে ব্যাধমৌষ্টিকলম্পকাঃ।
নগ্নাঃ পাতকিনশ্চৈব হন্যুর্দৃষ্ট্যা পিতৃক্রিয়াম্ ॥২০
অপুমানপবিদ্ধশ্চ কুক্কুটো গ্রামশূকরঃ।
শ্বা চৈব হন্তি শ্রাদ্ধানি যাতুধানাশ্চ দর্শনাৎ ॥২১
তস্মাৎ সুসংবৃতো দদ্যাৎ তিলৈশ্চাবকিরন মহীম্।
এবং রক্ষা ভবেচ্ছ্রাদ্ধে কৃতা তাভোভয়োরপি
শাবসূতকসংস্পৃষ্টং * দীর্ঘরোগিভিরেব চ।
পতিতৈর্মলিনৈশ্চৈব ন পুষ্যন্তি পিতামহান ॥২৩
বর্জ্জনীয়ং তথা শ্রাদ্ধে তথোদক্যাশ্চ দর্শনম্।
মুণ্ডশৌণ্ডসমাভ্যাসো যজমানেন চাদরাৎ ॥২৪
কেশকীটাবপন্নঞ্চ তথা শ্বভিরবেক্ষিতম্।
পূতি-পর্য্যুষিতঞ্চৈব বার্ত্তাক্যভিষবাংস্তথা।
বর্জ্জনীয়ানি বৈ শ্রাদ্ধে যচ্চ বস্ত্রানিলাহতম্ ॥২৫

স্থান কীটাদিপূর্ণ, রুক্ষ, অগ্নিদগ্ধ এবং দুর্গন্ধ-পূর্ণ, তত্রত্য মৃত্তিকা শ্রাদ্ধে ব্যবহার করিতে নাই। যাহারা বংশের অপমান করে এবং যাহারা নগ্ন ও পাপী, তাদৃশ দুরাত্মারা শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধকার্য্যের অনিষ্ট-সাধন হইয়া থাকে। অপুরুষ ও পিতৃ-মাতৃ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তি এবং কুক্কুট, গ্রাম্য-শূকর, কুক্কুর ও রাক্ষস ইহাদের দর্শনেই শ্রাদ্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই কারণেই সুসং-বৃত হইয়া ধরাতলে তিল বিকিরণ করিবে। হে বৎস! এই প্রকার অনুষ্ঠান করিলে উভয়েরই রক্ষা হয়। মৃতাশৌচী বা সূতিকা-শৌচিসংস্পৃষ্ট, (অথবা কাক-শূকর-সংস্পৃষ্ট), চিররুগ্ন, পতিত ও মলিন অর্থাৎ পাতকী ব্যক্তিগণ দ্বারা পিতামহদিগের পুষ্টিলাভের সম্ভাবনা নাই। শ্রাদ্ধে তাদৃশ ব্যক্তিগণকে বর্জ্জন করিবে এবং রজস্বলার দর্শনও তৎ-কালে পরিত্যাজ্য। যজমান মুণ্ডিত-মস্তক ও সুরাসক্ত ব্যক্তির স্পর্শ সযত্নে পরিত্যাগ করিবেন। কেশ ও কীটযুক্ত, কুক্কুর কর্ত্তৃক

শ্রদ্ধয়া পরয়া দত্তং পিতৃণাং নামগোত্রতঃ।
যদাহারাস্তু তে জাতাস্তদাহারত্বমেতি তৎ ॥২৬
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধবতা পাত্রে যচ্ছস্তং পিতৃকর্ম্মণি।
যথাবচ্চৈব দাতব্যং পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা ॥ ২৭
যোগিনশ্চ সদা শ্রাদ্ধে ভোজনীয়া বিপশ্চিতা।
যোগাধারা হি পিতরস্তস্মাৎ তান্ পূজয়েৎ সদা
ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যো যোগী ত্বগ্রাশনো যদি।
যজমানঞ্চ ভোক্তৃংশ্চ নৌরিবাম্ভসি তারয়েৎ ॥২৯
পিতৃগাথাস্তথৈবাত্র গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
যা গীতাঃ পিতৃভিঃ পূর্ব্বমৈলস্যাসীন্মহীপতেঃ ॥
কদা নঃ সন্ততাবগ্র্যঃ কস্যচিদ্ভবিতা সুতঃ।
যো যোগিভুক্তশেষান্নো ভুবি পিণ্ডং প্রদাস্যতি
গয়ায়ামথবা পিণ্ডং খড়্গামাংসং মহাহবিঃ।

দুষ্ট, পূতিগন্ধপূর্ণ, পর্য্যুসিত এবং বস্ত্রানিলাহত দ্রব্য শ্রাদ্ধে পরিত্যাজ্য। ১৯—২৫। পরম শ্রদ্ধাসহকারে পিতৃগণের নাম ও গোত্রানু-সারে যাহা কিছু অর্পণ করা যায়, তাহাই তাঁহাদিগের আহারীয়রূপে পরিণত হইয়া থাকে। সেই কারণেই শ্রাদ্ধে পিতৃগণের সন্তোষ-সাধনার্থ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রশস্ত বস্তু সকল বিধানানুসারে সমর্পণ করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধে সর্ব্বদা যোগীদিগকে আহার প্রদান করিবেন; কারণ পিতৃ-গণই যোগের একমাত্র আধার; অত-এব যোগীদিগকে সর্ব্বদা পূজা করা কর্ত্তব্য। সহস্র বিপ্র অপেক্ষা একমাত্র যোগীকে সর্ব্বাগ্রে আহার করাইলে, জলমধ্যে নৌকা যেরূপ আরোহীকে উদ্ধার করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও যজমান ও ভোক্তা সকলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবাদিগণ এই স্থলে পিতৃগাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে পিতৃগণ মহীপতি ঐলের উদ্দেশে ঐ গাথা গান করিয়াছিলেন। ২৬—৩০। তাঁহারা এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে,—"আমাদিগের অপত্যগণের মধ্যে কবে এতাদৃশ সর্ব্বোত্তম পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, যে যোগীদিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন দ্বারা ভূমি-

* কাকশূকরসংস্পৃষ্টমিতি বা পাঠঃ।

কালশাকং তিলাঢ্যং বা কৃসরং মাসতৃপ্তয়ে ॥৩২
বৈশ্বদেবঞ্চ সৌম্যঞ্চ খড়্গমাংসং পরং হবিঃ।
বিষাণবর্জ্জ্যখড়্গাপ্ত্যা আসূর্য্যঞ্চাশ্নুবামহে * ॥৩৩
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং ত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ যথাবিধি।
মধুসর্পিঃসমাযুক্তং পায়সং দক্ষিণায়নে ॥ ৩৪
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্বপিতৄন্ পুত্র মানবঃ।
কামানভীপ্সন্ সকলান্ পাপাচ্চাত্মবিমোচনম্ ॥
বসূন্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যান্ নক্ষত্রগ্রহতারকাঃ।
প্রীণয়ন্তি মনুষ্যাণাং পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ ॥৩৬
আয়ুঃ প্রজ্ঞাং ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ।
প্রযচ্ছন্তি তথা রাজ্যং পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ ॥

তবে আমাদিগকে পিণ্ড সমর্পণ করিবে অথবা আমাদিগের একমাসিকী তৃপ্তি বিধানার্থ গয়াধামে উৎকৃষ্ট হবিঃস্বরূপ গণ্ডারমাংস কালশাক, তিলাঢ্য কৃশর এই সমস্ত বস্তু দ্বারা পিণ্ড প্রদান করিবে? বৈশ্বদেব ও সৌম্যবলি বিষয়ে গণ্ডারমাংসই পরম হবিঃ বলিয়া পরিগণিত। শৃঙ্গবিহীন গণ্ডারের মাংস প্রাপ্ত হইলে যাবৎ সূর্য্যের অবস্থিতি থাকে, আমরা তাবৎ তাহা আহার করিয়া থাকি।" ত্রয়োদশী তিথিযুক্ত মঘানক্ষত্রে বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ এবং দক্ষিণায়নে মধু-ঘৃত সমন্বিত পায়স প্রদান করিবে। হে পুত্র! এই প্রকারে পূজা করিলে যাবতীয় কামনা পরিপূর্ণ হয় এবং নিখিল পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিলে বসু, রুদ্র, আদিত্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা সকলেই প্রীত হইয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ দ্বারা তৃপ্তিসাধন করিলে তাঁহারা আয়ু, প্রজ্ঞা, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ, সুখ ও রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন।

---

* বিষাণবর্জ্জ্যা যে খড়্গাস্তন্মাংসং প্রার্থয়ামহে ইতি বা পাঠঃ।

এতৎ তে পুত্র কথিতং শ্রাদ্ধকর্ম্ম যথোদিতম্।
কাম্যানাং শ্রূয়তাং বৎস শ্রাদ্ধানাং তিথিকীর্ত্তনম্

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে শ্রাদ্ধকল্পো নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মদালসোবাচ।

প্রতিপদ্ধনলাভায় দ্বিতীয়া দ্বিপদপ্রদা।
বরার্থিনী তৃতীয়া তু চতুর্থী শত্রুনাশিনী ॥ ১
শ্রিয়ং প্রাপ্নোতি পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যাং পূজ্যো ভবেন্নরঃ।
গণাধিপত্যং সপ্তম্যামষ্টম্যাং বুদ্ধিমুত্তমাম্ ॥২
স্ত্রিয়ো নবম্যাং প্রাপ্নোতি দশম্যাং পূর্ণকামতাম্
বেদাংস্তথাপ্নুয়াৎ সর্ব্বানেকাদশ্যাং ক্রিয়াপরঃ ॥৩
দ্বাদশ্যাং জয়লাভঞ্চ প্রাপ্নোতি পিতৃপূজকঃ।

হে পুত্র! আমি ত্বৎসকাশে এই শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধবিধি বর্ণন করিলাম। বৎস! এক্ষণে কাম্যশ্রাদ্ধের তিথি কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। ৩১—৩৮।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মদালসা কহিলেন, বৎস! প্রতিপৎ তিথিতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে ধনলাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ দ্বিতীয়াতে সম্পদ্লাভ, তৃতীয়াতে বরপ্রাপ্তি এবং চতুর্থী তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে আরবিনাশ হয়। পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করিলে স্ত্রীলাভ, ষষ্ঠীতে সর্ব্বজনসমাজে পূজা, সপ্তমীতে গণাধিপত্য এবং অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিলে অনুত্তম বুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। নবমীতে শ্রাদ্ধ করিলে রমণীলাভ, দশমীতে অখিল কামনা পূর্ণ এবং একাদশী তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে নিখিল বেদে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। যে ব্যক্তি দ্বাদশী তিথিতে পিতৃগণের

প্রজাং মেধাং পশুং বৃদ্ধিং স্বাতন্ত্র্যং পুষ্টিমুত্তমাম্
দীর্ঘমায়ুরথৈশ্বর্য্যং কুর্ব্বাণস্তু ত্রয়োদশীম্।
অবাপ্নোতি ন সন্দেহঃ শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাপরো নরঃ॥
যথা সম্ভাবিতান্নেন শ্রাদ্ধসম্পৎসমন্বিতঃ।
যুবানঃ পিতরো যস্য মৃতাঃ শস্ত্রেণ বা হতাঃ॥৬
তেন কার্য্যং চতুর্দ্দশ্যাং তেষাং প্রীতিমভীপ্সতা
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্নমাবস্যাং যত্নেন পুরুষঃ শুচিঃ॥ ৭
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি স্বর্গঞ্চানন্তমশ্নুতে।
কৃত্তিকাসু পিতৃনর্চ্চ্য স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ॥ ৮
অপত্যকামো রোহিণ্যাং সৌম্যে চৌজস্বিতাং লভেৎ।
শৌর্য্যমার্দ্রাসু চাপ্নোতি ক্ষেত্রাদি চ পুনর্ব্বসৌ
পুষ্টিং পুষ্যে সদাভ্যর্চ্চ্য অশ্লেষাসু বরান্ সুতান্
মঘাসু স্বজনশ্রৈষ্ঠ্যং সৌভাগ্যং ফল্গুনীষু চ॥১০
প্রদানশীলো ভবতি সাপত্যশ্চোত্তরাসু চ।
প্রয়াতি শ্রেষ্ঠতাং সত্যং হস্তে শ্রাদ্ধপ্রদো নরঃ
রূপযুক্তশ্চ চিত্রাসু তথাপত্যান্যবাপ্নুয়াৎ।
বাণিজ্যলাভদা স্বাতির্বিশাখা পুত্রকামদা॥ ১২
কুর্ব্বতশ্চানুরাধাসু লভন্তে চক্রবর্ত্তিতাম্।
আধিপত্যঞ্চ জ্যেষ্ঠাসু মূলে চারোগ্যমুত্তমম্॥
আষাঢ়াসু যশঃপ্রাপ্তিরুত্তরাসু বিশোকতা।
শ্রবণে চ শুভান্ লোকান্ ধনিষ্ঠাসু ধনং মহৎ॥
বেদবিত্ত্বমভিজিতি ভিষক্‌সিদ্ধিন্তু বারুণে।
অজাবিকং প্রোষ্ঠপদে বিন্দেদ্গাবাংস্তথোত্তরে
রেবতীষু তথা কুপ্যমশ্বিনীষু তুরঙ্গমান্।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বংস্তথাপ্নোতি ভরণীষায়ুরুত্তমম্।
তস্মাৎ কাম্যানি কুর্ব্বীত ঋক্ষেষ্বেতেষু তত্ত্ববিৎ

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে কাম্যশ্রাদ্ধফলকথনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥

অর্চ্চনা করে; তাহার জয়লাভ, তনয়লাভ, পশুলাভ মেধালাভ, বুদ্ধিলাভ, স্বাধীনতালাভ ও পুষ্টিলাভ হইয়া থাকে। ১—৪। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ত্রয়োদশী তিথিতে যথাসম্ভব অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ সম্পাদন করে, তাহার দীর্ঘ পরমায়ু ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, সন্দেহ নাই। যাহার পিতৃগণ যৌবনে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন অথবা শস্ত্রাঘাতে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাহাদিগের প্রীতি বিধানার্থ চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে। পবিত্র হইয়া সযত্নে অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিলে যাবতীয় কামনা পরিপূর্ণ হয় এবং অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কৃত্তিকানক্ষত্রে পিতৃগণের পূজা করে, তাহার স্বর্গভোগ হইয়া থাকে। ৫—৮। যে ব্যক্তি অপত্যকামী, রোহিণীতে শ্রাদ্ধ করাই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য। মৃগশিরা-নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ওজস্বিতা, আর্দ্রায় শৌর্য্য এবং পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ক্ষেত্রাদি লাভ হইয়া থাকে। পুষ্যানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পুষ্টিলাভ, অশ্লেষায় শ্রেষ্ঠ পুত্র, মঘায় স্বজনমধ্যে প্রাধান্য ও পূর্ব্বফল্গুনী-নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সৌভাগ্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, উত্তরফল্গুনীতে শ্রাদ্ধ করিলে দানশীল ও অপত্যবান্ হওয়া যায়, আর যে ব্যক্তি হস্তানক্ষত্রে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করে, সত্যই তাহার শ্রেষ্ঠতা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। চিত্রানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রূপ ও অপত্য লাভ হয়। স্বাতিতে বাণিজ্য, বিশাখায় তনয় ও কামনাসিদ্ধি, অনুরাধায় চক্রবর্ত্তিত্ব, জ্যেষ্ঠায় আধিপত্য, মূলায় আরোগ্য, পূর্ব্বাষাঢ়াতে যশঃপ্রাপ্তি, উত্তরাষাঢ়াতে শোকরাহিত্য, শ্রবণায় শুভলোকপ্রাপ্তি এবং ধনিষ্ঠানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে প্রচুর অর্থলাভ হইয়া থাকে। অভিজিৎনক্ষত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে অখিল বেদে অভিজ্ঞ হওয়া যায়, শতভিষায় শ্রাদ্ধ করিলে বৈদ্যশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ হয়, পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অজাবিক লাভ, উত্তরভাদ্রপদে পদাতিক লাভ, রেবতীতে স্বর্ণ রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য ধাতু, অশ্বিনীতে অশ্ব এবং ভরণীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে দীর্ঘায়ুঃ লাভ হইয়া থাকে। এই কারণেই তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি এই সমস্ত নক্ষত্রে কাম্য শ্রাদ্ধের আচরণ করিয়া থাকেন। ৯—১৬।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মদালসোবাচ।

এবং পুত্র গৃহস্থেন দেবতাঃ পিতরস্তথা।
সম্পূজ্যা হব্য-কব্যাভ্যামন্নেনাতিথি-বান্ধবাঃ॥
ভূতানি ভৃত্যাঃ সকলাঃ পশু-পক্ষি-পিপীলিকাঃ
ভিক্ষবো যাচমানাশ্চ যে চান্যে বসতা গৃহে॥
সদাচারবতা তাত সাধুনা গৃহমেধিনা।
পাপং ভুঙ্‌ক্তে সমুল্লঙ্ঘ্য নিত্যনৈমিত্তিকীঃ
ক্রিয়াঃ॥ ৩

অলর্ক উবাচ।

কথিতং মে ত্বয়া মাতর্নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ।
নিত্যনৈমিত্তিকঞ্চৈব ত্রিবিধং কর্ম্ম পৌরুষম্॥
সদাচারমহং শ্রোতুমিচ্ছামি কুলনন্দিনি।
যৎ কুর্ব্বন্ সুখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥ ৫

মদালসোবাচ।

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্।
ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র বা॥ ৬
যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে॥ ৭
দুরাচারো হি পুরুষো নেহায়ুর্বিন্দতে মহৎ।
কার্য্যো যত্নঃ সদাচারে আচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি সদাচারস্য পুত্রক।
তন্মনৈকমনাঃ শ্রুত্বা তথৈব পরিপালয়॥ ৯
ত্রিবর্গসাধনে যত্নঃ কর্ত্তব্যো গৃহমেধিনা।
তৎসংসিদ্ধৌ গৃহস্থস্য সিদ্ধিরত্র পরত্র চ॥ ১০
পাদেনার্থস্য পারত্র্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয়মাত্মবান্।
অর্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যনৈমিত্তিকান্বিতম্॥ ১১
পাদঞ্চাত্মার্থমায়স্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এবমাচরতঃ পুত্র অর্থঃ সাফল্যমর্হতি॥ ১২
তদ্বৎ পাপনিষেধার্থং ধর্ম্মঃ কার্য্যো বিপশ্চিতা।
পরত্রার্থং তথৈবান্যঃ কামোঽত্রৈব ফলপ্রদঃ॥
প্রত্যবায়ভয়াৎ কাম্যস্তথান্যশ্চাবিরোধবান্।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মদালসা কহিলেন, হে পুত্র! এই প্রকারে সাধু গৃহী সদাচারপরায়ণ হইয়া হব্য, কব্য ও অন্নদানপূর্ব্বক পিতৃগণ; দেবগণ, ভূতসমূহ, অতিথিবর্গ, বান্ধবগণ, ভৃত্যগণ, পশু, পক্ষী, পিপীলিকাগণ, ভিক্ষুকগণ এবং অপরাপর যে কেহ প্রার্থনা করিবে, তাহাদের সকলকেই যথাবিধানে অর্চ্চনা করিবে। গৃহী ব্যক্তি নিত্য-নৈমিত্তিকী ক্রিয়া উল্লঙ্ঘন করিলে পাপভাগী হইয়া থাকে। অলর্ক কহিলেন, জননি! আপনি আমার নিকট নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিত্যনৈমিত্তিক, এই ত্রিবিধ প্রকৃত পুরুষোচিত কর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিলেন, হে কুলনন্দিনি! যাহার অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য কি ইহ কি পর উভয়ত্রই সুখভাগী হয়, এক্ষণে আমি সেই সদাচার-বিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি। ১—৫। মদালসা কহিলেন; গৃহস্থ সর্ব্বদা সদাচার প্রতিপালন করিবে। যে ব্যক্তি আচার-বিহীন, কোন লোকেই তাহার সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি সদাচার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সংসারপথে প্রবৃত্ত হয়, তাহার যজ্ঞ, দান ও তপস্যা সকলই অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। দুরাচার ব্যক্তি কখন দীর্ঘজীবী হইতে পারে না; সুতরাং সদাচারে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। সদাচার দ্বারা অলক্ষণ বিদূরিত হইয়া থাকে। হে পুত্র! আমি সেই সদাচারের স্বরূপ বর্ণন করিব, তুমি একমনে শ্রবণপূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। গৃহী ব্যক্তি ত্রিবর্গ-সাধনে যত্ন করিবে। ত্রিবর্গসিদ্ধি হইলে সেই গৃহস্থ কি ইহলোক, কি পরলোক, উভয়ত্রই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ৬—১০। আত্মবান্ হইয়া অর্জ্জিত অর্থের চতুর্থাংশ পারত্রিক ধর্ম্মের জন্য সঞ্চয় করা গৃহীর কর্ত্তব্য। অর্দ্ধাংশ দ্বারা আত্মপোষণ ও নিত্য নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া সাধন এবং অবশিষ্টাংশকে মূলধন স্বরূপ সংবর্দ্ধিত করিবে। হে পুত্র! এই প্রকার আচরণ করিলেই অর্থের সফলতা সাধিত হয়। অর্থ বিষয়ে যেরূপ আচরণ করিবে, পাপ-বিদূরণার্থও

দ্বিধা কামোঽপি গদিতস্ত্রিবর্গস্যাবিরোধতঃ ॥১৪
পরস্পরানুবন্ধাংশ্চ সর্ব্বানেতান্ বিচিন্তয়েৎ।
বিপরীতানুবন্ধাংশ্চ ধর্ম্মাদীংস্তান্ শৃণুষ মে ॥
ধর্ম্মো ধর্ম্মানুবন্ধার্থো ধর্ম্মো নাত্মার্থবাধকঃ।
উভাভ্যাঞ্চ দ্বিধা কামস্তেন তৌ চ দ্বিধা পুনঃ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চাপি চিন্তয়েৎ
কার্য্যক্লেশাংস্ত তন্মূলান বেদতত্ত্বার্থমেব চ।
সমুত্থায় তথাচম্য প্রাঙ্মুখো নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ১৭
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং সনক্ষত্রাং পশ্চিমাং সদিবাকরাম্
উপাসীত যথান্যায়ং নৈনাং জহ্যাদনাপদি ॥ ১৮

অসৎপ্রলাপমনৃতং বাক্‌পারুষ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ পুত্রক ॥ ১৯
সায়ং প্রাতস্তথা হোমং কুর্ব্বীত নিয়তাত্মবান্।
নোদয়াস্তমনে বিম্বমুদীক্ষেত বিবস্বতঃ ॥ ২০
কেশপ্রসাধনাদর্শ-দর্শনং দন্তধাবনম্।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণম্ ॥ ২১
গ্রামাবসথতীর্থানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব বর্ত্মনি।
বিণ্মূত্রং নানুতিষ্ঠেত ন কৃষ্টে ন চ গোব্রজে ॥
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ং নেক্ষেত পশ্যেদাত্মনঃ শকৃৎ।
উদক্যা দর্শনং স্পর্শো বর্জ্জ্যং সম্ভাষণং তথা ॥
নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা মৈথুনং বা সমাচরেৎ।
নাধিতিষ্ঠেচ্ছকৃন্মূত্র-কেশ-ভস্ম-কপালিকাঃ ॥২৪
তুষাঙ্গারাস্থিশীর্ণানি রজ্জুবস্ত্রাদিকানি চ।
নাধিতিষ্ঠেৎ তথা প্রাজ্ঞঃ পথি চৈবং তথা ভুবি

সেইরূপ ধর্ম্মসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম দ্বিবিধ;—কাম্য ও নিষ্কাম। নিষ্কাম-ধর্ম্ম পরলোকে ফলপ্রদান করে ও কাম্যধর্ম্ম ঐহিক ফলপ্রদ জানিও। প্রত্যবায়-ভীতি-নিবন্ধন কাম্য ও নিষ্কাম অবিরোধে এই ধর্ম্মদ্বয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ত্রিবর্গের অবিরোধে কামও দুই প্রকার। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ যেরূপ পরস্পর অনুবদ্ধ, তদ্রূপ ইহাদিগকে পরস্পর অননুবদ্ধও বিবেচনা করিবে। আমি ইহাদিগের অনুবন্ধাদি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১১—১৫। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুবন্ধার্থ ধর্ম্ম আত্মার্থবাধক হয় না। ইহাদিগের যোগে কাম যেরূপ দুই প্রকার, তদ্রূপ কাম দ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থও দুই অংশে বিভক্ত জানিও অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুবন্ধার্থ ধর্ম্ম এই উভয়ের যোগে কাম যেরূপ ধর্ম্মানুবদ্ধ কাম ও অর্থানুবদ্ধ কাম এই দুই ভাগে বিভক্ত, সেইরূপ কাম দ্বারা ধর্ম্মও অর্থ ও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। গৃহী ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ধর্ম্ম, অর্থ, ধর্ম্মার্থমূলক কার্য্যক্লেশ ও বেদতত্ত্বার্থ এই সকল চিন্তা করিবে। তৎপরে শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক আচমন করিয়া নিয়ত ও পবিত্রভাবে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করত নক্ষত্র থাকিতে থাকিতে পূর্ব্ব সন্ধ্যার আচরণ করিবে। ঐরূপ সূর্য্যদেব থাকিতে থাকিতে সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিতে হয়। অনাপৎকালে যথাবিধানে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে; কদাচ ইহার অন্যথা করিবে না। হে পুত্র! অসদ্‌বাক্য, অনৃত-বাক্য, ও কর্কশবাক্য পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং অসৎ-শাস্ত্র, অসদ্-বাদ ও অসৎসেবাও পরিত্যাগ করিবে। নিয়তাত্মা হইয়া প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে হোমের অনুষ্ঠান করিতে হয়। উদয়কালে ও অস্ত-গমন সময়ে সূর্য্যবিম্ব দর্শন করিবে না। ১৬—২০। কেশ প্রসাধন, দর্পণে মুখ-দর্শন, দশনধাবন, এবং দেবতর্পণ এই সকল ক্রিয়া দিবসের পূর্ব্বাহ্ণে করাই কর্ত্তব্য। গ্রাম, আবসথ, তীর্থ, ক্ষেত্র, পথ, কৃষ্টক্ষেত্র ও গোষ্ঠ, এই সমস্ত স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা অনুচিত। বিবসনা রমণী ও স্বীয় মলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সমুচিত নহে। ঋতুমতী নারীকে দর্শন করিতে নাই এবং তাহাকে স্পর্শন বা তাহার সহিত সংলাপ করা অনুচিত। জল মধ্যে বিষ্ঠা-মূত্র ত্যাগ বা মৈথুন-ক্রিয়া সাধন করিতে নাই। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি মল, মূত্র, কেশ, ভস্ম, কপাল, তুষ, অঙ্গার, অস্থি, রজ্জু, বসনাদি, পথ ও মৃত্তিকা এই সকলের উপর কদাচ উপবেশন করিবে না। গৃহী

পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং ভূতানাঞ্চ তথার্চ্চনম্।
কৃত্বা বিভবতঃ পশ্চাদ্‌গৃহস্থো ভোক্তুমর্হতি॥
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি স্বাচান্তো বাগ্‌যতঃ শুচিঃ
ভুঞ্জীতান্নঞ্চ তচ্চিত্তো হ্যন্তর্জ্জানুঃ সদা নরঃ॥
উপঘাতাদৃতে দোষং নাস্যোদীরয়েদ্বুধঃ।
প্রত্যক্ষলবণং বর্জ্জ্যমন্নমত্যুষ্ণমেব চ *॥২৮
ন গচ্ছন্ন চ তিষ্ঠন্ বৈ বিণ্মূত্রোৎসর্গমাত্মবান্।
কুর্ব্বীত নৈব চাচামন্ যৎ কিঞ্চিদপি ভক্ষয়েৎ॥
উচ্ছিষ্টো নালপেৎ কিঞ্চিৎ স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ
গাং ব্রাহ্মণং তথা চাগ্নিং স্বমূর্দ্ধানঞ্চ ন স্পৃশেৎ
ন চ পশ্যেদ্রবিং নেন্দুং ন নক্ষত্রাণি কামতঃ।
ভিন্নাসনং তথা শয্যাং ভাজনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥৩১
গুরূণামাসনং দেয়মভ্যুত্থানাদিসৎকৃতম্।
অনুকূলং তথালাপমভিবাদনপূর্ব্বকম্।
তথানুগমনং কুর্য্যাৎ প্রতিকূলং ন সঞ্জপেৎ॥৩২
নৈকবস্ত্রশ্চ ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনম্।
ন বাহয়েদ্দ্বিজান্ নাগ্নৌ মেহং কুর্ব্বীত বুদ্ধিমান
স্নায়ীত ন নরো নগ্নো ন শয়ীত কদাচন।
ন পাণিভ্যামুভাভ্যাঞ্চ কণ্ডুয়েত শিরস্তথা॥৩৪
ন চাভীক্ষ্ণং শিরঃস্নানং কার্য্যং নিষ্কারণং নরৈঃ
শিরঃস্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ
অনধ্যায়েষু সর্ব্বেষু স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
ব্রাহ্মণানিল-গো-সূর্য্যান্ ন মেহেত কদাচন॥৩৬
উদঙ্মুখো দিবা রাত্রাবুৎসর্গং দক্ষিণামুখঃ।
আবাধাসু যথাকামং কুর্য্যান্মূত্র-পুরীষয়োঃ॥৩৭
দুষ্কৃতং ন গুরোর্ব্রূয়াৎ ক্রুদ্ধঞ্চৈনং প্রসাদয়েৎ।
পরিবাদং ন শৃণুয়াদন্যেষামপি কুর্ব্বতাম্॥৩৮

ব্যক্তি স্বীয় সম্পত্তি অনুসারে সর্ব্বাগ্রে পিতৃগণ, দেবগণ, নরগণ ও ভূতগণের পূজা করিয়া তদনন্তর স্বয়ং আহার করিবে। আচমনান্তে সংযতবাক্, পবিত্র ও অন্তর্জ্জানু হইয়া পূর্ব্বমুখে বা উদঙ্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক তদ্গতমনে অন্নভোজন করিবে। কোন প্রকার অনিষ্ট বা উত্তেজনা না করিলে কোন ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করিতে নাই। প্রত্যক্ষ লবণ ও অত্যুষ্ণ অন্ন সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। আত্মবান ব্যক্তি গমন করিতে করিতে অথবা অবস্থান করিতে করিতে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে না। আচমনান্তে কিঞ্চিন্মাত্র আহার করাও অনুচিত। ২১—২৯। উচ্ছিষ্ট শরীরে কাহারও সহিত আলাপ করিবে না এবং তদবস্থায় বেদাধ্যয়নও পরিত্যাগ করিবে। বিশেষত উচ্ছিষ্টদেহে গো, বিপ্র, অগ্নি ও স্বীয় শিরোদেশ স্পর্শ করিতে নাই। উচ্ছিষ্ট-শরীরে স্বেচ্ছানুসারে চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র দর্শন করা অনুচিত। ভগ্ন আসন, ভগ্ন শয্যা ও ভগ্নপাত্র সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। অভ্যুত্থান প্রভৃতি সৎকার সহকারে গুরুজনগণকে আসন প্রদান করিবে, অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত অনুকূল আলাপ করিবে এবং গমনকালে তাঁহাদিগের অনুগামী হইবে; তাঁহাদিগের নিকট প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করা কদাচ সমুচিত নহে। একবস্ত্রে আহার বা দেবপূজা করা নিষিদ্ধ, দ্বিজাতিগণকে বাহন করিতে নাই এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাচ অগ্নিতে মূত্রাদি ত্যাগ করিবে না। বিবসনে স্নান বা শয়ন করা অনুচিত; দুই হস্তে কখন মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে নাই; বিনা কারণে স্নান বা সতত শিরঃস্নান করা সমুচিত নহে এবং শিরঃস্নানান্তে কোন অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিবে না। যাবতীয় অনধ্যায় দিবসেই বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে; বিপ্র, অগ্নি, গো ও সূর্য্যের সম্মুখে বিষ্ঠা-মূত্রাদি বিসর্জ্জন কদাচ সমুচিত নহে। ৩০—৩৬। দিবাভাগে উদঙ্মুখ ও নিশাকালে দক্ষিণামুখ হইয়া বিঘ্নশূন্য স্থানে ইচ্ছানুসারে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে। গুরুজনের দুষ্কৃত কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না; তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাদিগের প্রসন্নতা সাধন করা বিধেয় এবং অপর কেহ তাঁহাদিগের পরিবাদ করিলে তাহাতে কর্ণপাত

---

* অন্নমুচ্ছিষ্টমেব চেতি বা পাঠঃ।

পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞো দুঃখাতুরস্য চ।
বিদ্যাধিকস্য গুর্ব্বিণ্যা ভারার্ত্তস্য যবীয়সঃ ॥৩৯
মূকান্ধবধিরাণাঞ্চ মত্তস্যোন্মত্তকস্য চ।
পুংশ্চল্যাঃ কৃতবৈরস্য বালস্য পতিতস্য চ ॥৪০
দেবালয়ং চৈত্যতরুং তথৈব চ চতুষ্পথম্।
বিদ্যাধিকং গুরুং দেবং বুধঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্
উপানদ্বস্ত্রমাল্যাদি ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং করকঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪২
চতুর্দ্দশ্যাং তথাষ্টম্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ পর্ব্বসু।
তৈলাভ্যঙ্গং তথা ভোগং যোষিতশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ
ন ক্ষিপ্তপাদজঙ্ঘশ্চ প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন।
ন চাপি বিক্ষিপেৎ পাদৌ পাদং পাদেন
নাক্রমেৎ ॥ ৪৪
মর্ম্মাভিঘাতমাক্রোশং পৈশুন্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
দম্ভাভিমানতীক্ষ্ণানি ন কুর্ব্বীত বিচক্ষণঃ ॥ ৪৫
মূর্খোন্মত্তব্যসনিনো বিরূপান্ মায়িনস্তথা।

করিবে না। বিপ্র, রাজা, দুঃখাতুর আপন অপেক্ষা অধিকবিদ্য, গুর্ব্বিণী, ভারাতুর, যুবা, মূক, অন্ধ, বধির, মত্ত, উন্মত্ত, পুংশ্চলী কৃতবৈর, বালক ও পতিত, এই সকল ব্যক্তিকে পথ প্রদান করিবে। ৩৭—৪০। দেবমন্দির, চৈত্যবৃক্ষ, চতুষ্পথ, আপন অপেক্ষা অধিকবিদ্য, গুরু ও দেবতা এই সকলকে প্রদক্ষিণ করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। অপর কোন ব্যক্তির পরিহিত উপানৎ, বস্ত্র ও মাল্যাদি পরিধান করিতে নাই এবং অন্যের ধৃত উপবীত, বিভূষণ ও কমণ্ডলু ধারণ করিবে না। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পঞ্চদশী ও পর্ব্বদিবসে তৈল মর্দ্দন ও স্ত্রীসহবাস বর্জ্জন করিবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি চরণ ও জঙ্ঘাবিস্তৃত করিয়া অবস্থিত হইবেন না এবং চরণ দ্বারা চরণ আক্রমণ করা ও পাদ প্রক্ষেপ করাও নিষিদ্ধ। কাহাকেও মর্ম্মব্যথা প্রদান করা উচিত নহে এবং লোকের প্রতি আক্রোশ প্রদর্শন ও পিশুনাচরণ পরিত্যাগ করিবে। দম্ভ, অভিমান ও তীক্ষ্ণ ব্যবহার পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির

ন্যূনাঙ্গাংশ্চাধিকাঙ্গাংশ্চ নোপহাসৈর্বিদূষয়েৎ * ॥
পরস্য দণ্ডং নোদ্যচ্ছেচ্ছিক্ষার্থং পুত্র-শিষ্যয়োঃ
তদ্বন্নোপবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ পাদেনাক্রম্য চাসনম্ ॥
সংযাবং কৃসরং মাংসং নাত্মার্থমুপসাধয়েৎ।
সায়ং প্রাতশ্চ ভোক্তব্যং কৃত্বা চাতিথিপূজনম্
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি বাগ্যতো দন্তধাবনম্।
কুর্ব্বীত সততং বৎস বর্জ্জয়েদ্বর্জ্জ্যবীরুধঃ ॥ ৪৯
নোদক্শিরাঃ স্বপেজ্জাতু ন চ প্রত্যক্শিরা নরঃ
শিরস্ত্বগস্ত্যামাস্থায় শয়ীতাথ পুরন্দরম্ ॥ ৫০
ন তু গন্ধবতীষপ্সু স্নায়ীত ন তথা নিশি।
উপরাগে পরং স্নানমৃতে দিনমুদাহৃতম্ ॥ ৫১
অপমৃজ্যান্ন চান্নাতো গাত্রাণ্যম্বরপাণিভিঃ।
ন চাপি ধূনয়েৎ কেশান্ বাসসী ন চ ধূনয়েৎ ॥

কর্ত্তব্য। ৪১—৪৪। মূঢ়, উন্মত্ত, বিপন্ন, বিরূপ, মায়াবী, হীনাঙ্গ ও অধিকাঙ্গ এই সকল ব্যক্তিকে পরিহাস দ্বারা দূষিত করা অনুচিত। অন্যের প্রতি এবং উপদেশ প্রদানার্থ পুত্র ও শিষ্যের প্রতি দণ্ড বিধান করা সমুচিত নহে। পাদ দ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক আসনে সমাসীন হইবে না। কেবল আত্মোদর পূরণার্থ সংযাব, কৃশর ও মাংস প্রস্তুত করা অকর্ত্তব্য। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অতিথির পূজা করিয়া তদনন্তর স্বয়ং আহার করিবে। সংযতবাক্ হইয়া প্রাঙ্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে। যে সকল দন্তকাষ্ঠাদি পরিত্যাজ্য, দশনধাবনার্থ তাহা ব্যবহার করিতে নাই। উত্তরশিরা বা প্রত্যক্শিরা হইয়া শয়ন করিবে না; দক্ষিণ বা পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতে হয়। দুর্গন্ধপূর্ণ জলে এবং রাত্রিকালে স্নান করা অনুচিত। কেবলমাত্র চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণাদিকালেই রাত্রিতে স্নান করিতে পারে। স্নানান্তে বস্ত্র বা হস্ত দ্বারা দেহমার্জ্জনা করা নিষিদ্ধ এবং আর্দ্রকেশ বা আর্দ্রবসন বিকম্পিত করা

---

* নো হসেন্ন চ দূষয়েদিতি কচিৎ পাঠঃ

নানুলেপনমাদদ্যাদস্নাতঃ কর্হিচিদ্বুধঃ ॥ *
ন চাপি রক্তবাসাঃ স্যাচ্চিত্রাসিতধরোঽপি বা
ন চ কুর্য্যাদ্বিপর্য্যাসং বাসসোর্নাপি ভূষণে।
বর্জ্জ্যঞ্চ বিদশং বস্ত্রমত্যন্তোপহতঞ্চ যৎ ॥ ৫৪
কেশকীটাবপন্নঞ্চ শ্বুণঃ শ্বভিরবেক্ষিতম্।
অবলীঢাবপন্নঞ্চ সারোদ্ধরণদূষিতম্ ॥ ৫৫
পৃষ্ঠমাংসং বৃথামাংসং বর্জ্জ্যমাংসঞ্চ পুত্রক।
ন ভক্ষয়ীত সততং প্রত্যক্ষলবণানি চ ॥ ৫৬
বর্জ্জ্যং চিরোষিতং পুত্র ভক্তং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ
পিষ্টশাকেক্ষুপয়সাং বিকারান্ নৃপনন্দন ॥ ৫৭
তথা মাংসবিকারাংশ্চ তেচ বর্জ্জ্যাশ্চিরোষিতাঃ
উদয়াস্তমনে ভানোঃ শয়নঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৮
নাস্নাতো নৈব সংবিষ্টো ন চৈবান্যমনা নরঃ।
ন চৈব শয়নে নোর্ব্ব্যামুপবিষ্টো ন শব্দবৎ ॥ ৫৯

ন চৈকবস্ত্রো ন বদন্ প্রেক্ষতামপ্রদায় চ।
ভুঞ্জীত পুরুষঃ স্নাতঃ সায়ং প্রাতর্যথাবিধি ॥ ৬০
পরদারা ন গন্তব্যাঃ পুরুষেণ বিপশ্চিতা।
ইষ্টাপূর্ত্তায়ুষাং হন্ত্রী পরদারগতির্নৃণাম্ ॥ ৬১
ন হীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥ ৬২
দেবার্চ্চনাগ্নিকার্য্যাণি তথা গুর্ব্বভিবাদনম্।
কুর্ব্বীত সম্যগাচম্য তদ্বদন্নভুজক্রিয়াম্ ॥ ৬৩
অফেনাভিরগন্ধাভিরদ্ভিরচ্ছাভিরাদরাৎ।
আচমেৎ পুত্র পুণ্যাভিঃ প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
অন্তর্জ্জলাদাবসথাদ্বল্মীকান্মূষিকস্থলাৎ।
কৃতশৌচাবশিষ্টাশ্চ বর্জ্জয়েৎ পঞ্চ বৈ মৃদঃ ॥৬৫
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ সমভ্যুক্ষ্য সমাহিতঃ ॥
অন্তর্জ্জানুস্তথাচামেৎ ত্রিশ্চতুর্ব্বা পিবেদপঃ ॥৬৬

অনুচিত। বিচক্ষণ ব্যক্তি কদাচ স্নান না করিয়া অনুলেপন ধারণ করিবেন না। লোহিতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ অথবা চিত্রিত বসন পরিধান করিতে নাই। পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র এবং বিভূষণ, এই সমস্ত বিপরীতভাবে পরিধান করিবে না। দশাশূন্য জীর্ণ ও ছিন্ন বস্ত্র সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। কেশকীটসমন্বিত অন্ন, কুক্কুর কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা অবলেহিত এবং সারোত্তোলন বশত দূষিত অন্ন, পৃষ্ঠমাংস, বৃথামাংস, পরিত্যাজ্য মাংস ও প্রত্যক্ষ লবণ, হে পুত্র! এই সকল কদাচ ভোজন করিবে না। ৫৪—৫৬। হে নৃপনন্দন! চিরোষিত ও পর্য্যুষিত অন্ন পরিত্যাগ করিবে। পিষ্টক, শাক, ইক্ষু ও দুগ্ধ, এই সমস্ত দ্রব্যের বিকার ভোজন করিতে নাই। মাংসবিকার চিরোষিত হইলে তাহাও বর্জ্জনীয়। সূর্য্যের উদয়কালে বা অস্তগমন সময়ে শয়ন করা অবিধি। স্নানান্তে শয়ন করা উচিত নহে, উপবেশনপূর্ব্বকও নিদ্রিত হইবে না এবং অন্যমনস্ক হইয়াও শয়ন করা অনুচিত। শয্যাতলে বা মৃত্তিকাতে সশব্দে উপবেশন করিতে নাই, উত্তরীয় পরিত্যাগপূর্ব্বক একবস্ত্রে আহার করিবে না। কথা কহিতে কহিতে আহার করা নিষিদ্ধ এবং সাক্ষাতে যাহারা দর্শন করিতেছে, তাহাদিগকে না দিয়া আহার করা উচিত নহে। প্রভাতে ও সায়ংসময়ে বিধানানুসারে স্নান করিয়া তৎপরে আহার করিবে। ৫৭—৬০। বিচক্ষণ ব্যক্তি কদাচ পরদারা গমন করিবেন না; কারণ, পরস্ত্রীগমনে ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হয় এবং পরমায়ুর হ্রাস হইয়া থাকে। পরদারাভিমর্ষণ পুরুষের পক্ষে যেরূপ পরমায়ুর হ্রাসকর, তাদৃশ আর কিছুতেই হয় না। সুরগণের পূজা ও গুরুজনের অভিনন্দন করা সর্ব্বথা সমুচিত। সম্যক্‌রূপে আচমন করিয়া অন্নভোজন কার্য্য সমাধা করিবে। হে পুত্র! ফেনশূন্য নির্গন্ধ নির্ম্মল পবিত্র জল সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক প্রাঙ্মুখ বা উদঙ্মুখ হইয়া আচমন করা উচিত। জলগর্ভস্থ, বাসগৃহস্থ, বল্মীকস্থ, মূষিকবিবরস্থ ও শৌচক্রিয়াবশিষ্ট, এই পঞ্চবিধ মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে নাই। সমাহিত মনে হস্ত-পদ ধৌত ও সম্যক্‌প্রকারে অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক জানুদ্বয় বেষ্টন করত উপবেশন করিয়া তিনবার বা বারচতুষ্টয় জলপান করিবে। আচমন

---

* স্নাতবৎ কার্হিচিৎ বা পাঠঃ।

পরিমৃজ্য দ্বিরাস্যান্তং খানি মূর্দ্ধানমেব চ।
সম্যগাচম্য তোয়েন ক্রিয়াং কুর্ব্বীত বৈ শুচিঃ
দেবতানামৃষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চৈব যত্নতঃ।
সমাহিতমনা ভূত্বা কুর্ব্বীত সততং নরঃ ॥ ৬৮
ক্ষুত্বা নিষ্ঠীব্য বাসশ্চ পরিধায়াচমেদ্‌বুধঃ।
ক্ষুতেঽবলীঢ়ে বান্তে চ তথা নিষ্ঠীবনাদিষু ॥ ৬৯
কুর্য্যাদাচমনং স্পর্শং গোপৃষ্ঠস্যার্কদর্শনম্।
কুর্ব্বীতালম্বনঞ্চাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ ॥ ৭০
যথাবিভবতো হ্যেতৎ পূর্ব্বাভাবে ততঃ পরম্।
অবিদ্যমানে পূর্ব্বোক্তে উত্তরপ্রাপ্তিরিষ্যতে ॥
ন কুর্য্যাদ্দন্তসঙ্ঘর্ষং নাত্মনো দেহতাড়নম্।
স্বপ্নাধ্যয়নভোজ্যানি সন্ধ্যয়োশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
সন্ধ্যায়াং মৈথুনঞ্চাপি তথা পন্থানমেব চ ॥ ৭৩
পূর্ব্বাহ্ণে তাত দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ মধ্যমে।
ভক্ত্যা তথাপরাহ্ণে চ কুর্ব্বীত পিতৃপূজনম্ ॥

শিরঃস্নাতশ্চ কুর্ব্বীত দৈবং পৈত্র্যমথাপি বা।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি শ্মশ্রুকর্ম্ম চ কারয়েৎ ॥ ৭৫
ব্যঙ্গিনীং বর্জ্জয়েৎ কন্যাং কুলজামপি রোগিণীম্
বিকৃতাং পিঙ্গলাঞ্চৈব বাচাটাং সর্ব্বদূষিতাম্ ॥
অব্যঙ্গীং সৌম্যনাসাঞ্চ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাম্।
তাদৃশীমুদ্বহেৎ কন্যাং শ্রেয়ঃকামো নরঃ সদা ॥
উদ্বহেৎ পিতৃমাত্রোশ্চ সপ্তমীং পঞ্চমীং তথা।
রক্ষেদ্দারান্ ত্যজেদীর্ষ্যাং দিবা চ স্বপ্নমৈথুনে
পরোপতাপকং কর্ম্ম জন্তুপীড়াঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
উদক্যা সর্ব্ববর্ণানাং বর্জ্যা রাত্রিচতুষ্টয়ম্ ॥ ৭৯
স্ত্রীজন্মপরিহারার্থং পঞ্চমামপি বর্জ্জয়েৎ।
ততঃ ষষ্ঠ্যাং ব্রজেদ্রাত্র্যাং শ্রেষ্ঠা যুগ্মাসু পুত্রক
যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।

করিবে। দুইবার মুখপ্রান্ত ও মুখ-গহ্বর এবং বারত্রয় মস্তক ও ইন্দ্রিয়দ্বার মার্জ্জন-পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে আচমন করিয়া পবিত্রভাবে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবে। সর্ব্বদা সযত্নে সমাহিত-মনে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের কার্য্য সমাধা করিতে হয়। ক্ষুত (হাঁচি) ও নিষ্ঠীবন (থুথু) ত্যাগ করিলে আচমন করা বিধেয় বস্ত্র পরিধানান্তেও আচমন করিবে। ক্ষুত, অবলেহন, বমন ও নিষ্ঠীবন হইলে আচমন, গোপৃষ্ঠাবলোকন, অর্কদর্শন ও দক্ষিণ শ্রবণ অবলম্বন করিতে হয়।৬১—৭০। এই সকলের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাব ঘটিলে সম্ভবানু-সারে পর পর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে; কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পরপরের ক্রিয়াই প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত। দন্ত দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিতে নাই এবং আপনার দেহ-তাড়না করাও অনুচিত। কি প্রাতঃসন্ধ্যা, কি সায়ংসন্ধ্যা, উভয় কালেই শয়ন, অধ্যয়ন ও ভোজন পরিত্যাগ করিবে। সন্ধ্যাকালে মৈথুনক্রিয়া ও পথপর্য্যটন করিতে নাই। হে বৎস! ভক্তিসহকারে পূর্ব্বাহ্ণে সুরগণের, মধ্যাহ্নে নরগণের এবং অপরাহ্ণে পিতৃ-গণের অর্চ্চনা করিবে। শিরঃস্নাত হইয়া পিতৃগণের ও সুরগণের ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া শ্মশ্রুকর্ম্ম করিবে। যে কন্যা সদ্বংশজাতা হইয়াও রোগিণী, বিকলাঙ্গী, বিকৃতা, পিঙ্গল-বর্ণা, বাচালা বা সর্ব্বদোষে দূষিতা হয়, তাদৃশী কন্যাকে গ্রহণ করা সমুচিত নহে। যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃ কামনা করেন, তিনি সর্ব্বাঙ্গপূর্ণা, সৌম্যনাসা, সর্ব্বসুলক্ষণে বিভূষিতা কন্যাকে বিবাহ করিবেন। ৭১—৭৭। জনক বা জননীর সপ্তমী বা পঞ্চমী কন্যাকে বিবাহ করাই বিধেয়। স্ত্রীকে রক্ষা করা ও ঈর্ষ্যা ত্যাগ করা সমুচিত। দিবাভাগে শয়ন বা মৈথুনক্রিয়া করিতে নাই। যাহাতে অন্য ব্যক্তি সন্তাপিত হয় এবং যাহাতে জীব-গণ ক্লেশ অনুভব করে, তাদৃশ কার্য্য পরিত্যাগ করাই বিধেয়। সকল বর্ণই ঋতুমতী নারীর সঙ্গ বিষয় প্রথম চারি-রাত্রি পরিত্যাগ করিবে। হে পুত্র! যে ব্যক্তি কন্যাজন্মে অভিলাষী না হন, তিনি পঞ্চম রাত্রিতে নারীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ষষ্ঠ রাত্রিতে সহবাস করিবেন, কারণ, যুগ্ম-রাত্রিই নারীসহবাসের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত। যুগ্মরাত্রিতে নারীসঙ্গ করিলে পুত্র এবং

তস্মাদযুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেত সদা নরঃ।
বিধর্ম্মিণোঽহ্নি পূর্ব্বাখ্যে সন্ধ্যাকালে চ পণ্ড্রকাঃ
ক্ষুরকর্ম্মণি বান্তে চ স্ত্রীসম্ভোগে চ পুত্রক।
স্নায়ীত চেলবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেত্য চ ॥৮২
দেব-বেদ-দ্বিজাতীনাং সাধুসত্যমহাত্মনাম্।
গুরোঃ পতিব্রতানাঞ্চ তথা যজ্ঞতপস্বিনাম্ ॥ ৮৩
পরিবাদং ন কুর্ব্বীত পরিহাসঞ্চ পুত্রক।
কুর্ব্বতামবিনীতানাং ন শ্রোতব্যং কথঞ্চন ॥ ৮৪
নোৎকৃষ্টশয্যাসনয়োর্নাপকৃষ্টস্য চারুহেৎ।
ন চামঙ্গল্যবেশঃ স্যান্ন চামঙ্গল্যবাগ্‌ভবেৎ ॥ ৮৫
ধবলাম্বরসংবীতঃ সিতপুষ্পবিভূষিতঃ।
নোদ্ধতোন্মত্তমূঢ়ৈশ্চ নাবিনীতৈশ্চ পণ্ডিতঃ ॥ ৮৬
গচ্ছেন্মৈত্রীং ন চাশীলৈর্ন চ চৌর্য্যাদিদূষিতৈঃ
ন চাতিব্যয়শীলৈশ্চ ন লুব্ধৈর্নাপি বৈরিভিঃ ॥৮৭
ন বন্ধকীভির্ন ন্যূনৈর্বন্ধকীপতিভিস্তথা।
সার্দ্ধং ন বলিভিঃ কুর্য্যান্ন চ ন্যূনৈর্ন নিন্দিতৈঃ
ন সর্ব্বশঙ্কিভির্নিত্যং ন চ দৈবপরৈর্নরৈঃ ॥৮৯
কুর্ব্বীত সাধুভির্মৈত্রীং সদাচারাবলম্বিভিঃ।
প্রাজ্ঞৈরপিশুনৈঃ শক্তৈঃ কর্ম্মণ্যুদ্যোগভাগিভিঃ
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতৈঃ সহাসীত সদা বুধঃ।
সুহৃদ্দীক্ষিত-ভূপাল-স্নাতক-শ্বশুরৈঃ সহ ॥ ৯১
ঋত্বিগাদীন্ ষড়র্ঘার্হানর্চ্চয়েচ্চ গৃহাগতান্।
যথা বিভবতঃ পুত্র দ্বিজান্ সংবৎসরোষিতান্
অর্চ্চয়েন্মধুপর্কেণ যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তিষ্ঠেচ্চ শাসনে তেষাং শ্রেয়স্কামো দ্বিজোত্তমঃ
ন চ তান্ বিবদেদ্ধীমানাক্রুষ্টশ্চাপি তৈঃ সদা ॥
সম্যগ্‌গৃহার্চ্চনং কৃত্বা যথাস্থানমনুক্রমাৎ।
সম্পূজয়েৎ ততো বহ্নিং দদ্যাচ্চৈবাহুতীঃ ক্রমাৎ

অযুগ্ম-রাত্রিতে কন্যার উৎপত্তি হয়; সুতরাং পুত্রপ্রাপ্তির বাসনা হইলে যুগ্ম-রাত্রিতে সঙ্গবাস করিবে। যদি পূর্ব্বাহ্নে নারীসঙ্গ করা যায়, তাহা হইলে বিধর্ম্মী পুত্র সমুৎপন্ন হয় এবং সায়ং সময়ে স্ত্রীসঙ্গ করিলে নপুংসকের জন্ম হইয়া থাকে। হে পুত্র! ক্ষৌর-কর্ম্মাবসানে, বমনান্তে, নারীসঙ্গের পর শ্মশান-ভূমিতে গমন করিলে সবস্ত্রে স্নান করিতে হয়। হে বৎস! দেবতা, বেদ, ব্রাহ্মণ, সত্যনিষ্ঠ, মহাত্মা, গুরুজন, পতিব্রতা স্ত্রী, যজ্ঞশীল ও তপঃপরায়ণ ব্যক্তি, ইঁহাদিগের পরীবাদ বা পরিহাস করা কর্ত্তব্য নহে। অবিনীত ব্যক্তি যদি ইঁহাদিগের নিন্দা করে, তাহাতে কর্ণপাত করিবে না। ৭৮—৮৪। আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ব্যক্তির শয্যা বা আসনে উপবিষ্ট হইবে না; অমঙ্গল্য বেশ ধারণ করা উচিত নহে; এবং অমঙ্গল্য বাক্যও পরিত্যাগ করিবে। শুভ্রবসন পরিধান ও সিত-কুসুম ব্যবহার করিবে। উদ্ধত, উন্মত্ত, মূর্খ, অবিনয়ী, অসচ্চরিত্র, চৌর্য্যাদি দোষে দূষিত, অপরিমিত-ব্যয়ী, লুব্ধ, শত্রু, বন্ধকী, হীন, বন্ধকীস্বামী, নীচাশয়, নিন্দিত, সর্ব্বদাশঙ্কী ও দৈবপরায়ণ, এই সকল ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ করা বিচক্ষণের কর্ত্তব্য নহে। সদাচার-পরায়ণ সাধুগণেরই সহিত মিত্রতা স্থাপন করা উচিত। প্রজ্ঞাবান্, অপিশুন, শক্তিমান্ এবং যাহারা কার্য্যে উদ্যোগশীল, তাদৃশ ব্যক্তিগণের সহিত মৈত্রীসংস্থাপন করিবে। ৮৫—৯০। পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বদা বেদজ্ঞ, বিদ্বান্, ব্রতপরায়ণ ও স্নাতক ব্যক্তিগণের সহিত অবস্থিতি করিবেন। সুহৃদ্, দীক্ষিত, ভূপতি, স্নাতক, শ্বশুর ও ঋত্বিক্, এই ছয়জনই অর্ঘ্যপ্রদানের উপযুক্ত পাত্র। ইঁহারা গৃহে অভ্যাগত হইলে অর্চ্চনা করিতে হয়। হে পুত্র! পূর্ব্বোক্ত অর্ঘার্হ ছয়জন সংবৎসরোষিত হইয়া গৃহে সমাগত হইলে বিভবানুসারে যথাসময়ে তাঁহাদিগকে মধুপর্কসহকারে পূজা করিবে এবং কল্যাণ-লাভে বাসনা থাকিলে তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহারা আক্রোশ প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। ৯১—৯৩। সম্যক্ প্রকারে গৃহপূজা করিয়া ক্রমানুসারে অগ্নির অর্চ্চনা করত আহুতি প্রদান করিবে।

প্রথমাং ব্রহ্মণে দদ্যাৎ প্রজানাং পতয়ে ততঃ
তৃতীয়াঞ্চৈব গুহ্যেভ্যঃ কশ্যপায় তথাপরাম্॥৯৫
ততোঽনুমতয়ে দত্বা দদ্যাদ্‌গৃহবলিং ততঃ।
পূর্ব্বাখ্যাতং ময়া যৎ তে নিত্যকর্ম্মক্রিয়াবিধৌ
বৈশ্বমেবং ততঃ কুর্য্যাদ্বলয়স্তত্র মে শৃণু।
যথাস্থানবিভাগন্তু দেবানুদ্দিশ্য বৈ পৃথক্॥ ৯৭
পর্জ্জন্যাপোধরিত্রীণাং দদ্যাচ্চ মানকে ত্রয়ম্।
বায়বে চ প্রতিদিশং দিগ্‌ভ্যঃ প্রাচ্যাদিতঃ ক্রমাৎ॥ ৯৮
ব্রহ্মণে চান্তরীক্ষায় সূর্য্যায় চ যথাক্রমম্।
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বিশ্বভূতেভ্য এব চ॥
উষসে ভূতপতয়ে দদ্যাচ্চোত্তরতস্ততঃ।
স্বধা নম ইতীত্যুক্ত্বা পিতৃভ্যশ্চাপি দক্ষিণে॥
কৃত্বাপসব্যং বায়ব্যাং যক্ষ্মৈতত্তেতি * ভাজনাৎ
অন্নাবশেষমিচ্ছন্ বৈ তোয়ং দদ্যাদ্‌যথাবিধি॥

ব্রহ্মার উদ্দেশে প্রথমাহুতি প্রদানপূর্ব্বক প্রজাপতিকে দ্বিতীয়, গুহ্যগণকে তৃতীয় এবং কশ্যপকে চতুর্থাহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর অনুমতির উদ্দেশে পঞ্চমাহুতি প্রদানপূর্ব্বক পূর্ব্বে তোমার নিকট নিত্যকর্ম্ম ক্রিয়াবিধি উপলক্ষে যেরূপ বর্ণন করিয়াছি, তদনুসারে গৃহবলি প্রদান করিতে হয়। তৎপরে বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিবে, তাহার নিয়ম শ্রবণ কর। স্থানবিভাগানুসারে দেবতাদিগের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ বলি দিতে হয়। অনন্তর পর্জ্জন্য, আপ ও ধরিত্রী, ইহাঁদিগকে তিনটী বলি ও বায়ুকে বলি প্রদানপূর্ব্বক পূর্ব্বাদি-ক্রমে প্রতিদিকে দিক্ সকলকে যথাক্রমে বলি প্রদান করিবে। তৎপরে উত্তরদিকে ব্রহ্মা, অন্তরীক্ষ, সূর্য্য, বিশ্বদেবগণ, বিশ্বভূত-গণ, উষা ও ভূতপতি, যথাক্রমে ইহাঁদিগের উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া "স্বধা নমঃ" এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে পিতৃগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। তদনন্তর অন্নাবশেষ কামনা করত অপসব্য কর-

* ভক্তং ভুক্তাজনাদিতি বা পাঠঃ।

ততোঽন্নাগ্রং সমুদ্ধৃত্য হন্তকারোপকল্পনম্।
যথাবিধি যথান্যায়ং ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ॥১০২
কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি তীর্থেন স্বেন স্বেন যথাবিধি।
দেবাদীনাং তথা কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্ম্যেণাচমনক্রিয়াম্॥
অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা পাণের্যা দক্ষিণস্য তু।
এতদ্‌ব্রাহ্মমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ॥ ১০
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্তঃ পৈত্র্যং তীর্থমুদাহৃতম্।
পিতৄণাং তেন তোয়াদি দদ্যান্নান্দীমুখাদৃতে॥
অঙ্গুল্যগ্রে তথা দৈবং তেন দেবক্রিয়াবিধিঃ।
তীর্থং কনিষ্ঠিকামূলে কায়ং তেন প্রজাপতেঃ॥
এবমেভিঃ সদা তীর্থৈর্দেবানাং পিতৃভিঃ সহ।
সদা কার্য্যাণি কুর্ব্বীত নান্যতীর্থেন কর্হিচিৎ॥
ব্রাহ্মেণাচমনং শস্তং পিত্র্যং পৈত্র্যেণ সর্ব্বদা।

ণান্তে বায়ুকোণে "যক্ষ্মৈতত্তা" ইত্যাদি মন্ত্র-পাঠ-সহকারে জলাধার হইতে জল লইয়া বিধানানুসারে জল প্রদান করিতে হইবে। তৎপরে অন্নাগ্রভাগ সমুদ্ধৃত করিয়া হন্তকার কল্পনাপূর্ব্বক যথাবিধানে যথান্যায়ে বিপ্রকে প্রদান করিবে। পরে স্বীয় স্বীয় তীর্থযোগে বিধানানুসারে কার্য্য সম্পাদন করিবে। দেবাদির উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিতে হয়। দক্ষিণ পাণির অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির উত্তরদিকে যে রেখা বিদ্যমান আছে, উহা ব্রাহ্মতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তিত; ঐ তীর্থ দ্বারাই আচমন করিবে। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ, এই অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যস্থলই পিতৃতীর্থ বলিয়া কথিত। নান্দীমুখ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্রিয়াতে পিতৃগণের উদ্দেশে এই পিতৃতীর্থ দ্বারা জলাদি প্রদান করিতে হয়। ৯৪—১০৫। অঙ্গুলীর অগ্রভাগেই দৈবতীর্থ বিদ্যমান; দেবক্রিয়াবিধি উহা দ্বারাই নিষ্পাদিত করিতে হয়। কনিষ্ঠার মূলদেশে কায় নামক তীর্থ বিরাজিত; উহা দ্বারা প্রজাপতির কার্য্য সমাধা করিবে। এই প্রকারে এই সকল তীর্থ দ্বারা সর্ব্বদা দেবতা ও পিতৃগণের ক্রিয়া সমাধা করিতে হয়; অন্য তীর্থ দ্বারা কদাচ করিবে না। ব্রাহ্মতীর্থ

দেবতীর্থেন দেবানাং প্রাজাপত্যং নিজেন চ
নান্দীমুখানাং কুর্ব্বীত প্রাজ্ঞঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াম্
প্রাজাপত্যেন তীর্থেন যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রজাপতেঃ
যুগপজ্জলমগ্নিঞ্চ বিভৃয়ান্ন বিচক্ষণঃ।
গুরুদেবান্ প্রতি তথা ন চ পাদৌ প্রসারয়েৎ
নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং জলং নাঞ্জলিনা পিবেৎ
শৌচকালেষু সর্ব্বেষু গুরুষল্পেষু বা পুনঃ।
ন বিলম্বেত শৌচার্থং ন মুখেনানলং ধমেৎ ॥
তত্র পুত্র ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টয়ম্।
ঋণপ্রদাতা বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সজলা নদী ॥১১৩
জিতামিত্রো নৃপো যত্র বলবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ।
তত্র নিত্যং বসেৎ প্রাজ্ঞঃ কুতঃ কুনৃপতৌ সুখম্ ১১৪ ॥
যত্রাপ্রধৃষ্যো নৃপতির্যত্র শস্যবতী মহী।

দ্বারা আচমন করাই বিধিসিদ্ধ। পিতৃতীর্থ দ্বারা পিতৃকার্য্য, দেবতীর্থ দ্বারা দৈবকার্য্য এবং কায়তীর্থ দ্বারা প্রজাপতির ক্রিয়া সমাধা করিবে। প্রজাপতির কার্য্য যেরূপে প্রাজাপত্য তীর্থ অর্থাৎ কায়তীর্থ দ্বারা সম্পাদিত করিতে হয়, নান্দীমুখের পিণ্ডোদক ক্রিয়াও সেইরূপ কায়তীর্থ দ্বারা সম্পন্ন করিবে। যুগপৎ জল ও অগ্নি ধারণ করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে; গুরু বা দেবগণের অভিমুখে পাদপ্রসারণ করিতে নাই। ১০৬—১১০। যে গাভী বৎসকে স্তনদান করিতে সমুদ্যত, তাহাকে আহ্বান করিবে না এবং অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিতে নাই। গুরুই হউক, আর স্বল্পই হউক, সকল প্রকার শৌচক্রিয়াতেই ত্বরান্বিত হইবে এবং মুখ দ্বারা অর্থাৎ ফুৎকার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে না। হে পুত্র! যে দেশে ঋণপ্রদাতা, বৈদ্য, শ্রোত্রিয় ও সজলা নদী, এই চারিটী না থাকে, তথায় বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যে রাজ্যে জিতবৈর, ধর্ম্মনিষ্ঠ, বলবান্ নৃপতির অধিবসতি, সেই দেশে নিত্যবাস করাই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য, কারণ কু-রাজার রাজ্যে সুখের সম্ভাবনা কোথায়?

পৌরাঃ সুসংযতা যত্র সততং ন্যায়বর্ত্তিনঃ।
যত্রামৎসরিণো লোকাস্তত্র বাসঃ সুখোদয়ঃ ॥
যস্মিন্ কৃষীবলা রাষ্ট্রে প্রায়শো নাতিভোগিনঃ
যত্রৌষধান্যশেষাণি বসেৎ তত্র বিচক্ষণঃ ॥১১৬
তত্র পুত্র ন বস্তব্যং যত্রৈতৎ ত্রিতয়ং সদা।
জিগীষুঃ পূর্ব্ববৈরশ্চ জনশ্চ সততোৎসবঃ ॥১১৬
বসেন্নিত্যং সুশীলেষু সহবাসিষু পণ্ডিতঃ।
ইত্যেতৎ কথিতং পুত্র ময়া তে হিতকাম্যয়া ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে অলর্কানুশাসনে সদাচারো নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়।

মদালসোবাচ।

অতঃ পরং শৃণুষ ত্বং বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যপ্রতিক্রিয়াম্।
ভোজ্যমন্নং পর্য্যুষিতং স্নেহাক্তং চিরসম্ভৃতম্ ॥

যে রাজ্যের রাজা দুর্দ্ধর্ষ, যে স্থানের ভূমি শস্যবতী, যথায় পৌরবর্গ সুসংযত ও নিত্যন্যায়পথাশ্রয়ী এবং যে স্থানের লোক সকল মাৎসর্য্যহীন, সেই স্থানে বাস করিলেই সুখের সঞ্চার হইয়া থাকে। ১১১—১১৫। যে রাজ্যে কৃষকগণ প্রায়ই অতি-ভোগশূন্য এবং যে স্থানে অসংখ্য অসংখ্য ওষধি সমুৎপন্ন হয়, সেই স্থানে বাস করাই বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। হে পুত্র! যে স্থানে জিগীষু, পূর্ব্বশত্রু ও সর্ব্বদা উৎসবোন্মত্ত, এই তিন প্রকার লোক অবস্থিতি করে, তথায় বাস করা কর্ত্তব্য নহে। সুশীল সহবাসিগণের মধ্যে বসতি করাই পণ্ডিত ব্যক্তির সমুচিত। হে বৎস! এই আমি তোমার হিতবাসনায় সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। ১১৬—১১৮।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৪॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

মদালসা কহিলেন, বৎস! অতঃপর বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্য দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া কীর্ত্তন করি-

অস্নেহাশ্চাপি গোধূম-যব গোরসবিক্রিয়াঃ।
শশকঃ কচ্ছপো গোধা শ্বাবিৎ খড্গোঽথ পুত্রক
ভক্ষ্যা হ্যেতে তথা বর্জ্জ্যৌ গ্রামশূকর-কুক্কুটৌ॥
পিতৃদেবাদিশেষশ্চ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকাম্যয়া।
প্রোক্ষিতঞ্চৌষধার্থঞ্চ খাদন্ মাংসং ন দুষ্যতি॥
শঙ্খাশ্মস্বর্ণরূপ্যাণাং রজ্জূনামথ বাসসাম্।
শাকমূলফলানাঞ্চ তথা বিদলচর্ম্মণাম্॥ ৪
মণি-বজ্র-প্রবালানাং তথা মুক্তাফলস্য চ।
গাত্রাণাঞ্চ মনুষ্যাণামম্বুনা শৌচমিষ্যতে॥ ৫
অথায়সানাং তোয়েন গ্রাবণঃ সজ্ঘর্ষণেন চ।
সস্নেহানাঞ্চ ভাণ্ডানাং শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা॥৬
শূর্পধান্যাজিনানাঞ্চ মুষলোলূখলস্য চ।
সংহতানাঞ্চ বস্ত্রাণাং প্রোক্ষণাৎ সঞ্চয়স্য চ॥ ৭
বল্কলানামশেষাণামম্বুমৃচ্ছৌচমিষ্যতে।
তৃণকাষ্ঠৌষধীনাঞ্চ প্রোক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে॥ ৮
আবিকানাং সমস্তানাং কেশানাঞ্চাপি মেধ্যতা
সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন তিলকল্কেন বা পুনঃ॥৯
সাম্বুনা তাত ভবতি উপঘাতবতাং সদা।
তথা কার্পাসিকানাঞ্চ বিশুদ্ধির্জলভস্মনা॥ ১০
দারু-দন্তাস্থি-শৃঙ্গাণাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।
পুনঃপাকেন ভাণ্ডানাং পার্থিবানাঞ্চ মেধ্যতা॥
শুচিভৈক্ষ্যং কারুহস্তঃ পণ্যং যোষিন্মুখং তথা
রথ্যাগতমবিজ্ঞাতং দাসবর্গাদিনাহৃতম্॥ ১২
বাক্‌প্রশস্তং চিরাতীতমনেকান্তরিতং লঘু।
অতিপ্রভূতং বালঞ্চ বৃদ্ধাতুরবিচেষ্টিতম্॥ ১৩
কর্ম্মান্তাঙ্গারশালাশ্চ স্তনন্ধয়সুতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
শুচয়শ্চ তথৈবাপঃ স্রবন্ত্যোঽগন্ধবুদ্বুদাঃ॥১৪
ভূমির্বিশুধ্যতে কালাদ্দাহ-মার্জ্জন-গোক্রমৈঃ।
লেপাদুল্লেখনাৎ সেকাদ্বেশ্ম সম্মার্জ্জনার্চ্চনাৎ॥
কেশকীটাবপন্নে চ গোঘ্রাতে মক্ষিকান্বিতে।

তেছি, শ্রবণ কর। পর্য্যুষিত অন্ন, বহুদিনের সংগৃহীত স্নেহদ্রব্য ও স্নেহশূন্য গোধূম, যব ও দুগ্ধবিকার ভোজন করিতে নাই। শশক, কূর্ম্ম, গোধা, শ্বাবিৎ (সজারু) খড়্গী (গণ্ডার); হে বৎস! এই সকল জীবের মাংস ভক্ষণ করিতে পারে; কিন্তু গ্রাম্য শূকর ও গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য। দ্বিজাতিগণের জন্য শ্রাদ্ধে পিতৃদেবাদির যে অবশিষ্ট থাকে, সেই মাংস এবং যজ্ঞাদিতে প্রোক্ষিত ও ঔষধার্থ আনীত মাংসভোজন দূষণীয় নহে। শঙ্খ, পাষাণ, স্বর্ণ, রজত, রজ্জু, বসন, শাক, মূল, ফল, বিদল, চর্ম্ম, মণি, বজ্র, প্রবাল, মুক্তা ও মনুষ্যের দেহ, এই সমস্ত জলে ধৌত হইলেই বিশুদ্ধ হয়। ১—৫। জল দ্বারা, লৌহময় পদার্থের, ঘর্ষণ দ্বারা পাষাণের এবং উষ্ণ-বারিদ্বারা স্নেহযুক্ত পাত্রের বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। শূর্প, ধান্য, অজিন, মুষল, উদূখল ও সংহতবসন, এই সকল দ্রব্য জলে প্রোক্ষণ করিলেই শুদ্ধ হয়। সর্ব্বপ্রকার বল্কল মৃত্তিকাও বারি সংযোগে শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তৃণ, কাষ্ঠ ও ওষধি সকল জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, মেষরোমজাত বস্ত্র ও কেশ, এই উভয় দ্রব্য কোন প্রকারে উপহত হইলে জলসংযুক্ত সর্ষপকল্ক বা তিলকল্ক দ্বারা শুদ্ধ করিবে। জল ও ভস্ম দ্বারা, কার্পাসনির্ম্মিত দ্রব্যের শুদ্ধি হইয়া থাকে। ৬—১০। দারু, দন্ত, অস্থি ও শৃঙ্গ, তক্ষণ দ্বারা এই সকলের শুদ্ধি করিতে হয়। মৃন্ময়পাত্র পুনঃপাকে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য, শিল্পীর হস্ত, পণ্যদ্রব্য ও নারীজাতির মুখ স্বভাবতই শুদ্ধ। রথ্যাগত, অবিজ্ঞাত, দাসবর্গাদি কর্ত্তৃক আহৃত, বহুদিনের অতীত, অনেকান্তরিত ও লঘুদ্রব্য বাক্যমাত্রেই বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতিপ্রভূত, বালক এবং বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তির কর্ম্ম, ইহাও স্বভাবতঃ শুদ্ধ। কর্ম্ম-সমাধানে অঙ্গারশালা, যাহার শিশুর স্তনপান পরিত্যাগ করে নাই, তাদৃশী রমণী এবং গন্ধশূন্য, বুদ্বুদশূন্য ও স্রোতঃসংযুক্ত জল বিশুদ্ধ। লেপন, উল্লেখন, বারিসেক, সম্মার্জ্জন ও অর্চ্চন, এই সকল দ্বারা গৃহের বিশুদ্ধি করিতে হয়। ১১—১৫। হে তাত! মৃত্তিকা, সলিল ও ভস্ম দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া কেশকীটসংযুক্ত, গো-

মৃদম্বুভস্মনা তাত প্রোক্ষিতব্যং বিশুদ্ধয়ে ॥ ১৬,
ঔডুম্বরাণামম্লেন ক্ষারেণ ত্রপু-সীসয়োঃ।
ভস্মাম্বুভিশ্চ কাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য চ
অমেধ্যাক্তস্য মৃত্তোয়ৈর্গন্ধাপহরণেন চ।
অন্যেষাঞ্চৈব তদ্দ্রব্যৈর্বর্ণগন্ধাপহারতঃ ॥ ১৮
শুচি গোতৃপ্তিকৃৎ তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্
তথা মাংসঞ্চ চণ্ডাল-ক্রব্যাদাদিনিপাতিতম্ ॥১৯
রথ্যাগতঞ্চ চেলাদি তাত বাতাচ্ছুচি স্মৃতম্ ॥
রজোঽগ্নিরশ্বো গৌশ্ছায়া রশ্ময়ঃ পবনো মহী।
বিপ্রুষো মক্ষিকাদ্যাশ্চ দুষ্টসঙ্গাদদোষিণঃ ॥ ২১
অজাশ্বৌ মুখতো মেধ্যৌ ন গোর্বৎসস্য চাননম্
মাতুঃ প্রস্রবণং মেধ্যং শকুনিঃ ফলপাতনে ॥২২
আসনং শয়নং যানং নাবঃ পথি তৃণানি চ।
সোমসূর্য্যাংশুপবনৈঃ শুধ্যন্তে তানি পণ্যবৎ ॥
রথ্যাবসর্পণ-স্নান-ক্ষুৎপান-মূত্রকর্ম্মসু।
আচামেচ্চ যথান্যায়ং বাসো বিপরিধায় চ ॥২৪
স্পৃষ্টানামপ্যসংসর্গো বিরথ্যাকর্দ্দমাম্ভসাম্।
পক্বেষ্টরচিতানাঞ্চ মেধ্যতা বায়ুসঙ্গমাৎ ॥ ২৫
প্রভূতোপহতাদন্নাদগ্রমুদ্ধৃত্য সন্ত্যজেৎ।
শেষস্য প্রোক্ষণং কুর্য্যাদাচম্যাদ্ভিস্তথা মৃদা ॥২৬
উপবাসস্ত্রিরাত্রন্তু দুষ্টভক্তাশিনো ভবেৎ।
অজ্ঞাতে জ্ঞানপূর্ব্বন্তু তদ্দোষোপমেন তু ॥ ২৭
উদক্যা শ্ব-শৃগালাদীন্ সূতিকান্ত্যাবসায়িনঃ।
স্পৃষ্ট্বা স্নায়ীত শৌচার্থং তথৈব মৃতহারিণঃ ॥ ২৮
নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাতঃ শুধ্যতি মানবঃ
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা ॥
ন লঙ্ঘয়েৎ তথৈবাসৃক্ষ্ঠীবনোদ্বর্ত্তনানি চ।
নোদ্যানাদৌ বিকালেষু প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন
ন চালপেজ্জনদ্বিষ্টাং বীরহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্।

স্নাত ও মক্ষিকা-সমন্বিত দ্রব্যাদির শুদ্ধি করিবে। উডুম্বরবিনির্ম্মিত দ্রব্যাদি অম্ল দ্বারা, রঙ্গ ও সীসক ক্ষার দ্বারা এবং কাংস্য ভস্ম ও জলদ্বারা শুদ্ধ করিতে হয়। যে সকল দ্রব্য অমেধ্যাক্ত, মৃত্তিকা ও সলিল দ্বারা তাহাদিগের গন্ধ অপনোদন করিলে এবং অন্যান্য বস্তুর বর্ণ ও গন্ধ বিদূরণ করিলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। যে জল প্রকৃতিস্থ, মহীগত ও গোগণের তৃপ্তিকর, তাহাই বিশুদ্ধ এবং চণ্ডাল ও ক্রব্যাদাদি কর্ত্তৃক বিনাশিত জীবের মাংসও শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত। হে বৎস! রথ্যাগত চেলাদি বায়ু দ্বারাই শুদ্ধ হয়। ১৬—২০। ধূলি, বহ্নি, অশ্ব, গো, ছায়া, সূর্য্যাদির রশ্মি, বাতাস, পৃথিবী, জলবিন্দু ও মক্ষিকা প্রভৃতি, দুষ্টসংসর্গেও অপবিত্র হয় না। ছাগ ও অশ্বের মুখ বিশুদ্ধ। গো-বৎসের মুখ পবিত্র নহে। গাভীর মলমূত্র এবং পক্ষী কর্ত্তৃক নিপাতিত ফল বিশুদ্ধ। আসন, শয্যা, যান, নৌকা, পথিস্থ তৃণ, চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ ও বায়ু এই সকল, পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। পথপর্য্যটন, স্নান, ক্ষোভন (হাঁচি) পান ও মলমূত্র বিসর্জ্জন, এই সকল কার্য্যের পর বসন পরিবর্ত্তনান্তে যথাবিধি আচমন করিতে হয়। পথ, কর্দ্দম, সলিল, ইষ্টকময় ও পঙ্কলিপ্ত দ্রব্যাদি সংসর্গ-দোষে দূষিত হইলে বায়ুসংযোগেই বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাশীকৃত অন্ন কোনরূপে উপহত হইলে তাহার অগ্রভাগ উত্তোলন করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক জল মৃত্তিকা দ্বারা আচমন করত অবশিষ্টাংশ প্রোক্ষণ করিলেই বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানে দুষ্ট অন্ন ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিবে। আর জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে বিধানানুসারে সেই দোষোপশমনার্থ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ঋতুমতী-রমণী, অশ্ব শৃগালাদি, সূতিক, চণ্ডাল ও শববাহক, এই সকলকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। স্নেহযুক্ত নর-অস্থি স্পর্শ করিলে শৌচার্থ স্নান করিবে এবং স্নেহশূন্য অস্থি স্পর্শ করিলে আচমন করিয়া গো-স্পর্শ ও সূর্য্যদর্শন করিলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। রুধির, নিষ্ঠীবন ও উদ্বর্ত্তন লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ বিকালে উদ্যানাদিতে অবস্থান করিবেন না। ২১—৩০। নিন্দিতা

গৃহাদুচ্ছিষ্টবিণ্মূত্র-পাদাম্ভাংসি ক্ষিপেদ্বহিঃ ॥৩১
পঞ্চ পিণ্ডাননুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিণি।
স্নায়ীত দেবখাতেষু গঙ্গা-হ্রদ-সরিৎসু চ ॥৩২
দেবতা-পিতৃসচ্ছাস্ত্র-যজ্ঞ-মন্ত্রাদিনিন্দকৈঃ।
তদাস্মাৎ পুত্র নিষ্কষ্য মদ্দত্তাদঙ্গুলীয়কাৎ।
কৃত্বা তু স্পর্শনালাপং শুধ্যেত্তার্কাবলোকনাৎ
অবলোক্য তথোদক্যামন্ত্যজং পতিতং শবম্
বিধর্ম্মি-সূতিকা-ষণ্ড-বিবস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ ॥ ৩৪
সূতনির্যাতকাশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে।
এতদেব হি কর্ত্তব্যং প্রাজ্ঞৈঃ শোধনমাত্মনঃ ॥
অভোজ্যং সূতিকা-ষণ্ড-মার্জ্জারাখু-শ্ব-কুক্কুটান্
পতিতাবিদ্ধচণ্ডাল-মৃতহারাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥ ৩৬
সংস্পৃশ্য শুধ্যতে স্নানাদুদক্যা-গ্রামশূকরৌ।
তদ্বচ্চ সূতিকাশৌচ-দূষিতান্ পুরুষানপি ॥ ৩৭

ও অধীরা নারীর সহিত আলাপ করাও অনুচিত। উচ্ছিষ্ট মল, মূত্র ও পদধৌত জল গৃহের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিতে হয়। পঞ্চপিণ্ড উদ্ধার না করিয়া পরজলে স্নান করিতে নাই। দেবখাত, গঙ্গা, হ্রদ ও নদী, এই সমস্ত জলাশয়েই স্নান করিবে। যে সকল ব্যক্তি দেব, পিতৃগণ, সৎশাস্ত্র, যজ্ঞ, মন্ত্র প্রভৃতির নিন্দা করে, হে পুত্র! তাহাদিগের সহিত আলাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে মদ্দত্ত অঙ্গুরীয়ক দিয়া সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ঋতুমতী স্ত্রী, অন্ত্যজ (চণ্ডালাদি) পতিত, শব, বিধর্ম্মী, সূতিকা (নবপ্রসূতা), নপুংসক, বিবস্ত্র ব্যক্তি, অন্ত্যাবশায়ী, সূতনির্যাতক (প্রসবসম্বন্ধীয় দ্রব্যাদির বহির্নিঃসারক) ও পরস্ত্রীপরায়ণ, এই সকল ব্যক্তিকে দর্শন করিলে সূর্য্যদর্শন করিয়া শুদ্ধিলাভ করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ৩১—৩৫। অভক্ষ্য দ্রব্য, নবপ্রসূতা নারী, নপুংসক, মার্জ্জার মূষিক, কুক্কুর, কুক্কুট, পতিত, আবদ্ধ (পিতৃ মাতৃ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তি বা পরিত্যাজ্য দূষিত দ্রব্যাদি), চণ্ডাল, মৃতহারী, রজস্বলা নারী, গ্রাম্য শূকর এবং সূতিকাশৌচ-দূষিত ব্যক্তি,

যস্য চানুদিনং হানির্গৃহে নিত্যস্য কর্ম্মণঃ।
যশ্চ ব্রাহ্মণসন্ত্যক্তঃ কিল্বিষী স নরাধমঃ ॥ ৩৮
নিত্যস্য কর্ম্মণো হানিং ন কুর্ব্বীত কদাচন।
তস্য হ্যকরণে বন্ধঃ কেবলং মৃতজন্মসু ॥ ৩৯
দশাহং ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠেদ্দানহোমাদিবর্জ্জিতঃ।
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহঞ্চ বৈশ্যো মাসার্দ্ধমেব চ ॥ ৪০
শূদ্রশ্চ মাসমাসীত নিজকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
ততঃ পরং নিজং কর্ম্ম কুর্য্যুঃ সর্ব্বে যথেপ্সিতম্
প্রেতায় সতিলং দেয়ং বহির্দগ্ধা তু গোত্রকৈঃ।
প্রথমেঽহ্নি চতুর্থে চ সপ্তমে নবমে তথা ॥ ৪২
ভস্মাস্থিচয়নং কার্য্যং চতুর্থে গোত্রকৈর্দিনে।
ঊর্দ্ধং সঞ্চয়নাৎ তেষামঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে ॥৪৩
সোদকৈস্তু ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কার্য্যাঃ সঞ্চয়নাৎ পরম্
স্পর্শ এব সপিণ্ডানাং মৃতাহনি তথোভয়োঃ ॥৪৪

এই সকলকে স্পর্শ করিলে স্নানান্তে বিশুদ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তির গৃহে প্রত্যহই নিত্যকর্ম্মের হানি দৃষ্ট হয়, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, সেই ব্যক্তিই পাপভাগী ও সেই ব্যক্তিই নরাধম। কদাচ নিত্যকর্ম্মের হানি করিবে না। নিত্যকর্ম্মের অননুষ্ঠানে বন্ধ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র মরণকালে ও জন্মকালে নিত্যকর্ম্মের অননুষ্ঠানে কোন দোষ হয় না। জননাশৌচে ও মরণাশৌচে বিপ্রগণ দশদিন যাবৎ দান হোমাদি নিত্যকর্ম্ম-বর্জ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিবেন এবং ক্ষত্রিয়গণ দ্বাদশদিন, বৈশ্যেরা পঞ্চদশ দিবস ও শূদ্রগণ একমাস যাবৎ ঐরূপ আচরণে থাকিবে। তৎপরে সকলেই শাস্ত্রোক্ত বিধানে স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ৩৬—৪১। সগোত্রীয়েরা বহির্ভাগে মৃতদেহ দগ্ধ করত প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও নবম দিনে প্রেতের উদ্দেশে সলিল দান করিবে। চতুর্থ দিনে ভস্ম ও অস্থিচয়ন করিতে হয় এবং সঞ্চয়নান্তে তাহাদিগের অঙ্গস্পর্শ করা কর্ত্তব্য। সঞ্চয়নের পর সমানোদক ব্যক্তিরা যাবতীয় ক্রিয়া সমাধা করিবে। মৃতদিবসে সপিণ্ডদিগের ও সমানোদক ব্যক্তি

অবেক্ষ্যক্ষমাশস্ত্র-তোয়োদ্বন্ধন-বহ্নিষু।
বিষপ্রপাতাদিমৃতে প্রায়োহনাশকয়োরপি ॥৪৫
বালে দেশান্তরস্থে চ তথা প্রব্রজিতে মৃতে।
সদ্যঃশৌচমথান্যৈশ্চ ত্র্যহমুক্তমশৌচকম্॥ ৪৬
সপিণ্ডানাং সপিণ্ডস্তু মৃতেহন্যস্মিন্ মৃতো যদি।
পূর্ব্বাশৌচসমাখ্যাতৈঃ কার্য্যাস্তত্র দিনৈঃ ক্রিয়াঃ
এষ এব বিধির্দৃষ্টো জন্মন্যপি হি সূতকে।
সপিণ্ডানাং সপিণ্ডেষু যথাবৎ সোদকেষু চ ॥৪৮
জাতে পুত্রে পিতুঃ স্নানং সচেলস্তু বিধীয়তে॥
তত্রাপি যদি চান্যস্মিন্ জাতে জায়তে চাপরঃ।
তত্রাপি শুদ্ধিরুদ্দিষ্টা পূর্ব্বজন্মবতো দিনৈঃ ॥৫০
দশদ্বাদশমাসার্দ্ধ-মাসসংখ্যৈর্দিনৈর্গতৈঃ।
স্বাঃ স্বাঃ কর্ম্মক্রিয়াঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বে বর্ণা যথাবিধি॥
প্রেতমুদ্দিশ্য কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টং ততঃ পরম্।
দানানি চৈব দেয়ানি ব্রাহ্মণেভ্যো মনীষিভিঃ॥

যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি দয়িতং গৃহে।
তত্তদ্‌গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা॥ ৫৩
পূর্ণৈস্তু দিবসৈঃ স্পৃষ্ট্বা সলিলং বাহনায়ুধম্।
প্রতোদদণ্ডৌ চ তথা সম্যগ্বর্ণাঃ কৃতক্রিয়াঃ ॥৫৪
স্ববর্ণধর্ম্মনির্দ্দিষ্টমুপাদানং তথা ক্রিয়াঃ।
কুর্য্যুঃ সমস্তাঃ শুচিনঃ পরত্রেহ চ ভূতিদাঃ ॥৫৫
অধ্যেতব্যা ত্রয়ী নিত্যং ভবিতব্যং বিপশ্চিতা।
ধর্ম্মতো ধনমাহার্য্যং যষ্টব্যঞ্চাপি যত্নতঃ॥ ৫৬
যচ্চাপি কুর্ব্বতো নাত্মা জুগুপ্সামেতি পুত্রক।
তৎ কর্ত্তব্যমশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে ॥৫৭
এবমাচরতো বৎস পুরুষস্য গৃহে সতঃ।
ধর্ম্মার্থ-কামসম্প্রাপ্ত্যা পরত্রেহ চ শোভনম্॥ ৫৮

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেহলর্কানুশাসনে বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যকথনং নাম পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৩৫॥

গণের স্পর্শ করা কর্ত্তব্য। শস্ত্র, জল, উদ্বন্ধন, বহ্নি, বিষ ও প্রপাত প্রভৃতিতে মৃত্যু হইলে সগোত্র ও সমানোদক ব্যক্তিগণের একদিন অশৌচ হইয়া থাকে। বালক, দেশান্তরবাসী ও প্রব্রজ্যাশ্রমীর মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ হয়। কোন কোন ব্যক্তির মতে ত্রিরাত্র অশৌচের ব্যবস্থা আছে। একজনের মরণান্তে তদীয় অশৌচের মধ্যেই অপর কোন সপিণ্ডের মরণ ঘটিলে প্রথম ব্যক্তির মৃতাহ গণনাতেই পরব্যক্তির অশৌচ-শুদ্ধির ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবে। জননাশৌচেও সপিণ্ড ও সমানোদক ব্যক্তিগণের এই প্রকার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে সবস্ত্র হইয়া স্নান করাই পিতার কর্ত্তব্য। যদি একজনের জন্মগ্রহণের পর অন্য একজন জন্মে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত শিশুর জন্মদিনানুসারেই শুদ্ধি হইয়া থাকে। ৪২—৫০। ব্রাহ্মণাদি যাবতীয় বর্ণই বিধানানুসারে দশদিন, দ্বাদশদিন, পক্ষ ও একমাস অব লম্বনপূর্ব্বক নিজ নিজ বর্ণবিহিত কার্য্যাদি সমাধা করিবে। অনন্তর প্রেতের উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট সম্পাদন করিতে হয়। সেই সময়ে মনীষিগণ প্রেতের উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে দান করিবেন। লোকে যাহা যাহা প্রিয়তম এবং গৃহে যে কোন প্রিয়বস্তু বিদ্যমান থাকে, গুণবান্ ব্রাহ্মণকে তাহাই প্রদান করা উচিত। দান করিলে সেই পুণ্যফল অক্ষয় হইয়া থাকে। দিবস পরিপূর্ণ হইলে যাবতীয় বর্ণই জল, যান, অস্ত্র, প্রতোদ ও দণ্ড স্পর্শপূর্ব্বক সম্যক্‌বিধানে কার্য্য সাধনান্তে পবিত্র হইয়া নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মবিহিত উপাদান ও ক্রিয়া সমাধা করিবে। এই প্রকার করিলেই কি ইহ, কি পর, উভয় লোকে শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। প্রত্যহ বেদ পাঠ করিবে, সম্যক্‌রূপে বিবেচনাশীল হইবে, ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জন করিবে। হে পুত্র! যদ্দ্বারা আত্মা জুগুপ্সিত না হয় এবং যাহা মহাজনসমীপে গোপনীয় নহে, নিঃশঙ্ক হইয়া তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। হে বৎস! গৃহস্থাশ্রমী এইরূপ আচরণ করিলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ লাভ এবং ইহ পর উভয় লোকেই কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে। ৫১—৫৮।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

জড় উবাচ ।

দ এবমনুশিষ্টঃ সন্ মাত্রা সম্প্রাপ্য যৌবনম্ ।
ঋতধ্বজসুতশ্চক্রে সম্যগ্দারপরিগ্রহম্ ॥ ১
পুত্রাংশ্চোৎপাদয়ামাস যজ্ঞৈশ্চাপ্যযজদ্বিভুঃ ।
পিতুশ্চ সর্ব্বকালেষু চকারাজ্ঞানুপালনম্ ॥ ২
ততঃ কালেন মহতা সম্প্রাপ্য চরমং বয়ঃ ।
চক্রেঽভিষেকং পুত্রস্য তস্য রাজ্যে ঋতধ্বজঃ ॥
ভার্য্যয়া সহ ধর্ম্মাত্মা যিযাসুস্তপসে বনম্ ।
অবতীর্ণো মহারক্ষো মহাভাগো মহীপতিঃ ॥৪
মদালসা চ তনয়ং প্রাহেদং পশ্চিমং বচঃ ।
কামোপভোগসংসর্গ-প্রহাণায় সুতস্য বৈ ॥ ৫

মদালসোবাচ ।

যদা দুঃখমসহ্যং তে প্রিয়বন্ধুবিয়োগজম্ ।
শত্রুবাধোদ্ভবং বাপি বিত্তনাশাত্মসম্ভবম্ ॥ ৬
ভবেৎ তৎ কুর্ব্বতো রাজ্যং গৃহধর্ম্মাবলম্বিনঃ ।
দুঃখায়তনভূতো হি মমত্বালম্বনো গৃহী ।
বাচ্যং তৈ শাসনং পট্টে সূক্ষ্মাক্ষরনির্বেশিতম্ ॥

জড় উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈ সৌবর্ণং সাঙ্গুলীয়কম্ ।
আশিষশ্চাপি যা যোগ্যাঃ পুরুষস্য গৃহে সতঃ ॥
ততঃ কুবলয়াশ্বোঽসৌ সা চ দেবী মদালসা ।
পুত্রায় দত্ত্বা তদ্রাজ্যং তপসে কাননং গতঃ ॥১০

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মদালসোপাখ্যানং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

জড় কহিলেন, জননী এই প্রকারে অনুশাসন করিলে ঋতধ্বজ-নন্দন যৌবন-সীমায় পদার্পণপূর্ব্বক সম্যক্ বিধানানুসারে দারপরিগ্রহ করিলেন। ক্রমে পুত্র-উৎপাদন ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিরন্তর পিতার আদেশবর্ত্তী হইয়া রহিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে যখন চরম বয়স সমুপস্থিত হইল, তখন মহাভাগ মহীপতি ঋতধ্বজ তপস্যার্থ কলত্র সহ বনগমনে বাসনা করিয়া পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ১—৪। তখন মদালসা তনয়ের কামভোগ নিবৃত্তি করিবার অভিলাষে শেষবাক্যে এইরূপ কহিতে লাগিলেন,—হে তাত! গৃহস্থ সততই মমতা-পরায়ণ; সুতরাং সহজেই দুঃখের আস্পদ-স্বরূপ। এই জন্যই বলিতেছি যে, গৃহধর্ম্মাবলম্বী হইয়া রাজ্য শাসন করিতে করিতে যৎকালে তোমার প্রিয়-বন্ধুর বিয়োগ জনিত কিংবা অরিকৃত ব্যাঘাত-জনিত অথবা অর্থক্ষয়-জনিত দুঃসহ দুঃখ সমুপস্থিত হইবে, তৎকালে মৎপ্রদত্ত এই অঙ্গুরীয়ক হইতে পত্র বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ সূক্ষ্মাক্ষরে লিখিত শাসন পাঠ করিবে। ৫—৮। জড় কহিলেন, মদালসা এই বলিয়া স্বীয় স্বর্ণাঙ্গুরীয় প্রদানপূর্ব্বক পুত্রের প্রতি গৃহস্থের উপযুক্ত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। তদনন্তর কুবলয়াশ্ব পুত্রকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক তপস্যার্থ দেবী মদালসার সমভিব্যাহারে বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন। ৯। ১০।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

জড় উবাচ ।

সোঽপ্যলর্কো যথান্যায়ং পুত্রবন্মুদিতাঃ প্রজাঃ ।
পালয়ামাস ধর্ম্মাত্মা স্বে স্বে কর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ ॥ ১
দুষ্টেষু দণ্ডং শিষ্টেষু সম্যক্ চ পরিপালনম্ ।
কুর্ব্বন্ পরাং মুদং লেভে ইয়াজ চ মহামখৈঃ ॥২

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

জড় কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা অলর্ক ন্যায়ানুসারে সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করাতে তাহারা পরম আনন্দ লাভ করিল এবং সকলেই স্ব স্ব বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। তিনি দুষ্টগণের দণ্ড বিধান ও

অজায়ন্ত সুতাশ্চাস্য মহাবলপরাক্রমাঃ।
ধর্ম্মাত্মানো মহাত্মানো বিমার্গপরিপন্থিনঃ॥ ৩
চকার সোঽর্থং ধর্ম্মেণ ধর্ম্মমর্থেন চাত্মবান্।
তয়োশ্চৈবাবিরোধেন বুভুজে বিষয়ানপি॥ ৪
এবং বহূনি বর্ষাণি তস্য পালয়তো মহীম্।
ধর্ম্মার্থ-কামসক্তস্য জগ্মুরেকমহর্যথা॥ ৫
বৈরাগ্যং নাস্য সঞ্জজ্ঞে ভুঞ্জতো বিষয়ান্ প্রিয়ান্
ন চাপ্যলমভূৎ তস্য ধর্ম্মার্থোপার্জ্জনং প্রতি॥৬
তং তথা ভোগসংসর্গ-প্রমত্তমজিতেন্দ্রিয়ম্।
সুবাহুর্নাম শুশ্রাব ভ্রাতা তস্য বনেচরঃ॥ ৭
তং বুবোধয়িষুঃ সোঽথ চিরং ধ্যাত্বা মহীপতিঃ
তদ্বৈরিসংশ্রয়ং তস্য শ্রেয়োঽমন্যত ভূপতেঃ॥৮
ততঃ স কাশিভূপালমুদীর্ণবলবাহনম্।

শিষ্টগণের পরিপালন করিয়া পরম আনন্দ লাভ ও বহুবিধ শ্রেষ্ঠযজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। কালসহকারে তাঁহার অনেকগুলি পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। তাহারা সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত, ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা ও কুমার্গের পরিপন্থী। অলর্ক আত্মবান হইয়া ধর্ম্মের সহিত অর্থের ও অর্থের সহিত ধর্ম্মের রক্ষণ এবং ধর্ম্ম ও অর্থ এই উভয়ের অবিরোধে বিষয়ভোগ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের অনুসারী হইয়া বসুমতী পালন করিতে করিতে তাঁহার বহুবর্ষ একদিবসের ন্যায় সমতীত হইয়া গেল। ১—৫। প্রিয়তম বিষয় সম্ভোগ করিয়াও তাঁহার বৈরাগ্য সঞ্চার এবং ধর্ম্ম অর্থোপার্জ্জনের প্রতি অলংবুদ্ধির উদয় হইল না। অলর্কের সুবাহু নামক এক ভ্রাতা পূর্ব্ব হইতেই বনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি অলর্কের ভোগ-সম্ভোগে প্রমত্ততা ও পরায়ণতার বিষয় শ্রবণ করিলেন। এই জন্য তিনি ভ্রাতার তত্ত্বজ্ঞান-সঞ্চারের বাসনায় অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে তাঁহার শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। অনন্তর কার্য্যকুশল

স্বরাজ্যং প্রাপ্তুমাগচ্ছদ্বহুশঃ শরণং কৃতী॥ ৯
সোঽপি চক্রে বলোদ্যোগমলর্কং প্রতি পার্থিবঃ
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্॥১০
সোঽপি নৈচ্ছৎ তদা দাতুমাজ্ঞাপূর্ব্বং স্বধর্ম্মবিৎ
প্রত্যুবাচ চ তং দূতমলর্কঃ কাশিভূভৃতঃ॥ ১১
মামেবাভ্যেত্য হার্দ্দেন যাচতাং রাজ্যমগ্রজঃ
নাক্রান্ত্যা সম্প্রদাস্যামি ভয়েনাল্পামপি ক্ষিতিম্
সুবাহুরপি নো যাচ্ঞাং চকার মতিমাংস্তদা।
ন ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্যেতি যাচ্ঞা বীর্য্যধনো হি সঃ॥
ততঃ সমস্তসৈন্যেন কাশীশঃ পরিবারিতঃ।
আক্রান্তমভ্যগাদ্রাষ্ট্রমলর্কস্য মহীপতেঃ॥ ১৪
অনন্তরৈশ্চ সংশ্লেষমভ্যেত্য তদনন্তরম্।
তেষামন্ততমৈর্ভৃত্যৈঃ সমাক্রম্যানয়দ্বশম্॥১৫
অপীড়য়চ্চ সামন্তাংস্তস্য রাষ্ট্রোপরোধনৈঃ।
তথা দুর্গানুপালাংশ্চ চক্রে চাটবিকান্ বশে॥

সুবাহু স্বীয় রাজ্যলাভের বাসনায় মহাবল-বলবাহন-সমন্বিত কাশিপতির অনেকবার শরণ গ্রহণ করিলেন। কাশিরাজও অলর্কের প্রতিকূলে সৈন্যোদ্যোগ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, "সুবাহুকে রাজ্য প্রদান কর"। ৬—১০। ক্ষত্রধর্ম্মবিৎ অলর্ক তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া কাশীরাজের দূতকে এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন যে, "আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক প্রণয়-সহকারে রাজ্য প্রার্থনা করুন। আমি আক্রমণ-ভয়ে কণিকামাত্র ভূমি প্রদান করিব না।" মহামতি সুবাহু প্রার্থনা করিলেন না; কারণ, প্রার্থনা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে, একমাত্র বীর্য্যই তাঁহার ধন। তদনন্তর কাশিনাথ সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া নরপতি অলর্কের রাজ্য আক্রমণার্থ সমাগত হইলেন। তিনি তদীয় সামন্ত-নৃপতিগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের অন্যতম ভৃত্যগণের সহিত আগমনপূর্ব্বক আক্রমণান্তে অলর্ককে আপনার বশীভূত করিলেন; তিনি ভ্রাতার রাজ্য অবরোধ-পূর্ব্বক সামন্তগণকে নিপীড়িত, দুর্গপাল ও

কাংশ্চিচ্চোপপ্রদানেন কাংশ্চিদ্ভেদেন পার্থিবান্
সাম্নৈবান্যান্ বশং নিন্যে নিভৃতাস্তস্য যেঽভবন্
ততঃ সোঽল্পবলো রাজা পরচক্রাবপীড়িতঃ।
কোষক্ষয়মবাপোচ্চৈঃ পুরঞ্চাক্রধ্যতারিণা॥১৮
ইত্থং সম্পীড্যমানস্তু ক্ষীণকোষো দিনে দিনে
বিষাদমাগাৎ পরমং ব্যাকুলত্বঞ্চ চেতসঃ॥১৯
আর্ত্তিং স পরমাং প্রাপ্য তৎ সস্মারাঙ্গুরীয়কম্
যদুদ্দিশ্য পুরা প্রাহ মাতা তস্য মদালসা॥ ২০
ততঃ স্নাতঃ শুচির্ভূত্বা বাচয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্।
নিষ্কৃষ্য শাসনং তস্মাদ্দদৃশে প্রস্ফুটাক্ষরম্॥২১
তত্রৈব লিখিতং মাত্রা বাচয়ামাস পার্থিবঃ।
প্রকাশপুলকাঙ্গোঽহসৌ প্রহর্ষোৎফুল্লোচনঃ॥২২
সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ সচেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্

কামঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ো হাতুঞ্চেচ্ছক্যতে ন সঃ
মুমুক্ষাং প্রতি তৎ কার্য্যং সৈব তস্যাপি ভেষজম্
বাচয়িত্বা তু বহুশো নৃণাং শ্রেয়ঃ কথম্বিতি।
মুমুক্ষয়েতি নিশ্চিত্য সা চ তৎসঙ্গতো যতঃ॥২৫
ততঃ স সাধুসম্পর্কং চিন্তয়ন্ পৃথিবীপতিঃ।
দত্তাত্রেয়ং মহাভাগমগচ্ছৎ পরমার্ত্তিমান্॥২৬
তং সমেত্য মহাত্মানমকল্মষমসঙ্গিনম্।
প্রণিপত্যাভিসম্পূজ্য যথান্যায়মভাষত॥ ২৭
ব্রহ্মন্ কুরু প্রসাদং মে শরণং শরণার্থিনাম্।
দুঃখাপহারং কুরু মে দুঃখার্ত্তস্যাতিকামিনঃ॥২৮
দত্তাত্রেয় উবাচ।
দুঃখাপহারমদ্যৈব করোমি তব পার্থিব।
সত্যং ব্রূহি কিমর্থং তে দুঃখংতৎ পৃথিবীপতে*

আটবিকগণকে বশীভূত এবং কাহাকে অর্থ-দান দ্বারা, কাহাকে ভেদ দ্বারা ও কাহাকেও বা সাম দ্বারা আপনার বশে আনয়ন করিলেন। ১১—১৭। এই প্রকারে অলর্ক পরচক্রে প্রপীড়িত হইয়া ক্ষীণবল ও ক্ষীণ-কোষ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার পুরও শত্রুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। এই প্রকারে দিন দিন ক্ষীণকোষ ও শত্রুকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হওয়াতে তিনি যার পর নাই বিষাদ-প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ক্রমে যার পর নাই আর্ত্তভাব প্রাপ্ত হইলে জননী মদালসা পূর্ব্বে যাহার কথা বলিয়াছিলেন, সেই অঙ্গুরীয়ের বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি স্নাত ও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন এবং সেই নিবদ্ধ শাসন বাহির করিয়া দেখিলেন, তাহাতে স্পষ্ট স্পষ্ট রূপে অক্ষর লিখিত রহিয়াছে। জননীর লিখিত সেই শাসনপত্রখানি পাঠ করিবামাত্র তাঁহার শরীর পুলকে প্রপূরিত ও নেত্রদ্বয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ১৮—২২। শাসনে লিখিত ছিল যে, "সর্ব্বান্তঃ-করণে সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যদি সঙ্গ-ত্যাগে সমর্থ না হও, তাহা হইলে সেই সঙ্গ সাধুগণের সহিত করাই কর্ত্তব্য ; কারণ, সাধু-সঙ্গই পরম ঔষধস্বরূপ। সর্ব্বান্তঃকরণে কাম পরিত্যাগ করা বিধেয়। যদি উহা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে মুক্তিকাম-নার প্রতিই তাহা করা উচিত ; কেননা, উহাই তাহার মহৌষধ।" এই প্রকারে পুনঃপুনঃ মাতৃপ্রদত্ত শাসন পাঠ করিয়া, কি করিলে লোকের কল্যাণলাভ হয়, মোক্ষকামনাই সেই কল্যাণলাভের উপায় এবং সৎসঙ্গই সেই মুমুক্ষা-সাধনের কারণ, এইরূপ নিশ্চয় করত সাধুসঙ্গলাভের চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতীব আর্ত্তভাবাতুর নরপতি এই প্রকারে চিন্তা করিয়া অবশেষে মহাভাগ দত্তাত্রেয়ের নিকট সমাগত হইলেন। তিনি নিষ্পাপ, নিঃসঙ্গ ও মহানুভাব দত্তাত্রেয়কে প্রণামপূর্ব্বক পূজা করিয়া ন্যায়ানুসারে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি শরণার্থীদিগের আশ্রয়। আমি বিষয়ভোগের কামনা করাতে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, আপনি আমার দুঃখ বিদূরণ করুন। ২৩—২৮। দত্তাত্রেয় কহিলেন, হে পার্থিব! আমি অদ্যই তোমার দুঃখ অপনোদন করিব।

* ইতঃ পরং, কস্ত্বং কস্য বা দুঃখং

জড় উবাচ।

ইত্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস স রাজা তেন ধীমতা।
ত্রিবিধস্যাপি দুঃখস্য স্থানমাত্মানমেব চ ॥ ৩০
স বিমৃষ্য চিরং রাজা পুনঃপুনরুদারধীঃ।
আত্মানমাত্মনা ধীরঃ প্রহস্যেদমথাব্রবীৎ ॥ ৩১
নাহমুর্ব্বী ন সলিলং ন জ্যোতিরনিলো ন চ।
নাকাশং কিন্তু শারীরং সমেত্য সুখমিষ্যতে ॥
ন্যূনাতিরিক্ততাং যাতি পঞ্চকেঽস্মিন্ সুখা-
সুখম্।
যদি স্যান্মম কিং ন স্যাদন্যস্থেঽপি স্থিতং ময়ি ॥
নিত্যপ্রভূতসদ্ভাবে ন্যূনাধিক্যান্নতোন্নতে।
তথা চ সমতাত্যক্তো বিশেষেণোপলভ্যতে ॥
তন্মাত্রাবস্থিতে সূক্ষ্মে তৃতীয়াংশে চ পশ্যতঃ।

হে পৃথিবীপতে! তুমি সত্য বল, কি কারণে তোমার দুঃখের উদয় হইয়াছে? জড় কহিলেন,—মহামতি দত্তাত্রেয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মহীপতি ত্রিবিধ দুঃখের স্থান ও আত্মা, এই দুই বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উদারমতি, ধীরপ্রকৃতি নরপতি পুনঃপুনঃ বহুবার আত্মা দ্বারা আত্মবিচার করিয়া সহাস্য-বদনে কহিলেন, আমি ভূমি নহি, সলিল নহি, জ্যোতি নহি, অনিল নহি এবং আকাশও নহি; কিন্তু শরীর আশ্রয়-পূর্ব্বক সুখের বাসনা করি। এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে সুখ ও অসুখ উপস্থিত হইয়া ন্যূনাতিরিক্ততা প্রাপ্ত হয়। ২৯—৩৩। যদি এইরূপই হইল, তাহাতেই বা আমার কি ক্ষতি? কারণ, আমি শরীর নহি, শরীর হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। আমার ন্যূনতা বা অতিরিক্ততার সম্ভাবনা নাই। আমার নিত্য প্রভূত সদ্ভাব সমুপস্থিত হইতেছে; ন্যূনাধিক্যবশত নত ও উন্নতও হইতেছি, অতএব সমতাত্যক্ত হইয়া বিশেষরূপে উপলব্ধি করাই উচিত। আমি তন্মাত্রাবস্থিত

তত্ত্বমেব বিচার্য্যতাম্। অঙ্গাস্তঙ্গিনমাত্মানং সর্ব্বাঙ্গাণি বিচিন্তয়েত্যধিকঃ ক্বচিৎ।

তথৈব ভূতসদ্ভাবং শারীরং কিং সুখাসুখম্ ॥
মনস্যবস্থিতং দুঃখং সুখং বা মানসঞ্চ যৎ।
যতস্ততো ন মে দুঃখং সুখং বা ন হ্যহং মনঃ ॥
নাহঙ্কারো ন চ মনো বুদ্ধির্নাহং যতস্ততঃ।
অন্তঃকরণজং দুঃখং পারক্যং মম তৎ কথম্
নাহং শরীরং ন মনো যতোঽহং
পৃথক্ শরীরান্মনসস্তথা'হম্।
তৎ সন্তু চেতস্যথবাপি দেহে
সুখানি দুঃখানি চ কিং মমাত্র ॥ ৩৮
রাজ্যস্য বাঞ্ছাং কুরুতেঽগ্রজোঽস্য
দেহস্য চেৎ পঞ্চময়ঃ স রাশিঃ।
গুণপ্রবৃত্ত্যা মম কিং নু তত্র
তৎস্থঃ স চাহঞ্চ শরীরতোঽন্যঃ ॥ ৩৯
ন যস্য হস্তাদিকমপ্যশেষং
মাংসং ন চাস্থীনি শিরাবিভাগঃ।
কস্তস্য নাগাশ্বরথাদিকোষৈঃ
কল্পোঽপি সম্বন্ধ ইহাস্তি পুংসঃ ॥ ৪

সূক্ষ্ম তৃতীয়াংশে অবস্থিত, আমার শরীরও ভূতসদ্ভাব-সংঘটিত; সুতরাং সুখ ও অসুখের সম্ভাবনা কোথায়? সুখ ও দুঃখ মনেই অবস্থিতি করে, উহা মনেরই ধর্ম্ম। যখন আমি সেই মনও নহি, তখন আমার সুখও নাই, অসুখও নাই। আমি যখন অহঙ্কার নহি, মন নহি, বুদ্ধিও নহি, তখন আমার অন্তঃকরণজন্য পারক্য দুঃখ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? আমি শরীর নহি, মনও নহি; আমি শরীর ও মন হইতে পৃথক্, অতএব সুখ-দুঃখ মনেই থাকুক বা শরীরেই অবস্থিতি করুক, আমার তাহাতে কি? অর্থাৎ আমার তাহাতে ক্ষতিও নাই, ফলও নাই। ৩৪—৩৮। এই শরীরের অগ্রজই রাজ্য প্রার্থনা করিতেছেন। যদি এই শরীর পাঞ্চভৌতিক হয়, তাহা হইলে তাহার গুণ প্রবৃত্তিতে আমার কি আবশ্যক? কি অগ্রজ কি আমি, উভয়েই দেহ হইতে পৃথক্ পদার্থ। যাহার হস্তাদি অবয়ব, মাংস, অস্থি

তস্মান্ন মেঽহরির্ন চ মেঽস্তি দুঃখং
ন মে সুখং নাপি পুরং ন কোষঃ।
ন চাশ্ব-নাগাদি বলং ন তস্য
নান্যস্য বা কস্যচিদ্বা মমাস্তি॥ ৪১
যথা ঘটী-কুম্ভ-কমণ্ডলুস্থ-
মাকাশমেকং বহুধা হি দৃষ্টম্।
তথা সুবাহুঃ স চ কাশিপোঽহং
মন্যে চ দেহেষু শরীরভেদৈঃ॥৪২

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতা-পুত্রসংবাদে আত্মবিবেকো নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৭॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জড় উবাচ।

দত্তাত্রেয়ং ততো বিপ্রং প্রণিপত্য স পার্থিবঃ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং প্রশ্রয়াবনতো বচঃ॥ ১
সম্যক্ প্রপশ্যতো ব্রহ্মন্ মম দুঃখং ন কিঞ্চন।
অসম্যগ্‌দর্শিনো মগ্নাঃ সর্ব্বদৈবাসুখার্ণবে॥ ২
যস্মিন্ যস্মিন্ সমাসক্তা বুদ্ধিঃ পুংসঃ প্রজায়তে
ততস্ততঃ সমাদায় দুঃখান্যেব প্রযচ্ছতি॥ ৩
মার্জ্জারভক্ষিতে দুঃখং যাদৃশং গৃহকুক্কুটে।
ন তাদৃঙ্মমতাশূন্যে কলবিঙ্কেঽথ মূষিকে॥ ৪
সোঽহং ন দুঃখী ন সুখী যতোঽহং প্রকৃতেঃ
পরঃ।
যো ভূতাভিভবো ভূতৈঃ সুখদুঃখাত্মকো হি সা

দত্তাত্রেয় উবাচ।

এবমেতন্নরব্যাঘ্র যথৈতদ্‌ব্যাহৃতং ত্বয়া।
মমেতি মূলং দুঃখস্য ন মমেতি চ নির্বৃতেঃ॥ ৬
মৎপ্রশ্নাদেব তে জ্ঞানমুৎপন্নমিদমুত্তমম্।
মমেতি প্রত্যয়ো যেন ক্ষিপ্তঃ শাল্মলিতূলবৎ॥
অহমিত্যঙ্কুরোৎপন্নো মমেতিস্কন্ধবান্ মহান্।
গৃহক্ষেত্রোচ্চশাখশ্চ পুত্রদারাদিপল্লবঃ॥ ৮

ও শিরাবিভাগ কিছুই নাই, হয় হস্তী ও রথাদিকোষে তাহার কি আবশ্যক? ইহাতে পুরুষের কোন প্রকার সম্বন্ধই দৃষ্টিগোচর হয় না; সুতরাং আমার শত্রু, দুঃখ, সুখ, পুর, কোষ, অশ্ব-গজাদি এবং সৈন্যও নাই। যেরূপ আমার কিছুই নাই, সেইরূপ আমার অগ্রজের ও অন্যান্য কোন ব্যক্তিরও ঐ সকল নাই। একমাত্র আকাশই যেরূপ ঘটী, কুম্ভ ও কমণ্ডলু ভেদে বহুবিধ বলিয়া দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মা একমাত্র হইয়াও সুবাহু, কাশিরাজ ও আমি প্রভৃতি দেহভেদে নানারূপ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ৩৯—৪২।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥৩৭॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

জড় কহিলেন, অনন্তর নরপতি বিনয়াবনত হইয়া মহাত্মা বিপ্র দত্তাত্রেয়কে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সম্যক্ প্রকার দৃষ্টির উদয় হওয়াতে আমার আর কিছুমাত্র দুঃখ নাই। অসম্যগ্‌দর্শী ব্যক্তিরাই সর্ব্বদা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। পুরুষের বুদ্ধি যাহাতে যাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে, সেই সেই বিষয় হইতেও অসুখরাশি সমুৎপন্ন হয়। গৃহকুক্কুট মার্জ্জার কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে যেরূপ অসুখের উদয় হয়, মমতাশূন্য কলবিঙ্ক বা মূষিক ভক্ষিত হইলে সেরূপ অসুখের সম্ভাবনা নাই। আমি সুখীও নহি, দুঃখীও নহি; কারণ, আমি প্রকৃতির অতীত। ভূতগণ দ্বারা ভূতাভিভবই সুখ-দুঃখাত্মক বলিয়া অভিহিত। ১—৫। দত্তাত্রেয় কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা কহিলে, উহাই সত্য। মমতাই দুঃখের কারণ, এবং নির্ম্মমতাই সুখের মূল। আমার জিজ্ঞাসামাত্রেই তোমার হৃদয়ে এই অনুত্তম জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, এই জ্ঞানবলেই তোমার মমতাবুদ্ধি তূলার ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া গেল। অহঙ্কাররূপ অঙ্কুর হইতে অজ্ঞানরূপ মহাবৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। মমত্ব সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, ক্ষেত্র উহার উচ্চশাখা, দারা-পুত্রাদি উহার পল্লব ধন-ধান্য

ধনধান্যমহাপত্রো নৈককালপ্রবর্দ্ধিতঃ।
পুণ্যাপুণ্যাগ্রপুষ্পশ্চ সুখদুঃখমহাফলঃ॥ ৯
তত্র মুক্তিপথব্যাপী মূঢ়সম্পর্কসেচনঃ।
বিধিৎসাভৃঙ্গমালাঢ্যো হৃদ্যজ্ঞানমহাতরুঃ * ॥১০
সংসারাধ্বপরিশ্রান্তা যে তচ্ছায়াং সমাশ্রিতাঃ।
ভ্রান্তিজ্ঞানসুখাধীনাস্তেষামাত্যন্তিকং কুতঃ॥১১
যৈস্তু সৎসঙ্গপাষাণ-শিতেন মমতাতরুঃ।
ছিন্নো বিদ্যাকুঠারেণ তে গতাস্তেন বর্ত্মনা॥১২
প্রাপ্য ব্রহ্মবনং শীতং নীরজস্কমকণ্টকম্।
প্রাপ্নুবন্তি পরাং প্রাজ্ঞা নির্বৃতিং বৃত্তিবর্জ্জিতাঃ॥
ভূতেন্দ্রিয়ময়ং স্থূলং ন ত্বং রাজন্ ন চাপ্যহম্।
ন তন্মাত্রং ময়া বাচ্যং নৈবান্তঃকরণাত্মকৌ॥১৪
কং বা পশ্যামি রাজেন্দ্র প্রধানমযমাবয়োঃ।

উহার বৃহৎ পত্র, পুণ্যাপুণ্য প্রধান কুসুম, সুখ দুঃখ উহার মহাফল এবং মোহাভিভূত হইয়া যে সম্পর্ক বন্ধন করা যায়, তাহাই এই বৃক্ষের বারিসেক। এই বৃক্ষ দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই বৃক্ষই মুক্তিপথ আচ্ছন্ন করিয়া অবস্থিত। এই বৃক্ষ বিধিৎসা-রূপ ভৃঙ্গমালায় সমাকীর্ণ। ৬—১০। যে সকল ব্যক্তি সংসারপথে পরিশ্রান্ত ও ভ্রান্তি-জ্ঞান-সুখের অধীন হইয়া এই বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করে, তাহাদিগের মোক্ষ লাভ কিরূপে হইবে? যে সকল ব্যক্তি বিদ্যারূপ কুঠারকে সৎসঙ্গরূপ পাষাণ দ্বারা শাণিত করিয়া তাহা দ্বারা মমতাবৃক্ষ ছেদন করিতে সমর্থ হয়, তাহারাই সেই পথ দ্বারা ব্রহ্মরূপ বনে সমুপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ বন নিরতিশয় শীতল, রজোবিহীন ও কণ্টকশূন্য। ঐ বনে উপস্থিত হইলে বৃত্তিরহিত হইয়া পরমা প্রজ্ঞা ও নির্বৃতি লাভ হইয়া থাকে। হে নৃপতে! তুমিও ভূতেন্দ্রিয়ময় বা স্থূল নহ, আমিও নহি। আমরা উভয়ের কেহই তন্মাত্র নহি এবং অন্তঃকরণাত্মকও নহি। হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের উভয়ের মধ্যে কাহাকেই বা

---

* কার্য্যজ্ঞানমহাতরুরিতি পাঠান্তরম্।

যতঃ পরো হি ক্ষেত্রজ্ঞঃ সঙ্ঘাতো হি গুণাত্মকঃ
মশকোডুম্বরেষীকা-মুঞ্জমৎস্যাম্ভসাং যথা।
একত্বেঽপি পৃথগ্‌ভাবস্তথা ক্ষেত্রাত্মনো নৃপ॥১৬

অলর্ক উবাচ।

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন মমাবির্ভূতমুত্তমম্।
জ্ঞানং প্রধানচিচ্ছক্তি-বিবেককরমীদৃশম্॥১৭
কিন্ত্বত্র বিষয়াক্রান্তে স্থৈর্য্যং বধ্নং ন চেতসি।
ন চাপি বেদ্মি মুচ্যেয়ং কথং প্রকৃতিবন্ধনাৎ॥১৮
কথং ন ভূয়াং ভূয়শ্চ কথং নির্গুণতামিয়াম্।
কথঞ্চ ব্রহ্মণৈকত্বং ব্রজেয়ং শাশ্বতেন বৈ॥১৯
তন্মে যোগং তথা ব্রহ্মন্ প্রণতায়াভিযাচতে।
সম্যগ্‌ব্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ সৎসঙ্গো হ্যুপকৃন্নৃণাম্॥২০
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতাপুত্রসংবাদে প্রশ্নো নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৮॥

প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিময় দেখিতেছি? যেহেতু ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ প্রকৃতির অতীত এবং পাঞ্চ-ভৌতিক পদার্থই গুণাত্মক ও প্রকৃতির বিষয়ীভূত। হে রাজন্! মশক ও উডুম্বর, ইষীকা ও মুঞ্জ এবং মৎস্য ও সলিল ইহাদিগের একত্ব থাকিলেও যেরূপ পৃথগ্‌ভাবাপন্ন, ক্ষেত্র ও আত্মাও সেইরূপ জানিবে। ১১—১৬। অলর্ক কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার প্রধান ও চিচ্ছক্তি বিবেককর অত্যুত্তম জ্ঞানের উদয় হইল; কিন্তু আমার চিত্ত বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়ায় আমি স্থৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। এবং কি প্রকারে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিব, তাহাও জ্ঞাত হইতে পারিতেছি না। কি প্রকারে আর পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, কি প্রকারে নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিরূপ অনুষ্ঠান দ্বারাই বা শাশ্বত ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ হইতে পারে, তাদৃশ যোগ আমাকে সম্যক্‌রূপে উপদেশ করুন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি প্রণত হইয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। সৎসঙ্গই মনুষ্যের উপকার সাধন করে। ১৭—২০।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥৩৮॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দত্তাত্রেয় উবাচ।

জ্ঞানপূর্ব্বো বিয়োগো যোঽজ্ঞানেন সহ যোগিনঃ
সা মুক্তির্ব্রহ্মণা চৈক্যমনৈক্যং প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ॥
মুক্তির্যোগাৎ তথা যোগঃ সম্যগ্‌জ্ঞানান্মহীপতে
জ্ঞানং দুঃখোদ্ভবং দুঃখং মমত্বাসক্তচেতসাম্॥২
তস্মাৎ সঙ্গং প্রযত্নেন মুমুক্ষুঃ সন্ত্যজেন্নরঃ।
সঙ্গাভাবে মমেত্যস্যাঃ খ্যাতের্হানিঃ প্রজায়তে
নির্ম্মমত্বং সুখায়ৈব বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্।
জ্ঞানাদেব চ বৈরাগ্যং জ্ঞানং বৈরাগ্যপূর্ব্বকম্
তদ্‌গৃহং যত্র বসতিস্তদ্ভোজ্যং যেন জীবতি।
যন্মুক্তয়ে তদেবোক্তং জ্ঞানমজ্ঞানমন্যথা॥৫
উপভোগেন পুণ্যানামপুণ্যানাঞ্চ পার্থিব।
কর্ত্তব্যানাঞ্চ নিত্যানামকামকরণাৎ তথা॥৬
অসঞ্চয়াদপূর্ব্বস্য ক্ষয়াৎ পূর্ব্বার্জ্জিতস্য চ।
কর্ম্মণো বন্ধমাপ্নোতি শারীরং ন পুনঃপুনঃ॥৭
এতৎ তে কথিতং রাজন্ যোগঞ্চৈবং নিবোধ মে।
যং প্রাপ্য ব্রহ্মণো যোগী শাশ্বতান্নান্যতাং ব্রজেৎ॥৮
প্রাগেবাত্মাত্মনা জেয়ো যোগিনাং স হি দুর্জ্জয়ঃ
কুর্ব্বীত তজ্জয়ে যত্নং তস্যোপায়ং শৃণুষ মে॥৯
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ বিষয়ান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্
যথা পর্ব্বতধাতূনাং দোষা দহ্যন্তি ধাম্যতাম্।
তথেন্দ্রিয়কৃতা দোষা দহ্যন্তে প্রাণনিগ্রহাৎ॥১১
প্রথমং সাধনং কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামস্য যোগবিৎ।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, যোগারূঢ় ব্যক্তিগণের জ্ঞানলাভ সহকারে অজ্ঞানসহ যে বিয়োগ ঘটে, তাহাকেই মুক্তি বলা যায় এবং প্রাকৃতিক গুণসমূহের সহিত অনৈক্যই সাক্ষাৎ ব্রহ্মের সহিত একতা বলিয়া অভিহিত। হে মহীপতে! যোগ হইতে মোক্ষ, সম্যক্ জ্ঞান হইতে যোগ, দুঃখ হইতে সম্যক্ জ্ঞান এবং মমতাসক্ত চিত্ত হইতেই দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সযত্নে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিবে। বিষয়াসক্তি বর্জ্জন করিতে পারিলেই "আমার" এই জ্ঞান বিদূরিত হইয়া যায়। নির্ম্মমত্বই সুখের কারণ। এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলেই সংসারের যাবতীয় দোষ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। জ্ঞান হইতে যেরূপ বৈরাগ্যের উদয় হয়, বৈরাগ্য হইতেও সেইরূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যে স্থানে বসতি করা যায়, তাহাই গৃহ; যাহা দ্বারা জীবন ধারণ করা হয়, তাহাকেই ভোজ্য; যাহা দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, তাহাকেই জ্ঞান এবং তাহার অন্যথা হইলেই তাহাকে অজ্ঞান বলা যায়। হে পার্থিব! পুণ্যাপুণ্যের উপভোগ হইলে, কামনা-বিহীন হইয়া নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে, পূর্ব্বোপার্জ্জিত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে এবং অপূর্ব্ব কর্ম্মের অসঞ্চয় হইলেই পুনঃপুনঃ শরীর-বন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয় না। ১—৭। হে রাজন্! এই যাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, ইহাকেই যোগ বলা যায়। এই যোগ লাভ হইলেই যোগিজন শাশ্বত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহাকেও আশ্রয় করেন না। সর্ব্বাগ্রে আত্মা দ্বারা আত্মাকে জয় করিতে হইবে। কারণ, এই আত্মাই যোগি-জনের দুর্জ্জেয়। সুতরাং উহাকে জয় করিতে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। যে প্রকারে আত্মাকে জয় করিতে হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দোষসমূহকে প্রাণায়াম দ্বারা, পাপরাশিকে ধারণা দ্বারা, বিষয়-সমূহকে প্রত্যাহার দ্বারা এবং অনীশ্বর গুণ সকলকে ধ্যান দ্বারা দগ্ধ করিবে। যেমন দহন দ্বারা গিরিজাত ধাতু সকল নির্দ্দোষিতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রাণবায়ুকে নিগৃহীত করিলেই ইন্দ্রিয়কৃত দোষ সকল দগ্ধীভূত হইয়া থাকে। যোগবিদ্ ব্যক্তি প্রথমতঃ প্রাণায়াম সাধন করিবেন।

প্রাণাপাননিরোধস্তু প্রাণায়াম উদাহৃতঃ ॥ ১২
লঘুমধ্যোত্তরীয়াখ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিধোদিতঃ।
তস্য প্রমাণং বক্ষ্যামি তদলর্ক শৃণুষ্ব মে ॥ ১৩
লঘুর্দ্বাদশমাত্রস্তু দ্বিগুণঃ স তু মধ্যমঃ।
ত্রিগুণাভিস্তু মাত্রাভিরুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪
নিমেষোন্মেষণে মাত্রা কালো লঘ্বক্ষরস্তথা।
প্রাণায়ামস্য সংখ্যার্থং স্মৃতো দ্বাদশমাত্রিকঃ ॥
প্রথমেন জয়েৎ স্বেদং মধ্যমেন চ বেপথুম্।
বিষাদং হি তৃতীয়েন জয়েদ্দোষাননুক্রমাৎ ॥ ১৬
মৃদুত্বং সেব্যমানাস্তু সিংহ-শার্দ্দূল-কুঞ্জরাঃ।
যথা যান্তি তথা প্রাণো বশ্যো ভবতি যোগিনঃ
বশ্যং মত্তং যথেচ্ছাতো নাগং নয়তি হস্তিপঃ।
তথৈব যোগী স্বচ্ছন্দঃ প্রাণং নয়তি সাধিতম্ ॥
যথা হি সাধিতঃ সিংহো মৃগান্ হন্তি ন মানবান্
তদ্বন্নিষিদ্ধপবনঃ কিল্বিষং ন নৃণাং তনুম্ ॥
তস্মাদ্যুক্তঃ সদা যোগী প্রাণায়ামপরো ভবেৎ
শ্রূয়তাং মুক্তিফলদং তস্যাবস্থাচতুষ্টয়ম্ ॥ ২০
ধ্বস্তিঃ প্রাপ্তিস্তথা সংবিৎ প্রসাদশ্চ মহীপতে।
স্বরূপং শৃণু চৈতেষাং কথ্যমানমনুক্রমাৎ ॥ ২১
কর্ম্মণামিষ্টদুষ্টানাং জায়তে ফলসঙ্ক্ষয়ঃ।
চেতসোঽপকষায়ত্বং যত্র সা ধ্বস্তিরুচ্যতে ॥২২
ঐহিকামুষ্মিকান্ কামান্ লোভমোহাত্মকান্ স্বয়ম্
নিরুধ্যাস্তে সদা যোগী প্রাপ্তিঃসা সার্ব্বকালিকী
অতীতানাগতানর্থান্ বিপ্রকৃষ্টতিরোহিতান্।
বিজানাতীন্দু-সূর্য্যর্ক্ষ-গ্রহাণাং জ্ঞানসম্পদা ॥
তুল্যপ্রভাবস্তু যদা যোগী প্রাপ্নোতি সম্পদম্
তদা সংবিদিতি খ্যাতা প্রাণায়ামস্য সংস্থিতিঃ ॥
যান্তি প্রসাদং যেনাস্য মনঃ পঞ্চ চ বায়বঃ।

প্রাণ ও অপান এই বায়ুদ্বয়ের নিরোধই প্রাণায়াম বলিয়া অভিহিত। ৮—১২। প্রাণায়াম তিন প্রকার; লঘু, মধ্য ও উত্তরীয়। হে অলর্ক! এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামের প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর! লঘু-প্রাণায়াম দ্বাদশমাত্রাযুক্ত, মধ্যম উহার দ্বিগুণ এবং উত্তম বা উত্তরীয় প্রাণায়াম তাহার ত্রিগুণ-মাত্রাবিশিষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত। নিমেষ ও উন্মেষ, এই উভয়ের সময়ই মাত্রার কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, অর্থাৎ ইহাই এক মাত্রা। এইরূপ দ্বাদশমাত্রা হইলেই লঘু-প্রাণায়াম হইয়া থাকে। প্রথম প্রাণায়াম দ্বারা স্বেদ, দ্বিতীয় দ্বারা বেপথু অর্থাৎ কম্প এবং তৃতীয় প্রাণায়াম দ্বারা বিষাদাদি দোষসমূহ যথাক্রমে জয় করিতে হয়। সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তী যে প্রকার সেবা দ্বারা মৃদুত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রাণও প্রাণায়াম দ্বারা যোগি-জনের বশতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হস্তিপক যেরূপ বশীভূত মত্ত হস্তীকে স্বেচ্ছানুসারে চালিত করে, যোগিজনও সেইরূপ প্রাণ সাধিত হইলে তাহা দ্বারা অনায়াসে আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করাইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ১৩—১৮। সাধিত সিংহ যেরূপ মৃগদিগকে নিহত করে, কিন্তু মনুষ্যদিগকে বধ করে না, সেইরূপ প্রাণবায়ুর সাধনা করিলে পাপই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, শরীর বিনষ্ট হয় না; অতএব যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রাণায়ামপরায়ণ হইতে যত্নবান্ হইবেন। প্রাণায়ামের অবস্থা চতুর্ব্বিধ; উহা দ্বারা মুক্তিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহীপতে! প্রাণায়াম চতুর্ব্বিধ; ধ্বস্তি, প্রাপ্তি, সংবিৎ ও প্রসাদ। অধুনা যথাক্রমে ইহাদিগের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। যে অবস্থায় দুষ্ট ও অদুষ্ট যাবতীয় কর্ম্মের ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং চিত্তের মলিনত্ব বিদূরিত হইয়া যায়, তাহাকেই ধ্বস্তি বলে। যোগী ব্যক্তি যে অবস্থায় লোভমোহাত্মক ঐহিক ও আমুষ্মিক কাম সকলকে নিরন্তর স্বয়ং নিরুদ্ধ করেন, সেই অবস্থাকেই প্রাপ্তি বলা হইয়া থাকে। যোগি-পুরুষ যে অবস্থার জ্ঞানসম্পত্তি বশতঃ চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র সদৃশ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অতীত অনাগত ও তিরোহিত এবং দূরস্থ বিষয় সকল বিদিত হইতে পারেন, সেই অবস্থাকেই সংবিৎ বলা যায়। যে অবস্থা দ্বারা যোগীর চিত্ত, পঞ্চ বায়ু, ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ স প্রসাদ ইতি স্মৃতঃ॥ ২৬
শৃণুষ্ব চ মহীপাল প্রাণায়ামস্ত লক্ষণম্।
যুঞ্জতশ্চ সদা যোগং যাদৃগ্বিহিতমাসনম্॥ ২৭
পদ্মমর্দ্ধাসনঞ্চাপি তথা স্বস্তিকমাসনম্।
আস্থায় যোগং যুঞ্জীত কৃত্বা চ প্রণবং হৃদি॥২৮
সমঃ সমাসনো ভূত্বা সংহৃত্য চরণাবুভৌ।
সংবৃতাস্যস্তথৈবোরু সম্যগ্বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ *॥২৯
পার্ষ্ণিভ্যাং লিঙ্গবৃষণাবস্পৃশন প্রযতঃ স্থিতঃ।
কিঞ্চিদুন্নামিতশিরা দন্তৈর্দন্তান্ন সংস্পৃশেৎ॥৩০
সম্পশ্যন্ নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।
রজসা তমসো বৃত্তিং সত্ত্বেন রজসস্তথা॥ ৩১
সঞ্ছাদ্য নির্ম্মলে তত্ত্বে স্থিতো যুঞ্জীত যোগবিৎ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রাণাদীন্ মন এব চ॥৩২
নিগৃহ্য সমবায়েন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ।
যস্তু প্রত্যাহরেৎ কামান্ সর্ব্বাঙ্গানীব কচ্ছপঃ॥
সদাত্মরতিরেকস্থঃ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি।
স বাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং নিষ্পাদ্যাকণ্ঠনাভিতঃ
পূরয়িত্বা বুধো দেহং প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ।
প্রাণায়ামা দশ দ্বৌ চ ধারণা সাভিধীয়তে॥৩৫
দ্বে ধারণে স্মৃতে যোগে যোগিভিস্তত্ত্বদৃষ্টিভিঃ
তথা বৈ যোগযুক্তস্য যোগিনো নিয়তাত্মনঃ॥৩৬
সর্ব্বে দোষাঃ প্রণশ্যন্তি স্বস্থশ্চৈবোপজায়তে।
বীক্ষতে চ পরং ব্রহ্ম প্রাকৃতাংশ্চ গুণান্ পৃথক্
ব্যোমাদিপরমাণূংশ্চ তথাত্মানমকল্মষম্।
ইত্থং যোগী যতাহারঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ॥৩৮
জিতাং জিতাং শনৈর্ভূমিমারোহেত যথা গৃহম্
দোষান্ ব্যাধীংস্তথা মোহমাক্রান্তাভূরনির্জ্জিতা

ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ শুদ্ধি লাভ করে, সেই অবস্থাই প্রসাদ বলিয়া অভিহিত। ১৯—২৬। হে মহীপতে! অধুনা প্রাণায়ামের লক্ষণ এবং যোগারম্ভে যেরূপ আসনের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর। পদ্মাসন, অর্দ্ধাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি আসন অবলম্বনপূর্ব্বক হৃদয়ে প্রণব জপ করিয়া যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। সরলভাবে সমাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পদ সংহৃত, মুখদেশ সংবৃত ও উরুযুগল সম্যক্‌প্রকারে অগ্রভাগে বিষ্টব্ধ করিয়া প্রযতমনে এ প্রকারে অবস্থিত হইবে যেন হস্তদ্বারা লিঙ্গ ও কোষ সংস্পৃষ্ট না হয়। সেই সময়ে শিরোদেশ ঈষৎ উন্নমিত হইবে এবং দন্ত দ্বারা দন্ত স্পর্শ করিবে না। ২৭—৩০। আর কেবলমাত্র আপনার নাসিকার অগ্রদেশ ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। এই অবস্থায় যোগিব্যক্তি রজোগুণ দ্বারা তামসিকবৃত্তির ও সত্ত্বগুণ দ্বারা রাজসিক-বৃত্তির নিরাস করিয়া কেবলমাত্র নির্ম্মল তত্ত্বে অবস্থানপূর্ব্বক যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইবেন। সমবায়ক্রমে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে এবং মন ও প্রাণাদিকে নিগৃহীত করিয়া কচ্ছপ যেরূপ আপনার অঙ্গ সকল প্রত্যাহরণ করে, তদ্রূপ প্রত্যাহারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এইপ্রকারে কামসমূহকে প্রত্যাহরণপূর্ব্বক কেবলমাত্র আত্মাতেই নিরন্তর সমাসক্ত হইয়া অবস্থান করিলে আত্মা দ্বারা আত্মার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিচক্ষণ যোগী কণ্ঠ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শুদ্ধি বিধানপূর্ব্বক দেহ পরিপূরণ করিয়া প্রত্যাহার সাধন করিবেন। প্রাণায়াম দশবিধ ও ধারণা দুই প্রকার বলিয়া অভিহিত। ৩১—৩৫। তত্ত্বদর্শী যোগিগণ যোগাভ্যাসে দ্বিবিধ ধারণাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিয়তাত্মা হইয়া যোগসাধন করিলে যোগীর যাবতীয় দোষ প্রশমিত হয়, শান্তি লাভ হয়, পৃথক্‌রূপে প্রাকৃত গুণ সকল ও পরব্রহ্ম দর্শন হইয়া থাকে এবং আকাশাদি পরমাণু ও বিশুদ্ধ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এই প্রকারে যোগী নিয়তাহারপূর্ব্বক প্রাণায়ামে নিরত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ যোগভূমি জয় করত স্বীয় গৃহের ন্যায় তাহাতে আরূঢ় হইবেন। এইরূপে ভূমি বিজিত না হইলে তাহা দ্বারা

---

* বাগযত ইতি বা পাঠঃ।

বিবর্দ্ধয়তি নারোহেৎ তস্মাদ্ভূমিমনির্জ্জিতাম্।
প্রাণানামুপসংরোধাৎ প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ॥
ধারণেত্যুচ্যতে চেয়ং ধার্য্যতে যন্মনো যয়া।
শব্দাদিভ্যঃ প্রবৃত্তানি যদক্ষাণি যতাত্মভিঃ।
প্রত্যাহ্রিয়ন্তে যোগেন প্রত্যাহারস্ততঃ স্মৃতঃ॥
উপায়শ্চাত্র কথিতো যোগিভিঃ পরমর্ষিভিঃ।
যেন ব্যাধ্যাদয়ো দোষা ন জায়ন্তে হি যোগিনঃ
যথা তোয়ার্থিনস্তোয়ং যন্ত্রনালাদিভিঃ শনৈঃ।
আপিবেয়ুস্তথা বায়ুং পিবেদ্‌যোগী জিতশ্রমঃ॥
প্রাঙ্‌নাভ্যাং হৃদয়ে চাত্র তৃতীয়ে চ তথোরসি
কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্র-ভ্রূমধ্য-মূর্দ্ধসু॥৪৪
কিঞ্চ তস্মাৎ পরস্মিংশ্চ ধারণা পরমা স্মৃতা।
দশৈতা ধারণাঃ প্রাপ্য প্রাপ্নোত্যক্ষরসাম্যতাম্
নাধ্মাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তো ন চ ব্যাকুলচেতনঃ।

কামাদিদোষরাশি, ব্যাধিসমূহ ও মোহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়? অতএব অনির্জ্জিতা ভূমিতে আরোহণ করিতে নাই। যাহা দ্বারা পঞ্চ-প্রাণ সংযত হয়, তাহাকেই প্রাণায়াম কহে। ৩৬—৪০। যদ্দ্বারা মনকে ধারণ করা যায়, তাহাই ধারণা বলিয়া অভিহিত এবং নিয়তাত্মা ব্যক্তিরা যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহকে শব্দাদি স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করেন, তাহাকেই প্রত্যাহার কহে। যোগসিদ্ধ ঋষিগণ এই বিষয়ে যে উপায় নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা যোগীর শরীরে ব্যাধি প্রভৃতি আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। তোয়ার্থীরা যেরূপ যন্ত্রনালাদির সহকারে শনৈঃ শনৈঃ সলিল পান করে, যোগি-পুরুষও সেই প্রকার শ্রম জয় করিয়া বায়ু পান করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ নাভিতে, তদনন্তর হৃদয়ে, তাহার পর বক্ষে, তৎপরে কণ্ঠে, বদনে, নাসাগ্রে, লোচনে, ভ্রূমধ্যে, মূর্দ্ধপ্রদেশে, অবশেষে সেই পরব্রহ্মে ধারণ করিতে হয়। ধারণা এই দশবিধ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট। এই দশবিধ ধারণাসিদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মসারূপ্য লাভ হইয়া থাকে। ৪১—৪৫। হে রাজেন্দ্র! যোগী ব্যক্তি সিদ্ধিলাভার্থ আধ্মান, ক্ষুধা,

যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র যোগী সিদ্ধ্যর্থমাদৃতঃ॥
নাতিশীতে ন চোষ্ণে বৈ ন দ্বন্দ্বে নানিলাত্মকে।
কালেষ্বেতেষু যুঞ্জীত ন যোগং ধ্যানতৎপরঃ॥
সশব্দাগ্নিজলাভ্যাসে জীর্ণগোষ্ঠে চতুষ্পথে।
শুষ্কপর্ণচয়ে নদ্যাং শ্মশানে সসরীসৃপে॥ ৪৮
সভয়ে কূপতীরে বা চৈত্যবল্মীকসঞ্চয়ে।
দেশেষ্বেতেষু তত্ত্বজ্ঞো যোগাভ্যাসং বিবর্জ্জয়েৎ
সত্ত্বস্যানুপপত্তৌ চ দেশকালং বিবর্জ্জয়েৎ।
নাসতো দর্শনং যোগে তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ
দেশানেতাননাদৃত্য মূঢ়ত্বাদ্‌যো যুনক্তি বৈ।
বিঘ্নায় তস্য বৈ দোষা জায়ন্তে তান্নিবোধ মে॥
বাধির্য্যং জড়তা লোপঃ স্মৃতের্মূকত্বমন্ধতা।
জ্বরশ্চ জায়তে সদ্যস্তত্তদজ্ঞানযোগিনঃ॥ ৫২
প্রমাদাদ্‌যোগিনো দোষা যদ্যেতে স্যুশ্চিকিৎ-
সিতম্।

শ্রান্তি ও চিত্তচাঞ্চল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সযত্নে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবেন। অতি শীত ও অতিগ্রীষ্মের সময় এবং অতিবায়ু প্রবহণ-কালে ধ্যানতৎপর হইয়া যোগ অভ্যাস করিতে নাই। সশব্দ স্থানে, অগ্নি ও জলের নিকটে, জীর্ণ গোষ্ঠে, চতুষ্পথে, শুষ্কপত্রপূর্ণ স্থানে, নদীতটে, শ্মশানে, সরীসৃপসমাকীর্ণ স্থানে, ভয়সঙ্কুল প্রদেশে, কূপতীরে, চৈত্য ও বল্মীকনিচয়ে, তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি যোগাভ্যাস বর্জ্জন করিবেন। সাত্ত্বিকভাবের সম্পূর্ণ-রূপে সিদ্ধি না হইলেই দেশ-কাল পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ, অসতের যোগসাধন কদাচ সম্ভবে না; সুতরাং তাহা বর্জ্জন করিবে। ৪৬—৫০। যে ব্যক্তি মূর্খত্ববশতঃ এই সকল স্থান বিবেচনা না করিয়া যোগাভ্যাসের অনুষ্ঠান করে, এই সকল দোষ সমুৎপন্ন হইয়া তাহার কার্য্যের বিঘ্ন সম্পাদন করে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তাদৃশ যোগীর বাধির্য্য, জড়তা, মূকত্ব, স্মৃতিবিলোপ, অন্ধতা ও সদ্যোজ্বর ঘটিয়া থাকে। প্রমাদবশতঃ এই সকল দোষের আবির্ভাব হইলে তাহার শান্তি-বিধানার্থ যে প্রকারে চিকিৎসা

তেষাং নাশায় কর্ত্তব্যং যোগিনাং তন্নিবোধ মে
স্নিগ্ধাং যবাগূমত্যুষ্ণাং ভুক্ত্বা তত্রৈব ধারয়েৎ।
বাত-গুল্মপ্রশান্ত্যর্থমুদাবর্ত্তে তথোদরে ॥ ৫৪
যবাগূং বাপি পবনং বায়ুগ্রন্থিং প্রতিক্ষিপেৎ।
তদ্বৎ কম্পে মহাশৈলং স্থিরং মনসি ধারয়েৎ ॥৫৫
বিঘাতে বচসো বাচং বাধির্য্যং শ্রবণেন্দ্রিয়ম্।
যথৈবাম্রফলং ধ্যায়েৎ তৃষ্ণার্ত্তো রসনেন্দ্রিয়ে ॥
যস্মিন্ যস্মিন্ রুজা দেহে * তস্মিংস্তদুপকারিণী
ধারয়েদ্ধারণামুষ্ণে শীতাং শীতে চ দাহিনীম্ ॥৫৭
কীলং শিরসি সংস্থাপ্য কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তাড়য়েৎ
লুপ্তস্মৃতেঃ স্মৃতিঃ সদ্যো যোগিনস্তেন জায়তে
দ্যাবাপৃথিব্যৌ বায়ুগ্নী ব্যাপিনাবপি ধারয়েৎ।
অমানুষাৎ সত্ত্বজাদ্বা বাধাস্বেতাশ্চিকিৎসিতাঃ ॥
অমানুষং সত্ত্বমন্তর্যোগিনং প্রবিশেদ্যদি।
বায়ুগ্নিধারণেনৈনং দেহসংস্থং বিনির্দ্দহেৎ ॥৬০
এবং সর্ব্বাত্মনা রক্ষা কার্য্যা যোগবিদা নৃপ।
ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ ॥ ৬১
প্রবৃত্তিলক্ষণাখ্যানাদ্যোগিনো বিস্ময়াৎ তথা।
বিজ্ঞানং বিলয়ং যাতি তস্মাদ্গোপ্যাঃ প্রবৃত্তয়ঃ
আলোল্যমারোগ্যমনিষ্ঠুরত্বং
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পম্।
কান্তিঃ প্রসাদঃ স্বরসৌম্যতা চ
যোগপ্রবৃত্তেঃ প্রথমং হি চিহ্নম্ ॥ ৬৩
অনুরাগী জনো যাতি পরোক্ষে গুণকীর্ত্তনম্।
ন বিভ্যতি চ সত্ত্বানি সিদ্ধের্লক্ষণমুত্তমম্ ॥ ৬৪
শীতোষ্ণাদিভিরত্যুগ্রৈর্যস্য বাধা ন বিদ্যতে।
ন ভীতিমেতি চান্যেভ্যস্তস্য সিদ্ধিরুপস্থিতা ॥৬৫

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে জড়োপাখ্যানে
যোগাধ্যায়ো নামৈকোনচত্বারিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

করিবে, তাহাও শ্রবণ কর। উত্তমরূপে উষ্ণীকৃত যবাগূ স্নিগ্ধ করিয়া ভক্ষণপূর্ব্বক উদরে ধারণ করিবে; ইহা দ্বারা বাত ও গুল্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মন চঞ্চল হইলে প্রলয়কালীন স্থির মহাশৈল ধারণা করিবে। ৫১—৫৫। বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইলে বাক্য ধারণা করিতে হয় এবং শ্রবণশক্তির বিনাশ হইলে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেরূপ রসনেন্দ্রিয়ে আম্রফল লাভের চিন্তা করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় ধারণা করিয়া থাকিবে। এইরূপ যে যে দেহে ব্যাধি উপস্থিত হইবে, সেই সেই দেহেই তদুপকারিণী ধারণা ধারণ করিতে হইবে। উষ্ণে শীতল ধারণা এবং শীতে উষ্ণ ধারণার অনুগামী হইবে। শিরোদেশে কীলক সংস্থাপনপূর্ব্বক কাষ্ঠ দ্বারা সেই কাষ্ঠ তাড়না করিলে লুপ্তস্মৃতি যোগীর তৎক্ষণাৎ স্মৃতিশক্তির পুনরুদয় হয়। অথবা স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইলে আকাশ, পৃথিবী, বায়ু ও অগ্নির ধারণা করিবে। অমানুষসত্ত্ব জনিত বিঘ্নসমূহের চিকিৎসা এই প্রকারই নির্দ্দিষ্ট আছে। যোগিজনের হৃদয়ে অমানুষ সত্ত্ব প্রবিষ্ট হইলে বায়ু ও অগ্নি ধারণা দ্বারা তাহা দগ্ধীভূত করিবে! ৫৬—৬০। হে নৃপতে! এই প্রকারে সর্ব্বান্তঃকরণে শরীরের রক্ষাবিধান করাই যোগবিদ্ ব্যক্তির বিধেয়। কারণ, শরীরই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ সাধ-ণের মূল। প্রবৃত্তি-স্বরূপ বর্ণন ও বিস্ময়, এই দুই কারণে যোগীর বিজ্ঞান বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়; এই কারণেই প্রবৃত্তি-সমূহ গোপ-নীয় করিয়া রাখিবে। অচাঞ্চল্য, নীরোগিতা, অনিষ্ঠুরত্ব, দেহে সুগন্ধি-সঞ্চার, মূত্র ও পুরীষের অল্পতা, কান্তি, প্রসাদ ও সুস্বর, এই সকলই যোগ-প্রবৃত্তির প্রথম-চিহ্ন। যে অবস্থায় লোকে অনুরাগী হইয়া অসমক্ষে গুণ-কীর্ত্তন করে এবং কোন জীবই ভয় প্রাপ্ত হয় না, তখনই সিদ্ধির উত্তম লক্ষণ বুঝিতে হইবে। অত্যুগ্র শীত ও উষ্ণাদি যাহার ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারে না এবং অন্য হইতে যাহার ভয়-সঞ্চার না হয়, তাহারই সিদ্ধি লাভ হইয়াছে জানিবে। ৬১—৬৫।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৯॥

---

* দেশে ইতি বা পাঠঃ।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দত্তাত্রেয় উবাচ।

উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে দৃষ্টে হ্যাত্মনি যোগিনঃ।
যে তাংস্তে সম্প্রবক্ষ্যামি সমাসেন নিবোধ মে
কাম্যাঃ ক্রিয়াস্তথা কামান্ মানুষানভিবাঞ্ছতি।
স্ত্রিয়ো দানফলং বিদ্যাং মায়াং কুপ্যং ধনং দিবম্
দেবত্বমমরেশত্বং রসায়নচয়ঃ ক্রিয়াঃ।
মরুৎপ্রপতনং যজ্ঞং জলাগ্ন্যাবেশনং তথা।
শ্রাদ্ধানাং সর্ব্বদানানাং ফলানি নিয়মাংস্তথা ॥ ৩
তথোপবাসাৎ পূর্ত্তাচ্চ দেবতাভ্যর্চ্চনাদপি।
তেভ্যস্তেভ্যশ্চ কর্ম্মভ্য উপসৃষ্টোঽভিবাঞ্ছতি
চিত্তমিত্থং বর্ত্তমানং যত্নাদ্‌যোগী নিবর্ত্তয়েৎ।
ব্রহ্মসঙ্গি মনঃ কুর্ব্বন্নুপসর্গাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৫
উপসর্গৈর্জ্জিতৈরেভিরুপসর্গাস্ততঃ পুনঃ।
যোগিনঃ সম্প্রবর্ত্তন্তে সাত্ত্ব-রাজস-তামসাঃ ॥ ৬
প্রাতিভঃ শ্রাবণো দৈবো ভ্রমাবর্ত্তৌ তথাপরৌ
পঞ্চৈতে যোগিনাং যোগ-বিঘ্নায় কটুকোদয়াঃ
বেদার্থাঃ কাব্যশাস্ত্রার্থা বিদ্যাশিল্পান্যশেষতঃ।
প্রতিভান্তি যদস্যেতি প্রাতিভঃ স তু যোগিনঃ
শব্দার্থানখিলান্ বেত্তি শব্দং গৃহ্লাতি চৈব যৎ।
যোজনানাং সহস্রেভ্যঃ শ্রাবণঃ সোঽভিধীয়তে
সমন্তাদ্বীক্ষতে চাষ্টৌ স যদা দেবযোপমঃ।
উপসর্গং তমপ্যাহুর্দৈবমুন্মত্তবদ্বুধাঃ ॥ ১০
ভ্রাম্যতে যন্নিরালম্বং মনো দোষেণ যোগিনঃ।
সমস্তাচারবিভ্রংশাদ্ভ্রমঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১
আবর্ত্ত ইব তোয়স্য জ্ঞানাবর্ত্তো যদাকুলঃ।
নাশয়েচ্চিত্তমাবর্ত্ত উপসর্গঃ স উচ্যতে ॥ ১২
এতৈর্নাশিতযোগাস্তু সকলা দেবযোনয়ঃ।
উপসর্গৈর্মহাঘোরৈরাবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ ॥ ১৩
প্রাবৃত্য কম্বলং শুক্লং যোগী তস্মিন্মনোময়ম্।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, আত্মা প্রত্যক্ষীভূত হইলে যোগিজনের যে সমস্ত উপসর্গ আবির্ভূত হয়, তাঁহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই সময়ে নানাপ্রকার কাম্য-ক্রিয়া ও মানসোচিত নানারূপ ভোগ্যভোগে বাসনা হইয়া থাকে। স্ত্রী, দানফল, বিদ্যা, মায়া, কুপ্য, ধন, স্বর্গ, অমরত্ব, দেবেন্দ্রত্ব, নানা-প্রকার রসায়ন, বায়ুভরে উৎপতন, যজ্ঞ জল ও অগ্নিতে প্রবেশ, সমস্ত শ্রাদ্ধ ও দানসমূহের ফল এবং নিয়ম প্রভৃতি বিষয়ে যোগীর কামনার উদয় হয়। তৎকালে তিনি উপবাস, পূর্ত্তাদি কর্ম্ম, দেবতার্চ্চন ও তত্তৎ কর্ম্ম হইতে উপসৃষ্ট হইতে বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। মন এইরূপ হইলে যোগী সযত্নে তাহাকে তত্তৎ বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিবেন। এই প্রকারে নিবর্ত্তিত করিতে পারিলেই উপসর্গ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। ১—৫। এই সকল উপসর্গ বিজিত হইলে পুনরায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে অপরাপর উপসর্গ আসিয়া যোগীকে আক্রমণ করে। তাহাদিগের মধ্যে প্রাতিভ, শ্রাবণ, দৈব, ভ্রম ও আবর্ত্ত, এই পঞ্চবিধ উপসর্গ যোগের বিঘ্ন-সাধনার্থ ভয়ঙ্কররূপে আবির্ভূত হয়। যদ্দ্বারা নিখিল বেদার্থ, সমস্ত কাব্যশাস্ত্রার্থ, যাবতীয় বিদ্যা এবং শিল্প যোগীর চিত্তে প্রতিভাত হয়, তাহাকেই প্রাতিভ কহে। যাহা দ্বারা যাবতীয় শব্দের অর্থ বোধগম্য হয় এবং সহস্র সহস্র যোজন দূরস্থ শব্দও শ্রুতিগোচর করা যায়, তাহাই শ্রাবণ বলিয়া অভিহিত। যাহা দ্বারা মূর্ত্তিমান্ দেবতার ন্যায় হইয়া যোগী উন্মত্তবৎ অষ্ট দিক্ দর্শন করিতে থাকেন, বুধগণ তাহাকেই দৈব উপসর্গ বলেন। ৬—১০। যাহা দ্বারা যোগীর চিত্ত যাবতীয় আচারভ্রংশবশত ও দোষ নিবন্ধন নিরালম্ব ভাবে ভ্রমণ করিতে থাকে, তাহারই নাম ভ্রম। আর যাহার প্রভাবে জ্ঞানাবর্ত্ত জলাবর্ত্তের ন্যায় আকুল হইয়া চিত্তকে বিনাশ করে, তাহাকেই আবর্ত্ত উপসর্গ বলা যায়। যোগিগণ এই সমস্ত ঘোরতর উপসর্গ-প্রভাবে যোগপরিভ্রষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই কারণেই মনোময় শুভ্র কম্বলে

চিন্তয়েৎ পরমং ব্রহ্ম কৃত্বা তৎপ্রবণং মনঃ॥ ১৪
যোগযুক্তঃ সদা যোগী লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
সূক্ষ্মাস্ত ধারণাঃ সপ্ত ভূরাদ্যা মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ॥১৫
ধরিত্রীং ধারয়েদ্‌যোগী তৎ সৌখ্যং প্রতিপদ্যতে
আত্মানং মন্যতে চোর্ব্বীং তদ্বদ্ধঞ্চ জহাতি সঃ॥
তথৈবাপ্সু রসং সূক্ষ্মং তদ্বদ্রূপঞ্চ তেজসি।
স্পর্শং বায়ৌ তথা তদ্বদ্বিভ্রতস্তস্য ধারণাম্॥ ১৭
ব্যোম্নঃ সূক্ষ্মাং প্রবৃত্তিঞ্চ শব্দং তদ্বজ্জহাতি সঃ॥
মনসা সর্ব্বভূতানাং মনস্ত্বাবিশতে যদা।
মানসীং ধারণাং বিভ্রন্মনঃ সূক্ষ্মঞ্চ জায়তে॥১৯
তদ্বদ্বুদ্ধিমশেষাণাং সত্ত্বানামেত্য যোগবিৎ।
পরিত্যজতি সম্প্রাপ্য বুদ্ধিসৌক্ষ্ম্যমনুত্তমম্॥২০
পরিত্যজতি সূক্ষ্মাণি সপ্ত ত্বেতানি যোগবিৎ।
সম্যগ্বিজ্ঞায় যোঽলর্ক তস্যাবৃত্তির্ন বিদ্যতে॥২১
এতাসাং ধারণানান্তু সপ্তানাং সৌক্ষ্ম্যমাত্মবান্
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা ততঃ সিদ্ধিং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা পরাং ব্রজেৎ॥ ২২
যস্মিন্ যস্মিংশ্চ কুরুতে ভূতে রাগং মহীপতে।
তস্মিংস্তস্মিন্ সমাসক্তিং সম্প্রাপ্য স বিনশ্যতি
তস্মাদ্বিদিত্বা সূক্ষ্মাণি সংসক্তানি পরস্পরম্।
পরিত্যজতি যো দেহী স পরং প্রাপ্নুয়াৎ পদম্
এতান্যেব তু সন্ধায় সপ্ত সূক্ষ্মাণি পার্থিব।
ভূতাদীনাং বিরাগোঽত্র সদ্ভাবজ্ঞস্য মুক্তয়ে॥২৫
গন্ধাদিষু সমাসক্তিং সম্প্রাপ্য স বিনশ্যতি।
পুনরাবর্ত্ততে ভূপ স ব্রহ্মাপরমানুষম্॥ ২৬
সপ্তৈতা ধারণা যোগী সমতীত্য যদিচ্ছতি।
তস্মিংস্তস্মিন্ লয়ং সূক্ষ্মে ভূতে যাতি নরেশ্বর॥২৭
দেবানামসুরাণাং বা গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্।
দেহেষু লয়মায়াতি সঙ্গং নাপ্নোতি চ কচিৎ॥২৮
অণিমা লঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ।

সর্ব্বথা সমাবৃত হইয়া মনকে একমাত্র পরব্রহ্মে নির্ভর করত তাঁহার ধ্যান করাই যোগীর কর্ত্তব্য। যোগি-পুরুষ নিরন্তর জিতেন্দ্রিয়, লঘুভোজী ও যোগযুক্ত হইয়া ভূরাদি সপ্ত-প্রকার সূক্ষ্ম ধারণা শিরোদেশে ধারণ করিবেন। ১১—১৫। তিনি ধরিত্রীকে ধারণ করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার তদীয় সুখ লাভ হইবে। তিনি আত্মাকে ধরিত্রীরূপ চিন্তা করিলে ধরিত্রীর বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন। এই প্রকারে জলে সূক্ষ্ম রস, তেজে রূপ, অনিলে স্পর্শ এবং ব্যোমে সূক্ষ্মা প্রবৃত্তি ও শব্দ ধারণাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে। যখন মন দ্বারা সর্ব্বভূতের মনে আবিষ্ট হইয়া মানসী ধারণা ধারণ করা যায়, তখনই সূক্ষ্ম মন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকারে যোগী ব্যক্তি যাবতীয় ভূতের বুদ্ধিতে আবিষ্ট হইয়া অনুত্তমা সূক্ষ্মবুদ্ধিস্বরূপ লাভ করত তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। হে অলর্ক! যে যোগী এই সপ্ত প্রকার সূক্ষ্মভাব সম্পূর্ণরূপে বিদিত হইয়া পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। ১৬—২১। আত্মবান্ ব্যক্তি এই সপ্ত প্রকার ধারণার সূক্ষ্মত্ব পুনঃপুনঃ দৃষ্টিগোচর করিয়া পুনঃপুনঃ সিদ্ধি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরমা গতি প্রাপ্ত হইবেন। হে মহীপতে! তিনি যে যে ভূতে অনুরাগী হন, সেই সেই ভূতেই আসক্তিমান্ হইয়া নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং যে দেহী পরস্পর সংযুক্ত ভূতগণকে পরিজ্ঞাত হইয়া পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, সেই দেহেই পরম পদ লাভ করিতে পারেন। হে পার্থিব! এই সপ্তবিধ সূক্ষ্ম সন্ধান করিয়া ভূতাদিতে বিগতরাগ হইতে পারিলেই সদ্ভাবজ্ঞ ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! গন্ধাদিতে সমাসক্তি প্রাপ্ত হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয় এবং পুনরায় তাহাকে সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে হয়। হে নরেশ্বর! যোগী পুরুষ এই সপ্ত প্রকার ধারণা অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিতে ইচ্ছা করিলেই সেই সেই সূক্ষ্ম ভূতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, ও রাক্ষস, ইহাদিগের শরীরে বিলীন হইয়া যান; কিন্তু কিছুতেই সংসক্ত হন না।

প্রাকাম্যঞ্চ তথেশিত্বং বশিত্বঞ্চ তথাপরম্ ॥২৯
যত্র কামাবসায়িত্বং গুণানেতাং স্তথৈশ্বরান্।
প্রাপ্নোত্যষ্টৌ নরব্যাঘ্র পরং নির্ব্বাণসূচকান্॥
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমোঽণীয়ান্ শীঘ্রত্বং লঘিমা গুণঃ।
মহিমাশেষপূজ্যত্বাৎ প্রাপ্তির্নাপ্রাপ্যমস্য যৎ ॥৩১
প্রাকাম্যমস্য ব্যাপিত্বাদীশিত্বঞ্চেশ্বরো যতঃ।
বশিত্বাদ্বশিমা নাম যোগিনঃ সপ্তমো গুণঃ ॥৩২
যত্রেচ্ছাস্থানমপ্যুক্তং যত্র কামাবসায়িতা।
ঐশ্বর্য্যকারণৈরেভির্যোগিনঃ প্রোক্তমষ্টধা ॥ ৩৩
মুক্তিসংসূচকং ভূপ পরং নির্ব্বাণমাত্মনঃ।
ততো ন জায়তে নৈব বর্দ্ধতে ন বিনশ্যতি ॥৩৪

নাপি ক্ষয়মবাপ্নোতি পরিণামং ন গচ্ছতি।
ছেদং ক্লেদং তথা দাহং শোষং ভূরাদিতো ন চ
ভূতবর্গাদবাপ্নোতি শব্দাদ্যৈহ্রিয়তে ন চ।
ন চাস্য সন্তি শব্দাদ্যাস্তস্তোক্তা তৈর্ন যুজ্যতে
যথাহি কনকং খণ্ডমপদ্রব্যবদগ্নিনা।
দগ্ধদোষং দ্বিতীয়েন খণ্ডেনৈক্যং ব্রজেন্নৃপ ॥৩৭
ন বিশেষমবাপ্নোতি তদ্বদ্‌যোগাগ্নিনা যতিঃ।
নির্দগ্ধদোষস্তেনৈক্যং প্রয়াতি ব্রহ্মণা সহ ॥ ৩৮
যথাগ্নিরগ্নৌ সংক্ষিপ্তঃ সমানত্বমনুব্রজেৎ।
তদাখ্যস্তন্ময়ো ভূতো ন গৃহ্যেত বিশেষতঃ ॥৩৯
পরেণ ব্রহ্মণা তদ্বৎ প্রাপ্যৈক্যং দগ্ধকিল্বিষঃ।
যোগী যাতি পৃথগ্‌ভাবং ন কদাচিন্মহীপতে ॥৪০

২২—২৮। হে নরশ্রেষ্ঠ! তিনি অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব, এই অষ্টবিধ নির্ব্বাণ-প্রদ ঐশ্বরিক গুণের অধিকারী হইয়া থাকেন। যাহা দ্বারা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম হওয়া যায়, তাহার নাম অণিমা; যাহা দ্বারা ক্ষিপ্রকারিত্ব জন্মে, তাহাকে লঘিমা কহে; যাহা দ্বারা সকলের পূজনীয় হওয়া যায়, তাহার নাম মহিমা; যাহা দ্বারা অভিলষিত সকলই লাভ হয়, তাহাকে প্রাপ্তি কহে; যদ্দ্বারা ব্যাপিত্ব-শক্তি জন্মে, তাহার নাম প্রাকাম্য; যাহার প্রভাবে সকলের ঈশ্বর হওয়া যায়, তাহাকে ঈশিত্ব কহে এবং যাহার প্রভাবে সকলেই বশীভূত হয়, তাহার নাম বশিত্ব। এই বশিত্বই যোগি-পুরুষের সপ্তম গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আর যাহা দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে যথা-তথা গমন ও ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্যই সাধন করা যাইতে পারে, তাহারই নাম কামাবসায়িতা। বস্তুতঃ যোগি-ব্যক্তি এই অষ্ট প্রকার গুণের প্রভাবে ঈশ্বরের ন্যায় সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ২৯—৩৩। হে রাজন্! এই সকল গুণই মুক্তির সংসূচনা করিয়া দেয়, অর্থাৎ এই সকল গুণ প্রকাশিত হইলেই জানিবে যে, যোগী অচিরেই মুক্তি-লাভ করিবেন; তাঁহার নির্ব্বাণলাভের সময় সমুপস্থিত, আর তাঁহাকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে না, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইবে না, বিনষ্ট হইতে হইবে না, ক্ষয় পাইতে হইবে না এবং তাঁহার কোন পরিণামও ঘটিবে না। তিনি আর কখনও ভূরাদি ভূতবর্গ হইতে ছিন্ন, ভিন্ন, ক্লিন্ন, দগ্ধ বা শুষ্কও হইবেন না। শব্দাদি আর তাঁহাকে অপহৃত করিতে সমর্থ হইবে না, শব্দাদি বিষয়ের সঙ্গে তাঁহার আর কোন সম্বন্ধই থাকিবে না, আর তাঁহাকে শব্দাদির ভোক্তা হইতে হইবে না এবং তাহাদিগের সহিত আর তাঁহার কোন সংস্পর্শই থাকিবে না। হে মহীপতে! যেরূপ একখানি স্বর্ণখণ্ডকে অপদ্রব্যের ন্যায় বহ্নিদগ্ধ করিয়া নির্দ্দোষ করিলে অপর একখানি স্বর্ণ-খণ্ডের সহিত তাহার সংযোগ হয়, কোন প্রকারে তাহার প্রভেদ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ যোগবহ্নি দ্বারা রাগদ্বেষাদিরূপ দোষরাশি দগ্ধীভূত হইলে যোগীও ব্রহ্মের সহিত সম্যক্ রূপে মিলিত হইয়া থাকেন। ৩৪—৩৮। হে রাজন্! যেরূপ অগ্নির মধ্যে অগ্নি প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহার তুল্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তদাত্মাও তন্ময় হইয়া যায়, আর পুনরায় অগ্নি হইতে প্রভেদ করিয়া লওয়া যায় না, তদ্রূপ দোষ-রাশি দগ্ধীভূত হইলে যখন যোগী ব্রহ্মের সহিত একেবারে সংযুক্ত হন, তখন আর তাঁহাকে পৃথক্‌ভাব ভোগ করিতে হয় না।

যথা জলং জলেনৈক্যং নিক্ষিপ্তমুপগচ্ছতি।
তথাত্মা সাম্যমভ্যেতি যোগিনঃ পরমাত্মনি ॥৪১

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে যোগিসিদ্ধির্নাম
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অলর্ক উবাচ।
ভগবন্ যোগিনশ্চর্য্যাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
ব্রহ্মবর্ত্মন্যনুসরন্ যথা যোগী ন সীদতি ॥ ১
দত্তাত্রেয় উবাচ।
মানাপমানৌ যাবেতৌ প্রাপ্ত্যুদ্বেগকরৌ নৃণাম্
তাবেব বিপরীতার্থৌ যোগিনঃ সিদ্ধিকারকৌ ॥২
মানাপমানৌ যাবেতৌ তাবেবাহুর্বিষামৃতে।
অপমানোঽমৃতং তত্র মানস্তু বিষমং বিষম্ ॥ ৩
চক্ষুঃপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীং বুদ্ধিপূতঞ্চ চিন্তয়েৎ ॥ ৪
আতিথ্য শ্রাদ্ধ-যজ্ঞেষু দেবযাত্রোৎসবেষু চ।
মহাজনঞ্চ সিদ্ধ্যর্থং ন গচ্ছেদ্‌যোগবিৎ ক্বচিৎ ॥৫
ব্যস্তে বিধূমে ব্যঙ্গারে সর্ব্বস্মিন্ ভুক্তবজ্জনে।
অটেত যোগবিদ্ভৈক্ষ্যং ন তু ত্রিষ্বেব নিত্যশঃ
যথৈবমবমন্যন্তে জনাঃ পরিভবন্তি চ।
তথা যুক্তশ্চরেদ্‌যোগী সতাং বর্ত্ম ন দূষয়ন্ ॥ ৭
ভৈক্ষ্যং চরেদ্‌গৃহস্থেষু যাযাবরগৃহেষু চ।
শ্রেষ্ঠা তু প্রথমা চেতি বৃত্তিরস্যোপদিশ্যতে ॥ ৮
অথ নিত্যং গৃহস্থেষু শালীনেষু চরেদ্‌যতিঃ।
শ্রদ্দধানেষু দান্তেষু শ্রোত্রিয়েষু মহাত্মসু ॥ ৯
অত ঊর্দ্ধং পুনশ্চাপি অদুষ্টাপতিতেষু চ।
ভৈক্ষ্যচর্য্যা বিবর্ণেষু জঘন্যা বৃত্তিরিষ্যতে ॥১০
ভৈক্ষ্যং যবাগূং তক্রং বা পয়ো যাবকমেব বা

সলিল যেরূপ সলিল মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইলে সমানত্ব প্রাপ্ত হয়, যোগীর আত্মাও তদ্রূপ পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া সাম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৯—৪১।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

অলর্ক কহিলেন, হে ভগবন্! যোগিগণের এবং যে প্রকারে ব্রহ্মপথের অনুগামী হইলে তাঁহাদিগকে অবসাদ প্রাপ্ত হইতে হয় না, তাহা যথাযথ শ্রবণ করিতে বাসনা করি। দত্তাত্রেয় কহিলেন, মান ও অপমান, এই উভয়ই সকলের প্রাপ্তি ও উদ্বেগের কারণ। যদি এই দুইটী যোগীর নিকট বিপরীতার্থ হয়, তাহা হইলেই সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। মান, ও অপমান, এই দুইটী বিষ ও অমৃত বলিয়া কীর্ত্তিত; উহার মধ্যে অপমান অমৃত ও মানই বিষম বিষ। যোগী উত্তমরূপে দেখিয়া পরে পদবিক্ষেপ করিবেন, বস্ত্রপূত করিয়া তদনন্তর জলপান করিতে হইবে, সর্ব্বদা সত্য-পূত বাক্য প্রয়োগ করিবেন এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া চিন্তা করিবেন। যোগবিদ্ ব্যক্তি আতিথ্য, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, যাত্রা ও মহোৎসবে কদাচ কুত্রাপি গমন করিবেন না এবং সিদ্ধির জন্য মহাজনের নিকট গমন করাও উচিত নহে। ১—৫। যৎকালে গৃহিজনের গৃহ অগ্নিবিহীন ও ধূমশূন্য হইবে, যখন গৃহস্থ ব্যক্তি ভোজন করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, যোগি-ব্যক্তি প্রত্যহ সেই সময়েই ভিক্ষার্থ গমন করিবেন। লোকে যাহাতে পরিভূত বা অপমানিত করে, তদ্রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সাধুজনের আচরিত পদবী কোনপ্রকারে দূষিত না করিয়া পরিভ্রমণ করাই যোগীর কর্ত্তব্য। গৃহিগণের গৃহে ও যাযাবরদিগের আলয়ে ভিক্ষা করাই বিধেয়; পরন্তু প্রথমা বৃত্তিই প্রধান বলিয়া পরিগণিত। যে সকল গৃহী লজ্জাবান, শ্রদ্ধাবান, দান্ত, শ্রোত্রিয় ও মহাত্মা, এবং যে সমস্ত গৃহস্থ দূষিত বা পতিত নহে, তাহাদিগের গৃহেই যতিগণ ভিক্ষা করিবেন। বিবর্ণদিগের সকাশে ভিক্ষা করিলে তাহাকে জঘন্য বলা যায়। ৬—১০। যবাগূ, তক্র, দুগ্ধ, যাবক,

ফলং মূলং প্রিয়ঙ্গুঃ বা কণ-পিণ্যাক-শক্তবঃ ॥
ইত্যেতে চ শুভাহারা যোগিনঃ সিদ্ধিকারকাঃ
তৎ প্রযুঞ্জ্যান্মুনির্ভক্ত্যা পরমেণ সমাধিনা ॥১২
অপঃ পূর্ব্বং সকৃৎ প্রাশ্য তুষ্ণীং ভূত্বা সমাহিতঃ
প্রাণায়েতি ততস্তস্য প্রথমা হ্যাহুতিঃ স্মৃতা ॥
অপানায় দ্বিতীয়া তু সমানায়েতি চাপরা।
উদানায় চতুর্থী স্যাদ্ব্যানায়েতি চ পঞ্চমী ॥ ১৪
প্রাণায়ামৈঃ পৃথক্ কৃত্বা শেষং ভুঞ্জীত কামতঃ
অপঃ পুনঃ সকৃৎ প্রাশ্য আচম্য হৃদয়ং স্পৃশেৎ
অস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগোঽলোভস্তথৈব চ।
ব্রতানি পঞ্চ ভিক্ষূণামহিংসাপরমাণি চ ॥ ১৬
অক্রোধো গুরুশুশ্রূষা শৌচমাহারলাঘবম্।
নিত্যস্বাধ্যায় ইত্যেতে নিয়মাঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ
সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্য্যসাধকম্।
জ্ঞানানাং বহুতা যেয়ং যোগবিঘ্নকরা হি সা ॥১৮
ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রেষু নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯
ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লঘ্বাহারো
জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি মনো ধ্যানে নিবেশয়েৎ
শূন্যেষ্বেবাবকাশেষু গুহাসু চ বনেষু চ।
নিত্যযুক্তঃ সদা যোগী ধ্যানং সম্যগুপক্রমেৎ ॥
বাগ্দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী মহাযতিঃ ॥২২
সর্ব্বমাত্মময়ং যস্য সদসজ্জগদীদৃশম্।
গুণাগুণময়ং তস্য কঃ প্রিয়ঃ কো নৃপাপ্রিয়ঃ ॥২৩
বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনঃ
সমস্তভূতেষু চ তৎসমাহিতঃ।

ফল, মূল, প্রিয়ঙ্গু, কণ, পিণ্যাক ও শক্তু, এই সকল বস্তুই যোগিগণের ভিক্ষা করা উচিত। এই সকল বস্তুই তাঁহাদিগের কল্যাণকর ও সিদ্ধিদায়ক আহার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অতএব পরম সমাহিত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া এই সকল দ্রব্য উপযোগ করাই কর্ত্তব্য। যোগী ভোজনের পূর্ব্বে মৌনাবলম্বন সহকারে প্রথমতঃ একবার জলপানপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া "প্রাণায়" এই বাক্যে আহার করিবেন। ইহাই যোগীর প্রথমা আহুতি বলিয়া অভিহিত। তদনন্তর ক্রমানুসারে "অপানায়" বলিয়া দ্বিতীয় আহুতি "সমানায়" বলিয়া তৃতীয়, "উদানায়" বলিয়া চতুর্থ এবং "ব্যানায়" বলিয়া পঞ্চম আহুতি প্রদান করিতে হইবে। তৎপরে প্রাণায়াম দ্বারা পৃথক করত স্বেচ্ছাক্রমে শেষ ভোজন সমাপন করিবেন। তদনন্তর পুনর্ব্বার আর একবার সলিল পান করিয়া আচমনান্তে হৃদয়দেশ স্পর্শ করিতে হইবে। ১১—১৫। অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, অলোভ ও অহিংসা, এই পাঁচটীই ভিক্ষুগণের পরম ব্রত এবং ক্রোধশূন্যতা, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, আহারের লঘুতা ও প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন, এই পাঁচটী তাঁহাদিগের নিয়ম বলিয়া প্রথিত। সারস্বরূপ, কার্য্যসিদ্ধিকর জ্ঞানের আলোচনা করাই কর্ত্তব্য; কারণ, বহুবিধ জ্ঞান বিষয়ের চর্চ্চা করিলে যোগের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। যে যোগী "ইহা জ্ঞেয়, ইহা জ্ঞেয়" বলিয়া তৃষিতচিত্তে পরিভ্রমণ করেন, সহস্র কল্পেও তাঁহার জ্ঞেয় পদার্থ লাভের সম্ভাবনা নাই। সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক জিতক্রোধ, লঘুভোজী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধিযোগে দ্বারবিধানপূর্ব্বক চিত্তকে ধ্যানে নিমগ্ন করিবেন। ১৬—২০। নির্জ্জন প্রদেশ, গুহা, কাননে গমনপূর্ব্বক নিত্যযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা সম্যক্ বিধানে ধ্যানে নিবিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। বাগ্দণ্ড, কর্ম্মদণ্ড ও মনোদণ্ড, এই তিনটী যাঁহার বশীভূত, তাঁহাকেই ত্রিদণ্ডী ও মহাযতি বলা যায়। যিনি এই সদসদাত্মক গুণাগুণময় দৃশ্যমান জগৎকে আত্মময় বিবেচনা করেন, হে রাজন্! কোন্ ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার অপ্রিয় হইয়া থাকে? যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধিবিশিষ্ট, কি লোষ্ট্র, কি কাঞ্চন উভয়েই যাঁহার সমজ্ঞান এবং যে ব্যক্তি সমস্ত ভূতে সমাহিত হইয়া

ধ্যানং পরং শাশ্বতমব্যয়ঞ্চ
পরং হি মত্বা ন পুনঃ প্রজায়তে॥ ২৪
বেদাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বযজ্ঞক্রিয়াশ্চ
যজ্ঞাজ্জপ্যং জ্ঞানমার্গশ্চ জপ্যাৎ।
জ্ঞানাদ্ধ্যানং সঙ্গরাগব্যপেতং
তস্মিন্ প্রাপ্তে শাশ্বতস্যোপলব্ধিঃ॥ ২৫
সমাহিতো ব্রহ্মপরোঽপ্রমাদী
চিতৈস্তথৈকান্তরতির্যতেন্দ্রিয়ঃ।
সমাপ্নুয়াদ্‌যোগমিমং মহাত্মা
বিমুক্তিমাপ্নোতি ততঃ স্বযোগতঃ॥ ২৬

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে যোগিচর্য্যা
নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দত্তাত্রেয় উবাচ।

এবং যো বর্ত্ততে যোগী সম্যগ্‌যোগব্যবস্থিতঃ।
ন স ব্যাবর্ত্তিতুং শক্যো জন্মান্তরশতৈরপি॥১

সর্ব্বাধার শাশ্বত অব্যয় ব্রহ্মকেই সর্ব্বত্র বিরাজিত দর্শন করেন, তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না! নিখিল বেদ ও সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞক্রিয়াই শ্রেষ্ঠ। সেই যজ্ঞ অপেক্ষা জপ, জপ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা নিঃসঙ্গ রাগবিহীন ধ্যানই শ্রেষ্ঠ। এই ধ্যানযোগ প্রাপ্ত হইলে, শাশ্বত ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। যে মহাত্মা সমাহিত, ব্রহ্ম-পরায়ণ, প্রমাদশূন্য, পবিত্র, ঐকান্তিক অনু-রাগী ও নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া এই যোগ লাভ করেন, আত্মায় আত্মার সংযোগ হইয়া তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ২১—২৬।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, এই প্রকারে যে যোগি সম্যক্‌বিধানে যোগযুক্ত হইয়া থাকেন,

দৃষ্ট্বা চ পরমাত্মানং প্রত্যক্ষং বিশ্বরূপিণম্।
বিশ্বপাদশিরোগ্রীবং বিশ্বেশং বিশ্বভাবনম্॥ ২
তৎপ্রাপ্তয়ে মহৎ পুণ্যমোমিত্যেকাক্ষরং জপেৎ
তদেবাধ্যয়নং তস্য স্বরূপং শৃণ্বতঃ পরম্॥ ৩
অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্।
এতা এব ত্রয়ো মাত্রাঃ সাত্ত্ব-রাজস-তামসাঃ॥৪
নির্গুণা যোগিগম্যান্যা চার্দ্ধমাত্রোর্দ্ধসংস্থিতা।
গান্ধারীতি চ বিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসংশ্রয়া।
পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্যতে॥৫
যথা প্রযুক্ত ওঙ্কারঃ প্রতিনির্যাত মূর্দ্ধনি।
তথোঙ্কারময়ো যোগী ত্বক্ষরে ত্বক্ষরে ভবেৎ॥
প্রাণো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম বেধ্যমনুত্তমম্।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥

শত শত জন্মান্তরেও আর তাঁহাকে স্বপদ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। যিনি বিশ্বরূপী, যিনি বিশ্বের ঈশ্বর, যিনি বিশ্বভাবন, বিশ্বই যাঁহার পাদ, বিশ্বই যাঁহার গ্রীবা ও বিশ্বই যাঁহার মস্তক, যোগী সেই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য "ওঁ" এই পবিত্র একাক্ষর জপ করিবেন। উহাই তাঁহার অধ্যয়ন হইবে এবং ঐ ওঙ্কা-রের স্বরূপ শ্রবণ করিবেন। অকার, উ-কার ও মকার, এই তিনটী অক্ষরই ওঙ্কা-রের স্বরূপ এবং উহারাই মাত্রাত্রয় জানিবে। এই মাত্রাত্রয় যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অর্থাৎ অকার সাত্ত্বিক, উকার রাজসিক এবং মকার তামসিক। এত-দ্ব্যতিরেকে ওঙ্কারের আর একটী অর্দ্ধমাত্রা আছে; তাহা সাত্ত্বিকাদি ত্রিগুণের অতীত, ঊর্দ্ধে অবস্থিত ও যোগীদিগের গম্য। গান্ধার নামক স্বরের আশ্রয় নিবন্ধন উহা গান্ধারী নামে অভিহিত। এই মাত্রা পিপী-লিকাবৎ গতি ও স্পর্শবিশিষ্ট; ইহা শিরো-ভাগে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১—৫। ওঙ্কার প্রযুক্ত হইয়া যেরূপ শিরোদেশে প্রতিগমন করে, সেইরূপ যোগযুক্ত ব্যক্তি অক্ষরে অক্ষরে ওঙ্কারময় হন। প্রাণ ধনুঃস্বরূপ

ওমিত্যেতৎ ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ
বিষ্ণুর্ব্রহ্মা হরশ্চৈব ঋক্‌সামানি যজূংষি চ ॥ ৮
মাত্রাঃ সার্দ্ধাশ্চ তিস্রশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ।
তত্র যুক্তস্তু যো যোগী স তল্লয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯
অকারস্ত্বথ ভূর্লোক উকারশ্চোচ্যতে ভুবঃ।
সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বর্লোকঃ পরিকল্প্যতে ॥১০
ব্যক্তা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াব্যক্তসংজ্ঞিতা
মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্ ॥১১
অনেনৈব ক্রমেণৈতা বিজ্ঞেয়া যোগভূময়ঃ।
ওমিত্যুচ্চারণাৎ সর্ব্বং গৃহীতং সদসত্তবেৎ ॥১২
হ্রস্বা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়া দৈর্ঘ্যসংযুতা।
তৃতীয়া চ প্লুতার্দ্ধাখ্যা বচসঃ সা ন গোচরা ॥১৩
ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কারসংজ্ঞিতম্।
যস্তু বেদ নরঃ সম্যক্ তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ ॥
সংসারচক্রমুৎসৃজ্য ত্যক্তত্রিবিধবন্ধনঃ।
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণি লয়ং পরমে পরমাত্মনি ॥ ১৫
অক্ষীণকর্ম্মবন্ধশ্চ জ্ঞাত্বা মৃত্যুমরিষ্টতঃ।
উৎক্রান্তিকালে সংস্মৃত্বা পুনর্যোগিত্বমৃচ্ছতি ॥১৬
তস্মাদসিদ্ধযোগেন সিদ্ধযোগেন বা পুনঃ।
জ্ঞেয়ান্যরিষ্টানি সদা যেনোৎক্রান্তৌ ন সীদতি

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে যোগধর্ম্মে ওঙ্কার-
স্বরূপকথনং নাম দ্বিচত্বারিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দত্তাত্রেয় উবাচ।

অরিষ্টানি মহারাজ শৃণু বক্ষ্যামি তানি তে।
যেষামালোকান্মৃত্যুং নিজং জানাতি যোগবিৎ
দেবমার্গং ধ্রুবং শুক্রং সোমচ্ছায়ামরুন্ধতীম্।
যো ন পশ্যেন্ন জীবেৎ স নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্
অরশ্মি বিম্বং সূর্য্যস্য বহ্নিং চৈবাংশুমালিনম্।

এবং আত্মা বাণ ও ব্রহ্ম বধ্যস্বরূপ জানিবে। প্রমাদহীন হইয়া শরের ন্যায় ব্রহ্মকে সংবিদ্ধ করিতে পারিলেই তন্ময় হইতে পারা যায়। ওঙ্কারই বেদত্রয়, লোকত্রয়, অগ্নিত্রয় ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এবং ঋক্ সাম যজুঃস্বরূপ। পরমার্থতঃ ওঙ্কারের মাত্রা সার্দ্ধ তিন। এই ওঙ্কারে সংযুক্ত হইতে পারিলেই যোগী তাহাতে বিলীন হইয়া থাকেন; আকার ভূর্লোক, উকার ভুবর্লোক এবং সব্যঞ্জন মকার স্বর্লোক বলিয়া নিরূপিত হয়। ৬—১০। উহার প্রথম মাত্রা ব্যক্তা, দ্বিতীয় অব্যক্তা, তৃতীয় চিচ্ছক্তি এবং চতুর্থ মাত্রা পরমপদ বলিয়া অভিহিত। এই প্রকারে যথাক্রমে ইহাদিগকে যোগভূমি জানিবে। 'ওঁ' এই অক্ষর উচ্চারণ মাত্রেই সমস্ত সদসৎ গৃহীত হয়। প্রথম মাত্রা হ্রস্ব, দ্বিতীয় মাত্রা দীর্ঘ এবং তৃতীয় মাত্রা প্লুতস্বরূপ; কিন্তু অর্দ্ধমাত্রার স্বরূপ বর্ণন করা অসাধ্য। এই প্রকারে যে যোগী ওঙ্কার-সংজ্ঞক অক্ষর স্বরূপ পরব্রহ্মকে বিদিত হইয়া তাঁহাকে ধ্যান করেন, তিনি সংসারচক্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বন্ধনত্রয় বিসর্জ্জন করিয়া সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকেন। যদি তাঁহার কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তিনি অরিষ্ট দ্বারা মৃত্যু বিদিত হইয়া মরণান্তে জাতিস্মৃতি লাভপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যোগিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জন্যই সিদ্ধ-যোগী কি অসিদ্ধযোগী অরিষ্ট বিদিত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। অরিষ্ট পরিজ্ঞাত হইলে মৃত্যুকালে অবসাদ প্রাপ্ত হইতে হয় না। ১১—১৭।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, হে মহীপতে এক্ষণে তোমার নিকট অরিষ্ট সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগী ব্যক্তি এই সকল দর্শন করিয়া স্বীয় মৃত্যু পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দেবমার্গ, ধ্রুব, শুক্র, সোম, স্বীয় ছায়া ও অরুন্ধতী, এই সমস্ত দর্শন করিতে পায় না, সংবৎসর পরেই সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়! যে ব্যক্তি সূর্য্য-

দৃষ্ট্বৈকাদশমাসাত্তু নরো নোর্দ্ধন্তু জীবতি ॥ ৩
বান্তে মূত্রপুরীষে চ যঃ স্বর্ণং রজতং তথা।
প্রত্যক্ষং কুরুতে স্বপ্নে জীবেৎ স দশমাসিকম্
দৃষ্ট্বা প্রেত পিশাচাদীন্ গন্ধর্ব্বনগরাণি চ।
সুবর্ণবর্ণান্ বৃক্ষাংশ্চ নব মাসান্ স জীবতি ॥৫
স্থূলঃ কৃশঃ কৃশঃ স্থূলো যোঽকস্মাদেব জায়তে
প্রকৃতেশ্চ নিবর্ত্তেত তস্যায়ুশ্চাষ্টমাসিকম্ ॥ ৬
খণ্ডং যস্য পদং পার্ষ্ণ্যাং পাদস্যাগ্রে চ বা ভবেৎ
পাংশুকর্দ্দমযোর্মধ্যে সপ্ত মাসান্ স জীবতি ॥৭
গৃধ্রঃ কপোতঃ কাকোলো বায়সো বাপি মূর্দ্ধনি
ক্রব্যাদো বা খগো নীলঃ ষণ্মাসায়ুঃ-প্রদর্শকঃ
হন্যতে কাকপঙ্‌ক্তীভিঃ পাংশুবর্ষেণ বা নরঃ।
স্বাং ছায়ামন্যথা দৃষ্ট্বা চতুঃপঞ্চ স জীবতি ॥ ৯
অনভ্রে বিদ্যুতং দৃষ্ট্বা দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাম্।
রাত্রাবিন্দ্রধনুশ্চাপি জীবিতং দ্বিত্রিমাসিকম্ ॥১০
ঘৃতে তৈলে তথাদর্শে তোয়ে বা নাত্মনস্তনুম্
যঃ পশ্যেদশিরস্কাং বা মাসাদূর্দ্ধং ন জীবতি ॥ ১১
যস্য বস্তসমো গন্ধো গাত্রে শবসমোঽপি বা।
তস্যার্দ্ধমাসিকং জ্ঞেয়ং যোগিনো নৃপ জীবিতম্
যস্য বৈ স্নাতমাত্রস্য হৃৎপাদমবশুষ্যতে।
পিবতশ্চ জলং শোষো দশাহং সোঽপি জীবতি
সম্ভিন্নো মারুতো যস্য মর্ম্মস্থানানি কৃন্ততি।
হৃষ্যতে নাম্বুসংস্পর্শাৎ তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ ॥১৪
ঋক্ষ-বানরযানস্থো গায়ন্ যো দক্ষিণাং দিশম্
স্বপ্নে প্রয়াতি তস্যাপি ন মৃত্যুঃ কালমৃচ্ছতি ॥
রক্তকৃষ্ণাম্বরধরা গায়ন্তী হসতী চ যম্।

বিম্বকে রশ্মিবিহীন ও অগ্নিকে অংশুমালী দেখে, একাদশ মাসের অধিক তাহাকে জীবন ধারণ করিতে হয় না। স্বপ্নযোগে মূত্র, পুরীষ ও বমি এই সকলের মধ্যে স্বর্ণ বা রৌপ্য দর্শন করিলে, সে ব্যক্তি দশ মাস মাত্র প্রাণ ধারণ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। যে ব্যক্তি প্রেত ও পিশাচাদি, গন্ধর্ব্বনগর ও স্বর্ণবর্ণবৃক্ষ নয়নগোচর করে, তাহাকে নয়মাস মাত্র জীবিত থাকিতে হয়। ১—৫। যে ব্যক্তি সহসা স্থূল হইয়া কৃশ এবং পুনর্ব্বার কৃশ হইয়া অকস্মাৎ স্থূল হইয়া উঠে, তাহার পরমায়ু আটমাস পর্য্যন্ত অবশিষ্ট জানিবে; তৎপরেই প্রকৃতিবিভ্রষ্ট হইয়া যায়। পাংশু বা কর্দ্দমাভ্যন্তরে পদবিক্ষেপ করিলে যে ব্যক্তির পার্ষ্ণি কিংবা পদের অগ্রদেশের চিহ্ন খণ্ডিত দেখা যায়, সে সাতমাস মাত্র জীবন ধারণ করে। গৃধ্র, পারাবত, কাকোল, কাক কিংবা অন্য কোন নীলবর্ণ মাংসাশী পক্ষী উড়িয়া মস্তকে উপবেশন করিলে, ষণ্মাসান্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যে বায়সশ্রেণী ও পাংশুবর্ষণ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি স্বীয় শরীরে ছায়াকে বিপরীত দর্শন করে, চারি মাস বা পাঁচমাস মাত্র তাহাকে জীবিত থাকিতে হয়। বিনামেঘে দক্ষিণ-দিক্ বিদ্যুতালোকে আলোকিত দেখিলে এবং নিশাকালে ইন্দ্রধনু নেত্রগোচর হইলে মনুষ্য দুই মাস বা তিন মাস মাত্র জীবিত থাকে। ৬—১০। ঘৃত, তৈল, দর্পণ ও সলিল, এই সকলের মধ্যে নেত্রপাত করিলে স্বীয় মূর্ত্তি যাহার নেত্রগোচর না হয় এবং আপনার দেহকে মস্তক-শূন্য দর্শন করে, একমাসের অধিক কাল তাহাকে জীবন ধারণ করিতে হয় না। হে নৃপতে! যাহার গাত্র হইতে শবগন্ধ বিনির্গত হয়, সেই যোগী অর্দ্ধমাস মাত্র জীবিত থাকেন। স্নানমাত্র যাহার হৃদয় ও পদ বিশুষ্ক হইয়া যায় এবং জলপান করিবামাত্র পুনরায় তৎক্ষণাৎ তৃষ্ণাবশে যাহার কণ্ঠশোষ উপস্থিত হয়, সে দশদিন মাত্র জীবিত থাকে। সমীরণ ছিন্নভিন্ন হইয়া যে ব্যক্তির মর্ম্মপ্রদেশ বিভিন্ন করিয়া দেয় এবং জল স্পর্শ করিলে যাহার রোমাঞ্চ উপস্থিত হয় না, তাহার মৃত্যুকাল আসন্ন জানিবে যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে ঋক্ষ ও বানরযানে সমারূঢ় হইয়া সঙ্গীত করিতে করিতে দক্ষিণ-দিকে গমন করে, তাহার মৃত্যুকাল অতীব আসন্ন জানিও। ১১—১৫। স্বপ্নযোগে

দক্ষিণাশাং নয়েন্নারী স্বপ্নে সোঽপি ন জীবতি
নগ্নং ক্ষপণকং স্বপ্নে হসমানং মহাবলম্।
একং সংবীক্ষ্য বল্গন্তং বিদ্যান্মৃত্যুমুপস্থিতম্॥
আমস্তকতলাদ্‌যস্তু নিমগ্নং পঙ্কসাগরে।
স্বপ্নে পশ্যত্যথাত্মানং স সদ্যো ম্রিয়তে নরঃ॥
কেশাঙ্গারাংস্তথা ভস্ম ভুজঙ্গান্ নির্জ্জলাং নদীম্
দৃষ্ট্বা স্বপ্নে দশাহাৎ তু মৃত্যুরেকাদশে দিনে॥
করালৈর্বিকটৈঃ কৃষ্ণৈঃ পুরুষৈরুদ্যতায়ুধৈঃ।
পাষাণৈস্তাড়িতঃ স্বপ্নে সদ্যো মৃত্যুং লভেন্নরঃ॥
সূর্য্যোদয়ে যস্য শিবা ক্রোশন্তী যাতি সম্মুখম্
বিপরীতং পরীতং বা স সদ্যো মৃত্যুমৃচ্ছতি॥
যস্য বৈ ভুক্তমাত্রস্য হৃদয়ং বাধতে ক্ষুধা।
জায়তে দন্তঘর্ষশ্চ স গতায়ুর্ন সংশয়ঃ॥ ২২
দীপগন্ধং ন যো বেত্তি ত্রস্যত্যহ্নি তথা নিশি।
নাত্মানং পরনেত্রস্থং বীক্ষতে ন স জীবতি॥
শক্রায়ুধঞ্চার্দ্ধরাত্রে দিবা গ্রহগণং তথা।
দৃষ্ট্বা মন্যেত সংক্ষীণমাত্মজীবিতমাত্মবিৎ॥ ২৪
নাসিকা বক্রতামেতি কর্ণয়োর্নমনোন্নতী।
নেত্রঞ্চ বামং স্রবতি যস্য তস্যায়ুরুদ্‌গতম্॥ ২৫
আরক্ততামেতি মুখং জিহ্বা বা শ্যামতাং যদা।
তদা প্রাজ্ঞো বিজানীয়ান্মৃত্যুমাসন্নমাত্মনঃ॥
উষ্ট্র-রাসভযানেন যঃ স্বপ্নে দক্ষিণাং দিশম্।
প্রয়াতি তঞ্চ জানীয়াৎ সদ্যোমৃত্যুং ন সংশয়ঃ
পিধায় কর্ণৌ নির্ঘোষং ন শৃণোত্যাত্মসম্ভবম্।
নশ্যতে চক্ষুষোর্জ্যোতির্যস্য সোঽপি ন জীবতি
পততো যস্য বৈ গর্ত্তে স্বপ্নে দ্বারং পিধীয়তে।
ন চোত্তিষ্ঠতি যঃ শ্বভ্রাৎ তদন্তং তস্য জীবিতম্

রক্তকৃষ্ণবস্ত্রধারিণী কামিনী সহাস্য বদনে গান করিতে করিতে যাহাকে দক্ষিণদিকে লইয়া গমন করে, তাহাকে অবিলম্বেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হয়। স্বপ্নে মহাবল নগ্ন ক্ষপণককে একাকী হাসিতে হাসিতে গমন করিতে দেখিলে জানিবে, তাহার মৃত্যু-কাল আসন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি স্বপ্ন-যোগে স্বীয় দেহকে আমস্তক কর্দ্দমসাগরে মগ্ন দর্শন করে, সদ্যই তাহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। স্বপ্নযোগে কেশ, অঙ্গার, ভস্ম, সর্প ও শুষ্ক নদী নেত্রপথে নিপ-তিত হইলে দশাহের পর একাদশ দিনে মৃত্যু সংঘটিত হয়। স্বপ্নে করাল ও বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষেরা সশস্ত্রে আসিয়া পাষাণ দ্বারা যাহাকে আঘাত করে, সদ্যই তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ১৬—২০। সূর্য্যোদয় কালে যে ব্যক্তির সম্মুখভাগ, পশ্চাদ্দেশ কিংবা চারিদিক্ দিয়া শিবা গমন করে, সদ্য সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আহার করিয়া উঠিবামাত্র যে ব্যক্তির হৃদয় তৎক্ষণাৎ পুনরায় ক্ষুধাবশে ব্যাকুল হয় এবং দন্তঘর্ষ সমুপস্থিত হয়, তাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাহার নাসাতে দীপ-গন্ধ অনুভূত হয় না, যে দিনে ও নিশাকালে ভয় প্রাপ্ত হয় এবং অন্যের নেত্রে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে পায় না, তাহার জীবন শেষ হইয়াছে। যদি অর্দ্ধরাত্রকালে ইন্দ্রধনু এবং দিনে গ্রহগণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আত্মবিৎ ব্যক্তি তাহার পরমায়ুর ক্ষয় হইয়াছে, জানিবেন। যাহার নাসিকা বক্র হইয়া পড়ে, শ্রবণযুগল নতোন্নত হয় এবং বামচক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতে থাকে, তাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে জানিবে। ২১—২৫। মুখ লোহিতবর্ণ ও রসনা শ্যামবর্ণ হইলেই প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুকাল আসন্ন বলিয়া জানিবেন। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে উষ্ট্র ও গর্দ্দভযানে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করে, সদ্যই তাহার মৃত্যু সংঘটিত হয়, সন্দেহ নাই। কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিলে স্বীয় শব্দ যাহার শ্রুতি-গোচর হয় না এবং যাহার চক্ষুর জ্যোতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, সে ব্যক্তি অবিলম্বেই জীবন ত্যাগ করে। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে গর্ত্তমধ্যে নিপাতিত হইয়া বহির্গত হইবার দ্বার প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং উঠিতে অশক্ত হয়, তাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে বুঝিবে।

ঊর্দ্ধা চ দৃষ্টির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা
রক্তা পুনঃ সম্পরিবর্ত্তমানা।
মুখস্য চোষ্মা শুষিরঞ্চ নাভেঃ
শংসন্তি পুংসামপরং শরীরম্॥ ৩০
স্বপ্নেঽগ্নিং প্রবিশেদ্যস্তু ন চ নিষ্ক্রমতে পুনঃ।
জলপ্রবেশাদপি বা তদন্তং তস্য জীবিতম্॥ ৩
যশ্চাভিহন্যতে দুষ্টৈর্ভূতৈ রাত্রাবথো দিবা।
স মৃত্যুং সপ্তরাত্রন্তু নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥
স্ববস্ত্রমমলং শুক্লং রক্তং পশ্যত্যথাসিতম্।
যঃ পুমান্ মৃত্যুমাসন্নং তস্যাপি হি বিনির্দ্দিশেৎ
স্বভাববৈপরীত্যন্তু প্রকৃতেশ্চ বিপর্য্যয়ঃ।
কথয়ন্তি মনুষ্যাণাং সদাসন্নৌ যমান্তকৌ॥ ৩৪
যেষাং বিনীতঃ সততং যেঽস্য পূজ্যতমা মতা।
তানেব চাবজানাতি তানেব চ বিনিন্দতি॥ ৩৫

যে ব্যক্তির দৃষ্টি ঊর্দ্ধভাগে সমুত্থিত, লোহিতবর্ণ, মুহুর্মুহুঃ ঘূর্ণায়মান ও চঞ্চল এবং যাহার মুখ উষ্মায় পরিপূর্ণ ও নাভি-বিবর বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহাকে সে দেহ ত্যাগ করিয়া অন্যদেহ পরিগ্রহ করিতে হয়। ২৬—৩০। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে বহ্নিমধ্যে বা সলিলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার বহির্গত হইতে পারে না, তাহার জীবনের শেষ হইয়াছে জানিবে। যে ব্যক্তি দিবাভাগে বা নিশাকালে দুষ্ট ভূতগণকর্ত্তৃক অভিঘাত প্রাপ্ত হয়, সপ্ত রাত্রি মধ্যে তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি স্বীয় শুক্ল-বর্ণ পরিষ্কৃত বস্ত্রকে লোহিতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করে, তাহার মৃত্যুকাল আসন্ন হই-য়াছে জানিবে। স্বভাবের বৈপরীত্য ও প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটিলে যম ও অন্তক সেই সকল মনুষ্যের আসন্ন হইয়া থাকেন। বিচক্ষণগণ নিশ্চয় জানিবেন যে, কাল প্রাপ্ত হইলেই লোকে পূজ্যতম ব্যক্তিগণের ও যাহাদিগের নিকট নিরন্তর বিনীতভাবে থাকা কর্ত্তব্য, তাহাদিগের অবমাননা ও নিন্দা করিয়া থাকে; দেবগণের অর্চ্চনায়

দেবান্ নার্চ্চয়তে বৃদ্ধান্ গুরূন্ বিপ্রাংশ্চ নিন্দতি
মাতাপিত্রোর্ন সৎকারং জামাতৃণাং করোতি চ
যোগিনাং জ্ঞানবিদুষামন্যেষাঞ্চ মহাত্মনাম্।
প্রাপ্তে তু কালে পুরুষস্তদ্বিজ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ॥
যোগিনাং সততং যত্নাদরিষ্টান্যবনীপতে।
সংবৎসরান্তে তজ্জ্ঞেয়ং ফলদানি দিবানিশম্
বিলোক্য বিশদা চৈষাং ফলপঙ্ক্তিঃ সুভীষণা।
বিজ্ঞায় কার্য্যো মনসি স চ কালো নরেশ্বর॥ ৩৯
জ্ঞাত্বা কালঞ্চ তং সম্যগভয়স্থানমাশ্রিতঃ।
যুঞ্জীত যোগী কালোঽসৌ যথা নাস্যাফলো ভবেৎ
দৃষ্ট্বারিষ্টং তথা যোগী ত্যক্ত্বা মরণজং ভয়ম্।
তৎস্বভাবং তদালোক্য কালে যাবত্যুপাগতম্
তস্য ভাগে তথৈবাহ্নো যোগং যুঞ্জীত যোগবিৎ
পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নে চ মধ্যাহ্নে চাপি তদ্দিনে॥ ৪২
যত্র বা রজনীভাগে তদরিষ্টং নিরীক্ষিতম্।

বিমুখ হয়; বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করে; জনক-জননীর সৎকার ও জামাতৃবর্গের আদর করিতে বিমুখ হয় এবং যোগী, জ্ঞানী ও অন্যান্য মহাত্মা সকলেরই অসৎকারে সমুদ্যত হইয়া থাকে। ৩১—৩৭। হে মহারাজ! যোগিগণ সযত্নে নিরন্তর জানিয়া রাখিবেন যে, এই সমস্ত অরিষ্ট সংবৎসরান্তে দিবারাত্র ফল প্রদান করে। তাঁহারা ঐ সকল ভীষণতম ফলের প্রতি সম্যক্‌রূপে দৃষ্টি রাখিবেন; এই সকল ফল সহজেই বোধগম্য হয়। হে নরেশ্বর! এই সকল ফল সম্যগ্‌বিধানে পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাদিগের আগমনের কাল নিরন্তর মনে রাখা কর্ত্তব্য। এই প্রকারে যোগী উপস্থিতিকাল পরিজ্ঞাত হইয়া সম্পূর্ণরূপ নির্ভয় স্থান আশ্রয়পূর্ব্বক যোগে অভিনিবিষ্ট হইবেন। অরিষ্ট দৃষ্ট হইবামাত্র যোগী মৃত্যুজন্য ভয় পরিহারপূর্ব্বক সেই অরিষ্টের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া যৎকালে তাহা সমাগত হইবে, দিবসের সেই ভাগেই যোগে নিবিষ্ট হইবেন। সেই দিবসের পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে অথবা রাত্রিকালে

তত্রৈব তাবদ্‌যুঞ্জীত যাবৎ প্রাপ্তং হি তদ্দিনম্
ভতস্ত্যক্তা ভয়ং সর্ব্বং জিত্বা তং কালমাত্মবান্
তত্রৈবাবসথে স্থিত্বা যত্র বা স্থৈর্য্যমাত্মনঃ ॥ ৪৪
যুঞ্জীত যোগং নির্জ্জিত্য ত্রীন্ গুণান্ পরমাত্মনি
তন্ময়শ্চাত্মনা ভূত্বা চিদ্‌বৃত্তিমপি সন্ত্যজেৎ ॥৪৫
ততঃ পরমনির্ব্বাণমতীন্দ্রিয়মগোচরম্।
যদ্‌বুদ্ধের্ষন্ন চাখ্যাতুং শক্যতে তৎ সমশ্নুতে ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং তবালর্ক যথার্থবৎ।
প্রাপ্স্যসে যেন তদ্‌ব্রহ্ম সঙ্ক্ষেপাৎ তন্নিবোধ মে
শশাঙ্করশ্মিসংযোগাচ্চন্দ্রকান্তমণিঃ পয়ঃ।
সমুৎসৃজতি নাযুক্তঃ সোপমা যোগিনঃ স্মৃতা ॥
যথার্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তো হুতাশনম্।
আবিষ্করোতি ‘নৈকঃ সন্ উপমা সাপি যোগিনঃ ॥
পিপীলিকাখু-নকুল-গৃহগোধা-কপিঞ্জলাঃ।
বসন্তি স্বামিবদ্‌গেহে ধ্বস্তে যান্তি ততোঽন্যতঃ
দুঃখন্তু স্বামিনো ধ্বংসে তস্য তেষাং ন কিঞ্চন।
বেশ্মনো যত্র রাজেন্দ্র সোঽপমা যোগসিদ্ধয়ে ॥
মৃদ্দেহিকাল্পদেহাপি মুখাগ্রেণাপ্যণীয়সা।
করোতি মৃদ্ভারচয়মুপদেশঃ স যোগিনঃ ॥ ৫২
পশু-পক্ষি-মনুষ্যাদ্যৈঃ পত্র-পুষ্প ফলান্বিতম্।
বৃক্ষং বিলুপ্যমানন্তু দৃষ্ট্বা সিধ্যন্তি যোগিনঃ ॥

কিংবা যৎকালে অরিষ্ট দৃষ্ট হইয়াছে, সেই কালেই যোগে নিবিষ্ট হইতে হয়। যাবৎ সেই দিন সমাগত না হয়, তাবৎ ঐ প্রকারে যোগক্রিয়ার আচরণ করিবেন। ৩৮—৪৩। তিনি আত্মবান্ হইয়া সমস্ত ভয় বিসর্জ্জন ও গুণত্রয় পরাজয় করিয়া সেই গৃহে কিংবা অন্য যে স্থানে মনের স্থিরতা হয়, তাদৃশ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক গুণত্রয়-সহকারে যোগযুক্ত ও পরমাত্মাতে ঐকান্তিক-চিত্তে অভিনিবিষ্ট হইবেন এবং আত্মাকে তন্ময় করিয়া পরিশেষে চিদ্‌বৃত্তিকেও সর্ব্বথা বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এই প্রকার করিলেই তিনি ইন্দ্রিয়াতীত, বুদ্ধির অগোচর ও বাক্যের অতীত পরম নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন। হে অলর্ক! আমি যথার্থরূপে তোমার নিকট এই সকল বর্ণন করিলাম। এক্ষণে যে উপায়ে ব্রহ্ম-পদার্থ লাভ করিতে পার, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর। শশাঙ্ক-রশ্মির সংযোগ হইলেই চন্দ্রকান্তমণি হইতে জল নিঃসৃত হইয়া থাকে, চন্দ্ররশ্মির সহিত সংযোগ না হইলে কদাচ জলনিঃসরণ হয় না; ইহাই যোগীর যোগসিদ্ধির উপায়। অর্থাৎ যোগে মনকে অভিনিবিষ্ট না করিলে কখন যোগীর হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয় না, যোগে মনকে নিযুক্ত করিলেই সেই আনন্দ হইয়া থাকে। ৪৪—৪৮। সূর্য্যের কিরণসংযোগ হইলেই সূর্য্যকান্তমণি হইতে অগ্নি নিঃসারিত হইয়া থাকে; সূর্য্য-রশ্মির অসংযোগে হইতে পারে না; ইহাও যোগীর যোগসিদ্ধির আর একটী উপমা; অর্থাৎ যোগে যুক্তচিত্ত না হইলে কখনই যোগী ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইতে পারেন না। পিপীলিকা, মূষিক, নকুল, গৃহগোধা (টিক টিকী) ও কপিঞ্জল, যে গৃহে গৃহস্বামী বিদ্যমান আছে ইহারা সেই স্থানেই সর্ব্বদা অবস্থিতি করে; গৃহস্বামী গতাসু হইলে অন্য স্থানে গিয়া থাকে। গৃহস্বামীর ধ্বংসে তাহারা কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখ বোধ করে না। হে রাজেন্দ্র! ইহাও যোগীর যোগ-সিদ্ধির তৃতীয় উপমা অর্থাৎ স্বভাবতই শরীরের পর শরীরের আবির্ভাব-তিরোভাব হয়, সুতরাং তজ্জন্য দুঃখ বা মমতার বশীভূত হওয়া অনুচিত, যোগী ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া দুঃখাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগসাধনে অভি-নিবিষ্ট হইবেন। মৃদ্দেহিকা (উইকীট) ক্ষুদ্রকায় হইয়াও অতীব সূক্ষ্ম মুখ দ্বারা স্তূপী-কৃত মৃত্তিকা সঞ্চয় করে; ইহাও যোগীদিগের পক্ষে একটী উপদেশ। অর্থাৎ যদিও ব্রহ্ম-সাধন দুরূহ কার্য্য, তথাপি যোগরূপ সামান্য উপায়-বলেই তাঁহাকে বশীভূত করা যায়। ৪৯—৫২। পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতিরা ফল-পুষ্প-পত্রান্বিত বৃক্ষের বিনাশ করিয়া

রুরুশাববিষাণাগ্রমালক্ষ্য তিলকাকৃতিম্।
সহ তেন বিবর্দ্ধন্তং যোগী সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫৪
দ্রবপূর্ণমুপাদায় পাত্রমারোহতো ভুবঃ।
তুঙ্গমঙ্গং বিলোক্যোচ্চৈর্বিজ্ঞাতং কিং ন যোগিনঃ
সর্ব্বস্বে জীবনায়ালং নিখাতে পুরুষস্য যা।
চেষ্টা তাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা যোগিনঃ কৃতকৃত্যতা
তদ্গৃহং যত্র বসতিস্তদ্ভোজ্যং যেন জীবতি।
যেন সম্পদ্যতে চার্থস্তৎ সুখং মমতাত্র কা॥৫৭
অভ্যর্থিতোঽপি তৈঃ কার্য্যং করোতি করণৈর্যথা
তথা বুদ্ধ্যাদিভির্যোগী পারক্যৈঃ সাধয়েৎ পরম্

দেয়। যোগীরা ইহা দর্শন করিয়াও সিদ্ধিলাভ করেন; অর্থাৎ সমৃদ্ধি হইলেই ধ্বংস আছে, সময়ে কালের হস্তে অবশ্য বিনষ্ট হইতে হইবে। এইরূপ জানিয়াই যোগিগণ যোগসাধনে নিবিষ্ট হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। রুরুশাবকের (মৃগবিশেষ) শৃঙ্গের অগ্রদেশ তিলকাকার হইলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়াও যোগী সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যোগচর্য্যা যত কেন গুরুতর হউক না, ধীরে ধীরে অভ্যাস করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। আরও দেখ, যখন লোকে দ্রব্যপরিপূর্ণ পাত্র করে লইয়া ভূতল হইতে উচ্চ স্থানে আরোহণ করে, তৎকালে তাহার অঙ্গের প্রতি সম্যক্‌রূপে নেত্রপাত করিলে যোগীর কোন্ বিষয় অপরিজ্ঞাত থাকে? লোকে জীবনের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব নিখাত করিতে যে চেষ্টা করে, তাহা সম্যক্‌প্রকারে পরিজ্ঞাত হইলে যোগী কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়া থাকেন। যে স্থানে অবস্থিতি করা যায়, সেই স্থানেই গৃহ; যাহা দ্বারা প্রাণধারণ হয়, তাহাই ভোজ্য এবং যাহা দ্বারা অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহাই সুখ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; অতএব এ বিষয়ে মমতা করিবার আবশ্যক কি? যেমন কারণ দ্বারা অভ্যর্থিত কার্য্য সাধিত হয়, সেইরূপ যোগী পারক্যবুদ্ধ্যাদি দ্বারাই ব্রহ্মসাধনা করিবেন।

জড় উবাচ।
ততঃ প্রণম্যাত্রিপুত্রমলর্কঃ স মহীপতিঃ।
প্রশ্রয়াবনতো বাক্যমুবাচাতিমুদান্বিতঃ॥ ৫৯
অলর্ক উবাচ।
দিষ্ট্যা দৈবৈরিদং ব্রহ্মন্ পরাভিভবসম্ভবম্।
উপপাদিতমত্যুগ্রং প্রাণসন্দেহদং ভয়ম্॥ ৬০
দিষ্ট্যা কাশিপতের্ভূরি-বলসম্পৎপরাক্রমঃ।
যদুচ্ছেদাদিহায়াতঃ স যুষ্মৎসঙ্গদো মম॥ ৬১
দিষ্ট্যা মন্দবলশ্চাহং দিষ্ট্যা ভৃত্যাশ্চ মে হতাঃ।
দিষ্ট্যা কোষঃ ক্ষয়ং যাতো দিষ্ট্যাহং
ভীতিমাগতঃ॥ ৬২
দিষ্ট্যা ত্বৎপাদযুগলং মম স্মৃতিপথং গতম্।
দিষ্ট্যা ত্বদুক্তয়ঃ সর্ব্বা মম চেতসি সংস্থিতাঃ॥৬৩
দিষ্ট্যা জ্ঞানং মমোৎপন্নং ভবতশ্চ সমাগমাৎ।
ভবতা চৈব কারুণ্যং দিষ্ট্যা ব্রহ্মন্ কৃতং মম॥
অনর্থোঽপ্যর্থতাং যাতি পুরুষস্য শুভোদয়ে।

৫৩—৫৮। জড় কহিলেন, অনন্তর নরপতি অলর্ক বিনয়াবনত হইয়া অত্রিনন্দন দত্তাত্রেয়কে প্রণামপূর্ব্বক সানন্দে বলিতে লাগিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সৌভাগ্যবশেই আমার শত্রুকৃত অভিভব জন্য এতাদৃশ-জীবন-সংশয়কর অত্যুগ্র ভীতিসঞ্চার হইয়াছিল। যাঁহার কৃত উচ্ছেদ নিবন্ধন আমি এইস্থানে সমাগত হইয়া আপনার সঙ্গলাভ করিয়াছি, সৌভাগ্যবশেই সেই কাশিরাজ মহাবল-পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধিবান্ হইয়াছিলেন। আমি সৌভাগ্যবশেই ক্ষীণবল হইয়াছি, সৌভাগ্যবশেই আমার ভৃত্যগণ নিহত হইয়াছে এবং সৌভাগ্যবশেই আমার কোষক্ষয় ও ভীতিসঞ্চার হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশেই আপনার চরণযুগল আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়াছিল, সৌভাগ্যবশেই আপনার বাক্য সকল আমার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সৌভাগ্যবশেই আপনার সমাগম লাভ হওয়াতে আমার জ্ঞানের উদয় হইল। হে ব্রহ্মন্! সৌভাগ্যবশেই আপনি আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিলেন। পুরুষের শুভো-

যথেদমুপকারায় ব্যসনং সঙ্গমাৎ তব॥ ৬৫
সুবাহুরুপকারী মে স চ কাশিপতিঃ প্রভো।
দ্বয়োঃ কৃতেঽহং সম্প্রাপ্তো যোগীশ ভবতোঽন্তিকম্॥ ৬৬
সোঽহং তব প্রসাদাগ্নি-নির্দ্দগ্ধজ্ঞানকিল্বিষঃ।
তথা যতিষ্যে যেনেদৃঙ্ন ভূয়াং দুঃখভাজনম্॥
পরিত্যজিষ্যে গার্হস্থ্যমার্ত্তিপাদপকাননম্।
ত্বত্তোঽনুজ্ঞাং সমাসাদ্য জ্ঞানদাতুর্মহাত্মনঃ॥
দত্তাত্রেয় উবাচ।
গচ্ছ রাজেন্দ্র ভদ্রং তে যথা তে কথিতং ময়া
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারস্তথা চর বিমুক্তয়ে॥ ৬৯
জড় উবাচ।
এবমুক্তঃ প্রণম্যৈনমাজগাম ত্বরান্বিতঃ।
যত্র কাশিপতির্ভ্রাতা সুবাহুশ্চাস্য সোঽগ্রজঃ॥

সমুপেত্য মহাবাহুং সোঽলর্কঃ কাশিভূপতিম্।
সুবাহোরগ্রতো বীরমুবাচ প্রহসন্নিব॥ ৭১
রাজ্যকামুক কাশীশ ভুঙ্ক্ষ্ব তাং রাজ্যমূর্জ্জিতম্
যথা বা রোচতে তদ্বৎ সুবাহোঃ সম্প্রযচ্ছ বা॥
কাশিরাজ উবাচ।
কিমলর্ক পরিত্যক্তং রাজ্যং তে সংযুগং বিনা।
ক্ষত্রিয়স্য ন ধর্ম্মোঽয়ং ভবাংশ্চ ক্ষত্রধর্ম্মবিৎ॥
নির্জ্জিতামাত্যবর্গস্তু ত্যক্ত্বা মরণজং ভয়ম্।
সন্দধীত শরং রাজা লক্ষ্যমুদ্দিশ্য বৈরিণম্॥
তং জিত্বা নৃপতির্ভোগান্ যথাভিলষিতান্ বরান্
ভুঞ্জীত পরমং সিদ্ধ্যৈ যজেত চ মহামখৈঃ॥৭৫
অলর্ক উবাচ।
এবমীদৃশকং বীর মমাপ্যাসীন্মনঃ পুরা।
সাম্প্রতং বিপরীতার্থং শৃণু চাপ্যত্র কারণম্॥
যথায়ং ভৌতিকঃ সঙ্ঘস্তথান্তঃকরণং নৃণাম্।
গুণাস্তু সকলাস্তদ্বদশেষেষেব জন্তুষু॥ ৭৭

হয় হইলে অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হয়। এই ভীষণ বিপদ্‌ও আপনার সহিত মিলিত করিয়া আমার উপকার সাধন করিল। ৫৯—৬৫। হে প্রভো! হে যোগীশ্বর! যাঁহাদিগের জন্য আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, সেই সুবাহু ও কাশীরাজ, উভয়েই আমার পরম উপকারী, সন্দেহ নাই। আপনার প্রসাদরূপ অগ্নিদ্বারা আমার অজ্ঞান-পাপ দগ্ধীভূত হইয়া গিয়াছে। যাহাতে আর পুনর্ব্বার এতাদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইতে না হয়, অধুনা আমি তাহার অনুষ্ঠানেই যত্নবান হইব। হে ব্রহ্মন! আপনি জ্ঞানদাতা ও মহাত্মা; আপনার অনুমতি হইলেই আমি গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করি। ঐ আশ্রম দুঃখরূপ বৃক্ষের কাননস্বরূপ। দত্তাত্রেয় কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তুমি গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি নির্ম্মম ও অহঙ্কার-শূন্য হইয়া মুক্তি লাভার্থ তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। ৬৬—৬৯। জড় কহিলেন, দত্তাত্রেয় এইরূপ বলিলে অলর্ক তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক ত্বরিতপদে অগ্রজ সুবাহু ও কাশিপতির নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তিনি মহাবাহু কাশিনাথের নিকট সুবাহুর পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হে কাশিপতে! তুমি রাজ্য লাভের কামনা করিয়াছ? অতএব এই সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য ভোগ কর অথবা সুবাহুকে প্রদান কর; কিংবা তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার। কাশিরাজ কহিলেন, হে অলর্ক! তুমি বিনা যুদ্ধে রাজ্য পরিত্যাগ করিতেছ কেন? ইহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে; তুমিও ক্ষত্রধর্ম্মবিশারদ। নরপতি অমাত্যবর্গকে জয় করিয়া মরণভয় বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শত্রুকে লক্ষ্য-নির্দ্দেশ করত শর সন্ধান করিবেন। তিনি শত্রুকে পরাজয় করিয়া সিদ্ধির জন্য অভীপ্সিত অত্যুত্তম ভোগসমূহ উপভোগ করত বিবিধ যজ্ঞশ্রেষ্ঠের অনুষ্ঠান করিবেন। ৭০—৭৫। অলর্ক কহিলেন, হে বীর! পূর্ব্বে আমারও এই প্রকার বাসনা ছিল এবং আমার মনও ঐ প্রকার ধারণা করিত। অধুনা তাহার বিপরীত ভাবের সঞ্চার হইয়াছে; ইহার কারণ শ্রবণ কর। মনুষ্যমাত্রেরই সঙ্ঘ যেরূপ

চিচ্ছক্তিরেক এবায়ং যদা নান্যোঽস্তি কশ্চন।
তদা কা নৃপতে জ্ঞানান্মিত্রারি-প্রভু-ভৃত্যতা ॥
তন্ময়া দুঃখমাসাদ্য ত্বদ্ভয়োদ্ভবমুত্তমম্।
দত্তাত্রেয়প্রসাদেন জ্ঞানং প্রাপ্তং নরেশ্বর ॥৭৯
নির্জ্জিতেন্দ্রিয়বর্গস্তু ত্যক্ত্বা সঙ্গমশেষতঃ।
মনো ব্রহ্মণি সন্ধায় তজ্জয়ে পরমো জয়ঃ ॥ ৮০
সংসাধ্যমন্যৎ তৎসিদ্ধ্যৈ যতঃ কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
ইন্দ্রিয়াণি চ সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥৮১

সোঽহং ন তেঽরির্ন মমাসি শত্রুঃ
সুবাহুরেষো ন মমাপকারী।
দৃষ্টং ময়া সর্ব্বমিদং যথাব-
দন্বিষ্যতাং ভূপ রিপুস্ত্বয়ান্যঃ ॥ ৮২
ইত্থং স তেনাভিহিতো নরেন্দ্রো
হৃষ্টঃ সমুত্থায় ততঃ সুবাহুঃ।

দিষ্ট্যেতি তং ভ্রাতরমাভিনন্দ্য
কাশীশ্বরং বাক্যমিদং বভাষে ॥ ৮৩

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽরিষ্টকথনং নাম
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সুবাহুরুবাচ।
যদর্থং নৃপশার্দ্দূল ত্বামহং শরণং গতঃ।
তন্ময়া সকলং প্রাপ্তং যাস্যামি ত্বং সুখী ভব ॥১

কাশিরাজ উবাচ।
কিং নিমিত্তং ভবান্ প্রাপ্তো নিষ্পন্নোঽর্থশ্চ
কস্তব।
সুবাহো তন্মমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি মে ॥২
সমাক্রান্তমলর্কেণ পিতৃপৈতামহং মহৎ।
রাজ্যং দেহীতি নির্জ্জিত্য ত্বয়াহমভিচোদিতঃ ॥৩

ভৌতিক, তাহাদিগের অন্তঃকরণ এবং গুণ-রাশিও সেইরূপ ভূতের সমষ্টি মাত্র। হে নৃপতে! কেবলমাত্র চিচ্ছক্তিরূপী ব্রহ্মই সত্য; এতদ্ব্যতিরেকে আর কিছুই যখন সত্য নহে; এরূপ জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তখন শত্রু-মিত্র ও প্রভু ভৃত্য কল্পনা কি প্রকারে হইবে? হে রাজন্! আমি তোমার ভয়ে যারপর নাই দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে জ্ঞান লাভ করিয়াছি। অধুনা জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিঃশেষরূপে সমুদয় সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনকে পরম ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট করিব। ব্রহ্মজয় করিতে পারিলেই সমস্ত জয় হইল। একমাত্র যিনি ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান নাই, তাঁহার সাধনার্থ অন্য সাধনা করা উচিত। জিতেন্দ্রিয় হইলেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। হে রাজন্! আমি তোমার অরি বা তুমিও আমার শত্রু নহ, এই সুবাহুও আমার কোন অপকার করেন নাই, আমি ইহা বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছি। অতএব তুমি সম্প্রতি অন্য শত্রু অনুসন্ধান কর। অলর্ক এইরূপ কহিলে রাজা সুবাহু সহর্ষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক "পরম সৌভাগ্য" বলিয়া ভ্রাতাকে অভিনন্দন করত কাশীশ্বরকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৭৬—৮৩।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সুবাহু কহিলেন,—হে নৃপশার্দ্দূল! আমি যে জন্য আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, আমি তাহা সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছি, অধুনা প্রস্থান করিব, আপনি সুখী হউন। কাশি-পতি কহিলেন,—হে সুবাহো! আপনি কি জন্য আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আপনার কোন্ কার্য্যই বা সম্পাদিত হইল, তাহা বলুন উহা অবগত হইতে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে। অলর্ক আপনার পিতৃ-পৈতামাহিক সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন, আপনি শত্রুজয়পূর্ব্বক সেই রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য আমাকে উত্তেজিত করেন,

ততো ময়া সমাক্রম্য রাজ্যমস্যানুজস্য তে।
এতৎ তে বশমানীতং তদ্ভুঙ্ক্ষ স্বকুলোচিতম্॥

সুবাহুরুবাচ।

কাশিরাজ নিবোধ ত্বং যদর্থময়মুদ্যমঃ।
কৃতো ময়া ভবাংশ্চৈব কারিতোঽত্যন্তমুদ্যমম্
ভ্রাতা মমায়ং গ্রাম্যেষু শক্তো ভোগেষু তত্ত্ববিৎ
বিমূঢ়ৌ বোধবন্তৌ চ ভ্রাতরাবগ্রজৌ মম॥ ৬.
তয়োর্মম চ জন্মাত্রা বাল্যে স্তন্যং যথা মুখে।
তথাববোধো বিন্যস্তঃ কর্ণয়োরবনীপতে॥ ৭
তয়োর্মম চ বিজ্ঞেয়াঃ পদার্থা যে মতা নৃভিঃ।
প্রকাশং মনসো নীতাস্তে মাত্রা নাস্য পার্থিব॥
যথৈকসার্থযাতানামেকস্মিন্নবসীদতি।
দুঃখং ভবতি সাধূনাং তথাস্মাকং মহীপতে॥ ৯

গার্হস্থ্যমোহমাপন্নে সীদত্যস্মিন্ নরেশ্বর।
সম্বন্ধিন্যস্য দেহস্য বিভ্রান্তি ভ্রাতৃকল্পনাম্॥ ১০
ততো ময়া বিনিশ্চিত্য দুঃখাদ্বৈরাগ্যভাবনা।
ভবিষ্যতীত্যস্য ভবানিত্যুদ্যোগায় সংশ্রিতঃ
তদস্য দুঃখাদ্বৈরাগ্যং সম্বোধাদবনীপতে।
সমুদ্ভূতং কৃতং কার্য্যং ভদ্রং তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্
উষ্ট্বা মদালসাগর্ভে পীত্বা তস্যাস্তথা স্তনম্।
নান্যনারীসুতৈর্যাতং বর্ত্ম যাস্যতি পার্থিব॥১২
বিচার্য্য তন্ময়া সর্ব্বং যুষ্মৎসংশ্রয়পূর্ব্বকম্।
কৃতং তচ্চাপি নিষ্পন্নং প্রযাস্যে সিদ্ধয়ে পুনঃ *
উপেক্ষ্যতে সীদমানঃ স্বজনো বান্ধবঃ সুহৃৎ।
যৈর্নরেন্দ্র ন তান্ মন্যে সেন্দ্রিয়া বিকলা হি তে

সেই হেতুই আমি আপনার ভ্রাতার রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক স্ববশে আনয়ন করিয়াছি। আপনি এক্ষণে স্ববংশোচিত রাজ্যভোগ করুন। ১—৪। সুবাহু কহিলেন, হে কাশি-পতে! আমি যে কারণে এইরূপ উদ্যম করিয়াছিলাম এবং আপনাকে ইহাতে প্রব-র্ত্তিত করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। আমার এই অনুজ তত্ত্বজ্ঞানী হইলেও গ্রাম্য-ভোগে সমাসক্ত ছিলেন। মদীয় অগ্রজদ্বয় বিমূঢ় হইলেও তত্ত্ববিৎ হইয়াছেন। মদীয় জননী শৈশবে অগ্রজদ্বয়ের ও আমার মুখে যেমন স্তন্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদিগের কর্ণে তত্ত্ব-জ্ঞানেরও উপদেশ দিয়াছিলেন। যে যে বিষয় মানবমাত্রেরই পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত, হে রাজন্। মাতা আমাদিগের ভ্রাতৃত্রয়ের হৃদয়েই সেই সকল প্রতিভাত করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু অলর্কের তাহা হয় নাই। হে মহীপতে! যেরূপ এক সার্থগত লোকের মধ্যে এক ব্যক্তি অবসাদ-প্রস্ত হইলে সকল সাধুই দুঃখিত হন, আমা-দিগেরও সেইরূপ ঘটিয়াছে! কারণ, অল-র্কের সহিত আমাদিগেরও সম্বন্ধ রহিয়াছে; ইহাকে এই দেহে আমরা ভ্রাতৃকল্পনা করিয়া থাকি। ইনি গার্হস্থ্য মোহে অভিভূত হইয়া অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্যই দুঃখ হইলেই বৈরাগ্যোদয় হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া উদ্যোগার্থ আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহাতেই ইঁহার দুঃখ সঞ্চার হয় এবং সেই দুঃখ হইতেই তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হওয়াতে বৈরাগ্য সঞ্চার হইয়াছে; সুতরাং আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি, এক্ষণে আমি প্রস্থান করি; আপনার কল্যাণ হউক। ৫—১২। হে পার্থিব! এই অলর্ক মদালসার উদরে অবস্থিতি ও তদীয় স্তন্যপান করিয়াছেন, অতএব অন্য কামিনীর গর্ভজাত তনয়েরা যে পথে গমন করিতে সমর্থ হয় না, ইনি সেই পথে গমন করুন। আমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আমার কার্য্যও নিষ্পন্ন হইয়াছে, অধুনা পুনর্ব্বার সিদ্ধিলাভার্থ গমন করিব। হে নরেন্দ্র! স্বজন, বান্ধব ও সুহৃজ্জন অবসন্ন হইলে যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, আমি তাহাদিগকে বিকলেন্দ্রিয় বলিয়া বিবে-

---

* অতঃ পরং—শ্রিতো ময়া ভবাংশ্চৈব কারিতঃ কার্য্যমুত্তমমিত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

সুহৃদি স্বজনে বন্ধৌ সমর্থে যোঽবসীদতি।
ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষেভ্যো বাচ্যাস্তেতত্র ন ত্বসৌ
এতৎ ত্বৎসঙ্গমাদ্ভূপ ময়া কার্য্যং মহৎ কৃতম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি জ্ঞানভাগ্‌ভব সত্তম॥

কাশিরাজ উবাচ।

উপকারস্ত্বয়া সাধোরলর্কস্য কৃতো মহান্।
মমোপকারায় কথং ন করোষি স্বমানসম্॥১৮
ফলদায়ী সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গমো নাফলো যতঃ।
তস্মাৎ ত্বৎসংশ্রয়াদ্যুক্তা ময়া প্রাপ্তা সমুন্নতিঃ॥

সুবাহুরুবাচ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্।
তত্র ধর্ম্মার্থকামাস্তে সকলা হীয়তেঽপরঃ॥ ২০
তৎ তে সংক্ষেপতো বক্ষ্যে তদিহৈকমনাঃ শৃণু।
শ্রুত্বা চ সম্যগালোচ্য যতেথাঃ শ্রেয়সে নৃপ॥২১
মমেতি প্রত্যয়ো ভূপ ন কার্য্যোঽহমিতি ত্বয়া।
সম্যগালোচ্যধর্ম্মো হি ধর্ম্মাভাবে নিরাশ্রয়ঃ॥ ২২
কস্যাহমিতি সংজ্ঞেয়মিত্যালোচ্য ত্বয়াত্মনা।
বাহ্যান্তর্গতমালোচ্যমালোচ্যাপররাত্রিষু॥ ২৩
অব্যক্তাদিবিশেষান্তমবিকারমচেতনম্।
ব্যক্তাব্যক্তং ত্বয়া জ্ঞেয়ং জ্ঞাতা কশ্চাহমিত্যুত
এতস্মিন্নেব বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতমখিলং ত্বয়া।
অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানমস্বং স্বমিতি মূঢ়তা॥ ২৫
সোঽহং সর্ব্বগতো ভূপ লোকসংব্যবহারতঃ।
ময়েদমুচ্যতে সর্ব্বং ত্বয়া পৃষ্টো ব্রজাম্যহম্॥২৬
এবমুক্তা যযৌ ধীমান্ সুবাহুঃ কাশিভূমিপম্।
কাশিরাজোঽপি সম্পূজ্য সোঽলর্কং স্বপুরং
যযৌ॥ ২৭

চনা করি। সুহৃজ্জন, বন্ধু ও স্বজন, ইহারা সক্ষম থাকিতেও যে ব্যক্তি অবসাদ প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই সুহৃজ্জনাদিই নিন্দনীয় এবং সে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে; তাহাকে নিন্দনীয় হইতে হয় না। হে সত্তম! আমি আপনার সঙ্গলাভ করিয়া এইরূপে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, আপনি সুখী ও জ্ঞানভাগী হউন, আমি এক্ষণে প্রস্থান করিব। কাশিরাজ কহিলেন,—আপনি সাধুমতি অলর্কের মহৎ উপকার সাধন করিলেন। কিন্তু আমার উপকারার্থ মনোযোগী হইতেছেন না কেন? সাধুগণের সহিত সাধুদিগের মিলন ফলপ্রদই হয়, কদাচ বিফল হইবার নহে; অতএব আপনার সহিত মিলনে আমার উন্নতি লাভই সঙ্গত। ১৩—১৯। সুবাহু কহিলেন,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহাই পুরুষার্থচতুষ্টয় বলিয়া অভিহিত। তাহার মধ্যে আপনার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সিদ্ধ হইয়াছে। মোক্ষমাত্রেরই অভাব বিদ্যমান। অতএব আপনার নিকট বলিতেছি, একচিত্তে শ্রবণ করুন। আমার নিকট শ্রবণ করিয়া তাহা সম্যক্ আলোচনাপূর্ব্বক শ্রেয়োলাভার্থ যত্নবান্ হইবেন। হে রাজন্! "ইহা আমার" "এই আমি" এইরূপ মমতা ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইবেন না, সম্যক্ প্রকারে ধর্ম্মের আলোচনা করিবেন; কারণ, ধর্ম্মাভাবেই নিরাশ্রয় হইতে হয়। আলোচনা করিলেই "আমি কাহার" সম্যক্ প্রকারে জানিতে পারিবেন। রাত্রির শেষভাগে আলোচনা করিয়া বাহ্যান্তর্গত আলোচনা করিতে আরম্ভ করিবেন। অব্যক্ত হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত অবিকারী অচেতন, ব্যক্তাব্যক্ত সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া কি জ্ঞেয়, কি জ্ঞাতা, এবং আমিই বা কে, ইহাও অবগত হইতে হইবে। এই সমস্ত বিদিত হইলেই আপনি সকল পরিজ্ঞাত হইবেন। দেহাদি অনাত্ম বস্তুতে আত্মবোধ এবং যাহা আপনার নহে, তাহাকে স্বীয় বলিয়া জ্ঞান করাই মূঢ়তামাত্র। হে ভূপতে! "সেই আমি" লৌকিক ব্যবহারেই সর্ব্বগত। আপনি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আমি প্রস্থান করি। ২০—২৬। মহাবুদ্ধি সুবাহু কাশিরাজকে এই বলিয়া প্রস্থান করিলে কাশিপতিও অলর্ককে সম্যক্ প্রকারে পূজা করিয়া স্বীয় নগরে প্রস্থান করিলেন, অলর্কও স্বীয়

অলর্কোঽপি সুতং জ্যেষ্ঠমভিষিচ্য নরাধিপম্।
বনং জগাম সন্ত্যক্ত-সর্ব্বসঙ্গঃ স্বসিদ্ধয়ে॥ ২৮
ততঃ কালেন মহতা নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
প্রাপ্য যোগর্দ্ধিমতুলাং পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্॥
পশ্যন্ জগদিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
পাশৈর্গুণময়ৈর্বদ্ধং বধ্যমানঞ্চ নিত্যশঃ॥ ৩০
পুত্রাদিভ্রাতৃপুত্রাদি স্বপারক্যাদিভাবিতৈঃ।
আকৃষ্যমাণং করণৈর্দুঃখার্ত্তং ভিন্নদর্শনম্॥ ৩১
অজ্ঞানপঙ্কগর্ভস্থমনুদ্ধারং মহামতিঃ।
আত্মানঞ্চ সমুত্তীর্ণং গাথামেতামগায়ত॥ ৩২
অহো কষ্টং যদস্মাভিঃ পূর্ব্বং রাজ্যমনুষ্ঠিতম্।
ইতি পশ্চান্ময়া জ্ঞাতং যোগান্নাস্তি পরং সুখম্
জড় উবাচ।
তাতৈনং ত্বং সমাতিষ্ঠ মুক্তয়ে যোগমুত্তমম্।
প্রাপ্স্যসে যেন তদ্ব্রহ্ম যত্র গত্বা ন শোচসি॥
ততোঽহমপি যাস্যামি কিং যজ্ঞৈঃ কিং জপেন মে
কৃতকৃত্যস্য করণং ব্রহ্মভাবায় কল্পতে॥ ৩৫
ত্বত্তোঽনুজ্ঞামবাপ্যাহং নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
প্রযতিষ্যে তথা মুক্তৌ যথা যাস্যামি নির্বৃতিম্
পক্ষিণ উচুঃ।
এবমুক্ত্বা স পিতরং প্রাপ্যানুজ্ঞাং ততশ্চ সঃ।
ব্রহ্মন্ জগাম মেধাবী পরিত্যক্তপরিগ্রহঃ॥৩৭
সোঽপি তস্য পিতা তদ্বৎ ক্রমেণ সুমহামতিঃ।
বানপ্রস্থং সমাস্থায় চতুর্থাশ্রমমভ্যগাৎ॥ ৩৮
তত্রাত্মজং সমাসাদ্য হিত্বা বন্ধং গুণাদিকম্।
প্রাপ সিদ্ধিং পরাং প্রাজ্ঞস্তৎকালোপাত্তসন্মতিঃ
এতৎ তে কথিতং ব্রহ্মন্ যৎ পৃষ্টা ভবতা বয়ম্
সুবিস্তরং যথাবচ্চ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৪০

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতা-পুত্র-সংবাদে জপোপাখ্যানং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৪॥

জ্যেষ্ঠ নন্দনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বথা সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক আত্মসিদ্ধির জন্য অরণ্যবাসী হইলেন। তদনন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে দ্বন্দ্বরহিত ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া অতুল যোগসম্পত্তি লাভপূর্ব্বক পরম নির্ব্বাণ-পদবী লাভ করিলেন। সুরাসুর-মানুষাদিপূর্ণ এই দৃশ্যমান নিখিল জগৎ গুণ-ময় পাশে নিবদ্ধ হইয়া নিত্যই বধ্যমান হই-তেছে। পুত্রাদি, ভ্রাতৃপুত্রাদি এবং স্বীয় ও পরকীয়গণ কর্ত্তৃক ঐ সকল পাশ সমুদ্ভাবিত। এই ভিন্নদর্শন জগৎ-সংসার সেই পাশে আকৃষ্যমাণ হওয়াতে দুঃখে পরাভূত হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে আবার অজ্ঞানরূপ কর্দ্দম-মধ্যে নিমগ্ন হওয়াতে উদ্ধারেরও উপায় নাই। মতিমান্ অলর্ক এই সকল দেখিয়া এবং আপনি উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া এই গাথা গান করিয়া-ছিলেন,—"অহো, কি কষ্ট! আমি প্রথমে রাজ্যভোগ করিয়াছিলাম, শেষে জানিলাম, যোগ অপেক্ষা পরম সুখ আর কিছুই নাই। ২৭—৩৩। জড় কহিলেন, হে তাত! আপনি মুক্তিলাভার্থ তাদৃশ অনুত্তম যোগের আচরণ করুন, তাহা হইলেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সেই ব্রহ্মলাভ হইলে আর শোকে অভিভূত হইতে হইবে না। আমিও গমন করিব। যজ্ঞ ও জপে আমার কি আবশ্যক? কৃতকৃত্য ব্যক্তির কার্য্য কেবল ব্রহ্মস্বরূপ লাভের জন্য সন্দেহ নাই; অতএব আমি আপনার অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্বন্দ্বরহিত ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া যাহাতে নির্ব্বাণ লাভ হয়, মুক্তির জন্য তদ্বিষয়ে সম্যক্‌রূপে যত্নবান্ হইব। পক্ষিগণ কহিল, হে দ্বিজ! মহাবুদ্ধি জড়, পিতাকে এইরূপ বলিয়া তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নিষ্পরিগ্রহ হইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মহামতি পিতাও ক্রমে ক্রমে বানপ্রস্থতা অবলম্বন-পূর্ব্বক চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তথায় পুত্রের সহিত সঙ্গত হইয়া গুণাদিবন্ধ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক তৎকালজাত বুদ্ধির প্রভাবে পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। হে ব্রহ্মন্। আপনি আমাদিগের নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট সবিস্তার যথাবৎ কীর্ত্তন

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

ময্যাগেতন্মমাখ্যাতং ভবদ্ভির্দ্বিজসত্তমাঃ।
প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্ ॥ ১
অহো পিতৃপ্রসাদেন ভবতাং জ্ঞানমীদৃশম্।
যেন তির্য্যক্ত্বমপ্যেতৎ প্রাপ্য মোহস্তিরস্কৃতঃ ॥২
ধন্যা ভবন্তঃ সংসিদ্ধ্যৈ প্রাগবস্থাস্থিতং যতঃ।
ভবতাং বিষয়োদ্ভূতৈর্ন মোহৈশ্চাল্যতে মনঃ ॥৩
দিষ্ট্যা ভগবতা তেন মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
ভবন্তো বৈ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বসন্দেহহৃত্তমাঃ ॥৪
সংসারেঽস্মিন্ মনুষ্যাণাং ভ্রমতামতিসঙ্কটে।
ভবদ্বিধৈঃ সমং সঙ্গো জায়তে ন তপস্বিনাম্ ॥৫
যদ্যহং সঙ্গমাসাদ্য ভবদ্ভির্জ্ঞানদৃষ্টিভিঃ।
ন স্যাং কৃতার্থস্তন্নূনং ন মেঽন্যত্র কৃতার্থতা ॥৬
প্রবৃত্তে চ নিবৃত্তে চ ভবতাং জ্ঞানকর্ম্মণি।
মতিমন্তমলাঃ মন্যে যথা নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৭
যদি ত্বনুগ্রহবতী ময়ি বুদ্ধির্দ্বিজোত্তমাঃ।
ভবতাং তৎসমাখ্যাতুমর্হতেদমশেষতঃ ॥ ৮
কথমেতৎ সমুদ্ভূতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
কথঞ্চ প্রলয়ং কালে পুনর্যাস্যতি সত্তমাঃ ॥ ৯
কথঞ্চ বংশাদ্দেবর্ষি-পিতৃভূতাদিসম্ভবাঃ।
মন্বন্তরাণি চ কথং বংশানুচরিতঞ্চ যৎ ॥ ১০
যাবত্যঃ সৃষ্টয়শ্চৈব যাবন্তঃ প্রলয়াস্তথা।
যথা কল্পবিভাগশ্চ যা চ মন্বন্তরস্থিতিঃ ॥ ১১
যথা চ ক্ষিতিসংস্থানং যৎ প্রমাণঞ্চ বৈ ভুবঃ।
যথা স্থিতাঃ সমুদ্রাদ্রি-নিম্নগাঃ কাননানি চ ॥১২
ভূর্লোকাদিস্বর্লোকানাং গণঃ পাতালসংশ্রয়ঃ।
গতিস্তথার্কসোমাদি-গ্রহর্ক্ষজ্যোতিষামপি ॥ ১৩

করিলাম। অধুনা আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, প্রকাশ করুন। ৩৪—৪০।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বৈদিক কর্ম্ম দুই প্রকার;—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। আপনারা আমার নিকট সে বিষয় বর্ণন করিলেন। অহো! পিতার প্রসাদে আপনারা এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। সেই জ্ঞানবলে তির্য্যক্-যোনিত্ব প্রাপ্ত হইয়াও আপনাদিগের মোহ বিদূরিত হইয়াছে। আপনাদিগের মন যখন সিদ্ধিলাভার্থ পূর্ব্বাবস্থাতেই রহিয়াছে, তখন আপনারাই ধন্য! বিষয়জনিত মোহ আপনাদিগের মনকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না। সৌভাগ্যবশেই মহামতি ভগবান্ মার্কণ্ডেয় আপনাদিগের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আপনারা সকলেরই সন্দেহ নিরসন করিয়া থাকেন। এই সঙ্কটময় সংসারে যাহারা পরিভ্রমণ করে, আপনাদিগের ন্যায় তাপসগণের সহিত মিলিত হওয়া তাহাদিগের ভাগ্যে দুরূহ। ১—৫। আপনারা জ্ঞানদর্শী; আপনাদিগের সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াও যদি আমার মনোরথ সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে আর কুত্রাপি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। আপনারা প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত, এই দুই প্রকার জ্ঞান-কর্ম্মেই যাদৃশ বিশদ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমার বিবেচনায় ঈদৃশ আর কেহই নাই। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যদি আমার প্রতি আপনাদিগের মতি অনুগ্রহবতী হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা সবিস্তার কীর্ত্তন করুন। কি প্রকারে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি হইল? কিরূপেই বা প্রলয়সময়ে পুনর্ব্বার বিলয় প্রাপ্ত হইবে? কি প্রকারে বংশ হইতে দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ এবং ভূতাদির উৎপত্তি হয়? মন্বন্তর সমুদায়ই বা কি প্রকারে আবির্ভূত হয়? এতদ্ব্যতিরেকে বংশসমূহের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ, সৃষ্টিসমুদয় প্রলয় সকল, কল্পবিভাগ, মন্বন্তরসমূহের স্থিতি; বসুমতীর সংস্থান ও পরিমাণ গিরি, শৈল, সরিৎ ও বন-সমূহের বিবরণ, ভূর্লোক, স্বর্লোক ও পাতালসমূহের বৃত্তান্ত এবং সূর্য্য সোম গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিক

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বমেতদাভূতসংপ্লবম্।
উপসংহৃতে চ যচ্ছেষং জগত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি
পক্ষিণ ঊচুঃ।
প্রশ্নভারোঽয়মতুলো যস্ত্বয়া মুনিসত্তম।
পৃষ্টস্তং তে প্রবক্ষ্যামস্তচ্ছৃণুষ্বেহ জৈমিনে॥ ১৫
মার্কণ্ডেয়েন কথিতং পুরা ক্রৌষ্টুকয়ে যথা।
দ্বিজপুত্রায় শান্তায় ব্রতস্নাতায় ধীমতে॥ ১৬
মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানমুপাসীনং দ্বিজোত্তমৈঃ।
ক্রৌষ্টুকিঃ পরিপপ্রচ্ছ যদেতৎ পৃষ্টবান প্রভো
তস্য চাকথয়ৎ প্রীত্যা যম্মুনির্ভৃগুনন্দনঃ।
তৎ তে প্রকথয়িষ্যামঃ শৃণু ত্বং দ্বিজসত্তম॥১৮
প্রণিপত্য জগন্নাথং পদ্মযোনিং পিতামহম্।
জগদ্যোনিং স্থিতং স্রষ্টৌ স্থিতৌ বিষ্ণুস্বরূপিণম্
প্রলয়ে চান্তকর্ত্তারং রৌদ্রং রুদ্রস্বরূপিণম্॥১৯
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
উৎপন্নমাত্রস্য পুরা ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
পুরাণমেতদ্বেদাশ্চ মুখেভ্যোঽনুবিনিঃসৃতাঃ॥
পুরাণসংহিতাশ্চক্রুর্বহুলাঃ পরমর্ষয়ঃ।
বেদানাং প্রবিভাগশ্চ কৃতস্তৈস্তু সহস্রশঃ॥ ২১
ধর্ম্মজ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চ মহাত্মনঃ।
তস্যোপদেশেন বিনা ন হি সিদ্ধং চতুষ্টয়ম্॥ ২২
বেদান্ সপ্তর্ষয়স্তস্মাজ্জগৃহুস্তস্য মানসাঃ।
পুরাণং জগৃহুশ্চাদ্যা মুনয়স্তস্য মানসাঃ॥ ২৩
ভৃগোঃ সকাশাচ্চ্যবনস্তেনোক্তঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
ঋষিভিশ্চাপি দক্ষায় প্রোক্তমেতন্মহাত্মভিঃ॥২৪
দক্ষেণ চাপি কথিতমিদমাসীৎ তদা মম।।
তৎ তুভ্যং কথয়াম্যদ্য কলিকল্মষনাশনম্॥২৫
সর্ব্বমেতন্মহাভাগ শ্রূয়তাং মে সমাধিনা।
যথাশ্রুতং ময়া পূর্ব্বং দক্ষস্য গদতো মুনে॥২৬
প্রণিপত্য জগদ্যোনিমজমব্যয়মাশ্রয়ম্।

প্রভৃতির গতি, এই সকল আপ্রলয় শুনিতে বাসনা করিতেছি। জগৎ সংসার প্রলয় সময়ে উপসংহৃত হইলে যাহা অবশেষ থাকিবে, তাহাও শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৬—১৪। পক্ষিগণ কহিল,—হে মহর্ষে! আপনি আমাদিগের নিকট অতুলনীয় প্রশ্ন করিলেন। আমরা সমস্তই বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন। মার্কণ্ডেয়, ব্রতস্নাত ধীমান্ শান্তশীল দ্বিজনন্দন ক্রৌষ্টুকিকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমরা সেইরূপ আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে প্রভো! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রৌষ্টুকিও বিপ্রগণ কর্ত্তৃক উপাসিত মহাত্মা মার্কণ্ডেয়ের নিকট ইহাই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভৃগুনন্দন প্রীতচিত্তে তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন,—যিনি জগৎকারণ পদ্মযোনি পিতামহরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুস্বরূপে স্থিতিবিধান করেন, রৌদ্রস্বরূপ রুদ্ররূপে প্রলয়কালে সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন, সেই জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া আমরাও তাহাই সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

১৫—১৯। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—পুরাকালে অব্যক্তযোনি ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহার মুখচতুষ্টয় হইতে বেদ ও পুরাণের আবির্ভাব হইল। ঋষিগণ সেই পুরাণ সংহিতাকে বিবিধ অংশে এবং বেদকেও সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই মহাত্মার উপদেশ ব্যতীত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বরিক ভাব, এই চারিটী সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মন হইতে সপ্তর্ষিগণ আবির্ভূত হইলে সেই মানস ঋষিরা তাঁহার নিকট সমস্ত বেদ ও তদীয় মানসজাত অন্যান্য আদ্য ঋষিরা পুরাণ গ্রহণ করিলেন। চ্যবন ভৃগুসকাশে সেই পুরাণ প্রাপ্ত হইয়া ঋষিগণের নিকট প্রকাশ করেন। মহাত্মা ঋষিগণ সেই পুরাণ দক্ষকে বলিয়াছিলেন। দক্ষই উহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। তদবধিই উহা আমার নিকট রহিয়াছে। অদ্য তোমার নিকট বলিতেছি। ইহার প্রসাদে কলিযুগে পাপরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২০—২৫। হে মুনে! হে মহাভাগ! আমি পূর্ব্বে দক্ষের নিকটে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, সমাহিতচিত্তে আমার নিকট সেই সকল শ্রবণ

চরাচরস্য জগতো ধাতারং পরমং পদম্ ॥ ২৭
ব্রহ্মাণমাদিপুরুষমুৎপত্তি-স্থিতি-সংযমে।
যৎকারণমনৌপম্যং * যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২২
তস্মৈ হিরণ্যগর্ভায় লোকতন্ত্রায় ধীমতে।
প্রণম্য সম্যগ্বক্ষ্যামি ভূতবর্গ † মনুত্তমম্ ॥ ২৯
মহদাদ্যং বিশেষান্তং সবৈরূপ্যং সলক্ষণম্।
প্রমাণৈঃ পঞ্চভির্গম্যং স্রোতোভিঃ সড্ভিরন্বিতম্
পুরুষাধিষ্ঠিতং নিত্যমনিত্যমিব চ স্থিতম্।
তচ্ছৃণুতাং মহাভাগ পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩১
প্রধানং কারণং যত্তদব্যক্তাখ্যং মহর্ষয়ঃ।
যদাহুঃ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং নিত্যাং সদসদাত্মিকাম্
ধ্রুবমক্ষয্যমজরমমেয়ং নান্যসংশ্রয়ম্।
গন্ধরূপরসৈহীনং শব্দস্পর্শবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৩

অনাদ্যন্তং জগদ্যোনিং ত্রিগুণপ্রভবাব্যয়ম্।
অসাম্প্রতমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ॥ ৩৪
প্রলয়স্যানু তেনেদং ব্যাপ্তমাসীদশেষতঃ।
গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে ॥
গুণভাবাৎ সৃজ্যমানাৎ সর্গকালে ততঃ পুনঃ।
প্রধানং তত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎ সমাবৃণোৎ ॥৩৬
যথা বীজং ত্বচা * তদ্বদব্যক্তেনাবৃতো মহান্।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধোদিতঃ ॥৩৭
ততস্তস্মাদহঙ্কারস্ত্রিবিধো বৈ ব্যজায়ত।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চ স তামসঃ ॥ ৩৮
মহতা চাবৃতঃ সোঽপি যথাব্যক্তেন বৈ মহান্।
ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দতন্মাত্রকং ততঃ ॥ ৩৯

কর। যিনি জগতের কারণ, জন্মরহিত ও অব্যয়; যিনি চরাচর জগতের একমাত্র আশ্রয় ও ধাতা; যিনি পরম পদস্বরূপ, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, আদি-পুরুষ; যিনি উপমারহিত এবং যাহাতে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই ধীমান্ হিরণ্যগর্ভকে প্রণাম করিয়া অনুত্তম প্রপঞ্চ সম্যক্রূপে বর্ণন করিব। মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত যাবতীয় ভৌতিক সৃষ্টি বিকার লক্ষণ, পঞ্চবিধ প্রমাণ ও সৎস্রোতের সহিত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিব। হে মহাভাগ। এই ভূত-সৃষ্টি, পুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও সেই হেতু নিত্য হইলেও যে প্রকারে অনিত্যবৎ অবস্থিত থাকে, তাহাও বর্ণন করিব; তুমি সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। ২৬—৩১। যাহা অব্যক্ত নামে অভিহিত; মহর্ষিগণ যাহাকে সদসদাত্মিকা নিত্যসূক্ষ্ম প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন; যাহা নিত্য, অক্ষয়, অজর ও অপরিমেয়; যাহা কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থিত নহে; যাহা গন্ধবিহীন, রূপবিহীন, রসবিহীন, ও শব্দ-স্পর্শবিহীন; যাহা অনাদি ও অনন্ত; যাহা জগতের উৎপত্তিস্থান; যাহা হইতে গুণত্রয় সমুৎপন্ন হইয়াছে; যাহা অবিনাশী; যাহা চিরবিদ্যমান ও অবিজ্ঞেয় এবং যাহা সকলেরই কারণ; সেই প্রধান-স্বরূপ ব্রহ্মই সকলের অগ্রে বিরাজিত থাকিয়া প্রলয়ের পরে অখিল জগৎ অশেষরূপে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান থাকেন। গুণত্রয় পরস্পর অনুকূল ও অব্যাহতরূপে তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সৃষ্টি সময়ে ক্ষেত্রজ্ঞের অধিষ্ঠান নিবন্ধন তিনি সেই সেই গুণসহায়ে সৃষ্টিকার্য্যে সমুদ্যত হইলে প্রথমতঃ প্রধান তত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া মহত্তত্ত্বকে সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়। বীজ যেরূপ ত্বক্ দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে, প্রধানও সেই প্রকার মহত্তত্ত্বকে আবৃত করিয়া রাখে। এই মহত্তত্ত্ব ত্রিবিধ; সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। ৩২—৩৭। তৎপরে মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কারও তিন প্রকার,—বৈকারিক, তৈজস ও তামস। এই তামস অহঙ্কারই ভূতাদি বলিয়া অভিহিত। মহত্তত্ত্ব যেরূপ প্রধানতত্ত্ব কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ এই অহঙ্কারও মহত্তত্ত্ব

* অনৌপম্যমিতি বা পাঠঃ।
† লোকসর্গমিতি কচিৎ পাঠঃ।

* ত্বচা কন্দমেবং তেনাবৃতো মহানিতি বা পাঠঃ।

সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু ভূতাদিশ্চাবৃণোৎ ততঃ॥
স্পর্শতন্মাত্রমেবেহ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
বলবান্ জায়তে বায়ুস্তস্য স্পর্শগুণো মতঃ।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ॥ ৪১
বায়ুশ্চাপি বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে॥৪২
স্পর্শমাত্রস্তু বৈ বায়ু রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ।
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ॥৪৩
সম্ভবন্তি ততো হ্যাপশ্চাসন্ বৈ তা রসাত্মিকাঃ
রসমাত্রাস্তু তা হ্যাপো রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ।
আপশ্চাপি বিকুর্ব্বন্ত্যো গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে।
সঙ্ঘাতো জায়তে তস্মাৎ তস্য গন্ধো গুণো মতঃ॥ ৪৫
তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রং তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।
অবিশেষবাচকত্বাদবিশেষাস্ততশ্চ তে॥ ৪৬

ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষতঃ
ভূততন্মাত্রসর্গোঽয়মহঙ্কারাৎ তু তামসাৎ॥৪৭
বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ সত্ত্বোদ্রিক্তাৎ তু সাত্ত্বিকাৎ
বৈকারিকঃ স সর্গস্তু যুগপৎ সম্প্রবর্ত্ততে॥৪৮
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ।
একাদশং মনস্তত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ॥৪৯
শ্রোত্রং ত্বক্চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বক্ষ্যতে॥৫০
পাদৌ পায়ুরুপস্থশ্চ হস্তৌ বাক্ পঞ্চমী ভবেৎ
গতির্বিসর্গো হ্যানন্দঃ শিল্পং বাক্যঞ্চ কর্ম্ম তৎ॥
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ।
ত্রিগুণো জায়তে বায়ুস্তস্য স্পর্শো গুণো মতঃ
রূপং তথৈবাবিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ।
ত্রিগুণস্তু ততশ্চাগ্নিঃ স শব্দস্পর্শরূপবান্॥ ৫৩

কর্ত্তৃক সমাবৃত থাকে এবং তাহারই প্রভাবে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া শব্দতন্মাত্রের সৃজন করিয়া দেয়। শব্দলক্ষণ আকাশ এই শব্দ-তন্মাত্র হইতেই সমুৎপন্ন হয়। তখন তামস অহঙ্কার কর্ত্তৃক শব্দমাত্র আকাশ সমাবৃত হইয়া থাকে। ইহাতেই নিঃসংশয় স্পর্শতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। তখন মহাবল স্পর্শগুণ-বিশিষ্ট বায়ু সমুৎপন্ন হয়। শব্দমাত্র আকাশকর্ত্তৃক স্পর্শ-মাত্র আবৃত থাকে; তাহাতেই বায়ুর বিকৃতি বশত রূপমাত্র সমুৎপন্ন হয়। বায়ু হইতে রূপ গুণবিশিষ্ট জ্যোতির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ৩৮—৪২। স্পর্শমাত্র বায়ুকর্ত্তৃক রূপমাত্র আবৃত হয়। তৎপরে জ্যোতি বিকৃত হইয়া রসমাত্রের উৎপাদন করে। তাহাতেই রসাত্মক জলের জন্ম হয়। সেই রসাত্মক জল রূপমাত্র কর্ত্তৃক আবৃত হয়। তদনন্তর রসমাত্র জল বিকৃত হইয়া গন্ধমাত্রের উৎ-পাদন করে, তাহাতেই গন্ধগুণবিশিষ্ট পৃথি-বীর উৎপত্তি হয়। এই প্রকারে তত্তৎ-পদার্থে যে তন্মাত্র তদ্দ্বারাই তন্মাত্রতা পরি-গণনীয় হয়; ইহাদিগের অন্য কোন বিশেষ বাচক নাই বলিয়া ইহারাও অবিশেষ বলিয়া অভিহিত। এই অবিশেষ নিবন্ধন তাহারা শান্ত, ঘোর বা মূঢ়ও নহে। তামস অহঙ্কার হইতেই ঐ প্রকার ভূততন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। সত্ত্বোদ্রিক্ত সাত্ত্বিক ও বৈকারিক অহ-ঙ্কার হইতে যুগপৎ বৈকারিক সৃষ্টি সম্প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৪৩—৪৮। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে তৈজস ইন্দ্রিয় কহে। মন একাদশ। উল্লিখিত দশ ও মন, এই একাদশটী বৈকারিক দেবতা বলিয়া অভি-হিত। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসা—ইহাদিগের দ্বারা শব্দাদির বোধ হয়, এই হেতুই ইহারা বুদ্ধীন্দ্রিয় বলিয়া কথিত। পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত ও বাক্য, ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে। ইহাদিগের দ্বারা গতি, মলমূত্র-ত্যাগ, আনন্দ, শিল্প ও বাক্য, এই সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শব্দমাত্র আকাশ স্পর্শমাত্রে আবিষ্ট হইয়া দ্বিগুণ বায়ুর উৎপাদন করে, কিন্তু স্পর্শই উহার বিশেষ গুণ; শব্দ ও স্পর্শ এই গুণদ্বয় রূপে আবিষ্ট হইয়া অগ্নি উৎপাদন করে। এই অগ্নি—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এই তিন গুণবিশিষ্ট।

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণা হ্যাপো বিজ্ঞেয়াস্তা রসাত্মিকাঃ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধং সমাবিশৎ।
সংহতা গন্ধমাত্রেণ আবৃণ্বংস্তে মহীমিমাম্ ॥৫৫
তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ স্থূলা ভূতেষু দৃশ্যতে।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢাশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ
পরস্পরানুপ্রবেশাদ্ধারয়ন্তি পরস্পরম্।
ভূমেরন্তস্ত্বিমং সর্ব্বং লোকালোকং ঘনাবৃতম্ ॥৫৭
বিশেষাশ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নিয়তত্বাচ্চ তে স্মৃতাঃ।
গুণং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তরোত্তরম্ ॥ ৫৮
নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাঃ সপ্তৈতে সংহতিং বিনা
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥ ৫৯
সমেত্যান্যোন্যসংযোগমন্যোন্যাশ্রয়িণশ্চ তে।
একসঙ্ঘাতচিহ্নাশ্চ সম্প্রাপ্যৈবমশেষতঃ ॥ ৬০
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেণ চ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে ॥ ৬১
জলবুদ্বুদবৎ তত্র ক্রমাদ্বৈ বৃদ্ধিমাগতম্।
ভূতেভ্যোঽণ্ডং মহাবুদ্ধে বৃহৎ তদুদকেশয়ম্ ॥
প্রাকৃতেঽণ্ডে বিবৃদ্ধঃ সন ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥৬৩
আদিকর্ত্তা চ ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।
তেন সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
মেরুস্তস্যানুসম্ভূতো জরায়ুশ্চাপি পর্ব্বতাঃ।
সমুদ্রা গর্ভসলিলং তস্যাণ্ডস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬৫
তস্মিন্নণ্ডে জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
দ্বীপাদ্যদ্রিসমুদ্রাশ্চ সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ ॥৬৬
জলানিলানলাকাশৈস্ততো ভূতাদিনা বহিঃ।
বৃতমণ্ডং দশগুণৈরেকৈকত্বেন তৈঃ পুনঃ ॥ ৬৭
মহতা তৎপ্রমাণেন সহৈবানেন বেষ্টিতঃ।
মহান্তৈস্তৈঃ সহিতঃ সর্ব্বৈরব্যক্তেন সমাবৃতঃ ॥৬৮

৪৯—৫৩। অনন্তর শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, ইহারা রসমাত্রে আবিষ্ট হইয়া গুণচতুষ্টয়-সম্পন্ন রসাত্মক জলের সৃজন করিয়া দেয়। অবশেষে শব্দ স্পর্শ, রূপ ও রস, গন্ধমাত্রেও আবিষ্ট হইলে তৎসাহচর্য্যে সংহত হইয়া এই পৃথিবীকে সমাবৃত করিয়া থাকে। সেই কারণেই ভূতগণমধ্যে পঞ্চগুণ-সম্পন্ন স্থূলাকার ভূমি লক্ষিত হয়। এই হেতুই উহারা শান্ত ঘোর ও মূঢ় বলিয়া পরিগণিত। উহারা পরস্পর অনুপ্রবেশপূর্ব্বক পরস্পরকে ধারণ করিয়া থাকে। এই ঘনাবৃত সমস্ত লোকালোক, ভূমির অন্তরে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। নিয়তত্ব হেতু ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 'বিশেষ' নামে অভিহিত। পূর্ব্ব পূর্ব্বের গুণ উত্তরোত্তরে অনুপ্রবেশ করিয়া থাকে। এই নানাবীর্য্যবান সাতটী পদার্থ যৎকালে পরস্পর মিলিত না হইয়া পৃথকৃভাবে অবস্থিত থাকে, তৎকালে প্রজাসৃজনে সমর্থ হয় না। ৫৪—৫৯। ইহারা যৎকালে পরস্পর মিলিয়া পরস্পরকে অবলম্বনপূর্ব্বক সম্যক্ প্রকারে একতা প্রাপ্ত হয়, এবং যৎকালে পুরুষের অধিষ্ঠান ও প্রকৃতির অনুগ্রহ লাভ করে, তৎকালেই মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত ঐ সকলে অণ্ড সমুৎপাদন করে। ঐ অণ্ড জলবিম্বের ন্যায় জলে আশ্রয়পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মহামতে! সলিলস্থ ঐ অণ্ড ভূতগণ হইতে বৃহৎ। ব্রহ্মাভিধেয় ক্ষেত্রজ্ঞও সেই প্রাকৃত অণ্ডে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। তিনিই প্রথম শরীরী এবং পুরুষ বলিয়া অভিহিত। তিনিই ভূতসমূহের আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা, তিনিই এই সকলের অগ্রে বিরাজিত হইয়া থাকেন। তিনিই সচরাচর ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। মেরু সেই বৃহৎ অণ্ডের অনুসম্ভূত, পর্ব্বত উহার জরায়ু, এবং সমুদ্রসমূহ উহার গর্ভসলিল। সুরাসুর-মানুষপূর্ণ অখিল জগৎ সেই অণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত। দ্বীপাদি, পর্ব্বত, সাগর ও জ্যোতিষ্ক সহ যাবতীয় লোক উহাতে অবস্থিত। ৬০—৬৬। জল, বায়ু, অগ্নি, ও আকাশ ইহারা ভূতাদি সহ প্রত্যেকে উত্তরোত্তর দশগুণ নিয়মে বহির্ভাগে সেই অণ্ডকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তৎপ্রমাণ মহত্তত্ত্বও উহাদিগের সহিত অণ্ডকে পরিবৃত করিয়া আছে।

এভিরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্।
অন্যোন্যমাবৃত্য চ তা অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ॥
এষা সা প্রকৃতির্নিত্যা তদন্তঃ পুরুষশ্চ সঃ।
ব্রহ্মাখ্যঃ কথিতো যস্তে সমাসাচ্ছ্রূয়তাং পুনঃ॥
যথা মগ্নো জলে কশ্চিদুন্মজ্জন্ জলসম্ভবম্।
জলঞ্চ ক্ষিপতি ব্রহ্মা স তথাপ্রকৃতির্বিভুঃ॥ ৭১
অব্যক্তং ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মা ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
এতৎ সমস্তং জানীয়াৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণম্
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্তু সঃ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বঃ প্রথমঃ প্রাদুর্ভূতস্তড়িদ্‌যথা॥ ৭৩

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ব্রহ্মোৎপত্তির্নাম
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮॥

প্রকৃতি এই মহত্তত্ত্বের সহিত অণ্ডকে আবরণ-পূর্ব্বক শোভা পাইতেছে। এই প্রকার সপ্ত-প্রাকৃত আবরণ দ্বারা উক্ত অণ্ড সমাবৃত। এই প্রকারেই অষ্ট প্রকৃতি পরস্পরকে আবরণ করিয়া অবস্থিত আছে। এই প্রকৃতিকে নিত্যস্বরূপা জানিও। তোমার নিকট যে ব্রহ্মসংজ্ঞিত পুরুষের উল্লেখ করিলাম, তিনি ঐ প্রকৃতির অন্তর্নিবিষ্ট। তদ্বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সলিলমগ্ন ব্যক্তি যে প্রকার সলিলগর্ভ হইতে উত্থান-কালে জল ও জলজাত দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, ব্রহ্মাকেও সেইরূপ প্রকৃতির বিভু বলিয়া জানিবে। এই প্রকৃতিই ক্ষেত্র ও ব্রহ্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত। ইহাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের লক্ষণ। এই প্রকারেই ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রাকৃত সৃষ্টি অবুদ্ধিসহকারে প্রথমে বিদ্যুল্লতার ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছে। ৬৭—৭৩।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৫॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

ভগবংস্ত্বণ্ডসম্ভূতির্যথাবৎ কথিতা মম।
ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মণো জন্ম তথা চোক্তং মহাত্মনঃ॥ ১
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ত্বত্তো ভৃগুকুলোদ্ভব।
যদা ন সৃষ্টির্ভূতানামস্তি কিং নু ন চাস্তি বা।
কালে বৈ প্রলয়স্যান্তে সর্ব্বস্মিন্নুপসংহৃতে॥ ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যদা তু প্রকৃতৌ যাতি লয়ং বিশ্বমিদং জগৎ।
তদোচ্যতে প্রাকৃতোঽয়ং বিদ্বদ্ভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ
স্বাত্মন্যবস্থিতেঽব্যক্তে বিকারে প্রতিসংহৃতে।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব সাধর্ম্ম্যেণাবতিষ্ঠতঃ॥ ৪
তদা তমশ্চ সত্ত্বঞ্চ সমত্বেন গুণৌ স্থিতৌ।
অনুদ্রিক্তাবনূ্যনৌ চ তৎপ্রোতৌ চ পরস্পরম্
তিলেষু বা যথা তৈলং ঘৃতং পয়সি বা স্থিতম্

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি অণ্ডের উৎপত্তি ও ব্রহ্মাণ্ডে মহাত্মা ব্রহ্মার জন্ম যথাবৎ বর্ণন করিলেন। হে ভৃগু-বংশোদ্ভব! প্রলয়াবসানে সমস্ত সংহার প্রাপ্ত হইলে যখন সৃষ্টির কিছুমাত্রই বিদ্যমান ছিল না, তৎপরে পুনর্ব্বার কি প্রকারে ভূতগণের সমুদ্ভব হইল, এক্ষণে তাহাই আপনার নিকট শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, যৎকালে এই বিশ্ব প্রকৃতিতে বিলীন হয়, তখন বিদ্বদ্গণ তাহাকেই প্রাকৃত প্রলয় বলিয়া কীর্ত্তন করেন। প্রকৃতি আত্মাতে অবস্থিত হইলে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ সংহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যৎকালে প্রকৃতি ও পুরুষ সাধর্ম্ম্যে অবস্থিত হন, তৎকালে সত্ত্ব ও তম, এই গুণদ্বয় সমত্বে অধিষ্ঠিত হয়। তৎকালে উঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কোন প্রকার বৃদ্ধি বা ন্যূনতা বিদ্যমান থাকে না। উঁহারা উভয়ে পরস্পর সমভাবে সংযুক্ত হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন। ১—৫। তিলে

তথা তমসি সত্ত্বে চ রজোঽপ্যনুস্যূতং স্থিতম্
উৎপত্তির্ব্রহ্মণো যাবদায়ুষো দ্বিপরার্দ্ধিকম্ ।
তাবদ্দিনং পরমেশস্য তৎসমা সংযমে নিশা ॥৭
অহর্মুখে প্রবুদ্ধস্তু জগদাদিরনাদিমান্ ।
সর্ব্বহেতুরচিন্ত্যাত্মা পরঃ কোঽপ্যপরক্রিয়ঃ ॥ ৮
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব প্রবিশ্যাশু জগৎপতিঃ ।
ক্ষোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ ॥ ৯
যথা মদো নবস্ত্রীণাং যথা বা মাধবানিলঃ ।
অনুপ্রবিষ্টঃ ক্ষোভায় তথাসৌ যোগমূর্ত্তিমান্ ॥
প্রধানে ক্ষোভ্যমাণে তু স দেবো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
সমুৎপন্নোঽণ্ডকোষস্থো যথা তে কথিতং ময়া ॥
স এব ক্ষোভকঃ পূর্ব্বং স ক্ষোভ্যঃ প্রকৃতেঃপতিঃ
স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ ॥
উৎপন্নঃ স জগদ্যোনিরগুণোঽপি রজোগুণম্ ।
ভুঞ্জন্ প্রবর্ত্ততে সর্গে ব্রহ্মত্বং সমুপাশ্রিতঃ ॥১৩

তৈল ও দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণে অনুস্যূত হইয়া অবস্থিত হয়। সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মার পরমায়ুর পরিমাণ দ্বিপরার্দ্ধ কাল। তাঁহার দিনের পরিমাণ যেরূপ, নিশামানও তদ্রূপ। তিনি জগতের আদি, কিন্তু তাঁহার আদি কেহই নাই। তিনি সকলের কারণ অচিন্ত্যাত্মা, পরমেশ্বর ক্রিয়ার অতীত। সেই জগৎপতি পরমেশ্বর পরম যোগ হেতু প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বিক্ষোভিত করেন। মদগর্ব্ব বা বসন্ত বায়ু যেরূপ নবযুবতীগণের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ক্ষোভিত করে, যোগমূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মাও সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষকে বিক্ষোভিত করিয়া থাকেন। ৬—১০। প্রকৃতি ক্ষোভিত হইলে সেই ব্রহ্মা-নামধারী দেবতা অণ্ডকোষস্থিত হইয়া সমুৎপন্ন হন। আমি তোমার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছি। তিনি প্রথমতঃ ক্ষোভিত করেন, তদনন্তর প্রকৃতির পতি হইয়া স্বয়ং বিক্ষোভিত হন। এই প্রকার সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা তিনি প্রকৃতিরূপে বিরাজিত থাকেন। সেই জগৎযোনি নির্গুণ হইলেও সঞ্জাত হইয়া রজো-

ব্রহ্মত্বে স প্রজাঃ সৃষ্ট্বা ততঃ সত্ত্বাতিরেকবান্
বিষ্ণুত্বমেত্য ধর্ম্মেণ কুরুতে পরিপালনম্ ॥ ১৪
ততস্তমোগুণোদ্রিক্তো রুদ্রত্বে চাখিলং জগৎ
উপসংহৃত্য বৈ শেতে ত্রৈকাল্যে ত্রিগুণোঽগুণঃ
যথা প্রাগ্ ব্যাপকঃ ক্ষেত্রী পালকো লাবকস্তথা
তথা স সংজ্ঞামায়াতি ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশকারিণী ॥ ১৬
ব্রহ্মত্বে সৃজতে লোকান্ রুদ্রত্বে সংহরত্যপি ।
বিষ্ণুত্বে বাপ্যুদাসীনস্তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥
রজো ব্রহ্মা তমো রুদ্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বং জগৎপতিঃ ॥
এত এব ত্রয়ো দেবা এত এব ত্রয়ো গুণাঃ ॥১৮
অন্যোন্যমিথুনা হ্যেতে অন্যোন্যাশ্রয়ণস্তথা ।
ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্
এবং ব্রহ্মা জগৎপূর্ব্বো দেবদেবশ্চতুর্মুখঃ ।

গুণ অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মার রূপে আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি করিতে সমুদ্যোগী হন। তিনি ব্রহ্মা-রূপে প্রজা সৃজনপূর্ব্বক সত্ত্বগুণের আধিক্য নিবন্ধন বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপুঞ্জের রক্ষা বিধান করেন। তদনন্তর তমোগুণের উদ্রেক-নিবন্ধন রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অখিল বিশ্ব সংহার করত শয়ান হইয়া থাকেন। এই প্রকারে তিনি নির্গুণ হইয়াও উল্লিখিত কালত্রয়ে গুণত্রয় ভজনা করেন। ১১—১৫। সকলের জননক্ষেত্র সর্ব্বব্যাপী সেই ঈশ্বর এই প্রকারে সৃজন, রক্ষণ ও সংহার করেন বলিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনি ব্রহ্মত্বে যাবতীয় লোকের সৃজন রুদ্রত্বে নিধন এবং বিষ্ণুত্বে উদাসীন হইয়া অবস্থান করেন অর্থাৎ পালন করেন। স্বয়ম্ভুর এই তিন অবস্থা। ব্রহ্মাই সাক্ষাৎ রজোগুণ, রুদ্র তমোগুণ এবং জগৎপতি বিষ্ণু সত্ত্বগুণ, এই প্রকারে এই দেবতাত্রয় গুণত্রয়রূপে পরস্পর নিপুণভাবে পরস্পরকে আশ্রয়পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। ক্ষণমাত্রও ইহাঁদিগের বিয়োগ নাই এবং মুহূর্ত্তমাত্রও পরস্পর কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করেন না। ১৬—১৯। এই প্রকারে জগ-

রজোগুণং সমাশ্রিত্য স্রষ্টৃত্বে স ব্যবস্থিতঃ ॥ ২০
হিরণ্যগর্ভো দেবাদিরনাদিরুপচারতঃ।
ভূপদ্মকর্ণিকাসংস্থো ব্রহ্মাগ্রে সমজায়ত ॥ ২১
তস্য বর্ষশতং ত্বেকং পরমায়ুর্মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মেণৈব হি মানেন তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে
নিমেষৈর্দশভিঃ কাষ্ঠা তথা পঞ্চভিরুচ্যতে।
কলাস্ত্রিংশচ্চ বৈ কাষ্ঠা মুহূর্ত্তং ত্রিংশতিঃ কলাঃ
অহোরাত্রংমুহূর্ত্তানাং নৃণাংত্রিংশৎ তু বৈ স্মৃতম্
অহোরাত্রৈশ্চ ত্রিংশদ্ভিঃপক্ষৌ দ্বৌ মাস উচ্যতে
তৈঃ ষড়্ভিরয়নং বর্ষং দ্বেহয়নে দক্ষিণোত্তরে।
তদ্দেবানামহোরাত্রং দিনং তত্রোত্তরায়ণম্ ॥২৫
দিব্যৈর্বর্ষসহস্রৈস্তু কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতম্।
চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং শৃণুষ্ব মে ॥ ২৬
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং কৃতমুচ্যতে।
শতানি সন্ধ্যা চত্বারি সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥২৭

ত্রেতা ত্রীণি সহস্রাণি দিব্যাব্দানাং শতত্রয়ম্।
তৎসন্ধ্যা তৎসমা চৈব সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥
দ্বাপরং দ্বে সহস্রে তু বর্ষাণাং দ্বে শতে তথা।
তস্য সন্ধ্যা সমাখ্যাতা দ্বে শতাব্দে তদংশকঃ
কলিঃ সহস্রং দিব্যানামব্দানাং দ্বিজসত্তম।
সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশকশ্চৈব শতকৌ সমুদাহৃতৌ ॥
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগাখ্যা কবিভিঃ কৃতা।
এতৎ সহস্রগুণিতমহর্ব্রাহ্মমুদাহৃতম্ ॥ ৩১
ব্রহ্মণো দিবসে ব্রহ্মন মনবঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।
ভবন্তি ভাগশস্তেষাং সহস্রং তদ্বিভজ্যতে ॥ ৩২
দেবাঃ সপ্তর্ষয়ঃ সেন্দ্রা মনুস্তৎসূনবো নৃপাঃ।
মনুনা সহ সৃজ্যন্তে সংহ্রিয়ন্তে চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৩৩
চতুর্যুগানাং সংখ্যাতা সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
মন্বন্তরং তস্য সংখ্যাং মানুষাব্দৈর্নিবোধ মে ॥৩৪
ত্রিংশৎকোট্যস্তু সম্পূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃসংখ্যয়া দ্বিজ
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি চ সংখ্যয়া ॥ ৩৫

দাদি দেবদেব চতুরানন রজোগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক সকলের সৃজন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তিনি হিরণ্যগর্ভ, দেবাদি ও এক প্রকারে অনাদি। তিনি ভূপদ্মকর্ণিকা অবলম্বনপূর্ব্বক সকলের অগ্রে আবির্ভূত হন। সেই মহাত্মার পরমায়ুঃসংখ্যা ব্রাহ্ম মানের শতবৎসর বলিয়া নিরূপিত আছে, তাহার সংখ্যা বলিতেছি, অবধান কর। পঞ্চদশ নিমিষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে এক কলা, ত্রিংশৎ কলাতে এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে মানবগণের এক দিবারাত্র হয়। ত্রিংশৎ দিবারাত্রে অথবা দুই পক্ষে এক মাস হইয়া থাকে। ২০—২৪। ছয় মাসে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর হয়। অয়ন দ্বিবিধ; দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। এই প্রকার নরমানের এক বৎসরে সুরগণের এক অহোরাত্র হয়। তন্মধ্যে উত্তরায়ণ তাঁহাদিগের দিবা। দিব্য পরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসরে সত্যাদি যুগচতুষ্টয় হইয়া থাকে। সেই চারিযুগের বিভাগ বলিতেছি, শ্রবণ কর। দিব্য চারিসহস্র বৎসরে সত্যযুগ হয়। চারিশত বৎসর উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ। তিন সহস্র দিব্য বৎসরে ত্রেতাযুগ হইয়া থাকে। সুরমানের তিনশত বৎসর করিয়া উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ হয়। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই সহস্র দিব্য বৎসর; দুই শত দিব্য বৎসরে উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ হইয়া থাকে। এক সহস্র দিব্য বৎসরে কলিযুগ হয় এবং উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ উভয়েই একশত দিব্য বৎসর। ২৫—৩০। কবিগণ এই প্রকারে যুগচতুষ্টয়ের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র দিব্য বৎসরে বিভাগ করিয়াছেন। ইহাকে সহস্রগুণ করিলে যাহা হয়, তাহাই ব্রহ্মার একদিন বলিয়া নিরূপিত। হে ব্রহ্মন্। ব্রহ্মার এই একদিনের মধ্যে যথাবিভাগে চতুর্দ্দশ মনু আবির্ভূত হন; তাঁহাদিগের সহস্রবিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, সপ্তর্ষিগণ, মনুগণ ও মনুপুত্র নৃপতিগণ মন্বন্তরের সহিত সৃষ্ট হন ও পূর্ব্বের ন্যায় সংহৃত হন। কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হইয়া থাকে। নরমানের বৎসরানুসারে তাহার সংখ্যা কহি-

বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোঽয়ং সাধিকং বিনা।
এতন্মন্বন্তরং প্রোক্তং দিব্যৈর্বর্ষৈর্নিবোধ মে ॥
অষ্টৌ শতসহস্রাণি * দিব্যয়া সংখ্যয়া যুতম্।
দ্বিপঞ্চাশৎ তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি তু ॥৩৭
চতুর্দ্দশগুণো হ্যেষ কালো ব্রাহ্মমহঃ স্মৃতম্।
তস্যান্তে প্রলয়ঃপ্রোক্তো ব্রহ্মন্নৈমিত্তিকো বুধৈঃ
ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকশ্চ বিনাশিনঃ
তথা বিনাশমায়াতি মহর্লোকশ্চ তিষ্ঠতি ॥৩৯
তদ্বাসিনোঽপি তাপেন জনলোকং প্রয়ান্তি বৈ
একার্ণবে চ ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মা স্বপিতি বৈ নিশি
তৎপ্রমাণৈব সা রাত্রিস্তদন্তে সৃজ্যতে পুনঃ।
এবন্তু ব্রহ্মণো বর্ষমেকং বর্ষশতন্তু তৎ ॥ ৪১
শতং হি তস্য বর্ষাণাং পরমিত্যভিধীয়তে।
পঞ্চাশদ্ভিস্তথা বর্ষৈঃ পরার্দ্ধমিতি কীর্ত্ত্যতে ॥ ৪২
এবমস্য পরার্দ্ধন্তু ব্যতীতং দ্বিজসত্তম।
যস্যান্তেঽভূন্মহাকল্পঃ পাদ্ম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥৪৩
দ্বিতীয়স্য পরার্দ্ধস্য বর্ত্তমানস্য বৈ দ্বিজ।
বারাহ ইতি কল্পোঽয়ং প্রথমঃ পরিকল্পিতঃ ॥৪৪

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ব্রহ্মায়ুঃপ্রমাণং
নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

যথা সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা ভগবানাদিকৃৎ প্রজাঃ।
প্রজাপতিপতির্দেবস্তন্মে বিস্তরতো বদ ॥ ১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কথয়াম্যেষ তে ব্রহ্মন্ সসর্জ্জ ভগবান্ যথা।
লোককৃচ্ছাশ্বতঃ কৃৎস্নং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥
পদ্মাবসানে প্রলয়ে নিশাসুপ্তোত্থিতঃ প্রভুঃ।

তেছি, অবধান কর। সম্পূর্ণ ত্রিংশৎ কোটি সপ্তষষ্টি নিযুত, বিংশতি সহস্র মনুষ্যবৎসরই এক মন্বন্তরের পরিমাণ। এক্ষণে দিব্য মানের বর্ষ অনুসারে শ্রবণ কর। দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্রাধিক অষ্টশত সহস্র দিব্য বৎসরে এক মন্বন্তর হইয়া থাকে। ৩১—৩৭। এই কালকে চতুর্দ্দশগুণিত করিলে ব্রহ্মার এক-দিন হয়। হে ব্রহ্মন! এই ব্রাহ্মদিনের অন্তে যে প্রলয় সংঘটিত হয়, বুধগণ তাহা-কেই নৈমিত্তিক প্রলয় বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক সমস্তই নশ্বর; সুতরাং সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কেবল মহর্লোক বিদ্যমান থাকে। মহর্লোকবাসি-গণ প্রলয়-কালজাত তাপে জনলোকে প্রস্থান করেন, তখন ত্রিভুবন একার্ণব হয়। ব্রহ্মা রাত্রিকালে শয়ন করেন। দিনের পরিমাণ যেরূপ, ব্রহ্মার রাত্রির পরিমাণও তদ্রূপ। রাত্রি অবসানে পুনর্ব্বার সৃজনক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে। এইরূপ তিনশত ষষ্টি দিনে অর্থাৎ সাতশত কুড়ি প্রলয়ে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়। এই শত বৎসরকে পুনর্ব্বার শতগুণ করিলে যাহা হয়, সেই সংখ্যাকে পর কহে। এই প্রকার পঞ্চাশৎ বর্ষে এক পরার্দ্ধ হয়। হে দ্বিজোত্তম! এই প্রকারে ব্রহ্মার এক পরার্দ্ধ বিগত হইয়াছে। তাহারই অন্তে পাদ্মনামা মহাকল্প সংঘটিত হইয়াছিল। হে দ্বিজ! অধুনা দ্বিতীয় পরার্দ্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে; ইহাকেই বারাহ-কল্প কহে। ইহাই প্রথম কল্প বলিয়া পরি-কল্পিত। ৩৭—৪৪।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি বলিলেন, ভগবান্ প্রজাপতি প্রভু আদিস্রষ্টা ব্রহ্মা যেরূপে প্রজাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! জগৎকারণ ভগবান্ অনাদি যেরূপে এই স্থাবর-জঙ্গম-সঙ্কুল সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট

---

* অষ্টৌ বর্ষসহস্রাণীতি বা পাঠঃ।

সত্ত্বোদ্রিক্তস্তদা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমবৈক্ষত ॥৩
ইমঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।
ব্রহ্মস্বরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্ ॥ ৪
আপো নারা বৈ তনব ইত্যপাং নাম শুশ্রুম।
তাসু শেতে স যস্মাচ্চ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥
বিবুদ্ধঃ সলিলে তস্মিন্ বিজ্ঞায়ান্তর্গতাং মহীম্
অনুমানাৎ সমুদ্ধারং কর্ত্তুকামস্তদা ক্ষিতেঃ ॥ ৬
অকরোৎ স তনূরন্যাঃ কল্পাদিষু যথা পুরা।
মৎস্যকূর্ম্মাদিকাস্তদ্বদ্বারাহং বপুরাস্থিতঃ ॥ ৭
বেদযজ্ঞময়ং দিব্যং বেদযজ্ঞময়ো বিভুঃ।
রূপং কৃত্বা বিবেশাপ্সু সর্ব্বগঃ সর্ব্বসম্ভবঃ ॥ ৮
সমুদ্ধৃত্য চ পাতালান্মুমোচ সলিলে ভুবম্।
জনলোকস্থিতৈঃ সিদ্ধৈশ্চিন্ত্যমানো জগৎপতিঃ
তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
বিততত্বাত্তু দেহস্য ন মহী যাতি সংপ্লবম্ ॥ ১০
ততঃ ক্ষিতিং সমীকৃত্য পৃথিব্যাং
সোঽসৃজদ্গিরীন্।

প্রাক্‌সর্গে দহ্যমানে তু তদা সংবর্ত্তকাগ্নিনা।
তেনাগ্নিনা বিশীর্ণাস্তে পর্ব্বতা ভুবি সর্ব্বশঃ ॥ ১১
শৈলা একার্ণবে মগ্না বায়ুনাপস্তু সংহতাঃ।
নিষক্তা যত্র যত্রাসংস্তত্র তত্রাচলাভবন্ ॥ ১২
ভূবিভাগং ততঃ কৃত্বা সপ্তদ্বীপোপশোভিতম্
ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্ পূর্ব্ববৎ সমকল্পয়ৎ ॥
সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিষু যথা পুরা।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকস্তস্মাৎ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥ ১৪
তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥ ১৫
পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গো ধ্যায়তোঽপ্রতিবোধবান্।
বহিরন্তশ্চাপ্রকাশঃ সংবৃতাত্মা নগাত্মকঃ ॥ ১৬
মুখ্যা নগা যতশ্চোক্তা মুখ্যসর্গস্ততস্ত্বয়ম্।
তং দৃষ্ট্বা সাধকং সর্গমমন্যদপরং পুনঃ ॥ ১৭
তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং তির্য্যক্‌স্রোতো হ্যবর্ত্তত।

বলিতেছি। পাদ্মনামক প্রলয়ের অবসান হইলে পাদ্মকল্প শেষ হইলে সত্ত্বগুণ দ্বারা উদ্রিক্ত প্রভু ব্রহ্মা নৈশ-নিদ্রোত্থিত হইয়া সমস্ত ভুবনকে শূন্য দর্শন করিলেন। তৎকালে জগৎকারণ অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপী নারায়ণের প্রতি এই শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে যে, "শুনিয়াছি, জল শব্দের নাম নার—তনু। তাহাতে তিনি (অয়ন) শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি নারায়ণ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।" ১—৫। নারায়ণ জাগরিত হইয়া পৃথিবীকে সেই সলিলে মগ্না অনুমান করিলেন এবং তাহার উদ্ধার কামনায়, পূর্ব্ব-পূর্ব্বকল্পে মৎস্য-কূর্ম্মাদির ন্যায় বেদযজ্ঞময় দিব্য বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। জগৎপতি পাতাল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া জলের উপরি স্থাপন করিলেন, বিস্তৃত দেহ জন্য পৃথিবী জলমগ্না না হইয়া বৃহৎ নৌকার ন্যায় ভাসিতে লাগিল। ৬—১০। অতঃপর পৃথিবীকে সমতল করিয়া প্রথমত পর্ব্বতের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম-সৃষ্টিতে সম্বর্ত্তক অগ্নি দাহন করিতে আরম্ভ করিলে, পর্ব্বতগণ সেই অগ্নি-সন্তাপে বিশীর্ণ-কলেবর হইয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইল, তখন তত্রত্য জলরাশিও বায়ুদ্বারা সংহত হইয়া উঠিল; সুতরাং পর্ব্বতগণ যে যে স্থলে সংলগ্ন হইয়াছিল, সেই সেই স্থানেই অচল হইয়া রহিল। অনন্তর সপ্তদ্বীপরূপে ভূ-বিভাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ ভূর্লোকাদি চারিটী লোক বিভাগ করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে তমোময় তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামক পঞ্চ অবিদ্যা তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইল। ১১—১৫। এইরূপ চিন্তা করায় অপ্রতিবোধ-বিশিষ্ট সৃষ্টি, পঞ্চ প্রকারে অবস্থিত হইল। উহা সংবৃতাত্মক ও নগস্বরূপ এবং তাহার বহির্ভাগে ও অন্তর্দ্দেশে সমস্তই অপ্রকাশিত। এই সৃষ্টি নগপ্রধান বলিয়া ইহা মুখ্যসর্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তিনি এই অসাধক সৃষ্টি অবলোকন করিয়া পুনরায়

যস্মাৎ তির্য্যক্‌প্রবৃত্তিঃ সা তির্য্যক্‌স্রোতস্ততঃ
স্মৃতঃ ॥ ১৮

পশ্বাদয়স্তে বিখ্যাতাস্তমঃপ্রায়া হ্যবেদিনঃ।
উৎপথগ্রাহিণশ্চৈব তেঽজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ ॥ ১৯

অহঙ্কৃতা অহম্মানা অষ্টাবিংশদ্বিধাত্মকাঃ।
অন্তঃপ্রকাশাস্তে সর্ব্বে আবৃতাস্তু পরস্পরম্ ॥

তমপ্যসাধকং মত্বা ধ্যায়তোঽন্যস্ততোঽভবৎ।
উর্দ্ধস্রোতস্তৃতীয়স্তু সাত্ত্বিকোর্দ্ধমবর্ত্তত ॥ ২১

তে সুখপ্রীতিবহুলা বহিরন্তস্ত্বনাবৃতাঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ উর্দ্ধস্রোতঃসমুদ্ভবাঃ ॥ ২২

তুষ্টাত্মনস্তৃতীয়স্তু দেবসর্গো হি স স্মৃতঃ।
তস্মিন্ সর্গেঽভবৎ প্রীতির্নিষ্পন্নে ব্রহ্মণস্তদা ॥

ততোঽন্যং স তদা দধ্যৌ সাধকং সর্গমুত্তমম্।
তথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্ততঃ ॥ ২৪

প্রাদুর্ব্বভৌ * তদাব্যক্তাদর্ব্বাক্‌স্রোতস্তু সাধকঃ

অন্য সৃষ্টির মানস করিলেন। তির্য্যক্‌-প্রবৃত্তিই তির্য্যক্‌স্রোত নামে কথিত হইয়া থাকে; সৃষ্টিচিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সেই তির্য্যক্‌স্রোত প্রবাহিত হইলে অষ্টা-বিংশতিবিধাত্মক তমোগুণবহুল, অবোধ, উৎপথগ্রাহী, অজ্ঞানান্ধ অহঙ্কার-বিশিষ্ট ও অহঙ্কারে পরিণত পশ্বাদি সকল সমুৎপন্ন হইল। ইহারা অন্তঃপ্রকাশ ও পরস্পরকে আবরণ করিয়া অবস্থিত। ১৮—২০। এই সৃষ্টিকেও অসাধক বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করায় উর্দ্ধপথগামী সাত্ত্বিক স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল; তাহাতে যাহারা উৎপন্ন হইল, তাহারা সুখপ্রীতিবহুল, অন্ত-র্ব্বহিঃপ্রকাশিত এবং তুষ্টাত্মা এই তৃতীয় সৃষ্টিকে দেবসর্গ বলে। এই সৃষ্টি নিষ্পন্ন হইলে ব্রহ্মার অতীব সন্তোষ হইল। তদ-নন্তর তিনি পুনরায় উত্তম সাধকসর্গের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সেই যথার্থ-চিন্তা-সমন্বিত ব্রহ্মার চিন্তায় অব্যক্ত হইতে অর্ব্বাক্‌স্রোতা নামক সাধক সর্গ উৎপন্ন

যস্মাদর্ব্বাগ্‌ব্যবর্ত্তন্ত ততোঽর্ব্বাক্‌স্রোতসস্তু তে
তে চ প্রকাশবহুলাস্তমোদ্রিক্তা রজোঽধিকাঃ
তস্মাৎ তে দুঃখবহুলা ভূয়োভূয়শ্চ কারিণঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাশ্চ তে ॥ ২৭

পঞ্চমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ স চতুর্দ্ধা ব্যবস্থিতঃ।
বিপর্য্যয়েণ সিদ্ধ্যা চ শান্ত্যা তুষ্ট্যা তথৈব চ ॥

নির্বৃত্তং বর্ত্তমানঞ্চ তেঽর্থং জানন্তি বৈ পুনঃ।
ভূতাদিকানাং ভূতানাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ স উচ্যতে ॥

তে পরিগ্রাহিণঃ সর্ব্বে সংবিভাগরতাস্তথা।
চোদনাশ্চাপ্যশীলাশ্চ জ্ঞেয়া ভূতাদিকাশ্চ তে ॥

প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণস্তু সঃ।
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্তু ভূতসর্গঃ স উচ্যতে ॥ ৩১

বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গশ্চৈন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ।
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ ॥ ৩২

মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ।
তির্য্যক্‌স্রোতস্তু যঃ প্রোক্তস্তির্য্যগ্‌যোন্যঃ
সপঞ্চমঃ ॥ ৩৩

হইল। ইহা অর্ব্বাগ্‌-ভাবে বিবর্ত্তিত হইয়া-ছিল বলিয়া ইহাকে অর্ব্বাক্‌স্রোতা সর্গ বলে। ২১—২৫। তাহা হইতে তমোরজো-গুণশালী, প্রকাশপ্রবণ, দুঃখবহুল, চেষ্টায়-মাণ ও সাধক মনুষ্য সৃষ্ট হইল। পঞ্চম সৃষ্টি অনুগ্রহ নামক; বিপর্য্যয়, সিদ্ধি, শান্তি ও তুষ্টি দ্বারা তাহা চারিভাগে বিভক্ত। নিষ্পাদিত- ও বর্ত্তমান অর্থ সকল তাহারা অবগত আছে। ভূতাদিক ও ভূত সকলের সৃষ্টি ষষ্ঠ সর্গ বলিয়া কীর্ত্তিত। তাহারা সকলেই পরিগ্রহকারী, সম্যকরূপে বিভাগ বিষয়ে রত, প্রেরণা-নিপুণ এবং কুৎসিত-স্বভাব। ইহাদিগকেই ভূতাদিক বলে। ২৬—৩০। প্রথমত যাহাতে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়, তাহাকে মহৎসৃষ্টি বলে; ব্রহ্মাংশের সৃষ্টি দ্বিতীয়, তাহাকে ভূতসর্গ কহে। ঐন্দ্রিয়ক বৈকারিক সৃষ্টি তৃতীয়, ইহাই প্রাকৃতসর্গ ও বুদ্ধিপূর্ব্বক। মুখ্যসর্গ চতুর্থ, স্থাবরদিগকেই মুখ্য বলা হইয়াছে। কথিত তির্য্যগ্‌যোনিরূপ তির্য্যক্‌স্রোতঃ পঞ্চমসর্গ।

---

* প্রাদুরাসীৎ ইতি বা পাঠঃ।

ততোর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
ততোঽর্ব্বাক্স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ
অষ্টমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসশ্চ সঃ।
পঞ্চৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ
প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ।
ইত্যেতে বৈ সমাখ্যাতা নব সর্গাঃ প্রজাপতেঃ

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে প্রাকৃত-বৈকৃত-সর্গো নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

সমাসাৎ কথিতা সৃষ্টিঃ সম্যগ্ভগবতা মম।
দেবাদীনাং ভবং ব্রহ্মন্ বিস্তরাত্তু ব্রবীহি মে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কুশলাকুশলৈর্ব্রহ্মন্ ভাবিতাঃ পূর্ব্বকর্ম্মভিঃ।
খ্যাতা তয়া হ্যনির্ম্মুক্তাঃ প্রলয়ে হ্যুপসংহৃতাঃ ॥২
দেবাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ প্রজা ব্রহ্মংশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বতঃ সৃষ্টিং জজ্ঞিরে মানসাস্তদা ॥ ৩
ততো দেবাসুরপিতৄন্ মানুষাংশ্চ চতুষ্টয়ম্।
সিসৃক্ষুরম্ভাংস্যেতানি স্বমাত্মানমযূযুজৎ ॥ ৪
যুক্তাত্মনস্তমোমাত্রা উদ্রিক্তাভূৎ প্রজাপতেঃ।
সিসৃক্ষোর্জ্জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে ততঃ ॥৫
উৎসসর্জ্জ ততস্তাস্তু তমোমাত্রাত্মিকাং তনুম্।
সাপবিদ্ধা তনুস্তেন সদ্যো রাত্রিরজায়ত ॥ ৬
অন্যাং তনুমুপাদায় সিসৃক্ষুঃ প্রীতিমাপ সঃ।
সত্ত্বোদ্রেকাস্ততো দেবা মুখতস্তস্য জজ্ঞিরে ॥ ৭
উৎসসর্জ্জ চ ভূতেশস্তনুং তামপ্যসৌ বিভুঃ।
সা চাপবিদ্ধা দিবসং সত্ত্বপ্রায়মজায়ত ॥ ৮
সত্ত্বমাত্রাত্মিকামেব ততোঽন্যাং জগৃহে তনুম্।
পিতৃবন্মন্যমানস্য পিতরস্তস্য জজ্ঞিরে ॥ ৯
সৃষ্ট্বা পিতৄনুৎসসর্জ্জ তনুং তামপি স প্রভুঃ।
সা চোৎসৃষ্টাভবৎ সন্ধ্যা দিননক্তান্তরস্থিতা ॥১০

ঊর্দ্ধস্রোতের সৃষ্টি ষষ্ঠ; তাহা দেবসর্গ নামে কথিত। তৎপরে অর্ব্বাক্স্রোতঃ সপ্তমসৃষ্টি; তাহা মানুষ। অনুগ্রহ সর্গ অষ্টম, তাহা সাত্ত্বিক ও তামস-ভেদে দ্বিবিধ। এই পাঁচটী বৈকৃতসৃষ্টি এবং পূর্ব্বোক্ত তিনটী প্রাকৃত সৃষ্টি। কৌমার নামক সৃষ্টি নবম। এইরূপে প্রজাপতির নবমসংখ্যক সৃষ্টি কথিত হইল। ৩১—৩৭।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি বলিলেন, ভগবন্! আপনি আমার নিকট যেরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে; অতএব দেবতা প্রভৃতির উৎপত্তি বিস্তাররূপে বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বজন্মের কুশলাকুশল কর্ম্মজন্যই পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মবদ্ধ দেব প্রভৃতি স্থাবরান্ত চতুর্ব্বিধপ্রজা প্রলয়কালে বিনষ্ট হইলে, ব্রহ্মা পুনর্ব্বার তাহাদিগের সৃষ্টিজন্য মানস করিলেন। তদনন্তর দেবতা, অসুর, পিতৃলোক ও মনুষ্য, এই চতুর্ব্বিধ প্রজা-সৃষ্টিকামনায় তিনি জলমধ্যে স্বকীয় অংশ নিক্ষেপ করিলেন। সিসৃক্ষু প্রজাপতির তমোগুণের উদ্রেক হওয়ায় প্রথমতঃ জঘন হইতে অসুরগণ উৎপন্ন হইল, তজ্জন্য তাহাদিগকে তমোগুণাত্মক শরীর প্রদান করিলেন এবং সেই তনুই ত্যক্ত হইয়া তমোগুণাত্মিকা রাত্রি নামে খ্যাত হইল। অনন্তর প্রজাপতি অন্য তনু পরিগ্রহ করিয়া প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হওয়াতে, তাঁহার মুখ হইতে সত্ত্বগুণবহুল দেবগণ সৃষ্ট হইলে তাহাদিগকে সাত্ত্বিক শরীর প্রদান করিলেন; পরিত্যক্ত সেই সত্ত্বগুণবহুল কলেবরই দিবস নাম প্রাপ্ত হইল। তৎপরে পুনর্ব্বার সত্ত্বময় তনুগ্রহণপূর্ব্বক পিতৃলোক উৎপাদন করিয়া সেই তনু পরিত্যাগ করিলে, তাহাই দিবা-

রজোমাত্রাত্মিকামন্যাং তনুং তেজেঽথ স প্রভুঃ
ততো মনুষ্যাঃ সম্ভূতা রজোমাত্রাসমুদ্ভবাঃ॥ ১১
সৃষ্ট্বা মনুষ্যান্ স বিভুরুৎসসর্জ্জ তনুং ততঃ।
জ্যোৎস্না সমভবৎ সা চ নক্তান্তেঽহর্ম্মুখে চ যা
ইত্যেতাস্তনবস্তস্য দেবদেবস্য ধীমতঃ।
খ্যাতা রাত্র্যহনী চৈব সন্ধ্যা জ্যোৎস্না চ বৈ দ্বিজ
জ্যোৎস্না সন্ধ্যা তথৈবাহঃ সত্ত্বমাত্রাত্মকং ত্রয়ম্
তমোমাত্রাত্মিকা রাত্রিঃ সা বৈ তস্মাৎ ত্রিযামিকা
তস্মাদ্দেবা দিবা রাত্রাবসুরাস্তু বলান্বিতাঃ।
জ্যোৎস্নাগমে চ মনুজাঃ সন্ধ্যায়াং পিতরস্তথা
ভবন্তি বলিনোঽধৃষ্যা বিপক্ষাণাং ন সংশয়ঃ।
তদ্বিপর্য্যয়মাসাদ্য প্রয়ান্তি চ বিপর্য্যয়ম্॥ ১৬
জ্যোৎস্না রাত্র্যহনী সন্ধ্যা চত্বার্য্যেতানি বৈ প্রভোঃ।
ব্রহ্মণস্তু শরীরাণি ত্রিগুণোপশ্রিতানি তু॥ ১৭
চত্বার্য্যেতান্যথোৎপাদ্য তনুমন্যাং প্রজাপতিঃ।
রজস্তমোময়ীং রাত্রৌ জগৃহে ক্ষুত্তৃড়ন্বিতঃ॥ ১৮
তদন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামানসৃজদ্ভগবানজঃ।

রাত্রির অভ্যন্তরস্থিত সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। অতঃপর রজোমাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণপূর্ব্বক রজোগুণবহুল মনুষ্যসৃষ্টি করিয়া সেই তনু পরিত্যাগ করিলে তাহা জ্যোৎস্না হইল; ঐ জ্যোস্না রাত্রিশেষে ও দিবার প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।১—১২। দেবদেবের এই সকল বিগ্রহই দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্না নামে বিখ্যাত হইয়াছে। জ্যোৎস্না, সন্ধ্যা ও দিবা, এই তিনটী সত্ত্ব-মাত্রাত্মক, রাত্রি তামসী, এই জন্যই রাত্রি ত্রিযাম হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গুণাধিক্য বশতই দিবসে দেবতাগণ, রাত্রিতে অসুরগণ, জ্যোৎস্নাগমে মনুষ্য সকল ও সন্ধ্যাকালে পিতৃলোক-সমূহ অধিক বলশালী হইয়া বিপক্ষদিগের অজেয় হইয়া থাকেন এবং বিপরীতকালে তদ্বিপরীত গুণশালী হয়। প্রজাপতি দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্না এই চতুর্ব্বিধ শরীর উৎপন্ন করিয়া রাত্রিকালে ক্ষুৎপিপাসান্বিত হওয়ায় রজস্তমোময়ী অন্য

বিরূপান্ শ্মশ্রুলানন্যুমাবন্নাত্তে চ তাং তনুম্।
রক্ষাম ইতি তেভ্যোঽন্যে য উচুস্তে তু রাক্ষসাঃ।
খাদাম ইতি যে চোচুস্তে যক্ষা যক্ষণাদ্দ্বিজ॥ ২০
তান্ দৃষ্ট্বা হ্যপ্রিয়েণাস্য কেশাঃ শীর্য্যন্ত বেধসঃ
সমারোহণহীনাশ্চ শিরসো ব্রহ্মণস্ত তে।
সর্পণাৎ তেঽভবন্ সর্পা হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ॥
সর্পান্ দৃষ্ট্বা ততঃ ক্রোধাৎ ক্রোধাত্মানো বিনির্ম্মমে।
বর্ণেন কপিলেনোগ্রাস্তে ভূতাঃ পিশিতাশনাঃ॥
ধ্যায়তো গাং ততস্তস্য গন্ধর্ব্বা জজ্ঞিরে সুতাঃ
জজ্ঞিরে পিবতো বাচং গন্ধর্ব্বাস্তেন তে স্মৃতাঃ
অষ্টাস্বেতাসু সৃষ্টাসু দেবযোনিষু স প্রভুঃ॥ ২৪
ততঃ স্বদেহতোঽন্যানি * বয়াংসি পশবোঽসৃজৎ
মুখতোঽজাঃ সসর্জ্জাথ বক্ষসশ্চাবয়োঽসৃজৎ।

মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক অতিবিরূপ ও শ্মশ্রুল ক্ষুৎকাম প্রজা সৃষ্টি করিলেন। তাহারা সেই তনু ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, যাহারা "রক্ষা করিব" বলিল, তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা "ভোজন করিব" বলিল, তাহারা যক্ষ নামে অভিহিত হইল। ১৩—২০। তাহা-দিগকে দেখিয়া অপ্রীতি উপস্থিত হওয়ায় বিধাতার কেশ সকল পতিত হইতে লাগিল, ঐ কেশ ব্রহ্মার মস্তক সমারোহণ-শূন্য হইয়া সর্পণ (বিচরণ) করায় তাহারা সর্প-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। হীনজাতিত্ব হেতু তাহা-দিগকে অহিও বলিয়া থাকে। সর্পদর্শনে ক্রোধান্বিত হওয়ায় ক্রোধাত্মা, কপিলবর্ণ, উগ্রস্বভাব, পিশিতাশনের প্রাদুর্ভাব হইল। বাক্যের চিন্তাকালে গন্ধর্ব্বগণের উৎপত্তি হয়; বাক্য গ্রহণ করিতে করিতে উৎপন্ন হওয়ায় তাহারা গন্ধর্ব্ব নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে অষ্টবিধ দেবযোনি সৃষ্টি করিয়া স্বদেহ হইতে অন্য পশু-পক্ষী সকল উৎপন্ন করিলেন। মুখ হইতে ছাগ, বক্ষ হইতে

---

* ততঃ স্বচ্ছন্দতোঽন্যানি ইতি বা পাঠঃ।

গাবশ্চৈবোদরাদ্‌ব্রহ্মা পার্শ্বাভ্যাঞ্চ বিনির্ম্মমে ॥২৫
পদ্ভ্যাঞ্চাশ্বান্ সমাতঙ্গান্ রাসভাঞ্ছশকান্ মৃগান্
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব নানারূপাশ্চ জাতয়ঃ ॥ ২৬
ওষধ্যঃ ফলমূলিন্যো রোমভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে ॥২৭
এবং পশ্বোষধীঃ সৃষ্ট্বা হ্যযজচ্চাধ্বরে বিভুঃ।
তস্মাদাদৌ তু কল্পস্য ত্রেতাযুগমুখে তদা ॥ ২৮
গৌরজো মহিষো মেষঃ অশ্বাশ্বতরগর্দ্দভাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান পশূনাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে
শ্বাপদং দ্বিখুরং হস্তী বানরাঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ।
ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ ॥৩০
গায়ত্রীঞ্চ ত্র্যচঞ্চৈব ত্রিবৃৎ সাম রথন্তরম্।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ ॥৩১
যজূংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দঃ স্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎসাম তথোক্তঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্মুখাৎ ॥ ৩২
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ সোমং পঞ্চদশং তথা।
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ নির্ম্মমে পশ্চিমান্মুখাৎ ॥ ৩৩
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্যামাণমেব চ।
অনুষ্টুভং সবৈরাজমুত্তরাদসৃজন্মুখাৎ ॥ ৩৪
বিদ্যুতোহশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
বয়াংসি চ সসর্জ্জাদৌ কল্পস্য ভগবান্ বিভুঃ ॥ ৩৫
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।
সৃষ্ট্বা চতুষ্টয়ং পূর্ব্বং দেবাসুরপিতৄন্ প্রজাঃ ॥ ৩৬
ততোহসৃজৎ স ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্ব্বাংস্তথৈবাপ্সরসাংগণান্
নর-কিন্নর-রক্ষাংসি বয়ঃপশু-মৃগোরগান্।
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণু জঙ্গমম্ ॥ ৩৮
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্টেঃ প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ ॥
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎ তৎ তস্য রোচতে
ইন্দ্রিয়ার্থেষু ভূতেষু শরীরেষু চ স প্রভুঃ।
নানাত্বং বিনিয়োগঞ্চ ধাতৈব ব্যদধাৎ স্বয়ম্ ॥৪১
নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ ॥

পক্ষী, উদর ও পার্শ্বদেশ হইতে গো, পদদ্বয় হইতে অশ্ব, হস্তী, গর্দ্দভ, শশ, মৃগ, উষ্ট্র ও অশ্বতর এবং রোম হইতে ফল-মূল-শালী নানাবিধ ওষধী সকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ২১—২৭। ভগবান্ ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে এইরূপে পশু ও ওষধীসমূহ উৎপন্ন করিয়া যজ্ঞসৃষ্টিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গো, ছাগ, মহিষ, মেষ অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ, এই সকল পশুকে গ্রাম্য কহে এবং শ্বাপদ, দ্বিখুর হস্তী, বানর, পক্ষী, জলচর-পশু ও সরীসৃপ, এই সপ্তবিধকে আরণ্য প্রাণী কহে। বিধাতা প্রথম মুখ হইতে যজুঃ, যজ্ঞের গায়ত্রী, ত্রিঋক্, ত্রিবৃৎ, সাম রথন্তর ও অগ্নিষ্টোম, তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুঃ ত্রৈষ্টুভ ছন্দঃ, পঞ্চদশস্তোম, বৃহৎসামও উক্ত; পশ্চিম মুখ হইতে বৈরূপ ও অতিরাত্র এবং উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অথর্ব্ব, আপ্তোর্যাম, অনুষ্টুভ ও বৈরাজ উৎপাদন করেন। ২৮—৩৪।

ভগবান কল্পের প্রথমেই বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, রোহিত ইন্দ্রধনু ও বয়স্ সৃষ্টি করিছেন। তৎপরে দেব, অসুর, পিতৃলোক ও মনুষ্য সৃষ্টি হইলে, তাঁহার গাত্র হইতে নানাবিধ প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। অতঃপর স্থাবর, জঙ্গম, ভূতগণ, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পক্ষী, পশু, মৃগ, ও ভুজঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় নশ্বর ও অবিনশ্বর পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহার যে কর্ম্ম, তাহা সৃষ্টির প্রথমেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা পুনঃপুনঃ সৃষ্ট হইয়া সেই সকল কর্ম্মই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৫—৩৯। প্রাণিগণ পূর্ব্বজন্মে হিংসা· অহিংসা, মৃদুতা ক্রূরতা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্য মিথ্যা, ইহার যেরূপ চিন্তা করিয়া থাকে, পরজন্মে তাহারা তাহাই প্রাপ্ত হয়; সুতরাং তজ্জন্য তাহাদিগের কোনরূপ অপ্রীতি উপস্থিত হয় না। ধাতা স্বয়ংই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ; প্রাণী ও শরীরের নানাবিধত্ব ও নানারূপত্ব এবং কার্য্যের বিভাগ বিধান করিয়া-

ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ দেবেষু সৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানামস্তেষাঞ্চ দদাতি সঃ॥ ৪৩
যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥৪৪
এবংবিধাঃ সৃষ্টয়স্তু ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রবুদ্ধস্য কল্পে কল্পে ভবন্তি বৈ॥৪৫

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণেঽষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

অর্ব্বাক্‌স্রোতস্ত কথিতো ভবতা যস্তু মানুষঃ।
ব্রহ্মন্ বিস্তরতো ব্রূহি ব্রহ্মা সমসৃজদ্‌যথা॥ ১
যথা চ বর্ণানসৃজদ্‌যদ্‌গুণাংশ্চ মহামতে।
যচ্চ যেষাং স্মৃতং কর্ম্ম বিপ্রাদীনাং বদস্ব তৎ॥২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ পূর্ব্বং সত্যাভিধ্যায়িনস্তথা।
মিথুনানাং সহস্রন্তু মুখাৎ সোঽথাসৃজন্মুনে॥৩
জাতাস্তে হ্যুপপদ্যন্তে সত্ত্বোদ্রিক্তাঃ সচেতসঃ।
সহস্রমন্যদ্বক্ষস্তো মিথুনানাং সসর্জ্জ হ॥ ৪
তে সর্ব্বে রজসোদ্রিক্তাঃ শুষ্মিণশ্চাপ্যমর্ষিণঃ।
সসর্জ্জান্যৎ সহস্রন্তু দ্বন্দ্বানামূরুতঃ পুনঃ॥ ৫
রজস্তমোভ্যামুদ্রিক্তা ঈহাশীলাস্তু তে স্মৃতাঃ।
পদ্ভ্যাং সহস্রমন্যচ্চ মিথুনানাং সসর্জ্জ হ॥ ৬
উদ্রিক্তাস্তমসা সর্ব্বে নিঃশ্রীকা হ্যল্পচেতসঃ।
ততঃ সংহর্ষমাণাস্তে দ্বন্দ্বোৎপন্নাস্তু প্রাণিনঃ॥৭
অন্যোন্যহৃচ্ছয়াবিষ্টা মৈথুনায়োপচক্রমুঃ।
ততঃ প্রভৃতি কল্পেঽস্মিন মিথুনানাং হি সম্ভবঃ
মাসি মাস্যার্ত্তবং যত্তু ন তদাসীৎ তু যোষিতাম্
তস্মাৎ তদা ন সুষুবুঃ সেবিতৈরপি মৈথুনৈঃ॥৯
আয়ুষোঽন্তে প্রসূয়ন্তে মিথুনান্যেব তাঃ সকৃৎ
ততঃপ্রভৃতি কল্পেঽস্মিন মিথুনানাং হি সম্ভবঃ
ধ্যানেন মনসা তাসাং প্রজানাং জায়তে সকৃৎ

ছেন। প্রলয়ান্তে বেদশব্দ হইতে দেবতা, ঋষি ও অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের নাম করণ করিয়াছেন। যেরূপ ঋতু-বিপর্য্যয়ে ঋতু-চিহ্নের নানারূপত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, যুগাদিতেও উৎপন্ন পদার্থের সেইরূপ নানাবিধত্ব দেখা যায়। অব্যক্তজন্মা বিধাতা প্রতিকল্পেই প্রলয়ান্তে এইরূপ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ৪০—৪৫।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪৮॥

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি অর্ব্বাক্‌স্রোতা মনুষ্যের বিষয় যাহা কীর্ত্তন করিলেন, পুনর্ব্বার তাহাই বিশেষরূপে বলুন। যে গুণবিশিষ্ট বর্ণ সকলের যেরূপে সৃষ্টি হইয়াছে এবং বিপ্রাদির যাহা যাহা কর্ত্তব্য, সেই সকল কথা প্রকাশ করুন।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনে! সৃষ্টির প্রথমেই চিন্তাশীল ব্রহ্মার মুখ হইতে সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত সহস্র মিথুনের উৎপত্তি হয়। তৎপরে বক্ষঃপ্রদেশ হইতে রজোগুণবিশিষ্ট অন্য সহস্র মিথুন উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহারা সকলেই তেজস্বী এবং অমর্ষ স্বভাবাপন্ন। তাঁহার ঊরুদেশ হইতে যে সহস্র মিথুনের সৃষ্টি হয়, তাহারা রজঃ ও তমোগুণোদ্রিক্ত এবং ঈর্ষ্যান্বিত, আর পদদ্বয় হইতে শ্রীভ্রষ্ট, অল্পবুদ্ধি তামস মিথুনসহস্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। তৎপরে দ্বন্দ্বোৎপন্ন প্রাণিগণ হৃষ্টচিত্তে পরস্পর মৈথুনে উপগত হইয়াছিল। তদবধি প্রতিকল্পেই ঐরূপ মিথুনগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১—৯। তৎকালে কামিনীগণের প্রতিমাসে আর্ত্তব নিঃসৃত হইত না, এজন্য তাহারা অন্যান্য কালে মৈথুন উপভোগ করিলেও প্রসব না করিয়া একবার মাত্র মৃত্যুপ্রারম্ভে মিথুন প্রাণী প্রসব করিত। সেই অবধি মিথুনগণের এইরূপ উৎপত্তি হইয়া আসিতেছে। ব্রহ্মা প্রজাদিগকে মনে মনে চিন্তা

শব্দাদির্বিষয়ঃ শুদ্ধঃ প্রত্যেকং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ১১
ইত্যেষা মানসী সৃষ্টির্যা পূর্ব্বং বৈ প্রজাপতেঃ।
তস্যাশ্চাব্যয়সম্ভূতা যৈরিদং পূরিতং জগৎ ॥ ১২
সরিৎসরঃসমুদ্রাংশ্চ সেবন্তে পর্ব্বতানপি।
তাস্তদা হ্রস্বশীতোষ্ণা যুগে তস্মিংশ্চরন্তি বৈ ॥ ১৩
তৃপ্তিং স্বাভাবিকীং প্রাপ্তা বিষয়েষু মহামতে।
ন তাসাং প্রতিঘাতোঽস্তি ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ ॥ ১৪
পর্ব্বতোদধিসেবিন্যো হ্যনিকেতাস্ত সর্ব্বশঃ।
তা বৈ নিষ্কামচারিণ্যো নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥
পিশাচোরগ-রক্ষাংসি তথা মৎসরিণো জনাঃ।
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব নক্রা মৎস্যাঃ সরীসৃপাঃ ॥
অবারকা হ্যণ্ডজা বা তে হ্যধর্ম্মপ্রসূতয়ঃ।
ন মূল-ফল-পুষ্পাণি নার্ত্তবা বৎসরাণি চ ॥ ১৭
সর্ব্বকালসুখঃ কালো নাত্যর্থং ঘর্ম্মশীততা।
কালেন গচ্ছতা তেষাং পিত্রা সিদ্ধিরজায়ত ॥ ১৮
ততশ্চ তেষাং পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে চ বিতৃপ্ততা।
পুনস্তথেচ্ছতাং তৃপ্তিরনায়াসেন সাভবৎ ॥ ১৯
ইচ্ছতাঞ্চ তথায়াসো মনসঃ সমজায়ত।
অপাং সৌক্ষ্ম্যাৎ ততস্তাসাং সিদ্ধির্নানা রসে রসা
সমজায়ত চৈবাস্যা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী।
অসংস্কার্য্যৈঃ শরীরৈশ্চ প্রজাস্তাঃ স্থিরযৌবনাঃ
যাসাং বিনা তু সঙ্কল্পং জায়ন্তে মিথুনাঃ প্রজাঃ
সমং জন্ম চ রূপঞ্চ ম্রিয়ন্তে চৈব তাঃ সমম্ ॥
অনিচ্ছাদ্বেষসংযুক্তা বর্ত্তন্তে তু পরস্পরম্।
তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তমতাং বিনা ॥ ২৩
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু।
আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি ন চ ক্লেশাদ্বিপত্তয়ঃ ॥ ২৪
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পুনঃ সাভূৎ*ক্ষিতির্ভাগ্যেন সর্ব্বশঃ
কালেন গচ্ছতা নাশমুপযান্তি যথা প্রজাঃ ॥ ২৫

করিলে যুগপৎ যে পঞ্চমহাভূত ও শব্দাদি বিষয় উৎপন্ন হয়, তাহাকেই প্রজাপতির মানসী সৃষ্টি কহে; এখন সেই সৃষ্টিপরম্পরা দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বযুগে প্রজাগণ অল্প শীতোষ্ণ হইয়া, সরিৎ সরোবর ও সমুদ্র সন্নিধানে এবং পর্ব্বতে বিচরণ করিত; উপভোগ্য বিষয়ে স্বাভাবিক তৃপ্তিলাভ করিত এবং তাহাদের কোনরূপ ব্যাঘাত, দ্বেষ বা মৎসরাদি ছিল না। তাহারা নিকেতন না করিয়া, পর্ব্বত ও উদধিপুলিনে বাস করিত এবং সর্ব্বদা নিষ্কামচারী ও হৃষ্টচিত্ত ছিল। ৯—১৫। পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, মৎসরী ব্যক্তি, পশু, পক্ষী, নক্র, মৎস্য, সরীসৃপ, অবারক (তীরজ) এবং অণ্ডজ প্রাণিগণ অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তখন মূল, ফল, পুষ্প, ঋতু, বৎসরাদি কিছুই ছিল না। তখন অতিশয় গ্রীষ্ম বা অত্যন্ত শীত, কিছুই ছিল না; সকল সময়ই অত্যন্ত সুখের সময় ছিল। কালক্রমে তাহাদিগের অদ্ভুত সিদ্ধি উৎপন্ন হইল। পূর্ব্বাহ্ণে বা মধ্যাহ্নে তাহাদিগের তৃপ্তি না জন্মাইলে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহাদিগের তৃপ্তি উপস্থিত হইত এবং ইচ্ছানুসারে মনের আয়াসও হইত। তখন জলের সূক্ষ্মতা বশতঃ তাহাদিগের নানা প্রকার রসোল্লাসবতী অন্য সিদ্ধি উপস্থিত হইয়া যাবতীয় অভিলাষ পূর্ণ করিত। তাহারা আহার্য্যশোভা-রহিত এবং স্থিরযৌবন ছিল। ১৬—২১। সঙ্কল্প ব্যতিরেকে তাহাদিগের মিথুন প্রজা উৎপন্ন হইত। এই মিথুন প্রজাগণ যেমন এক সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিত, তেমনি রূপাদির সমতা লাভ করিয়া এক সঙ্গেই প্রাণত্যাগ করিত। তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি অভিলাষ বা দ্বেষ, কিছুই ছিল না, সকলেই সমানভাবে কালক্ষেপ করিত। তাহাদিগের মধ্যে কেহই উত্তম বা অধম ছিল না; কারণ, সকলের আয়ু ও রূপাদি সমভাবে বর্ত্তমান থাকিত। এই মিথুন প্রজাগণ মনুষ্যপরিমাণে ৪০০০ চারি সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকিত এবং অক্লেশে প্রাণত্যাগ করিত। দৈববশতঃ কোন কোন স্থানে পৃথিবী এরূপ হইয়া উঠিত, যাহা দ্বারা

---

* স্থিতিরাসাং ন সর্ব্বত ইতি বা পাঠঃ।

তথা তাঃ ক্রমশো নাশং জগ্মুঃ সর্ব্বত্র সিদ্ধয়ঃ।
তাসু সর্ব্বাসু নষ্টাসু নভসঃ প্রচ্যুতা নরাঃ॥
প্রায়শঃ কল্পবৃক্ষাস্তে সম্ভূতা গৃহসংশ্রিতাঃ।
সর্ব্বপ্রত্যুপভোগশ্চ তাসাং তেভ্যঃ প্রজায়তে॥
বর্ত্তয়ন্তি স্ম তেভ্যস্তাস্ত্রেতাযুগমুখে তদা।
ততঃ কালেন বৈ রাগস্তাসামাকস্মিকোঽভবৎ
মাসি মাস্যার্ত্তবোৎপত্ত্যা গর্ভোৎপত্তিঃ পুনঃপুনঃ
রাগোৎপত্ত্যা ততস্তাসাং বৃক্ষাস্তে গৃহসংশ্রিতাঃ
ব্রহ্মন্নপরেষাস্তু পেতুঃ শাখা মহীরুহাম্।
বস্ত্রাণি চ প্রসূয়স্তে ফলেষ্বাভরণানি চ॥ ৩০
তেষেব জায়তে তেষাং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্।
অমাক্ষিকং মহাবীর্য্যং পুটকে পুটকে মধু॥ ৩১
তেন বা বর্ত্তয়ন্তি স্ম মুখে ত্রেতাযুগস্য বৈ।
ততঃ কালান্তরেণৈব পুনর্লোভাবিতাস্তু তাঃ॥
বৃক্ষাস্তাঃ পর্য্যগৃহ্নস্ত মমত্বাবিষ্টচেতসঃ।
নেশুস্তেনাপচারেণ তেঽপি তাসাং মহীরুহাঃ।
ততো দ্বন্দ্বান্যজায়ন্ত শীতোষ্ণক্ষুন্মুখানি বৈ।
তাস্তু দ্বন্দ্বোপঘাতার্থং চক্রুঃ পূর্ব্বং পুরাণি তু॥
মরুধন্বসু দুর্গেষু পর্ব্বতেষু দরীষু চ *।
সংশ্রয়ন্তি চ দুর্গাণি বার্ক্ষং পার্ব্বতমৌদকম্॥৩৫
কৃত্রিমঞ্চ তথা দুর্গং মিত্বা মিত্বাত্মনোঽঙ্গুলৈঃ।
মানার্থানি প্রমাণানি তাস্তু পূর্ব্বং প্রচক্রিরে॥
পরমাণুঃ পরঃ সূক্ষ্মঃ ত্রসরেণুর্মহীরজঃ।
বালাগ্রঞ্চৈব লিক্ষাঞ্চ যূকাঞ্চাথ যবোদরম্॥ ৩৭
একাদশগুণং তেষাং যবমধ্যং তথাঙ্গুলম্।
ষড়ঙ্গুলং পদং তচ্চ বিতস্তির্দ্বিগুণং স্মৃতম্॥৩৮
দ্বে বিতস্তী তথা হস্তো ব্রাহ্মতীর্থাদিবেষ্টনম্।
চতুর্হস্তং ধনুর্দণ্ডো নাড়িকাযুগমেব চ॥ ৩৯
ধনুষাং দ্বে সহস্রে তু গব্যূতিস্তচ্চতুর্গুণম্।

প্রজাগণ ক্রমে ক্রমে জীবন বিসর্জ্জন করিত। ২২—২৫। এই প্রজাগণ ও সিদ্ধি সকল ক্রমে ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যগণ আকাশ হইতে নিপতিত হয় এবং গৃহ-সংশ্রিত কল্পবৃক্ষ সকলও উদ্ভূত হয়; এই কল্পবৃক্ষ হইতেই তাহাদিগের যাবতীয় ভোগ নিষ্পন্ন হইত। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে মনুষ্য-গণ এইরূপেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। অনন্তর কালবশে তাহাদিগের আকস্মিক রাগ উৎপন্ন হইল, এই রাগের উৎপত্তিতে তাহাদিগের মাসে মাসে ঋতু ও তজ্জন্য পুনঃপুনঃ গর্ভোৎপত্তি হইতে লাগিল এবং সেই গৃহসংশ্রিত বৃক্ষ ও শাখা সকল নিপতিত হইয়া গেল। তন্মধ্যে যে সকল বৃক্ষ অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতে বস্ত্র উৎপন্ন হইত ও বৃক্ষের ফলে অলঙ্কার সকল উৎপন্ন হইত। আর এই ফলের প্রত্যেক পুটকে সুন্দর গন্ধ ও বর্ণবিশিষ্ট অমাক্ষিক মধু উৎপন্ন হইত। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে এই বল-কর মধু পান করিয়া তাৎকালিক প্রজাগণ জীবন ধারণ করিত। অনন্তর কালক্রমে তাহারা অত্যন্ত লোভী হইয়া মমতাবিষ্ট-মানসে সেই বৃক্ষ সকলকে পরিগ্রহ করিতে লাগিল; আর সেই অপচারে মহীরুহ সকল বিনষ্ট হইয়া গেল। ২৬—৩৩। অনন্তর শীতোষ্ণ ক্ষুধাপ্রমুখ দ্বন্দ্ব সকল উৎপন্ন হইল। সেই দ্বন্দ্বসকলের উপঘাতের নিমিত্ত তাহারা প্রথমে পুর সকল নির্ম্মাণ করিল। তখন মরুভূমি, পর্ব্বত ও দরী প্রভৃতিতে দুর্গ সকল নির্ম্মিত হইলে তাহারা বার্ক্ষ, পার্ব্বত্য ও ঔদক প্রভৃতি দুর্গ সকল আশ্রয় করিতে লাগিল। স্বীয় স্বীয় অঙ্গুলাদি পরিমাণ দ্বারা কৃত্রিম দুর্গ সকল পরিমিত করিয়া পরিমাণ নিরূপণার্থ প্রমাণ সকল নির্দ্ধারণ করিল। অতি সূক্ষ্ম প্রমাণার্থ পরমাণু, ত্রসরেণু ও ধূলি এবং স্থূল প্রমাণার্থ কেশাগ্র, লিক্ষা, যূকা ও যব স্থিরীকৃত হইল। একাদশ যব মধ্যে এক অঙ্গুলি হয়। ছয় অঙ্গুলিতে এক পদ, দুই পদে এক বিতস্তি, দুই বিতস্তিতে এক হাত ব্রাহ্মতীর্থ পর্য্যন্ত বেষ্টিত চতুর্হস্তে এক ধনুর্দণ্ড বা নাড়িকাযুগ, দুই সহস্র ধনুতে এক গব্যূতি এবং চারি গব্যূতিতে

* নদীষু চ ইতি বা পাঠঃ।

প্রোক্তঞ্চ যোজনং প্রাজ্ঞৈঃ সংখ্যানার্থমিদং পরম্ ॥
চতুর্ণামথ দুর্গাণাং স্বসমুত্থানি ত্রীণি তু ।
চতুর্থং কৃত্রিমং দুর্গং তচ্চ কুর্য্যাৎ সতত্ত্ব তে ॥
পুরঞ্চ খেটকঞ্চৈব তদ্বদ্দ্রোণীমুখং দ্বিজ ।
শাখানগরকঞ্চাপি তথা কর্ব্বটকং ত্রয়ী ॥ ৪২
গ্রামসঙ্ঘোষবিন্যাসং তেষু চাবসথান পৃথক্ ।
সোৎসেধবপ্রকারঞ্চ সর্ব্বতঃ পরিখাবৃতম্ ॥ ৪৩
যোজনার্দ্ধার্দ্ধবিষ্কম্ভমষ্টভাগায়তং পুরম্ ।
প্রাগুদক্প্লবনং শস্তং শুদ্ধবংশবহির্গমম্ ॥ ৪৪
তদর্দ্ধেন তথা খেটং তৎপাদেন চ কর্ব্বটম্ ।
ন্যূনং দ্রোণীমুখং তস্মাদষ্টভাগেন চোচ্যতে ॥
প্রাকারং পরিখাহীনং পুরং বর্ম্মবদুচ্যতে ।
শাখানগরকঞ্চান্যন্মন্ত্রি-সামন্ত-ভুক্তিমৎ ॥ ৪৬
তথা শূদ্রজনপ্রায়াঃ স্বসমৃদ্ধিকৃষীবলাঃ ।
ক্ষেত্রোপভোগ্যভূমধ্যে বসতিগ্রামসংজ্ঞিতা ॥
অন্যস্মান্নগরাদের্য্যা কার্য্যমুদ্দিশ্য মানবঃ ।
ক্রিয়তে বসতিঃ সা বৈ বিজ্ঞেয়া বসতির্নরৈঃ ॥
দুষ্টপ্রায়ো বিনা ক্ষেত্রৈঃ পরভূমিচরো বলী ।
গ্রাম এবাক্রিমীসংজ্ঞো রাজবল্লভসংশ্রয়ঃ ॥ ৪৯
শকটারূঢভাণ্ডৈশ্চ গোপালৈর্বিপণং বিনা ।
গোসমূহস্তথা ঘোষো যত্রেচ্ছাভূমিকেতনঃ ॥ ৫০
ত এবং নগরাদীংস্তু কৃত্বা বাসার্থমাত্মনঃ ।
নিকেতনানি দ্বন্দ্বানাং চক্রুরাবসথায় বৈ ॥ ৫১
গৃহাকারা যথা পূর্ব্বং তেষামাসন মহীরুহাঃ ।
তথা সংস্মৃত্য তৎ সর্ব্বং চক্রুর্বেশ্মানি তাঃ প্রজাঃ ॥
বৃক্ষস্যৈবং গতাঃ শাখাস্তথৈবঞ্চাপরা গতাঃ ।
নতাশ্চৈবোন্নতাশ্চৈব তদ্বচ্ছালাঃ প্রচক্রিরে ॥
যাঃ শাখাঃ কল্পবৃক্ষাণাং পূর্ব্বমাসন দ্বিজোত্তম ।

এক যোজন হয়। প্রাজ্ঞগণ সংখ্যা-নিরূপণার্থ এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ৩৪—৪০। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার দুর্গের মধ্যে তিনটী স্বাভাবিক অপরটী কৃত্রিম অর্থাৎ মনুষ্যকৃত; এই দুর্গই কর্ত্তব্য। হে দ্বিজ! তদনন্তর তাহারা সেই সকল স্থানে পুর, খেটক, দ্রোণীমুখ, শাখানগর, কর্ব্বটক, ত্রয়ী, গ্রাম ও সঙ্ঘোষ সকলের বিন্যাস করিয়া সেই সকলে আবার পৃথক্ পৃথক্ আবসাদি নির্ম্মাণ করিল। যাহার চতুর্দ্দিকে উন্নত প্রাকার ও পরিখাবরণ; যাহার বিষ্কম্ভ গব্যূতিপ্রমাণ (সিকি যোজন) এবং যাহা অষ্টভাগে আয়ত, তাহাকে পুর বলে। এই পুরের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ জল দ্বারা প্লাবিত থাকিলে এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বংশ নির্ম্মিত বহির্গম (সেতু) থাকিলে, ইহা প্রশস্ত হয়। পুরের অর্দ্ধ লক্ষণযুক্ত স্থানকে খেটক, তদর্দ্ধলক্ষণযুক্তকে কর্ব্বটক এবং পুরের অষ্ট-ভাগ লক্ষণাক্রান্তকে দ্রোণীমুখ বলে। যে পুরে প্রাকার আছে, অথচ পরিখা নাই, তাহাকে বর্ম্মবৎ পুর বলে। মন্ত্রী ও সামন্তাদির ভোগাস্পদীভূত স্থানকে শাখানগর বলে। যে স্থানে শূদ্রগণ ও স্বীয় স্বীয় সমৃদ্ধিযুক্ত কৃষীবল সকল বসতি করে এবং যাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষেত্র ও উপভোগ্য ভূমি (উদ্যানাদি) বিদ্যমান আছে, তাহাকে গ্রাম বলে। কোন কার্য্য উদ্দেশ্য করিয়া অন্যান্য নগরাদি হইতে আসিয়া মানবগণ যে অবস্থান করে, তাহাকেই বসতি বলে। যথাকার লোক সকল দুষ্টপ্রায়, বলবান্ এবং স্বীয়ক্ষেত্র না থাকিলেও পরক্ষেত্র গ্রহণ করে, আর যথায় রাজপ্রিয় ব্যক্তি অবস্থান করে, সেই গ্রামকে অক্রিমী বলে। যেখানে শকটারূঢ ভাণ্ডবিশিষ্ট গোপাল সকল ও গোসমূহ অবস্থান করে, বিপণি থাকে না এবং যথায় ইচ্ছানুসারে ভূমি সকল চিহ্নিত হয়, সেই স্থানকে ঘোষ বলে। তাহারা এইরূপে আপনাদিগের বাসার্থ নগরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দ্বন্দ্ব সকলের নিরাকরণার্থ এবং বাণিজ্যাদি করিবার নিমিত্ত নিকেতন সকল নির্ম্মাণ করিল। পূর্ব্বে বৃক্ষ সকল তাহাদের যেরূপ গৃহতুল্য ছিল, তাহা স্মরণ করিয়া সেইরূপ গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিল। বৃক্ষের শাখা সকল যেমন একটীর পর একটী নত ও উন্নতভাবে অবস্থিত, সেইরূপ তাহারা গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিল। ৪০—৫৩। হে

তা এব শাখা গেহানাং শালাত্বং তেন তাসু তৎ,
কৃত্বা দ্বন্দ্বোপঘাতং তে বার্ত্তোপায়মচিন্তয়ন্।
নষ্টেষু মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষেষশেষতঃ ॥ ৫৫
বিষাদব্যাকুলাস্তা বৈ প্রজাস্তৃষ্ণাক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
ততঃ প্রাদুর্ব্বভৌ তাসাং সিদ্ধিস্ত্রেতামুখে তদা ॥
বার্ত্তাস্বসাধিতা হ্যন্যা বৃষ্টিস্তাসাং নিকামতঃ।
তাসাং বৃষ্ট্যুদকানীহ যানি নিম্নগতানি বৈ ॥ ৫৭
বৃষ্ট্যাবরুদ্ধৈরভবৎ স্রোতঃখাতানি নিম্নগাঃ।
যে পুরস্তাদপাং স্তোকা আপন্নাঃ পৃথিবীতলে
ততো ভূমেশ্চ সংযোগা দোষধ্বস্তাস্তদাভবন্।
অকালকৃষ্টাশ্চাসুপ্তা গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৫৯
ঋতুপুষ্পফলাশ্চৈব বৃক্ষা গুল্মাশ্চ জজ্ঞিরে।
প্রাদুর্ভাবশ্চ ত্রেতায়ামাদ্যোঽয়মৌষধস্য তু ॥ ৬০

দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে কল্পবৃক্ষের যে সকল শাখা ছিল, সেই শাখা সকলই এক্ষণে তাহাদিগের গৃহ সকলের শালাত্ব লাভ করিল। এই শালা সকলে তাহারা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সকলের বিনাশ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায় সকল চিন্তা করিতে লাগিল। কারণ, মধুর সহিত কল্পবৃক্ষ সকল তখন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখন সেই প্রজা সকল বিষাদ-ব্যাকুল ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিল। সেই সময়ে ত্রেতাযুগমুখে তাহাদিগের এইরূপ সিদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল। তখন তাহাদিগের প্রবৃত্তি হইলেই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইত। সেই বৃষ্টির জল সকল নিম্নগামী বলিয়া অবরুদ্ধ বৃষ্টিজল সকল স্রোত দ্বারা খাত করত নিম্নগা (নদী) রূপে পরিণত হইল। পূর্ব্বে যে সামান্য জল পৃথিবীতলে আপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে সেই জল সকল মৃত্তিকার সংযোগে দোষশূন্য হইয়া উঠিল। ইহাতে গ্রাম্য ও আরণ্য যে চতুর্দ্দশবিধ বৃক্ষ এবং গুল্ম সকল অকাল-কৃষ্ট ও অনুপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা ঋতুকালে ফল পুষ্প সকল প্রসব করিতে লাগিল। এইরূপে ত্রেতাযুগের

ততোনৌষধেন বর্ত্তন্তে প্রজাস্ত্রেতাযুগে মুনে।
রাগ-লোভৌ তমাসাদ্য প্রজাশ্চাকস্মিকৌ তদা
ততস্তাঃ পর্য্যগৃহ্নন্ত নদীক্ষেত্রাণি পর্ব্বতান্।
বৃক্ষ-গুল্মৌষধীশ্চৈবমাত্মন্যায়াদ্‌যথা বলম্ ॥ ৬২
তেন দোষেণ তা নেশুরোষধ্যো মিষতাং দ্বিজ
অগ্রসদ্ভূর্যুগপৎ তাস্তদৌষধ্যো মহামতে ॥ ৬৩
পুনস্তাসু প্রনষ্টাসু বিভ্রান্তাস্তাঃ পুনঃ প্রজাঃ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ পরমেষ্ঠিনম্ ॥
স চাপি তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদা গ্রস্তাং বসুন্ধরাম্
বৎসং কৃত্বা সুমেরুন্তু দুদোহ ভগবান্ বিভুঃ ॥
দুগ্ধেয়ং গৌস্তদা তেন শস্যানি পৃথিবীতলে।
জজ্ঞিরে তানি বীজানি গ্রাম্যারণ্যাস্তু তাঃ পুনঃ
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা গণাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ।
ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ ॥ ৬৭
প্রিয়ঙ্গবো হ্যদারাশ্চ কোরদূষাঃ সচীনকাঃ।

প্রথমে ওষধি সকলের প্রাদুর্ভাব হয়। ৫৪—৬০। হে মুনে! প্রজাগণ আকস্মিক রাগ ও লোভ প্রাপ্ত হইয়া সেই ওষধিজাত পদার্থ দ্বারা ত্রেতাযুগে জীবন ধারণ করিতে লাগিল। তদনন্তর যাহাতে স্বীয় শরীরের অতিশয় বলাধান হয়, তাহার নিমিত্ত নদী, ক্ষেত্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম ও ওষধি সকলকে আশ্রয় করিতে লাগিল। দ্বিজবর! সেই দোষে দেখিতে দেখিতে ওষধি সকল বিনষ্ট হইয়া গেল। অর্থাৎ হে মহামতে! পৃথিবী এককালেই সেই ওষধি সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ওষধি সকল বিনষ্ট হইলে প্রজা সকল পুনর্ব্বার বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিল। সেই বিভু ভগবান্ ব্রহ্মা বসুন্ধরাকে যথার্থরূপে গ্রাস-কারিণী জানিয়া সুমেরু পর্ব্বতকে বৎসীভূত করিয়া দোহন করিলেন। তখন পৃথিবী ভূমিতলে শস্য সকল দোহন করিতে লাগিলেন। তাহাতে বীজ সকল উৎপন্ন হইল এবং গ্রাম ও অরণ্যজাত সপ্তদশবিধ ফল-পাকান্ত ওষধি উৎপন্ন হইল; ব্রীহি, যব,

মাষা মুদ্গা মসূরাশ্চ নিষ্পাবাঃ সকুলত্থকাঃ ॥ ৬৮
আঢ়কাশ্চণকাশ্চৈব গণাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ ।
ইত্যেতা ওষধীনান্তু গ্রাম্যাণাং জাতয়ঃ পুরা ॥
ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ ।
ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ ॥ ৭০
প্রিয়ঙ্গুসপ্তমা হ্যেতে অষ্টমাস্তু কুলত্থকাঃ ।
শ্যামাকাস্ত্বথ নীবারা যত্তিলাঃ সগবেধুকাঃ ॥৭১
কুরুবিন্দা মর্কটকাস্তথাবেণুপ্রধাশ্চ যে ।
গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হ্যেতা ওষধ্যশ্চ চতুর্দ্দশ ॥
যদা প্রসৃষ্টা ওষধ্যো ন প্ররোহন্তি তাঃ পুনঃ ।
ততঃ স তাসাং বৃদ্ধ্যর্থং বার্ত্তোপায়ং চকার হ ॥
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ হস্তসিদ্ধিঞ্চ কর্ম্মজাম্ ।
ততঃপ্রভৃত্যথৌষধ্যঃ কৃষ্টপচ্যাস্তু জজ্ঞিরে ॥৭৪
সংসিদ্ধায়ান্তু বার্ত্তায়াং ততস্তাসাং স্বয়ং প্রভুঃ ।
মর্য্যাদাং স্থাপয়ামাস যথান্যায়ং যথাগুণম্ ॥ ৭৫
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ ধর্ম্মভৃতাং বর ।
লোকানাং সর্ব্ববর্ণানাং সম্যগ্ধর্ম্মার্থপালিনাম্ ॥
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাম্ ॥
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্ততাম্ ।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যানুবর্ত্ততাম্ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণামৃষীণামূর্দ্ধরেতসাম্ ।
স্মৃতং তেষান্তু যৎ স্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্ ॥
সপ্তর্ষীণান্তু যৎ স্থানং স্মৃতং তদ্বৈ বনৌকসাম্
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ম্
যোগিনামমৃতং স্থানমিতি বৈ স্থানকল্পনা ॥৮০

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণে
একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, উদার, কোর-দূষ, চীনক, মাষ, মুদ্গ, মসূর, নিষ্পাব, কুলত্থ আঢ়ক ও চণক,—পূর্ব্বে গ্রাম্য ওষধি সকলের এই সপ্তদশ প্রকার জাতি উৎপন্ন হয়। ৬১—৬৯। গ্রাম্য ও আরণ্য যে চতুর্দ্দশ প্রকার ওষধি আছে, তাহা যজ্ঞার্থ ব্যবহৃত হয়। ব্রীহি, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কুলত্থ, শ্যামাক, নীবার, যত্তিল, গবেধুক, কুরুবিন্দ, মর্কটক ও বেণুপ্রধ,—এই চতুর্দ্দশ প্রকার ওষধি গ্রাম্যারণ্য। এইরূপে যখন সেই প্রকৃষ্ট ওষধি সকল আর পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, তখন ব্রহ্মা তাহাদিগের বৃদ্ধির নিমিত্ত জীবনোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কর্ম্মজ হস্তসিদ্ধি করিলেন; তদবধি কৃষ্টপচ্য ওষধি জন্মগ্রহণ করিল। এইরূপে তাহাদিগের জীবনোপায় নির্দ্ধারিত হইলে স্বয়ং প্রভু ব্রহ্মা ন্যায়ানুসারে ও গুণানুসারে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! তখন বর্ণ ও আশ্রম সকলের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মার্থপালক সর্ব্ববর্ণজাত লোকগণের ধর্ম্ম নিরূপণ করিলেন। ক্রিয়ানিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত তিনি প্রাজাপত্য স্থান নির্দ্ধারণ করিলেন। সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ক্ষত্রিয়গণের নিমিত্ত ঐন্দ্র স্থান, স্বধর্ম্ম পরায়ণ বৈশ্যগণের মারুত স্থান এবং পরিচর্য্যা-পরায়ণ শূদ্রের নিমিত্ত গান্ধর্ব্ব স্থান কল্পনা করিলেন। ঊর্দ্ধরেতা অষ্টাশীতি সহস্র ঋষিগণের যে স্থান কল্পিত হইল, গুরু-গৃহবাসী ব্রাহ্মণগণের নিমিত্তও সেই স্থানই কল্পিত হইল। যে স্থান সপ্তর্ষিগণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে, বনবাসীদিগেরও সেই স্থানই কল্পিত হইল। গৃহস্থগণের জন্য প্রাজাপত্য, সন্ন্যাসিগণের ব্রাহ্মপদ এবং যোগীদিগের জন্য অমৃত স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। এই তোমার নিকট স্থান-কল্পনা কীর্ত্তিত হইল। ৭০—৮০।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ সহ॥
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।
তে সর্ব্বে সমবর্ত্তন্ত যে ময়া প্রাগুদাহৃতাঃ॥ ২
দেবাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ স্মৃতাঃ।
এবংভূতানি সৃষ্টানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥ ৩
যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ন ব্যবর্দ্ধন্ত ধীমতঃ।
অথান্যান্ মানসান্ পুত্রান্ সদৃশানাত্মনোঽসৃজৎ
ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা।
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্॥ ৫
নব ব্রহ্মণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ।
ততোঽসৃজৎ পুনর্ব্রহ্মা রুদ্রং ক্রোধাত্মসম্ভবম্
সঙ্কল্পঞ্চৈব ধর্ম্মঞ্চ পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজম্।
সনন্দনাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা॥ ৭
ন তে লোকেষু সজ্জন্তে নিরপেক্ষাঃ সমাহিতাঃ
সর্ব্বে তেঽনাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ॥
তেষ্বেবং নিরপেক্ষেষু লোকসৃষ্টৌ মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মণোঽভূন্মহাক্রোধস্তত্রোৎপন্নোঽর্কসন্নিভঃ
অর্দ্ধনারীনরবপুঃ পুরুষোঽতিশরীরবান্।
বিভজাত্মানমিত্যুক্তা স তদান্তর্দ্দধে ততঃ॥ ১০
স চোক্তো বৈ পৃথক্ স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ
বিভেদ পুরুষত্বঞ্চ দশধা চৈকধা তু সঃ॥ ১১
সৌম্যাসৌম্যৈস্তথা শান্তৈঃ পুংস্ত্বং স্ত্রীত্বঞ্চ স প্রভুঃ।
বিভেদ বহুধা দেবঃ পুরুষৈ * রসিতৈঃ সিতৈঃ
ততো ব্রহ্মাত্মসম্ভূতং পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
আত্মনঃ সদৃশং কৃত্বা প্রজাপালো মনুং দ্বিজঃ
শতরূপাঞ্চ তাং নারীং তপোনির্ধূতকল্মষাম্।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তদনন্তর ব্রহ্মা পুনর্ব্বার চিন্তা করিলে তাঁহার দেহ,—সমুৎপন্ন কার্য্য ও কারণ সকলের সহিত মানসী প্রজা সকলকে সৃষ্টি করিল। সেই ধীমান্ ব্রহ্মার গাত্র সকল হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ সকল সমুৎপন্ন হইল। অপর যাহারা জন্ম লাভ করিয়াছে, পূর্ব্বে তাহাদিগের উল্লেখ করিয়াছি। দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্তই ত্রৈগুণ্য-বিশিষ্ট বলিয়া জানিবে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকেই এইরূপ জ্ঞান করিবে। যখন সেই ধীমানের সমস্ত প্রজাই আর বৃদ্ধি পায় না, তখন ভৃগু প্রভৃতি আত্মসদৃশ মানস পুত্র সকলকে সৃষ্টি করিলেন। ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই নয় জন ব্রহ্মার মানসপুত্র, ইহা পুরাণে নিশ্চিত হইয়াছে। তদনন্তর তিনি, ক্রোধাত্মজাত রুদ্রকে আবার সৃষ্টি করিলেন এবং পূর্ব্বজাত সমস্ত সৃষ্ট পদার্থেরও পূর্ব্বজ সঙ্কল্প ও ধর্ম্মকে সৃষ্টি করিলেন। সনন্দ প্রভৃতি মুনিগণ যাঁহারা স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভবিষ্যৎ জ্ঞানসম্পন্ন, বীতরাগ নির্ম্মৎসর, নিরপেক্ষ ও সমাধিমান্ হইলেন, প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে সজ্জিত হইলেন না। ১—৮। তাঁহারা প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে এইরূপ নিরপেক্ষ হইলে, মহাত্মা ব্রহ্মার সাতিশয় ক্রোধোদ্রেক হইল। সেই ক্রোধ হইতে প্রকাণ্ড দেহসম্পন্ন, সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এক পুরুষ জন্ম লাভ করিলেন; তাহার দেহের অর্দ্ধেকভাগ নারী। তদনন্তর "স্বীয় দেহকে বিভক্ত কর" এই কথা বলিয়া, ব্রহ্মা অন্তর্দ্ধান করিলেন, সেই পুরুষও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, তাহাতে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব পৃথক্ পৃথক্ প্রকটিত হইল। তন্মধ্যে যে ভাগ পুরুষাকার, তাহাকে সৌম্য, অসৌম্য, শান্ত, অসিত ও সিত প্রভৃতি ভেদে একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। অনন্তর প্রভু ব্রহ্মা সেই পূর্ব্বসৃষ্ট আত্মসদৃশ পুরুষকে 'স্বায়ম্ভুব মনু' নাম দিয়া প্রজাপালক করিলেন। আর

---

* স্বরূপৈরিতি বা পাঠঃ।

স্বায়ম্ভুবো মনুর্দেবঃ পত্নীত্বে জগৃহে বিভুঃ। ১৪
তস্মাচ্চ পুরুষাৎ পুত্রৌ শতরূপা ব্যজায়ত।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রখ্যাতাবাত্মকর্ম্মভিঃ ॥১৫
কন্যে দ্বে চ তথা ঋদ্ধিং প্রসূতিঞ্চ ততঃ পিতা
দদৌ প্রসূতিং দক্ষায় তথা ঋদ্ধিং রুচেঃ পুরা॥
প্রজাপতিঃ স জগ্রাহ তয়োর্যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ।
পুত্রো জজ্ঞে মহাভাগ দম্পতী মিথুনং ততঃ॥
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াস্তু পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।
যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে॥
তস্য পুত্রাস্তু যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াং সভাস্বরাঃ।
প্রসূত্যাঞ্চ তথা দক্ষশ্চতস্রো বিংশতিস্তথা ॥১৯
সসর্জ্জ কন্যাস্তাসাঞ্চ সম্যঙ্ নামানি মে শৃণু।
শ্রদ্ধা লক্ষ্মীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা ॥২০

তপস্যা দ্বারা নির্ধূতপাপা সেই কামিনীকে 'শতরূপা' নাম প্রদান করিলেন। দেব বিভু স্বায়ম্ভুব, মনু শতরূপাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। সেই পুরুষ হইতে শতরূপা দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা প্রসব করিলেন। তাঁহার পুত্র দুইটীর নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তান-পাদ; ইঁহারা উভয়েই স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা বিখ্যাত। শতরূপার কন্যা দুইটীর নাম ঋদ্ধি ও প্রসূতি। পিতা স্বায়ম্ভুব প্রসূতি নাম্নী কন্যাকে দক্ষকে দান করিলেন এবং ঋদ্ধি নাম্নী কন্যাকে প্রজাপতি রুচির হস্তে সমর্পণ করিলেন। হে মহাভাগ! তাঁহাদের যে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল, তাঁহাদের নাম যজ্ঞ ও দক্ষিণা। তাঁহারা উভয়েই দাম্পত্য ভাব ধারণ করিলেন। সেই দক্ষিণাতে যজ্ঞের যে দ্বাদশটী সন্তান উৎপন্ন হইল, তাঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে 'যাম' নামক দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৯—১৮। ভাস্বর প্রভৃতি আরও কতকগুলি পুত্র দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল। এদিকে দক্ষ প্রজাপতি প্রসূতির গর্ভে যে চতুর্বিংশতিসংখ্যক কন্যার সৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নাম যথাযথ শ্রবণ কর। শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা,

বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশী।
পত্ন্যর্থে প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভুঃ॥
তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্য একাদশ সুলোচনাঃ।
খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিস্তথা ক্ষমা
সন্নতিশ্চানুসূয়া চ ঊর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা।
ভৃগুর্ভবো মরীচিশ্চ তথা চৈবাঙ্গিরা মুনিঃ ॥২৩
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুশ্চ ঋষয়স্তথা।
বশিষ্ঠোঽত্রিস্তথা বহ্নিঃ পিতরশ্চ যথাক্রমম্॥
খ্যাত্যাদ্যা জগৃহুঃ কন্যা মুনয়ো মুনিসত্তমাঃ।
শ্রদ্ধা কামং শ্রীশ্চ দর্পং নিয়মং ধৃতিরাত্মজম্॥ ২৫
সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টির্লোভং পুষ্টিরজায়ত।
মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ॥ ২৬
বোধং বুদ্ধিস্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজম্।
ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত ॥২৭
সুখং সিদ্ধির্যশঃ কীর্ত্তিরিত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ।
কামাদ্রতিমুদং হর্ষং ধর্ম্মপৌত্রমসূয়ত॥ ২৮

ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তি, এই ত্রয়োদশটী দক্ষকন্যাকে পত্ন্যর্থে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর ইহার অবশিষ্ট যে একাদশটী সুলোচনা যবীয়সী কন্যা, যাহারা খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনুসূয়া, ঊর্জ্জা, স্বাহা, ও স্বধা নামে বিখ্যাত; তাঁহাদিগকে ভৃগু প্রভৃতি সকলে যথাক্রমে গ্রহণ করেন। ভৃগু, মহাদেব, মরীচি, অঙ্গিরা মুনি, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অত্রি, বহ্নি ও পিতৃগণ এই মুনি ঋষি ও মনিসত্তমগণ, খ্যাতি প্রভৃতি এই একাদশ সংখ্যক দাক্ষায়ণীকে যথাক্রমে গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা কামকে, শ্রী দর্পকে, ধৃতি নিয়মকে, তুষ্টি সন্তোষকে, পুষ্টি লোভকে, মেধা শ্রুতকে, ক্রিয়া দণ্ড, নয় ও বিনয়কে, বুদ্ধি বোধকে, লজ্জা বিনয়কে, বপুঃ ব্যবসায়কে, শান্তি ক্ষেমকে, সিদ্ধি সুখকে এবং কীর্ত্তি যশকে প্রসব করেন; ইঁহারাই ধর্ম্মের সন্তান। কাম হইতে অতিহৃষ্ট হর্ষ নামক ধর্ম্মের পৌত্র উৎপন্ন

হিংসা ভার্য্যা ত্বধর্ম্মস্য তস্যাং জজ্ঞে তথানৃতম্
কন্যা চ নির্ঋতিস্তস্যাং সুতৌ দ্বৌ নরকং ভয়ম্
মায়া চ বেদনা চৈব মিথুনং ত্বয়মেতয়োঃ।
তয়োর্জজ্ঞেহথ বৈ মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্
বেদনাস্বসুতঞ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেহথ রৌরবাৎ।
মৃত্যোর্ব্যাধি-জরা-শোক-তৃষ্ণা ক্রোধাশ্চ জজ্ঞিরে॥ ৩১
দুঃখোত্তবাঃ স্মৃতা হ্যেতে সর্ব্বে বাধর্ম্মলক্ষণাঃ।
নৈষাংভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ
নির্ঋতিশ্চ তথা চান্যা মৃত্যোর্ভার্য্যাভবন্মুনে।
অলক্ষ্মীর্নাম তস্যাঞ্চ মৃত্যোঃ পুত্রাশ্চতুর্দ্দশ॥৩৩
অলক্ষ্মীপুত্রকা হ্যেতে মৃত্যোরাদেশকারিণঃ।
বিনাশকালেষু নরান্ ভজন্ত্যেতে শৃণুষ্ব তান্॥
ইন্দ্রিয়েষু দশস্বেতে তথা মনসি চ স্থিতাঃ।
যে যে নরং স্ত্রিয়ং বাপি বিষয়ে যোজয়ন্তি হি॥
অথেন্দ্রিয়াণি চাক্রম্য রাগক্রোধাদিভির্নরান্।
যোজয়ন্তি যথা হানিং যান্ত্যধর্ম্মাদিভির্দ্বিজ॥৩৬
অহঙ্কারগতশ্চান্যস্তথান্যো বুদ্ধিসংস্থিতঃ।
বিনাশায় নরাঃ স্ত্রীণাং যতন্তে মোহসংশ্রিতাঃ॥
তথৈবান্যে গৃহে পুংসাং দুঃসহো নাম বিশ্রুতঃ।
ক্ষুৎক্ষামোহধোমুখো নগ্নশ্চীরী কাকসমস্বনঃ॥
স সর্ব্বান্ খাদিতুং সৃষ্টো ব্রহ্মণা তপসো নিধিঃ
দংষ্ট্রাকরালমত্যর্থং বিবৃতাস্যং সুভৈরবম্॥৩৯
তমত্তুকামমাহেদং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সর্ব্বব্রহ্মময়ং শুদ্ধঃ কারণং জগতোহব্যয়ঃ॥ ৪০

ব্রহ্মোবাচ।

নাত্তব্যং তে জগদিদং জহি কোপং শমং ব্রজ

হয়। ১৯—২৮। অধর্ম্মের ভার্য্যার নাম হিংসা। তাহার গর্ভে অনৃতের উৎপত্তি হয় এবং নির্ঋতি নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। অনৃত এই নির্ঋতির গর্ভে নরক ও ভয় নামে দুইটী পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নামে দুইটী কন্যার সৃষ্টি করে। ইহারা পরস্পর মিথুনভাবাপন্ন। তন্মধ্যে মায়া প্রাণিগণের সংহারকারী মৃত্যু নামক একটী সন্তান প্রসব করে এবং নরক হইতে দুঃখ নামক একটী পুত্রকে বেদনা প্রসব করে। এই মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ইহারা সকলেই দুঃখোদ্ভূত এবং অধর্ম্মপরায়ণ। ইহাদিগের ভার্য্যা বা পুত্র কিছুই নাই; কারণ, ইহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতা। ২৯—৩২। হে মুনিবর! নির্ঋতি নামে মৃত্যুর যে অপর একটী ভার্য্যা ছিল, যাহাকে লোকে অলক্ষ্মী বলে, মৃত্যু তাহার গর্ভে চতুর্দ্দশটী সন্তান উৎপন্ন করে। মৃত্যুর আদেশকারী সন্তানগণ "অলক্ষ্মীতনয়" বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা বিনাশকালে নরগণকে ভজনা করে; ইহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাদের প্রথম দশটী, দশটী ইন্দ্রিয় মধ্যে অবস্থান করে, আর একাদশ সংখ্যকটী সকলের মনের উপর অবস্থান করে। ইহারাই সমস্ত স্ত্রী ও পুরুষকে স্বীয় স্বীয় বিষয়ে সংযোজিত করে। হে দ্বিজ! অনন্তর রাগ ক্রোধাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে আক্রমণ করিয়া অধর্ম্মাদির সহিত সংযোজিত করে, যাহাতে প্রাণিগণের হানি হয়। অপর একটী অর্থাৎ দ্বাদশ সংখ্যক মৃত্যুপুত্র অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে। অপরটী প্রাণিগণের বুদ্ধির উপর অবস্থান করিতেছে। ইহাতেই পুরুষগণ মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীদিগের বিনাশ-সাধনে যত্নবান্ হয়। ৩৩—৩৭। অপর একটী অর্থাৎ চতুর্দ্দশ সংখ্যক যে অলক্ষ্মীপুত্র, তাহার নাম দুঃসহ; ইহা পুরুষগণের গৃহে গৃহে বাস করে। এই দুঃসহ সর্ব্বদাই ক্ষুধাতুর, অধোমুখ, নগ্ন, চীরধারী ও কাকের ন্যায় শব্দকারী। বোধ হয় ব্রহ্মা বুঝি, সমস্ত পদার্থকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই সেই তপোনিধিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অনন্তর দুঃসহকে দংষ্ট্রাকরাল বিবৃতবদন ও সাতিশয় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে সমস্ত ভক্ষণ করিতে উদ্যত দেখিয়া লোকপিতামহ সর্ব্বব্রহ্মময়, শুদ্ধ ও জগতের কারণ ব্রহ্মা বলিলেন, "হে দুঃসহ! জগৎকে তোমার

ত্যজৈনাং তামসীং বৃত্তিমপাস্য রজসঃ কলাম্॥

দুঃসহ উবাচ।

ক্ষুৎক্ষামোঽস্মি জগন্নাথ পিপাসুশ্চাপি দুর্ব্বলঃ।
কথং তৃপ্তিমিয়াং নাথ ভবেয়ং বলবান্ কথম্।
কশ্চাশ্রয়ো মমাখ্যাহি বর্ত্তেয়ং যত্র নির্বৃতঃ॥৪২

ব্রহ্মোবাচ।

তবাশ্রয়ো গৃহং পুংসাং জনশ্চাধার্ম্মিকো বলম্।
পুষ্টিং নিত্যক্রিয়াহান্যা ভবান্ বৎস গমিষ্যতি॥
বৃথা স্ফোটাশ্চ তে বস্ত্রমাহারঞ্চ দদামি তে।
ক্ষতং কীটাবপন্নঞ্চ তথা শ্বভিরবেক্ষিতম্॥৪৪
ভগ্নভাণ্ডগতং তদ্বৎ মুখবাতোপশামিতম্।
উচ্ছিষ্টাপক্কমস্বিন্নমবলীঢ়মসংস্কৃতম্॥ ৪৫
ভগ্নাসনস্থিতৈর্ভুক্তমাসন্নাগতমেব চ।
বিদিঙ্মুখং সন্ধ্যয়োশ্চ নৃত্য-বাদ্য-স্বরোত্তমম্॥
উদক্যোপহতং ভুক্তমুদক্যা দৃষ্টমেব চ।
যচ্চোপঘাতবৎ কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং পেয়মথাপি বা।
এতানি তব পুষ্ট্যর্থমন্যচ্চাপি দদামি তে॥ ৪৭
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তমস্নাতৈর্যদবজ্ঞয়া।
যচ্চাদ্ভিপূর্ব্বকং ক্ষিপ্তমনর্থীকৃতমেব চ॥ ৪৮
ত্যক্তুমাবিষ্কৃতং যত্তু দত্তঞ্চৈবাতিবিস্ময়াৎ।
দুষ্টং ক্রুদ্ধার্ত্তদত্তঞ্চ যক্ষ তত্তাপি তৎফলম্॥
যচ্চ পৌনর্ভবঃ কিঞ্চিৎ করোত্যামুষ্মিকং ক্রমম্
যচ্চ পৌনর্ভবা যোষিৎ তদ্যক্ষ তব তৃপ্তয়ে॥
কন্যা শুল্কোপধানায় সমুপাস্তে ধনক্রিয়াঃ।
তথৈব যক্ষ পুষ্ট্যর্থমসচ্ছাস্ত্রক্রিয়াশ্চ যাঃ॥ ৫১
যচ্চার্থং নির্বৃতং কিঞ্চিদধীতং যন্ন সত্যতঃ *।

ভক্ষণ করা উচিত নয়। কোপ পরিত্যাগ কর শান্তিলাভ কর। এই তমোগুণের বৃত্তিকে পরিত্যাগ কর এবং রজোগুণের অংশকেও ত্যাগ কর।" দুঃসহ কহিল, "হে জগন্নাথ! আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কৃশ ও পিপাসু হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছি। হে নাথ। কিরূপে তৃপ্তি লাভ করি এবং কি প্রকারেই বা বলবান হই, আর কাহাকেই বা আশ্রয় করিয়া সুখে অবস্থান করি? অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া দিউন।" ৩৮—৪২। ব্রহ্মা কহিলেন, "হে বৎস! পুরুষগণের গৃহই তোমার আশ্রয়, অধার্ম্মিক জনগণই তোমার বল, লোকগণের নিত্যকৃত্য সকলের হানি হইলেই তুমি পুষ্টি লাভ করিবে এবং স্ফোট সকল তোমার বস্ত্র। আর তোমাকে আহার প্রদান করিতেছি—যে স্থানে কীট জন্মিয়াছে ও যাহা কুক্কুর দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ ক্ষতস্থানই তোমার আহার! আর যাহা ভগ্নভাণ্ডগত ও মুখবায়ু দ্বারা উপশমিত, উচ্ছিষ্ট অপক্ক, অস্বিন্ন, অবলীঢ়, অসংস্কৃত ছিন্নাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ভুক্ত, সমীপাগত, বিদিঙ্মুখে বা উভয় সন্ধ্যাকালে নৃত্য, বাদ্য বা স্বর দ্বারা উৎকৃষ্ট, উদক্যা অর্থাৎ রজঃস্বলা দ্বারা যাহা উপহত, ভুক্ত বা দৃষ্ট এবং যাহা বিঘ্নবিশিষ্ট; এই সকল পদার্থই তোমার খাদ্য ও পেয় হইবে। হে দুঃসহ! তোমার পুষ্টির নিমিত্ত আরও প্রদান করিতেছি। ৪৩—৪৭। যাহা অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক হুত হইবে, অস্নাতগণ কর্ত্তৃক যাহা প্রদত্ত হইবে, জল দান না করিয়া যাহা ক্ষিপ্ত হইবে, যাহা অনর্থের নিমিত্ত কৃত হইবে, পরিত্যাগ করিবার জন্য যাহা আবিষ্কৃত হইবে, যাহা অতি বিস্ময়ে অর্পিত হইবে, যাহা দুষ্ট, যাহা ক্রুদ্ধ ও আর্ত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমর্পিত হইবে এবং যাহার ফল এই সকল ভোগ করিবে, হে যক্ষ! তাহাই তোমার বশীভূত। পুনর্ভবাতনয় যাহা আমুষ্মিক ক্রম করিবে এবং পুনর্ভবা রমণী যাহা করিবে, হে যক্ষ! তাহাই তোমার তৃপ্তির সাধন হইবে। হে যক্ষ! কন্যাশুল্ক উপাধানের নিমিত্ত যে সকল ধনক্রিয়া সম্যক্‌রূপে উপাসিত হইবে আর যে সকল ক্রিয়া অসৎশাস্ত্র দ্বারা নিষ্পাদিত হইবে, তাহাই তোমার পুষ্টির হেতু হইবে। আর যে অর্থ নির্ব্বৃত

* যচ্চাজ্ঞবিকৃতং কিঞ্চিৎ করোত্যামুষ্মিকং নর ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

তৎ সর্ব্বং তব কালাংশ্চ দদামি তব সিদ্ধয়ে ॥
গুর্ব্বিণ্যভিগমে সন্ধ্যানিত্যকার্য্যব্যতিক্রমে ॥৫৩
অসচ্ছাস্ত্রক্রিয়ালাপ-দূষিতেষু চ দুঃসহ।
তবাভিভবসামর্থ্যং ভবিষ্যতি সদা নৃষু ॥ ৫৪
পঙ্‌ক্তিভেদে বৃথাপাকে পাকভেদে তথা ক্রিয়া
নিত্যঞ্চ গেহকলহে ভবিতা বসতিস্তব ॥ ৫৫
অপোষ্যমাণে চ তথা বন্ধে গোবাহনাদিকে।
অসন্ধ্যাভ্যুক্ষিতাগারে কালে ত্বত্তো ভয়ং নৃণাম্
নক্ষত্রগ্রহপীড়াসু ত্রিবিধোৎপাতদর্শনে।
অশান্তিকপরান্ যক্ষ নরানভিভবিষ্যসি ॥ ৫৭
বৃথোপবাসিনো মর্ত্ত্যা দ্যূতস্ত্রীষু সদা রতাঃ।
ত্বত্তাষণোপকর্ত্তারো বৈড়ালব্রতিকাশ্চ যে ॥৫৮
অব্রহ্মচারিণাধীতমিজ্যা চাবিদুষা কৃতা।
তপোবনে গ্রাম্যভুঙ্গাং তথৈবানির্জ্জিতাত্মনাম্
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ স্বকর্ম্মতঃ।
পরিচ্যুতানাং যা চেষ্টা পরলোকার্থমীপ্সতাম্ ॥
তস্যাশ্চ যৎ ফলং সর্ব্বং তৎ তে যক্ষ ভবিষ্যতি
অন্যচ্চ তে প্রযচ্ছামি পুষ্ট্যর্থং সন্নিবোধ তৎ ॥
ভবতো বৈশ্বদেবান্তে নামোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
এতৎ তবেতি দাস্যন্তি ভবতো বলিমূর্জ্জিতম্ ॥
যঃ সংস্কৃতাশী বিধিবচ্ছুচিরন্তস্তথা বহিঃ।
অলোলুপোঽজিতস্ত্রীকস্তদ্গেহমপবর্জ্জয় ॥ ৬৩
পূজ্যন্তে হব্য-কব্যাভ্যাং দেবতাঃ পিতরস্তথা।
যাময়োঽতিথয়শ্চাপি তদ্গেহং যক্ষ বর্জ্জয় ॥৬৪
যত্র মৈত্রী গৃহে বাল-বৃদ্ধ-যোষিন্নরেষু চ।
তথা স্বজনবর্গেষু গৃহং তচ্চাপি বর্জ্জয় ॥ ৬৫
যোষিতোঽভিরতা যত্র ন বহির্গমনোৎসুকাঃ।
লজ্জান্বিতাঃ সদা গেহং যক্ষ তৎ পরিবর্জ্জয় ॥৬৬

বা যাহা সত্যরূপে অনধীত, হে দুঃসহ! তাহাই তোমার পুষ্টির হেতু হইবে। অনন্তর তোমার পুষ্টির নিমিত্ত তোমাকে সময় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যখন লোকগণ গুর্ব্বিণী-গমন করিবে, সন্ধ্যা বা নিত্য কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে, আর যখন নরগণ দুষ্টশাস্ত্রোক্ত কার্য্যকলাপ দ্বারা দূষিত হইবে, হে দুঃসহ! সেই সময়েই তুমি অভিভবের সামর্থ্য লাভ করিবে। ৪৮—৫৪। পঙ্‌ক্তিভেদ, বৃথাপাক ও পাকভেদ বিষয়ে তোমার কার্য্য হইবে এবং নিত্য গৃহকলহ বিষয়ে তোমার বসতি হইবে। যখন গোরু ও বাহনাদি অপোষ্যমাণ হইয়া লোকগণ কর্ত্তৃক বৃথা আবদ্ধ হইবে এবং সন্ধ্যাকালে গৃহ সকল অভ্যুক্ষিত হইবে না, হে দুঃসহ! তখনই তোমা হইতে লোকগণের ভয় হইবে। নক্ষত্রপীড়া, গ্রহপীড়া বা ত্রিবিধ উৎপাত দৃষ্ট হইলে, যাহারা শান্তি করিবে না, সেই নরগণকে তুমি অভিভূত করিবে। যাহারা বৃথা উপবাস করে, দ্যূতক্রীড়া ও স্ত্রীলোকের প্রতি সর্ব্বদা আসক্ত; যাহারা তোমার বিষয়ক কথোপকথনে উপকারক ও বৈড়াল-ব্রতিক; যাহা অব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক অধীত; অপণ্ডিত কর্ত্তৃক কৃত যজ্ঞ এবং অবশীকৃতাত্মা গ্রাম্যভোগবিলাসী স্বকর্ম্মভ্রষ্ট ও পরলোক-সুখ-হিতৈষী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ কর্ত্তৃক তপোবনে চেষ্টা; আর এই কার্য্যে সকলের যে ফল; হে যক্ষ! এই সকলই তোমার আয়ত্তাধীন। তোমার পুষ্টি-নিমিত্ত অন্য বিষয়ও প্রদান করিতেছি, অবগত হও। ৫৫—৬১। বৈশ্বদেবের (হোমাঙ্গ বিশেষের) অন্তে তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া, "এই তোমার" এই বলিয়া মর্ত্ত্যগণ তোমাকে উর্জ্জিত বলি প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক সংস্কৃত পদার্থ সকল ভোজন করে, অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা পবিত্র নির্লোভ এবং স্ত্রীলোকেরা যাহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় নাই, তুমি তাহাদিগের গৃহ পরিত্যাগ করিবে। যে গৃহে হব্যকব্য দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণ সর্ব্বদা পূজিত হন, যথায় কুলরমণী ও অতিথিগণ সর্ব্বদা পূজিত হন, হে যক্ষ! তুমি সেই গৃহ পরিত্যাগ করিবে। যে গৃহে বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী ও স্বজনবর্গ সর্ব্বদাই মিত্রতাসম্পন্ন, সেই গৃহও তুমি পরিত্যাগ করিবে। যে গৃহে কামিনী সকল

বয়ঃসম্বন্ধযোগ্যানি শয়নান্যাশনানি চ।
যত্র গেহে ত্বয়া যক্ষ তদ্বর্জ্জ্যং বচনান্মম॥ ৬৭
যত্র কারুণিকা নিত্যং সাধুকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ।
সামান্যোপস্করৈর্যুক্তাস্ত্যজেথা যক্ষ তদ্গৃহম্॥৬৮
যত্রাসনস্থাস্তিষ্ঠৎসু গুরু-বৃদ্ধ-দ্বিজাতিষু।
ন তিষ্ঠন্তি গৃহং তচ্চ বর্জ্জ্যং যক্ষ ত্বয়া সদা॥৬৯
তরুগুল্মাদিভির্দ্বারং ন বিদ্ধং যস্য বেশ্মনঃ।
মর্ম্মভেদোঽথবা পুংসস্তস্ত্রেয়ো ভবনং ন তে॥
দেবতা-পিতৃ-মর্ত্ত্যানামতিথীনাঞ্চ বর্ত্তনম্।
যস্যাবশিষ্টেনান্নেন পুংসস্তস্য গৃহং ত্যজ॥ ৭১
সত্যবাক্যান্ ক্ষমাশীলানহিংস্রান্ নানুতাপিনঃ।
পুরুষানীদৃশান্ যক্ষ ত্যজেথাশ্চানসূয়কান্॥৭২
ভর্ত্তৃশুশ্রূষণে যুক্তামসৎস্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিতাম্।
কুটুম্ব-ভর্ত্তৃশেষান্ন-পুষ্টাঙ্গ ত্যজ যোষিতম্॥৭৩
যজনাধ্যয়নাভ্যাস-দানাসক্তমতিং সদা।
যাজনাধ্যাপনাদান-কৃতবৃত্তিং দ্বিজং ত্যজ॥৭৪
দানাধ্যয়ন-যজ্ঞেষু সদোদ্যুক্তঞ্চ দুঃসহ।
ক্ষত্রিয়ং ত্যজ সচ্ছুক্রশস্ত্রাজীবাত্তবেতনম্॥৭৫
ত্রিভিঃ পূর্ব্বগুণৈর্যুক্তং পাশুপাল্য-বণিজ্যয়োঃ।
কৃষেশ্চাবাপ্তবৃত্তিঞ্চ ত্যজ বৈশ্যমকল্মষম্॥ ৭৬
দানেজ্যা-দ্বিজশুশ্রূষা-তৎপরং যক্ষ সন্ত্যজ।
শূদ্রঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং শুশ্রূষাবৃত্তিপোষকম্॥ ৭৭
শ্রুতিস্মৃত্যবিরোধেন কৃতবৃত্তির্গৃহে গৃহী।
যত্র তত্র চ তৎপত্নী তস্যৈবানুগতাত্মিকা॥ ৭৮
যত্র পুত্রো গুরোঃ পূজাং দেবানাঞ্চ তথা পিতুঃ
পত্নী চ ভর্ত্তুঃ কুরুতে তত্রালক্ষ্মীভয়ং কুতঃ॥৭৯
যদানুলিপ্তং সন্ধ্যাসু গৃহমম্বুসমুক্ষিতম্।

সর্ব্বদা অনুরক্ত, বহির্গমনে অনুৎসুক এবং সর্ব্বদা লজ্জান্বিত, সেই গৃহ তোমার পরিত্যজনীয়। ৬২—৬৬। যে গৃহে শয়ন ও ভোজন সকল বয়ঃসম্বন্ধবিশিষ্ট, হে যক্ষ! আমার বাক্যে তাহা তোমার পরিত্যাগ করা উচিত। যে গৃহের নরগণ অত্যন্ত করুণাপরবশ, সর্ব্বদা সৎকার্য্যে অবস্থিত এবং সামান্য উপস্কর দ্বারা সংযুক্ত, হে যক্ষ! তাহা তুমি পরিত্যাগ করিবে। যথায় গুরু, বৃদ্ধ ও দ্বিজাতিগণ আসনে অধিষ্ঠিত হইলেও সকলে আসন পরিগ্রহ করে না, হে যক্ষ! সে গৃহ তুমি সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। যাহার দ্বারদেশ তরু-গুল্মাদি দ্বারা বিদ্ধ নহে, যথায় পুরুষগণের মর্ম্মচ্ছেদ ঘটে না, সেই গৃহ তোমার মঙ্গলপ্রদ হইবে না। যে পুরুষের উচ্ছিষ্ট অন্ন দ্বারাও দেবতা, পিতৃ, মর্ত্ত্য ও অতিথিদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, সেই পুরুষের গৃহ তুমি পরিত্যাগ করিবে। যাহারা সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, অহিংস্র, অননুতাপী এবং যাহারা অসূয়াপরবশ নহেন, হে যক্ষ। সেই পুরুষ সকলকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। যে রমণী সর্ব্বদা স্বামিসেবায় তৎপর, অসতীসঙ্গ পরিত্যাগ করে এবং কুটুম্ব ও স্বামীর ভুক্তশেষ অন্ন দ্বারা আপনাকে পোষিত করে, ঈদৃশী ললনাকে তুমি পরিত্যাগ করিবে।৬৭—৭৩। যে দ্বিজ,—যজন, অধ্যয়ন, অভ্যাস ও দান বিষয়ে সর্ব্বদা আসক্তচিত্ত এবং যাজন, অধ্যাপন ও দান দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, সেই ব্রাহ্মণকে তুমি পরিত্যাগ করিবে। হে দুঃসহ! যে ক্ষত্রিয় সর্ব্বদা দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ বিষয়ে উদ্যুক্ত এবং স্বীয় পবিত্র শস্ত্রাজীব দ্বারা বেতন গ্রহণ করেন, তাঁহাকে তুমি পরিত্যাগ করিবে। যে বৈশ্য ত্রিবিধ পূর্ব্বগুণযুক্ত পশু পালন, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে; তাদৃশ নিষ্পাপ বৈশ্যকে তুমি ত্যাগ করিবে। যে শূদ্র দান, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণসেবায় তৎপর এবং ব্রাহ্মণাদি-সেবা দ্বারা স্বীয় বৃত্তিপরিপোষক, হে দুঃসহ! তাদৃশ শূদ্রকে সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি গৃহে বসতি করিয়া শ্রুতি ও স্মৃতির অবিরোধে বৃত্তি নির্ব্বাহ করে ও তৎপত্নী তাহারই অনুগতাত্মিকা হয়, যে গৃহে পুত্রগণ দেবতা, গুরু ও পিতৃগণের পূজা করে, স্ত্রীগণ স্বামীর সেবা করে; হে যক্ষ। সেই স্থানে কি প্রকারে

কৃতপুষ্পবলিং যক্ষ ন ত্বং শক্নোষি বীক্ষিতুম্॥
ভাস্করাদৃষ্টশয্যানি নিত্যাগ্নিসলিলানি চ।
সূর্য্যাবলোকদীপানি লক্ষ্ম্যা গেহানি ভাজনম্॥
যত্রোক্ষা চন্দনং বীণা আদর্শো মধুসর্পিষী।
বিপ্রাশ্চ * তাম্রপাত্রাণি তদ্‌গৃহং ন তবাশ্রয়ঃ॥
যত্র কণ্টকিনো বৃক্ষা যত্র নিষ্পাববল্লরী।
ভার্য্যা পুনর্ভূর্বল্মীকস্তদ্‌যক্ষ তব মন্দিরম্॥ ৮৩
যস্মিন্ গৃহে নরাঃ পঞ্চ স্ত্রীত্রয়ং তাবতীশ্চ গাঃ
অন্ধকারেন্ধনাগ্নিঞ্চ তদ্‌গৃহং বসতিস্তব॥ ৮৪
একচ্ছাগং দ্বিবালেয়ং ত্রিগবং পঞ্চমাহিষম্।
ষড়শ্বং সপ্তমাতঙ্গং গৃহং যক্ষাশু শোষয়॥ ৮৫
কুদ্দালদাত্রপিঠকং তদ্বৎ স্থাল্যাদিভাজনম্।
যত্র তত্রৈব ক্ষিপ্তানি তব দত্তাঃ প্রতিশ্রয়ম্॥ ৮৬

অলক্ষ্মী-ভয় হইবে। ৭৪—৭৯। যে গৃহ ত্রিসন্ধ্যা অনুলিপ্ত ও জল দ্বারা সম্যক্ উক্ষিত হয়, হে যক্ষ! তাহা দর্শন করিতেও তুমি সমর্থ হইবে না। যে গৃহের শয্যা সকল সূর্য্যকর্ত্তৃক অদৃষ্ট থাকে, যে আলয়ে অগ্নি ও জল বিদ্যমান থাকে এবং যাহা সূর্য্যের আলোক দ্বারা দীপিত হয়, সেই ভবন সকলই লক্ষ্মীর স্থান। যে গৃহে চন্দন, বীণা, দর্পণ, মধু, ঘৃত, বিপ্র ও তাম্রপাত্র সকল সর্ব্বদা উক্ষিত হয়, সেই গৃহ তোমার আশ্রয় নহে। যে গৃহে কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ, নিষ্পাবলতা, পুনর্ভূ, ভার্য্যা ও বল্মীক বর্ত্তমান থাকে, হে যক্ষ! তাহা তোমারই গৃহ। যে গৃহে পাঁচটী পুরুষ, তিনটী স্ত্রী, তিনটী গোরু, অন্ধকার, কাষ্ঠ ও অগ্নি অবস্থিত হয়, সেই ভবনেই তোমার বসতি হইবে। হে যক্ষ! যে ভবনে একটী ছাগ, দুইটী চামরী, তিনটী গোরু, পাঁচটী মহিষ, ছয়টী অশ্ব ও সাতটী মাতঙ্গ থাকে, তাহা শীঘ্রই শোষিত কর। ৮০—৮৫। কুদ্দাল, দাত্র, পিঠক এবং স্থালী প্রভৃতি পাত্র সকল যে গৃহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

---

* বিবাজ্যোতি কচিৎ পাঠঃ। বীজাজ্যোতি চ কচিৎ।

মুষলোলূখলে স্ত্রীণামাস্থা তদ্বদুদুম্বরে।
অবস্করে মন্ত্রণঞ্চ যক্ষৈতদুপকৃৎ তব॥ ৮৭
লঙ্ঘ্যন্তে যত্র ধান্যানি পক্কাপক্কানি বেশ্মনি।
তদ্বচ্ছাস্ত্রাণি তত্র ত্বং যথেষ্টং চর দুঃসহ॥ ৮৮
স্থালীপিধানে যত্রাগ্নির্দত্তো দর্ব্বীফলেন বা।
গৃহে তত্র হি রিষ্টানামশেষাণাং সমাশ্রয়ঃ॥ ৮৯
মানুষাস্থি গৃহে যত্র দিবারাত্রং মৃতাস্থিতিঃ।
যত্র যক্ষ তবাবাসস্তথান্যেষাঞ্চ রক্ষসাম্॥ ৯০
অদত্ত্বা ভুঞ্জতে যে বৈ বন্ধোঃ পিণ্ডং তথোদকম্
সপিণ্ডান্ সোদকাংশ্চৈব তৎকালে তান্ নরান্ ভজ॥ ৯১
যত্র পদ্মমহাপদ্মৌ যুবতী মোদকাশিনী।
বৃষভৈরাবতো যত্র কল্যাতে তদ্‌গৃহং ত্যজ॥ ৯
অশস্ত্রা দেবতা যত্র নশল্যাশ্চাহবং বিনা।
কল্প্যন্তে মনুজৈরর্চ্চাস্তৎ পরিত্যজ মন্দিরম্॥

থাকে, তাহাই তোমার প্রশ্রয়দাতা। যথায় মুসল, উদূখল, উডুম্বর ও অবস্কর সকলে স্ত্রীলোকেরা মন্ত্রণা করে, সেই গৃহ তোমার উপকারক। যে আলয়ে পক্ক বা অপক্ক ধান্য ও শাস্ত্র সকল লঙ্ঘিত হয়, হে দুঃসহ! সেই সকল গৃহে তুমি যথেষ্ট বিচরণ কর। যে স্থলে স্থালীর আচ্ছাদন করিতে দর্ব্বীফলক দ্বারা অগ্নি অর্পিত হয়, তাহা অশেষ রিষ্টের আবাসস্থান। মানুষের অস্থি ও মৃত পদার্থ যে ভবনে দিবারাত্রি অবস্থান করে, তথায় তোমার ও অন্যান্য রাক্ষস সকলের আবাস হইবে। ৮৬—৯০। যখন মানবগণ বন্ধু, সপিণ্ড বা সোদক ব্যক্তিদিগকে উদ্দেশ করিয়া পিণ্ড বা উদক দান না করিবে, সেই সময়েই তাহাদিগকে তুমি ভজনা করিবে। যে স্থলে পদ্ম ও মহাপদ্ম (নিধিবিশেষ) বিদ্যমান, যুবতীগণ সর্ব্বদা মোদক ভোজন করে এবং বৃষভ ও ঐরাবত বর্ত্তমান থাকে, সেই আলয় তুমি পরিত্যাগ করিবে। যথায় অশস্ত্র দেবতা সকল যুদ্ধ ব্যতিরেকে মানবগণ কর্ত্তৃক সশস্ত্র অবস্থায় কল্পিত হইয়া অর্চ্চিত হয়, সেই মন্দির তুমি পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্ববৎ

পৌরজানপদা যত্র প্রাক্‌প্রসিদ্ধমহোৎসবাঃ।
ক্রিয়ন্তে পূর্ব্ববদ্‌গেহে ন তুং তত্র গৃহে চর॥ ৯৪
শূর্পবাতঘটাম্ভোভিঃ স্নানং বস্ত্রাম্বুবিপ্রুষৈঃ।
নখাগ্রসলিলৈশ্চৈব তান্ যাহি হতলক্ষণান্॥ ৯৫
দেশাচারান্ সময়ান্ জ্ঞাতিধর্ম্মং
জপং হোমং মঙ্গলং দেবতেষ্টিম্।
সম্যক্ শৌচং বিধিবল্লোকবাদান্
পুংসস্ত্বয়া কুর্ব্বতো মাস্তু সঙ্গঃ॥ ৯৬
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা দুঃসহং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
চকার শাসনং সোঽপি তথা পঙ্কজজন্মনঃ॥৯৭

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে যক্ষানুশাসনং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০॥

যে গৃহ সকলে পৌর ও জানপদ সকল পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ মহোৎসব দ্বারা যুক্ত হয়, সেই গৃহে তুমি গমন করিও না। যাহারা শূর্পবায়ু, কলসের জল, বস্ত্র-নির্গলিত জল এবং নখাগ্রজল দ্বারা স্নান করে, সেই হতলক্ষণ মানবদিগের নিকট তুমি গমন করিবে। যে মানবগণ দেশাচার, সময়, জ্ঞাতিধর্ম্ম, জপ, হোম, মঙ্গল কার্য্য, দেবতাপূজা সম্যক্, শৌচ এবং যথাবিধি লোকবাদ সকল আচরণ করে, সেই মানবগণের সহিত তোমার যেন সঙ্গ হয় না।” মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে দ্বিজবর! ব্রহ্মা দুঃসহকে এইরূপ আদেশ করিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। আর সেই দুঃসহও পদ্মজন্মা ব্রহ্মার অনুশাসন তদ্রূপ পরিপালন করিতে লাগিল। ৯১—৯৭।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫০॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
দুঃসহস্যাভবদ্ভার্য্যা নির্ম্মাষ্টির্নাম নামতঃ।
জাতা কলেস্তু ভার্য্যায়ামৃতৌ চাণ্ডালদর্শনাৎ॥১
তয়োরপত্যান্যভবন্ জগদ্ব্যাপীনি ষোড়শ।
অষ্টৌ কুমারাঃ কন্যাশ্চ তথাষ্টাবতিভীষণাঃ॥২
দন্তাকৃষ্টিস্তথোক্তিশ্চ পরিবর্ত্তস্তথাপরঃ।
অঙ্গধৃক্ * শকুনিশ্চৈব গণ্ডপ্রান্তরতিস্তথা॥ ৩
গর্ভহা শস্যহা চান্যঃ কুমারাস্তনয়াস্তয়োঃ।
কন্যাশ্চান্যাস্তথৈবাষ্টৌ তাসাং নামানি মে শৃণু
নিযোজিকা বৈ প্রথমা তথৈবান্যা বিরোধিনী।
স্বয়ংহারকরী চৈব ভ্রামণী ঋতুহারিকা॥ ৫
স্মৃতিবীজহরে চান্যে তয়োঃ কন্যেঽতিদারুণে
বিদ্বেষণ্যষ্টমী নাম কন্যা লোকভয়াবহা॥ ৬
এতাসাং কর্ম্ম বক্ষ্যামি দোষপ্রশমনঞ্চ যৎ।
অষ্টানাঞ্চ কুমারাণাং শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তম॥ ৭
দন্তাকৃষ্টিঃ প্রসূতানাং বালানাং দশনস্থিতঃ।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—দুঃসহের ভার্য্যা নির্ম্মাষ্টি। ঐ নির্ম্মাষ্টি যমদুহিতা। যমপত্নী ঋতুমতী হইয়া চণ্ডাল দর্শন করায় সেই গর্ভে নির্ম্মাষ্টির জন্মগ্রহণ করে। পরে দুঃসহ হইতে নির্ম্মাষ্টি গর্ভে জগদ্ব্যাপী অতিভীষণাকৃতি ষোড়শ সন্তান হয়। তন্মধ্যে আটটী পুত্র এবং আটটী কন্যা। দন্তাকৃষ্টি, তথোক্তি, পরিবর্ত্ত, অঙ্গধৃক্, শকুনি, গণ্ডপ্রান্তরতি, গর্ভহা ও শস্যহা, এই আটটী পুত্র। নিযোজিকা, বিরোধিনী, স্বয়ংহারকরী, ভ্রামণী, ঋতুহারিকা, স্মৃতিহরা, বীজহরা ও বিদ্বেষিণী, এই আটটী কন্যা; ইহারা লোকদিগের সাতিশয় অনিষ্টকারিণী। ইহাদের মধ্যে স্মৃতিহরা এবং বীজহরা এই দুইটী অধিক মন্দকারিণী। ১—৬। হে দ্বিজোত্তম! এক্ষণে অষ্টকুমারের যে যে কর্ম্ম ও দোষপ্রশমন-

* অঙ্গধৃগিতি বা পাঠঃ।

করোতি সংঘর্ষমতি চিকীর্ষুর্দুঃসহাগমম্॥ ৮
তচ্ছোপশমনং কার্য্যং সুপ্তস্য সিতসর্ষপৈঃ।
শয়নস্যোপরি ক্ষিপ্তৈর্নামুবৈর্দশনোপরি॥ ৯
সুবর্চ্চসৌষধীস্নানাৎ তথা সচ্ছাস্ত্রকীর্ত্তনাৎ।
উষ্ট্রকণ্টকখড়্গাস্থি-ক্ষৌমবস্ত্রবিধারণাৎ॥ ১০
তিষ্ঠত্যস্তকুমারস্ত তথাস্ত্বিত্যসকৃদ্ব্রুবন্।
শুভাশুভে নৃণাং যুক্তে তথোক্তিস্তচ্চ নান্যথা
তস্মাদদৃষ্টং মঙ্গল্যং বক্তব্যং পণ্ডিতৈঃ সদা।
দুষ্টে শ্রুতে তথৈবোক্তে কীর্ত্তনীয়ো জনার্দ্দনঃ
চরাচরগুরুর্ব্রহ্মা যা যস্য কুলদেবতা॥ ১২
অন্যগর্ভে পরান্ গর্ভান্ সদৈব পরিবর্ত্তয়ন্।
রতিমাপ্নোতি বাক্যঞ্চ বিবক্ষোরন্যদেব যৎ॥১৩
পরিবর্ত্তকসংজ্ঞোঽয়ং তস্যাপি সিতসর্ষপৈঃ।
রক্ষোঘ্নমন্ত্রজপ্যৈশ্চ রক্ষাং কুর্ব্বীত তত্ত্ববিৎ॥১৪
অঙ্গস্থানিলবন্নৃণামঙ্গেষু স্ফুরণোদিতম্।

শুভাশুভং সমাচষ্টে কুশৈস্তস্যাঙ্গতাড়নম্॥১৫
কাকাদিপক্ষিসংস্থোঽয়ং*শ্বশৃগালগতোঽপি বা
শুভাশুভঞ্চ কুশলৈঃ কুমারোঽন্যো ব্রবীতি বৈ
তত্রাপি দুষ্টে ব্যাক্ষেপঃ প্রারম্ভত্যাগ এব চ।
শুভে ত্রস্ততরং কার্য্যমিতি প্রাহ প্রজাপতিঃ॥
গণ্ডান্তেষু স্থিতশ্চান্যো মুহূর্ত্তার্দ্ধং দ্বিজোত্তম।
সর্ব্বারম্ভান্ কুমারোঽত্তি শস্তাঞ্চানসূয়তাম্॥
বিপ্রোক্ত্যা দেবতাস্তুত্যা মূলোৎথাতেন চ দ্বিজ
গোমূত্রসর্ষপস্নানৈস্তদৃক্ষগ্রহপূজনৈঃ॥ ১৯
পুনশ্চ ধর্ম্মোপনিষৎকরণৈঃ শস্ত্রদর্শনৈঃ।
অবজ্ঞয়া জন্মনশ্চ প্রশমং যাতি গণ্ডবান্॥২০
গর্ভে স্ত্রীণাং তথান্যস্ত ফলনাশী সুদারুণঃ।
তস্য রক্ষা সদা কার্য্যা নিত্যং শৌচানবেক্ষণাৎ

উপায়, তাহা শ্রবণ কর। দন্তাকৃষ্টি, প্রভৃত-বালকের দন্তে অবস্থান করিয়া সাতিশয় দন্তসংঘর্ষ করায়। উহা নিবারণের উপায় এই,—শয়িতশিশুর শয্যায় শ্বেতসর্ষপ প্রক্ষেপ, ওষধিস্নান, সৎশাস্ত্রপাঠ এবং উট, শজারু ও গণ্ডারের অস্থি অথবা তসর-কাপড় ধারণ করাইলে বালকের শান্তি হয়। ৭—১০। দ্বিতীয় কুমার তথোক্তি "তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া মনুষ্য সকলের শুভাশুভ বিষয়ে নিযুক্ত হয়, ইহা সত্য। এই শান্তির হেতু পণ্ডিত-গণ অদৃষ্ট ও মঙ্গল্য উভয়ই সদা প্রকাশ করিবেন এবং মন্দ বিষয় শ্রবণগোচর বা কথিত হইলে জনার্দ্দনের নাম কীর্ত্তন করি-বেন অথবা চরাচর প্রপঞ্চ জগতের গুরু ব্রহ্মার নাম বা যাঁহার যে কুলদেবতা, তিনি তাঁহারই নাম কীর্ত্তন করিবেন। পরিবর্ত্ত নামক তৃতীয় কুমার অন্য গর্ভে অপর গর্ভ-স্থাপন এবং একরূপ বিবক্ষুর বাক্য অন্যরূপে উদ্ভাবন করিয়া সুখী হয়। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত রক্ষোঘ্ন মন্ত্র জপ ও শ্বেত সর্ষপ দ্বারা ইহারও শান্তি করিবেন। অঙ্গধুক্ নামক চতুর্থ কুমার, বায়ুর ন্যায় মনুষ্যগণের অঙ্গে স্পন্দন ও লোমহর্ষণ জন্য শুভাশুভ বিষয় প্রকাশ করে। উহার শান্তি করিতে হইলে শরীরে কুশাঘাত করিবে। ১১—১৫। শকুনি নামক পঞ্চম কুমার, কাক প্রভৃতি পক্ষীতে এবং কুক্কুর ও শৃগালের শরীরে থাকিয়া মনুষ্য-গণের শুভাশুভ প্রকাশ করে। ঐ সময় অশুভসূচক চিহ্ন প্রকাশ হইলে সকলে কার্য্যোদ্যোগ পরিত্যাগ করিবে এবং শুভ-সূচক চিহ্ন হইলে অতিশীঘ্র কর্ত্তব্য কর্ম্মের আরম্ভ করিবে, ইহা প্রজাপতি স্বয়ং কহিয়া-ছেন। গণ্ডপ্রান্তরতি নামক ষষ্ঠ কুমার, মুহূর্ত্তার্দ্ধ গণ্ডান্তে থাকিয়া সমস্ত কার্য্যারম্ভ, মঙ্গল্যকর্ম্ম ও অনসূয়তা ভক্ষণ করে। হে দ্বিজোত্তম! উহার শান্তির জন্য ব্রাহ্ম-ণাশীর্ব্বাদ, দেবতাস্তুতি, গোমূত্র ও শ্বেত সর্ষপ দ্বারা স্নান, সেই নক্ষত্র ও গ্রহের পূজা, ধর্ম্মোপনিষদ্ শ্রবণ, শস্ত্রদর্শন এবং জন্মাবজ্ঞা করিলে গণ্ডদোষের শান্তি হয়। ১৬—২০। গর্ভহা নামক সপ্তম কুমার, স্ত্রীদিগের গর্ভে ফলনাশ করে। উহার শান্তির উপায় এই যে, সদা শুদ্ধভাবে থাকা

---

* শ্বানৈরকগতোঽপি বা ই, ঙ বা পাঠঃ।

প্রসিদ্ধমন্ত্রলিখনাচ্ছস্তমাল্যাদিধারণাৎ।
বিশুদ্ধগেহাবসথাদনায়াসাচ্চ বৈ দ্বিজ॥ ২২
তথৈব শস্তহা চান্যঃ শস্তর্দ্ধিমুপহন্তি যঃ।
তস্যাপি রক্ষাং কুর্ব্বীত জীর্ণোপানদ্বিধারণাৎ॥
তথাপসব্যগমনাচ্চাণ্ডালস্য প্রবেশনাৎ।
বহির্বলিপ্রদানাচ্চ সোমাম্বুপরিকীর্ত্তনাৎ॥ ২৪
পরদার-পরদ্রব্য-হরণাদিষু মানবান্।
নিয়োজয়তি চৈবান্যান্ কন্যা সা চ নিযোজিকা
তস্যাঃ পবিত্রপঠনাৎ ক্রোধলোভাদিবর্জ্জনাৎ।
নিয়োজয়তি মামেষু বিরোধাচ্চ বিবর্জ্জনম্॥
আক্রুষ্টোঽন্যেন মন্যেত তাড়িতো বা নিযো-
জিকা।
নিযোজয়ত্যেনমিতি ন গচ্ছেৎ তদ্বশং বুধঃ॥
পরদারাদিসংসর্গে চিন্তমাত্মানমেব চ।
নিযোজয়ত্যত্র সা মামিতি প্রাজ্ঞো বিচিন্তয়েৎ
বিরোধং কুরুতে চান্যা দম্পত্যোঃ প্রীয়মাণয়োঃ
বন্ধূনাং সুহৃদাং পিত্রোঃ পুত্রৈঃ সাবর্ণিকৈশ্চ যাঃ
বিরোধিনী সা তদ্রক্ষাং কুর্ব্বীত বলিকর্ম্মণা।
তথাতিবাদসহনাচ্ছাস্ত্রাচারনিষেবণাৎ॥ ৩০
ধান্যং খলাদ্গৃহাদ্গোভ্যঃ পয়ঃ সর্পিস্তথাপরা।
সমৃদ্ধিমৃদ্ধিমদ্দ্রব্যাদপহন্তি চ কন্যকা॥ ৩১
সা স্বয়ং হারিকেত্যুক্তা সদান্তর্দ্ধানতৎপরা।
মহানসাদর্দ্ধসিদ্ধমন্নাগারস্থিতং তথা॥ ৩২
পরিবিশ্যমানঞ্চ সদা সার্দ্ধং ভুঙ্ক্তে চ ভুঞ্জতা।
উচ্ছেষণং মনুষ্যাণাং হরত্যন্নঞ্চ দুর্হরা॥ ৩৩
কর্ম্মান্তাগারশালাভ্যঃ সিদ্ধর্দ্ধিং হরতি দ্বিজ।
গোস্ত্রীস্তনেভ্যশ্চ পয়ঃ ক্ষীরহারী সদৈব সা॥
দধ্নো ঘৃতং তিলাৎ তৈলং সুরাগারাৎ তথা
সুরাম্।
রাগং কুসুম্ভকাদীনাং কার্পাসাৎ সূত্রমেব চ॥
সা স্বয়ং হারিকা নাম হরত্যবিরতং দ্বিজ।
কুর্য্যাচ্ছিখণ্ডিনো দ্বন্দ্বং রক্ষার্থং কৃত্রিমাং স্ত্রিয়ম্
রক্ষাশ্চৈব গৃহে লক্ষ্যা বর্জ্জ্যা চ সোম্যতা তথা
হোমাগ্নি-দেবতা-ধূপ-ভস্মনা চ পরিক্রিয়া।
কার্য্যা ক্ষীরাদিভাণ্ডানামেব তদ্রক্ষণং স্মৃতম্॥

প্রসিদ্ধ মন্ত্র (কবচাদি) লিখন, মাল্যাদি ধারণ, বিশুদ্ধ গৃহে বাস ও আয়াস পরিত্যাগ করিতে হয়। হে ব্রাহ্মণ! ঐরূপ শস্তহা নামক অষ্টম কুমার, শস্তসমুদয় নাশ করে। জীর্ণ চর্ম্মপাদুকা শস্তক্ষেত্রে রক্ষা, অপসব্য গমন, চাণ্ডালের প্রবেশন, বহির্দ্দেশে বলি প্রদান এবং সোমাম্বু (মন্ত্রবিশেষ) পাঠ করিলে ইহার শান্তি হয়। ১ম কন্যা নিয়োজিকা, মনুষ্য সকলকে পরস্ত্রীগমন ও পর দ্রব্যহরণাদি কার্য্যে নিয়োজিত করে। ইহার শান্তির জন্য পুণ্যগ্রন্থপাঠ ও ক্রোধলোভাদি পরিত্যাগ করিবে এবং অন্য কোন লোক কর্তৃক আক্রুষ্ট বা তাড়িত হইয়াও ক্রোধাদির বশীভূত হইবে না; কেননা বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ ইহার শান্তির কারণ "যে পরদারাদি দুষ্কর্ম্মে সততই নিয়োজিকা প্রেরণ করিতেছে" এই চিন্তা করিয়া ঐ অসদ্বৃত্তি হইতে মনকে নিবৃত্ত করিবেন। ২১—২৮। ২য় কন্যা বিরোধিনী। উহা অতিশয় প্রিয় দম্পতীর মধ্যে এবং সুহৃদ্, বন্ধু, পিতা, মাতা, পুত্র ও স্বগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত করায়। ইহার শান্তি করিতে হইলে অতিশয় ধৈর্য্যাবলম্বন ও শাস্ত্রবিহিত আচার (মনুপ্রভৃতি প্রণীত নীতি) ও বলিকর্ম্ম আচরণ করিবে। ৩য় কন্যা স্বয়ংহারিকা, দুর্জ্জন ও গৃহ হইতে ধান্যাদি নষ্ট করে এবং গাভী হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে ঘৃত, অন্য সুন্দর মহার্ঘ দ্রব্যের শোভা, অন্নশালা হইতে অর্দ্ধসিদ্ধ অন্ন ও ভোজনার্থ প্রস্তুত অন্ন হরণ করে; অধিক কি, ভোজন কালে ভোক্তৃগণের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট অন্নও ভোজন করে; বিশিষ্ট কর্ম্মস্থান হইতে উত্তম দ্রব্য অপহরণ, রমণীস্তন হইতে দুগ্ধ, তিলাদি হইতে তৈল, সুরালয় হইতে সুরা, কুসুম্ভাদি পুষ্পের রাগ এবং কার্পাস হইতে সূত্র স্বয়ং হরণ করে, এই জন্য ইহার নাম স্বয়ংহারিকা। ইহার শান্তির জন্য শিখণ্ডিদ্বন্দ্ব, কৃত্রিম স্ত্রী, হোম, দেবতাপূজা, ধূপপ্রদান ও ভস্মাদি দ্বারা দুগ্ধভাণ্ডাদি পরি-

উদ্বেগং জনয়ত্যন্যা একস্থাননিবাসিনঃ।
পুরুষস্ত তু যা প্রোক্তা ভ্রামণী সা তু কন্যকা॥
তস্যাশ্চ রক্ষাং কুর্ব্বীত বিক্ষিপ্তৈঃ সিতসর্ষপৈঃ।
আসনে শয়নে চোর্ব্ব্যাং যত্রাস্তে স তু মানবঃ
চিন্তয়েচ্চ নরঃ পাপা মামেষা দুষ্টচেতনা।
ভ্রাময়ত্যসকৃজ্জপ্যং ভুবঃ সূক্তং সমাধিনা॥ ৪১
স্ত্রীণাং পুষ্পং হরত্যন্যা প্রবৃত্তং সা তু কন্যকা।
অথ প্রবৃত্তং সা জ্ঞেয়া দোঃসহা ঋতুহারিকা॥৪২
কুর্ব্বীত তীর্থ-দেবৌকশ্চৈত্য-পর্ব্বতসানুষ।
নদীসঙ্গমখাতেষ স্নপনং তৎপ্রশান্তয়ে॥ ৪৩
মন্ত্রবিৎ কৃততত্ত্বজ্ঞঃ পর্ব্বমুষসি চ দ্বিজ।
চিকিৎসাজ্ঞশ্চ বৈ বৈদ্যঃ সম্প্রযুক্তৈর্বরৌষধৈঃ
স্মৃতিঞ্চাপহরত্যন্যা স্ত্রীণাং সা স্মৃতিহারিকা।
বিবিক্তদেশসেবিত্বাৎ তস্যাশ্চোপশমো ভবেৎ
বীজাপহারিণী চান্যা স্ত্রীপুংসোরতিভীষণা।
মেধ্যান্নভোজনৈঃ স্নানৈস্তস্যাশ্চোপশমো ভবেৎ
অষ্টমী দ্বেষণী নাম কন্যা লোকভয়াবহা।
যা করোতি নবদ্বিষ্টং নরং নারীমথাপি বা॥৪৭
মধু-ক্ষীর ঘৃতাক্তাংস্ত শান্ত্যর্থং হোময়েৎতিলান্
কুর্ব্বীত মিত্রবিন্দাঞ্চ তথেষ্টিং তৎপ্রশান্তয়ে॥৪৮
এতেষান্ত কুমারাণাং কন্যানাং দ্বিজসত্তম।
অষ্টত্রিংশদপত্যানি তেষাং নামানি মে শৃণু॥৪৯
দন্তাকৃষ্টেরভূৎ কন্যা বিজল্পা কলহা তথা।
অবজ্ঞানৃতদুষ্টোক্তিবিজল্পা তৎপ্রশান্তয়ে॥ ৫০
তামেব চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃ প্রযতশ্চ গৃহী ভবেৎ।
কলহা কলহং গেহে করোত্যবিরতং নৃণাম্॥
কুটুম্বনাশহেতুঃ সা তৎপ্রশান্তিং নিশাময়।
দূর্ব্বাঙ্কুরান্ মধু-ঘৃত-ক্ষীরাক্তান্ বলিকর্ম্মণি॥৫২
বিক্ষিপেজ্জুহুয়াচ্চৈবানলং মিত্রঞ্চ কীর্ত্তয়েৎ।
ভূতানাং মাতৃভিঃ সার্দ্ধং বালকানান্ত শান্তয়ে॥
বিদ্যানাং তপসাঞ্চৈব সংযমস্য যমস্য চ।
কৃষ্যাং বাণিজ্যলাভে চ শান্তিং কুর্ব্বস্তু মে সদা।

ক্ষার করিবে। ২৯—৩৮। ৪র্থ কন্যা এক-স্থানবাসী পুরুষদিগের পরস্পর উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দেয়, এজন্য তাহাকে ভ্রামণী কহে। ইহার শান্তি করিতে হইলে আসনে, শয্যায় ও ভূমিতে শ্বেতসর্ষপ নিক্ষেপ করিবে, কোন পাপকার্য্যে চিত্ত ধাবিত হইলে "এই দুষ্টমতি ভ্রামণী আমাকে প্রেরণ করিতেছে, এই চিন্তা করিয়া সমাধিযুক্ত হইয়া ভূর্ম্সূক্ত (মন্ত্রবিশেষ) জপ করিবে। ৫ম কন্যা ঋতু-হারিকা, ঋতুমতী স্ত্রীগণের রজো হরণ করে। ইহার শান্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত-গণ পর্ব্বতসানুতে ও তীর্থে দেবালয় নির্ম্মাণ করিবেন এবং নদীসঙ্গম স্থানে প্রাতঃকালে স্নান ও সুবৈদ্য হইতে উত্তম ঔষধ প্রয়োগ করাইবেন। ৬ষ্ঠ কন্যা স্মৃতিহারিকা, বরা ঙ্গনাদিগের স্মরণ হরণ করে। ইহার শান্তির জন্য উত্তম পরিষ্কৃত রমণীয় স্থানের সেবা করিবে। ৭ম কন্যা বীজাপহারিণী। ইহা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের রতিনাশ করে; ইহার শান্তি করিতে হইলে পবিত্রান্ন-ভোজন ও স্নান করিবে। ৩৯—৪৬। ৮ম কন্যা সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী দ্বেষণী নাম্নী; এই কন্যা নরনারীগণকে দ্বেষ করিয়া থাকে। তাহার শান্তির জন্য মধু, দুগ্ধ ও ঘৃত সংযুক্ত তিল আহুতি দিয়া মিত্রবিন্দ নামক যজ্ঞ করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই সকল কুমার ও কুমারী-গণের আটত্রিশটী সন্তান হইয়াছিল, তাহা-দিগের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। দন্তা-কৃষ্টির বিজল্পা ও কলহা নাম্নী দুইটী কন্যা হয়। বিজল্পা অবজ্ঞা মিথ্যা ও দুষ্ট বচন-কারিণী, তাহার প্রশান্তির জন্য গৃহিগণ সংযত হইয়া তাহাকেই চিন্তা করিবে। কলহা মানবসংসারে সর্ব্বদা কলহ করাইয়া থাকে এবং তাহাদিগের কুটুম্বনাশের হেতু-স্বরূপ; তাহার শান্তির জন্য পূজোপহার প্রদান ও মধু-ঘৃত-ক্ষীরযুক্ত দূর্ব্বাঙ্কুরের আহুতি প্রদান করিবে। আর নিম্নোক্ত উপাসনা-বাক্য কীর্ত্তন করিবে;—"কুষ্মাণ্ড যাতুধান প্রভৃতি গণগণ যথাবিধি পূজিত হইয়া সকলে সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হউন এবং মাতৃসহ বালকগণের বিদ্যার, তপস্যার, যমনিয়মের কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য লাভের সর্ব্বদা শান্তি

পূজিতাশ্চ যথান্যায়ং তুষ্টিং গচ্ছন্তু সর্ব্বশঃ।
কুমারো মাতৃবানশ্চ যে চান্যে গণসংজ্ঞিতাঃ॥
মহাদেবপ্রসাদেন মহেশ্বরমতেন চ।
সর্ব্ব এতে নৃণাং নিত্যং তুষ্টিমাশু ব্রজন্তু তে॥
তুষ্টাঃ সর্ব্বং নিয়চ্ছন্তু দুষ্কৃতং দুরনুষ্ঠিতম্।
মহাপাতকজং সর্ব্বং যচ্চান্যদ্বিঘ্নকারণম্॥ ৫৭
তেষামেব প্রসাদেন বিঘ্না নশ্যন্তু সর্ব্বশঃ।
উদ্বাহেষু চ সর্ব্বেষু বৃদ্ধিকর্ম্মসু চৈব হি॥ ৫৮
পুণ্যানুষ্ঠানযোগেষু গুরুদেবার্চ্চনেষু চ।
জপ-যজ্ঞ-বিধানেষু যাত্রাসু চ চতুর্দ্দশ॥ ৫৯
শরীরারোগ্যভোগ্যেষু সুখদানধনেষু চ।
বৃদ্ধবালাতুরেষেব শান্তিং কুর্ব্বন্তু মে সদা॥ ৬০
সোমাদিত্যৌ তথাম্ভোধিঃ সবিতা চানিলানলৌ।
তথোক্তেঃ কালজিহ্বোঽভূৎ পুত্রস্তালানিকেতনঃ
স যেষাং জননীসংস্থস্তানসাধূন্ বিবাধতে।
পরিবর্ত্তসুতৌ যৌ তু বিরূপ বিকৃতৌ দ্বিজ॥৬২
তৌ তু বৃক্ষাগ্র-পরিখা-প্রাকারাম্ভোধিসংশ্রয়ৌ
গর্ব্বিণ্যাঃ পরিবর্ত্তং তৌ কুরুতঃ পাদপাদিষু॥
ক্রোষ্টুকে পরিবর্ত্তন্ত্যা গর্ভাক্রান্তো যথোদরাৎ
ন বৃক্ষকৈব নৈবাদ্রিং ন প্রাকারং মহোদধিম্॥
পরিখাং বা সমাক্রামেদবলা গর্ভধারিণী।
অঙ্গধৃক্ তনয়ং লেভে পিশুনং নাম নামতঃ॥৬৫
সোঽস্থিমজ্জাগতঃ পুংসাং বলমত্ত্যজিতাত্মনাম্
শ্যেন-কাক-কপোতাংশ্চ গৃধ্রোলূকৈশ্চ বৈ সুতান্
অবাপ শকুনিঃ পঞ্চ জগৃহুস্তান্ সুরাসুরাঃ।
শ্যেনং জগ্রাহ মৃত্যুশ্চ কাকং কালো গৃহীতবান্
উলুকং নিঋতিশ্চৈব জগ্রাহাতিভয়াবহম্।
গৃধ্রং ব্যাধিস্তদীশোঽথ কপোতঞ্চ স্বয়ং যমঃ॥
এতেষামেব চৈবোক্তা ভূতাঃ পাপোপপাদনে।
তস্মাচ্ছ্যেনাদয়ো যস্য নিলীয়েয়ুঃ শিরস্যথ।
তেনাত্মরক্ষণায়ালং শান্তিং কুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তম॥৬৯
গেহে প্রসূতিরেতেষাং তদ্বন্নীড়বিবেশনম্।
নরস্তং বর্জ্জয়েদ্গেহং কপোতাক্রান্তমস্তকম্॥৭০
শ্যেনঃ কপোতো গৃধ্রশ্চ কাকোলূকৌ গৃহে দ্বিজ
প্রবিষ্টঃ কথয়েদন্তং বসতাং তত্র বেশ্মনি॥ ৭১
ঈদৃক্ পরিত্যজেদ্গেহং শান্তিং কুর্য্যাচ্চ পণ্ডিতঃ

করুন।—মহাদেবের অনুগ্রহে এবং মহেশ্বরের অভিমতে মানবদিগের প্রতি সকলেই ইঁহারা সত্বর প্রীতি প্রাপ্ত হউন। সকলে সন্তুষ্ট হইয়া দুষ্কার্য্য, দুরনুষ্ঠান ও মহাপাতকজ বিঘ্ন সকল বিনাশ করুন, তাঁহাদিগের অনুগ্রহে উদ্বাহ প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্ম্মের বিঘ্নরাশি বিনষ্ট হউক। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অম্ভোধি, সূর্য্য, অনল ও অনিল আমার পুণ্যকার্য্যানুষ্ঠানে, গুরুদেবার্চ্চন বিষয়ে, জপ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে চতুর্দ্দশ যাত্রায়, শারীরিক আরোগ্য ভোগে, সুখদান ও ধন বিষয়ে এবং বৃদ্ধ, বালক ও পীড়িত ব্যক্তি সম্বন্ধে সর্ব্বদা শান্তি স্থাপন করুন।” ৪৭—৬০। তথোক্তির তালবৃক্ষবাসী কালজিহ্ব নামক এক পুত্র। সে জননীগত হইয়া নানাবিধ বাধা উপস্থিত করে। পরিবর্ত্তের বিরূপ ও বিকৃত নামক দুই পুত্র; তাহারা বৃক্ষাগ্র, পরিখা, প্রাকার ও অম্ভোধি সংশ্রিত হইয়া গর্ভিণীর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে; এজন্য গর্ভিণীগণ বৃক্ষ, পর্ব্বত, প্রাকার, মহোদধি ও পরিখা স্পর্শ করিবে না। পিশুন নামক পুত্রকে অঙ্গধৃক্ লাভ করিয়াছে, পিশুন অজ্ঞানান্ধ মানবদিগের অস্থি-মজ্জাগত হইয়া বল ভোজন করে। শকুনির শ্যেন, কাক, কপোত, গৃধ্র ও উলুক, এই পাঁচ পুত্র; ইঁহাদিগকে সুরাসুরগণ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্যেনকে মৃত্যু, কাককে কাল, উলুককে নির্ঋত, গৃধ্রকে ব্যাধি এবং ব্যাধীশ্বর স্বয়ং যম কপোতকে গ্রহণ করিয়াছেন। ৬১—৬৮। ইহারা সকলেই পাপোৎপাদন করিয়া থাকে; এজন্য শ্যেনদিগকে মস্তকোপরি নিলীন হইতে দেখিলে আত্মরক্ষার নিমিত্ত শান্তিকার্য্য করা কর্ত্তব্য। যে গৃহে ইহারা কুলায় নির্ম্মাণ করে বা শাবক প্রসব করে, মানবগণ সে গৃহকেও পরিত্যাগ করিবে। হে দ্বিজ! শ্যেন, কপোত, গৃধ্র, কাক ও উলুকগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া তদ্গৃহবাসী ব্যক্তির অন্তকাল জানাইয়া দেয়;

স্বপ্নেঽপি হি কপোতস্য দর্শনং ন প্রশস্যতে ॥
ষড়পত্যানি কথ্যন্তে গণ্ডপ্রান্তরতেস্তথা ।
স্ত্রীণাং রজস্যবস্থানং তেষাং কালাংশ্চ মে শৃণু ॥
চত্বার্য্যহানি পূর্ব্বাণি তথৈবান্যৎ ত্রয়োদশ ।
একাদশ তথৈবান্যদপত্যং তস্য বৈ দিনে ॥৭৪
অন্যদ্দিনাভিগমনে শ্রাদ্ধদানে তথাপরে ।
পর্ব্বস্বথান্যৎ তস্মাত্তু বর্জ্জ্যান্যেতানি পণ্ডিতৈঃ ॥
গর্ভহন্তুঃ সুতো নিঘ্নো মোহনী চাপি কন্যকা ।
প্রবিশ্য গর্ভমত্ত্যেকো ভুক্ত্বা মোহয়তেঽপরা ॥
জায়ন্তে মোহনাৎ তস্যাঃ সর্পমণ্ডুককচ্ছপাঃ ।
সরীসৃপাণি চান্যানি পুরীষমথবা পুনঃ ॥ ৭৭
ষণ্মাসান্ গুর্ব্বিণীং মাংসমশ্নুবানামসংযতাম্ ।
বৃক্ষচ্ছায়াশ্রয়াং রাত্রাবথবা ত্রিচতুষ্পথে ॥ ৭৮
শ্মশানকটভূমিষ্ঠামুত্তরীয়বিবর্জ্জিতাম্ ।
রুদ্যমানাং নিশীথেঽথ আবিশেৎ তামসৌ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৭৯

শস্যহন্তুস্তথৈবৈকঃ ক্ষুদ্রকো নাম নামতঃ ।
শস্যর্দ্ধিং স সদা হন্তি লব্ধ্বা রন্ধ্রং শৃণুষ্ব তৎ ॥ ৮০
অমঙ্গল্যাদিনারম্ভেষ্বতৃপ্তো বপতে চ যঃ ।
ক্ষেত্রেষ্বনুপ্রবেশং বৈ করোত্যস্যোপলব্ধিষু ॥৮১
তস্মাৎ কল্যঃ সুপ্রশস্তে দিনেঽভ্যর্চ্চ্য নিশাকরম্
কুর্য্যাদারম্ভনুপ্তিঞ্চ হৃষ্টস্তুষ্টঃ সহায়বান্ ॥ ৮২
নিয়োজিকেতি যা কন্যা দুঃসহস্য ময়োদিতা ।
জাতং প্রচোদিকাসংজ্ঞং তস্যাঃ কন্যাচতুষ্টয়ম্ ॥
মত্তোন্মত্তপ্রমত্তাশ্চ নবা নার্য্যশ্চ তাং সদা ।
সমাবিশন্তি নাশায় চোদয়ন্তীহ দারুণম্ ॥ ৮৪
অধর্ম্মং ধর্ম্মরূপেণ কামঞ্চাকামরূপিণম্ ।
অনর্থঞ্চার্থরূপেণ মোক্ষঞ্চামোক্ষরূপিণম্ ॥ ৮৫
দুর্ব্বিনীতা বিনা শৌচং দর্শয়ন্তি পৃথঙ্ নরান ।
ভ্রাম্যন্তে তাভিরষ্টাভিঃ পুরুষার্থাৎ পৃথঙ্ নরাঃ
তাসাং প্রবেশশ্চ গৃহে সন্ধ্যার্ক্কেষু উদুখলে ।
ধাত্রে বিধাত্রে চ বলির্যত্র কালে ন দীয়তে ॥ ৮৭
ভুঞ্জতাং পিবতাং বাপি সঙ্গিভির্জলবিপ্রুষৈঃ ।

সুতরাং পণ্ডিতগণ এইরূপ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি-কার্য্য করিবেন। স্বপ্নেও কপোত দর্শন অমঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে। গণ্ডপ্রান্তরতির ছয় পুত্র; তাহারা স্ত্রীদিগের রজোমধ্যে অবস্থান করে। তাহার কাল বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে চারি দিন, ত্রয়োদশ দিন, একাদশ দিন, দিনাভিগমন, শ্রাদ্ধদিন, দানকার্য্যদিবস ও পর্ব্বদিন সকল তাহাদিগের অবস্থান কাল; সুতরাং পণ্ডিতগণ এই সকল দিন পরিত্যাগ করিবেন। ৬৯—৭৬। গর্ভহন্তার নিঘ্ন নামক এক পুত্র ও মোহনী নাম্নী একটী কন্যা হইয়াছিল। ইহারা গর্ভে প্রবেশ করে, নিঘ্ন গর্ভ ভোজন করে এবং মোহনী মোহপ্রদান করে। সেই মোহ হেতুই সর্প, মণ্ডুক, কচ্ছপ, সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুগণ ও পুরীষ উৎপন্ন হয়। গর্ভিণী ছয়মাস পর্য্যন্ত মাংস ভোজন করিলে, অসংযত হইলে, রাত্রিকালে বৃক্ষতলে, ত্রিপথে বা চতুষ্পথে অবস্থান করিলে, শ্মশান প্রভৃতি উৎকট স্থানে গমন করিলে, উত্তরীয়-বিবর্জ্জিত হইলে এবং রাত্রিতে রোদন করিলে, নিঘ্ন সেই স্ত্রীতে প্রবেশ করিয়া থাকে। শস্যহন্তার ক্ষুদ্রকনামা এক পুত্র হয়, সে ছিদ্র পাইলেই শস্যবৃদ্ধির হানি করে। যে ব্যক্তি অমঙ্গল দিনে অতৃপ্ত হইয়া শস্য বপন করে, তাহার সেই ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রক প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। ৭৮—৮১। এজন্য সুপ্রশস্ত দিবসে চন্দ্রের পূজা করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৃষিকার্য্য আরম্ভ ও বীজবপন করিবে। দুঃসহের নিয়োজিকা নাম্নী যে কন্যা ছিল, তাহার প্রচোদিকা নামে চারিটী কন্যা; তাহারা সর্ব্বদাই অতি প্রমত্ত যৌবন-মদদর্পিত ও দুর্ব্বিনীতভাবে ধর্ম্মরূপে অধর্ম্মকে, অকামরূপে কামকে, অর্থরূপে অনর্থকে এবং অমোক্ষরূপে মোক্ষকে প্রেরণপূর্ব্বক মানবদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করাইয়া অতি দারুণভাবে নাশ করিবার জন্য প্রবেশ করে। পূর্ব্বোক্ত অষ্টকন্যা-কর্তৃক নরগণ পুরুষার্থ হইতে পৃথক্ হইয়া ভ্রমণ করে। উদুখলে, নক্ষত্র-সন্নিধিতে ও ধাতা বিধাতাকে যখন পূজা প্রদত্ত না হয়,

নবনারীষু সংক্রান্তিস্তাসামাশ্বভিজায়তে ॥৮৮
বিরোধিন্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাশ্চোদকো গ্রাহকস্তথা।
তমঃপ্রচ্ছাদকশ্চান্যস্তৎস্বরূপং শৃণুষ্ব মে ॥ ৮৯
প্রদীপতৈলসংসর্গ-দূষিতে লঙ্ঘিতে তথা।
মুষলোলূখলে যত্র পাদুকে বাসনে স্ত্রিয়ঃ ॥ ৯০
শূর্পদাত্রাদিকং যত্র পদাকৃষ্য তথাসনম্।
যত্রোপলিপ্তকানর্চ্চ্য বিহারঃ ক্রিয়তে গৃহে ॥৯২
দর্ব্বীমুখেন যত্রাগ্নিরাহৃতোঽন্যত্র নীয়তে।
বিরোধিনীসুতাস্তত্র বিজৃম্ভন্তে প্রচোদিতাঃ ॥৯২
একো জিহ্বাগতঃ পুংসাং স্ত্রীণাঞ্চালীকসত্যবান্
চোদকো নাম স প্রোক্তঃ পৈশুন্যং কুরুতে গৃহে
অবধানকৃতশ্চান্যঃ শ্রবণস্থোঽতিদুর্ম্মতিঃ।
করোতি গ্রহণং তেষাং বচসাং গ্রাহকস্তু সঃ ॥৯৪
আক্রম্যান্যো মনো নৃণাং তমসাচ্ছাদ্য দুর্ম্মতিঃ
ক্রোধং জনয়তে যস্তু তমঃপ্রচ্ছাদকস্তু সঃ ॥ ৯৫
স্বয়ংহার্য্যাস্তু চৌর্য্যেণ জনিতং তনয়ত্রয়ম্।
সর্ব্বহার্য্যর্দ্ধহারী চ বীর্য্যহারী তথৈব চ ॥ ৯৬
অনাচান্তগৃহেষ্বেতে মন্দাচারগৃহেষু চ।
অপ্রক্ষালিতপাদেষু প্রবিশৎসু মহানসম্ ॥৯৭
খলেষু গোষ্ঠেষু চ বৈ দ্রোহো যেষু গৃহেষু বৈ।
তেষু সর্ব্বে যথান্যায়ং বিহরন্তি রমন্তি চ ॥ ৯৮
ভ্রামণ্যাস্তনয়স্ত্বেকঃ কাকজঙ্ঘ ইতি স্মৃতঃ।
তেনাবিষ্টো রতিং সর্ব্বো নৈব প্রাপ্নোতি বৈ পুরে ॥ ৯৯
ভুঞ্জন্ যো গায়তে মত্রে গায়তে হসতে চ যঃ।
সন্ধ্যামৈথুনিনশ্চৈব নরমাবিশতি দ্বিজ ॥ ১০০
কন্যাত্রয়ং প্রসূতা সা যা কন্যা ঋতুহারিণী ॥ ১০১
একা কুচহরা কন্যা অন্যা ব্যঞ্জনহারিকা।
তৃতীয়া তু সমাখ্যাতা কন্যকা জাতহারিণী ॥১০২
যস্যা ন ক্রিয়তে সর্ব্বঃ সম্যগ্বৈবাহিকো বিধিঃ।
কালাতীতোঽথবা তস্যা হরত্যেকা কুচদ্বয়ম্ ॥
সম্যক্ শ্রাদ্ধমদত্ত্বা চ তথানর্চ্চ্য চ মাতরম্।
বিবাহিতায়াঃ কন্যায়া হরতি ব্যঞ্জনং তথা ॥১০৪
অগ্ন্যম্বুশূন্যে চ তথা বিধূপে সূতিকাগৃহে।

সেই সময়ে তাহারা গৃহে প্রবিষ্ট হয়। সঙ্গিগণসহ ভোজন ও জলবিপ্রষ পান-কালে তাহাদিগের নরনারীতে সংক্রমণ হইয়া থাকে। ৮২—৮৮। চোদক, গ্রাহক ও তমঃপ্রচ্ছাদক নামক তিন বিরোধিনী-পুত্রের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যেখানে মুষল ও উদূখল প্রদীপতৈলসংসর্গে দূষিত হয় বা লঙ্ঘিত হয়; যেখানে স্ত্রীগণের পাদুকা ও আসন দূষিত বা লঙ্ঘিত হয়, যেখানে পদ দ্বারা আসন ও শূর্প দাত্রাদি আকর্ষণ করিয়া উপলিপ্তের অর্চ্চনা না করিয়া বিহার করা হয় এবং যেখানে দর্ব্বী দ্বারা অগ্নি আকর্ষণ করিয়া অন্যত্র নীত হয়; সেই সকল স্থানে ঐ বিরোধিনীপুত্রগণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। চোদক, পুরুষদিগের জিহ্বাগত ও স্ত্রীদিগের অলীক সত্যবিশিষ্ট হইয়া ক্রূরতা করে। অতি দুর্ম্মতি গ্রাহক, শ্রবণস্থ হইয়া সেই সকল বাক্যের গ্রহণ করে। ৮৯—৯৪। তমঃপ্রচ্ছাদক, নরগণের মানস আক্রমণপূর্ব্বক তম দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ক্রোধের উৎপত্তি করিয়া থাকে। সর্ব্বহারী, অর্দ্ধহারী ও বীর্য্যহারী নামক স্বয়ংহারীর তিন পুত্র। তাহারা অপবিত্র গৃহে, মন্দাচার গৃহে অধৌত পদে প্রবিষ্ট পাকশালায় এবং যে সকল খলে, গোষ্ঠে ও গৃহে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সেই সকল স্থানে অন্যায়রূপে বিহার করিয়া থাকে। কাকজঙ্ঘ নামক ভ্রামণীর এক পুত্র; তদাবিষ্ট হইলে গৃহে কেহ রতি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি ভোজন করিয়া সঙ্গীত করে, মিত্রতায় সঙ্গীত ও হাস্য করে এবং সন্ধ্যাকালে মৈথুনাসক্ত হয়, কাকজঙ্ঘ তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ৯৫—১০০। ঋতুকালে হারিণী তিন কন্যা প্রসব করিয়াছিল। তাহাদিগের নাম কুচহরা, ব্যঞ্জনহারিকা ও জাতহারিণী। যাহার বৈবাহিক বিধি সম্পূর্ণ কৃত না হয়, অথবা কালের অপগম হয়, কুচহরা তাহার কুচদ্বয় হরণ করে। শ্রাদ্ধাদিকার্য্য সম্যক্ না করিয়া এবং মাতার অর্চ্চনা না করিয়া যে কন্যা বিবাহিতা হয়, ব্যঞ্জনহারিকা তাহার

অদীপশস্ত্রমুষলে ভূতিসর্ষপবর্জ্জিতে ॥ ১০৫
অনুপ্রবিশ্য সা জাতমপহৃত্যাত্মসম্ভবম্।
ক্ষণপ্রসবিনী বালং তত্র সোৎসৃজতে দ্বিজ ॥
সা জাতহারিণী নাম সুঘোরা পিশিতাশনা।
তস্মাৎ সংরক্ষণং কার্য্যং যত্নতঃ সূতিকাগৃহে ॥
স্মৃতিক্ষাপ্রয়তানাঞ্চ শূন্যাগারনিষেবণাৎ।
অপ্রহন্তি সুতস্তস্যাঃ প্রচণ্ডো নাম নামতঃ ॥
পৌত্রেভ্যস্তস্য সম্ভূতা লীকাঃ শতসহস্রশঃ।
চণ্ডালযোনয়শ্চাষ্টৌ দণ্ডপাশাতিভীষণাঃ ॥১০৯
ক্ষুধাবিষ্টাস্ততো লীকাস্তাশ্চ চণ্ডালযোনয়ঃ।
অভ্যধাবন্ত চান্যোন্যমত্তুকামাঃ পরস্পরম্ ॥১১০
প্রচণ্ডো বারয়িত্বা তু তাস্তাশ্চণ্ডালযোনয়ঃ।
সময়ে স্থাপয়ামাস যাদৃশে তাদৃশং শৃণু ॥ ১১১
অদ্যপ্রভৃতি লীকানামাবাসং যো হি দাস্যতি।
দণ্ডং তস্যাহমতুলং পাতয়িষ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ১১২
চণ্ডালযোন্যাবসথে লীকা যা প্রসবিষ্যতি।
তস্যাশ্চ সন্ততিঃ সর্ব্বা সা চ সদ্যো নশিষ্যতি ॥
প্রসূতে কন্যকে দ্বে তু স্ত্রীপুংসোর্বীজহারিণী।
বাতরূপামরূপাঞ্চ তস্যাঃ প্রহরণন্তু তে ॥ ১১৪
বাতরূপা নিষেকান্তে সা যস্মৈ ক্ষিপতে সুতম্
স পুমান্ বাতশুক্রত্বং প্রযাতি বনিতাপি বা ॥
তথৈব গচ্ছতঃ সদ্যো নির্বীজত্বমরূপয়া।
অস্নাতাশী নরো যোঽসৌ তথা চাপি
বিযোনিগঃ ॥ ১১৬
বিদ্বেষিণী তু যা কন্যা ভ্রুকুটীকুটিলাননা।
তস্যা দ্বৌ তনয়ৌ পুংসামপকারপ্রকাশকৌ ॥
নির্বীজত্বং নরো যাতি নারী বা শৌচবর্জ্জিতা।
পৈশুন্যাভিরতঃ লোলমসজ্জনবিষেবণম্ ॥১১৮
পুরুষদ্বেষিণশ্চৈতৌ নরমাক্রম্য তিষ্ঠতঃ।
মাত্রা ভ্রাতা তথা মিত্রৈরভীষ্টৈঃ স্বজনৈঃ পরৈঃ
বিদ্বিষ্টো নাশমায়াতি পুরুষো ধর্ম্মতোঽর্থতঃ।
একস্তু স্বগুণাল্লোকে প্রকাশয়তি পাপকৃৎ ॥১২০
দ্বিতীয়স্তু গুণান্ মৈত্রীং লোকস্যামপকর্ষতি।

ব্যঞ্জন হরণ করিয়া থাকে। সূতিকাগৃহে অগ্নি, জল, ধূপ, দীপ, শস্ত্র, মুষল, ভস্ম ও সর্ষপ না থাকিলে জাতহারিণী তথায় প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ শিশু অপহরণপূর্ব্বক তৎক্ষণ-প্রসূত অন্য শিশু তথায় রাখিয়া আইসে। এজন্য পিশিতাশনা ভয়ঙ্করী সেই জাতি-হারিণী হইতে সূতিকাগৃহে সর্ব্বদা বালককে রক্ষা করিবে। তৎপুত্র প্রচণ্ড, শূন্যাগার-বাসজন্য অসংযুত চিত্ত ব্যক্তি-গণের স্মৃতি বিনষ্ট করে। ১০১—১০৮। তাহার পৌত্র হইতে শত সহস্র লীকা সমুদ্ভূত হইয়াছে। দন্ত-পাশাতিভীষণ অষ্ট চাণ্ডাল-যোনিও ঐ বংশসম্ভূত। লীকা ও চণ্ডাল-জাতিগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পরস্পর ভক্ষণ মানসে অনুধাবন করিলে প্রচণ্ড তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া যাদৃশ সময়ে স্থাপন করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি অদ্যাবধি লীকাদিগকে আবাসস্থান প্রদান করিবে, নিশ্চয়ই আমি তাহার যৎপরোনাস্তি দণ্ড বিধান করিব। চণ্ডালগৃহে বা পণ্যগৃহে যে প্রসব করিবে, সেই লীকা তাহার সমস্ত সন্ততির বিনাশসাধন করিবে। স্ত্রীপুরুষের বীজাপহারিণী,—বাতরূপা ও অরূপা নাম্নী যে কন্যাদ্বয় প্রসব করিয়াছিল, তন্মধ্যে বাত-রূপা নিষেককালে শুক্রকে যাহাতে নিক্ষেপ করে, সেই পুরুষ বা স্ত্রী বাতশুক্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ১০৯—১১৫। যে ব্যক্তি অস্নাত ও অভুক্ত অবস্থায় স্ত্রী-সম্ভোগ করে এবং কোন বিযোনিতে মৈথুনাসক্ত হয়, অরূপা তাহাকে নির্জ্জীব করে। ভ্রূকুটী কুটিলানন৷ বিদ্বেষিণীর দুই পুত্র; তাহারা সর্ব্বদা পুরুষের অপকার প্রকাশ করিয়া থাকে। শৌচ-বর্জ্জিত নর বা নারীগণই নির্বীজতা লাভ করে। বিদ্বেষিণীর পুত্রদ্বয়—পৈশুন্যরত, লোল ও পুরুষদ্বেষী ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করে। যথার্থতঃ কেহ মাতা, ভ্রাতা, মিত্র, প্রিয়জন ও আত্মীয়জনের বিদ্বিষ্ট হইলে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বিশ্লিষ্ট হয়। পাপা-চারী একপুত্র স্বীয় গুণরাশি লোকে প্রকাশ করে, দ্বিতীয় লোকস্থ গুণ ও মৈত্রী আকর্ষণ

ইত্যেতে দৌঃসহাঃ সর্ব্বে যক্ষণঃ সন্তনাবথ।
পাপাচারাঃ সমাখ্যাতা যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দৌঃসহোৎপত্তি-
সমাপনং নামৈকপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৫১॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যেষ তামসঃ সর্গো ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
রুদ্রসর্গং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥ ১
তনয়াশ্চ তথৈবাষ্টৌ পত্ন্যঃ পুত্রাশ্চ তে তথা।
কল্পাদাবাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তঃ প্রভোঃ॥
প্রাদুরাসীদথাঙ্কেঽস্য কুমারো নীললোহিতঃ।
রুরোদ সুস্বরং সোঽথ দ্রবংশ্চ দ্বিজসত্তম॥ ৩
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ
নাম দেহীতি তং সোঽথ প্রত্যুবাচ জগৎপতিম্
রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্নাসি মা রোদীর্ধৈর্য্যমাবহ।
এবমুক্তস্ততঃ সোঽথ সপ্তকৃত্বো রুরোদ হ॥ ৫
ততোঽন্যানি দদৌ তস্মৈ সপ্ত নামানি বৈ প্রভুঃ
স্থানানি চৈষামষ্টানাং পত্নীঃ পুত্রাংশ্চ বৈ দ্বিজ॥
ভবং সর্ব্বং তথেশানং তথা পশুপতিং প্রভুঃ।
ভীমমুগ্রং মহাদেবমুবাচ স পিতামহঃ॥ ৭
চক্রে নামান্যথৈতানি স্থানান্যেষাং চকার হ॥
সূর্য্যো জলং মহী বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতাস্তনবঃ ক্রমাৎ
সুবর্চ্চলা তথৈবোমা বিকেশী চাপরা স্বধা॥ ৯
স্বাহা দিশস্তথা দীক্ষা রোহিণী চ যথাক্রমম্।
সূর্য্যাদীনাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ রুদ্রাদ্যৈর্নামভিঃ সহ॥১০
শনৈশ্চরস্তথা শুক্রো লোহিতাঙ্গো মনোজবঃ।
স্কন্দঃ সর্গোঽথ সন্তানো বুধশ্চানুক্রমাৎ সুতঃ॥
এবম্প্রকারো রুদ্রোঽসৌ সতীং ভার্য্যামবিন্দত
দক্ষকোপাচ্চ তত্যাজ সা সতী স্বং কলেবরম্
হিমবদ্দুহিতা সাভূন্মেনায়াং দ্বিজসত্তম।
তস্যা ভ্রাতা তু মৈনাকঃ সখাম্ভোধেরনুত্তমঃ॥
উপযেমে পুনশ্চৈনামনন্যাং ভগবান্ ভবঃ॥১৩
দেবৌ ধাতা-বিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরসূয়ত

করে। এইরূপে পাপাচার দৌঃসহ-
গণ নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া
রহিয়াছে। ৫১৬—১২১।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অব্যক্ত-জন্মা ব্রহ্মার এই তামসী সৃষ্টি কথিত হইল; এখন রুদ্র-সর্গের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। আটটী পুত্র, তৎপত্নী ও তৎতনয় সকল, কল্পাদিতে আত্মতুল্য পুত্র চিন্তা করায় সেইরূপ হইল। প্রভুর অঙ্কদেশে নীল-লোহিত কুমার সুস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। ব্রহ্মা কুমারকে "কেন রোদন করিতেছ?" জিজ্ঞাসা করায়, কুমার বলিল, "আমাকে নাম প্রদান করুন।" জগৎপতি বলিলেন, তোমার 'রুদ্র' নাম হইল; আর রোদন করিও না, ধৈর্য্য ধারণ কর। কুমার তৎপরে আর সপ্তবার রোদন করায় ক্রমে তাঁহাকে আরও সাতটী নাম প্রদান করিলেন। পরে এই অষ্ট জনের অষ্ট স্থান, পত্নী ও পুত্র দান করিলেন। ১—৬। রুদ্র, ভব, সর্ব্ব, ঈশান, পশু-পতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব, এই আট নাম প্রদান করিয়া অষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও সোম, এই আটটী মূর্ত্তি আর সুবর্চ্চলা, উমা, বিকেশী, স্বধা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা ও রোহিণী, যথা-ক্রমে ইহাঁরা রুদ্রাদি নামক রুদ্রের পত্নী। শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনোজব, স্কন্দ, সর্গ, সন্তান ও বুধ, এই আটটী যথাক্রমে রুদ্রাদির পুত্র। এই রুদ্র এই প্রকারে সতীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে দক্ষকোপে সতী কলেবর পরিত্যাগ করিয়া মেনকা-গর্ভে হিমবানের দুহিতা হইয়া-ছিলেন। অম্ভোধিসখা মৈনাক তাঁহার ভ্রাতা। ভগবান্ ভব পার্ব্বতীকে বিবাহ

শ্রিয়ঞ্চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা। ১৪
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কন্যে মহাত্মনঃ।
ধাতাবিধাত্রোস্তে ভার্য্যে তয়োর্জাতৌ
সুতাবুভৌ। ১৫
প্রাণশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ পিতা মম মহাযশাঃ।
মনস্বিন্যামহং তস্মাৎ পুত্রো বেদশিরা মম। ১৬
ধূম্রবত্যাং সমভবৎ প্রাণস্যাপি নিবোধ মে।
প্রাণস্য দ্যুতিমান্ পুত্র উৎপন্নস্তস্য চাত্মজঃ। ১৭
অজরাশ্চ তয়োঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ বহবোঽভবন্
পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতিঃ পৌর্ণমাসমসূয়ত। ১৮
বিরজাঃ পর্ব্বতশ্চৈব তস্য পুত্রৌ মহাত্মনঃ।
তয়োঃ পুত্রাংস্তু রক্ষিষ্যে বংশসঙ্কীর্ত্তনে দ্বিজ।
স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পত্নী প্রসূতা কন্যকাস্তথ।
সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতী তথা। ২০
অনসূয়া তথৈবাত্রের্জজ্ঞে পুত্রানকল্মষান্।
সোমং দুর্ব্বাসসঞ্চৈব দত্তাত্রেয়ঞ্চ যোগিনম্। ২১

প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তোলি * স্তৎ-
সুতোঽভবৎ।
পূর্ব্বজন্মনি সোঽগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
কর্দ্দমশ্চার্ব্ববীরশ্চ সহিষ্ণুশ্চ সুতত্রয়ম্।
ক্ষমা তু সুষুবে ভার্য্যা পুলহস্য প্রজাপতেঃ। ২৩
ক্রতোশ্চ সন্নতির্ভার্য্যা বালিখিল্যানসূয়ত।
ষষ্টির্যানি সহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্। ২৪
ঊর্জ্জায়াঞ্চ বশিষ্ঠস্য সপ্তাজায়ন্ত বৈ সুতাঃ।
রজোগাত্রোর্দ্ধবাহুশ্চ সবলশ্চানঘস্তথা। ২৫
সুতপাঃ শুক্ল ইত্যেতে সর্ব্বে সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ।
যোঽসাবগ্নিরভীমানী ব্রহ্মণস্তনয়োঽগ্রজঃ। ২৬
তস্মাৎ স্বাহা সুতান্ লেভে ত্রীনুদারৌজসো
দ্বিজ।
পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চাপি জলাশিনম্। ২৭
তেষাস্তু সন্ততাবন্যে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
কথ্যন্তে বহুশশ্চৈতে পিতা পুত্রত্রয়ঞ্চ যৎ। ২৮
এবমেকোনপঞ্চাশদ্দুর্জ্জয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

করেন। ভৃগুর খ্যাতি নাম্নী ভার্য্যা,—ধাতা ও বিধাতা এই পুত্রদ্বয়কে ও শ্রীকে প্রসব করেন; সেই শ্রী দেবদেব নারায়ণের পত্নী। ৭—১৪। মহাত্মা মেরুর আয়তি ও নিয়তি নাম্নী দুই কন্যা, ধাতা ও বিধাতার ভার্য্যা ছিলেন। প্রাণ ও আমার পিতা মহাযশা মৃকণ্ডু, এই দুই জন তাঁহাদিগের পুত্র। মৃকণ্ডুর ঔরসে মনস্বিনীর গর্ভে আমার জন্ম; আমার পুত্র বেদশিরা। ধূম্রবতী-গর্ভে দ্যুতিমান্ ও অজরা নামক প্রাণের দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের পুত্রপৌত্র অনেক হইয়াছিল। মরীচির পত্নী সম্ভূতি পৌর্ণমাসকে প্রসব করেন। বিরজা ও পর্ব্বত নামক তাঁহার দুই পুত্র; ইঁহাদিগের পুত্রগণকে বংশকীর্ত্তির জন্য রক্ষা করিব অর্থাৎ রাজবংশ বর্ণনে কীর্ত্তিত করিব। আঙ্গিরসপত্নী স্মৃতি,—সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি নাম্নী কন্যাচতুষ্টয় প্রসব করেন। অত্রি হইতে অনসূয়া—সোম, দুর্ব্বাসা ও দত্তাত্রেয় নামক যোগিত্রয়কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুলস্ত্য-ভার্য্যা প্রীতির গর্ভে দত্তোলি বা দম্ভোলির উৎপত্তি; পূর্ব্বজন্মে ইনিই অগস্ত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন। প্রজাপতি পুলহের ভার্য্যা ক্ষমা,—কর্দ্দম, অর্ব্বরীর ও সহিষ্ণু নামক তিন পুত্র প্রসব করেন। ক্রতুর ভার্য্যা সন্নতি,—ঊর্দ্ধরেতা ষষ্টি সহস্র বালিখিল্যদিগকে প্রসব করিয়াছেন। ১৫—২৪। ঊর্জ্জাগর্ভে বশিষ্ঠের রজ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবল, অনঘ, সুতপা ও শুক্ল নামক সাত পুত্র হয়। ইঁহারাই সপ্তর্ষি বলিয়া বিখ্যাত। অভিমানী অগ্নি, ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অগ্নির ঔরসে স্বাহা, পাবক, পবমান ও জলাশী শুচি নামক তিন পুত্র লাভ করেন। তাঁহাদিগের পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র হয়। আর অন্য পুত্রত্রয় ও পিতৃলোক বলিয়া যিনি অভিহিত, তাঁহারা অগ্নিপৌত্র। এই একোন-পঞ্চাশৎ অগ্নিপৌত্র দুর্জ্জয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত

---

* দম্ভোলিরিতি বা পাঠঃ।

পিতরো ব্রহ্মণা সৃষ্টা যে ব্যাখ্যাতা ময়া তব॥
অগ্নিষাত্তা বর্হিষদোঽনগ্নয়ঃ সাগ্নয়শ্চ যে।
তেভ্যঃ স্বধা সুতে জজ্ঞে মেনাং বৈধারিণীং তথা
তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চাপ্যুভে দ্বিজ
উত্তমজ্ঞানসম্পন্নে সর্ব্বৈঃ সমুদিতে গুণৈঃ॥ ৩১
ইত্যেষা দক্ষকন্যানাং কথিতাপত্যসন্ততিঃ।
শ্রদ্ধাবান্ সংস্মরন্নেতামনপত্যোঽভিজায়তে॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে রুদ্রসর্গাভিধানো নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ক্রোষ্টুকিরুবাচ।

স্বায়ম্ভুবং ত্বয়াখ্যাতমেতন্মন্বন্তরঞ্চ যৎ।
তদহং ভগবন্ সম্যক্ শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্
মন্বন্তরপ্রমাণঞ্চ দেবা দেবর্ষয়স্তথা।
যে চ ক্ষিতীশা ভগবন্ দেবেন্দ্রশ্চৈব যস্তথা॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মন্বন্তরাণাং সংখ্যাতা সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
মানুষেণ প্রমাণেন শৃণু মন্বন্তরঞ্চ মে॥ ৩
ত্রিংশৎকোট্যস্তু সংখ্যাতাঃ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি চ সংখ্যয়া।
মন্বন্তরপ্রমাণঞ্চ ইত্যেতৎ সাধিকং বিনা॥ ৪
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়া স্মৃতম্!
দ্বিপঞ্চাশৎ তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি চ॥ ৫
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং মনুঃ স্বারোচিষস্তথা।
ঔত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা॥ ৬
ষড়েতে মনবোঽতীতাস্তথা বৈবস্বতোঽধুনা।
সাবর্ণিঃ পঞ্চ রৌচ্যাশ্চ ভৌত্যাশ্চাগামিনস্ত্বমী॥
এতেষাং বিস্তরং ভূয়ো মন্বন্তরপরিগ্রহে।
বক্ষ্যে দেবানৃষীংশ্চৈব যক্ষেন্দ্রাঃ পিতরশ্চ যে॥
উৎপত্তিং সংগ্রহং ব্রহ্মন্ শ্রূয়তামস্য সন্ততিঃ।
যচ্চ তেষামভূৎ ক্ষেত্রং তৎপুত্রাণাং মহাত্মনাম্
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাসন্ দশ পুত্রাস্তু তৎসমাঃ।

আছেন এবং ইঁহাদিগকেই পূর্ব্বে পিতৃলোক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। অগ্নিষাত্তা, বর্হিষদ, অনগ্নি ও সাগ্নি পিতৃগণ হইতে স্বধা,—মেনা ও বৈধারিণী নামে দুই কন্যা লাভ করেন। তাঁহারা উভয়েই ব্রহ্মবাদিনী, যোগিনী, উত্তম জ্ঞানসম্পন্না এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা। এইরূপে দক্ষকন্যাগণের সন্ততি কথিত হইল। শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ইহা স্মরণ করিলে অনপত্যতা নষ্ট হয়। ২৫—৩২।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি বলিলেন, ভগবন্! আপনি এই যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তাহা সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মন্বন্তরের প্রমাণ, দেবতা দেবর্ষি, ক্ষিতীশ এবং দেবেন্দ্রের বিষয় বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মন্বন্তরের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি যুগ; তাহা মনুষ্যপ্রমাণের দ্বারা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রিংশৎ কোটী, সপ্তষষ্টি নিযুত ও বিংশতিসহস্র বর্ষ এক মন্বন্তরের প্রমাণ, ইহাতে সাধিকত্ব নাই। দেবতাপ্রমাণে অষ্টশত দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্র বর্ষ। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ, এই ছয় মনু অতীত হইয়াছেন; এক্ষণে বৈবস্বত মনু বর্ত্তমান। আর পঞ্চ সাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য মনু আগামী। দেবতা, ঋষি, যক্ষেন্দ্র ও পিতৃলোকদিগের বিষয় প্রত্যেক মন্বন্তরপরিগ্রহকালে বিস্তাররূপে কহিব। ১—৮। স্বায়ম্ভুবের সন্ততিগণের উৎপত্তি, সংগ্রহ এবং তাহাদিগের যে ক্ষেত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। স্বায়ম্ভুব মনুর তত্তুল্য দশ পুত্র ছিলেন, যাঁহারা সপ্তদ্বীপা, সপর্ব্বতা, সসমুদ্রা ও আকরবতী পৃথিবীকে বর্ষে বিভক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুবান্তরে ত্রেতাযুগের প্রথমে প্রিয়ব্রতের

যৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপর্ব্বতা ॥ ১০
সসমুদ্রাকরবতী প্রতিবর্ষং নিবেশিতা।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পূর্ব্বমাদ্যে ত্রেতাযুগে তথা ॥ ১১
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রৈস্তৈঃ পৌত্রৈঃ স্বায়ম্ভুবস্য চ।
প্রিয়ব্রতাৎ প্রজাবত্যাং বীরাৎ কন্যা ব্যজায়ত
কন্যা সা তু মহাভাগা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
কন্যে দ্বে দশ পুত্রাংশ্চ সম্রাট্ কুক্ষী চ তে উভে
তয়োর্বৈ ভ্রাতরঃ শূরাঃ প্রজাপতিসমা দশ।
অগ্নীধ্রো মেধাতিথিশ্চ বপুষ্মাংশ্চ তথাপরঃ ॥ ১৪
জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্‌ভব্যঃ সবনঃ সপ্ত এব তে
প্রিয়ব্রতোঽভ্যষিঞ্চৎ তান্ সপ্ত সপ্তসু
পার্থিবান্ ॥ ১৫
দ্বীপেষ্বেতেষু ধর্ম্মেণ দ্বীপাংশ্চৈব নিবোধ মে।
জম্বুদ্বীপে তথাগ্নীধ্রং রাজানং কৃতবান্ পিতা ॥
প্লক্ষদ্বীপেশ্বরশ্চাপি তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ।
শাল্মলে তু বপুষ্মন্তং জ্যোতিষ্মন্তং কুশাহ্বয়ে ॥
ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমন্তং ভব্যং শাকাহ্বয়েশ্বরম্
পুষ্করাধিপতিঞ্চাপি সবনং কৃতবান্ সুতম্ ॥ ১৮
মহাবীতো * ধাতকিশ্চ পুষ্করাধিপতেঃ সুতৌ
দ্বিধা কৃত্বা তয়োর্বর্ষং পুষ্করং সংন্যবেশয়ৎ ॥ ১৯

ভব্যস্য পুত্রাঃ সপ্তাসন্ নামতস্তান্ নিবোধ মে
জলদশ্চ কুমারশ্চ সুকুমারো বনীয়কঃ ॥ ২০
কুশোত্তরোঽথ * মেধাবী সপ্তমস্তু মহাদ্রুমঃ।
তন্নামকানি বর্ষাণি শাকদ্বীপে চকার সঃ ॥ ২১
তথা দ্যুতিমতঃ সপ্ত পুত্রাস্তাংশ্চ নিবোধ মে।
কুশলো মনুগশ্চোষ্ণঃ প্রাকারশ্চার্থকারকঃ ॥ ২২
মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সপ্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তেষাং স্বনামধেয়ানি ক্রৌঞ্চদ্বীপে তথাভবন্ ॥ ২৩
জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে পুত্রনামাঙ্কিতানি বৈ।
তত্রাপি সপ্ত বর্ষাণি তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ২৪
উদ্ভিদং বৈষ্ণবঞ্চৈব সুরথং লম্বনং তথা।
ধৃতিমৎপ্রভাকরঞ্চৈব কাপিলঞ্চাপি সপ্তমম্ ॥ ২৫
বপুষ্মতঃ সুতা সপ্ত শাল্মলেশস্য চাভবন্।
শ্বেতশ্চ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা ॥ ২৬
বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব কেতুমান্ সপ্তমস্তথা।
তথৈব শাল্মলে তেষাং সমনামানি সপ্ত বৈ ॥ ২৭
সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্লক্ষদ্বীপেশ্বরস্য বৈ।

পুত্রগণ অর্থাৎ স্বায়ম্ভুবের পৌত্রগণও এইরূপ করিয়াছিলেন। কর্দ্দম প্রজাপতির প্রজাবতী নাম্নী মহাভাগা কন্যার গর্ভে বীর প্রিয়ব্রতের ঔরসে দশ পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। এই কন্যাদ্বয় সম্রাট্ ও কুক্ষি নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ৯—১৩। প্রিয়ব্রত উক্ত দশ পুত্র মধ্যে অগ্নীধ্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান্, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, ভব্য ও সবন নামক সপ্তপুত্রকে সপ্তদ্বীপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মেধাতিথি প্লক্ষদ্বীপে, বপুষ্মান্, শাল্মলে, জ্যোতিষ্মান্ কুশদ্বীপে, ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমান্, শাকদ্বীপে ভব্য এবং পুষ্করদ্বীপে সবন পিতৃদত্ত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুষ্করাধিপতি মহাবীত ও ধাতকী নামক পুত্রদ্বয়কে পুষ্কর দ্বীপ বিভাগ করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন। ভব্যের জলদ, কুমার, সুকুমার, বনীয়ক, কুশোত্তর, মেধাবী ও মহাদ্রুম, এই সপ্ত পুত্র; তিনি এই সপ্ত নামানুসারে শাকদ্বীপে বর্ষবিভাগ করিয়াছিলেন। দ্যুতিমানের সপ্ত পুত্র—কুশল, মনুগ, উষ্ণ, প্রাকার, অর্থকারক, মুনি ও দুন্দুভি; এই সপ্ত নামানুসারে ক্রৌঞ্চদ্বীপও সপ্তভাগ হইয়াছিল। ১৪—২৩। জ্যোতিষ্মান্ সপ্ত পুত্রের নামানুযায়ী সপ্তবর্ষ কুশদ্বীপে বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নাম যথা,—উদ্ভিদ, বৈষ্ণব, সুরথ, লম্বন ধৃতিমান্, প্রভাকর ও কাপিল। শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত ও বৈদ্যুত, মানস ও কেতুমান্ নামক শাল্মলেশ্বর বপুষ্মানের সাত পুত্র; প্রত্যেকের বিভিন্ন নামানুসারে শাল্মলী দ্বীপের বিভক্ত অংশেরও নামকরণ হইয়াছিল। মেধাতিথিরও সাত পুত্র, যাহাদিগের নামানুযায়ী

---

* মহাবীর ইতি বা পাঠঃ।

* কুশোদরোঽথ ইতি পাঠান্তরম্।

যেষাং নামাভিস্তৈর্বর্ষৈঃ প্লক্ষদ্বীপস্তু সপ্তধা ॥২৮
পূর্ব্বং শাকভবং বর্ষং শিশিরন্তু সুখোদয়ম্।
আনন্দঞ্চ শিবঞ্চৈব ক্ষেমকঞ্চ ধ্রুবং তথা ॥ ২৯
প্লক্ষদ্বীপাদিদ্বীপেষু শাকদ্বীপান্তিমেষু বৈ।
জ্ঞেয়ঃ পঞ্চসু ধর্ম্মশ্চ বর্ণাশ্রমবিভাগজঃ ॥ ৩০
নিত্যঃ স্বাভাবিকশ্চৈব অহিংসাবিধিবর্জ্জিতঃ।
পঞ্চস্বেতেষু বর্ষেষু সর্ব্বং সাধারণং স্মৃতম্ ॥ ৩১
আগ্নীধ্রায় পিতা পূর্ব্বং জম্বুদ্বীপং দদৌ দ্বিজ।
তস্য পুত্রা বভূবুর্হি প্রজাপতিসমা নব ॥ ৩২
জ্যেষ্ঠো নাভিরিতি খ্যাতস্তস্য কিম্পুরুষোঽনুজঃ
হরিবর্ষস্তৃতীয়স্তু চতুর্থোঽভূদিলাবৃতঃ ॥ ৩৩
রম্যশ্চ পঞ্চমঃ পুত্রো হিরণ্যঃ ষষ্ঠ উচ্যতে।
কুরুস্তু সপ্তমস্তেষাং ভদ্রাশ্বশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪
নবমঃ কেতুমালশ্চ তন্নাম্না বর্ষসংস্থিতিঃ।
যানি কিম্পুরুষাখ্যাণি বর্জ্জয়িত্বা হিমাহ্বয়ম্ ॥৩৫
তেষাং স্বভাবতঃ সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যযত্নতঃ।
বিপর্য্যয়ো ন তেষ্বস্তি জরা-মৃত্যুভয়ং ন চ ॥৩৬
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তেষ্বাস্তাং নোত্তমাধমমধ্যমাঃ।
ন বৈ চতুর্যুগাবস্থা নার্ত্তবা ঋতবো ন চ ॥ ৩৭
অগ্নীধ্রসূনোর্নাভেস্তু ঋষভোঽভূৎ সুতো দ্বিজ
ঋষভাদ্ভরতো জজ্ঞে বীরঃ পুত্রশতাগ্রজঃ ॥ ৩৮
সোঽভিষিচ্যর্ষভঃ পুত্রং মহাপ্রাব্রজ্যমাস্থিতঃ।
তপস্তেপে মহাভাগঃ পুলহাশ্রমসংশ্রয়ঃ ॥ ৩৯
হিমাহ্বং * দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় পিতা দদৌ
তস্মাত্তু ভারতং বর্ষং তস্য নাম্না মহাত্মনঃ ॥
ভরতস্যাপ্যভূৎ পুত্রঃ সুমতির্নাম ধার্ম্মিকঃ।
তস্মিন্ রাজ্যং সমাবেশ্য ভরতোঽপি বনংযযৌ
এতেষাং পুত্রপৌত্রৈস্তু সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রৈস্তু ভুক্তা স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ৪২
এষ স্বায়ম্ভুবঃ সর্গঃ কথিতস্তে দ্বিজোত্তম।
পূর্ব্বমন্বন্তরে সম্যক্ কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥৪৩

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মন্বন্তরকথনং নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

প্লক্ষদ্বীপে সপ্তবর্ষ বিভক্ত রহিয়াছে। শাকভব, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, ও শিব, ও ধ্রুব নামে প্লক্ষদ্বীপের সাত বর্ষ প্রসিদ্ধ। প্লক্ষদ্বীপ প্রভৃতি শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত এই পঞ্চ দ্বীপের প্রতিবর্ষে নিত্য, স্বাভাবিক এবং অহিংসাদিসমলঙ্কৃত বর্ণাশ্রমবিভাগ জন্য ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। যে অগ্নীধ্রকে তাঁহার পিতা জম্বুদ্বীপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রজাপতি তুল্য নব্য পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ২৩—৩২। জ্যেষ্ঠের নাম নাভি, দ্বিতীয় কিম্পুরুষ, তৃতীয় হরি, চতুর্থ ইলাবৃত, পঞ্চম রম্য, ষষ্ঠ হিরণ্য, সপ্তম কুরু, অষ্টম ভদ্র ও কেতুমাল নবম। এই সকল নামানুসারে বর্ষেরও বিভাগ হইয়াছে। হিমালয় ব্যতিরেকে যাহাদিগকে কিম্পুরুষ বলিয়া থাকে, তাহাদিগের স্বভাবত সিদ্ধি ও বিনা-যত্নে সুখ লাভ হয়। বিপর্য্যয় বা জরামৃত্যুর জন্য তাহাদিগের কোনই ভয় নাই। তথায় ধর্ম্মাধর্ম্ম, উত্তম মধ্যম ও অধম বিভাগ, চতুর্যুগের বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন আর্ত্তব অবস্থা বা ঋতুবিভাগ নাই। অগ্নীধ্রপুত্র নাভির পুত্র ঋষভ; ঋষভপুত্র ভরত। ঋষভ পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পুলহাশ্রমে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। হিম নামক দক্ষিণ-বর্ষ ভরতকে তাঁহার পিতা সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার নামানুসারে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে। ভরতের সুমতি নামক পুত্র হইয়াছিল। তিনিও সুমতিকে রাজ্যার্পণ করিয়া বনগমন করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের পুত্র ও পৌত্রগণ এবং প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ভোগ করিয়া আসিতেছেন।- এই স্বায়ম্ভুব সর্গ পূর্ব্ব মন্বন্তরে সম্যক্ বলিয়াছি, আর অধিক কি বলিব? ৩৩—৪৩।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* হিমাদ্রেরিতি বা পাঠঃ

চতু,পঞ্চাশোঽধ্যায় ।

ক্রোষ্টুকিরুবাচ।

কতি দ্বীপাঃ সমুদ্রা বা পর্ব্বতা বা কতি দ্বিজ।
কিয়ন্তি চৈব বর্ষাণি তেষাং নদ্যশ্চ কা মুনে॥ ১
মহাভূতপ্রমাণঞ্চ লোকালোকং তথৈব চ।
পর্য্যাসং পরিমাণঞ্চ গতিং চন্দ্রার্কয়োরপি॥ ২
এতৎ প্রব্রূহি মে সর্ব্বং বিস্তরেণ মহামুনে॥ ৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শতার্দ্ধকোটিবিস্তারা পৃথিবী কৃৎস্নশো দ্বিজ।
তস্যা হি স্থানমখিলং কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ॥ ৪
যে তে দ্বীপা ময়া প্রোক্তা জম্বুদ্বীপাদয়ো দ্বিজ
পুষ্করান্তা মহাভাগ শৃণ্বেষাং বিস্তরং পুনঃ॥ ৫
দ্বীপাৎ তু দ্বিগুণো দ্বীপো জম্বুঃ প্লক্ষোঽথ শাল্মলঃ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করদ্বীপ এব চ॥ ৬
লবণেক্ষু-সুরা-সর্পির্দধি-দুগ্ধ-জলাব্ধিভিঃ।
দ্বিগুণৈর্দ্বিগুণৈর্বৃদ্ধ্যা সর্ব্বতঃ পরিবেষ্টিতাঃ॥ ৭
জম্বুদ্বীপস্য সংস্থানং প্রবক্ষ্যেঽহং নিবোধ মে
লক্ষমেকং যোজনানাং বৃত্তো বিস্তারদৈর্ঘ্যতঃ॥ ৮
হিমবান্ হেমকূটশ্চ ঋষভো (খ) মেরুরেব চ।
নীলঃ শ্বেতস্তথা শৃঙ্গী সপ্তাস্মিন্ বর্ষপর্ব্বতাঃ॥ ৯
দ্বৌ লক্ষযোজনায়ামৌ মধ্যে তত্র মহাচলৌ।
তয়োর্দক্ষিণতো যৌ তু যৌ তথোত্তরতো গিরী
দশভির্দশভির্ন্যূনৈঃ সহস্রৈস্তৈঃ পরস্পরম্।
দ্বিসাহস্রোচ্ছ্রয়াঃ সর্ব্বে তাবদ্বিস্তারিণশ্চ তে॥
সমুদ্রান্তঃপ্রবিষ্টাশ্চ ষড়স্মিন্ বর্ষপর্ব্বতাঃ।
দক্ষিণোত্তরতো নিম্না মধ্যে তুঙ্গায়তা ক্ষিতিঃ॥
বিদ্যাদ্বৈ দক্ষিণে ত্রীণি ত্রীণি বর্ষাণি চোত্তরে।
ইলাবৃতং তয়োর্মধ্যে চন্দ্রার্দ্ধাকারবৎ স্থিতম্॥১৩
ততঃ পূর্ব্বেণ ভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে।
ইলাবৃতস্য মধ্যে তু মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ॥ ১৪
চতুরশীতিসাহস্রস্তস্যোচ্ছ্রায়ো মহাগিরেঃ।
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্বিস্তীর্ণং ষোড়শৈব তু॥১৫

চতু পঞ্চাশ অধ্যায়

ক্রোষ্টুকি বলিলেন, হে মহামুনে! দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত, ও নদী কত সংখ্যক? মহাভূত ও লোকালোকের প্রমাণ কি? এবং চন্দ্র-সূর্য্যের পর্য্যাস (ব্যাস), পরিমাণ ও গতি কিরূপ? এই সকল বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সমগ্র পৃথিবীর বিস্তার শতার্দ্ধকোটী যোজন; তাহা নিখিল স্থান সম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ কর। জম্বু প্রভৃতি পুষ্করান্ত যে সকল দ্বীপের বিষয় বলিয়াছি, তাহা পুনর্ব্বার বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি। ১—৫। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, ও পুষ্কর দ্বীপ, ইহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপ হইতে যথাক্রমে দ্বিগুণ। লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল সমুদ্র দ্বারা দ্বিগুণ দ্বিগুণ বৃদ্ধিভাবে উহারা পরিবেষ্টিত। জম্বুদ্বীপের আকৃতি পরিমাণ বলিতেছি; বিস্তার, দৈর্ঘ্য ও বৃত্তে এক লক্ষ যোজন জম্বুদ্বীপের পরিমাণ। হিমবান্, হেমকূট, ঋষভ, মেরু, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী, এই সাতটী তাহার বর্ষপর্ব্বত। মধ্যস্থলে দ্বিলক্ষ যোজন-বিস্তৃত যে মহাগিরিদ্বয় আছে, তাহার দক্ষিণ ও উত্তরদিকে যে দুই গিরি অবস্থিত, তাহারা পরস্পর দশ দশ সহস্র ন্যূন সংখ্যাবিশিষ্ট। অন্য সকলেই দুই সহস্র যোজন উন্নত ও ঐরূপ বিস্তৃত। ইহাতে সমুদ্রমধ্যে-প্রবিষ্ট ছয়টী বর্ষ পর্ব্বত আছে। এই পৃথিবী উত্তর দক্ষিণে নিম্ন এবং মধ্যস্থলে উন্নত ও আয়ত। ৬—১২। তিনটী বর্ষ উত্তরে এবং তিনটী বর্ষ দক্ষিণে জানিবে। এতদুভয়ের মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থান করিতেছে। তাহার পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব ও পশ্চিমে কেতুমাল। ইলাবৃতের মধ্যস্থলে কনক পর্ব্বত সুমেরু। সেই মহাগিরির উচ্ছ্রায় চৌরাশী সহস্র যোজন। নিম্নে ষোড়শ সহস্র যোজন প্রবিষ্ট এবং তথায়

---

* 'নিষধ' ইতি পাঠঃ।

শরাবসংস্থিতত্বাচ্চ দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ।
শুক্লঃ পীতোঽসিতো রক্তঃ প্রাচ্যাদিষু যথাক্রমম্
বিপ্রো বৈশ্যস্তথা শূদ্রঃ ক্ষত্রিয়শ্চ সবর্ণতঃ।
তস্যোপরি তথৈবাষ্টৌ পূর্ব্বাদিষু যথাক্রমম্ ॥১৭
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং তন্মধ্যে ব্রহ্মণঃ সভা।
যোজনানাং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ সমুচ্ছ্রিতা ॥ ১৮
অযুতোচ্ছ্রায়স্তস্যাধস্তথা বিষ্কম্ভপর্ব্বতঃ।
প্রাচ্যাদিষু ক্রমেণৈব মন্দরো গন্ধমাদনঃ ॥ ২০
বিপুলশ্চ সুপার্শ্বশ্চ কেতুপাদপশোভিতাঃ।
কদম্বো মন্দরে কেতুর্জম্বুর্বৈ গন্ধমাদনে ॥ ২০
বিপুলে চ তথাশ্বত্থঃ সুপার্শ্বে চ বটো মহান্।
একাদশশতায়ামা যোজনানামিমে নগাঃ ॥ ২১
জঠরো দেবকূটশ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশি পর্ব্বতৌ।
আনীল-নিষধৌ প্রাপ্তৌ পরস্পরনিরন্তরৌ ॥২২
নিষধঃ পারিপাত্রশ্চ মেরোঃ পার্শ্বে তু পশ্চিমে।
যথা পূর্ব্বৌ তথা চৈতাবানীলনিষধায়তৌ ॥ ২৩
কৈলাসো হিমবাংশ্চৈব দক্ষিণেন মহাচলৌ।
পূর্ব্বপশ্চায়তাবেতাবর্ণবান্তর্ব্যবস্থিতৌ ॥ ২৪
শৃঙ্গবান্ জারুধিশ্চৈব তথৈবোত্তরপর্ব্বতৌ।
যথৈব দক্ষিণে তদ্বদন্তর্বান্তর্ব্যবস্থিতৌ ॥ ২৫
মর্য্যাদাপর্ব্বতা হ্যেতে কথ্যন্তেঽষ্টৌ দ্বিজোত্তম
হিমবদ্ধেমকূটাদিপর্ব্বতানাং পরস্পরম্ ॥ ২৬
নব যোজনসাহস্রং প্রাগুদগ্দক্ষিণোত্তরম্।
মেরোরিলাবৃতে তদ্বদন্তরে বৈ চতুর্দ্দিশম্ ॥২৭
ফলানি যানি বৈ জম্ব্বা গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
গজদেহপ্রমাণানি পতন্তি গিরিমূর্দ্ধনি ॥ ২৮
তেষাং স্রাবাৎ * প্রভবতি খ্যাতা জম্বুনদীতি বৈ।
যত্র জাম্বুনদং নাম কনকং সম্প্রজায়তে ॥ ২৯
সা পরিক্রম্য বৈ মেরুং জম্বুমূলং পুনর্নদী।
বিশতি দ্বিজশার্দ্দূল পীয়মানা জনৈশ্চ তৈঃ ॥ ৩০
ভদ্রাশ্বেঽশ্বশিরা বিষ্ণুর্ভারতে কূর্ম্মসংস্থিতিঃ।
বরাহঃ কেতুমালে চ মৎস্যরূপস্তথোত্তরে ॥৩১

ষোড়শ সহস্র যোজন বিস্তৃত। উহার শরাবাকৃতি হেতু শিখর দ্বারা সুবিস্তৃত। পূর্ব্বাদিদিক্ বিভাগে যথাক্রমে শুক্ল, পীত, অসিত ও রক্তবর্ণের বিভাগ আছে। তদুপরি পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের আবাস। তদুপরি ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের ও মধ্যস্থলে ব্রহ্মার চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত সভা শোভিত আছে। ১৪—১৮। তাহার অধঃপ্রদেশে অযুত যোজন উন্নত মন্দর, গন্ধমাদন, বিপুল ও সুপার্শ্ব নামক বিষ্কম্ভপর্ব্বত আছে। তাহাতে কেতুপাদপ শোভা পাইতেছে। মন্দরে কদম্ব, গন্ধমাদনে জম্বু, বিপুলে অশ্বত্থ ও সুপার্শ্বে মহান্ বট কেতুবৃক্ষ; এই সমস্ত বৃক্ষ একাদশ শত যোজন বিস্তৃত। পূর্ব্বদিকে জঠর ও দেবকূট পর্ব্বত; তাহারা পরস্পর নীল ও নিষধ পর্য্যন্ত দীর্ঘ। মেরুর পশ্চিম পার্শ্বে নিষধ ও পারিপাত্র; পূর্ব্বদিকের ন্যায় ইহারাও নীল ও নিষধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণদিকে কৈলাস ও হিমবান্ নামক মহাগিরি; ইহারা পূর্ব্বপশ্চিমে আয়ত হইয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। উত্তরে শৃঙ্গবান্ ও জারুধি; দক্ষিণদিকের ন্যায় ইহারাও অর্ণব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হিমবান্ হেমকূট প্রভৃতি পর্ব্বতগণ আটটীই সীমাপর্ব্বত। মেরু ও ইলাবৃতের চতুর্দ্দিকে নয় সহস্র যোজন অন্তরে অবস্থিত। ১৯—২৭। গন্ধমাদন পর্ব্বতে গজদেহপ্রমাণ যে সকল জম্বুফল গিরিশৃঙ্গে পতিত হয়, তাহাদের রসোৎপন্ন নদীকে জম্বুনদী বলে। এই জম্বুনদী হইতে জাম্বুনদ নামক স্বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই নদী মেরুকে পরিক্রমপূর্ব্বক তত্রত্য জনগণ ও পশু-পক্ষী কর্ত্তৃক পীত হইয়া পুনর্ব্বার জম্বুমূলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভদ্রাশ্বে অশ্বশিরা, ভারতে কূর্ম্মাকৃতি বিষ্ণু, কেতুমালে বরাহ ও উত্তরে মৎস্যরূপে নারায়ণ আছেন।

---

* রসাদিতি বা পাঠঃ।

তেষু নক্ষত্রবিন্যাসাদ্বিষয়াঃ সমবস্থিতাঃ।
চতুর্ষ্বপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ গ্রহাভিভবপাঠকাঃ॥ ৩২

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভুবনকোষে জম্বুদ্বীপ-
বর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
শৈলেষু মন্দরাদ্যেষু চতুর্ষ্বেব দ্বিজোত্তম।
বনানি যানি চত্বারি সরাংসি চ নিবোধ মে॥ ১
পূর্ব্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণে নন্দনং বনম্।
বৈভ্রাজং পশ্চিমে শৈলে সাবিত্রং চোত্তরাচলে
অরুণোদং সরঃ পূর্ব্বং মানসং দক্ষিণে তথা।
শীতোদং পশ্চিমে মেরোর্মহাভদ্রং তথোত্তরে॥৩
শীতার্ত্তশ্চক্রমুঞ্জশ্চ কুলীরোঽথ সুকঙ্কবান্।
মণিশৈলোঽথ বৃষবান্ মহানীলো ভবাচলঃ॥ ৪
সবিন্দুর্মন্দরো বেণুস্তামসো নিষধস্তথা।
দেবশৈলশ্চ পূর্ব্বেণ মন্দরস্য মহাচলঃ॥ ৫
ত্রিকূটশিখরাদ্রিশ্চ কলিঙ্গোঽথ পতঙ্গকঃ।
রুচকঃ সানুমাংশ্চাদ্রিস্তাম্রকোঽথ বিশাখবান্॥৬
শ্বেতোদরঃ সমূলশ্চ বসুধারশ্চ রত্নবান্।
একশৃঙ্গো মহাশৈলো রাজশৈলঃ পিপাঠকঃ॥৭
পঞ্চশৈলোঽথ কৈলাসো হিমবাংশ্চাচলোত্তমঃ।
ইত্যেতে দক্ষিণে পার্শ্বে মেরোঃ প্রোক্তা
মহাচলাঃ॥ ৮
সুরক্ষঃ শিশিরাক্ষশ্চ বৈদূর্য্যঃ পিঙ্গলস্তথা।
পিঞ্জরোঽথ মহাভদ্রঃ সুরসঃ কপিলো মধুঃ॥৯
অঞ্জনঃ কুক্কুটঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুরশ্চাচলোত্তমঃ।
সহস্রশিখরশ্চাদ্রিঃ পারিপাত্রঃ সশৃঙ্গবান্॥১০
পশ্চিমেন তথা মেরোর্বিষ্কম্ভাৎ পশ্চিমাদ্বহিঃ।
এতেঽচলাঃ সমাখ্যাতাঃ শৃণুষ্বান্যাংস্তথোত্তরান্
শঙ্খকূটোঽথ বৃষভো হংসনাভস্তথাচলঃ।
কপিলেন্দ্রস্তথা শৈলঃ সানুমান্ নীল এব চ॥১২
স্বর্ণশৃঙ্গী শাতশৃঙ্গী পুষ্পকো মেঘপর্ব্বতঃ।
বিরজাক্ষো বরাহাদ্রির্ময়ূরো জারুধিস্তথা॥১৩
ইত্যেতে কথিতা ব্রহ্মন্ মেরোরুত্তরতো নগাঃ
এতেষাং পর্ব্বতানান্তু দ্রোণ্যোঽতীবমনোহরাঃ
বনৈরমলপানীয়ৈঃ সরোভিরুপশোভিতাঃ।
তাসু পুণ্যকৃতাং জন্ম মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম॥১৫

সেই চতুঃসংখ্যক পর্ব্বতমধ্যে নক্ষত্র বিন্যাস হেতু গ্রহাভিভবপাঠক বিষয় সকল অবস্থিত আছে। ২৮—৩১।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! মন্দরাদি চারি পর্ব্বতে যে চারিটী বন ও সরোবর আছে, তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বশৈলে চৈত্ররথ, দক্ষিণে নন্দন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ ও উত্তরে সাবিত্র নামক বন আছে। মেরুর পূর্ব্বে অরুণোদ, দক্ষিণে মানস, পশ্চিমে শীতোদ এবং উত্তরে মহাভদ্র নামক সরোবর অবস্থিত। মন্দরের পূর্ব্বদিকে শীতার্ত্ত, চক্রমুঞ্জ, কুলীর, সুকঙ্কবান্, মণিশৈল, বৃষবান্, মহানীল, ভবাচল, সবিন্দু, মন্দর, বেণু, তমাস, নিষধ ও দেবশৈল এই সকল পর্ব্বত আছে। ১—৫। ত্রিকূটশিখর, কলিঙ্গ, পতঙ্গক, রুচক, সানুমান্, তাম্রক, বিশাখবান্, শ্বেতোদর, সমূল বসুধার, রত্নবান্, একশৃঙ্গ, মহাশৈল, রাজশৈল, পিপাঠক, পঞ্চশৈল, কৈলাস ও পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমবান্, এই সকল গিরি মেরুর দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত। সুরক্ষ, শিশিরাক্ষ, বৈদূর্য্য, পিঙ্গল, পিঞ্জর, মহাভদ্র, সুরস, কপিল, মধু, অঞ্জন, কুক্কুট, কৃষ্ণ, পাণ্ডুর, সহস্রশিখর, পারিপাত্র ও সুশৃঙ্গবান্, ইহারা মেরু এবং বিষ্কম্ভের পশ্চিমদিকে রহিয়াছে। শঙ্খকূট, বৃষভ, হংসনাভ, কপিলেন্দ্র, সানুমান্, নীল, স্বর্ণশৃঙ্গী, পুষ্পক, মেঘপর্ব্বত, বিরজাক্ষ, বরাহাদ্রি, ময়ূর, ও জারুধি, এই সকল পর্ব্বত মেরুর উত্তরদিকে কীর্ত্তিত আছে। ইহাদের সানু প্রদেশ অতীব মনোহর, নির্ম্মলাম্বু-সরোবরবেষ্টিত ও বন-শোভিত; সুতরাং সে স্থলে পুণ্যবানদিগেরই জন্ম হইয়া থাকে।

এতে ভৌমা দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্বর্গাঃ স্বর্গগুণাধিকাঃ।
ন তাসু পুণ্যপাপানামপূর্ব্বাণামুপার্জ্জনম্॥ ১৬
পুণ্যোপভোগা এবোক্তা দেবানামপি তাস্বপি
শীতান্তাদ্যেষু চৈতেষু শৈলেষু দ্বিজসত্তম॥ ১৭
বিদ্যাধরাণাং যক্ষাণাং কিন্নরোরগরক্ষসাম্।
দেবানাঞ্চ মহাবাসা গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ শোভনাঃ॥১৮
মহাপুণ্যা মনোজ্ঞৈশ্চ সদেবোপবনৈর্যুতাঃ।
সরাংসি চ মনোজ্ঞানি সর্ব্বর্ত্তুসুখদোঽনিলঃ॥১৯
ন চৈতেষু মনুষ্যাণাং বৈমনস্যানি কুত্রচিৎ।
তদেবং পার্থিবং পদ্মং চতুষ্পত্রং ময়োদিতম্॥২০
ভদ্রাশ্বভারতাদ্যানি পত্রাণ্যস্য চতুর্দ্দিশম্।
ভারতং নাম যদ্বর্ষং দক্ষিণেন ময়োদিতম্॥২১
তৎ কর্ম্মভূমির্নান্যত্র সম্প্রাপ্তিঃ পুণ্য-পাপয়োঃ।
এতৎ প্রধানং বিজ্ঞেয়ং যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
তস্মাৎ স্বর্গাপবর্গৌ চ মানুষ্যনারকাবপি।
তির্য্যক্ত্বমথবাপ্যন্যৎ নরঃ প্রাপ্নোতি বৈ দ্বিজ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভুবনকোষে
পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৫॥

৬—১৫। স্বর্গাপেক্ষা অধিক গুণশালী এই সকল স্থান ভৌমস্বর্গ বলিয়া বিখ্যাত; এখানে অপূর্ব্ব পুণ্য পাপের উপার্জ্জন নাই। ঐ সকল শীতান্তাদি শৈলের উপভোগ দেবতা-দিগেরও পুণ্যভোগ বলিয়া উক্ত আছে তথায় বিদ্যাধর, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা ও গন্ধর্ব্বদিগের বিচিত্র আবাসস্থান, সর্ব্বদা মনোজ্ঞ উপবনে পরিবেষ্টিত এবং মনোজ্ঞ সরোবর ও সর্ব্বঋতুসুখকর বায়ু প্রবাহিত রহিয়াছে। কোন স্থানেই মনুষ্য-গণের কিছুমাত্র বৈমনস্যের কারণ পরি-লক্ষিত হয় না; এই জন্যই আমি ইহাকে চতুষ্পত্র পার্থিব পদ্ম বলিয়া বর্ণন করিতেছি। ভদ্রাশ্ব-ভারতাদিই ইহার চতুর্দ্দিকে চারিটী পত্র। পূর্ব্বে দক্ষিণদিকে যে ভারতবর্ষের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কর্ম্মভূমি; অন্য কোন স্থানে পুণ্য-পাপের সম্প্রাপ্তি নাই। ইহাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত থাকায় ভারতবর্ষ প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কর্ম্মভূমি বশতই নরগণ স্বর্গ, অপবর্গ, মনুষ্যতা, নারকিত্ব, তির্য্যগ্-জাতিত্ব বা অন্যান্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৬—২৩।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ধ্রুবাধারং জগদ্যোনেঃ পদং নারায়ণস্য যৎ।
ততঃ প্রবৃত্তা যা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥১
সা প্রবিশ্য সুধাযোনিং সোমমাধারমম্ভসাম্।
ততঃ সম্বধ্যমানার্ক-রশ্মিসঙ্গাতিপাবনী॥ ২
পপাত মেরুপৃষ্ঠে চ সা চতুর্দ্ধা ততো যযৌ।
মেরুকূটতটান্তেভ্যো নিপতন্তী বিবর্ত্তিতা॥ ৩
বিকীর্য্যমাণসলিলা নিরালম্বা পপাত সা।
মন্দরাদ্যেষু পাদেষু প্রবিভক্তোদকা সমম্॥ ৪
চতুর্ষ্বপি পপাতাম্বু বিভিন্নাদ্রি*শিলোচ্চয়া।
পূর্ব্বা শীতেঽতিবিখ্যাতা যযৌ চৈত্ররথং বনম্॥৫

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—জগদ্যোনি নারা-য়ণের ধ্রুবাধার নামক যে পদ আছে, তাহা হইতে ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবী প্রবৃত্তা অর্থাৎ উৎপন্না হইয়াছেন। তিনি সমস্ত জলের আধার স্বরূপ সুধাযোনি চন্দ্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় সম্বধ্যমান সূর্য্যরশ্মির সম্মিলনে অত্যন্ত পবিত্র হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের উপরিভাগে নিপতিত হইয়াছেন এবং তথাকার কূটপ্রান্ত সকল হইতে নিপতিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া চারিধারায় নির্গত হইয়াছেন। এইরূপে বিকীর্য্যমাণসলিলা নিরালম্বা গঙ্গাদেবী মন্দিরাদি পর্ব্বত সকলে বিভক্ত হইয়া সমভাবে পতিত হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ পর্ব্বতশিলা সকল ভগ্ন করিতে করিতে গমন করিয়াছেন। তন্মধ্যে গঙ্গা-

---

* বিভিন্নাদ্রীতি বা পাঠঃ।

তৎ প্লাবয়িত্বা চ যযৌ বরুণোদং সরোবরম্।
শীতান্তঞ্চ গিরিং তস্মাৎ ততশ্চান্তান্ গিরীন্ ক্রমাৎ ॥৬
গত্বা ভুবং সমাসাদ্য ভদ্রাশ্বাজ্জলধিং গতা।
তথৈবালকনন্দাখ্যং দক্ষিণে গন্ধমাদনে ॥৭
মেরুপাদবনং গত্বা নন্দনং দেবনন্দনম্।
মানসঞ্চ মহাবেগাৎ প্লাবয়িত্বা সরোবরম্ ॥৮
আসাদ্য শৈলরাজানং রম্যং হি শিখরং তথা।
তস্মাচ্চ পর্ব্বতান সর্ব্বান্ দক্ষিণোপক্রমোদিতান্
তান প্লাবয়িত্বা সম্প্রাপ্তা হিমবন্তং মহাগিরিম্।
দধার তত্র তাং শম্ভুর্ন মুমোচ বৃষধ্বজঃ ॥১০
ভগীরথেনোপবাসৈঃ স্তুত্যা চারাধিতো বিভুঃ।
তত্র ভুক্তা চ শর্ব্বেণ সপ্তধা দক্ষিণোদধিম্ ॥ ১১
প্রবিবেশ ত্রিধা প্রাচ্যাং প্লাবয়ন্তী মহানদী।
ভগীরথরথস্যানু স্রোতসৈকেন দক্ষিণাম্ ॥১২

দেবীর যে জলধারা পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া চৈত্ররথ বনের দিকে গমন করিয়াছে, তাহার নাম শীতা। সেই শীতা গঙ্গা চৈত্ররথ বনকে আপ্লাবিত করিয়া বরুণোদ সরোবরে গমন করিয়াছেন। আর তথা হইতে শীতান্ত পর্ব্বত এবং অন্যান্য পর্ব্বত সকল অতিক্রম করত পৃথিবীতে গমন করিয়া ভদ্রাশ্ব বর্ষ হইয়া সমুদ্রমধ্যে গমন করিয়াছেন। ১—৬। আর সুমেরুর দক্ষিণদিক্ হইতে গঙ্গার যে জলরাশি গন্ধমাদন পর্ব্বতে পতিত হইয়াছে, তাহার নাম অলকনন্দা। অলকনন্দা সুমেরুর নিকটস্থ দেবগণের আহ্লাদজনক নন্দনবনে গমন করিয়া মহাবেগে মানস-সরোবরে নিপতিত হইয়াছে। পরে মানস-সরোবরকে প্লাবিত করিয়া পর্ব্বতরাজ রম্য পর্ব্বতের শিখরদেশ ও তথা হইতে তদ্দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বত সকল অতিক্রম করত মহাদ্রি হিমালয়ে পতিত হইয়াছে। তথায় বৃষধ্বজ ভগবান্ শম্ভু গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, তিনি কোন ক্রমেই তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। অনন্তর মহারাজ ভগীরথ উপবাস ও স্তবাদি দ্বারা তাঁহার

তথৈব পশ্চিমে পাদে বিপুলে সা মহানদী।
স্বরক্ষুরিতি বিখ্যাতা বৈভ্রাজং সাচলং যযৌ ॥১৩
শীতোদঞ্চ সরস্তস্মাৎ প্লাবয়ন্তী মহানদী।
স্বরক্ষুঃ পর্ব্বতং প্রাপ্তা ততশ্চ ত্রিশিখং গতা ॥১৪
তস্মাৎ ক্রমেণ চাদ্রীণাং শিখরেষু নিপত্য সা।
কেতুমালং সমাসাদ্য প্রবিষ্টা লবণোদধিম্ ॥১৫
সুপার্শ্বস্তু তথৈবাদ্রিং মেরুপাদং হি সা গতা।
তত্র সোমেতি বিখ্যাতা সা যযৌ সবিতুর্বনম্॥১৬
তৎ পাবয়ন্তী সম্প্রাপ্তা মহাভদ্রং সরোবরম্।
ততশ্চ শঙ্খকূটং সা প্রযাতা বৈ মহানদী ॥ ১৭
তস্মাচ্চ বৃষভাদীন সা ক্রমাৎ প্রাপ্য শিলোচ্চয়ান্।
মহার্ণবমনু প্রাপ্তা প্লাবয়িত্বে ত্তরান্ কুরূন্ ॥ ১৮

আরাধনা করিলে, তিনি তথায় গঙ্গাকে পরিত্যাগ করেন এবং গঙ্গাদেবী মহাদেব কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া সাত ভাগে দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহানদীর তিন ভাগ পূর্ব্বদিক্ আপ্লাবিত করত সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং এক ধারা ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। ৭—১২। সুমেরু পর্ব্বতের পশ্চিমে বিপুলপাদ দিয়া গঙ্গার যে ধারা নির্গত হইয়াছে, সেই মহানদীর নাম স্বরক্ষু। উহা বৈভ্রাজ পর্ব্বতে বৈভ্রাজ বনকে পবিত্র করিয়া শীতোদ সরোবর আপ্লাবিত করিয়াছে। অনন্তর তথা হইতে ত্রিশিখ পর্ব্বত, ত্রিশিখ পর্ব্বত হইতে অন্যান্য পর্ব্বতশিখর এবং তথা হইতে নিপতিত হইয়া কেতুমাল পর্ব্বত দিয়া লবণ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। আর সুমেরুর উত্তরদিক্ দিয়া যে গঙ্গাধারা নিপতিত হইয়াছে, তাহার নাম সোমা; সেই সোমাগঙ্গা সবিতৃবনকে পবিত্র করিয়া মহাভদ্র সরোবরে গমন করিয়াছে। অনন্তর সেই মহানদী শঙ্খকূট পর্ব্বত ও বৃষভাদি পর্ব্বত দিয়া গমন করত উত্তর কুরুদেশ সকল পবিত্র করত মহাসাগরের সহিত সঙ্গত

এবমেষা ময়া গঙ্গা কথিতা তে দ্বিজর্ষভ।
জম্বুদ্বীপনিবেশাচ্চ বর্ষাণি চ যথাতথম্॥ ১৯
বসন্তি তেষু সর্ব্বেষু প্রজাঃ কিম্পুরুষাদিষু।
সুখপ্রায়া নিরাতঙ্কা ন্যূনতোৎকর্ষবর্জ্জিতাঃ॥২০
নবস্বপি চ বর্ষেষু সপ্ত সপ্ত কুলাচলাঃ।
একৈকস্মিংস্তদা দেশে নদ্যশ্চাদ্রিবিনিঃসৃতাঃ॥২১
যানি কিম্পুরুষাদ্যানি বর্ষাণ্যষ্টৌ দ্বিজোত্তম।
তেষূদ্ভিদাদি তোয়ানি মেঘবার্য্যত্র ভারতে॥২২
বার্ক্ষী স্বাভাবিকী দেশ্যা তোয়োত্থা মানসী তথা
কর্ম্মজা চ নৃণাং সিদ্ধির্বর্ষেষ্বেতেষু চাষ্টসু॥২৩
কামপ্রদেভ্যো বৃক্ষেভ্যো বার্ক্ষী সিদ্ধিঃ স্বভাবজা।
স্বাভাবিকী সমাখ্যাতা তৃপ্তির্দেশ্যা চ দৈশিকী॥২৪
অপাং সৌক্ষ্যাচ্চ তোয়োত্থা ধ্যানোপেতা চ মানসী।
উপাসনাদিকার্য্যাত্তু কর্ম্মজা সাপ্যুদাহৃতা॥২৫
ন চৈতেষু যুগাবস্থা নাধয়ো ব্যাধয়ো ন চ।
পুণ্যাপুণ্যসমারম্ভো নৈব তেষু দ্বিজোত্তম॥২৬

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে গঙ্গাবতারো নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৬॥

হইয়াছে। ১৩—১৮। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার নিকট এই গঙ্গার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। জম্বুদ্বীপনিবেশের মধ্যে যে কিম্পুরুষাদি বর্ষ সকল বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে যথাযথ যে প্রজা সকল বাস করে, তাহারা প্রায়ই সুখী, নিরাতঙ্ক এবং ন্যূনতা ও উৎকর্ষ বিহীন। যে নয়টী বর্ষ কথিত হইয়াছে, তাহাতেও সাতটী সাতটী কুলাচল আছে এবং প্রত্যেকদেশেই পর্ব্বতপ্রবাহিত নদী সকল বিদ্যমান আছে। হে দ্বিজোত্তম! কিম্পুরুষাদি যে অষ্ট বর্ষ আছে, তাহাতে যে জল আছে তাহা কেবল মাত্র উদ্ভিদ্; কারণ এই ভারতবর্ষেই মেঘের জল হয়। আর এই আটটী যে বর্ষ আছে, তথায় বার্ক্ষী, স্বাভাবিকী, দেশ্যা, তোয়োত্থা, মানসী এবং কর্ম্মজা, এই ছয় প্রকার মাত্র মানবের সিদ্ধি আছে। অভিলষিতপ্রদায়ী বৃক্ষ সকল হইতে যে সিদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বার্ক্ষী। স্বভাবজাত সিদ্ধির নাম স্বাভাবিকী। দেশজাত সিদ্ধির নাম দেশ্যা এবং জলের সূক্ষ্মতাবশত যে সিদ্ধি হয়, তাহা তোয়োত্থা সিদ্ধি। মানসী সিদ্ধি ধ্যান দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং উপাসনাদি কার্য্য দ্বারা যে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা কর্ম্মজা সিদ্ধি বলিয়া বিখ্যাত। এই বর্ষ সকলে যুগভেদ, আধি, ব্যাধি এবং পুণ্য বা পাপের সমারম্ভ কিছুই নাই। ১৯—২৬।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ক্রোষ্টুকিরুবাচ।

ভগবন্ কথিতস্ত্বেজ্জম্বুদ্বীপং সমাসতঃ।
যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং কর্ম্ম নান্যত্র পুণ্যদম্॥১
পাপায় বা মহাভাগ বর্জ্জয়িত্বা তু ভারতম্।
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যঞ্চান্তঞ্চ গম্যতে॥২
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং ভূমৌ কর্ম্ম বিধীয়তে।
তস্মাদ্বিস্তরশো ব্রহ্মন্ মমৈতদ্ভারতং বদ॥৩

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই জম্বুদ্বীপের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। যাহা হউক, মহাভাগ! আপনি কহিলেন যে, ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই কোন কর্ম্ম পাপের বা পুণ্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় না; এই স্থান হইতেই স্বর্গ ও মোক্ষ, মধ্যদশা ও অন্ত্যদশা সমস্তই লাভ হয়; অন্য কোন স্থানেই মর্ত্ত্যগণের কর্ম্মানুষ্ঠান হয় না; সুতরাং এই ভারতবর্ষের বিষয়ই বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

যে চাস্য ভেদা যাবন্তো যথাবৎ স্থিতিরেব চ।
বর্ষোঽয়ং দ্বিজশার্দ্দূল যে চাস্মিন্ দেশপর্ব্বতাঃ॥৪
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ নিবোধ মে।
সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তে ত্বগম্যাঃ পরস্পরম্॥৫
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমাংস্তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বো বারুণস্তথা॥৬
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রং বৈ দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥
পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্তথা।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্তঃস্থিতা দ্বিজ॥
ইজ্যাধ্যায়বণিজ্যাদ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ কৃতপাবনাঃ।
তেষাং সংব্যবহারশ্চ এভিঃ কর্ম্মভিরিষ্যতে॥৯
স্বর্গাপবর্গপ্রাপ্তিশ্চ পুণ্যং পাপঞ্চ বৈ তদা।
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈবাত্র কুলাচলাঃ॥১০
তেষাং সহস্রশশ্চান্যে ভূধরা যে সমীপগাঃ॥১১
বিস্তারোচ্ছ্রায়িণো রম্যা বিপুলাশ্চাত্র সানবঃ।
কোলাহলঃ সবৈভ্রাজো মন্দরো দর্দ্দুরাচলঃ॥১২
বাতন্ধমো * বৈদ্যুতশ্চ মৈনাকঃ স্বরসস্তথা।
তুঙ্গপ্রস্থো নাগগিরী রোচনঃ পাণ্ডরাচলঃ॥১৩
পুষ্পো গিরির্দুর্জ্জয়ন্তো রৈবতোঽর্ব্বুদ এব চ।
ঋষ্যমূকঃ সগোমন্তঃ কূটশৈলঃ কৃতস্মরঃ॥১৪
শ্রীপর্ব্বতশ্চ কোরশ্চ শতশোঽন্যে চ পর্ব্বতাঃ।
তৈর্বিমিশ্রা জনপদা ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ ভাগশঃ॥১৫
তৈঃ পীয়ন্তে সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যাস্তাঃ সম্যঙ্ নিবোধ মে।
গঙ্গা সরস্বতী সিন্ধুশ্চন্দ্রভাগা তথাপরা॥১৬
যমুনা চ শতদ্রুশ্চ বিতস্তৈরাবতী কুহুঃ।
গোমতী ধূতপাপা চ বাহুদা দৃশদ্বতী॥১৭
বিপাশা দেবিকা রঙ্কু র্নিশ্চীরা গণ্ডকী তথা।
কৌশিকী চাপগা বিপ্র হিমবৎপাদনিঃসৃতাঃ॥১৮

হে ব্রহ্মন্! এই ভারতবর্ষে যত প্রকার ভেদ আছে, সেই ভেদ সকলের যতদূর পরিমাণ, যে প্রকার সংস্থিতি, তাহাতে যত দেশ ও যত পর্ব্বত আছে, দ্বিজবর! সমস্তই বিস্তার-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। ১—৪। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ক্রৌষ্টুকে! এই ভারতবর্ষের নয়টী ভেদ আছে, সে সমস্তই সমুদ্র দ্বারা অন্তরিত এবং পরস্পর অগম্য। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বারুণ ও নবম ভারত। এই ভারত নামক যে নবম দ্বীপ, ইহা সাগর-সংবৃত এবং দক্ষিণ ও উত্তরে সহস্রযোজন পরিমিত। ইহার পূর্ব্বপ্রান্তে কিরাত ও পশ্চিমসীমায় যবনগণ বাস করে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ইহার মধ্য ভাগে অবস্থিত। ইহারা যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বাণিজ্য প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা পবিত্র হয় এবং এই সকল কর্ম্ম দ্বারা তাহাদিগের সম্যক্‌রূপ ব্যবহার, স্বর্গলাভ, মোক্ষপ্রাপ্তি ও পুণ্য পাপাদি সমস্তই ঘটিয়া থাকে। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র নামক সাতটী কুলপর্ব্বত ইহাতে বর্ত্তমান আছে। এই কুলাচল সকলের সমীপবর্ত্তী সহস্র সহস্র পর্ব্বত আছে; তন্মধ্যে কোলাহল, বৈভ্রাজ, মন্দর, দর্দ্দুর, বাতন্ধম, বৈদ্যুত, মৈনাক, স্বরস, তুঙ্গপ্রস্থ, নাগগিরি, রোচন, পাণ্ডর, পুষ্প, দুর্জ্জয়ন্ত, রৈবতক, অর্ব্বুদ, ঋষ্যমূক, গোমন্ত, কূটশৈল, কৃতস্মর, শ্রীপর্ব্বত এবং কোরপর্ব্বত ইহারা অত্যন্ত উচ্চ, মনোহর, বিস্তীর্ণ ও বিপুল। ইহাতে আরও শত শত পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বত সকল দ্বারা বিমিশ্র জনপদ সকল ভাগানুসারে ম্লেচ্ছ ও আর্য্য নামে খ্যাত হইয়াছে। ৫—১৫। সেই জনপদবাসী লোকগণ যে সকল উৎকৃষ্ট নদীর জল পান করিয়া থাকে, এক্ষণে তাহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, সম্যক্‌রূপে অবগত হও। গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতদ্রু, বিতস্তা, ইরাবতী, কুহু, গোমতী, পুণ্যসলিলা বাহুদা, দৃশদ্বতী, বিপাশা, দেবিকা, রঙ্কু, নিশ্চীরা, গণ্ডকী ও কৌশিকী, এই নদী সকল হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বত সকল হইতে

* 'বাতন্ধম' ইতি চ পাঠঃ।

বেদস্মৃতির্বেদবতী বৃত্রঘ্নী সিন্ধুরেব চ।
বেণ্বা সানন্দনী চৈব সদানীরা মহী তথা ॥১৯
পারা চর্ম্মণ্বতী তাপী বিদিশা বেত্রবত্যপি।
শিপ্রা হ্যবর্ণী চ তথা পারিপাত্রাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ ॥২০
শোণো মহানদশ্চৈব নর্ম্মদা সুরথাদ্রিজা।
মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটা তথাপরা ॥ ২১
চিত্রোৎপলা সতমসা করমোদা পিশাচিকা।
তথান্যা পিপ্পলিশ্রোণির্বিপাশা বঞ্জুলা নদী ॥২২
সুমেরুজা শুক্তিমতী শকুলী ত্রিদিবাক্রমঃ।
ঋক্ষপাদপ্রসূতা * বৈ তথান্যা বেগবাহিনী॥ ২৩
শিপ্রা পয়োষ্ণী নির্বিন্ধ্যা তাপী সনিষধাবতী।
বেণ্বা বৈতরণী চৈব সিনীবালী কুমুদ্বতী ॥২৪
করতোয়া মহাগৌরী দুর্গা চান্তঃশিরা তথা।
বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তা নদ্যঃ পুণ্যজলাঃ শুভাঃ ॥
গোদাবরী ভীমরথা কৃষ্ণবেণ্বা তথাপরা।
তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা বাহ্যা কাবের্য্যথাপগা ॥২৬

নিঃসৃত হইয়াছে। আর বেদস্মৃতি, বেদবতী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু, বেণ্বা, সানন্দনী, সদানীরা মহী, পারা, চর্ম্মণ্বতী, তাপী, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রা ও অবর্ণী, এই নদী সকল পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে। মহানদ শোণ ও নর্ম্মদা সুরথাদ্রি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মন্দাকিনী ও দশার্ণা নদী চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। চিত্রোৎপলা, তমসা, করমোদা, পিশাচিকা, পিপ্পলিশ্রোণি, বিপাশা, মঞ্জুলা, সুমেরুজা, শুক্তিমতী, শাকুলী, ত্রিদিবা ও আক্রম এই বেগবাহিনী নদীসকল ঋক্ষপাদ বা ঋক্ষ পর্ব্বতের প্রত্যন্ত দেশ হইতে বহির্গত হইয়াছে। শিপ্রা, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, তাপী, নিষধাবতী, বেণা, বৈতরণী, সিনীবালী, কুমুদ্বতী, করতোয়া, মহাগৌরী দুর্গা ও অন্তঃশিরা এই পুণ্যজলা শুভপ্রদা নদী সকল বিন্ধ্যপাদ হইতে প্রসূত হইয়াছে। গোদাবরী, ভীমরথা, কৃষ্ণবেণ্বা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা,

* ঋক্ষপাদ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

বিন্ধ্যপাদবিনিষ্ক্রান্তা ইত্যেতাঃ সরিদুত্তমাঃ।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পজা সুৎপলাবতী ॥ ২৭
মলয়াদ্রিসমুদ্ভূতাঃ নদ্যঃ শীতজলাস্ত্বিমাঃ।
পিতৃসোমর্ষিকুল্যা চ ইক্ষুকা ত্রিদিবা চ যা ॥২৮
লাঙ্গলিনী বংশকরা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষিকুল্যা কুমারী চ মন্দগা মন্দবাহিনী॥ ২৯
কৃপা * পলাশিনী চৈব শুক্তিমৎপ্রভবাঃস্মৃতাঃ।
সর্ব্বাঃ পুণ্যাঃ সরস্বত্যঃ সর্ব্বা গঙ্গাঃ সমুদ্রগাঃ ॥
বিশ্বস্য মাতরঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাঃ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ।
অন্যাঃ সহস্রশশ্চোক্তাঃ ক্ষুদ্রনদ্যো দ্বিজোত্তম ॥
প্রাবৃট্কালবহাঃ সন্তি সদাকালবহাশ্চ যাঃ।
মৎস্যাশ্বকূটাঃ কুল্যাশ্চ কুন্তলাঃ কাশিকোশলাঃ
অথর্ব্বাশ্চাকলিঙ্গাশ্চ † মলকাশ্চ বৃকৈঃ সহ।

বাহ্যা ও মহানদী কাবেরী, ইহারাও বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে। আর কৃতমালা, তাম্রপর্ণী ও উৎপলাবতী নদী পুষ্প পর্ব্বত হইতে জন্মিয়াছে। পিতৃকুল্যা, সোমকুল্যা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুকা ও ত্রিদিবা, এই শীতজলা নদী মলয়াদ্রি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। লাঙ্গলিনী ও বংশকরা নামক নদীদ্বয় মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঋষিকুল্যা, কুমারী, মন্দগা, মন্দবাহিনী, কৃপা ও পলাশিনী, এই নদী সকল শুক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে জন্মিয়াছে। দ্বিজবর! এই যে নদী সকলের নাম কীর্ত্তন করিলাম, ইহারা সকলেই অত্যন্ত পুণ্যপ্রদা ও অধিক জলশালিনী। ইহাদিগের কতকগুলি গঙ্গায় ও কতকগুলি সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছে। ১৬—৩০। ইহারা সকলেই বিশ্বসংসারের মাতৃস্বরূপ এবং পাপহারিণী। হে দ্বিজশার্দ্দূল! এতদ্ভিন্ন আরও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদী আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বর্ষাকালেই প্রবাহিত হয়, আর কতকগুলিতে বা সর্ব্বদাই জল থাকে। মৎস্য অশ্বকূট, কুল্য, কুন্তল, কাশী, কোশল, অথর্ব্ব;

* কৃশা ইতি বা পাঠঃ।
† কলিঙ্গাশ্চেতি পাঠান্তরম্।

মধ্যদেশ্যা জনপদাঃ প্রায়শোঽমী প্রকীর্ত্তিতাঃ
সহ্যস্য চোত্তরে যান্তু যত্র গোদাবরী নদী।
পৃথিব্যামপি কৃৎস্নায়াং স প্রদেশো মনোরমঃ॥
গোবর্দ্ধনং পুরং রম্যং ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ
অপরান্তাশ্চ শূদ্রাশ্চ পল্লবাশ্চর্ম্মখণ্ডিকাঃ।
গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধু-সৌবীর-মদ্রকাঃ॥ ৩৬
শতদ্রুজাঃ কলিঙ্গাশ্চ পারদা হারভূষিকাঃ।
মাঠরা বহুভদ্রাশ্চ কৈকেয়া দশমালিকাঃ॥ ৩৭
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্য-শূদ্রকুলানি চ।
কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরা হর্ষবর্দ্ধনাঃ॥ ৩৮
চীনাশ্চৈব তু খারাশ্চ বহুলা বাহ্যতো নরাঃ।
আত্রেয়াশ্চ ভরদ্বাজাঃ পুষ্কলাশ্চ কশেরুকাঃ *॥
লম্পাকাঃ শূলকারাশ্চ চুলিকা জাগুড়ৈঃ সহ।
ঔপধাশ্চানিভদ্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ॥ ৪০
তামসা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরাস্তঙ্গনাস্তথা।
শূলিকাঃ কুহকাশ্চৈব জর্ণা দর্ব্বাস্তথৈব চ॥ ৪১
এতে দেশা হ্যুদীচ্যাস্তু প্রাচ্যান্ দেশান্
নিবোধ মে।
অধ্রারকা * মুদকরা অন্তর্গির্য্যা বহির্গিরাঃ॥৪২
যথা প্রবঙ্গা রঙ্গেয়া মানদা মানবর্ত্তিকাঃ।
ব্রহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া ভার্গবা জ্ঞেয়মল্লকাঃ॥৪৩
প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ মদ্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ
মল্লা মগধ-গোমন্তাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ॥
অথাপরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
পুণ্ড্রাশ্চ কেরলাশ্চৈব গোলাঙ্গুলাস্তথৈব চ॥৪৫
শৈলূষা মূষিকাশ্চৈব কুসুমা নাম বাসকাঃ।
মহারাষ্ট্রা মাহিষকা কলিঙ্গাশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥ ৪৬
আভীরাঃ সহবৈশিক্যা আটব্যা শবরাশ্চ যে।
পুলিন্দা বিন্ধ্যমৌলেয়া বৈদর্ভা দণ্ডকৈঃ সহ॥
পৌরিকা মৌলিকাশ্চৈব অশ্মকা ভোগবর্দ্ধনাঃ।
নৈষিকাঃ কুন্তলা অন্ধ্রা উদ্ভিদা বনদারকাঃ॥ ৪৮

আকলিঙ্গ, মলক ও বৃক এই জনপদ সকল প্রায়ই মধ্যদেশীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সহ্য পর্ব্বতের উত্তর দিকে যে প্রদেশে গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেই প্রদেশই অত্যন্ত মনোরম। তথায় মহাত্মা ভার্গবের গোবর্দ্ধন নামক মনোহর নগরী আছে। আর বাহ্লীক, বাটধান, আভীর ও কালতোয়ক ইহারা অপরান্ত দেশ। শূদ্র, পল্লব, চর্ম্মখণ্ডিত, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শতদ্রুজ, কলিঙ্গ, পাদ, হারভূষিক, মাঠর, বহুভদ্র, কৈকেয় ও দশমালিক প্রভৃতি দেশ সকলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকুল বাস করিয়া থাকে। কাম্বোজ, দরদ, বর্ব্বর, হর্ষবর্দ্ধন, চীন, খার ও বহুল, এই প্রদেশজাত মানবগণ বহির্দ্দেশজ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আত্রেয়, ভরদ্বাজ, পুষ্কল, কশেরুক, লম্পাক, শূলকার, চুলিক, জাগুড়, ঔষধ ও অনিভদ্র প্রভৃতি জাতীয় মানবগণ কিরাতজাতির ভেদ বিশেষ। আর তামস, হংসমার্গ, কাশ্মীর, তঙ্গণ, শূলিক, কুহক, জর্ণ ও দর্ব্ব প্রভৃতি দেশ সকল উত্তরে অবস্থিত। ইহার পর পূর্ব্বদেশ শ্রবণ কর। ৩১—৪১। অধ্রারক, মুদকর, অন্তর্গির্য্য বহির্গির, প্রবঙ্গ, রঙ্গেয়, মানদ, মানবর্ত্তিক, উত্তরব্রহ্ম, প্রবিজয়, ভার্গব, জ্ঞেয়মল্লক, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মদ্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মল্ল, মগধ ও গোমন্ত প্রভৃতি জনপদ সকল পূর্ব্বদেশে অবস্থিত। অনন্তর দক্ষিণাপথস্থিত জনপদ সকল কীর্ত্তিত হইতেছে। যথা,—পুণ্ড্রক, কেরল, গোলাঙ্গুল, শৈলূষ, মূষিক, কুসুম, বাসক, মহারাষ্ট্র, মাহিষিক, কলিঙ্গ, আভীর, বৈশিক্য, আটব্য, শবর, পুলিন্দ, বিন্ধ্যমৌলেয়, বৈদর্ভ, দণ্ডক, পৌরিক, মৌলিক, অশ্মক, নৈষিক, কুন্তল, অন্ধ্র, উদ্ভিদ ও বাণদারক প্রভৃতি ভোগবর্দ্ধন

* প্রস্থলাশ্চ দশেরকা ইতি বা পাঠঃ।

* অত্র চ—
অন্ধ্রবাশ্চ মুদ্গারকা অন্তর্গির-বহির্গিরাঃ।
তথা সবঙ্গা বঙ্গেয়া মালদা মালবর্ত্তিকাঃ
ইতি ক্বচিৎ পুস্তকে পাঠঃ।

দাক্ষিণাত্যাস্ত্বমী দেশা অপরান্তান্ নিবোধ মে
সূর্য্যারকাঃ কালিবলা দুর্গাশ্চালীকটৈঃ সহ ॥৪৯
পুলিন্দাশ্চ সুমীনাশ্চ রূপপাঃ স্বাপদৈঃ সহ।
তথা কুরুমিনশ্চৈব সর্ব্বে চৈব কঠাক্ষরাঃ * ॥৫০
নাসিক্যাবাশ্চ যে চান্যে যে চৈবোত্তরনর্ম্মদাঃ।
ভীরুকচ্ছাঃ সমাহেয়াঃ সহ সারস্বতৈরপি ॥ ৫১
কাশ্মীরাশ্চ সুরাষ্ট্রাশ্চ আবন্ত্যাশ্চার্ব্বুদৈঃ সহ।
ইত্যেতে হ্যপরান্তাশ্চ শৃণু বিন্ধ্যনিবাসিনঃ ॥ ৫২
সরজাশ্চ করূষাশ্চ কেরলাশ্চোৎকলৈঃ সহ।
উত্তমর্ণা দশার্ণাশ্চ ভোজ্যাঃ কিষ্কিন্ধকৈঃ সহ ॥
তোশলাঃ কোশলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিশস্তথা।
তুম্বুরাস্তুম্বুলাশ্চৈব পটবো নৈষধৈঃ সহ ॥ ৫৮
অন্নজাস্তুষ্টিকারাশ্চ † বীরহোত্রা হ্যবন্তয়ঃ।
এতে জনপদাঃ সর্ব্বে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ ॥৫৫
অতো দেশান্ প্রবক্ষ্যামি পর্ব্বতাশ্রয়িণশ্চ যে।
নীহারা হংসমার্গাশ্চ কুরবো গুর্গণাঃ খসাঃ ॥৫৬
কুন্তপ্রাবরণাশ্চৈব ঊর্ণা দার্ব্বা সকুত্রকাঃ।
ত্রিগর্ত্তা মালবাশ্চৈব কিরাতাস্তামসৈঃ সহ ॥৫৭
কৃতত্রেতাদিকশ্চাত্র চতুর্যুগকৃতো বিধিঃ।
এতত্তু ভারতং বর্ষং চতুঃসংস্থানসংস্থিতম্ ॥
দক্ষিণাপরতো হ্যস্য পূর্ব্বেণ চ মহোদধিঃ।
হিমবানুত্তরেণাস্য কার্ম্মুকস্য যথা গুণঃ ॥ ৫৯
তদেতদ্ভারতং বর্ষং সর্ব্ববীজং দ্বিজোত্তম।
ব্রহ্মত্বমমরেশত্বং দেবত্বং মরুতস্তথা ॥ ৬০
মৃগাপশ্বপ্সরোযোনিস্তদ্বৎ সর্ব্বে সরীসৃপাঃ।
স্থাবরাণাঞ্চ সর্ব্বেষামিতো ব্রহ্মন্ শুভাশুভৈঃ ॥
প্রযাতি কর্ম্মভূর্ব্রহ্মন্ নান্যা লোকেষু বিদ্যতে।
দেবানামপি বিপ্রর্ষে সদৈবৈষ মনোরথঃ ॥ ৬২
অপি মানুষ্যমাপ্স্যামো দেবত্বাৎ প্রচ্যুতাঃ ক্ষিতৌ।
মনুষ্যঃ কুরুতে তত্তু যন্ন শক্যং সুরাসুরৈঃ

দেশ সকল দাক্ষিণাত্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতঃপর পশ্চিম দেশের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। সূর্য্যারক, কালিবল, দুর্গ, আলীকট, পুলিন্দ, সুমীন, রূপপ, স্বাপদ ও কুরুমিন প্রভৃতি দেশকে কঠাক্ষর বা নাসিক্যাব বলে, আর উত্তর নর্ম্মদা, ভীরুকচ্ছ, মাহেয়, সারস্বত, কাশ্মীর, সুরাষ্ট্র, আবন্ত ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি দেশ সকল অপরান্ত অর্থাৎ পাশ্চাত্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে। অতঃপর বিন্ধ্যবাসী দেশ সকল শ্রবণ কর।৪২—৫২ সরজ, করূষ, কেরল, উৎকল, উত্তমর্ণ, দশার্ণ, ভোজ্য কিষ্কিন্ধক, তোশল, কোশল, ত্রৈপুর, বৈদিশ, তুম্বুর, তুম্বুল, পটু, নৈষধ, অন্নজ, তুষ্টিকার, বীরহোত্র ও অবন্তি, এই জনপদ সকল বিন্ধ্যপর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। আর যে সকল দেশ পর্ব্বতাশ্রয়ী (পার্ব্বতীয়), ইহার পর তাহাই কীর্ত্তিত হইতেছে। যথা;—নদীহার, হংসমার্গ, কুরু, গুর্গণ, খস, কুন্ত, প্রাবরণ, ঊর্ণ, দার্ব্ব, কুত্রক, ত্রিগর্ত্ত, মালব, তামস ও কিরাত, এই দেশ সকলকে পার্ব্বতীয় দেশ কহে। ৫৩—৫৭। হে ক্রোষ্টুকে! এইরূপ চতুঃসীমায় অবস্থিত, এই ভারতবর্ষের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহাতেই সত্য ত্রেতাদি চতুর্যুগ-জনিত বিধি সকল সংস্থিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে মহাসাগর ধনুরাকারে পরিবেষ্টন করিয়া আছে এবং উত্তরদিকে হিমালয় পর্ব্বত ধনুকের গুণের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বিজবর! এই সেই ভারতবর্ষ সকলের বীজ স্বরূপ; ইহাতে ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব ও দেবগণ সকলই বর্ত্তমান। ইহাই মৃগ, পশ্বাদি ও অপ্সরাদির প্রভব এবং ইহাতেই সরীসৃপগণও উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মন্! স্থাবরজঙ্গমাদি যাবতীয় পদার্থ, সমস্তই ইহাতে শুভাশুভ কর্ম্মফলে জন্মিয়া থাকে। সমস্ত লোকের মধ্যে এই ভারতবর্ষই একমাত্র কর্ম্মভূমি! দেবগণও অভিলাষ করিয়া থাকেন যে, "যদি দেবত্ব হইতে কখন ভ্রষ্ট হই, তবে পৃথিবীতে এই ভারতেই মনুষ্যযোনি লাভ করিব

* সর্ব্বে কারস্করাস্তথেতি পাঠান্তরং কাচিৎকম্।
† অন্নপাস্তুণ্ডিকেরাশ্চ ইতি বা পাঠঃ।

তৎকর্ম্মনিগড়গ্রস্তৈঃ স্বকর্ম্মখ্যাপনোৎসুকৈঃ।
ন কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম সুখলেশোপবৃংহিতৈঃ

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে নদ্যাদিবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৭॥

কারণ মনুষ্যগণ যাহা করিতে সক্ষম হয়, দেবতা বা অসুরগণ তাহা করিতে সক্ষম হন না। দেখ, এই কর্ম্মনিগড়-গ্রস্ত মানবগণ সুখলেশ দ্বারা উপবৃংহিত ও স্বীয় কর্ম্মখ্যাপনে অভিলাষুক হইয়া কি না করিতেছে? ৫৮—৬৪।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ক্রোষ্টুকিরুবাচ।

ভগবন্ কথিতং সম্যগ্ ভবতা ভারতং মম।
সরিতঃ পর্ব্বতা দেশা যে চ তত্র বসন্তি বৈ॥ ১
কিন্তু কূর্ম্মস্ত্বয়া পূর্ব্বং ভারতে ভগবান্ হরিঃ।
কথিতস্তস্য সংস্থানং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ॥ ২
কথং স সংস্থিতো দেবঃ কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ।
শুভাশুভং মনুষ্যাণাং ব্যজ্যতে চ ততঃ কথম্
যথামুখং যথাপাদং তস্য তদ্‌ব্রূহ্যশেষতঃ॥ ৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

প্রাঙ্মুখো ভগবান্ দেবঃ কূর্ম্মরূপী ব্যবস্থিতঃ।
আক্রম্য ভারতং বর্ষং নবভেদমিদং দ্বিজঃ॥ ৪
নবধা সংস্থিতান্যস্য নক্ষত্রাণি সমন্ততঃ।
বিষয়াশ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ যে সম্যক্ তান্ নিবোধ মে
বেদমন্ত্রা বিমাণ্ডব্যাঃ শাল্বনীপাস্তথা শকাঃ।
উজ্জিহানাস্তথা বৎস ঘোষসংখ্যাস্তথা খশাঃ॥ ৬
মধ্যে সারস্বতা মৎস্যাঃ শূরসেনাঃ সমাথুরাঃ।
ধর্ম্মারণ্যা জ্যোতিষিকা গৌরগ্রীবা গুড়াশ্মকাঃ
উদ্দেহকাঃ সপাঞ্চালাঃ সঙ্কেতাঃ কংমারুতাঃ।
কালকোটিসপাষণ্ডাঃ পারিপাত্রনিবাসিনঃ॥ ৮
কাপিঙ্গলাঃ কুরুর্বাহ্যস্তথৈবোড়ুম্বরা জনাঃ।
গজাহ্বয়াশ্চ কূর্ম্মস্য জলমধ্যনিবাসিনঃ॥ ৯
কৃত্তিকা রোহিণী সৌম্যা এতেষাং মধ্যবাসিনাম্
নক্ষত্রত্রিতয়ং বিপ্র শুভাশুভবিপাটকম্॥ ১০
বৃষধ্বজোঽঞ্জনশ্চৈব জম্বাখ্যো মানবাচলঃ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি কহিলেন,—ভগবন্! আপনি আমার নিকট ভারতবর্ষের বিষয় সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিলেন এবং সেই ভারতে যে সকল নদী, পর্ব্বত, দেশ ও তাহাতে যাহারা বসতি করে, তৎসমুদয়ই কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু আপনি পূর্ব্বে কহিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ভগবান্ হরি কূর্ম্মরূপে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে তাঁহারই সংস্থান কিরূপ, তাহাই অশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। সেই দেব জনার্দ্দন কূর্ম্মরূপে কি প্রকারে অবস্থান করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যের শুভাশুভ বা কি প্রকারে প্রকাশিত হয়? ভগবন্! তাঁহার মুখ ও চরণ যেরূপে আছে, তৎসমুদায়ই অশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। ১—৩। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—দ্বিজবর! সেই দেব ভগবান্ কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া এই নবধা ভিন্ন ভারতবর্ষকে আক্রমণ করত পূর্ব্বমুখে অবস্থান করিতেছেন। নক্ষত্র ও বিষয় সকল নবভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। দ্বিজবর! সম্যক্‌রূপে তাহা শ্রবণ কর। বিমাণ্ডব্য বেদমন্ত্র, শাল্ব, নীপ, শক, উজ্জিহান, ঘোষসংখ্য, খশ, সারস্বত, মৎস্য, শূরসেন, মাথুর, ধর্ম্মারণ্য জ্যোতিষিক, গৌরগ্রীব, গুড়াশ্মক, উদ্দেহক, পাঞ্চাল, সঙ্কেত, কঙ্ক, মারুত, কালকোটি, পাষণ্ড, পারিপাত্রনিবাসিগণ, কাপিঙ্গল, বাহ্যকুরু, উড়ুম্বর ও গজাহ্বয়, এই সকল দেশ কূর্ম্মের মধ্যস্থল আশ্রয় করিয়া আছে। কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরা, এই নক্ষত্রত্রয় সেই মধ্যবাসী লোকগণের শুভাশুভপরিচায়ক। ৪—১০। বৃষধ্বজ, অঞ্জন, জম্বুনামক মানবাচল শূর্প-

শূর্পকর্ণো ব্যাঘ্রমুখঃ খর্ম্মকঃ কর্ব্বটাশনঃ ॥ ১১
তথা চন্দ্রেশ্বরাশ্চৈব খশাশ্চ মগধাস্তথা।
গিরয়ো মৈথিলাঃ পৌণ্ড্রাস্তথা বদনদন্তুরাঃ ॥ ১২
প্রাগ্জ্যোতিষাঃসলৌহিত্যাঃসামুদ্রাঃপুরুষাদকাঃ
পূর্ণোৎকটো ভদ্রগৌরস্তথোদয়গিরির্দ্বিজ ॥ ১৩
কশায়া মেখলামুষ্টাস্তাম্রলিপ্তৈকপাদপাঃ।
বর্দ্ধমানাঃ কোশলাশ্চ মুখে কূর্ম্মস্য সংস্থিতাঃ ॥
রৌদ্রঃ পুনর্ব্বসুঃ পুষ্যো নক্ষত্রত্রিতয়ং মুখে।
পাদে তু দক্ষিণে দেশাঃ ক্রৌষ্টুকে বদতঃ শৃণু
কলিঙ্গ-বঙ্গ-জঠরাঃ কোশলা মূষিকাস্তথা।
বেদয়শ্চোর্দ্ধকর্ণাশ্চ মৎস্যাদ্যা বিন্ধ্যবাসিনঃ ॥ ১৬
বিদর্ভা নারিকেলাশ্চ ধর্ম্মদ্বীপাস্তথৈলিকাঃ।
ব্যাঘ্রগ্রীবা মহাগ্রীবাস্ত্রৈপুরাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ ॥১৭
কৈষ্কিন্ধ্যা হৈমকূটাশ্চ নিষধাঃ কটকস্থলাঃ।
দশার্ণা হারিকা নগ্না নিষাদাঃ কাকুলালকাঃ ॥১৮
তথৈব পর্ণশবরাঃ পাদে বৈ পূর্ব্বদক্ষিণে।
অশ্লেষর্ক্ষং তথা পৈত্র্যং ফল্গুন্যঃ প্রথমাস্তথা ॥১৯
নক্ষত্রত্রিতয়ং পাদমাশ্রিতং পূর্ব্বদক্ষিণম্।
লঙ্কা কালাজিনাশ্চৈব শৈলিকা নিকটাস্তথা ॥২০
মহেন্দ্র-মলয়াদ্রৌ চ দর্দ্দুরে চ বসন্তি যে।
কর্কোটকবনে যে চ ভৃগুকচ্ছাঃ সকোঙ্কণাঃ ॥ ২১
সর্ব্বাশ্চৈব তথাভীরা বেণ্বাতীরনিবাসিনঃ।
অবন্তয়ো দাসপুরাস্তথৈবাকণিনো জনাঃ ॥২২
মহারাষ্ট্রাঃ সকর্ণাটা গোনর্দ্দাশ্চিত্রকূটকাঃ।
চোলাঃ কোলগিরাশ্চৈব ক্রৌঞ্চদ্বীপজটাধরাঃ
কাবেরীঋষ্যমূকস্থা নাসিক্যাশ্চৈব যে জনাঃ
শঙ্খশুক্ত্যাদিবৈদূর্য্য-শৈলপ্রান্তচরাশ্চ যে ॥ ২৪
তথা বারিচরাঃ কোলাশ্চর্ম্মপট্টনিবাসিনঃ।
গণবাহ্যাঃ পরাঃ কৃষ্ণা দ্বীপবাসনিবাসিনঃ ॥ ২৫
সূর্য্যাদ্রৌ কুমুদাদ্রৌ চ তে বসন্তি তথা জনাঃ।
ঔখাবনাঃ সপিশিকাস্তথা যে কর্ম্মনায়কাঃ ॥২৬
দক্ষিণাঃ কৌরুষা যে চ ঋষিকাস্তাপসাশ্রমাঃ।
ঋষভাঃ সিংহলাশ্চৈব তথা কাঞ্চীনিবাসিনঃ ॥
তিলঙ্গাকুঞ্জরদরী-কচ্ছবাসাশ্চ যে জনাঃ।
তাম্রপর্ণো তথা কুক্ষিরিতি কূর্ম্মস্য দক্ষিণঃ ॥২৮
ফল্গুন্যশ্চোত্তরা হস্তা চিত্রা চর্ক্ষত্রয়ং দ্বিজ।
কূর্ম্মস্য দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহ্যপাদস্তথাপরম্ ॥২৯

কর্ণ, ব্যাঘ্রমুখ, খর্ম্মক, কর্ব্বটাশন, চন্দ্রেশ্বর, খশ, মগধ, মৈথিল, পৌণ্ড্র ও বদনদন্তুর, গিরিসকল, প্রাগ্জ্যোতিষ, লৌহিত্য, সামুদ্র, পুরুষাদক, পূর্ণোৎকট, ভদ্রগৌর, উদয়াচল, কষায়, মেখল, মুষ্ট, তাম্রলিপ্ত, একপাদপ, বর্দ্ধমান ও কোশল, এই সকল কূর্ম্মরূপী ভগবানের মুখদেশে সংস্থিত। আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা, এই নক্ষত্র তিনটী তাঁহার মুখে অবস্থিত। তাঁহার দক্ষিণ পাদে যে সকল দেশ আছে, তাহা বলিতেছি, ক্রৌষ্টুকে! শ্রবণ কর। ১১—১৫। কলিঙ্গ, বঙ্গ, জঠর, কোশল, মূষিক, চেদি, ঊর্দ্ধকর্ণ ও মৎস্য প্রভৃতি যে দেশ সকল বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট অবস্থিত, আর বিদর্ভ, নারিকেল, ধর্ম্মদ্বীপ, ঐলিক, ব্যাঘ্রগ্রীব, মহাগ্রীব, ত্রৈপুর, শ্মশ্রুধারী, কৈষ্কিন্ধ্যা, হৈমকূট, নিষধ, কটকস্থল, দশার্ণ, হারিক, কাকুলালক, নগ্ন, নিষাদদেশ, ও পর্ণশবর প্রভৃতি দেশ এবং অশ্লেষা, মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র তাঁহার পূর্ব্ব-দক্ষিণপাদে অবস্থান করিতেছে। লঙ্কা, কালাজিন, শৈলিক, নিকট মহেন্দ্র, মলয় ও দর্দ্দুরপর্ব্বতস্থ জনপদ সকল; কর্কোটক বনস্থিত দেশ সকল; ভৃগুকচ্ছ, কোঙ্কণ, আভীর, বেণ্বানদীর তীরস্থিত দেশ সকল; অবন্তি, দাসপুর, আকনী, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গোনর্দ্দ, চিত্রকূট, চোল, কোলগিরি, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, জটাধর, কাবেরী, ঋষ্যমূকস্থিত দেশ সকল; শঙ্খ শুক্তি প্রভৃতি বৈদূর্য্য-শৈল-প্রান্তচরসমূহ, বারিচরকুল, কোল, চর্ম্মপট্ট ও গণবাহ্য দ্বীপনিবাসী লোকগণ, সূর্য্যাদ্রি ও কুমুদাদ্রি এই উভয় গিরিস্থিত জন সকল, ঔখাবন, পিশিক, কর্ম্মনায়ক, দক্ষিণ কৌরুষ, ঋষিক, তাপসাশ্রম ঋষভ, সিংহল, কাঞ্চী, তিলঙ্গ, কুঞ্জর ও দরীকচ্ছস্থিত লোকগণ এবং তাম্রপর্ণী, এই সকল কূর্ম্মের দক্ষিণ কুক্ষিতে অবস্থিত। উত্তরফল্গুনী, হস্তা ও চিত্রা, এই নক্ষত্রত্রয় কূর্ম্মের দক্ষিণদিকে বিরাজমান। ১৬—২৯। বাহ্য-

কাম্বোজাঃ পহ্লবাশ্চৈব তথৈব বড়বামুখাঃ ।
তথাচ সিন্ধুসৌবীরাঃ সানর্ত্তা বনিতামুখাঃ ॥৩০
দ্রাবণাঃ সার্গিগাঃ শূদ্রাঃ কর্ণপ্রাধেয়বর্ব্বরাঃ ।
কিরাতাঃ পারদাঃ পাণ্ড্যাস্তথা পারশবাঃ কলাঃ
ধূর্ত্তকা হৈমগিরিকাঃ সিন্ধুকালকবৈবতাঃ ।
সৌরাষ্ট্রা দরদাশ্চৈব দ্রাবিড়াশ্চ মহার্ণবাঃ ॥ ৩২
এতে জনপদাঃ পাদে স্থিতা বৈ দক্ষিণেঽপরে
স্বাত্যো বিশাখা মৈত্রঞ্চ নক্ষত্রত্রয়মেব চ ॥৩৩
মণিমেঘঃ ক্ষুরাদ্রিশ্চ খঞ্জনোঽস্তগিরিস্তথা ।
অপরান্তিকা হৈহয়াশ্চ শান্তিকা বিপ্রশস্তকাঃ॥
কোঙ্কণাঃ পঞ্চনদকা বমনা হ্যবরাস্তথা ।
তারক্ষুরা হ্যঙ্গতকাঃ শর্করাঃ শাল্মবেশ্মকাঃ ॥ ৩৫
গুরুস্বরাঃ ফল্গুনকা বেণুমত্যাঞ্চ যে জনাঃ ।
তথা ফল্গুলুকা ঘোরা গুরুহাশ্চ কলাস্তথা ॥ ৩৬
একেক্ষণা বাজিকেশা দীর্ঘগ্রীবাঃ সুচূলিকাঃ ।
অশ্বকেশাস্তথা পুচ্ছে জনাঃ কূর্ম্মস্য সংস্থিতাঃ॥
ঐন্দ্রং মূলং তথাষাঢ়া নক্ষত্রত্রয়মেব চ ।
মাণ্ডব্যাশ্চণ্ডখারাশ্চ অশ্মকা ললনাস্তথা ॥ ৩৮
কুশার্ত্ত লড়হাশ্চৈব স্ত্রীবাহ্যা বালিকাস্তথা ।
নৃসিংহা বেণুমত্যাঞ্চ বলাবস্থাস্তথাপরে ॥ ৩৯
ধর্ম্মবদ্ধাস্তথালুকা উরুকর্ম্মস্থিতা জনাঃ ।
বামপাদে জনাঃ পার্শ্বে স্থিতাঃ কূর্ম্মস্য ভাগুরে
আষাঢ়া শ্রবণে চৈব ধনিষ্ঠা যত্র সংস্থিতা ।
কৈলাসো হিমবাংশ্চৈব ধনুষ্মান্ বসুমাংস্তথা ॥৪১
ক্রৌঞ্চাঃ কুরুবকাশ্চৈব ক্ষুদ্রবীণাশ্চ যে জনাঃ ।
রসালয়াঃ সকৈকেয়া ভোগপ্রস্থাঃ সযামুনাঃ ॥৪২
অন্তর্দ্বীপাস্ত্রিগর্ত্তাশ্চ অগ্নীজ্যাঃ সার্দ্দনা জনাঃ ।
তথৈবাশ্বমুখাঃ প্রাপ্তাশ্চিবিড়াঃ কেশধারিণঃ ॥
দাসেরকা বাটধানাঃ শবধানাস্তথৈব চ ।
পুষ্কলাধমকৈরাতাস্তথা তক্ষশিলাশ্রয়াঃ ॥ ৪৪
অম্বালা মালবা মদ্রা বেণুকাঃ সবদন্তিকাঃ ।
পিঙ্গলা মানকলহা হুণাঃ কোহলকাস্তথা ॥ ৪৫
মাণ্ডব্যা ভূতিযুবকাঃ শাতকা হেমতারকাঃ ।
যশোমত্যাঃ সগান্ধারাঃ স্বরসাগররাশয়ঃ ॥ ৪৬
যৌধেয়া দাসমেয়াশ্চ রাজন্যাঃ শ্যামকাস্তথা ।
ক্ষেত্রধূর্ত্তাশ্চ কূর্ম্মস্য বামকুক্ষিমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৪৭
বারুণকাত্র নক্ষত্রং তত্র প্রোষ্ঠপদাদ্বয়ম্ ।

পাদ, কাম্বোজ, পহ্লব, বড়বামুখ, সিন্ধুসৌবীর, আনর্ত্ত, বনিতামুখ, দ্রাবণ, সার্গিগ, শূদ্র, কর্ণ, প্রাধেয়, বর্ব্বর, কিরাত, পারদ, পাণ্ড্য, পারশব, কল, ধূর্ত্তক, হৈমগিরিক, সিন্ধু, কালক, বৈবত, সৌরাষ্ট্র, দরদ, দ্রাবিড় ও মহার্ণব, এই সকল জনপদ কূর্ম্মের অপর দক্ষিণপদে অবস্থান করে। স্বাতী, বিশাখা ও অনুরাধা, এই নক্ষত্রত্রয় ঐ সকল দেশের শুভাশুভের সূচনা করিয়া থাকে। ৩০—৩৪। মণিমেঘ, ক্ষুরাদ্রি, খঞ্জন, অস্তগিরি, অপরান্তিক, হৈহয়, শান্তিক, বিপ্রশাস্ত, কোঙ্কণ, পঞ্চনদ, বমন, অবর, তারক্ষুর, অঙ্গতক, শর্কর, শাল্মল, গুরুস্বর, ফল্গুনক, বেণুমত্য, ফল্গুলুক, গুরুহ, কলহ, একেক্ষণ, বাজিকেশ, দীর্ঘগ্রীব, সুচূলিক ও অশ্বকেশ, এই সমস্ত দেশ কূর্ম্মের পুচ্ছে অবস্থিত। জ্যেষ্ঠা, মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া এই তিন নক্ষত্র কূর্ম্মপুচ্ছেই বিরাজিত। মাণ্ডব্য, চণ্ডখার অশ্মক, লালন, কুশার্ত্ত, লড়হ, স্ত্রীবাহ্য, বালিক, নৃসিংহ, বেণুমতী, বলাবস্থ, ধর্ম্মবদ্ধ, অলুক ও উরুকর্ম, এই সকল দেশ কূর্ম্মের বামপদে সংস্থিত। ৩৫—৪০। উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা ধনিষ্ঠা, এই নক্ষত্রত্রয়ও তৎস্থানে অবস্থিত। কৈলাস, হিমালয়, ধনুষ্মান্, বসুমান্, ক্রৌঞ্চ, কুরুবক, ক্ষুদ্রবীণ, রসালয়, কৈকয়, ভোগপ্রস্থ, যামুন, অন্তর্দ্বীপ, ত্রিগর্ত্ত, অগ্নিজ, অর্দ্দন, অশ্বমুখ, প্রাপ্ত, চিবিড়, কেশধারী, দাসেরক, বাটধান, শবধান, পুষ্কল, অধম, কৈরাত, তক্ষশীল, অম্বাল, মালব, মদ্র, বেণুক, বদন্তিক, পিঙ্গল, মানকলহ, হুণ, কোহল, মাণ্ডব্য, ভূতিযুবক, শাতক, হৈমতারক, যশোমত্য, গান্ধার, স্বরস, গর, রাশি, যৌধেয়, দাসমেয়, রাজন্য, শ্যামক ও ক্ষেমধূর্ত্ত এই সকল জনপদ কূর্ম্মরূপী ভগবানের বামকুক্ষি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। ৪১—৪৭। শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র তথাকার শুভ

যেন কিন্নররাজ্যঞ্চ পশুপালং সকীচকম্ ॥ ৪৮
কাশ্মীরকং তথা রাষ্ট্রমভিসারজনস্তথা ।
দরদাস্তঙ্গনাশ্চৈব কুলটা বনরাষ্ট্রকাঃ ॥ ৪৯
সৈরিষ্ঠা ব্রহ্মপুরকাস্তথৈব বনবাহ্বকাঃ ।
কিরাত-কৌশিকানন্দা জনাঃ পহ্লবলোলনাঃ
দার্ব্বাদা মরকাশ্চৈব কুরটাশ্চান্নদারকাঃ ।
একপাদাঃ খশা ঘোষাঃ স্বর্গভৌমানবদ্যকাঃ ॥
তথা সযবনা হিঙ্গাশ্চীরপ্রাবরণাশ্চ যে ।
ত্রিনেত্রাঃ পৌরবাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাশ্চ দ্বিজোত্তম ॥
পূর্ব্বোত্তরন্তু কূর্ম্মস্য পাদমেতে সমাশ্রিতাঃ ।
রেবত্যাশ্চাশ্বিদৈবত্যং যাম্যঞ্চর্ক্ষমিতি ত্রয়ম্ ॥
তত্র পাদে সমাখ্যাতঃ পাকায় মুনিসত্তম ।
দেশেষ্বেতেষু চৈতানি নক্ষত্রাণ্যপি বৈ দ্বিজ ॥
এতৎপীড়া অমী দেশাঃ পীড্যন্তে যে
ক্রমোদিতাঃ ।
যান্তি চাভ্যুদয়ং বিপ্র গ্রহৈঃ সম্যগবস্থিতৈঃ ॥৫৫
যস্যর্ক্ষস্য পতির্যো বৈ গ্রহস্তদ্ভাবিতো ভয়ম্ ।
তদ্দেশস্য মুনিশ্রেষ্ঠ তদুৎকর্ষশুভাগমঃ ॥ ৫৬
প্রত্যেকং দেশসামান্যং নক্ষত্রগ্রহসম্ভবম্ ।
ভয়ং লোকস্য ভবতি শোভনং বা দ্বিজোত্তম
স্বর্ক্ষৈরশোভনৈর্জন্তোঃ সামান্যমিতি ভীতিদম্
গ্রহৈর্ভবতি পীড়োত্থমল্লায়াসমশোভনম্ ॥ ৫৮
তথৈব শোভনঃ পাকো দুঃস্থিতৈশ্চ তথা গ্রহৈঃ
অল্লোপকারায় নৃণাং দেশক্লেশ্চাত্মনো বুধৈঃ ॥
দ্রব্যে গোষ্ঠেঽথ ভৃত্যেষু সুহৃৎসু তনয়েষু বা
ভার্য্যায়াঞ্চ গ্রহে দুঃস্থে ভয়ং পুণ্যবতাং নৃণাম্
আত্মন্যথাল্পপুণ্যানাং সর্ব্বত্রৈবাতিপাপিনাম্ ।
নৈকত্রাপি হ্যপাপানাং ভয়মস্তি কদাচন ॥ ৬১
দিগ্দেশজনসামান্যং নৃপসামান্যমাত্মজম্ ।
নক্ষত্রগ্রহসামান্যং নরো ভুঙ্ক্তে শুভাশুভম্ ॥
পরস্পরাভিরক্ষা চ গ্রহাদোঃস্থ্যেন জায়তে ।
এতেভ্য এব বিপ্রেন্দ্র শুভহানিস্তথাশুভৈঃ ॥৬৩
যদেতৎ কূর্ম্মসংস্থানং নক্ষত্রেষু ময়োদিতম্ ।
এতৎ তু দেশসামান্যমশুভং শুভমেব চ ॥ ৬৪
তস্মাদ্বিজ্ঞায় দেশর্ক্ষং গ্রহপীড়াং তথাত্মনঃ ।
কুর্ব্বীত শান্তিং মেধাবী লোকবাদাংশ্চ সত্তম ॥
আকাশাৎ দেবতানাঞ্চ দৈত্যাদীনাঞ্চ দৌহৃর্দাঃ

শুভসূচক। কিন্নররাজ্য, পশুপাল, কীচক, কাশ্মীর, অভিসারজন, দরদ, তঙ্গন, কুলট, বনরাষ্ট্রক, সৈরিষ্ঠ, ব্রহ্মপুরক, বনাবাহ্বক, কিরাত, কৌশিকানন্দ, পহ্লব, লোলন, দার্ব্বাদ, মরক, কুরট, অন্নদারক, একপাদ, খশ, ঘোষ, স্বর্গভৌম, অনবদ্যক, যবন, হিঙ্গ, চীরপ্রাবরণ, ত্রিনেত্র, পৌরব ও গন্ধর্ব্ব, এই দেশ সকল কূর্ম্মের পূর্ব্ব-উত্তরপদে অবস্থিত। রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী, এই নক্ষত্রত্রয়দ্বারা ইহাদের শুভাশুভ সংসূচিত হইয়া থাকে। ৪৮—৫৩। হে দ্বিজ! এই সকল নক্ষত্র পীড়িত হইলে, যথাক্রমে উক্ত দেশ সকল পীড়িত হয় এবং শুভগ্রহ কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে অবলোকিত বা অবস্থিত হইলে উন্নত ও শুভ হয়। যে গ্রহ যে নক্ষত্রের অধিপতি, সেই গ্রহ হইতেই সেই দেশের ভয় হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই গ্রহই তদ্দেশের শুভাশুভ-সূচক। হে দ্বিজোত্তম! প্রত্যেক দেশের ন্যায় তত্রত্য জনগণেরও নক্ষত্র বা গ্রহসম্ভূত ভয় অথবা শুভ হইয়া থাকে। স্বীয় নক্ষত্র অশোভন হইলে, প্রাণিগণের সামান্য ভয় হয়। অশুভ গ্রহ দ্বারা উক্ত নক্ষত্র বিদ্ধ হইলে, পীড়া, কষ্ট ও অমঙ্গল হয়। দ্রব্য, গোষ্ঠ, ভৃত্য, সুহৃৎ, তনয় বা ভার্য্যার উপরে পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের গ্রহজাত ভয় হয়। ৫৪—৬০। অল্প পুণ্য ব্যক্তিগণের নিজের দেহোপরি গ্রহপীড়া হয় এবং পাপিগণের সকল পদার্থেই গ্রহপীড়ার ভয় হইয়া থাকে। কিন্তু পুণ্যবান্‌দিগের ভয় বাস্তবিক কোথাও হয় না। নরগণ দিক্, দেশ, জন, রাজা অথবা পুত্র এই সকলের সহিত নক্ষত্রগ্রহজাত শুভাশুভ ভোগ করিয়া থাকে। নক্ষত্রবিষয়ে এই যে, কূর্ম্মসংস্থান আমি বলিলাম, ইহা দেশতুল্য, শুভাশুভ-সূচক। সুতরাং দেশনক্ষত্র ও স্বীয় গ্রহপীড়ায় লোকবাদ-সকল অবগত হইয়া মেধাবিগণ শান্তি করি-

পৃথ্ব্যাং পতন্তি তে লোকে লোকবাদা
ইতিশ্রুতাঃ ॥ ৬৬
তাং তথৈব বুধঃ কুর্য্যাল্লোকবাদান্ ন হাপয়েৎ
তেষাং তৎকরণান্নৃণাং যুক্তো দুষ্টাগমক্ষয়ঃ ॥৬৭
শুভোদয়ং প্রহাণিঞ্চ পাপানাং দ্বিজসত্তম।
প্রজ্ঞাহানিং প্রকুর্য্যুস্তে দ্রব্যাদীনাঞ্চ কুর্ব্বতে ॥
তস্মাচ্ছান্তিপরঃ প্রাজ্ঞো লোকবাদরতস্তথা।
লোকবাদাংশ্চ শান্তীশ্চ গ্রহপীড়াসু কারয়েৎ ॥
অদ্রোহানুপবাসাংশ্চ শস্তং চৈত্যাদিবন্দনম্।
জপং হোমং তথা দানং স্নানং ক্রোধাদিবর্জ্জনম্
অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু মৈত্রীং কুর্য্যাচ্চ পণ্ডিতঃ।
বর্জ্জয়েদসতীং বাচমতিবাদাংস্তথৈব চ ॥ ৭১
গ্রহপূজাঞ্চ কুর্ব্বীত সর্ব্বপীড়াসু মানবঃ।
এবং শাম্যন্ত্যশেষাণি ঘোরাণি দ্বিজসত্তম ॥৭২
প্রযতানাং মনুষ্যাণাং গ্রহর্ক্ষোত্থান্যশেষতঃ।

এষ কূর্ম্মো ময়া খ্যাতো ভারতে ভগবান্ বিষ্ণুঃ
নারায়ণো হ্যচিন্ত্যাত্মা যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তত্র দেবাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে প্রতিনক্ষত্রসংশ্রয়াঃ ॥
তথা মধ্যে হুতবহঃ পৃথ্বী সোমশ্চ বৈ দ্বিজ।
মেষাদয়স্ত্রয়ো মধ্যে মুখে দ্বৌ মিথুনাদিকৌ ॥৭৫
প্রাগ্দক্ষিণে তথা পাদে কর্কিসিংহৌ ব্যবস্থিতৌ
সিংহ-কন্যা-তুলাশ্চৈব কুক্ষৌ রাশিত্রয়ং স্থিতম্
তুলাথ বৃশ্চিকশ্চোভৌ পাদে দক্ষিণপশ্চিমে।
পৃষ্ঠে চ বৃশ্চিকেনৈব সহ ধন্বী ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭৭
বায়ব্যে চাস্য বৈ পাদে ধনুর্গ্রাহাদিকং ত্রয়ম্।
কুম্ভ-মীনৌ তথৈবাস্য উত্তরং কুক্ষিমাশ্রিতৌ ॥
মীন-মেষৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠ পাদে পূর্ব্বোত্তরে স্থিতৌ
কূর্ম্মে দেশাস্তথর্ক্ষাণি দেশেষেতেষু বৈ দ্বিজ ॥

বেন। দেবতা ও দৈত্যদিগের দোহদ সকল আকাশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইয়া লোকমধ্যে লোকবাদরূপে বিশ্রুত হয়। পণ্ডিতগণ শান্তি বিষয়ে ইহা অবশ্য করিবেন, শান্তি বিষয়ে লোকাপবাদকেও পরিত্যাগ করিবেন না। এই সকলের শান্তি করিলে মানবগণের শুভযোগ হয়, দুরিতাগম ক্ষয় হয়, শুভোদয় হয় এবং পাপের হানি হয়। এই সকলের শান্তি না করিলে, ইহারা, পুরুষের সমস্ত দ্রব্য ও বুদ্ধির হানি করে; সুতরাং লোকবাদরত ও শান্তিপর প্রাজ্ঞগণ গ্রহপীড়াকালে লোকবাদ ও শান্তি করিবেন। ৬১—৬৯। ইহাতে শান্তিকালে, কাহারও দ্রোহ আচরণ করিবেন না, উপবাস করিবেন, চৈত্য বন্দনা করিবেন; জপ, হোম, দান ও স্নান করিবেন এবং ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিবেন। পণ্ডিতগণ সমস্ত প্রাণীর উপর অদ্রোহ ও মৈত্রী স্থাপন করিবেন। অসত্যবাক্য ও অতিবাদ পরিত্যাগ করিবেন। যাবতীয় পীড়াতেই মানবের গ্রহপূজা করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজোত্তম! এইরূপ করিলে প্রযত

মনুষ্যগণের গ্রহনক্ষত্রজাত অশেষ ভয়ঙ্কর বিঘ্ন সকল উপশমিত হয়। হে দ্বিজোত্তম! সেই ভারতবর্ষে কূর্ম্মরূপে অবস্থিত বিষ্ণু ভগবান্ নারায়ণের বিষয় কথিত হইল। সেই অচিন্ত্যাত্মা নারায়ণের উপরই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রত্যেক নক্ষত্রসংস্থিত দেবতা সকল তাঁহারই উপরে অবস্থিত। তাঁহার মধ্যে অগ্নি, পৃথিবী ও চন্দ্র বিদ্যমান আছেন। মেষাদি তিন রাশি তাঁহার মধ্যস্থলে অবস্থিত। মিথুনাদি দুই রাশি তাঁহার মুখে বিদ্যমান। কর্কট ও সিংহরাশি তাঁহার পূর্ব্ব-দক্ষিণ চরণে অবস্থান করিতেছে। সিংহ, কন্যা ও তুলা, এই রাশিত্রয় তাঁহার কুক্ষির উপর বিরাজিত। তুলা ও বৃশ্চিকরাশি তাঁহার দক্ষিণ পশ্চিমপদে বিদ্যমান। বৃশ্চিক ও ধনুরাশি তাঁহার পৃষ্ঠদেশে, ধনু ও মকরাদি তিন রাশি তাঁহার বায়ব্য চরণে, কুম্ভ ও মীনরাশি তাঁহার উত্তর কুক্ষিতে এবং হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাঁহার পূর্ব্বোত্তর চরণের উপর মীন ও মেষরাশি আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে দ্বিজবর! কূর্ম্মের উপরিদেশ ও নক্ষত্র যেরূপে অবস্থিত আছে, তাহা কীর্ত্তিত হইল। এই দেশ বিষয়ে রাশি সকল যেরূপে অবস্থিত এবং

রাশয়শ্চ তথর্কেষু গ্রহারাশিষবস্থিতাঃ।
তস্মাদ্‌গ্রহক্ষপীড়াসু দেশপীড়াং বিনির্দ্দিশেৎ॥
তত্র স্নাত্বা প্রকুর্ব্বীত দানহোমাদিকং বিধিম্।
স এষ বৈষ্ণবঃ পাদো ব্রহ্মা মধ্যে গ্রহস্য যঃ।
নারায়ণাখ্যোঽচিন্ত্যাত্মা কারণং জগতঃ প্রভুঃ

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে কূর্ম্মনিবেশো নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবস্তু ভারতং বর্ষং যথাবৎ কথিতং মুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ তথা তিষ্যং চতুর্যুগম্॥ ১
অত্রৈবৈতদ্‌যুগানাস্তু চাতুর্ব্বর্ণোঽত্র বৈ দ্বিজ।
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈব তথৈকঞ্চ শরচ্ছতম্॥ ২
জীবন্ত্যত্র নরা ব্রহ্মন্ কৃতত্রেতাদিকে ক্রমাৎ।
দেবকূটস্য পূর্ব্বস্য শৈলেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ॥ ৩
পূর্ব্বেণ যৎ স্থিতং বর্ষং ভদ্রাশ্বং তন্নিবোধ মে।
শ্বেতপর্ণশ্চ নীলশ্চ শৈবালশ্চাচলোত্তমঃ॥ ৪
কৌরঞ্জঃ পর্ণশালাগ্রঃ পঞ্চৈতে তু কুলাচলাঃ।
তেষাং প্রসূতিরন্যে যে বহবঃ ক্ষুদ্রপর্ব্বতাঃ॥ ৫
তৈর্ব্বিশিষ্টা জনপদা নানারূপাঃ সহস্রশঃ।
ততঃ কুমুদসঙ্কাশাঃ শুদ্ধসানুসুমঙ্গলাঃ॥ ৬
ইত্যেবমাদয়োঽন্যেঽপি শতশোঽথ সহস্রশঃ
শীতা শঙ্খাবতী ভদ্রা চক্রাবর্ত্তাদিকাস্তথা॥ ৭
নদ্যোঽথ বহ্ব্যো বিস্তীর্ণাঃ শীততোয়ৌঘবাহিকাঃ
অত্র বর্ষে নরাঃ শঙ্খশুদ্ধহেমসমপ্রভাঃ॥ ৮
দিব্যসঙ্গমিনঃ পুণ্যা দশবর্ষশতায়ুষঃ।
মন্দোত্তমৌ ন তেষু স্তঃ সর্ব্বে তে সমদর্শনাঃ॥৯
শীতক্ষাদিভিরষ্টাভিঃ প্রকৃত্যা তে গুণৈর্যুতাঃ
তত্রাপ্যশ্বশিরা দেবশ্চতুর্ব্বাহুর্জনার্দ্দনঃ॥ ১০

রাশি ও নক্ষত্রের উপর গ্রহ সকল যেরূপ বিদ্যমান আছে, তাহা কীর্ত্তিত হইল। সুতরাং গ্রহনক্ষত্রপীড়া হইলে এইরূপে দেশপীড়া নির্দ্দেশ করিবে। দেশপীড়াদি ঘটিলে স্নান করিয়া দানহোমাদি নিয়ম সকল করিতে হইবে। এই যে, বিষ্ণুর চরণস্বরূপ ব্রহ্মা গ্রহগণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, ইনিই নারায়ণ, অচিন্ত্যাত্মা, জগৎ-কারণ ও জগতের প্রভু। ৭০—৮১।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৮॥

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মুনিবর! এই আমি ভারতবর্ষের বিষয় যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। এই ভারতেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিরূপ চতুর্যুগ বর্ত্তমান এবং এই স্থানেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুর্ব্বর্ণের ভেদ আছে। এখানে সত্য,ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই যুগ চতুষ্টয়ের ভেদে অত্রত্য মানবগণ যথাক্রমে চারিশত, তিনশত, দুইশত ও একশত বৎসর জীবিত থাকে। পূর্ব্বদিকস্থ দেবকূট নামক মহাপর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে যে বর্ষ আছে, তাহার নাম ভদ্রাশ্ববর্ষ; এক্ষণে তাহার বিষয় অবগত হও। শ্বেতপর্ণ, নীল, শৈবাল, কৌরঞ্জ ও পর্ণশালাগ্র নামক পাঁচটী উৎকৃষ্ট কুলাচল এই বর্ষমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে এবং এই পর্ব্বত সকল হইতে উৎপন্ন হইয়া বহুতর ক্ষুদ্র পর্ব্বতও বর্ষ মধ্যে আছে। এই বর্ষমধ্যে কুমুদসঙ্কাশ, শুদ্ধসানু, সুমঙ্গল ইত্যাদি অন্যান্য শত সহস্র জনপদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতবিশিষ্ট হইয়া নানারূপে অবস্থান করিতেছে। শীতা, শঙ্খাবতী, ভদ্রা ও চক্রাবর্ত্তাদি অনেকানেক নদী অতিশীতল জলৌঘপ্রবাহিণী ও বিস্তীর্ণ হইয়া এই বর্ষমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। এই বর্ষমধ্যে যে সকল লোক জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলেই শঙ্খ ও নির্ম্মল সুবর্ণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হয় এবং উৎকৃষ্ট-সঙ্গত ও পবিত্র হইয়া সহস্রবর্ষ জীবিত থাকে। তাহারা কেহই মন্দ বা উত্তম নয়; কারণ, সকলেই সমদর্শন। তত্রত্য মানবগণ সকলেই স্বভা-

শিরোহৃদয়মেঢ্রাঙ্ঘ্রি-হস্তৈশ্চাক্ষিত্রয়ান্বিতঃ।
তস্যাপ্যথৈবং বিষয়া বিজ্ঞেয়া জগতঃ প্রভোঃ॥
কেতুমালমতো বর্ষং নিবোধ মম পশ্চিমম্।
বিশালঃ কম্বলঃ কৃষ্ণো জয়ন্তো হরিপর্ব্বতঃ॥১২
বিশোকো বর্দ্ধমানশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ।
অন্যে সহস্রশঃ শৈলা যেষু লোকগণঃ স্থিতঃ॥
মৌলয়স্তে মহাকায়াঃ শাকপোতকরম্ভকাঃ।
অঙ্গুলপ্রমুখাশ্চাপি বসন্তি শতশো জনাঃ॥১৪
যে পিবন্তি মহানদ্যো বংক্ষুং শ্যামাং সকম্বলাম্
অমোঘাং কামিনীং শ্যামাং তথৈবান্যাঃ সহস্রশঃ
অত্রাপ্যায়ুঃ সমং পূর্ব্বৈরত্রাপি ভগবান্ হরিঃ।
বরাহরূপী পাদাস্য-হৃৎ-পৃষ্ঠপার্শ্বতস্তথা॥ ১৬
ত্রিনক্ষত্রযুতে দেশে নক্ষত্রাণি শুভানি চ।

বত তিতিক্ষাদি অষ্টগুণে গুণবান্ হইয়া থাকে। এই ভদ্রাশ্ব বর্ষে ভগবান্ চতুর্ব্বাহু জনার্দ্দন হয়গ্রীবরূপে শিরঃ, হৃদয়, মেঢ্র, চরণ, হস্ত ও লোচনত্রয়-সমন্বিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সেই জগদীশ্বরের বিষয় সকলও এইরূপ জানিতে হয়। ১—১১। অনন্তর সুমেরুর পশ্চিমদেশস্থিত কেতুমাল বর্ষের বিষয় অবগত হও। এই বর্ষমধ্যে যে সাতটী কুলপর্ব্বত আছে, তাহাদিগের নাম যথা—বিশাল, কম্বল, কৃষ্ণ, জয়ন্ত, হরিপর্ব্বত, বিশোক ও বর্দ্ধমান। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর মৌলিস্বরূপ মহাকায় আরও সহস্র সহস্র পর্ব্বত আছে। তাহাতে শাক, পৌত, করম্ভক এবং অঙ্গুলাখ্য প্রভৃতি নানাবিধ জনগণ বসতি করে। এই বর্ষে বংক্ষু, শ্যামা ও কম্বলা নাম্নী নদী আছে। তন্মধ্যে মনোহারিণী সর্ব্বকাল-সলিলা শ্যামা নদীই অতিশয় উৎকৃষ্ট। এই বর্ষের লোকগণ ঐ নদীসকলের জল পান করিয়া থাকে। তত্রত্য মানবগণের আয়ুও পূর্ব্বের ন্যায়। এই বর্ষেও ভগবান্ হরি বরাহরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহার পাদ, মুখ, হৃদয়, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশ, তিনটী তিনটী নক্ষত্রে বিভক্ত; তাহাতে শুভপ্রদ দেশ সকল অবস্থিত রহিয়াছে।

ইত্যেতৎ কেতুমালং তে কথিতং মুনিসত্তম॥
অতঃ পরং কুরূন্ বক্ষ্যে নিবোধেহ মনোরমান্
তত্র বৃক্ষা মধুফলা নিত্যপুষ্পফলোপগাঃ॥১৮
বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলে ত্বাভরণানি চ।
সর্ব্বকামপ্রদাস্তে হি সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ॥ ১৯
ভূমির্মণিময়ী বায়ুঃ সুগন্ধঃ সর্ব্বদাসুখঃ।
জায়ন্তে মানবাস্তত্র দেবলোকপরিচ্যুতাঃ॥ ২০
মিথুনানি প্রসূয়ন্তে সমকালস্থিতানি বৈ।
অন্যোন্যমনুরক্তানি চক্রবাকোপমানি চ॥ ২১
চতুর্দ্দশসহস্রাণি তেষাং সার্দ্ধানি বৈ স্থিতিঃ।
চন্দ্রকান্তশ্চ শৈলেন্দ্রঃ সূর্য্যকান্তস্তথাপরঃ॥ ২২
তস্মিন্ কুলাচলো বর্ষে তন্মধ্যে চ মহানদী।
ভদ্রসোমা প্রযাত্যুর্ব্ব্যাং পুণ্যামলজলৌঘিনী॥
সহস্রশস্তথৈবান্যা নদ্যো বর্ষেঽপি চোত্তরে।
তথান্যাঃ ক্ষীরবাহিন্যো ঘৃতবাহিন্য এব চ॥২৪

হে ক্রৌষ্টুকে! এই আমি তোমার নিকট কেতুমাল বর্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ১২—১৭। দ্বিজবর! অনন্তর উত্তরকুরু-দেশের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই উত্তর কুরুদেশে সর্ব্বকাল-ফলপুষ্প-সমন্বিত, সুমধুর ফলবিশিষ্ট, সর্ব্বকামপ্রদ ও সর্ব্বকামফলপ্রদ বৃক্ষ সকল বস্ত্রপুঞ্জ প্রসব করিয়া থাকে এবং তদীয় ফল সকলে অলঙ্কার সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথাকার ভূমি মণিময়ী, বায়ু সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট ও সর্ব্বদা সুখপ্রদ। দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মানবগণ তথায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা চক্রবাকের ন্যায় পরস্পর অনুরক্ত ও সমকালস্থিত যুগ্ম বালক-বালিকা প্রসব করিয়া থাকে। তাহারা সার্দ্ধ চতুর্দশ সহস্র বর্ষ জীবিত থাকে। এই বর্ষে চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত নামক দুইটী উৎকৃষ্ট কুলপর্ব্বত বর্ত্তমান আছে। তথায় পবিত্র ও নির্ম্মলজল-প্রবাহবতী ভদ্রসোমা নাম্নী মহানদী পৃথিবীতে প্রবাহিত হয় এবং আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্রশঃ নদী তথায় বর্ত্তমান আছে। অন্য যে সকল নদী আছে, তাহার মধ্যে কোনটী ক্ষীর-

দধ্নো হ্রদাস্তদা তত্র তথান্যে চানুপর্ব্বতাঃ।
অমৃতাস্বাদকল্পানি ফলানি বিবিধানি চ ॥ ২৫
বনেষু তেষু বর্ষেষু শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তত্রাপি ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রাক্‌শিরা মৎস্যরূপবান্
বিভক্তো নবধা বিপ্র নক্ষত্রাণাং ত্রয়ং ত্রয়ম্।
দিশস্তথাপি নবধা বিভক্তা মুনিসত্তম ॥ ২৭
চন্দ্রদ্বীপঃ সমুদ্রে চ ভদ্রদ্বীপস্তথাপরঃ।
তত্রাপি পুণ্যো বিখ্যাতঃ সমুদ্রান্তর্মহামুনে ॥ ২৮
ইত্যেতৎ কথিতং ব্রহ্মন্ কুরুবর্ষং ময়োত্তরম্।
শৃণু কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণি গদতো মম ॥ ২৯

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে একোন-
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ষিণী, কোনটী ঘৃতপ্রবাহবতী, আর কোনটী দধির হ্রদবিশিষ্টা। আর এই সাতটী কুল পর্ব্বত ভিন্ন আরও বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। এই উত্তরকুরুদেশস্থ শত সহস্র বনমধ্যবর্ত্তী বৃক্ষ সকলে নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ফলিত হইয়া থাকে। এই স্থানেও ভগবান্ নারায়ণ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া পূর্ব্বমস্তকে অবস্থান করিতেছেন। এই উত্তরকুরুদেশে নক্ষত্রপুঞ্জ নবভাগে বিভক্ত হইয়া তিনটী তিনটী ক্রমে অবস্থান করিতেছে। মুনিবর! এইরূপে দেশ সকলও নবভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই বর্ষে চন্দ্রদ্বীপ ও ভদ্রদ্বীপ নামক দুইটী প্রসিদ্ধ দ্বীপ আছে; উভয়েই সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত এবং পবিত্র। হে ব্রহ্মন্! এই আমি তোমাকে উত্তর কুরুবর্ষের বিষয় সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর কিম্পুরুষাদি বর্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮—২৯।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৫৯।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যৎ তু কিম্পুরুষং বর্ষং তৎ প্রবক্ষ্যাম্যহং দ্বিজ
যত্রায়ুর্দশসাহস্রং পুরুষাণাং বপুষ্মতাম্ ॥ ১
অনাময়া হ্যশোকাশ্চ নরা যত্র তথা স্ত্রিয়ঃ।
প্লক্ষঃ ষণ্ডশ্চ তত্রোক্তঃ সুমহান্ নন্দনোপমঃ ॥২
তস্য তে বৈ ফলরসং পিবন্তঃ পুরুষাঃ সদা।
স্থিরযৌবননিষ্পন্নাঃ স্ত্রিয়শ্চোৎপলগন্ধিকাঃ ॥ ৩
অতঃ পরং কিম্পুরুষাদ্ধরিবর্ষং প্রচক্ষ্যতে।
মহারজতসঙ্কাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ৪
দেবলোকচ্যুতাঃ সর্ব্বে দেবরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ।
হরিবর্ষে নরাঃ সর্ব্বে পিবন্তীক্ষুরসং শুভম্ ॥ ৫
ন জরা বাধতে তত্র ন জীর্য্যন্তে চ কর্হিচিৎ।
তাবন্তমেব তে কালং জীবন্ত্যথ নিরাময়াঃ ॥৬
মেরুবর্ষং ময়া প্রোক্তং মধ্যমং যদিলাবৃতম্।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অতঃপর কিম্পুরুষ নামক যে বর্ষ আছে, তাহার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, দ্বিজবর! শ্রবণ কর। তথায় শরীরধারী পুরুষগণ দশসহস্র বর্ষ জীবিত থাকে। তত্রত্য নরনারীগণ নীরোগ ও শোকহীন। তথায় নন্দন বনের তুল্য সুমহান্ এক প্লক্ষষণ্ড আছে। তত্রত্য পুরুষগণ সেই বৃক্ষের ফলরস পান করিয়া সর্ব্বদা স্থিরযৌবন হইয়াছে এবং স্ত্রীগণ পদ্মের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট হইয়াছে। এই কিম্পুরুষ বর্ষের পর হরিবর্ষ নামক আর একটী বর্ষ আছে। তথায় যে সকল পুরুষ জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উৎকৃষ্ট রজতের ন্যায় বর্ণশালী হয়। যে সকল দেবরূপী মানব দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া হরিবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা তথায় ইক্ষুরস পান করিয়া থাকেন; জরা তাঁহাদিগকে পীড়িত করে না; সুতরাং কেহই জীর্ণ হন না, অতএব তাহারা ততকাল নীরোগ-শরীরে জীবিত থাকেন।২—৬। আর মেরু-

ন তত্র সূর্য্যাস্তপন্তি ন তে জীর্য্যন্তি মানবাঃ ॥ ৭
লভন্তে নাত্মলাভঞ্চ রশ্ময়শ্চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ।
নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ মেরোস্তত্র পরা দ্যুতিঃ ॥ ৮
পদ্মপ্রভা পদ্মগন্ধা জম্বুফলরসাশিনঃ ।
পদ্মপত্রায়তাক্ষাস্তু জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ৯
বর্ষাণাস্তু সহস্রাণি তত্রাপ্যায়ুস্ত্রয়োদশ ।
শরাবাকারসংস্থানো মেরুমধ্যে ইলাবৃতে ॥ ১০
মেরুস্তত্র মহাশৈলস্তদাখ্যাতমিলাবৃতম্ ।
রম্যকং বর্ষমস্মাচ্চ কথয়িষ্যে নিবোধ তম্ ॥ ১১
বৃক্ষস্তত্রাপি চোত্তুঙ্গো ন্যগ্রোধো হরিতচ্ছদঃ ।
তস্যাপি তে ফলরসং পিবন্তো বর্ত্তয়ন্তি বৈ ॥ ১২
বর্ষাযুতায়ুষস্তত্র নরাস্তৎফলভোগিনঃ ।
রতিপ্রধানাবিমলা জরাদৌর্গন্ধ্যবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৩
তস্মাদপ্যুত্তরং বর্ষং নাম্না খ্যাতং হিরণ্ময়ম্ ।
হিরন্বতী নদী তত্র প্রভূতকমলোজ্জ্বলা ॥ ১৪
মহাবলাঃ সতেজস্কা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ।
যক্ষরূপা মহাসত্ত্বা ধনিনঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ১৫

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভুবনকোষে কিম্পুরুষাদিবর্ষবর্ণনং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ ।

কথিতং ভবতা সম্যক্ যৎ পৃষ্টোঽসি মহামুনে
ভূসমুদ্রাদিসংস্থানং প্রমাণানি তথা গ্রহাঃ ॥ ১
তেষাঞ্চৈব প্রমাণঞ্চ নক্ষত্রাণাঞ্চ সংস্থিতিঃ ।
ভূরাদয়স্ত্রয়ো লোকাঃ পাতালান্যখিলান্যপি ॥ ২
স্বায়ম্ভুবং তথা খ্যাতং মুনে মন্বন্তরং মম ।
তদন্তরাণ্যহং শ্রোতুমিচ্ছে মন্বন্তরাণি বৈ ।
মন্বন্তরাধিপান্ দেবানৃষীংস্তত্তনয়ান্ নৃপান্ ॥ ৩

বর্ষ নামক যে মধ্যম বর্ষ, যাহাকে ইলাবৃত কহে; তথায় সূর্য্যের উত্তাপ নাই, মানবগণ জরাজীর্ণ হয় না; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্র সকলের কিরণ সকল তথায় আত্মলাভ (উজ্জ্বলতা লাভ) করিতে পারে না; কারণ তথায় সুমেরু পর্ব্বতেরই অত্যন্ত জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। মেরুবর্ষে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই পদ্মের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, পদ্মগন্ধ, পদ্মপত্রের ন্যায় আয়তলোচন ও জম্বুফলের রসপায়ী। তথায় ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর পরমায়ু। সুমেরু মধ্যে ইলাবৃত বর্ষের সংস্থান শরাবের ন্যায়। তথায় প্রধান পর্ব্বতই সুমেরু এবং এই বর্ষকে ইলাবৃত কহে। ইহার পর রম্যক নামক যে বর্ষ আছে, তাহার বিবরণ শ্রবণ কর। রম্যক বর্ষে সাতিশয় উন্নত ন্যগ্রোধ নামক একটী বৃক্ষ আছে। তাহার পত্র সকল হরিদ্বর্ণ। তত্রত্য মানবগণ সেই বৃক্ষের ফলরস পান করিয়া জীবন ধারণ করে। যাহারা সেই বৃক্ষের ফল ভোজন করে, তাহারা অযুতবর্ষ জীবিত থাকে এবং তাহারা রতিক্রীড়া-নিপুণ, সুন্দর ও দৌর্গন্ধ্য-বিবর্জ্জিত হয়। তাহার উত্তরে যে বর্ষ আছে, তাহার নাম হিরণ্ময় বর্ষ। এই বর্ষে বহুতর কমলপুষ্প দ্বারা পরিশোভিত হিরণ্বতী নাম্নী নদী প্রবাহিত হইতেছে। তথায় যে সকল মানব জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অত্যন্ত বলশালী, তেজস্বী, যক্ষের ন্যায় রূপধারী, অত্যন্ত সত্ত্বসম্পন্ন, ধনী ও সুশ্রীক হইয়া থাকে। ৭—১৫।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি বলিলেন,—মুনিবর! আপনি ভূমণ্ডল, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির স্থিতি ও পরিমাণ এবং সপ্ত লোক, সপ্ত পাতাল ও স্বায়ম্ভুব নামক প্রসিদ্ধ মন্বন্তর, এই সমস্তই আমার নিকট জিজ্ঞাসানুরূপ বলিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত মন্বন্তরের পরবর্ত্তী অপর মন্বন্তর সকল, তত্তৎ মন্বন্তরের অধিপতি, তদ্বংশীয় নৃপতি, দেবতা ও ঋষিদিগের বিষয় শুনিতে আমার ইচ্ছা

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মন্বন্তরং ময়াখ্যাতং তব স্বায়ম্ভুবঞ্চ যৎ।
স্বারোচিষাখ্যমন্যৎ তু শৃণু তস্মাদনন্তরম্॥ ৪
কশ্চিদ্দ্বিজাতিপ্রবরঃ পুরেঽভূদরুণাস্পদে।
বরুণায়াস্তটে বিপ্রো রূপেণাত্যশ্বিনাবপি॥ ৫
মৃদুস্বভাবঃ সদ্বৃত্তো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
সদাতিথিপ্রিয়ো রাত্রাবাগতানাং সমাশ্রয়ঃ॥ ৬
তস্য বুদ্ধিরিয়ং ত্বাসীদহং পশ্যে বসুন্ধরাম্ *।
অতিরম্যবনোদ্যানাং নানানগরশোভিতাম্॥
অথাগতোঽতিথিঃ কশ্চিৎ কদাচিৎ তস্য বেশ্মনি
নানৌষধিপ্রভাবজ্ঞো মন্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ॥ ৮
অভ্যর্থিতস্তু তেনাসৌ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা।
তস্যাচখ্যৌ স দেশাংশ্চ রম্যাণি নগরাণি চ॥৯
বনানি নদ্যঃ শৈলাংশ্চ পুণ্যান্যায়তনানি চ।
স ততো বিস্ময়াবিষ্টঃ প্রাহ তং দ্বিজসত্তমম্॥
অনেকদেশদর্শিত্বেনাতিশ্রমসমন্বিতঃ।
ত্বং নাতিবৃদ্ধো বয়সা নাতিবৃত্তশ্চ যৌবনাৎ।
কথমল্পেন কালেন পৃথিবীমটসি দ্বিজ॥ ১১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

মন্ত্রৌষধিপ্রভাবেণ বিপ্রাপ্রতিহতা গতিঃ।
যোজনানাং সহস্রং হি দিনার্দ্ধেন ব্রজাম্যহম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ স বিপ্রস্তং ভূয়ঃ প্রত্যুবাচেদমাদরাৎ।
শ্রদ্দধানো বচস্তস্য ব্রাহ্মণস্য বিপশ্চিতঃ॥ ১২
মম প্রসাদং ভগবন্ কুরু মন্ত্রপ্রভাবজম্ *।
দ্রষ্টুমেতাং মম মহীমতীবেচ্ছা প্রবর্ত্ততে॥ ১৪
প্রাদাৎ স ব্রাহ্মণশ্চাস্মৈ পাদলেপমুদারধীঃ।
অভিমন্ত্রয়ামাস দিশং তেনাখ্যাতাঞ্চ যত্নতঃ।

হইতেছে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, আমি তোমায় যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের বিষয় বলিয়াছি, তৎপরবর্ত্তী স্বারোচিষ নামক অপর মন্বন্তরের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ১—৪। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় অপেক্ষাও রূপবান্, শান্ত-স্বভাব, সচ্চরিত্র, বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী কোন এক ব্রাহ্মণ বরুণা নদীর তীরে অরুণাস্পদ নগরে বাস করিতেন। অতিথি পাইলে তিনি সর্ব্বদাই প্রীত হইতেন, সুতরাং রাত্রিকালে সমাগত জনের আশ্রয়-স্বরূপ ছিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত যে, "আমি অতি রমণীয় বন ও উদ্যান-সমূহ-বিশিষ্ট এবং বিবিধ নগর-পরিশোভিত বসুন্ধরা সন্দর্শন করিব।" অনন্তর একদা ওষধি সকলের প্রভাবজ্ঞ ও মন্ত্রবিদ্যা-পারদর্শী এক অতিথি তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রদ্ধাপূত-মানসে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই অতিথি তাঁহার নিকট বিবিধ দেশ, রমণীয় নগর, বন, নদী, পর্ব্বত ও পবিত্র স্থান সমুদয় বলিলেন। তাহাতে সেই অরুণাস্পদ-নিবাসী ব্রাহ্মণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, দ্বিজবর! আপনি অনেক দেশ দর্শন করিয়া সম্প্রতি শ্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু আপনি বৃদ্ধ নহেন, এমন কি এখন পর্য্যন্ত যৌবনও অতীত হয় নাই, অতএব এত অল্প বয়সে কি প্রকারে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিলেন? ৫—১১। আগন্তুক ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিপ্র! মন্ত্র ও ওষধির প্রভাবে অপ্রতিহতগতি হইয়া আমি দিনার্দ্ধের মধ্যে সহস্র যোজন গমন করিয়া থাকি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর সেই অরুণাস্পদনিবাসী ব্রাহ্মণ, বিদ্বান অতিথির বাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সাদরে তাঁহাকে পুনর্ব্বার এই বাক্য বলিলেন যে, ভগবন্! আপনি আমার প্রতি ওষধি প্রদানরূপ কৃপা বিতরণ করুন; কারণ এই পৃথিবী দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার অভিলাষ হইয়াছে।" এইবাক্য শুনিয়া সেই উদারচেতা আগন্তুক ব্রাহ্মণ, নগরবাসী দ্বিজের পদে ওষধি-লেপন করিয়া দিলেন এবং তৎকথিত দিকের উপদেশও

---

* তস্য জজ্ঞে মতিঃ পৃথ্বীং পশ্যেয়মিতি নিত্যদেতি কুত্রচিৎ পাঠঃ।

* কুরোত্বৌষধিদানজমিতি বা পাঠঃ।

তেনানুলিপ্তপাদোঽথ স দ্বিজো দ্বিজসত্তম।
হিমবন্তমগাদ্রষ্টুং নানাপ্রস্রবণান্বিতম্ ॥ ১৬
সহস্রং যোজনানাং হি দিনার্দ্ধেন ব্রজামি যৎ।
আয়াস্যামিতি সঞ্চিন্ত্য তদর্দ্ধেনাপরেণ হি ॥ ১৭
সম্প্রাপ্তো হিমবৎপৃষ্ঠং নাতিশ্রান্তস্তনুর্দ্বিজ।
বিচচার ততস্তত্র তুহিনাচলভূতলে ॥ ১৮
পাদাক্রান্তেন তস্যাথ তুহিনেন বিলীয়তা।
প্রক্ষালিতঃ পাদলেপঃ পরমৌষধিসম্ভবঃ ॥ ১৯
ততো জড়গতিঃ সোঽথ ইতশ্চেতশ্চ পর্য্যটন।
দদর্শাতিমনোজ্ঞানি সানূনি হিমভূভৃতঃ ॥ ২০
সিদ্ধগন্ধর্ব্বজুষ্টানি কিন্নরাভিরতানি চ।
ক্রীড়াবিহাররম্যাণি দেবাদীনামিতস্ততঃ ॥ ২১
দিব্যাপ্সরোগণশতৈরাকীর্ণান্যবলোকয়ন্।
নাতৃপ্যত দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ প্রোদ্ভূতপুলকো মুনে ॥ ২২
ক্বচিৎ প্রস্রবণাদ্ভ্রষ্টজলপাতমনোরমম্।
প্রনৃত্যচ্ছিখিকেকাভিরন্যতশ্চ নিনাদিতম্ ॥ ২৩
দাত্যূহকোযষ্টিকাদ্যৈঃ ক্বচিচ্চাতিমনোহরৈঃ।
পুংস্কোকিলকলালাপৈঃ শ্রুতিহারিভিরন্বিতম্ ॥
প্রফুল্লতরুগন্ধেন বাসিতানিলবীজিতম্।
মুদা যুক্তঃ স দদৃশে হিমবন্তং মহাগিরিম্ ॥ ২৫
দৃষ্ট্বা চৈতং দ্বিজসুতো হিমবন্তং মহাচলম্।
শ্বো দ্রক্ষ্যামীতি সঞ্চিন্ত্য মতিং চক্রে গৃহং প্রতি
বিভ্রষ্টপাদলেপোঽথ চিরেণ জড়িতক্রমঃ।
চিন্তয়ামাস কিমিদং ময়াজ্ঞানাদনুষ্ঠিতম্ ॥ ২৭
যদি প্রলেপো নষ্টো মে বিলীনো হিমবারিণা।
শৈলোঽয়মতিদুর্গমশ্চায়ং দূরকাঽমিহাগতঃ ॥ ২৮
প্রযাস্যামি ক্রিয়াহানিরগ্নিশুশ্রূষণাদিকম্।
কথমত্র করিষ্যামি সঙ্কটং মহদাগতম্ ॥ ২৯
ইদং রম্যমিদং রম্যমিত্যস্মিন্ বরপর্ব্বতে।

প্রদান করিলেন। ১২—১৫। ক্রৌষ্টুকে! অনন্তর অতিথির পাদলেপন করিয়া দিলে সেই ব্রাহ্মণ "দিনের প্রথমার্দ্ধে সহস্র যোজন গমন করিব, অপরার্দ্ধে তথা হইতে আগমনও করিতে পারিব" এই চিন্তা করিয়া নানা প্রস্রবণ-সমন্বিত হিমালয় পর্ব্বত দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। দ্বিজবর অনায়াসে হিমালয়-পৃষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া সেই হিমাচল ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তথায় বিচরণ করিতে করিতে পাদলগ্ন হিমে তাহার পরমৌষধিসম্ভূত পাদলেপ ধৌত হইয়া গেল! সুতরাং ব্রাহ্মণ জড়গতি হইলেন। অনন্তর তিনি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে সেই হিমালয় পর্ব্বতের অতি মনোহর সানুসকল দেখিতে লাগিলেন। সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত, কিন্নরাভিক্রীড়িত, ইতস্ততঃ দেবগণের ক্রীড়াবিহার দ্বারা রমণীয়, শত শত দিব্য অপ্সরোগণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই হিমগিরি-সানু অবলোকন করিতে করিতে সঞ্জাতপুলক হইয়া সেই দ্বিজবর তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ১৬—২২। সেই ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিলেন, হিমালয় পর্ব্বত কোন স্থানে প্রস্রবণ-পরিভ্রষ্ট জলরাশিপাতে শোভা পাইতেছে; কোথাও বা নর্ত্তনকারী শিখিগণের কেকারবে নিনাদিত হইতেছে; কোথাও বা অতি মনোহর দাত্যূহ (ডাহুক) কোযষ্টি (তিত্তির পাখী) প্রভৃতি বিহগনিকরে পরিবৃত রহিয়াছে, কোথাও বা পুংস্কোকিলগণের মনোহর মধুরালাপে প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং কোথাও বা তরুসমূহে বিকসিত কুসুমের গন্ধে সুবাসিত অনিল দ্বারা বীজিত হইতেছে। ২৩—২৫। এই দ্বিজতনয় হিমালয় পর্ব্বত দেখিয়া "পুনর্ব্বার আগামী কল্য আসিয়া দেখিব" এইরূপ স্থির করিয়া গৃহে যাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। তথায় বিলম্ববশতঃ পাদলেপ ধৌত হওয়ায় জড়গতি হইয়া ব্রাহ্মণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যখন হিমজলে আমার পাদলগ্ন প্রলেপ নষ্ট হইয়াছে এবং আমিও অতি দূরস্থিত এই দুর্গম হিমালয় শৈলে আগমন করিয়াছি, তখন আমার মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। এখানে অগ্নি-শুশ্রূষণাদি কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিব? সুতরাং নিত্য ক্রিয়া সকলও নষ্ট হইবে। 'এইটী রমণীয়, এইটী রমণীয়' এইরূপ করিয়া এই পর্ব্বতে আসক্ত-

সক্তদৃষ্টিরহং তৃপ্তিং ন যাস্তেহব্দশতৈরপি ॥ ৩০
কিন্নরাণাং কলালাপাঃ সমন্তাচ্ছ্রোত্রহারিণঃ।
প্রফুল্লতরুগন্ধাংশ্চ ঘ্রাণমত্যন্তমৃচ্ছতি ॥ ৩১
সুখস্পর্শস্তথা বায়ুঃ ফলানি রসবন্তি চ।
হরন্তি প্রসভং চেতো মনোজ্ঞানি সরাংসি চ ॥
এবং গতে তু পশ্যেয়ং যদি কঞ্চিৎ তপোনিধিম্‌
স মমোপদিশেন্মার্গং গমনায় গৃহং প্রতি ॥ ৩৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স এবং চিন্তয়ন্ বিপ্রো বভ্রাম চ হিমাচলে।
ভ্রষ্টপাদৌষধিবলো বৈক্লব্যং পরমং গতঃ। ৩৪
তং দদর্শ ভ্রমন্তঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠং বরূথিনী।
বরাপ্সরা মহাভাগা মৌলেয়া রূপশালিনী
তস্মিন্ দৃষ্টে ততঃ সাভূদ্দ্বিজবর্য্যে বরূথিনী।
মদনাকৃষ্টহৃদয়া সানুরাগা হি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৬
চিন্তয়ামাস কো ন্বেষ রমণীয়তমাকৃতিঃ।
সফলং মে ভবেজ্জন্ম যদি মাং নাবমন্যতে ॥৩৭
অহোঽস্য রূপমাধুর্য্যমহোঽস্য ললিতা গতিঃ।
অহো গম্ভীরতা দৃষ্টেঃ কুতোঽস্য সদৃশো ভুবি
দৃষ্টা দেবাস্তথা দৈত্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বপন্নগাঃ।*
কথমেকোঽপি নাস্ত্যস্য তুল্যরূপো মহাত্মনঃ ॥
যথাহমস্মিন মযোষ সানুরাগস্তথা যদি।
ভবেদত্র ময়া কার্য্যস্তৎকৃতঃ পুণ্যসঞ্চয়ঃ ॥ ৪০
যদ্যেষ ময়ি সুস্নিগ্ধাং দৃষ্টিমস্য নিপাতয়েৎ।
কৃতপুণ্যা ন মত্তোঽন্যা ত্রৈলোক্যে বনিতা ততঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

... সঞ্চিন্তয়ন্তী সা দিব্যযোষিৎ স্মরাতুরা।
...নং দর্শয়ামাস কমনীয়তরাকৃতিম্ ॥ ৪২
...ঙ দৃষ্ট্বা দ্বিজসুতশ্চারুরূপাং বরূথিনীম্‌।
সোপচারং সমাগম্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৪৩

দৃষ্টি হইয়া আমি শত বৎসরেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিব না। ২৬—৩০। আহা! চারিদিক্ হইতে কিন্নরগণের কি শ্রবণরঞ্জন সুমধুর আলাপ শ্রুত হইতেছে! কুসুমিত তরুনিকর হইতে সুগন্ধ লাভ করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইতেছে। এখানকার বায়ু সুখস্পর্শ, ফল সকল সুরস। মনোহর সরোবরসমূহ যেন বলপূর্ব্বক আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে! এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে যদি কোন তপোধন দেখিতে পাই, তবে তাঁহার নিকট গৃহগমনের উপদেশ পাইতে পারিব।" মার্কণ্ডেয় বলিলেন, চরণসংলগ্ন ওষধিলেপ-সমুদ্ভূত শক্তি লোপ হওয়ায় পরম দুঃখিত হইয়া সেই দ্বিজবর এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হিমালয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বরূথিনা নামে মৌলেয়া কোন এক মহাভাগা রূপশালিনী অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে ভ্রমণ করিতে দেখিল। দ্বিজবরকে দেখিয়া স্মরশরে জর্জ্জরিত-হৃদয়া হইয়া সেই বরূথিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী হইল। বরূথিনী ভাবিতে লাগিল, এই রমণীয়াকৃতি পুরুষ কে? ইনি যদি আমায় অবজ্ঞা না করেন, তবেই আমার জন্ম সফল হইবে। আহা! ইঁহার কি অপূর্ব্ব রূপমাধুরী! কি মনোহর গতি! আহা! দৃষ্টিগাম্ভীর্য্যই বা কি চমৎকার! ভূমণ্ডলে ইঁহার সদৃশ পুরুষ কোথায় পাইব? দেব, দৈত্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগ এই সমস্তই দেখিয়াছি, কিন্তু তন্মধ্যে ইঁহার সদৃশ রূপবান্ কাহাকেও দেখি নাই। আমি ইঁহার প্রতি যেরূপ অনুরাগিণী, ইনিও যদি আমাতে তদ্রূপ অনুরক্ত হন, তবে আমার পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যসঞ্চয়ের ফললাভ হইল বলিতে হইবে। ইনি যদি আমার প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টিপাত করেন, তবে ত্রৈলোক্যে আমা অপেক্ষা পুণ্যবতী রমণী আর কে আছে? ৩১—৪১। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সেই দিব্যাঙ্গনা বরূথিনী স্মরাতুরা হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় কমনীয়তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ ব্রাহ্মণকে দর্শন করাইল। দ্বিজতনয় সেই রূপবতী বরূথিনীকে সন্দর্শন করিয়া পাদ্যাদি উপচার লইয়া আগমন-

* কিন্নরা ইতি বা পাঠঃ।

কা ত্বং কমলগর্ভাভে কস্য কিং বানুতিষ্ঠসি।
ব্রাহ্মণোঽহমিহায়াতো নগরাদরুণাস্পদাৎ ॥ ৪৪
পাদলেপোঽত্র মে ধ্বস্তো বিলীনো হিমবারিণা
যস্যানুভাবাদত্রাহমাগতো মদিরেক্ষণে ॥ ৪৫
বরূথিন্যুবাচ।
মৌলেয়াহং মহাভাগা নাম্না খ্যাতা বরূথিনী।
বিচরামি সদৈবাত্র রমণীয়ে মহাচলে ॥ ৪৬
সাহং তদ্দর্শনাদ্বিপ্র কামবক্তব্যতাং গতা।
প্রশাধি যন্ময়া কার্য্যং ত্বদধীনাস্মি সাম্প্রতম্ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
যেনোপায়েন গচ্ছেয়ং নিজগেহং শুচিস্মিতে।
তন্মমাচক্ষ কল্যাণি হানির্নোঽখিলকর্ম্মণাম্ ॥৪৮
নিত্যনৈমিত্তিকানাঞ্চ মহাহানির্দ্বিজন্মনঃ।
ভবত্যতস্ত্বং হে ভদ্রে মামুদ্ধর হিমালয়াৎ ॥ ৪৯
প্রশস্যতে ন প্রবাসো ব্রাহ্মণানাং কদাচন।
অপরাদ্ধং ন মে ভীরু দেশদর্শনকৌতুকম্ ॥৫০
সতো গৃহে দ্বিজাগ্র্যস্য নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
নিত্যনৈমিত্তিকানাঞ্চ হানিরেবং প্রবাসিনঃ ॥৫১
সা ত্বং কিং বহুনোক্তেন তথা কুরু যশস্বিনি।
যথা নাস্তং গতে সূর্য্যে পশ্যামি নিজমালয়ম্ ॥৫২
বরূথিন্যুবাচ।
মৈবং ব্রূহি মহাভাগ মা ভূৎ স দিবসো মম।
মাং পরিত্যজ্য যত্র ত্বং নিজগেহমুপেষ্যসি ॥৫৩
অহো রম্যতরঃ স্বর্গো ন যতো দ্বিজনন্দন।
অতো বয়ং পরিত্যজ্য তিষ্ঠামোঽত্র সুরালয়ম্
স ত্বং সহ ময়া কান্ত কান্তেঽত্র তুহিনাচলে।
রমমাণো ন মর্ত্ত্যানাং বান্ধবানাং স্মরিষ্যসি ॥৫৪
স্রজো বস্ত্রাণ্যলঙ্কারান্ ভক্ষ্যভোজ্যানুলেপনম্।
দাস্যাম্যত্র তথাহং তে স্মরেণ বশগা হৃতা ॥৫৫
বীণাবেণুস্বনং গীতং কিন্নরাণাং মনোরমম্।

পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, সুন্দরি! তোমার বর্ণ কমলগর্ভের ন্যায় কমনীয়, তুমি কে? কাহার ভার্য্যা? এখানে কি কার্য্য করিয়া থাক? আমি ব্রাহ্মণ, অরুণাস্পদ নগর হইতে এ স্থানে আগমন করিয়াছি। মদিরেক্ষণে! আমি যাহার প্রভাবে এ স্থানে আগমন করিয়াছি, আমার সেই ঔষধিকৃত পাদলেপ হিমবারি দ্বারা নষ্ট হইয়াছে এবং হিমানীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বরূথিনী বলিল, আমি বরূথিনী নামে প্রসিদ্ধা মহাভাগা অপ্সরা, সর্ব্বদাই এই রমণীয় পর্ব্বতে বিচরণ করিয়া থাকি। বিপ্রবর! সম্প্রতি তোমায় দর্শন করত কাম-পরবশ হইয়া নিন্দনীয়তা প্রাপ্ত হইতেছি; আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? এক্ষণে আমি আপনারই অধীন হইয়াছি। ব্রাহ্মণ বলিলেন, চারুহাসিনি! আমি যে উপায়ে স্বগৃহে গমন করিতে পারি, তাহা আমায় বল। কল্যাণি! প্রবাস বশতঃ এখানে আমার নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্মেরই হানি হইতেছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের হানি মহা-অনিষ্টকর; অতএব হে ভদ্রে! এই হিমালয় হইতে আমায় উদ্ধার কর। ব্রাহ্মণগণের প্রবাস কখনই প্রশংসনীয় নহে। ভীরু! আমি কোনই অপরাধ করি নাই। দেশ দর্শনে কৌতুহল বশতঃ প্রবাসী হইয়াছি। গৃহবাসী ব্রাহ্মণের নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্মই নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু প্রবাসী হইলে তৎসমস্তেরই হানি হইয়া থাকে। যশস্বিনি! অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? এক্ষণে যাহাতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে স্বীয় আলয়ে গমন করিতে পারি, তুমি তাহাই কর। ৪২—৫২। বরূথিনী বলিল,—মহাভাগ! এরূপ কথা আর বলিবেন না; যেদিন আমায় পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে গমন করিবেন, সেদিন যেন আমার পক্ষে উপস্থিত না হয়। দ্বিজনন্দন! স্বর্গও এই স্থান অপেক্ষা রমণীয় নহে, অতএব আমরা স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া এখানে বাস করিব। কান্ত! আপনি এই রমণীয় হিমাচলে আমার সহিত বিহার করিতে করিতে বান্ধবগণকে স্মরণও করিবেন না। এখানে আমি তোমায় মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য, ভোজ্য ও অনুলেপন প্রদান করিব; কারণ কামকর্ত্তৃক হৃতা

অঙ্গাহ্লাদকরো বায়ুরুষ্ণান্নমুদকং শুচি ॥৫৭
মনোঽভিলষিতা শয্যা সুগন্ধমনুলেপনম্।
ইহাসতো মহাভাগ গৃহে কিং তে নিজেঽধিকম্
ইহাসতো নৈব জরা কদাচিৎ তে ভবিষ্যতি।
ত্রিদশানামিয়ং ভূমির্যৌবনোপচয়প্রদা ॥৫৯
ইত্যুক্ত্বা সানুরাগা সা সহসা কমলেক্ষণা।
আলিলিঙ্গ প্রসীদেতি বদন্তী কলমুন্মনাঃ ॥৬০

ব্রাহ্মণ উবাচ।

মা মাং স্পাক্ষীরজান্তত্র দুষ্টে যঃ সদৃশস্তব।
ময়ান্তথা যাচিতা ত্বমন্তথৈবাপ্যুপৈষি মাম্ ॥৬১
সায়ং প্রাতর্হুতং হব্যং লোকান্ যচ্ছতি শাশ্বতান্
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং মূঢ়ে হব্যে প্রতিষ্ঠিতম্।
তদুপায়ং সমাচক্ষ্ব যেন যামি স্বমালয়ম্ ॥ ৬২

বরূথিন্যুবাচ।

কিন্তে নাহং প্রিয়া বিপ্র রমণীয়ো ন কিং গিরিঃ
গন্ধর্ব্বান্ কিন্নরাদীংশ্চ ত্যক্ত্বাভীষ্টো হি কস্তব
নিজমালয়মপ্যস্মাদ্ভবান্ যাস্যত্যসংশয়ম্।
স্বল্পকালং ময়া সার্দ্ধং ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ সুদুর্লভান্

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অভীষ্টা গার্হপত্যাদ্যাঃ সততং মে ত্রয়োঽগ্নয়ঃ
রম্যং মমাগ্নিশরণং দেবী বিস্তারিণী প্রিয়া ॥ ৬৫

বরূথিন্যুবাচ।

অষ্টাবাত্মগুণা যে হি তেষামাদৌ দয়া দ্বিজ।
তাং করোষি কথং ন ত্বং ময়ি সদ্ধর্ম্মপালক ॥৬৬
ত্বদ্বিমুক্তা ন জীবামি তথা প্রীতিমতী ত্বয়ি।
নৈতদ্বদাম্যহং মিথ্যা প্রসীদ কুলনন্দন ॥৬৭

ব্রাহ্মণ উবাচ।

যদি প্রীতিমতী সত্যং নোপচারাদ্ব্রবীষি মাম্।

হইয়া আমি তোমারই বশীভূতা হইয়াছি। মহাভাগ! এখানে বাস করিলে বীণা বেণুর নিস্বন, কিন্নরগণের মনোহর সঙ্গীত, আহ্লাদজনক সমীরণ উষ্ণ অন্ন, পবিত্র জল, অভিলষিত শয্যা ও সুগন্ধ অনুলেপন, এই সমস্তই তোমার সুলভ হইবে; এই সকল এখান অপেক্ষা তোমার গৃহে কি অধিক আছে? এখানে বাস করিলে তুমি কখনই জরাগ্রস্ত হইবে না, কারণ এই দেবভূমি যৌবনবৃদ্ধিকারিণী এই বলিয়া অনুরাগবতী সেই কমলাক্ষী অতিমাত্র ব্যাকুলা হইয়া মধুর স্বরে "প্রসন্ন হও" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহাকে সহসা আলিঙ্গন করিল। ৫৩—৬০। ব্রাহ্মণ বলিলেন, দুষ্টে! আমায় স্পর্শ করিস্ না; যে তোর যোগ্য, তুই তাহার নিকট গমন কর। আমি তোর নিকটে একরূপ প্রার্থনা করিলাম. তুই তাহা অন্যরূপ ভাবিয়া আমার সহিত মিলিবার চেষ্টা করিতেছিস্। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে হোম করিলে নিত্য লোক সকল লাভ হইয়া থাকে। মূঢ়ে! এই অখিল ত্রৈলোক্য হোম দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত আছে; অতএব তন্নির্ব্বাহার্থ যে উপায়ে আমি নিজ আলয়ে গমন করিতে পারি, সত্বর তাহাই বল। বরূথিনী বলিল, বিপ্র! আমাকে দেখিয়া কি আপনার প্রীতি হয় না? এই হিমালয় কি রমণীয় নহে? গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাদি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি আপনার অভিলষিত? আপনি নিশ্চয়ই এখান হইতে নিজালয়ে গমন করিতে পারিবেন। সম্প্রতি আমার সহিত এখানে কিছুকাল দুর্লভ সুখ সকল উপভোগ করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ, এই অগ্নিত্রয়ই আমার অভীষ্ট, অগ্নি-গৃহই রমণীয় স্থান এবং বিস্তারিণী দেবীই আমার প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। বরূথিনী বলিল, দ্বিজবর! অষ্টবিধ আত্মগুণের মধ্যে দয়াই প্রধান; আপনি সদ্ধর্ম্মপালক হইয়াও আমার প্রতি কেন দয়া করিতেছেন না? আমি আপনার প্রতি যেমন প্রীতিমতী (অনুরাগিণী) হইয়াছি, তাহাতে আপনা ব্যতীত জীবিত থাকিব না। আমি মিথ্যা বলিতেছি না। আপনি স্বকুলের আনন্দদায়ক, এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৬১—৬৭। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার প্রতি যদি যথার্থই প্রীতি-

তদুপায়ং সমাচক্ষ্ব যেন যামি স্বমালয়ম্ ॥৬৮

বরূথিন্যুবাচ।

নিজমালয়মপ্যস্মাত্তবান্ যাস্যত্যসংশয়ম্
স্বল্পকালং ময়া সার্দ্ধং ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ সুদুর্লভান্

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ন ভোগার্থায় বিপ্রাণাং শস্যতে হি বরূথিনি।
ইহ ক্লেশায় বিপ্রাণাং চেষ্টা প্রেত্যাফলপ্রদা॥

বরূথিন্যুবাচ।

সন্ত্রাণং ম্রিয়মাণায়া মম কৃত্বা পরত্র তে।
পুণ্যস্যৈব ফলং ভাবি ভোগাশ্চান্যত্র জন্মনি॥৭১
এবঞ্চ দ্বয়মপ্যত্র তবোপচয়কারণম্।
প্রত্যাখ্যানাদহং মৃত্যুং ত্বঞ্চ পাপমবাপ্স্যসি ৭২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

পরস্ত্রিয়ং নাভিলষেদিত্যুচুর্গুরবো মম।
তেন ত্বাং নাভিবাঞ্ছামি কামং বিলপ শুষ্য বা॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যুক্ত্বা স মহাভাগঃ স্পৃষ্ট্বাপঃ প্রযতঃ শুচিঃ।
প্রাহেদং প্রণিপত্যাগ্নিং গার্হপত্যমুপাংশুনা॥৭৪
ভগবন্ গার্হপত্যাগ্নে যোনিস্ত্বং সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
ত্বত্ত আহবনীয়োঽগ্নির্দক্ষিণাগ্নিশ্চ নান্যতঃ॥৭৫
ত্বদাপ্যায়নাদ্দেবা বৃষ্টিশস্যাদিহেতবঃ।
ভবন্তি শস্যাদখিলং জগদ্ভবতি নান্যতঃ॥৭৬
এবং ত্বত্তো ভবত্যেতদ্‌যেন সত্যেন বৈ জগৎ
তথাহমদ্য স্বং গেহং পশ্যেয়ং সতি ভাস্করে॥৭৭
যথা বৈ বৈদিকং কর্ম্ম স্বকালে নোজ্‌ঝিতং ময়া
তেন সত্যেন পশ্যেয় গৃহং গেহস্থ দিবাকরম্॥
যথা চ ন পরদ্রব্যে পরদারে চ মে মতিঃ।
কদাচিৎ সাভিলাষাভূৎ তথৈতৎ সিদ্ধিমেতু মে॥

ইতি মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে স্বারোচিষমন্বুৎপত্তৌ ব্রাহ্মণবাক্যং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬১॥

মতী হইয়া থাক, আর আমাকে যাহা বলিলে, তাহা যদি আরোপিত বাক্য না হয়, তাহা হইলে আমি যে উপায়ে স্বগৃহে গমন করিতে পারি, তাহা আমাকে বল। বরূথিনী বলিল, আপনি এস্থান হইতে স্বগৃহে গমন করিতে পারিবেন, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু সম্প্রতি আমার সহিত অল্পকাল মাত্র এখানে দুর্লভ সুখভোগ করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, বরূথিনি! রমণীগণের চেষ্টা ব্রাহ্মণের পক্ষে ভোগের নিমিত্ত নহে। উহা বিপ্রগণের ইহলোকে ক্লেশ ও পরলোকে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে। বরূথিনী বলিল, আমি ম্রিয়মাণা হইয়াছি, আমায় পরিত্রাণ করিলে আপনি পরলোকে সেই পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হইবেন এবং পরজন্মে তজ্জনিত বিবিধ ভোগ লাভ করিবেন। পরলোক ও জন্মান্তরে ভোগ্য এই উভয়বিধ পুণ্যফলই আপনার লাভজনক; কিন্তু আমায় প্রত্যাখ্যান করিলে আমারও মৃত্যু হইবে এবং আপনিও পাপভাগী হইবেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার গুরু বলিয়াছেন, "পরস্ত্রীতে অভিলাষ করিবে না" অতএব তুমি বিলাপই কর, আর জীবন ত্যাগই কর, আমি তোমায় বাঞ্ছা করি না। ৬৮—৭৩। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বরূথিনীকে এই কথা বলিয়া সেই নিয়মবান্ মহাভাগ ব্রাহ্মণ আচমনান্তে শুচি হইয়া গার্হপত্য অগ্নিকে প্রণামপূর্ব্বক উপাংশু (পরশ্রবণাযোগ্য) জপ দ্বারা এই কথা বলিতে লাগিলেন, ভগবন গার্হপত্য অগ্নে! তুমিই সর্ব্ব কর্ম্মের বীজস্বরূপ। আহবনীয় ও দক্ষিণ, এই অগ্নিদ্বয় তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন; অন্য কেহই তদুৎপাদক নহে। তুমি প্রীত হইলে দেবগণ বৃষ্টি শস্য প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকেন, আর শস্য হইতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, অন্য কোন প্রকারে থাকিতে পারে না। যে সত্য দ্বারা এই জগৎ তোমা হইতে এইরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে আমি সেই সত্য দ্বারা যেন অদ্য দিবাকর বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে নিজ গৃহ দেখিতে পাই। যে সত্য দ্বারা বৈদিক কর্ম্ম সকল যথোচিত কালে সম্পাদিত হইয়াছে, আমি যেন সেই সত্য দ্বারা গৃহবাসী হইয়া অদ্য দিবাকরকে দেখিতে পাই। যে সত্য দ্বারা আমার মতি পরদ্রব্যে বা

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তবতস্তস্য দ্বিজপুত্রস্য পাবকঃ।
গার্হপত্যঃ শরীরে তু সন্নিধানমথাকরোৎ॥১
তেন চাধিষ্ঠিতঃ সোঽথ প্রভামণ্ডলমধ্যগঃ।
ব্যদীপয়ত তং দেশং মূর্ত্তিমানিব হব্যবাট্॥২
তস্যাস্তু সুতরাং তত্র তাদৃগ্রূপে দ্বিজন্মনি।
অনুরাগোঽভবদ্বিপ্র! পশ্যন্ত্যা দেবযোষিতঃ॥৩
ততঃ সোঽধিষ্ঠিতস্তেন হব্যবাহেন তৎক্ষণাৎ।
যথা পূর্ব্বং তথা গন্তুং প্রবৃত্তো দ্বিজনন্দনঃ॥৪
জগাম চ ত্বরাযুক্তস্তথা দেব্যা নিরীক্ষিতঃ।
আ দৃষ্টিপাতাৎ তন্বঙ্গ্যা নিশ্বাসোৎকম্পিকন্ধরম্॥৫
ততঃ ক্ষণেনৈব তদা নিজগেহমবাপ্য সঃ।
যথাপ্রোক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠশ্চকার সকলাঃ ক্রিয়াঃ॥৬

অথ সা চারুসর্ব্বাঙ্গী তত্রাসক্তাত্মমানসা।
নিশ্বাসপরমা নিন্যে দিনশেষং তথা নিশাম্॥৭
নিশ্বাসত্যনবদ্যাঙ্গী হাহেতি রুদতী মুহুঃ।
মন্দভাগ্যেতি চাত্মানং নিনিন্দ মদিরেক্ষণা॥৮
ন বিহারে ন চাহারে রমণীয়ে ন বা বনে।
ন কন্দরেষু রম্যেষু সা ববন্ধ তদা রতিম্॥৯
চকার রমমাণে চ চক্রবাকযুগে স্পৃহাম্।
মুক্তা তেন বরারোহা নিনিন্দ নিজযৌবনম্॥১০
ক্বাগতাহমিমং শৈলং দুষ্টদৈববলাৎকৃতা।
ক্ব চ প্রাপ্তঃ স মে দৃষ্টের্গোচরং তাদৃশো নরঃ॥
যদ্যদ্য স মহাভাগো ন মে সঙ্গমুপৈষ্যতি।
তৎকামাগ্নিরবশ্যং মাং ক্ষপয়িষ্যতি দুঃসহঃ॥১২

পরস্ত্রীতে অভিলাষিণী হয় নাই, সেই সত্য দ্বারা যেন আমার সেই মতি অদ্য এ বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৭৮—৭৯।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬১॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এইরূপ বলিতে বলিতেই দ্বিজপুত্রের শরীরে গার্হপত্য অগ্নি আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। তাহাতে প্রভামণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হইয়া সেই ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায় স্বয়ং সেই প্রদেশ উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। দ্বিজবরকে দর্শন করিয়াই তাঁহার প্রতি সেই দিব্যাঙ্গনা বরূথিনীর সাতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে গার্হপত্য নামক হব্যবাহের অধিষ্ঠান বশতঃ সেই দ্বিজনন্দন পূর্ব্বের ন্যায় সত্বর গমনে প্রবৃত্ত হইলে, যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, তত দূর পর্য্যন্ত সেই তন্বঙ্গী বরূথিনী তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে রহিল এবং ঘন ঘন নিশ্বাসপাতে তাহার গ্রীবাদেশ কম্পিত হইতে লাগিল। ১—৫। তদনন্তর সেই বিপ্রবর ক্ষণকালের মধ্যে স্বীয় বাসভবন প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছিলেন, অধুনা তদনুরূপ নিত্য-নৈমিত্তিক নিখিল ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুমনোহরা বরূথিনী, উক্ত দ্বিজবরের প্রতি আসক্তচিত্তা হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেই দিবসের অবশিষ্টভাগ ও রজনী অতিবাহিত করিল। মদিরেক্ষণা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী সেই অপ্সরাঃ হাহাকার শব্দে রোদন ও পুনঃপুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আপনাকে নিতান্ত হতভাগ্যা বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। কি আহার, কি বিহার, কি রমণীয় বন, কি মনোহর কন্দর (গিরিগুহা) কিছুতেই সে সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না। চক্রবাকযুগলকে রমণ করিতে দেখিয়া তাহার রমণ বিষয়ে স্পৃহা জন্মিল, কিন্তু সেই দ্বিজবর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তখন সে নিজ যৌবনের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ৬—১০। "দুষ্ট দৈবের বশীভূত হইয়া আমি যে এই পর্ব্বতে আগমন করিব, ইহার সম্ভাবনাই বা কি ছিল! আর সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নরবর যে আমার নয়ন-পথে পতিত হইবেন, তাহাই বা কে জানিত? এক্ষণে যদি সেই মহাভাগ আমার সহিত

রমণীয়মভূদ্‌যৎ তৎ পুংস্কোকিলনিনাদিতম্।
তেন হীনং তদেবৈতদ্দহতীবাগ্নি মামলম্ ॥ ১৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্থং সা মদনাবিষ্টা জগাম মুনিসত্তমম্।
ববৃধে চ তদা রাগস্তস্যাস্তস্মিন্ প্রতিক্ষণম্ ॥১৪
কলির্নাম্না তু গন্ধর্ব্বঃ সানুরাগো নিরাকৃতঃ।
তয়া পূর্ব্বমভূৎ সোঽথ তদবস্থাং দদর্শ তাম্ ॥
স চিন্তয়ামাস তদা কিং ন্বেষা গজগামিনী।
নিশ্বাসপবনম্লানা গিরাবত্র বরূথিনী ॥ ১৬
মুনিশাপক্ষতা কিং নু কেনচিৎ কিং বিমানিতা
বাষ্পবারিপরিক্লিন্নমিদং বক্ত্রে যতো মুগম ॥ ১৭
ততঃ স দধ্যৌ সুচিরং তমর্থং কৌতুকাৎ কলিঃ
জ্ঞাতবাংশ্চ প্রভাবেণ সমাধেঃ স যথা তথম্ ॥১৮
পুনঃ স চিন্তয়ামাস তদ্বিজ্ঞায় মনে কলিঃ।
মমোপপাদিতং সাধু ভাগ্যৈরেতৎ পুরাকৃতৈঃ ॥
যয়ৈষা সানুরাগেণ বহুশঃ প্রার্থিতা সতী।
নিরাকৃতবতী সেয়মদ্য প্রাপ্যা ভবিষ্যতি ॥ ২০
মানুষে সানুরাগেয়ং তত্র তদ্রূপধারিণি।
রংস্যতে যথাসন্দিগ্ধং কিং কালেন করোমি তৎ

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আত্মপ্রভাবেণ ততস্তস্য রূপং দ্বিজন্মনঃ।
কৃত্বা চচার যত্রাস্তে নিষণ্ণা সা বরূথিনী ॥২২
সা তং দৃষ্ট্বা বরারোহা কিঞ্চিদুৎফুল্ললোচনা।
সমেত্য প্রাহ তন্বঙ্গী প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ ॥২৩
ত্বয়া ত্যক্তা ন সন্দেহঃ পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্।
ততোঽধর্ম্মঃ মহাংস্তে ক্রিয়ালোপো ভবিষ্যতি ॥২৪
ময়া সমেতো রমোঽস্মিন্ মহানন্দবকন্দরে।
মৎপরিত্যাগজং দুষ্মনস্তু প্রাপ্স্যসে ॥ ২৫

সঙ্গত না হন, তবে দুর্ব্বিষহ কামানলে দগ্ধ হইয়া আমি নিশ্চয়ই জীবন ত্যাগ করিব। পূর্ব্বে যাহা আমার শ্রবণরঞ্জন ছিল, এক্ষণে দ্বিজবর বিরহে সেই কোকিলনিনাদ যেন অগ্নির ন্যায় আমায় দগ্ধ করিতেছে।" মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সেই বরূথিনী এইরূপ মদনাবিষ্টা হইয়া সহসা মুনিসত্তমকে দেখিতে পাইল। তখন তাহার প্রতি অনুক্ষণ তাহার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে ঐ অপ্সরা, তৎপ্রতি অতিশয় অনুরক্ত কলি নামক এক গন্ধর্ব্বকে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিল। সে এক্ষণে তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল "এই পর্ব্বতে যে গজগামিনী অনুক্ষণ নিশ্বাস পবনপাতে পরিম্লান হইতেছে, এ কি সেই বরূথিনী? এ কি মুনিশাপগ্রস্তা হইয়াছে? অথবা কেহ কি ইহাকে অপমান করিয়াছে? কারণ ইহার মুখে বাষ্পাশ্রু পরিলক্ষিত হইতেছে।" অনন্তর কলি কৌতূহল-পরবশ হইয়া বহুক্ষণ সেই বিষয় চিন্তা করিয়া তপঃপ্রভাবে যথার্থ বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিল। ১১—১৮। মুনি-ঘটিত সেই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কলি পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিল, "আমার পূর্ব্বকৃত পুণ্যফলেই আমার এই অভিলষিত সম্পাদিত হইল। আমি অনুরক্ত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিলেও যে আমায় দূরীকৃত করিয়াছিল, সেই বরূথিনী সদ্য আমার সুলভ হইবে। এই অপ্সরা মনুষ্যের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছে, এক্ষণে আমি যদি মুনির রূপ ধারণ করি, তবে আমার প্রতিও নিশ্চিত অনুরক্তা হইবে, আর কাল বিলম্ব করি কেন?" মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর সেই কলি আত্মপ্রভাবে সেই ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া যেখানে বরূথিনী উপবিষ্টা ছিল, তথায় বিচরণ করিতে লাগিল। কৃশাঙ্গী বরারোহা, সেই মুনিবেশধারী কলিকে দেখিয়া মুনিজ্ঞানে আহ্লাদে ঈষৎ প্রফুল্লনয়না হইয়া তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক "আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এই কথা পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল; আরও বলিল, আপনি আমায় পরিত্যাগ করিলে, আমি জীবন বিসর্জ্জন করিব। আমি জীবন ত্যাগ করিলে আপনার অধর্ম্ম হইবে এবং সেই অধর্ম্মজন্য ক্রিয়ালোপও অবশ্যম্ভাবী। এই

আয়ুষঃ সাবশেষং মে নূনমস্তি মহামতে।
নিবৃত্তস্তেন নূনং ত্বং হৃদয়াহ্লাদকারকঃ ॥ ২৬

কলিরুবাচ।

কিং করোমি ক্রিয়াহানির্ভবত্যত্র সতো মম।
ত্বমপ্যেবংবিধং বাক্যং ব্রবীষি তন্বিমধ্যমে ॥২৭
তদহং সঙ্কটং প্রাপ্তো যদ্‌ব্রবীমি করোষি তৎ
যদি স্যাৎ সঙ্গমো মেঽদ্য ভবত্যা সহ নান্যথা

বরূথিন্যুবাচ।

প্রসীদ যদ্‌ব্রবীষি ত্বং তৎ করোমি ন তে মৃষা।
ব্রবীম্যেতদনাশঙ্ক্যং যত্তে কার্য্যং ময়াধুনা ॥

কলিরুবাচ।

নাদ্য সম্ভোগসময়ে দ্রষ্টব্যোঽহং ত্বয়া বনে।
নিমীলিতাক্ষ্যাঃ সংসর্গস্তব সুভ্রু ময়া সহ ॥ ৩০

মহাকন্দরবিশিষ্ট হিমালয় পর্ব্বতের রমণীয় গুহায় আমার সহিত সঙ্গত হইয়া আমায় রক্ষা করিলে তজ্জনিত ধর্ম্ম অবশ্যই লাভ করিতে পারিবেন। মহামতে! এখন পর্য্যন্ত নিশ্চয় আমার আয়ুঃ শেষ হয় নাই; সেই জন্যই আপনি নিবৃত্ত হইয়া আমার হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করাইলেন। ১৯—২৬। কলি বলিল, কৃশোদরি! কি করি! এখানে থাকিয়া আমার ক্রিয়ালোপ ত হইবেই এবং তুমিও এইরূপ অনুরোধবাক্য বলিতেছ, সুতরাং সঙ্কটে পড়িয়া আমায় সম্মত হইতে হইল। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, যদি তাহা স্বীকার কর, তবেই তোমার সহিত আমার মিলন হইবে; অন্যথা নহে। বরূথিনী বলিল, আপনি প্রসন্ন হউন, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব; ইহাতে সন্দেহ করিবেন না,—আমি মিথ্যা বলিতেছি না। আপনার কথিত বিষয় আমি এখনই সম্পাদন করিব। কলি বলিল, সুভ্রু! তবে এই অঙ্গীকার কর যে, "বনে বিহারকালে তুমি আমায় দেখিতে পাইবে না, আমার সহিত তোমার নিমীলিত-নয়নে সংসর্গ

বরূথিন্যুবাচ।

এবং ভবতু ভদ্রং তে যথেচ্ছসি তথাস্তু তৎ।
ময়া সর্ব্বপ্রকারং হি বশে স্থেয়ং তবাধুনা ॥ ৩১

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে স্বারোচিষে মন্বন্তরে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ সহ তয়া সোঽথ ররাম গিরিসানুষু।
ফুল্লকাননষণ্ডেষু মনোজ্ঞেষু সরঃসু চ ॥ ১
কন্দরেষু চ রম্যেষু নিম্নগাপুলিনেষু চ।
মনোজ্ঞেষু তথান্যেষু দেশেষু মুদিতো দ্বিজ ॥
বহ্নিনাধিষ্ঠিতস্যাসীদ্‌যদ্রূপং তস্য তেজসা।
অচিন্তয়ৎ সম্ভোগকালে নিমীলিতবিলোচনা ॥ ৩
ততঃ কালেন সা গর্ভমবাপ মুনিসত্তম।
গন্ধর্ব্ববীর্য্যতো রূপং চিন্তনাচ্চ দ্বিজন্মনঃ ॥ ৪

করিতে হইবে"। বরূথিনী বলিল, তাহাই হউক, আপনার যেরূপ ইচ্ছা, তাহা সেইরূপই সম্পন্ন হইবে। আমি এক্ষণে স্বীকার করিতেছি যে, সর্ব্বপ্রকারে আপনার বশীভূত হইলাম, আপনার মঙ্গল হউক। ২৭—৩১।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, কলি সেই বরূথিনীর সহিত গিরিসানু, মনোহর কুসুমিত কানন, মনোজ্ঞ সরোবর, রমণীয় কন্দর, নদী-পুলিন ও অপরাপর মনোহর দেশ সমুদায়ে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে বিহার করিতে লাগিল। অনলাধিষ্ঠিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণের যাদৃশ তেজস্বী রূপ হইয়াছিল, বরূথিনী সম্ভোগকালে নিমীলিত-নয়নে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। তদনন্তর সেই অপ্সরা যথাকালে গন্ধর্ব্বের ঔরসে গর্ভধারণ করিল। বিহার

তাং গর্ভধারিণীং সোঽথ সান্ত্বয়িত্বা বরূথিনীম্।
বিপ্ররূপধরো যাতস্তয়া প্রীত্যা বিসর্জ্জিতঃ ॥ ৫
জজ্ঞে স বালো দ্যুতিমান্ জ্বলন্নিব বিভাবসুঃ
স্বরোচির্ভির্যথা সূর্য্যো ভাসয়ন সকলা দিশঃ ॥
স্বরোচির্ভির্যতো ভাতি ভাস্বানিব স বালকঃ।
ততঃ স্বরোচিরিত্যেবং নাম্না খ্যাতো বভূব সঃ
ববৃধে চ মহাভাগো বয়সানুদিনং তথা।
গুণৌঘৈশ্চ যথা বালঃ কলাভিঃ শশলাঞ্ছনঃ ॥
স জগ্রাহ ধনুর্ব্বেদং বেদাংশ্চৈব যথাক্রমম্।
বিদ্যাশ্চৈব মহাভাগস্তদা যৌবনগোচরঃ ॥ ৯
মন্দরাদ্রৌ কদাচিৎ স বিচরংশ্চারুচেষ্টিতঃ।
দদর্শৈকাং তদা কন্যাং গিরিপ্রস্থে ভয়াতুরাম্ ॥
ত্রায়স্বেতি নিরীক্ষ্যৈনং সা তদা বাক্যমব্রবীৎ
মা ভৈষীরিতি স প্রাহ ভয়বিপ্লুতলোচনাম্ ॥ ১১

কিমেতদিতি তেনোক্তে বীরবাক্যে মহাত্মনা।
ততঃ সা কথয়ামাস শ্বাসাক্ষেপপ্লুতাক্ষরম্ ॥ ১২

কন্যোবাচ।

অহমিন্দীবরাক্ষস্য সুতা বিদ্যাধরস্য বৈ।
নাম্না মনোরমা জাতা সুতায়াং মরুধন্বনঃ ॥ ১৩
মন্দারবিদ্যাধরজা সখী মম বিভাবরী।
কলাবতী চাপ্যপরা সুতা পারস্য বৈ মুনেঃ ॥
তাভ্যাং সহ ময়া যাতং কৈলাসতটমুত্তমম্।
তত্র দৃষ্টো মুনিঃ কশ্চিৎ তপসাতিকৃশাকৃতিঃ।
ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠো নিস্তেজা দূরপাতাক্ষিতারকঃ ॥
ময়াবহসিতঃ ক্রুদ্ধঃ স তদা মাং শশাপ হ।
ক্ষামক্ষামস্বরঃ কিঞ্চিৎ কম্পিতাধরপল্লবঃ ॥ ১৬
ত্বয়াবহসিতো যস্মাদনার্য্যে দুষ্টতাপসি।
তস্মাৎ ত্বামচিরেণৈব রাক্ষসোঽভিভবিষ্যতি ॥

সময়ে দ্বিজরূপ চিন্তন বশতঃ তৎকালে তাহার রূপও তাদৃশ তেজস্বী হইল। সেই বিপ্র-রূপধারী গন্ধর্ব্ব, গর্ভিণী বরূথিনীকে সান্ত্বনা করিয়া তাহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। দিবাকর যেরূপ স্বীয় রোচিঃ অর্থাৎ কিরণমালা দ্বারা দিক্ সকল উদ্ভাসিত করেন, তদ্রূপ অঙ্গ-প্রভায় চতুর্দ্দিক্ বিদীপিত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিশালী এক বালক যথাকালে জন্মগ্রহণ করিল। স্বরোচিঃ অর্থাৎ স্বীয় অঙ্গপ্রভায় ভাস্করের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন বলিয়া উক্ত বালক 'স্বরোচিঃ' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ১—৭। শশধরের কলানিচয় যেমন শুক্ল পক্ষে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তদ্রূপ উক্ত মহানুভব বালকের গুণসমূহও প্রতিদিন বয়োনুরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই মহাভাগ স্বারোচিঃ ক্রমশঃ চারিবেদ, নিখিল শাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত হইয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলেন। সেই শোভন-গতি স্বরোচিঃ কোন সময়ে মন্দর পর্ব্বতে বিচরণ করিতে করিতে গিরিপ্রস্থে একটী ভয়বিহ্বলা কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। সেই কন্যা তাঁহাকে দেখিয়া "রক্ষা করুন" এই কথা বলিল। তিনিও ভয়বিহ্বল-লোচনা কন্যাকে 'ভয় নাই" এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। তিনি বীর-জনোচিত বাক্যে "তোমার কি হইয়াছে?" ইহা জিজ্ঞাসা করিলে সেই কন্যা শ্বাস ও আক্ষেপের সহিত অস্ফুটবাক্যে বলিতে লাগিল, "ইন্দীবর নামক বিদ্যাধরের ঔরসে মরুধন্ব দুহিতার গর্ভে আমার জন্ম। আমার নাম মনোরমা। বিভাবরী ও কলা-বতী নামে আমার দুইটী সখী আছে। প্রথমাটী মন্দার নামক বিদ্যাধরের কন্যা ও দ্বিতীয়টী পার মুনির দুহিতা। ৮—১৪। আমি তাঁহাদিগের সহিত একদিন কৈলাস-তটে গমন করিয়া তথায় এক মুনিকে দেখিয়া-ছিলাম। তিনি অতি দুর্ব্বল; তাঁহার অবয়ব তপঃক্লেশে অতিমাত্র কৃশ, ক্ষুধায় কণ্ঠক্ষীণ, কোটরগত অক্ষিতারকা যেন চক্ষু ফাটিয়া নির্গত হইতেছে। আমি সেই তাপসকে উপহাস করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে অধরপল্লব ঈষৎ কম্পিত করত তৎকালে আমায় এই শাপ প্রদান করিলেন, —'অনার্য্যে দুষ্টতাপসি! তুই আমায় উপ-

দত্তে শাপে মৎসখীভ্যাং স তু নির্ভর্ৎসিতো মুনিঃ।
ধিক্ তে ব্রাহ্মণ্যমক্ষান্ত্যা কৃতং তে নিখিলং তপঃ ॥ ১৮
অমর্ষণৈর্ধর্ষিতোঽসি তপসা নাতিকর্শিতঃ।
ক্ষান্ত্যাস্পদং বৈ ব্রাহ্মণ্যং ক্রোধসংযমনং তপঃ
এতচ্ছ্রুত্বা দদৌ শাপং তয়োরপ্যমিতদ্যুতিঃ।
একস্যাঃ কুষ্ঠমঙ্গেষু ভাব্যন্যস্যাস্তথা ক্ষয়ঃ ॥ ২০
তয়োস্তথৈব তজ্জাতং যথোক্তং তেন তৎক্ষণাৎ
মমাপ্যেবং মহদ্রক্ষঃ সমুপৈতি পদানুগম ॥ ২১
ন শৃণোষি মহানাদং তস্যাদূরেঽপি গর্জ্জতঃ।
তৃতীয়মদ্য দিবসং যন্মে পৃষ্ঠং ন মুঞ্চতি ॥ ২২
অস্ত্রগ্রামস্য সর্ব্বস্য হৃদয়গ্রাহমদ্য তে।
তং প্রযচ্ছামি মাং রক্ষ রক্ষসোঽস্মান্মহামতে

প্রাদাৎ স্বায়ম্ভুবস্যাদৌ স্বয়ং রুদ্রঃ পিনাকধৃক্।
স্বায়ম্ভুবো বশিষ্ঠায় সিদ্ধবর্য্যায় দত্তবান্ ॥ ২৪
তেনাপি দত্তং মন্মাতুঃ পিত্রে চিত্রায়ুধায় বৈ।
প্রাদাদৌদ্বাহিকং সোঽপি মৎপিত্রে শ্বশুরঃ স্বয়ম্
ময়াপি শিক্ষিতং বীর সকাশাদ্বালয়া পিতুঃ।
হৃদয়ং সকলাস্ত্রাণামশেষরিপুনাশনম্ ॥ ২৬
তদিদং গৃহ্যতাং শীঘ্রমশেষাস্ত্রপরায়ণম্।
ততো জহি ত্বরা ম্লানমেনং ব্রক্ষসমাগতম্ ॥ ২৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেত্যুক্তে ততস্তেন বার্য্যুপস্পৃশ্য তস্য তৎ।
অস্ত্রাণাং হৃদয়ং প্রাদাৎ সরহস্যনিবর্ত্তনম্ ॥ ২৮
এতস্মিন্নন্তরে রক্ষস্তৎ তদা ভীষণাকৃতিঃ।
নর্দমানো মহানাদমাজগাম ত্বরান্বিতঃ ॥ ২৯
ময়াভিভূতা কিং ত্রাণমুপৈতি দ্রুতমেতি মে।
ভক্ষ্যা কিং চিরয়সীতি ব্রুবাণং তং দদর্শ সঃ ॥

হ্রাস করিলি বলিয়া অচিরাৎ রাক্ষসের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইবি।' মুনি এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে আমার সেই সখীদ্বয় তাঁহাকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিল যে, তোমার ক্ষমাবিহীন ব্রাহ্মণ্যে ধিক্! তুমি যে তপস্যা করিয়াছ, সে সকল বৃথা, কারণ ব্রাহ্মণ্য ক্ষমার আধার ক্রোধ সংযমই তপস্যা, তুমি তপস্যায় পরিপক্ব না হইয়া ইহারই মধ্যে আপনার ক্রোধে আপনি বিনষ্ট হইলে! এই তিরস্কার শ্রবণে সেই অতুল প্রভাবশালী মুনি তাহাদিগকেও অভিশাপ প্রদান করিলেন। একজনকে বলিলেন, 'তোর সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ হইবে' এবং অপরকে 'তোর ক্ষয়রোগ জন্মিবে' এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। মুনি এই কথা বলিতে বলিতেই তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সেইরূপ রোগ জন্মিল এবং আমার পশ্চাতেও এক মহারাক্ষস ধাবিত হইল। ১৫—২১। অদ্য তৃতীয় দিবস হইল, কিছুতেই সে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছে না। ঐ নিকটেই গর্জ্জন করিতেছে, আপনি শুনিতে পাইতেছেন না? অস্ত্র সমুদায়ের সার দ্বারা নির্ম্মিত এই প্রসিদ্ধ অস্ত্র আপনাকে প্রদান করিতেছি, আপনি ইহা দ্বারা আমায় এই বিপদে রক্ষা করুন। বীরবর! এই অস্ত্র পূর্ব্বে পিনাকপাণি রুদ্র স্বায়ম্ভুব মনুকে প্রদান করিয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু তাহা সিদ্ধশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে প্রদান করেন, পরে আমার মাতামহ চিত্রায়ুধ বশিষ্ঠের নিকট সেই অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বিবাহের যৌতুকস্বরূপ আমার পিতাকে প্রদান করেন। আমি বাল্যকালে পিতার নিকটে যাবতীয় অস্ত্রনিকরের সারভূত এই সেই অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলাম। অস্ত্র সকলের আশ্রয়স্বরূপ এই সেই বেগগামী অস্ত্র গ্রহণ করিয়া ইহা দ্বারা বিপ্র-সমুৎপাদিত রাক্ষসকে বিনাশ করুন"। ২২—২৭। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—তদনন্তর স্বরোচিঃ অস্ত্র গ্রহণে সম্মত হইলে সেই মনোরমা নাম্নী বিদ্যাধরী আচমনপূর্ব্বক রহস্য ও নিবর্ত্তন-মন্ত্রের সহিত সেই অস্ত্র হৃদয় (মন্ত্র) তাঁহাকে প্রদান করিল। ইত্যবকাশে স্বরোচিঃ দেখিলেন, সেই ভীষণাকৃতি রাক্ষস, মহাশব্দে গর্জ্জন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। সে আসিয়াই "আমি আক্রমণ করিলে কেহ কি

স্বরোচিশ্চিন্তয়ামাস দৃষ্ট্বা তং সমুপাগতম্ ।
গৃহ্ণাত্বেষ বচঃ সত্যং তস্যাস্ত্বিতি মহামুনেঃ ॥
জগ্রাহ সমুপেত্যৈনাং ত্বরয়া সোঽপি রাক্ষসঃ ।
ত্রাহি ত্রাহীতি করুণং বিলপন্তীং সুমধ্যমাম্ ॥
ততঃ স্বরোচিঃ সংক্রুদ্ধশ্চণ্ডাস্ত্রমতিভৈরবম্ ।
দৃষ্ট্বা নিবেশ্য তদ্রক্ষো দদর্শানিমিষেক্ষণঃ ॥ ৩৩
তদাভিভূতঃ স তদা তামুৎসৃজ্য নিশাচরঃ ।
প্রসীদ শাম্যতামস্ত্রং শ্রূয়তাঞ্চেত্যভাষত ॥ ৩৪
মোক্ষিতোঽহং ত্বয়া শাপাদতিঘোরান্মহাদ্যুতে
প্রদত্তাদতিতীব্রেণ ব্রহ্মমিত্রেণ ধীমতা ॥ ৩৫
উপকারী ন মে ত্বত্তো মহাভাগাধিকোঽপরঃ ।
যেনাহং সুমহাকষ্টান্মহাশাপাদ্বিমোক্ষিতঃ ॥ ৩৬

পরিত্রাণ পায় ? আর বিলম্বে আবশ্যক কি ? শীঘ্র আন, আমি ভোজন করি" এই কথা অবিরত বলিতে লাগিল। তাহাকে সমাগত দেখিয়া স্বরোচিঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এই রাক্ষস ইহাকে গ্রহণ করুক। তাহা হইলে সেই মহর্ষির বাক্য সত্য হইবে।" স্বরোচিঃ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই সেই রাক্ষস দ্রুতপদে আসিয়া বিদ্যাধরীকে গ্রহণ করিল, তাহাতে সেই সুমধ্যমা "ত্রাহি ত্রাহি" শব্দে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। তদনন্তর স্বরোচিঃ সেই দিকে একবার দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুকে অতি ভয়ঙ্কর প্রচণ্ডাস্ত্র সংযোজিত করত সেই রাক্ষসের প্রতি অনিমিষনয়নে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ২৮—৩৩। তদ্দৃষ্টে ভয়বিহ্বল হইয়া তখন সেই নিশাচর মনোরমাকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বরোচিকে বলিল যে, প্রসন্ন হউন, অস্ত্র প্রতিসংহার করুন; আমার বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন। মহানুভব! অতিতেজস্বী ধীমান্ ব্রহ্মমিত্র, যে দুরন্ত শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, আপনি আমায় তাহা হইতে মুক্ত করিলেন। মহাভাগ! আপনা অপেক্ষা আমার অধিক উপকারী আর কেহই নাই, কারণ আপনি

স্বরোচিরুবাচ ।

ব্রহ্মমিত্রেণ মুনিনা কিং নিমিত্তং মহাত্মনা ।
শপ্তস্ত্বং কীদৃশশ্চৈব শাপো দত্তোঽভবৎ পুরা
রাক্ষস উবাচ ।
ব্রহ্মমিত্রোঽষ্টধা চিহ্নমায়ুর্ব্বেদমধীতবান্ ।
ত্রয়োদশাধিকারঞ্চ প্রগৃহ্যাথর্ব্বণো দ্বিজঃ ॥ ৩৮
অহঞ্চেন্দীবরাক্ষেতি খ্যাতোঽস্যা জনকোঽভবম্
বিদ্যাধরপতেঃ পুত্রো নলনাভস্য খড়্গিনঃ ॥
ময়া চ যাচিতঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মমিত্রোঽভবন্মুনিঃ ।
আয়ুর্ব্বেদমশেষং মে ভগবন্ দাতুমর্হসি ॥ ৪০
যদা তু বহুশো বীর প্রশ্রয়াবনতস্য মে ।
ন প্রাদাদ্যাচিতো বিদ্যামায়ুর্ব্বেদাত্মিকাং মম
শিষ্যেভ্যো দদতস্তস্য ময়ান্তর্দ্ধানগেন হি ।
আয়ুর্ব্বেদাত্মিকা বিদ্যা গৃহীতাভূৎ তদানঘ ॥
গৃহীতায়াস্তু বিদ্যায়াং মাসৈরষ্টাভিরন্তরাৎ ।
মমাভিহর্ষাদভবদ্ধাসোঽতীব পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৩
প্রত্যভিজ্ঞায় মাং হাসান্মুনিঃ কোপসমন্বিতঃ ।

আমায় মহাক্লেশকর ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত করিলেন। স্বরোচিঃ বলিলেন, মহাত্মা ব্রহ্মমিত্র মুনি, তোমাকে পূর্ব্বে কি নিমিত্ত কীদৃশ শাপ প্রদান করিয়াছিলেন? রাক্ষস বলিল, ব্রহ্মমিত্র মুনি, অথর্ববেদের ত্রয়োদশ অধিকারে জ্ঞানলাভ করিয়া আট ভাগে বিভক্ত সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমার নাম ইন্দীবর। আমি এই কন্যার পিতা ও খড়্গী নলনাভ নামক বিদ্যাধরের পুত্র। আমি পূর্ব্বে উক্ত ব্রহ্মমিত্র মুনির নিকটে এই প্রার্থনা করিলাম যে, ভগবন! আমায় নিখিল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রদান করুন। বীরবর! বিনয়াবনত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিলেও যখন মুনি আমায় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা প্রদান করিলেন না, হে পুণ্যাত্মন্! তখন আমি তাঁহার শিষ্যদিগকে প্রদানের সময়ে লুক্কায়িত হইয়া সেই বিদ্যা অভ্যাস করিলাম। আট মাসের মধ্যে বিদ্যা অভ্যস্ত হইলে আমি পুনঃপুনঃ অত্যন্ত হাস্য করিতে লাগিলাম। ৩৪—৪৩। মুনি সেই হাস্যে

বিকম্পিকন্ধরঃ প্রাহ মামিদং পরুষাক্ষরম্ ॥৪৪
রাক্ষসেনৈব যস্মান্মে ত্বয়াদৃশ্যেন দুর্ম্মতে।
হৃতা বিদ্যাবহাসশ্চ মামবজ্ঞায় বৈ কৃতঃ ॥ ৪৫
তস্মাৎ ত্বং রাক্ষসঃ পাপ মচ্ছাপেন নিরাকৃতঃ
ভবিষ্যসি ন সন্দেহঃ সপ্ত রাত্রেণ দারুণঃ ॥
ইত্যুক্তে প্রণিপাতাদ্যৈরুপচারৈঃ প্রসাদিতঃ।
স মামাহ পুনর্বিপ্রস্তৎক্ষণান্মৃদুমানসঃ ॥ ৪৭
যন্ময়োক্তমবশ্যং তদ্ভাবি গন্ধর্ব্ব নান্যথা।
কিন্তু ত্বং রাক্ষসো ভূত্বা পুনঃ স্বং প্রপ্স্যসে বপুঃ
নষ্টস্মৃতির্যদা ক্রুদ্ধঃ স্বমপত্যং চিখাদিষুঃ।
নিশাচরস্ত্বং গন্তাসি তদস্ত্রানলতাপিতঃ ॥ ৪৯
পুনঃ সংজ্ঞামপাপ্য স্বামবাপ্স্যসি নিজং বপুঃ।
তথৈব স্বমধিষ্ঠানং লোকে গন্ধর্ব্বসংজ্ঞিতে ॥৫০
সোঽহং ত্বয়া মহাভাগ মোক্ষিতোঽস্মান্মহাভয়াৎ
নিশাচরত্বাদ্যস্মাৎ তেন মে প্রার্থনাং কুরু ॥ ৫১
ইমাং তে তনয়াং ভার্য্যাং প্রযচ্ছামি প্রতীচ্ছতাম্
আয়ুর্ব্বেদশ্চ সকলস্তষ্টাঙ্গো যো ময়া ততঃ।
মুনেঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্তস্তং গৃহাণ মহামতে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ বিদ্যাং স চ দিব্যাম্বরোজ্জ্বলঃ
স্রগ্‌ভূষণধরো দিব্যং পুরাণং বপুরাস্থিতঃ ॥৫৩
দত্ত্বা বিদ্যাং ততঃ কন্যাং স দাতুমুপচক্রমে।
তমাহ সা তদা কন্যা জনিতারং স্বরূপিণম্ ॥
অনুরাগো মমাপ্যত্র তাতাতীব মহাত্মনি।
দর্শনাদেব সঞ্জাতো বিশেষেণোপকারিণি ॥ ৫৫
কিন্ত্বেষা মে সখী সা চ মৎকৃতে দুঃখপীড়িতে।
অতো নাভিলষে ভোগান্ ভোক্তুমেতেন
বৈ সমম্ ॥ ৫৬
পুরুষৈরপি নো শক্যা কর্ত্তুমিত্থং নৃশংসতা।
স্বভাবরুচিরৈর্মাদৃক্ কথং যোষিৎ করিষ্যতি ॥
সাহং যথা তে দুঃখার্ত্তে মৎকৃতে কন্যকে পিতঃ

আমায় জানিতে পারিয়া ক্রোধে কম্পিতগ্রীব হইয়া এই পশ্চাদুক্ত নিষ্ঠুর বাক্য বলিলেন, "দুর্ম্মতে! তুই রাক্ষসের ন্যায় অদৃশ্য থাকিয়া বিদ্যা অপহরণ করিয়াছিস্ ও আমাকে অবজ্ঞা করিয়া উপহাস করিতেছিস্, অতএব তুই আমার শাপে স্বাধিকারবিচ্যুত হইয়া সপ্ত রাত্রের মধ্যে রাক্ষস হইবি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" তিনি এইরূপ শাপ প্রদান করিলে আমি প্রণিপাত প্রভৃতি উপচার দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম। তাহাতে বিপ্র তৎক্ষণাৎ মৃদুমানস হইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "গন্ধর্ব্ব! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অবশ্যই হইবে; তাহার অন্যথা হইবে না; কিন্তু তুমি রাক্ষস হইয়া পুনর্ব্বার স্বীয় দেহ প্রাপ্ত হইবে। তুমি রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া নষ্টস্মৃতি হইলে যখন ক্রোধবশতঃ স্বীয় অপত্য-ভোজনে অভিলাষ করিবে, তখন তদীয় অস্ত্রানল-পরিতাপিত হইয়া পুনর্ব্বার স্মৃতি লাভ করত স্বকীয় দেহ ও গন্ধর্ব্বলোকে স্বকীয় অধিকারপ্রাপ্ত হইবে।" মহাভাগ! আপনি এক্ষণে আমায় এই নিশাচরত্বরূপ মহাভয় হইতে মুক্ত করিলেন অতএব বীরবর! আমার নিকটে বর প্রার্থনা করুন। মহামতে! এই কন্যা আপনাকে সম্প্রদান করিতেছি, আপনি ইহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন এবং আমি সেই মুনিসকাশে যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ সকল প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাও প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ৪৪—৫২। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, দিব্যাম্বর, দিব্য মালা, দিব্য ভূষণ ও পূর্ব্বতন দিব্য দেহধারী সেই গন্ধর্ব্ব এই বলিয়া স্বরোচিকে আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যা প্রদান করত যখন কন্যা-সম্প্রদান করিতে উপক্রম করিল, তখন সেই কন্যা, নিজরূপ-ধারী পিতাকে বলিতে লাগিল, "পিতঃ! এই মহাত্মাকে দর্শন করিয়া অবধি ইঁহার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিয়াছে; বিশেষতঃ এক্ষণে ইনি উপকারী; কিন্তু আমার দুই জন সখী আমার জন্য দুঃখ ভোগ করিতেছে, অতএব এক্ষণে ইঁহার সহিত আমার ভোগ অভিলাষ করা উচিত নহে। স্বভাব মনোহর পুরুষেরাও যখন এইরূপ নৃশংসতাচরণ করিতে পারে না, তখন আমার ন্যায় সরলা রমণী তাহা কিরূপে করিতে পারিবে? তাহার

তথা স্থাস্যামি তদ্দুঃখে তচ্ছোকানলতাপিতা ॥
স্বরোচিরুবাচ ।
আয়ুর্ব্বেদপ্রসাদেন তে করিষ্যে পুনর্নবে ।
সখ্যৌ তব মহাশোকং সমুৎসৃজ সুমধ্যমে ॥৫৯
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
ততঃ পিত্রা স্বয়ং দত্তাং তাং কন্যাং স বিধানতঃ
উপযেমে গিরৌ তস্মিন স্বরোচিশ্চারুলোচনাম্
দত্বান্তু তাং তদা কন্যামভিসান্ত্ব্য চ ভাবিনীম্ ।
জগাম দিব্যয়া গত্যা গন্ধর্ব্বঃ স্বপুরং ততঃ ॥৬১
স চাপি সহিতস্তব্যা তদুদ্যানং তদা যযৌ ।
কন্যকাযুগলং যত্র তচ্ছাপাৎ তু গদাতুরম্ ॥ ৬২
ততস্তয়োঃ স তত্ত্বজ্ঞো রোগঘ্নৈরোষধৈ রসৈঃ
চকার নীরুজে দেহে স্বরোচিরপরাজিতঃ ॥৬৩
ততোঽতিশোভনে কন্যে বিমুক্তে ব্যাধিতঃ শুভে ।
স্বকান্ত্যোদ্দ্যোতিতদিগ্ভাগং চক্রাতে তন্মহীধরম্

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে স্বারোচিষে মন্বন্তরে
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
এবং বিমুক্তরোগা তু কন্যকা তং মুদান্বিতা ।
স্বরোচিষমুবাচেদং শৃণুষ বচনং প্রভো ॥১
মন্দারবিদ্যাধরজা নাম্না খ্যাতা বিভাবরী ।
উপকারিন্ স্বমাত্মানং প্রযচ্ছামি প্রতীচ্ছ মাম্
বিদ্যাঞ্চ তুভ্যং দাস্যামি সর্ব্বভূতরুতানি তে ।
যয়াভিব্যক্তিমেষ্যন্তি প্রসাদপুরগো ভব ॥ ৩
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
এবমস্ত্বিতি তেনোক্তে ধর্ম্মজ্ঞেন স্বরোচিষা ।
দ্বিতীয়া তু তদা কন্যা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪
কুমারব্রহ্মচার্য্যাসীৎ পারো নাম পিতা মম ।
ব্রহ্মর্ষিঃ সুমহাভাগো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৫

যেমন আমার জন্য কন্যাবস্থায় দুঃখভোগ করিতেছে, আমিও তেমনই দুঃখ শোকানলে সন্তাপিত হইয়া তদ্রূপ অবস্থাতেই থাকিব। ৫৩—৫৮। স্বরোচি বলিলেন, সুমধ্যমে! শোক পরিত্যাগ কর, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রপ্রসাদে তোমার সখীদ্বয়কে রোগবিমুক্তা করিব। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর স্বরোচিঃ সেই মন্দরাচলে পিতৃদত্তা উক্ত চারুলোচনা কন্যাকে যথাবিধানে বিবাহ করিলেন। গন্ধর্ব্ব-কন্যাকে সম্প্রদানানন্তর সান্ত্বনা করিয়া, দিব্য গমনে স্বপুরে গমন করিল। মনোরমার সখীদ্বয়, মুনিশাপে রোগাক্রান্ত হইয়া যে উদ্যানে অবস্থান করিতেছিল, স্বরোচিঃ তখন কৃশাঙ্গী যুবতী ভার্য্যার সহিত তথায় গমন করিলেন। তৎপরে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র-বিশারদ অপ্রতিহতপ্রভাব স্বরোচি রোগঘ্ন ঔষধিরস দ্বারা সখীদ্বয়ের দেহ নীরোগ করিয়া দিলেন। তখন সেই ব্যাধিমুক্তা অতিরূপবতী কন্যাদ্বয়ের অঙ্গপ্রভায় মন্দর পর্ব্বত দীপ্তি পাইতে লাগিল। ৫৯—৬৪।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মনোরমার সখীদ্বয়ের মধ্যে প্রথমা উক্ত প্রকারে রোগবিমুক্তা হইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বরোচিকে এইরূপ বলিতে লাগিল যে, প্রভো! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি মন্দার নামক বিদ্যাধরের কন্যা, আমার নাম বিভাবরী; আপনি যে মহান্ উপকার করিলেন, তাহার প্রতিদানস্বরূপ আপনাকে আত্ম সম্প্রদান করিতেছি এবং যদ্দ্বারা সর্ব্ব প্রাণীর স্বর অবগত হইতে পারা যায়, সেই বিদ্যাও প্রদান করিতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ স্বরোচিঃ, "তাহাই হউক" বলিয়া বিভাবরীর বাক্যে স্বীকার করিলে দ্বিতীয়া কন্যা তখন এই কথা বলিতে লাগিল যে, কৌমারকালাবধি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী বেদ-বেদাঙ্গ পারগ মহাত্মা পার

তস্য পুংস্কোকিলালাপ-রমণীয়ে মধৌ পুরা।
আজগামাপ্সরাভ্যাসং প্রখ্যাতা পুঞ্জিকাস্তনা॥
কামবক্তব্যতাং নীতঃ স তদা মুনিপুঙ্গবঃ।
তৎসংযোগেঽহমুৎপন্না তস্যামত্র মহাচলে॥ ৭
বিহায় মাং গতা সা চ মাতাস্মিন্ নির্জ্জনে বনে
বালামেকাং মহীপৃষ্ঠে ব্যালশ্বাপদসঙ্কুলে॥ ৮
ততঃ কলাভিঃ সোমস্য বর্দ্ধন্তীভিবরক্ষয়ম্।
আপ্যায্যমানাহরহর্বৃদ্ধিং যাতাস্মি সত্তম॥ ৯
ততঃ কলাবতীত্যেবম্মম নাম মহাত্মনা।
গৃহীতায়াঃ কৃতং পিত্রা গন্ধর্ব্বেণ শুভাননা ১০
ন দত্তাহং তদা তেন যাচিতেন মহাত্মনা।
দেবারিণালিনা শপ্তস্ততো মে ঘাতিতঃ পিতা॥
ততোঽহমতিনির্ব্বেদাদাত্মব্যাপাদনোদ্যতা।
নিবারিতা শম্ভুপত্ন্যা সত্যা সত্যপ্রতিশ্রবা॥ ১২
মা শুচঃ সুভ্রু ভর্ত্তা তে মহাভাগো ভবিষ্যতি
স্বরোচির্নাম পুত্রশ্চ মনুস্তস্য ভবিষ্যতি॥ ১৩
আজ্ঞাঞ্চ নিধয়ঃ সর্ব্বে করিষ্যন্তি তবাদৃতাঃ।
যথাভিলষিতং বিত্তং প্রদাস্যন্তি চ তে শুভে॥
যস্যা বৎসে প্রভাবেণ বিদ্যায়াস্তাং গৃহাণ মে।
পদ্মিনী নাম বিদ্যেয়ং মহাপদ্মাভিপূজিতা*
ইত্যাহ মাং দক্ষসুতা সতী সত্যপরায়ণা।
স্বরোচিস্ত্বং ধ্রুবং দেবী নান্যথা সা বদিষ্যতি॥
সাহং প্রাণপ্রদায়াস্য তাং বিদ্যাং স্বং তথা বপুঃ
প্রযচ্ছামি প্রতীচ্ছ ত্বং প্রসাদসুমুখো মম॥ ১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমস্ত্বিতি তামাহ স তু কন্যাং কলাবতীম্।
বিভাবর্য্যাঃ কলাবত্যাঃ স্নিগ্ধদৃষ্ট্যানুমোদিতঃ॥

নামক ব্রহ্মর্ষি আমার পিতা। ১—৫। একদা রমণীয় বসন্তকালে কামিজন-মনোহারী পুংস্কোকিলকুলের মধুরালাপে তপোবন প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিলে প্রসিদ্ধা পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী অপ্সরাঃ তাঁহার সমীপে আগমন করিলে, তাহাতে সেই মুনিপুঙ্গব, কামরিপুর বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে তাঁহার সহবাসে সেই অপ্সরার গর্ভে এই মহাচলেই আমার জন্ম হয়। তদনন্তর ব্যাল-শ্বাপদ-সঙ্কুল এই নির্জ্জন বনে ভূমির উপরে আমাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া মাতা চলিয়া গেলেন। পরে এক মহাত্মা গন্ধর্ব আমায় লইয়া পালন করিতে লাগিলেন। তথায় শুক্লপক্ষে বর্দ্ধমানা চন্দ্রকলা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আমি বৃদ্ধি পাইতে লাগিলাম; কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে যখন চন্দ্রকলার ক্ষয় হইত, তখন আমার ক্ষয় হইত না; তাহা দেখিয়া সেই প্রতিপালক গন্ধর্ব্ব আমার 'কলাবতী' এই নাম রাখিলেন। ৬—১০। কিছুদিন পরে একদা অলি নামক এক অসুর আসিয়া মহাত্মা পিতার নিকটে আমার প্রার্থনা করিল। তাহাতে তিনি যখন তাহাকে প্রদান করিলেন না, তখন সেই অসুর পিতাকে নানাবিধ কটুবাক্যে ভর্ৎসনা করত বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। আমি সেই দুঃখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হইয়া আত্মবিনাশে উদ্যত হইলে শম্ভুপত্নী সতী আমাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "সুভ্রু! শোক করিও না; স্বরোচিঃ নামে এক মহাত্মা তোমার ভর্ত্তা হইবেন, তাঁহার পুত্র মনু হইবে এবং নিধি সকল সাদরে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে ও তোমার অভিলষিত বিত্তাদি প্রদান করিবে, কিন্তু বৎসে! যে বিদ্যার প্রভাবে নিধিগণ আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে, সেই মহাপদ্মাভিপূজিতা, পদ্মিনী নাম্নী বিদ্যা আমার নিকট গ্রহণ কর।" ১১—১৫। সত্যপরায়ণা দক্ষসুতা সতী আমায় এই কথা বলিয়াছেন; তিনি কখন মিথ্যা বলিবেন না অতএব আপনি নিশ্চয়ই সেই স্বরোচিঃ। আমি আপনাকে দেহ, প্রাণ ও সেই বিদ্যা প্রদান করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর স্বরোচিঃ, কলাবতীকে "তাহাই হউক" এইরূপ অঙ্গীকার বাক্য বলিলেন। পরে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা

---

* মহাপদ্মা নাম বিদ্যা সর্ব্বদেবাভিপূজিতা ইতি কচিৎ পাঠঃ।

জগ্রাহ চ ততঃ পাণী স তয়োরমরদ্যুতিঃ।
নদৎসু দেবতূর্য্যেষু নৃত্যৎস্বপ্সরঃসু চ॥ ১৯

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে স্বারোচিষে
মন্বন্তরে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ স তাভিঃ সহিতঃ পত্নীভিরমরদ্যুতিঃ।
ররাম তস্মিন্ শৈলেন্দ্রে রম্যকাননির্ঝরে॥ ১
সম্ভোগোপভোগরত্নানি মধূনি মধুরাণি চ।
নিধয়ঃ সমুপাজহ্রুঃ পদ্মিন্যা বশবর্ত্তিনঃ॥ ২
স্রজো বস্ত্রাণ্যলঙ্কারান্ গন্ধাঢ্যমনুলেপনম্।
আসনান্যতিশুভ্রাণি কাঞ্চনানি যথেচ্ছয়া॥ ৩
সৌবর্ণানি মহাভাগ করকান্ ভাজনানি চ।
তথা শয্যাশ্চ বিবিধা দিব্যৈরাস্তরণৈর্যুতাঃ॥ ৪
এবং স তাভিঃ সহিতো দিব্যগন্ধাদিবাসিতে।
ররাম স্বরুচির্ভাভির্ভাসিতে বরপর্ব্বতে॥ ৫
তাশ্চাপি সহ তেনেতি লেভিরে মুদমুত্তমাম্।
রমমাণা যথা স্বর্গে তথা তত্র শিলোচ্চয়ে॥ ৬
কলহংসী জগাদৈকাং চক্রবাকীং জলে সতীম্
তস্য তাসাঞ্চ ললিতে সম্বন্ধে চ স্পৃহাবতী॥ ৭
ধন্যোঽয়মতিপুণ্যোঽয়ং যোঽয়ং যৌবনগোচরঃ
দয়িতাভিঃ সহৈতাভির্ভুঙ্‌ক্তে ভোগানভীপ্সিতান্
সন্তি যৌবনিনঃ শ্লাঘ্যাস্তৎপত্ন্যো নাতিশোভনাঃ
জগত্যামল্পকাঃ পত্ন্যঃ পতয়শ্চাতিশোভনাঃ॥ ৯
অভীষ্টাঃ কস্যচিৎ কান্তা কান্তঃ কস্যাশ্চিদীপ্সিত
পরস্পরানুরাগাঢ্যং দাম্পত্যমতিদুর্লভম্॥ ১০
ধন্যোঽয়ং দয়িতাভীষ্টো হ্যেতাশ্চাস্যাতিবল্লভাঃ
পরস্পরানুরাগো হি ধন্যানামেব জায়তে॥ ১১

বিভাবরী ও কলাবতীর পরস্পরের অনুমতি প্রাপ্ত দেবকান্তি স্বরোচিঃ তাঁহাদিগেরও পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহ সময়ে দেবতূর্য্য সকল বাদিত হইতে লাগিল এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ১৬—১৯।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৪॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর অমরকান্তি স্বরোচিঃ স্বীয় পত্নীগণের সহিত সেই মলয়াচলের রমণীয় কানন ও নির্ঝর প্রদেশে বিহার করিতে লাগিলেন। মহাভাগ ক্রৌষ্টুকে! নিধিগণ, পদ্মিনী বিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া উপভোগার্হ বিবিধ রত্ন, সুমধুর মদ্য, মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধি অনুলেপন, আসন, রজত, কাঞ্চন, কমণ্ডলু, সুবর্ণনির্ম্মিত বিবিধ পাত্র এবং দিব্য আস্তরণযুক্ত বিবিধ শয্যা প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ তদীয় অভিলাষানুরূপ প্রদান করিতে লাগিল। উক্ত স্বরোচিঃ দিব্যগন্ধাদি-বাসিত ও রত্নাদি-বিভাসিত পর্ব্বত-প্রদেশে ভার্য্যাত্রয়ের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ১—৫। স্বর্গতুল্য রমণীয় সেই শৈলবরে তাঁহার সহিত বিহার করত উক্ত পত্নীগণও সাতিশয় আহ্লাদিত হইতে লাগিল। তৎকালে স্বরোচিঃ ও তৎপত্নীগণের তাদৃশ প্রণয় দেখিয়া তদনুরূপ প্রণয়ানুরাগিণী এক কলহংসী, জলস্থিতা অপর চক্রবাকীকে বলিতে লাগিল, "এই যে যুবক, দয়িতাগণের সহিত অভিলাষানুরূপ ভোগ্য বিষয় সকল উপভোগ করিতেছেন, ইনিই ধন্য। জগতীতলে রূপযৌবনশালী ঈদৃশ সুপুরুষ অনেক আছে, যাহাদিগের পত্নী রূপবতী নহে; কিন্তু পতি ও পত্নী উভয়েরই সৌন্দর্য্য গুণ-বিভূষিত, এরূপ দাম্পত্য অতি বিরল; আর কোন পতি স্বীয় কান্তায় অনুরক্ত ও কোন পত্নী কান্তের প্রতি অনুরাগিণী, কিন্তু পরস্পরানুরাগাঢ্য দাম্পত্য নিতান্ত দুর্লভ; অতএব পত্নীগণের প্রিয়তম এই যুবক ধন্য ও ইহার প্রিয়তমা এই রমণীগণও ধন্য;

এতন্নিশম্য বচনং কলহংস্যা সমীরিতম্।
উবাচ চক্রবাকী তাং নাতিবিস্মিতমানসা॥১২
নায়ং ধন্যো যতো লজ্জা নাস্যস্ত্রীসন্নিকর্ষতঃ।
অন্যাং প্রিয়ময়ং ভুঙ্ক্তে ন সর্ব্বাস্বাস্য মানসম্॥
চিত্তানুরাগ একস্মিন্নধিষ্ঠানে যতঃ সখি।
ততো হি প্রীতিমানেষ ভার্য্যাসু ভবিতা কথম্
এতা ন দয়িতাঃ পত্ন্যর্নৈতাসাং দয়িতঃ পতিঃ।
বিনোদমাত্রমেবৈতা যথা পরিজনোহপরঃ॥ ১৫
এতাসাঞ্চ যদীষ্টোহয়ং তৎ কিং প্রাণান্ ন মুঞ্চতি।
আলিঙ্গত্যপরাং কান্তাং ধ্যাতো বৈ কান্তয়ান্যয়,
বিদ্যাপ্রদানমূল্যেন বিক্রীতো হ্যেষ ভৃত্যবৎ।

কারণ এই জগতীতলে যাহারা ধন্য, তাহাদিগেরই এইরূপ পরস্পরানুরাগ জন্মিয়া থাকে। ৬—১১। কলহংসী-সমীরিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চক্রবাকী অনতিবিস্মিত মানসে তাহাকে এই কথা বলিল, "সখি! এই স্বরোচিঃ ধন্য নহে; এক স্ত্রীর সন্নিধানে অন্য স্ত্রী উপভোগ করিতেছে, সুতরাং ইহার কিছুমাত্র লজ্জা নাই। ইহার অভিলাষ সকল পত্নীর প্রতি সমান নহে; চিত্তানুরাগ যখন একটী মাত্র আধারেই থাকিতে পারে, তখন এ ব্যক্তি সকল ভার্য্যার প্রতি কিরূপে সমান অনুরাগী হইবে? এই পত্নীগণও ইহার প্রিয়তমা নহে এবং পতিও ইহাদিগের প্রিয়তম নহে, অন্য পরিজনের দ্বারা যেমন চিত্তবিনোদন সাধিত হয়, তদ্রূপ পত্নীগণ ইহার বিনোদসামগ্রী মাত্র। এ যদি পত্নীগণের সকলেরই অভীষ্ট হইত, তবে ইহাদের সমকালে সমানরূপে সন্তোষ সম্পাদন করিতে অক্ষম হইয়া কি এতদিন জীবিত থাকিত? এক কান্তা যখন ইহাকে অভিলাষ করে, তখন এ ব্যক্তি অপর কান্তাকে আলিঙ্গন করিতে থাকে; অতএব ইহাদের পরস্পরানুরাগাঢ্য দাম্পত্য কোথায়? বিদ্যা প্রদানমূল্যে বিক্রীত হইয়া এই স্বরোচিঃ

প্রবর্ত্ততে ন হি প্রেম সমং বহ্বীষু তিষ্ঠতি॥১৭
কলহংসি পতির্ধন্যো মম ধন্যাহমেব চ।
যস্যৈকস্যাশ্চিরং চিত্তং যস্যাশ্চৈকত্র সংস্থিতম্॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
সর্ব্বসত্ত্বরুতজ্ঞোহসৌ স্বরোচিরপরাজিতঃ।
নিশম্য লজ্জিতো দধ্যৌ সত্যমেব হি নানৃতম্॥
ততো বর্ষশতে যাতে রমমাণো মহাগিরৌ।
রমমাণঃ সমং তাভির্দদর্শ পুরতো মৃগম্॥ ২০
সুস্নিগ্ধপীনাবয়বং মৃগীযূথবিহারিণম্।
বাসিতাভিঃ স্বরূপাভিস্ গীভিঃ পরিবারিতম্॥২১
আকৃষ্টঘ্রাণপুটকা জিঘ্রন্ত্যস্তাস্ততো মৃগীঃ।
উবাচ স মৃগো রামা লজ্জাত্যাগেন গম্যতাম্॥
নাহং স্বরোচিস্তচ্ছীলো ন চৈবাহং সুলোচনাঃ
নির্লজ্জা বহবঃ সন্তি তাদৃশাস্তত্র গচ্ছতঃ॥ ২৩

পত্নীগণের নিকটে ভৃত্যের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে; প্রেম, বহুপত্নীতে সমানভাবে থাকিতে পারে না। ১২—১৭। সখি কলহংসি! আমার পতি ধন্য এবং আমি ধন্য; কারণ আমি তাহার একমাত্র পত্নী; আমার প্রতিই তাঁহার চিত্তানুরাগ এবং আমিও সেই একমাত্র পতির প্রতিই অনুরাগিণী।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সর্ব্ব-প্রাণি-রুতাভিজ্ঞ অপরাজিত স্বরোচিঃ, তাহাদিগের ঈদৃশ আলাপ শ্রবণে লজ্জিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে, "ইহারা যাহা বলিল, তাহা সত্য; কিছুই মিথ্যা নহে।" তদনন্তর তথাপি পত্নীগণের সহিত মহাশৈলে বিহার করিতে করিতে স্বরোচির শতবর্ষ গত হইলে, একদিন পত্নীগণের সহিত বিহার করিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখবর্ত্তী স্নিগ্ধ (নধর) ও স্থূলকায়, মৃগীযূথবিহারী একটী মৃগকে দেখিতে পাইলেন। করেণু-কুল-পরিবারিত করীর ন্যায় ঐ মৃগ, মৃগীযূথ-পরিবারিত ছিল। ১৮—২১। তৎকালে মৃগীকুল নাসাপুট আকুঞ্চিত করিয়া মৃগগাত্র আঘ্রাণ করিতে থাকিলে, উক্ত মৃগ তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, "রামা সকল! তোমরা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন

একা হ্যনেকানুগতা তথা হাস্যাস্পদং জনে ।
অনেকাভিস্তথৈবৈকো ভোগদৃষ্ট্যা নিরীক্ষিতঃ
তস্য ধর্ম্মক্রিয়াহানিরহন্যহনি জায়তে ।
সক্তোঽন্যভার্য্যয়া চান্য-কামাসক্তঃ সদৈব সঃ
যস্তাদৃশোঽন্যস্তু হীনঃ পরলোকপরাঙ্মুখঃ ।
তং কাময়ত ভদ্রং বো নাহং তুল্যঃ স্বরোচিষা

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে স্বারোচিষে
মন্বন্তরে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫॥

ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
এবং নিরস্যমানাস্তা হরিণেন মৃগাঙ্গনা ।
শ্রুত্বা স্বরোচিরাত্মানং মেনে স পতিতং যথা ॥১
ত্যাগে চকার চ মনঃ স তাসাং মুনিসত্তম ।
চক্রবাকীমৃগপ্রোক্তো মৃগচর্য্যাজুগুপ্সিতঃ ॥ ২
সমেত্য তাভির্ভূয়শ্চ বর্দ্ধমানমনোভবঃ ।
আক্ষিপ্তনির্ব্বেদকথো রেমে বর্ষশতানি ষট্ ॥৩
কিন্তু ধর্ম্মাবিরোধেন কুর্ব্বন্ ধর্ম্মাশ্রিতাঃ ক্রিয়াঃ
ভুঙ্‌ক্তে স্বরোচির্বিষয়ান্ সহ তাভিরুদারধীঃ ॥৪
ততশ্চ জজ্ঞিরে তস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ স্বরোচিষঃ ।
বিজয়ো মেরুনন্দশ্চ প্রভাবশ্চ মহাবলঃ ॥ ৫
মনোরমা চ বিজয়ং প্রাসূতেন্দীবরাত্মজা ।
বিভাবরী মেরুনন্দং প্রভাবঞ্চ কলাবতী ॥৬
পদ্মিনী নাম যা বিদ্যা সর্ব্বভোগোপপাদিকা ।
স তেষাং তৎপ্রভাবেণ পিতা চক্রে পুরত্রয়ম্ ॥৭
প্রাচ্যাস্তু বিজয়ং নাম কামরূপে নগোপরি ।
বিজয়ায় সুতায়াদৌ স দদৌ পুরমুত্তমম্ ॥ ৮

কর। সুলোচনাগণ! আমি স্বরোচিঃ নহি এবং স্বরোচির ন্যায় আমার স্বভাবও নহে; স্বরোচির ন্যায় অনেক নির্লজ্জ পাইবে, তাহাদের নিকট গমন কর। এক রমণী, অনেক পুরুষের অনুগত হইলে, সে যেমন জনসমাজে হাস্যাস্পদ হয়, তদ্রূপ একটীমাত্র পুরুষ বহু রমণী কর্ত্তৃক ভোগ দৃষ্টিতে নিরীক্ষিত হইলে হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে; সেই পুরুষের অহরহ ধর্ম্মক্রিয়ার হানি হইতে থাকে; সে ব্যক্তি এক ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হইয়া অন্য ভার্য্যা সঙ্গম সততই কামনা করে; অতএব পরলোক-পরাঙ্মুখ তাদৃশ স্বরোচির স্বভাবসম্পন্ন অন্য যে কেহ থাকে, তাহাকে কামনা কর, তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি স্বরোচির তুল্য নহি।' ২২—২৬।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, উক্ত মৃগাঙ্গনাগণ হরিণকর্ত্তৃক এইরূপে নিরস্ত হইলে, তৎসমুদয় শ্রবণানন্তর স্বরোচিঃ আপনাকে পতিত তুল্য বোধ করিতে লাগিলেন। মুনিসত্তম! তিনি চক্রবাকী ও মৃগ কর্ত্তৃক এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া এবং মৃগের আচরণ দেখিয়া আপনাকে নিন্দিত বোধ করত তৎকালে ভার্য্যাগণের পরিত্যাগে অভিলাষ করিলেন; কিন্তু পত্নীগণের সহিত মিলিত হইবামাত্র পুনর্ব্বার কামপ্রবৃত্তি বলবতী হওয়ায় তাঁহার বৈরাগ্য কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইল,—তৎপরেও তাহাদিগের সহিত একশত ছয় বৎসর পর্য্যন্ত বিহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু উদারবুদ্ধি স্বরোচিঃ পত্নীগণের সহিত যখন বিষয় উপভোগ করেন, তখন স্বয়ং ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধর্ম্মাশ্রিত ক্রিয়া সকল যথাবিহিত সম্পন্ন করিতেন। ১—৪। তদনন্তর বিজয়, মেরুনন্দ ও প্রভাত নামে স্বরোচির তিনটী পুত্র হইল। ইন্দীবর বিদ্যাধর-কন্যা মনোরমার গর্ভে বিজয়, বিভাবরীর গর্ভে মেরুনন্দ ও কলাবতীর গর্ভে প্রভাবের জন্ম হইল। সর্ব্বভোগ-সম্পাদিনী পদ্মিনী নাম্নী বিদ্যার প্রভাবে পিতা স্বরোচিঃ পুরত্রয় নির্ম্মাণ করিলেন। পূর্ব্বদিকে কামরূপে পর্ব্বতের উপরিভাগে নির্ম্মিত বিজয় নামক শ্রেষ্ঠপুর

উদীচ্যাং মেরুনন্দস্য পুরীং নন্দবতীমিতি।
খ্যাতাং চকার প্রোত্তুঙ্গ-বপ্রপ্রাকারমালিনীম্
কলাবতীসুতস্যাপি প্রভাবস্য নিবেশিতম্।
পুরং তালমিতি খ্যাতং দক্ষিণাপথমাশ্রিতম্॥ ১০
এবং নিবেশ্য পুত্রান্ স পুরেষু পুরুষর্ষভঃ।
রেমে তাভিঃ সমং বিপ্র মনোজ্ঞেষবতিভূমিষু॥
একদা তু গতোঽরণ্যে বিহরন্ স ধনুর্দ্ধরঃ।
চকর্ষ ধনুরালোক্য বরাহমতিদূরগম্॥ ১২
অথাহ কাচিদভ্যেত্য তং তদা হরিণাঙ্গনা।
ময্যেব পাত্যতাং বাণঃ প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ
কিমনেন হতেনাস্য মমাশু বিনিপাতয়।
ত্বয়া নিপাতিতো বাণো দুঃখান্মাং মোক্ষয়িষ্যতি

স্বরোচিরুবাচ।

ন তে শরীরং সরুজমস্মাভিরুপলক্ষ্যতে।
কিং তু তৎকারণং যেন ত্বং প্রাণান্ হাতুমিচ্ছসি

মৃগ্যুবাচ।

অন্যাস্বাসক্তহৃদয়ে যস্মিংশ্চেতঃ কৃতাস্পদম্।
মম তেন বিনা মৃত্যুরৌষধং কিমিহাপরম্॥ ১৬॥

স্বরোচিরুবাচ।

কস্ত্বাং নাভিলষেদ্ভীরু সানুরাগাসি কুত্র বা।
যদপ্রাপ্তো নিজান্ প্রাণান্ পরিত্যক্তুং ব্যবস্যসি

মৃগ্যুবাচ।

ত্বামেবেচ্ছামি ভদ্রং তে ত্বয়া মেঽবহৃতং মনঃ
বৃণোম্যহমতো মৃত্যুং ময়ি বাণো নিপাত্যতাম্

স্বরোচিরুবাচ।

ত্বং মৃগী চঞ্চলাপাঙ্গী নররূপধরা বয়ম্।
কথং ত্বয়া সমং যোগো মদ্বিধস্য ভবিষ্যতি॥ ১৯

মৃগ্যুবাচ।

যদি সাপেক্ষিতং চিত্তং ময়ি তে মাং পরিষ্বজ।
যদি বা সাধু চিত্তং তে করিষ্যামি যথেপ্সিতম্।
এতাবতাহং ভবতা ভবিষ্যাম্যতিমানিতা॥ ২০

বিজয় নামক পুত্রকে প্রথমতঃ প্রদান করিলেন। তৎপরে উত্তরদিকে অত্যুচ্চ বপ্র প্রাকার পরিবেষ্টিতা নন্দবতী নামে বিখ্যাতা পুরী মেরুনন্দকে এবং দক্ষিণাপথ-স্থিত তাল নামক পুর কলাবতী-পুত্র প্রভাবকে প্রদান করিলেন। ৫—১০। বিপ্র! উক্ত পুরুষর্ষভ এইরূপে পুত্রত্রয়কে পুরত্রয়ে স্থাপন করিয়া পত্নীগণের সহিত অতি মনোজ্ঞ প্রদেশে বিহার করিতে লাগিলেন। একদা তিনি ধনুর্দ্ধারী হইয়া বনপ্রদেশে বিহার করিতে করিতে অতি দূরস্থিত একটী বরাহ দেখিয়া ধনু আকর্ষণ করিলেন, এমন সময়ে একটী হরিণী সমীপাগত হইয়া তাঁহাকে বারম্বার বলিতে লাগিল,—"এই বাণ আমার প্রতি নিক্ষেপ করুন,—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই বরাহ বিনাশ নিষ্ফল, শীঘ্র আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করুন; আপনার নিক্ষিপ্ত বাণ, আমাকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবে।" ১১—১৪। স্বরোচিঃ বলিলেন, তোমার শরীর রুগ্ন বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না, তবে তুমি কি কারণে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? মৃগী বলিল, যাহার হৃদয় অন্য রমণীতে আসক্ত, আমার চিত্ত তাহারই প্রতি আসক্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে না পাইলে মৃত্যুই আমার এ রোগের ঔষধ; অন্য উপায় কি আছে? স্বরোচিঃ বলিলেন, ভীরু! কে তোমায় অভিলাস করে না? কাহার প্রতিই বা তুমি অনুরাগিণী হইয়াছ, যাহাকে না পাইয়া প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ? মৃগী বলিল, আমি আপনাকেই ইচ্ছা করি। আপনার মঙ্গল হউক! আপনিই আমার চিত্ত অপহরণ করিয়াছেন। এই নিমিত্তই আমি মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; আপনি অবিলম্বে আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করুন। ১৫—১৮। স্বরোচিঃ বলিলেন, তুমি চঞ্চলাপাঙ্গী মৃগী, আমরা নররূপধারী; অতএব মদ্বিধ মনুষ্যের তোমার সহিত সংযোগ কিরূপে হইবে? মৃগী বলিল, যদি আমার প্রতি আপনার চিত্ত সানুরাগ হইয়া থাকে, তবে আমায় আলিঙ্গন করুন। যদি আপনার চিত্ত সৎ হয়, তাহা হইলে আমি আপ-

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
আলিলিঙ্গ ততস্তাং স স্বরোচির্হরিণাঙ্গনাম্।
তেন চালিঙ্গিতা সদ্যঃ সাভূদ্দিব্যবপুর্ধরা॥ ২১
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টঃ কা ত্বমিত্যভ্যভাষত।
সা চাস্মৈ কথয়ামাস প্রেমলজ্জাজড়াক্ষরম্॥২২
অহমভ্যর্থিতা দেবৈঃ কাননস্যাস্য দেবতা।
উৎপাদনীয়ো হি মনুস্ত্বয়া ময়ি মহামতে॥ ২৩
প্রীতিমত্যাং ময়ি সুতং ভূর্লোকপরিপালকম্।
তমুৎপাদয় দেবানাং ত্বামহং বচনাদ্বদে॥ ২৪
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ স তস্যাং তনয়ং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্।
তেজস্বিনমিবাত্মানং জনয়ামাস তৎক্ষণাৎ॥২৫
জাতমাত্রস্য তস্যাথ দেববাদ্যা নিসস্বনুঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ২৬
সিষিচুঃ শীকরৈর্নাগা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
দেবাশ্চ পুষ্পবর্ষঞ্চ মুমুচুশ্চ সমন্ততঃ॥ ২৭
তস্য তেজঃ সমালোক্য নাম চক্রে পিতা স্বয়ম্
দ্যুতিমানিতি যেনাস্য তেজসা ভাসিতা দিশঃ॥
স বালো দ্যুতিমান্ নাম মহাবলপরাক্রমঃ।
স্বরোচিষঃ সুতো যস্মাৎ তস্মাৎ স্বারোচিষোঽ-
ভবৎ॥ ২৯
স চাপি বিচরন্ রম্যে কদাচিদ্গিরিনির্ঝরে।
স্বরোচির্দদৃশে হংসং নিজপত্নীসমন্বিতম্॥ ৩০
উবাচ স তদা হংসীং সাভিলাষাং পুনঃ পুনঃ।
উপসংহ্রিয়তামাত্মা চিরং তে ক্রীড়িতং ময়া॥৩১
কিং সর্ব্বকালং ভোগৈস্তে আসন্নং চরমং বয়ঃ।
পরিত্যাগস্য কালো মে তব চাপি জলেচরি॥৩২
হংস্যুবাচ।
অকালঃ কো হি ভোগানাং সর্ব্বভোগাত্মকং জগৎ

নার ঈপ্সিতানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিব। ইহাতে আপনার দ্বারা আমি অতি সম্মানিত হইব। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর স্বরোচিঃ সেই হরিণাঙ্গনাকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইবামাত্রই সেই মৃগী তৎক্ষণাৎ দিব্যদেহধারিণী কামিনী হইল; তাহাতে স্বরোচিঃ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া "তুমি কে?" এই বাক্যে সম্ভাষণ করিলেন। সেই মৃগীও প্রেমজনিত লজ্জাগদ্গদ বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, "আমি এই কাননের অধিদেবতা, দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। মহামতে! আমাতে মনু উৎপাদন করা তোমার উচিত হইতেছে। আমি তোমার প্রতি অনুরাগিণী, আমাতে সেই ভূর্লোক-পরিপালক পুত্র উৎপাদন করুন, ইহা আমি দেবগণের বাক্যানুসারে বলিলাম। ২১—২৪ মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর স্বরোচিঃ সেই বনদেবতা-গর্ভে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বলক্ষণ-সমন্বিত আত্মতুল্য তেজস্বী পুত্র উৎপাদন করিলেন। তখন সেই পুত্রের জন্মমাত্র দেববাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল; গন্ধর্ব্বপতিগণ গান করিতে লাগিল; অপ্সরোগণ দলে-দলে নৃত্য করিতে লাগিল; দিগ্‌গজগণ জলশীকর সিঞ্চন করিতে লাগিল এবং তপোধন ঋষিগণ ও দেবগণ, চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই বালকের তেজ দ্বারা দিক্ সকল উদ্ভাসিত হইয়াছিল; তাদৃশ অঙ্গদ্যুতি সন্দর্শন করত পিতা স্বরোচিঃ, পুত্রের 'দ্যুতিমান্' এই সার্থক নাম রক্ষা করিলেন। স্বরোচির পুত্র বলিয়া সেই মহাবল পরাক্রমশালী দ্যুতিমান্ নামক বালকের "স্বারোচিষ" এই নামও হইয়াছিল। উক্ত স্বরোচিঃ কোন সময়ে রমণীয় গিরি নির্ঝরে বিচরণ করিতে করিতে নিজ-পত্নী-সমন্বিত একটী হংস দেখিতে পাইলেন। ২৫—৩০। সেই হংস, সাভিলাষা হংসীকে বারংবার বলিতে লাগিল, "জলেচরি! মন নিবৃত্ত কর; তোমার সহিত আমি বহুকাল বিহার করিয়াছি। চিরকাল তোমার উপভোগ করিয়া কি লাভ হইবে; এক্ষণে বৃদ্ধ বয়স উপস্থিত; ইহা তোমার ও আমার উভয়েরই বিষয়-বাসনা পরিত্যাগের কাল। হংসী বলিল, ভোগের আবার কালাকাল কি? দেখ, এই জগৎ সর্ব্বভোগময়, কারণ

যজ্ঞাঃ ক্রিয়ন্তে ভোগার্থং ব্রাহ্মণৈঃ সংযতাত্মভিঃ
দৃষ্টাদৃষ্টাংস্তথা ভোগান্ বাঞ্ছমানা বিবেকিনঃ।
দানানি চ প্রযচ্ছন্তি পূর্ণধর্ম্মাংশ্চ কুর্ব্বতে ॥৩৪
স ত্বং নেচ্ছসি কিং ভোগান্ ভোগশ্চেষ্টাফলং নৃণাম্।
বিবেকিনাং তিরশ্চ্যাঞ্চ কিং পুনঃ সংযতাত্মনাম্

হংস উবাচ।

ভোগেষসক্তচিত্তানাং পরমাত্মান্বিতা মতিঃ।
ভবিষ্যতি কদা সঙ্গমুপেতানাঞ্চ বন্ধুষু ॥ ৩৬
পুত্র-মিত্র-কলত্রেষু সক্তাঃ সীদন্তি জন্তবঃ।
সরঃপঙ্কার্ণবে মগ্না জীর্ণা বনগজা ইব ॥ ৩৭
কিং ন পশ্যসি বা ভদ্রে জাতসঙ্গং স্বরোচিষম্
আবাল্যাৎ কামসংসক্তং মগ্নং স্নেহাম্বুকর্দ্দমে ॥
যৌবনেঽতীব ভার্য্যাসু সাম্প্রতং পুত্র নপ্তৃ সু
স্বরোচিষো মনো মগ্নমুদ্ধারং প্রাপ্যতে কুতঃ।
নাহং স্বরোচিষস্তুল্যঃ স্ত্রীবাধ্যো বা জলেচরি ॥
বিবেকবাংশ্চ ভোগানাং নিবৃত্তোঽস্মি চ সাম্প্রতম্ ॥ ৪০

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স্বরোচিরেতদাকর্ণ্য জাতোদ্বেগঃ খগেরিতম্।
আদায় ভার্য্যাস্তপসে যযাবন্যৎ তপোবনম্ ॥
তত্র তপ্ত্বা তপো ঘোরং সহ তাভিরুদারধীঃ।
জগাম লোকানমলান্ নিবৃত্তাখিলকল্মষঃ ॥ ৪২

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে স্বারোচিষে মন্বন্তরে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ স্বারোচিষং নাম্না দ্যুতিমন্তং প্রজাপতিম্
মনুং চকার ভগবাংস্তস্য মন্বন্তরং শৃণু ॥ ১
তত্রান্তরে তু যে দেবা মুনয়স্তৎসুতাশ্চ যে।
ভূপালাঃ ক্রোষ্টুকে যে তান্ গদতস্তং নিশাময়

সংযতাত্মা ব্রাহ্মণেরা ভোগের নিমিত্তই যজ্ঞ করিয়া থাকেন এবং বিবেকিগণ দৃষ্টাদৃষ্ট ভোগনিচয় কামনা করত দান ও পূর্ণধর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করেন। সংযতাত্মা ও বিবেকী মনুষ্যগণেরও যখন ভোগই কর্ম্ম-ফল, তখন তির্য্যগ্‌জাতির পক্ষে আর কি বক্তব্য আছে? অতএব সেই ভোগ, তুমি কি কারণে ইচ্ছা করিতেছ না? ৩১—৩৫। হংস বলিল, যাহারা ভোগে অনাসক্তচিত্ত, তাহাদিগের মতি, পরমাত্মানু-গামিনী; বন্ধুবর্গের সহিত সঙ্গত ব্যক্তির কি কখন তাদৃশী মতি হইতে পারে? পুত্র, মিত্র ও কলত্রবর্গে আসক্ত প্রাণিগণ সরো-বরস্থ পঙ্কার্ণবে নিমগ্ন বৃদ্ধ বনগজের ন্যায় অবসাদ প্রাপ্ত হয়। ভদ্রে! বাল্যাবধি কামাসক্ত, স্নেহরূপ সজল-কর্দ্দমে নিমগ্ন, জাতসঙ্গ (বিষয়ানুরাগী) স্বরোচিকে কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? যৌবনে ভার্য্যাগণে এবং সম্প্রতি পুত্র ও নপ্তৃ (নাতী) বর্গে নিমগ্ন স্বরোচির মন কিরূপে উদ্ধার হইবে? জলেচরি! আমি স্বরোচির তুল্য স্ত্রীবাধ্য নহি; আমি বিবেকবান্; সম্প্রতি ভোগে নিবৃত্ত হইয়াছি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, খগ-সমীরিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বরোচি ভার্য্যাত্রয়-সমভিব্যাহারে তপস্যার্থ বনান্তরে গমন করিলেন। তথায় উদারধী স্বরোচিঃ, পত্নীগণের সহিত ঘোরতর তপশ্চরণ করত অখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিমল লোকে (স্বর্গাদি) গমন করিলেন। ৩৬—৪২।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর ভগবান্,—দ্যুতিমান্ বা স্বারোচিষ নামক প্রজাপতিকে মনু করিয়াছিলেন; তাঁহার মন্বন্তর শ্রবণ কর। ক্রোষ্টুকে! সেই স্বারোচিষ মন্বন্তরে যে সকল দেবতা, মুনি ও মনুপুত্র ভূপালগণ ছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি আমার

দেবাঃ পারাবতাস্তত্র তথৈব তুষিতা দ্বিজ।
স্বারোচিষেঽন্তরে চেন্দ্রো বিপশ্চিদিতি বিশ্রুতঃ
ঊর্জ্জস্তম্বস্তথা প্রাণো দত্তোলির্ঋষভস্তথা।
নিশ্চরশ্চার্ব্বরীবাংশ্চ তত্র সপ্তর্ষয়োঽভবন্॥ ৪
চৈত্র-কিম্পুরুষাদ্যাশ্চ সুতাস্তস্য মহাত্মনঃ।
সপ্তাসন্ সুমহাবীর্য্যাঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ॥ ৫
তস্য মন্বন্তরং যাবৎ তাবৎ তদ্বংশবিস্তরে।
ভুক্তেয়মবনিঃ সর্ব্বা দ্বিতীয়ং বৈ তদন্তরম্॥ ৬
স্বরোচিষস্য চরিতং জন্ম স্বারোচিষস্য চ।
নিশম্য মুচ্যতে পাপৈঃ শ্রদ্দধানো হি মানবঃ।

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সপ্তষষ্টি
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

ভগবন্ কথিতং সর্ব্বং বিস্তরেণ ত্বয়া মম।
স্বরোচিষস্য চরিতং জন্ম স্বারোচিষস্য তু॥ ১
যা তু সা পদ্মিনী নাম বিদ্যা ভোগোপপাদিকা
তৎসংশ্রয়া যে নিধয়স্তান্ মে বিস্তরতো বদ॥ ২
অষ্টৌ যে নিধয়স্তেষাং স্বরূপং দ্রব্যসংস্থিতিঃ।
ভবতাভিহিতং সম্যক্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং গুরো।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পদ্মিনী নাম যা বিদ্যা লক্ষ্মীস্তস্যাশ্চ দেবতা।
তদাধারাশ্চ নিধয়স্তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥ ৪
যত্র পদ্ম-মহাপদ্মৌ তথা মকর-কচ্ছপৌ।
মুকুন্দো নন্দকশ্চৈব নীলঃ শঙ্খোঽষ্টমো নিধিঃ
সত্যামৃদ্ধৌ ভবন্ত্যেতে সিদ্ধিস্তেষাং হি জায়তে
এতে হ্যষ্টৌ সমাখ্যাতা নিধয়স্তব ক্রৌষ্টুকে॥ ৬
দেবতানাং প্রসাদেন সাধুসংসেবনেন চ।
এভিরালোকিতং বিত্তং মানুষস্য সদা মুনে॥ ৭
যাদৃক্ স্বরূপং ভবতি তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
পদ্মো নাম নিধিঃ পূর্ব্বং যস্য ভবতি দ্বিজ॥ ৮
সুতস্য তৎসুতানাঞ্চ তৎপৌত্রাণাঞ্চ নিত্যশঃ

নিকট শ্রবণ কর। দ্বিজ! সেই স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবগণ পারাবত ও তুষিত নামে এবং ইন্দ্র বিপশ্চিৎ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ঊর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও অর্ব্বরীবান্ নামে সপ্তর্ষি ছিলেন। মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর চৈত্র কিম্পুরুষ প্রভৃতি সুমহাবীর্য্য সপ্তপুত্র, পৃথিবী-পরিপালক ছিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মন্বন্তর ছিল, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তদ্বংশীয় রাজগণ সমগ্র পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন। মন্বন্তরের মধ্যে স্বারোচিষ মন্বন্তর দ্বিতীয়। এই স্বরোচির চরিত এবং স্বারোচিষ মনুর জন্ম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে মানব, পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১—৭।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥৬৭॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি বলিলেন,—ভগবন্! স্বরোচির চরিত ও স্বারোচিষ মনুর জন্মবৃত্তান্ত আপনি আমার নিকট সবিস্তারে বলিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বভোগোপপাদিকা পদ্মিনী নাম্নী বিদ্যার আশ্রিত যে সকল নিধি আছে, তদ্বিষয় আমাকে সবিস্তারে বলুন। গুরো! অষ্টবিধ নিধির স্বরূপ ও দ্রব্যসংস্থিতি আপনার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, পদ্মিনী নাম্নী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী; এই বিদ্যা অষ্টবিধ নিধির আধারস্বরূপা। তোমার নিকট আমি এতদ্বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১—৪। পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দক, নীল ও শঙ্খ নামে অষ্ট নিধি এই পদ্মিনী বিদ্যার আশ্রিত। সমৃদ্ধি হইলে এই নিধিসমূহ এবং তৎসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ক্রৌষ্টুকে! এই অষ্টবিধ নিধি তোমার নিকট কথিত হইল। মুনে! দেবতার প্রসাদে ও সাধু-সংসেবন-ফলে মনুষ্যের বিত্ত, নিধিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অবলোকিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের যাদৃশ স্বরূপ, তাহা আমি তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বিজ! পদ্ম নামক নিধি, পূর্ব্বে

দাক্ষিণ্যসারঃ পুরুষস্তেন চাধিষ্ঠিতো ভবেৎ ॥৯
সত্ত্বাধারো মহাভোগো যতোঽসৌ সাত্ত্বিকো নিধিঃ ॥
সুবর্ণ-রূপ্য-তাম্রাদিধাতুনাঞ্চ পরিগ্রহম্।
করোত্যতিতরাং সোঽথ তেষাঞ্চ ক্রয়বিক্রয়ম্
করোতি চ তথা যজ্ঞান্ দক্ষিণাঞ্চ প্রযচ্ছতি।
সভাং দেবনিকেতাংশ্চ স কারয়তি তন্মনাঃ ॥
সত্ত্বাধারো নিধিশ্চান্যো মহাপদ্ম ইতি শ্রুতঃ।
সত্ত্বপ্রধানো ভবতি তেন চাধিষ্ঠিতো নরঃ ॥১৩
করোতি পদ্মরাগাদি রত্নানাঞ্চ পরিগ্রহম্।
মৌক্তিকানাং প্রবালানাং তেষাঞ্চ ক্রয়-বিক্রয়ান্
দদাতি যোগশীলেভ্যস্তেষামাবসথাংস্তথা।
স কারয়তি তচ্ছীলঃ স্বয়মেব চ জায়তে ॥ ১৫
তৎপ্রসূতাস্তথাশীলাঃ পুত্রপৌত্রক্রমেণ চ।
পূর্ব্বার্দ্ধমাত্রঃ সপ্তাসৌ পুরুষাংশ্চ ন মুঞ্চতি ॥
তামসো মকরো নাম নিধিস্তেনাবলোকিতঃ।
পুরুষোঽথ তমঃ প্রায়ঃ সুশীলোঽপি হি জায়তে
বাণ-খড়্গৃষ্টি-ধনুষাং চর্ম্মণাঞ্চ পরিগ্রহম্।
রসনানাঞ্চ কুরুতে যাতি মৈত্রীঞ্চ রাজভিঃ ॥১৮
দদাতি শৌর্য্যবৃত্তীনাং ভূভুজাং যে চ তৎপ্রিয়াঃ
ক্রয়বিক্রয়ে চ শস্ত্রাণাং নান্যত্র প্রীতিমেতি চ ॥১৯
একস্যৈব ভবত্যেষ ন চ তস্যাকুলানুগঃ।
দ্রব্যার্থং দস্যুতো নাশং সংগ্রামে চাপি স ব্রজেৎ ॥২০
কচ্ছপশ্চ নিধির্যোঽসৌ নরস্তেনাভিবীক্ষিতঃ।
তমঃপ্রধানো ভবতি যতোঽসৌ তামসো নিধিঃ
ব্যবহারানশেষাংস্তু পুণ্যজাতৈঃ করোতি চ।
কর্ম্মস্থানখিলাংশ্চৈব ন বিশ্বসিতি কস্যচিৎ ॥২২
সমস্তানি যথাঙ্গানি সংহরত্যেব কচ্ছপঃ।
তথা বিষ্টভ্য চিত্তানি তিষ্ঠত্যায়তমানসঃ ॥২৩
ন দদাতি ন বা ভুঙ্ক্তে তদ্বিনাশভয়াকুলঃ।

সতত ময়দানবের এবং যথাক্রমে তৎপুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণের অধীনে ছিল। এই নিধি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে পুরুষ, দাক্ষিণ্যবান্, সত্ত্বগুণসম্পন্ন ও মহাভোগী হয়; কারণ এই নিধি সাত্ত্বিক।৫—১০। সেই পদ্মাধিষ্ঠিত পুরুষ বিপুল সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি ধাতু সকলের পরিগ্রহ ও ক্রয় বিক্রয় করে, বিবিধ যজ্ঞ করিয়া বিপুল দক্ষিণা প্রদান করে এবং একাগ্রচিত্তে সভা ও দেবালয় সকল নির্ম্মাণ করাইয়া থাকে। মহাপদ্ম নামক নিধি, সত্ত্বাধার বলিয়া প্রসিদ্ধ; তদধিষ্ঠিত মনুষ্যও সত্ত্বপ্রধান হইয়া থাকে। মহাপদ্মাধিষ্ঠিত ব্যক্তি পদ্মরাগাদি রত্ন, মৌক্তিক ও প্রবালনিচয়ের অধিস্বামী হইয়া তাহাদিগের ক্রয় বিক্রয় করিতে থাকে; যোগীদিগকে তাঁহাদিগের আবাস প্রদান ও জনসাধারণকে যোগাভ্যাসে উৎসাহ প্রদান করে এবং স্বয়ংও যোগশীল হইয়া থাকে। তদ্বংশীয়গণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তদনুরূপ শীলবান্ হয়; কিন্তু এই মহাপদ্ম নিধি, পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ অপেক্ষা পরবর্ত্তী পুরুষ সকলে ক্রমশঃ অর্দ্ধ অর্দ্ধ পরিমাণে অবস্থিত হইয়া সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে না। ১১—১৬। মকর নামক নিধি তামস। তদধিষ্ঠিত পুরুষ তমোগুণপ্রধান ও সুশীল হইয়া থাকে! সেই মকরাধিষ্ঠিত পুরুষ ধনুর্ব্বাণ, খড়্গ, চর্ম্ম ও ঋষ্টি পরিগ্রাহী হয়, ভোজ্য বস্তুর সম্যক্‌রূপে আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয়; রাজগণের সহিত মৈত্র স্থাপন করে; ভূপালপ্রিয় শৌর্য্যবৃত্তি জনগণকে দান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়; শস্ত্রনিচয়ের ক্রয় বিক্রয় ব্যতীত প্রীত হয় না এবং সে ব্যক্তি দ্রব্যলোভে দস্যু হইতে অথবা যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই মকর নিধি, এক-পুরুষানুগামী তৎপরবর্ত্তী পুরুষের অনুগামী নহে। কচ্ছপ নামক নিধি, তামস বলিয়া তদভিবীক্ষিত পুরুষ; তমোগুণ-প্রধান হইয়া থাকে। সেই পুরুষ পুণ্যযুক্ত নিখিল আচার ব্যবহার ও অদৃষ্টায়ত্ত সমস্ত ভোগ্য পদার্থ ভোগ করে, কাহাকেও বিশ্বাস করে না এবং কচ্ছপ যে রূপ স্বীয় অঙ্গ গোপন করে, তদ্রূপ স্বীয় অভিপ্রায় বিষ্টব্ধ (স্থিরীকৃত) করত চিত্ত সংযম করিয়া অবস্থিতি করে। আর বিনাশভয়ে ভীত হইয়া স্বয়ং

নিধানমুর্ব্ব্যাং কুরুতে নিধিঃ সোঽপ্যেকপূরুষঃ
রজোগুণময়শ্চান্যো মুকুন্দো নাম যো নিধিঃ।
নরোঽবলোকিতস্তেন তদ্গুণো ভবতি দ্বিজ॥
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গানামাতোদ্যস্য পরিগ্রহম্।
করোতি গায়তাং বিত্তং নৃত্যতাঞ্চ প্রযচ্ছতি॥
বন্দিনামথ সূতানাং বিটানাং লাস্যপাঠিনাম্।
দদাত্যহর্নিশং ভোগান্ ভুঙ্ক্তে তৈশ্চ সমং
দ্বিজ॥২৭
কুলটাস্বরতিশ্চাস্য ভবত্যন্যৈশ্চ তদ্বিধৈঃ।
প্রযাতি সঙ্গমেকঞ্চ যং নিধির্ভজতে নরম্॥২৮
রজস্তমোময়শ্চান্যো নন্দো নাম মহানিধিঃ।
উপৈতি স্তম্ভমধিকং নরস্তেনাবলোকিতঃ॥২৯
সমস্তধাতুরত্নানাং পুণ্যধান্যাদিকস্য চ।
পরিগ্রহং করোত্যেষ তথৈব ক্রয়বিক্রয়ম্॥৩০
আধারঃ স্বজনানাঞ্চ আগতাভ্যাগতস্য চ।
সহতে নাপমানোক্তিং স্বল্পামপি মহামুনে॥৩১
স্তূয়মানশ্চ মহতীং প্রীতিং বধ্নাতি যচ্ছতি।
যং যমিচ্ছতি বৈ কামং মৃদুত্বমুপযাতি চ॥৩২
বহ্ব্যো ভার্য্যা ভবন্ত্যস্য সুতিমত্যোঽতি-
শোভনাঃ।
রতয়ে সপ্ত চ নরান্ নিধির্নন্দোঽনুবর্ত্ততে॥৩৩
প্রবর্দ্ধমানোঽথ নরমষ্টভাগেন সত্তম।
দীর্ঘায়ুষ্ট্বঞ্চ সর্ব্বেষাং পুরুষাণাং প্রযচ্ছতি॥৩৪
বন্ধূনামেব ভরণং যে চ দূরাদুপাগতাঃ।
তেষাং করোতি বৈ নন্দঃ পরলোকে ন চাদৃতঃ
ভবত্যস্য ন চ স্নেহঃ স্বসহবাসিষু জায়তে।
পূর্ব্বমিত্রেষু শৈথিল্যং প্রীতিমন্যৈঃ করোতি চ
তথৈব সত্ত্ব-রজসী যো বিভর্ত্তি মহানিধিঃ।
স নীলসংজ্ঞস্তৎসঙ্গী নরস্তচ্ছীলবান্ ভবেৎ॥
বস্ত্র-কার্পাস-ধান্যাদি-ফল-পুষ্পপরিগ্রহম্।
মুক্তা-বিদ্রুম-শঙ্খানাং শুক্ত্যাদীনাং তথা মুনে

বিত্ত উপভোগ করে না এবং অন্যকেও দান করিতে পারে না। এই নিধি এক পুরুষ পর্য্যন্ত ভূতলে অবস্থিতি করে। ১৭—২৪। দ্বিজ! মুকুন্দ নিধি রজোগুণময়; তদবলোকিত মনুষ্য রজোগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। মুকুন্দাশ্রিত পুরুষ বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ বাদ্যের পরিগ্রহ করে; গায়ক ও নর্ত্তকদিগকে প্রচুর বিত্ত প্রদান করে; বন্দী, সূত, বিট (লম্পট) ও লাস্যপাঠী (নর্ত্তনাভিজ্ঞ) ব্যক্তিবর্গকে অহর্নিশ অভিলষিত ভোগ্য প্রদান করে এবং তাহাদিগের সহিত স্বয়ং ভোগ করে। এই ব্যক্তির কুলটা ও আত্মতুল্য জনগণের সহিত প্রীতি সংস্থাপিত হয় না। এই নিধি যাহাকে ভজনা করে, তদনুগামীই থাকে; তদ্বংশীয়গণের অনুগামী হয় না। নন্দ নামক মহানিধি, রজঃ ও তমঃ এই উভয় গুণসম্পন্ন, তদাশ্রিত মনুষ্য সাতিশয় স্তম্ভ (জাড্য) প্রাপ্ত হয়। নন্দাধিষ্ঠিত পুরুষ সমস্ত ধাতু, রত্ন ও ধান্যাদি পবিত্র দ্রব্য নিচয়ের পরিগ্রহ এবং ক্রয় বিক্রয় করে। ২৫—৩০। মহামুনে! সেই ব্যক্তি, স্বজনবর্গ এবং আগত ও অভ্যাগত জনের আশ্রয়স্বরূপ; অল্প মাত্রও অপমানোক্তি সহ্য করিতে পারে না; প্রশংসা করিলে সাতিশয় আনন্দিত হয়; অর্থিগণ যাহা যাহা অভিলাষ করে, তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকে। সে স্বয়ং মৃদুস্বভাবসম্পন্ন হয় এবং পুত্রবতী অতি সুন্দরী ভার্য্যাগণ তাহার প্রীতিসম্পাদন করিয়া থাকে। সত্তম! নন্দনিধি প্রাপ্ত পুরুষে ক্রমশঃ অষ্টমভাগে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত অনুগামী হইয়া থাকে এবং আশ্রিত পুরুষ-গণকে দীর্ঘায়ু করে। নন্দাধিষ্ঠিত পুরুষ, বন্ধুবর্গ ও দূরদেশ হইতে সমাগত জনের ভরণ-পোষণ করে; কিন্তু পরলোকের প্রতি যত্নবান্ হয় না। প্রতিবেশী-বর্গের প্রতি ইহার স্নেহ থাকে না এবং পূর্ব্বমিত্রে শৈথিল্য ও নূতন মিত্রে প্রীতি সংস্থাপিত হয়। ৩১—৩৬। সত্ত্ব ও রজোগুণ-সম্পন্ন যে মহানিধি, তাহার নাম নীল নিধি; তদধিষ্ঠিত পুরুষও সত্ত্ব ও রজোগুণযুক্ত হইয়া থাকে। সেই নীলাভিবীক্ষিত পুরুষ

কাষ্ঠাদীনাং করোত্যেষ যচ্চান্যজ্জলসম্ভবম্।
ক্রয়বিক্রয়মপ্যেষাং নান্যত্র রমতে মনঃ॥ ৩৯
তড়াগান্ পুষ্করিণ্যোঽথ তথারামান্ করোতি চ
বন্ধঞ্চ সরিতাং বৃক্ষাংস্তথারোপয়তে নরঃ॥৪০
অনুলেপনপুষ্পাদি ভোগভুক্তাভিজায়তে।
ত্রিপৌরুষশ্চাপি নিধির্নীলো নামৈষ জায়তে॥
রজস্তমোময়শ্চান্যঃ শঙ্খসংজ্ঞো হি যো নিধিঃ।
তেনাপি নীয়তে বিপ্র তদ্গুণিত্বং নিধীশ্বরঃ॥
একস্যৈব ভবত্যেব নরং নান্যমুপৈতি চ।
যস্য শঙ্খো নিধিস্তস্য স্বরূপং ক্রোষ্টুকে শৃণু॥৪৩
এক এবাত্মনা স্বষ্টমন্নং ভুঙ্ক্তে তথাম্বরম্।
কদন্নভুক্ পরিজনো ন চ শোভনবস্ত্রধৃক্॥ ৪৪
ন দদাতি সুহৃদ্ভার্য্যা-ভ্রাতৃ-পুত্র-স্নুষাদিষু।
স্বপোষণপরঃ শঙ্খী নরো ভবতি সর্ব্বদা॥ ৪৫

ইত্যেতে নিধয়ঃ খ্যাতা নরাণামর্থদেবতাঃ।
মিশ্রাবলোকনান্মিশ্রাঃ স্বভাবফলদায়িনঃ॥ ৪৬
যথা খ্যাতস্বভাবস্ত ভবত্যেব বিলোকনাৎ।
সর্ব্বেষামাধিপত্যে চ শ্রীরেষা দ্বিজ পদ্মিনী॥৪৭

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে নিধিনির্ণয়ো
নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৮॥

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ক্রোষ্টুকিরুবাচ।
বিস্তরাৎ কথিতং ব্রহ্মন মম স্বারোচিষং ত্বয়া।
মন্বন্তরং তথৈবাষ্টৌ যে পৃষ্টা নিধয়ো ময়া॥ ১
স্বায়ম্ভুবং পূর্ব্বমেব মন্বন্তরমুদাহৃতম্॥
মন্বন্তরং তৃতীয়ং মে কথয়োত্তমসংজ্ঞিতম্॥ ২
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
উত্তানপাদপুত্রোঽভূদুত্তমো নাম নামতঃ।

বস্ত্র, কার্পাস, ধান্যাদি শস্য, ফল, পুষ্প, মুক্তা প্রবাল, শুক্তি প্রভৃতি জলজ বস্তুজাত ও কাষ্ঠাদি দ্রব্যনিচয়ের এবং স্বীয় ভোগ্য বস্তু ভিন্ন এই সকল পদার্থেরই আবার ক্রয় বিক্রয়ও করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অন্য বিষয়ে ইহার মানসিক প্রীতি জন্মে না। সে ব্যক্তি তড়াগ, পুষ্করিণী, উপবন ও নদীর সেতু প্রস্তুত করায়; বৃক্ষ (পক্কাম্র প্রভৃতি) রোপণ করে এবং অনুলেপন পুষ্পাদি ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া খ্যাতি লাভ করে। এই নীল নামক নিধি, ত্রিপৌরুষ অর্থাৎ তিন পুরুষ পর্য্যন্ত অনুগামী হইয়া থাকে।৩৭—৪১। শঙ্খ নামক যে নিধি, উহা রজঃ তমোগুণময়; তৎসঙ্গ বশতঃ শঙ্খ নিধীশ্বর পুরুষ, রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই শঙ্খনিধি এক পুরুষগামী, কদাপি তৎপরবর্ত্তী পুরুষে অধিষ্ঠান করে না। ক্রোষ্টুকে শঙ্খ নিধি যাহার আয়ত্ত হয়, তাহার স্বরূপ শ্রবণ কর;—শঙ্খ নিধীশ্বর স্বয়ং স্বোপার্জ্জিত উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করে; কিন্তু তাহার পরিবারবর্গ কুৎসিত অন্ন ভোজন ও কুবস্ত্র পরিধান করিয়া কষ্টে কালাতিপাত করে। শঙ্খী পুরুষ—সুহৃদ্ ভার্য্যা ও ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ প্রভৃতির ভরণ-পোষণার্থ কিছুই প্রদান করে না; সর্ব্বদা স্বপোষণতৎপর হইয়া থাকে। এই নিধি সকল নরগণের অর্থদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের বিলোকনে মনুষ্য, উল্লিখিত স্বভাবসম্পন্ন হয়; কিন্তু এই নিধিগণ, মিশ্রাবলোকনে মিশ্রফলদায়ক ও সতন্ত্রাবলোকনে স্ব স্ব ফলদায়ক হয়। দ্বিজ! এই শ্রীরূপিণী পদ্মিনী নাম্নী বিদ্যা, উক্ত অষ্টবিধ নিধির আধিপত্যে অবস্থিত আছেন। ৪০—৪৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৮॥

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের বিষয় বিস্তাররূপে বলিয়াছেন, তৎপরে স্বারোচিষ মন্বন্তর এবং অষ্টনিধির বৃত্তান্তও সবিশেষ বলিলেন; সম্প্রতি উত্তম নামক তৃতীয় মন্বন্তরের বিষয়

সুরুচ্যাস্তনয়ঃ খ্যাতো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৩
ধর্ম্মাত্মা চ মহাত্মা চ পরাক্রমধনো নৃপঃ ।
অতীত্য সর্ব্বভূতানি বভৌ ভানুপরাক্রমঃ ॥৪
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ পুরে পুত্রে চ ধর্ম্মবিৎ ।
দুষ্টে চ যমবৎ সাধৌ সোমবচ্চ মহামুনে ॥ ৫
বাভ্রবীং বহুলাং নাম উপযেমে স ধর্ম্মবিৎ ।
উত্তানপাদতনয়ঃ শচীমিন্দ্র ইবোত্তমঃ ॥ ৬
খ্যাতামতীব তস্যাসীদ্দ্বিজবর্য্য মনঃ সদা ।
স্নেহবচ্ছশিনো যদ্বদ্রোহিণ্যাং নিহিতাস্পদম্ ॥৭
অন্যপ্রয়োজনাসক্তিমুপৈতি ন হি তন্মনঃ ।
স্বপ্নে চৈব তদালম্বি মনোঽভূৎ তস্য ভূভৃতঃ ॥৮
স চ তস্যাঃ সুচার্ব্বঙ্গ্যা দর্শনাদেব পার্থিবঃ ।
দদাতি স্পর্শনং গাত্রে গাত্রস্পর্শে চ তন্ময়ঃ ॥৯

শ্রোত্রোদ্বেগকরং বাক্যং প্রিয়মপ্যবনীপতেঃ ।
তস্যাপি ভূরি সম্মানং মেনে পরিভবং ততঃ ॥
অবমেনে স্রজং দত্তাং শুভান্যাভরণানি চ ॥
উত্তস্থাবঙ্গপীড়েব পিবতোঽস্য বরাসবম্ ॥ ১১
ভুঞ্জতা চ নরেন্দ্রেণ ক্ষণমাত্রং করে ধৃতা ।
বুভুজে স্বল্পকং ভক্ষ্যং দ্বিজ নাতিমুদাবতী ॥১২
এবং তস্যানুকূলস্য নানুকূলা মহাত্মনঃ ।
প্রভূততরমত্যর্থং চক্রে রাগং মহীপতিঃ ॥ ১৩
অথ পানগতো ভূপঃ কদাচিৎ তাং মনস্বিনীম্ ।
সুরাপূতং পানপাত্রং গ্রাহয়ামাস সাদরঃ ॥ ১৪
পশ্যতাং ভূমিপালানাং বারমুখ্যৈঃ সমন্বিতঃ ।
প্রগীয়মানমধুরৈর্গেয়গায়নতৎপরৈঃ ॥ ১৫
সা তু নেচ্ছতি তং গ্রাহমাদাতুং তৎপরাঙ্মুখী ।
সমক্ষমবনীশানাং ততঃ ক্রুদ্ধঃ স পার্থিবঃ ॥ ১৬

বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সুরুচি নাম্নী মহিষীর গর্ভে উত্তানপাদ নৃপতির মহাবল পরাক্রমশালী উত্তম নামে প্রসিদ্ধ পুত্রের জন্ম হয়। ধর্ম্মশীল ও পরাক্রমশালী সেই উত্তম নামক মহাত্মা নৃপতি স্বীয় পরাক্রমে সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে ভানুর ন্যায় দীপ্যমান ছিলেন। মহামুনে! সেই ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতি, শত্রু-মিত্রে এবং প্রজাপুত্রে সমদৃষ্টি ছিলেন। তিনি দুষ্টের নিকটে যম সদৃশ উগ্র ও শিষ্টের নিকটে সুধাকরের ন্যায় সৌম্যপ্রকৃতি হইতেন। ১—৫। ইন্দ্র যেরূপ সর্ব্বলোক-বিখ্যাতা শচীকে বিবাহ করেন, তদ্রূপ সেই উত্তানপাদ তনয় ধর্ম্মজ্ঞ উত্তম বভ্রুতনয়া বহুলা নাম্নী প্রসিদ্ধা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দ্বিজবর! শশধরের চিত্ত যেরূপ রোহিণীর প্রতি নিতান্ত আসক্ত, তদ্রূপ সেই ভূপালের চিত্তও উক্ত বহুলার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। সেই ভূপতির চিত্ত, বহুলা ব্যতীত কখন অন্য প্রতি আসক্ত হইত না; এমন কি, স্বপ্নেও তাঁহার মন সেই একমাত্র প্রিয়াবলম্বী হইত অর্থাৎ বহুলা ভিন্ন অন্য নারী তাঁহার মনে স্বপ্নেও স্থান পাইত না। সেই পার্থিব দর্শনমাত্রেই উল্লিখিত রূপবতী প্রিয়ার অঙ্গস্পর্শ করিতেন ও স্পর্শমাত্রেই যেন তন্ময় হইয়া যাইতেন। কিন্তু রাজ্ঞী, সেই অবনীপতি পতির প্রিয় বাক্যও কর্ণের উদ্বেগজনক এবং তাঁহার বহুল সম্মানও স্বীয় অপমানজনক বলিয়া বোধ করিতেন। ৬—১০। মহিষী তৎ-প্রদত্ত মাল্য ও রমণীয় আভরণসমূহে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন, অতি উৎকৃষ্ট আসব পান-কালে তাঁহার নিকট হইতে যেন যাতনা অনুভব করত ব্যাধিতাঙ্গীর ন্যায় উঠিয়া যাইতেন। দ্বিজ! নরেন্দ্র, ভোজন করিতে করিতে যদি হস্তে ধরিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন, তবে তিনি অনতিহৃষ্টচিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র ভোজন করিতেন। এইরূপে মহাত্মা মহীপতির প্রতি রাজ্ঞী অনুকূলা না হইলেও তিনি অধিকতর অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। অনন্তর একদা সঙ্গীতনিপুণ শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গনাগণ মধুরস্বরে রাজসমীপে গান করিতেছে, এমন সময়ে ভূপাল, পানাসক্ত হইয়া পার্শ্বস্থ রাজবর্গের সমক্ষেই সেই মনস্বিনী পত্নীকে সুরাপূত পানপাত্র প্রদান করিলেন। কিন্তু উক্ত ভূপালগণের সমক্ষেও রাজ্ঞী তাহাতে পরাঙ্মুখী হইয়া পানপাত্র গ্রহণে ইচ্ছা করিলেন না। তাহাতে উক্ত

উবাচ দ্বাঃস্থমাহূয় নিশ্বসন্ন্ উরগো যথা।
নিরাকৃতস্তয়া দেব্যা প্রিয়য়া পতিরপ্রিয়ঃ॥ ১৭
দ্বাঃস্থৈনাং দুষ্টহৃদয়ামাদায় বিজনে বনে॥
পরিত্যজাশু নৈতত্তে বিচার্য্যং বচনং মম॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো নৃপস্য বচনমবিচার্য্যমবেক্ষ্য সঃ।
দ্বাঃস্থস্তত্যাজ তাং সুভ্রূমারোপ্য স্যন্দনে বনে
সা চ তং বিপিনে ত্যাগং নীতা তেন মহীভৃতা
অদৃশ্যমানা তং মেনে পরং রুতমনুগ্রহম্॥ ২০
সোঽপি তস্যানুরাগার্ত্তি-দহ্যমানাত্মমানসঃ॥
ঔত্তানপাদির্ভূপালো নান্যাং ভার্য্যামবিন্দত॥২১
সস্মার তাং সুচার্ব্বঙ্গীমহর্নিশমনির্বৃতঃ।
চকার চ নিজং রাজ্যং প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন॥
প্রজাঃ পালয়তস্তস্য পিতুঃ পুত্রানিবৌরসান্।
আগত্য ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদিদমাহার্ত্তমানসঃ॥ ২৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

মহারাজ ভৃশার্ত্তোঽস্মি শ্রূয়তাং গদতো মম।
নৃণামার্ত্তিপরিত্রাণমন্যতো ন নরাধিপাৎ॥ ২৪
মম ভার্য্যা প্রসুপ্তস্য কেনাপ্যপহৃতা নিশি।
গৃহদ্বারমনুদ্‌ঘাট্য তাং সমানেতুমর্হসি॥ ২৫

রাজোবাচ।

ন বেৎসি কেনাপহৃতা ক বা নীতা তু সা দ্বিজ
যতামি বিগ্রহে কস্য কুতো বাপ্যানয়ামি তাম্॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

তথৈব স্থগিতে দ্বারি প্রসুপ্তস্য মহীপতে।
হৃতা হি ভার্য্যা কিং কেনেত্যেতদ্বিজ্ঞায়তে ভবান্॥ ২৭
ত্বং রক্ষিতা নো নৃপতে ষড়্ভাগাদানবেতনঃ।
ধর্ম্মস্য তেন নিশ্চিন্তাঃ স্বপন্তি মনুজা নিশি॥২৮

পার্থিব, ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দ্বারবানকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রতীহারিন! এই প্রিয়তমা দেবী বহুলা, অপ্রিয়বোধে আমায় অবজ্ঞা করিয়াছে, অতএব এই দুষ্ট-হৃদয়াকে লইয়া শীঘ্র বিজন-বনে পরিত্যাগ করিয়া আইস, আমার এই আদেশ ভাল কি মন্দ, তাহা বিচার করিবার আবশ্যক নাই। ১১—১৮। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, উক্ত দ্বারবান্ ভাল মন্দ বিচার না করিয়া 'রাজাজ্ঞা' এইমাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক সেই সুভ্রূ রাজ্ঞীকে রথে আরোহণ করাইয়া বনপ্রদেশে পরিত্যাগ করিয়া আসিল। মহীপতি অরণ্যে পরিত্যাগ করিলে, "রাজার নয়ন-পথে পতিত হইতে হইল না" রাজ্ঞী ইহাই রাজকৃত মহৎ অনুগ্রহ বলিয়া মানিতে লাগিলেন। এদিকে সেই উত্তানপাদ-তনয় ভূপাল মহিষীর প্রতি গাঢ় অনুরাগ বশতঃ দুঃখে দহ্যমানহৃদয় হইয়া অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিলেন না; কেবল দুঃখিতচিত্তে সেই চার্ব্বঙ্গী পত্নীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এরূপ অবস্থাতেও ধর্ম্মানুগত হইয়া প্রজা পালন করত নিজ রাজ্য শাসন করিতেন। ভূপতি ঔরসপুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন করিতেছেন, এমন সময়ে একদা কোন ব্রাহ্মণ তৎসমীপে আগমন করত সন্তপ্তহৃদয়ে এই বাক্য বলিতে লাগিলেন,মহারাজ! আমি সাতিশয় ক্লেশ পাইতেছি, আমার বাক্য শ্রবণ করুন; কারণ, নরপতি ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা মনুষ্যগণের ক্লেশ নিবারণ হয় না। আমি রাত্রিকালে নিদ্রিত ছিলাম, সেই সময়ে গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটন না করিয়াই কে আমার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে আপনি আমার সেই পত্নীকে আনিয়া দিউন। ১৯—২৫। রাজা বলিলেন, দ্বিজ! আপনার ভার্য্যাকে কে হরণ করিয়াছে ও কোথায় রাখিয়াছে, তাহা যখন আপনি কিছুই জানেন না, তখন কাহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইব? আর কোথা হইতেই বা তাঁহাকে আনয়ন করিব? ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহীপতে! আমার সুপ্তাবস্থায় গৃহদ্বার উত্তমরূপে পিহিত থাকিলেও মদীয় ভার্য্যাকে কি প্রকারে হরণ করিল, তাহা আপনিই জানেন। কারণ আপনি নৃপতি, ধর্ম্মের ষষ্ঠভাগ বেতনস্বরূপে গ্রহণ করিয়া রক্ষক-

রাজোবাচ।
ন তে দৃষ্টা ময়া ভার্য্যা যাদৃগ্রূপা চ দেহতঃ।
বয়শ্চৈব সমাখ্যাহি কিংশীলা ব্রাহ্মণী চ তে ॥২৮
ব্রাহ্মণ উবাচ।
কঠোরনেত্রা সাত্যুচ্চা হ্রস্ববাহুঃ কৃশাননা।
বিরূপরূপা ভূপাল ন নিন্দামি তথৈব তাম্ ॥৩০
বাচি ভূপাতিপরুষা ন সৌম্যা সা চ শীলতঃ।
ইত্যাখ্যাতা ময়া ভার্য্যা সাকারা দুর্নিরীক্ষণা ॥৩১
মনাগতীতং ভূপাল তস্যাশ্চ প্রথমং বয়ঃ।
তাদৃগ্রূপা হি মে ভার্য্যা সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥
রাজোবাচ।
অলং তে ব্রাহ্মণ তয়া ভার্য্যামন্যাং দদামি তে।
সুখায় ভার্য্যা কল্যাণী দুঃখহেতুর্হি তাদৃশী ॥৩৩
কল্যে সুরূপতা বিপ্র কারণং শীলমুত্তমম্।
রূপশীলবিহীনা যা ত্যাজ্যা সা তেন হেতুনা ॥৩৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।
রক্ষ্যা ভার্য্যা মহীপাল ইতি নঃ শ্রুতিরুত্তমা।
ভার্য্যায়াং রক্ষ্যমাণায়াং প্রজা ভবতি রক্ষিতা
আত্মা হি জায়তে তস্যাং সা রক্ষ্যাতো নরেশ্বর
প্রজায়াং রক্ষ্যমাণায়ামাত্মা ভবতি রক্ষিতঃ ॥
তস্যামরক্ষ্যমাণায়াং ভবিতা বর্ণসঙ্করঃ।
স পাতয়েন্মহীপাল পূর্ব্বান্ স্বর্গাদধঃ পিতৃন্ ॥৩৭
ধর্ম্মহানিশ্চানুদিনমভার্য্যস্য ভবেন্মম।
নিত্যক্রিয়াণাং বিভ্রংশাৎ স চাপি পতনায় মে
তস্যাঞ্চ পৃথিবীপাল ভবিত্রী মম সন্ততিঃ।
তব ষড়্ভাগদাত্রী সা ভবিত্রী ধর্ম্মহেতুকী ॥৩৯
তদেতৎ তে ময়াখ্যাতা পত্নী যা মে হৃতা প্রভো।
তাং সমানয় রক্ষায়াং ভাবানধিকৃতো যতঃ ॥ ৪
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
স তস্যৈবং বচঃ শ্রুত্বা বিমৃষ্য চ নরেশ্বরঃ।

রূপে নিযুক্ত আছেন বলিয়াই মানবগণ নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রিকালে নিদ্রা যায়। রাজা বলিলেন, আমি আপনার পত্নীকে কখনও দেখি নাই! সম্প্রতি আপনার ব্রাহ্মণীর আকৃতি, বয়স ও স্বভাব, এই সমস্ত সবিশেষ বলুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, ভূপাল! আমার পত্নী কঠোরনেত্রা, অতি দীর্ঘাকৃতি, হ্রস্ববাহু, কৃশাননা এবং নিতান্ত বিকৃতরূপা; কিন্তু আমি তথাপি তাহাকে নিন্দা করি না। মহীপতে! তাহার বাক্য ও স্বভাব এই উভয়ই অতিশয় কর্কশ এবং প্রথম বয়স কিঞ্চিন্মাত্র অতীত হইয়াছে, আমার সেই দুনিরীক্ষণা ভার্য্যার বিষয় সমস্তই আমি আপনার নিকট বলিলাম। আমার ভার্য্যা যে এইরূপ, ইহা আমি সত্যই বলিলাম।২৮—৩২। রাজা বলিলেন, ব্রাহ্মণ! আপনার তাদৃশী কুলক্ষণা ভার্য্যায় আবশ্যক কি? আমি আপনাকে অন্য ভার্য্যা প্রদান করিতেছি। শুভলক্ষণা ভার্য্যা সুখের নিমিত্ত এবং ভবদীয় ভার্য্যা সদৃশী কুলক্ষণা পত্নী কেবল দুঃখেরই হেতু হইয়া থাকে। বিপ্র! সৌন্দর্য্য ও সৎস্বভাবই মঙ্গলের প্রতি কারণ, এই নিমিত্ত কুরূপা ও দুঃশীলা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়! ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহীপাল। "ভার্য্যা, সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়" এই শ্রুতি আমরা অবগত আছি। ভার্য্যাকে রক্ষা করিলে সন্ততি রক্ষিত হয়। নরেশ্বর! আত্মাই পুত্ররূপে ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া সন্ততি রক্ষা করিলে আত্মাই রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব ভার্য্যাকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মহীপতে! আর সেই ভার্য্যাকে রক্ষা না করিলে অচিরাৎ বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে। যাহার ক্ষেত্রে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়, সে ব্যক্তি পূর্ব্বপিতৃগণকে স্বর্গ হইতে অধঃপাতিত করে। ভার্য্যাবিহীন হইয়া আমায় প্রতি দিন ধর্ম্মহীন হইতে হইবে; এরূপে নিত্যক্রিয়াকলাপের বিভ্রংশ হইলে, ইহাতেও আমায় পতিত হইতে হইবে। ৩৩—৩৮। পৃথিবীনাথ! সেই ভার্য্যার গর্ভে আমার যে সন্ততি হইবে, সেই আপনাকে ধর্ম্মষড়্ভাগ প্রদান করিবে। প্রভো! আমি এই সকল কারণেই বলিতেছি যে, আমার অপহৃত পত্নীকে আনিয়া দিউন, কারণ আপনিই

সর্ব্বোপকরণৈর্যুক্তমারুরোহ মহারথম্ ॥ ৪১
ইতশ্চেতশ্চ তেনাসৌ পরিবভ্রাম মেদিনীম্ ।
দদর্শ চ মহারণ্যে তাপসাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ৪২
অবতীর্য্য চ তত্রাসৌ প্রবিশ্য দদৃশে মুনিম্ ।
কৌশ্যাং বৃষ্যাং সমাসীনং জ্বলন্তমিব তেজসা ॥
স দৃষ্ট্বা নৃপতিং প্রাপ্তং সমুত্থায় ত্বরান্বিতঃ ।
সম্মান্য স্বাগতেনৈব শিষ্যমাহার্ঘমানয় ॥ ৪৪
তমাহ শিষ্যঃ শনকৈর্দাতব্যোঽর্ঘোঽস্য কিং মুনে
তদাজ্ঞাপয় সঞ্চিন্ত্য তবাজ্ঞাং হি করোম্যহম্ ॥৪৫
ততোঽবগতবৃত্তান্তো ভূপতেস্তস্য স দ্বিজঃ ।
সম্ভাষাসনদানেন চক্রে সম্মানমাত্মবান্ ॥ ৪৬
ঋষিরুবাচ ।
কিং নিমিত্তমিহায়াতো ভবান্ কিং তে চিকীর্ষিতম্

উত্তানপাদতনয়ং বেদ্মি ত্বামুত্তমং নৃপ ॥ ৪৭
রাজোবাচ ।
ব্রাহ্মণস্য গৃহাদ্ভার্য্যা কেনাপ্যপহৃতা মুনে ।
অবিজ্ঞাতস্বরূপেণ তামন্বেষ্টুমিহাগতঃ ॥৪৮
পৃচ্ছামি যৎ তে তন্মে ত্বং প্রণতস্যানুকম্পয়া ।
অভ্যাগতস্যাথ গৃহং ভগবন্ বক্তুমর্হসি ॥ ৪৯
ঋষিরুবাচ ।
পৃচ্ছ মামবনীপাল তৎ প্রষ্টব্যমশঙ্কিতঃ ।
বক্তব্যঞ্চেৎ তব ময়া কথয়িষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৫০
রাজোবাচ ।
গৃহাগতায় যো মহ্যং প্রথমে দর্শনে মুনে ।
ত্বয়া সমুদ্যতো দাতুং কথং সোঽর্ঘো নিবর্ত্তিতঃ
ঋষিরুবাচ ।
ত্বদ্দর্শনেন রভসাদাজ্ঞপ্তোঽয়ং ময়া নৃপ ।
যদা তদাহমেতেন শিষ্যেণ প্রতিবোধিতঃ ॥৫২
এষ বেত্তি জগত্যত্র মৎপ্রসাদাদনাগতম্ ।

আমাদিগের রক্ষার্থ নিযুক্ত আছেন।" মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহারাজ উত্তম, উক্ত ব্রাহ্মণের বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করত সর্ব্বোপকরণযুক্ত এক মহারথে আরোহণ করিলেন। রাজা সেই রথে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ মেদিনী পরিভ্রমণ করিতে করিতে মহারণ্য মধ্যে একটী উত্তম তাপসাশ্রম দেখিতে পাইলেন। তথায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক কুশাসনে সমাসীন ও স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্যমান এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন। রাজাকে সমাগত দেখিয়া মুনিবর সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অতি সম্মানের সহিত তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করত তৎক্ষণাৎ শিষ্যকে বলিলেন,—"অর্ঘ্য আনয়ন কর।" তচ্ছ্রবণে শিষ্য অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই ভূপতিকে অর্ঘ্য প্রদান করা উচিত কি না, ইহা আপনি বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করুন, আপনার আজ্ঞা আমি এখনই পালন করিতেছি"। অনন্তর সেই আত্মবান্ মুনি, সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কেবল সম্ভাষণ ও আসন প্রদান দ্বারাই ভূপতির সম্মান রক্ষা করিলেন। ৩৯—৪৬। ঋষি বলিলেন, নৃপ! আপনি উত্তানপাদ-তনয় উত্তম, ইহা আমি জানি। আপনি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন এবং আপনার চিকীর্ষিত বিষয়ই বা কি? রাজা বলিলেন, মুনে! কোন অজ্ঞাত পুরুষ ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে তাঁহার ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছে; সেই দ্বিজপত্নীর অন্বেষণার্থ আমি এখানে আসিয়াছি। ভগবন্! আমি প্রণতিপূর্ব্বক আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, "গৃহে অভ্যাগত অনুকম্পার্হ" এই বিবেচনা করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বলিতে অনুমতি হউক। ঋষি বলিলেন, অবনীনাথ! প্রষ্টব্য বিষয় আপনি নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করুন, যদি আমার বক্তব্য হয়, তবে আমি আপনাকে তদ্বিষয় যথার্থরূপে বলিব। রাজা বলিলেন, মুনিবর! আপনার গৃহে আগমন করিলে প্রথম দর্শন মাত্রে আপনি আমায় অর্ঘ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া ছিলেন, কি নিমিত্ত তাহা নিবর্ত্তিত হইল? ঋষি বলিলেন, নৃপ! আপনাকে দেখিবামাত্র ঔৎসুক্য বশতঃ যেমন আমি অর্ঘ্য প্রদানে আজ্ঞা করিলাম, তখনই এই

যথাহং সমতীতঞ্চ বর্ত্তমানঞ্চ সর্ব্বতঃ॥ ৫৩
আলোচ্যাজ্ঞাপয়েত্যুক্তে ততো জ্ঞাতং ময়াপি তৎ।
ততো ন দত্তবানর্ঘমহং তুভ্যং বিধানতঃ॥ ৫৪
সত্যং রাজন্ ত্বমর্ঘার্হঃ কুলে স্বায়ম্ভুবস্য চ।
তথাপি নার্ঘযোগ্যং ত্বাং মন্যামো বয়মুত্তমম্॥
রাজোবাচ।
কিং কৃতং হি ময়া ব্রহ্মন্ জ্ঞানাদজ্ঞানতোঽপি বা
যেন ত্বত্তোঽর্ঘমর্হামি নাহমভ্যাগতশ্চিরাৎ॥ ৫৬
ঋষিরুবাচ।
কিং বিস্মৃতং তে যৎ পত্নী ত্বয়া ত্যক্তা চ কাননে
পরিত্যক্তস্তয়া সার্দ্ধং ত্বয়া ধর্ম্মো নৃপাখিলঃ॥
পক্ষেণ কর্ম্মণো হাস্যা প্রয়াত্যস্পর্শতাং নরঃ!
বিণ্মূত্রৈর্বার্ষিকী যস্য হানিস্তে নিত্যকর্ম্মণঃ॥৫৭
পত্ন্যানুকূলয়া ভাব্যং যথাশীলেঽপি ভর্ত্তরি।
দুঃশীলাপি তথা ভার্য্যা পোষণীয়া নরেশ্বর॥৫৯
প্রতিকূলা হি সা পত্নী তস্য বিপ্রস্য যা হৃতা।
তথাপি ধর্ম্মকামোঽসৌ ত্বামুদ্যোতয়ত্যসৌ নৃপ॥
চলতঃ স্থাপয়স্যন্যান্ স্বধর্ম্মেষু মহীপতে।
ত্বাং স্বধর্ম্মাদ্বিচলিতং কোঽপরঃ স্থাপয়িষ্যতি॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
বিলক্ষ্যঃ স মহীপাল ইত্যুক্তস্তেন ধীমতা।
তথেত্যুক্ত্বা চ পপ্রচ্ছ হৃতাং পত্নীং দ্বিজন্মনঃ॥
ভগবন্ কেন নীতা সা পত্নী বিপ্রস্য কুত্র বা।
অতীতানাগতং বেত্তি জগত্যবিতথং ভবান্॥

শিষ্য, আমায় প্রতিবোধিত করিল। আমি যেরূপ অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয় সকল, প্রত্যক্ষই হউক বা পরোক্ষই হউক, সবিশেষ অবগত আছি, তদ্রূপ এই শিষ্যও আমার প্রসাদে জগতের যাবতীয় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয় অবগত আছে। এই শিষ্য "বিবেচনা-পূর্ব্বক আজ্ঞা প্রদান করুন" এই কথা বলিলে আমিও তৎসমস্ত জানিতে পারিলাম, সেই জন্যই আমি আপনাকে যথাবিধানে অর্ঘ্য প্রদান করিলাম না। রাজন্! আপনি স্বায়ম্ভুব মনুর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি অর্ঘযোগ্য ইহা সত্য; তথাপি আমরা আপনাকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না! ৪৭—৫৫। রাজা বলিলেন, ব্রহ্মন্! জ্ঞান অথবা অজ্ঞানে এমন কি করিয়াছি, যাহাতে আমি অভিনব আগন্তুক হইয়াও আপনার নিকটে অর্ঘযোগ্য হইলাম না? ঋষি বলিলেন, নৃপ! আপনি যে আপনার পত্নীকে কাননে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা কি সম্প্রতি বিস্মৃত হইতেছেন? জানিবেন যে, সেই পত্নীর সহিত সমস্ত ধর্ম্মকেও আপনার পরিত্যাগ করা হইয়াছে। আবার দেখুন,—বিমূত্রসংসর্গাদি-নিবন্ধন যাহার বার্ষিকী ক্রিয়া হানি হয়, সে ব্যক্তি সেই হানি জন্য জনসমাজে অস্পৃশ্য হইয়া থাকে; আর ভার্য্যা ব্যতিরেকে আপনার নিত্য কর্ম্মের হানি হইতেছে, ইহাতেও আপনার অর্ঘযোগ্যতা কতদূর তাহা আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন। নরনাথ! স্বামী যেরূপ চরিত্রেরই হউক না কেন, পতির অনুবর্ত্তিনী হওয়া যেরূপ পত্নীর উচিত, তদ্রূপ ভার্য্যা দুঃশীলা হইলেও তাহাকে ভরণপোষণ করা পতির একান্ত কর্ত্তব্য। দেখুন, বিপ্রের যে পত্নী হৃত হইয়াছে, সে তৎপ্রতি প্রতিকূলা হইলেও কেবল কর্ম্ম-কামনাবান্ বলিয়াই ঐ ব্রাহ্মণ তাহাকে এত অনুসন্ধান করিতেছেন। মহীপতে! যাহারা ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, আপনিই তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনি স্বয়ং স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে কে আপনাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে পারিবে? ৫৬—৬১। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ধীমান ঋষি এইরূপ বলিলে মহীপতি লজ্জিত হইয়া তৎসমস্ত স্বীকার করত অপহৃত দ্বিজপত্নীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, ভগবন্! জগতের যাবতীয় অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা আপনি যথার্থরূপে অবগত আছেন; এক্ষণে সেই বিপ্রপত্নীকে কে অপহরণ করিয়াছে এবং

ঋষিরুবাচ।

তাং জহারাদ্রিতনয়ো বলাকো নাম রাক্ষসঃ।
দ্রক্ষ্যসে চাদ্য তাং ভূপ উৎপলাবতকে বনে॥
গচ্ছ সংযোজয়াশু ত্বং ভার্য্যয়া হি দ্বিজোত্তমম্
হা পাপাস্পদতাং যাতু ত্বমিবাসৌ দিনে দিনে

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৯॥

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথারুরোহ স্বরথং প্রণিপত্য মহামুনিম্।
তেনাখ্যাতং বনং তচ্চ প্রযযাবুৎপলাবতম্॥ ১
যথাখ্যাতস্বরূপাঞ্চ ভার্য্যাং ভর্ত্রা দ্বিজস্য তাম্।
ভক্ষয়ন্তীং দদর্শাথ শ্রীফলানি নরেশ্বরঃ॥ ২
পপ্রচ্ছ চ কথং ভদ্রে ত্বমেতদ্বনমাগতা।
স্ফুটং ব্রবীহি বৈশালেরপি ভার্য্যা সুশর্ম্মণঃ॥ ৩

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

সুতাহমতিরাত্রস্য দ্বিজস্য বনবাসিনঃ।
পত্নী বিশালপুত্রস্য যস্য নাম ত্বয়োদিতম্॥ ৪
সাহং হৃতা বলাকেন রাক্ষসেন দুরাত্মনা।
প্রসুপ্তা ভবনস্যান্তে ভ্রাতৃ-মাতৃবিয়োজিতা॥ ৫
ভস্মীভবতু তদ্রক্ষো যেনাস্ম্যেবং বিযোজিতা
মাত্রা ভ্রাতৃভিরন্যৈশ্চ তিষ্ঠাম্যত্র সুদুঃখিতা॥ ৬
অস্মিন্ বনেঽতিগহনে তেনানীয়াহমুজ্ঝিতা।
ন বেদ্মি কারণং কিং তন্নোপভুঙ্ক্তে ন খাদতি

রাজোবাচ।

অপি তজ্জ্ঞায়তে রক্ষস্ত্বামুৎসৃজ্য ক বৈ গতম্
অহং ভর্ত্রা তবৈবাত্র প্রেষিতো দ্বিজনন্দিনি॥ ৮

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

অস্যৈব কাননস্যান্তে স তিষ্ঠতি নিশাচরঃ।
প্রবিশ্য পশ্যতু ভবান্ ন বিভেতি ততো যদি॥ ৯

কোথায় বা রাখিয়াছে, তাহা আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া দিউন। ঋষি বলিলেন ভূপতে! অদ্রিতনয় বলাক নামক রাক্ষস তাহাকে অপহরণ করিয়াছে, আপনি অদ্যই তাহাকে উৎপলাবত নামক বনে দেখিতে পাইবেন। প্রস্থান করুন,—দ্বিজোত্তমকে তদীয় ভার্য্যার সহিত শীঘ্র সংযোজিত করুন; উক্ত দ্বিজবরকে যেন আপনার ন্যায় দিন দিন পাপভাগী হইতে না হয়। ৬২—৬৫।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৯॥

সপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর উক্ত মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া স্বীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক রাজা উত্তম তদুপদিষ্ট উৎপলাবত নামক বনে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, পতি যেরূপ যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুরূপ রূপশালিনী দ্বিজপত্নী শ্রীফল ভক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে। আপনি কিরূপে এই বনে আগমন করিলেন? এবং আপনি বিশালতনয় সুশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের ভার্য্যা কিনা, তাহা স্পষ্ট বলুন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, আমি বনবাসী অতিরাত্র নামক ব্রাহ্মণের কন্যা এবং আপনি যে বিশালপুত্রের নাম করিলেন, আমি তাঁহারই পত্নী। আমি গৃহে নিদ্রিত ছিলাম, বলাক নামে দুরাত্মা রাক্ষস, ভ্রাতৃ-মাতৃ-বিয়োজিত করিয়া আমায় হরণ করিয়া আনিয়াছে। জননী, ভ্রাতৃগণ ও অন্য আত্মীয় সকলের সহিত বিযোজিত হইয়া সম্প্রতি আমায় দুঃখিতচিত্তে এখানে অবস্থিতি করিতে হইতেছে; যে আমার এই দশা করিয়াছে, সে রাক্ষস ভস্ম হউক। রাক্ষস আমায় এই বিজন বনে আনিয়া রাখিয়াছে; জানি না, কি কারণে সে আমায় ভোজন বা উপভোগ করে না ১—৭। রাজা বলিলেন, দ্বিজনন্দিনি! আপনার ভর্ত্তাই আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আপনি কি জানেন, সেই রাক্ষস আপনাকে এখানে পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি কোথায় গমন করিয়াছে? ব্রাহ্মণী বলিলেন, সেই নিশাচর এই কাননেরই প্রান্তভাগে অব-

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
প্রবিবেশ ততঃ সোঽথ তয়া বর্ত্মনি দর্শিতে।
দদৃশে পরিবারেণ সমবেতঞ্চ রাক্ষসম্ ॥১০
দৃষ্টমাত্রে ততস্তস্মিন্ ত্বরমাণঃ স রাক্ষসঃ।
দূরাদেব মহীং মূর্দ্ধ্না স্পৃশন্ পাদান্তিকং যযৌ॥১১
রাক্ষস উবাচ।
মমাত্রাগচ্ছতা গেহং প্রসাদস্তে মহান্ কৃতঃ।
প্রশাধি কিং করোম্যেষ বসামি বিষয়ে তব ॥১২
অর্ঘ্যঞ্চেমং প্রতীচ্ছ ত্বং স্থীয়তাঞ্চেদমাসনম্।
বয়ং ভৃত্যা ভবান্ স্বামী দৃঢ়মাজ্ঞাপয়স্ব মাম্॥১৩
রাজোবাচ।
কৃতমেব ত্বয়া সর্ব্বং সর্ব্বামেবাতিথিক্রিয়াম্।
কিমর্থং ব্রাহ্মণবধূস্ত্বয়ানীতা নিশাচর ॥১৪
নেয়ং সুরূপা সন্ত্যন্যা ভার্য্যার্থঞ্চেদ্ হৃতা ত্বয়া।
ভক্ষ্যার্থং চেৎ কথং নাত্তা ত্বয়ৈতৎ কথ্যতাং মম
রাক্ষস উবাচ।
ন বয়ং মানুষাহারা অন্যে তে নৃপ রাক্ষসাঃ।
সুকৃতস্য ফলং যৎ তু তদশ্নীমো বয়ং নৃপ ॥
স্বভাবঞ্চ মনুষ্যাণাং যোষিতাঞ্চ বিমানিতাঃ।
মানিতাশ্চ সমশ্নীমো ন বয়ং জন্তুখাদকাঃ ॥ ১৭
তদস্মাভির্নৃণাং ক্ষান্তিভুক্তা ক্রুধ্যন্তি তে তদা।
ভুক্তে দুষ্টে স্বভাবে চ গুণবন্তো ভবন্তি চ ॥১৮
সন্তি নঃ প্রমদা ভূপ রূপেণাপ্সরসাং সমাঃ।
রাক্ষস্যস্তাসু তিষ্ঠৎসু মানুষীষু রতিঃ কথম্ ॥
রাজোবাচ।
যদ্যেষা নোপভোগায় নাহারায় নিশাচর।
গৃহং প্রবিশ্য বিপ্রস্য তৎ কিমেষা হৃতা ত্বয়া ॥
রাক্ষস উবাচ।
মন্ত্রবিৎ স দ্বিজশ্রেষ্ঠো যজ্ঞে যজ্ঞে গতস্য মে।

স্থিতি করিতেছে; যদি তাহাকে ভয় না করেন, তবে প্রবেশ করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রাহ্মণী পথ প্রদর্শন করিলে রাজা তথায় প্রবেশপূর্ব্বক পরিবার পরিবেষ্টিত রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর রাজাকে দেখিবামাত্র সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দূর হইতেই মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিতে করিতে সেই রাক্ষস তাঁহার পদসমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, “আমার প্রতি মহারাজের মহা অনুগ্রহ যে, মহারাজ আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন। আমি আপনার রাজ্যে বাস করি; আমার প্রতি আজ্ঞা করুন, আমি কি করি? অর্ঘ প্রতিগ্রহ করুন, এই আসনে উপবেশন করুন। আপনি প্রভু, আমরা আপনার ভৃত্য; আপনি অকুণ্ঠিতচিত্তে আমার প্রতি আজ্ঞা প্রদান করুন। রাজা বলিলেন, নিশাচর! তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমস্তই সম্পন্ন করিয়াছ এবং যথোচিত অতিথি-সৎকারও করিয়াছ; কিন্তু কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণবধূ আনয়ন করিয়াছ; “ভার্য্যার্থ হরণ করিয়াছ” ইহাই বা কেমন করিয়া বলির! কারণ, এই ব্রাহ্মণ-পত্নী সুরূপা নহেন; সুতরাং তোমার এত রূপবতী ভার্য্যাসত্ত্বে ইহাকে আনিবে কেন? আর যদি ভক্ষণার্থই আনিয়া থাক, তবে কি নিমিত্ত ভোজন করিতেছ না, তাহা তুমি আমার নিকট বল। ৮—১৫। রাক্ষস বলিল, নৃপ! আমরা মনুষ্যভোজী রাক্ষস নহি; সে রাক্ষস স্বতন্ত্র। সুকৃতের যাহা ফল, আমরা তাহাই ভোজন করিয়া থাকি। সম্মানিত বা অপমানিত, যাহাই হই না কেন, সর্ব্বথা আমরা নর ও নারীগণের স্বভাব ভোজন করিয়া থাকি, আমরা জন্তুখাদক নহি। সুতরাং ক্ষমাগুণবিশিষ্ট স্বভাব ভোজন করিলে, মনুষ্যগণ ক্রুদ্ধ হয় এবং যখন দুষ্ট স্বভাব ভোজন করি, তখন তাহারা গুণবান্ হইয়া থাকে। ভূপাল! আমার অপ্সরঃসদৃশী রাক্ষসী ভার্য্যা অনেক আছে, তাহারা থাকিতে মানুষীর প্রতি অভিলাষ হইবে কেন? ১৬—১৯। রাজা বলিলেন, নিশাচর! যদি এই ব্রাহ্মণপত্নী তোমার উপভোগযোগ্যা বা আহারযোগ্যা না হইলেন তবে কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিয়া ইহাঁকে হরণ করিলে? রাক্ষস বলিল, নৃপ! সেই দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ মন্ত্রজ্ঞ;

রক্ষোঘ্নমন্ত্রপঠনাৎ করোত্যুচ্চাটনং নৃপ ॥ ২১
বয়ং বুভুক্ষিতাস্তস্য মন্ত্রোচ্চাটনকর্ম্মণা।
ক যামঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু স ঋত্বিগ্ ভবতি দ্বিজঃ ॥২২
ততোঽস্মাভিরিদং তস্য বৈকল্যমুপপাদিতম্।
পত্ন্যা বিনা পুমানিজ্যা-কর্ম্মযোগ্যো ন জায়তে
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
বৈকল্যোচ্চারণাৎ তস্য ব্রাহ্মণস্য মহামতেঃ।
ততঃ স রাজাতিভৃশং বিষণ্ণঃ সমজায়ত ॥ ২৫
বৈকল্যমেব বিপ্রস্য বদন্ মামেব নিন্দতি।
অনর্ঘমর্ঘস্য চ মাং সোঽপ্যাহ মুনিসত্তমঃ ॥২৫
বৈকল্যং তস্য বিপ্রস্য রাক্ষসোঽপ্যাহ মে যথা।
অপত্নীকতয়া সোঽহং সঙ্কটং মহদাস্থিতঃ ॥২৬
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবং চিন্তয়তস্তস্য পুনরপ্যাহ রাক্ষসঃ।
প্রণামনম্রো রাজানং বদ্ধাঞ্জলিপুটো মুনে ॥২৭

রাক্ষস উবাচ। (ক)
নরেন্দ্রাজ্ঞাপ্রদানেন প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মম।
ভৃত্যস্য প্রণতস্য ত্বং যুষ্মদ্বিষয়বাসিনঃ ॥২৮
রাজোবাচ।
স্বভাবং বয়মশ্নীমস্তয়োক্তং যন্নিশাচর।
তদর্থিনো বয়ং যেন কার্য্যেণ শৃণু তন্মম ॥২৯
অস্যাস্ত্বয়াদ্য ব্রাহ্মণ্যা দৌঃশীল্যমুপভুজ্যতাম্।
যেন ত্বয়াত্তদৌঃশীল্যা তদ্বিনীতা ভবেদিয়ম্ ॥৩০
নীয়তাং যস্য ভার্য্যেয়ং তস্য বেশ্ম নিশাচর।
অস্মিন্ কৃতে কৃতং সর্ব্বং গৃহমভ্যাগতস্য মে ॥৩১
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ স রাক্ষসস্তস্যাঃ প্রবিশ্যান্তঃ স্বমায়য়া।
ভক্ষয়ামাস দৌঃশীল্যং নিজশক্ত্যা নৃপাজ্ঞয়া ॥
দৌঃশীল্যোনাতিরৌদ্রেণ পত্নী তস্য দ্বিজন্মনঃ।

তিনি প্রায় সকল যজ্ঞেই গমনপূর্ব্বক 'রক্ষোঘ্ন' মন্ত্রপাঠ করিয়া আমায় উচ্চাটিত করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ সেইরূপ মন্ত্র দ্বারা আমাদিগের উচ্চাটন করিতে থাকিলে, আমরা বুভুক্ষিত হইয়া কোথায় যাইব? তিনি এই সকল যজ্ঞেই ঋত্বিক্ হইয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহার বৈকল্য (চিত্তোদ্বেগ) সম্পাদন করিয়াছি; কারণ পত্নী ব্যতিরেকে পুরুষ কখন যাগকার্য্যে সক্ষম হইতে পারে না। ২০—২৩। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, "মহামতি ব্রাহ্মণের বৈকল্য সম্পাদন করিয়াছি" রাক্ষসোক্ত এই বাক্য শ্রবণমাত্র রাজা সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। ভাবিলেন,—'বিপ্রের বৈকল্য হইয়াছে' এই বলিয়া রাক্ষস আমাকেই নিন্দা করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে সেই মুনিসত্তমও আমায় এই নিমিত্তই অর্ঘের অযোগ্য বলিয়াছেন, আর এক্ষণে এই রাক্ষসও, 'আমার ন্যায় পত্নীবিহীন হইয়া সেই ব্রাহ্মণের বৈকল্য হইয়াছে' বলিতেছে; সুতরাং পত্নীবিহীন হইয়া আমি ঘোর সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনে। রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজাকে নম্রভাবে প্রণাম করিয়া রাক্ষস পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, নরেন্দ্র! আমি আপনার রাজ্যের প্রজা, সুতরাং এই প্রণত ভৃত্যের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করিয়া অনুগ্রহ বিতরণ করুন। ২৪—২৮। রাজা বলিলেন, নিশাচর! তুমি যে বলিলে, "আমরা স্বভাব ভোজন করি", অতএব আমি যে কার্য্যের প্রার্থী, বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি সম্প্রতি এই ব্রাহ্মণীর দুশ্চরিত্রতা ভোজন কর। যেহেতু তোমাকর্ত্তৃক ইঁহার দুঃস্বভাব ভক্ষিত হইলে ইনি বিনীতা হইবেন। তদনন্তর হে নিশাচর! ইনি যাঁহার ভার্য্যা, তাঁহার গৃহেই ইঁহাকে রাখিয়া আইস। এইরূপ করিলে তোমাকর্ত্তৃক আমার আতিথ্যসৎকার সম্পাদিত হইবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর সেই রাক্ষস স্বীয় মায়াবলে সেই ব্রাহ্মণীর অন্তরে প্রবেশ করিয়া নৃপতির আদেশানুসারে নিজ শক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণীর দুঃস্বভাব ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। ২৯—৩২। তখন অতি প্রচণ্ড দুঃস্বভাব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া

(ক) পাঠান্তরে রাক্ষসোঽপি।

তেন সা সম্পরিত্যক্তা তমাহ জগতীপতিম্ ॥৩৩
স্বকর্ম্মফলপাকেন ভর্ত্তুস্তস্য মহাত্মনঃ।
বিযোজিতাহং তদ্ধেতুরয়মাসীন্নিশাচরঃ ॥ ৩৪
নাস্য দোষো ন বা তস্য মম ভর্ত্তুর্মহাত্মনঃ।
মমৈব দোষো নান্যস্য সুকৃতং হ্যুপভুজ্যতে ॥
অন্যজন্মনি কস্যাপি বিপ্রয়োগঃ কৃতো ময়া।
সোঽয়ং মমাপ্যুপগতঃ কো দোষোঽস্য মহাত্মনঃ
রাক্ষস উবাচ।
প্রাপয়ামি ভবাদেশাদিমাং ভর্ত্তৃগৃহং প্রভো।
যদন্যৎ করণীয়ং তে তদাজ্ঞাপয় পার্থিব ॥ ৩৭
রাজোবাচ।
অস্মিন্ কৃতে কৃতং সর্ব্বং ত্বয়া মে রজনীচর।
আগন্তব্যঞ্চ তে বীর কার্য্যকালে স্মৃতেন মে ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা তু তদ্রক্ষস্তামাদায় দ্বিজাঙ্গনাম্।
নিন্যে ভর্ত্তৃগৃহং শুদ্ধাং দৌঃশীল্যাপগমাৎ তদা

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঔত্তমমন্বন্তরেদ্বিজ-ভার্য্যানয়নং নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭০॥

সেই দ্বিজপত্নী রাজাকে বলিলেন, আমি স্বীয় কর্ম্মফল নিবন্ধন মহাত্মা স্বামীর সহিত বিযোজিতা হইয়াছি; এই নিশাচর তাহার কারণরূপী মাত্র। এই রাক্ষসের দোষ নাই এবং আমার সেই মহাত্মা পতিরও দোষ নাই; দোষ আমার ভিন্ন অপর কাহারও নহে; কারণ, স্বকৃত কর্ম্মের ফল অবশ্যই উপভোগ হইয়া থাকে। বোধ হয়, আমি অন্য জন্মে কাহারও বিয়োগ সাধন করিয়াছিলাম, তজ্জন্যই আমি এই স্বামিবিয়োগাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, এই মহাত্মা নিশাচরের দোষ কি? রাক্ষস কহিল, প্রভো! আপনার আদেশে এখনই ইহাঁর পতিগৃহে ইহাঁকে লইয়া যাইতেছি, হে রাজন! আজ্ঞা করুন, আপনার আর কি করিতে হইবে? রাজা কহিলেন, রাত্রিচর! এই কার্য্য করিলে তোমা কর্ত্তৃক আমার যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করা হইবে। হে বীর! তথাপি কার্য্যকালে আমায় স্মরণ করিলে তুমি উপ-

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তাং প্রেষয়িত্বা রাজাপি স্বভর্ত্তৃগৃহমঙ্গনাম্।
চিন্তয়ামাস নিশ্বস্য কিমত্র সুকৃতং ভবেৎ ॥ ১
অনর্ঘযোগ্যতাকষ্টং স মামাহ মহামনাঃ।
বৈকল্যং বিপ্রমুদ্দিশ্য তথাহায়ং নিশাচরঃ ॥ ২
সোঽহং কথং করিষ্যামি ত্যক্তা পত্নী ময়া হি সা
অথবা জ্ঞানদৃষ্টিং তং পৃচ্ছামি মুনিসত্তমম্ ॥ ৩
সঞ্চিন্ত্যেত্থং স ভূপালঃ সমারুহ্য চ তং রথম্।
যযৌ যত্র স ধর্ম্মাত্মা ত্রিকালজ্ঞো মহামুনিঃ ॥ ৪
অবরুহ্য রথাৎ সোঽথ তং সমেত্য প্রণম্য চ।

স্থিত হইও। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তৎপরে রাক্ষস তাহা স্বীকার করিয়া দুঃস্বভাব বিনাশহেতু বিশুদ্ধা সেই দ্বিজাঙ্গনাকে তাঁহার পতিগৃহে লইয়া গেল। ৩৩—৩৯।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা সেই ব্রাহ্মণ পত্নীকে স্বীয় পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করিলে ভাল হয়? সেই মহামনা মহর্ষি আমাকে "পত্নীবিয়োগ হেতু তুমি অর্ঘ পাইবার অনুপযুক্ত" এই বিষাদজনক বাক্য বলিয়াছিলেন, আর এই নিশাচরও বিপ্রকে লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ পত্নীবিয়োগজনিত বৈকল্যের বিষয় কহিল। আমি আমার পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছি, এখন আমি কি করি? অথবা আমি সেই জ্ঞানদৃষ্টি সম্পন্ন মুনিশ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই নরপতি রথারোহণপূর্ব্বক যথায় সেই ত্রিকালজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা মহামুনি বাস করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। তদনন্তর তিনি রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম

যথাবৃত্তং সমাচখ্যৌ রাক্ষসেন সমাগমম্॥ ৫
ব্রাহ্মণ্যা দর্শনঞ্চৈব দৌঃশীল্যাপগমং তথা।
প্রেষণং ভর্ত্তৃগৃহে চ কার্য্যমাগমনে চ যৎ॥ ৬

ঋষিরুবাচ।

জ্ঞাতমেতন্ময়া পূর্ব্বং যৎ কৃতং তে নরাধিপ।
কার্য্যমাগমনে চৈব মৎসমীপে তবাখিলম্॥ ৭
পৃচ্ছ মামিহ কিং কার্য্যং ময়েত্যুদ্বিগ্নমানসঃ।
ত্বয্যাগতে মহীপাল শৃণু কার্য্যঞ্চ যৎ ত্বয়া॥ ৮
পত্নী ধর্ম্মার্থকামানাং কারণং প্রবলং নৃণাম্।
বিশেষতশ্চ ধর্ম্মশ্চ সন্ত্যক্তস্ত্যজতা হি তাম॥ ৯
অপত্নীকো নরো ভূপ ন যোগ্যো নিজকর্ম্মণাম্
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যঃ শূদ্রোঽপি বা নৃপ
ত্যজতা ভবতা পত্নীং ন শোভনমনুষ্ঠিতম্।
অত্যাজ্যো হি যথা ভর্ত্তাস্ত্রীণাংভার্য্যাতথানৃণাম্

রাজোবাচ।

ভগবন্ কিং করোম্যেষ বিপাকো মম কর্ম্মণাম্
নানুকূলানুকূলস্য যস্মাৎ ত্যক্তা ততো ময়া॥১২
যদ্‌যৎ করোতি তৎ ক্ষান্তং দহ্যমানেন চেতসা
ভগবংস্তদ্বিয়োগার্ত্তি-বিভীতেনান্তরাত্মনা॥ ১৩
সাম্প্রতন্তু বনে ত্যক্তা ন বেদ্মি ক নু সা গতা
ভক্ষিতা বাপি বিপিনে সিংহ-ব্যাঘ্র-নিশাচরৈঃ॥

ঋষিরুবাচ।

ন ভক্ষিতা সা ভূপাল সিংহ-ব্যাঘ্র-নিশাচরৈঃ
সা ত্ববিপ্লুতচারিত্রা সাম্প্রতন্তু রসাতলে॥ ১৫

রাজোবাচ।

সা নীতা কেন পাতালমাস্তে সাদূষিতা কথম্।
অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ১৬

ঋষিরুবাচ।

পাতালে নাগরাজোঽস্তি প্রখ্যাতশ্চকপোতকঃ*

করত রাক্ষস-সমাগম, ব্রাহ্মণীর দর্শন, তাঁহার দুষ্টস্বভাব বিনাশ, তাঁহাকে পতিগৃহে প্রেরণ এবং তাঁহার পুনর্ব্বার আগমনের উদ্দেশ্য আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। ১—৬। ঋষি বলিলেন, হে নরাধিপ! আপনার কৃত কার্য্য এবং মৎসমীপে আপনার আগমনের যে উদ্দেশ্য, আমি তৎসমস্ত পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। তথাপি আপনি আমাকে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করুন, ইহাই উদ্বিগ্ন মানসে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। হে মহীপাল! সম্প্রতি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, তাহা শ্রবণ করুন। পত্নীই মনুষ্যগণের ধর্ম্মার্থকামসাধনের প্রবল কারণ, বিশেষতঃ ভার্য্যাত্যাগীরা ধর্ম্মকেও পরিত্যাগ করে। হে ভূপতে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র কেহই পত্নীত্যাগ করিয়া নিজ কর্ম্মানুষ্ঠানে সক্ষম নহে। হে নৃপতে! আপনি পত্নীত্যাগ করিয়া ভাল করেন নাই; যেরূপ স্ত্রীগণের পক্ষে পতি অত্যাজ্য, সেইরূপ ভার্য্যাকেও পুরুষগণের পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ৭—১১। রাজা কহিলেন, হে ভগবন! আমি কি করিব এই পত্নীপরিত্যাগ আমার পূর্ব্বজন্ম-কৃত কার্য্যের পরিণাম। আমি সর্ব্বদাই তৎপ্রতি অনুকূল; কিন্তু সে আমার প্রতি কিছুতেই অনুকূলা নহে, এই জন্যই আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। হে ভগবন্! তাহার বিয়োগ-জনিত যাতনায় আমার অন্তরাত্মা ভীত ও চিত্ত অনুতপ্ত হইতেছে বলিয়া সেই পত্নী যাহা যাহা অপ্রিয় আচরণ করিত, সে সমস্ত ক্ষমা করিয়াছি; কিন্তু সম্প্রতি বনে পরিত্যক্তা আমার সেই পত্নী কোথায় গমন করিয়াছে কিংবা বনে সিংহ ব্যাঘ্র বা রাক্ষস-গণ তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে, তাহা জানি না। ঋষি কহিলেন, হে রাজন্! সিংহ ব্যাঘ্র নিশাচরেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করে নাই। এক্ষণে আপনার সেই পত্নী বিশুদ্ধচরিত্রে রসাতলে বাস করিতেছেন। ১২—১৫। রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার সেই পত্নী কাহা কর্ত্তৃক পাতালে নীত হইল? আর কি প্রকারেই বা অদূষিতা হইয়া তথায় অব-স্থান করিতেছে? এই অত্যদ্ভুত বিষয় যথাযথ বর্ণন করুন। ঋষি বলিলেন, হে রাজন্! পাতালে কপোতক নামে বিখ্যাত

---

* প্রখ্যাতঃ শাঙ্গপোতক ইতি বা পাঠঃ।

তেন দৃষ্টা ত্বয়া ত্যক্তা ভ্রমমাণা মহাবনে ॥ ১৭
সা রূপশালিনী তেন সানুরাগেণ পার্থিব।
বেদিতার্থেন পাতালং নীতা সা যুবতী তদা ॥১৮
ততস্তস্য সুতা সুভ্রূর্নন্দা নাম মহীপতে।
ভার্য্যা মনোরমা চাস্য নাগরাজস্য ধীমতঃ ॥১৯
তয়া মাতুঃ সপত্নীয়ং সা ভবিত্রীতি শোভনা।
দৃষ্টা স্বগেহং সা নীতা গুপ্তা চান্তঃপুরে শুভা ॥
যদা তু যাচিতা নন্দা ন দদাতি নৃপোত্তরম্।
মূকা ভবিষ্যসীত্যাহ তদা তাং তনয়াং পিতা ॥
এবং শপ্তা সুতা তেন সা চাস্তে তত্র ভূপতে।
নীতা তেনোরগেন্দ্রেণ ধৃতা তৎসুতয়া সতী ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো রাজা পরং হর্ষমবাপ্য তমপৃচ্ছত।
দ্বিজবর্য্যং স্বদৌর্ভাগ্য-কারণং দয়িতাং প্রতি ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বলোকস্য ময়ি প্রীতিরনুত্তমা।
কিং নু তৎ কারণং যেন স্বপত্নী নাতিবৎসলা ॥
মম চাসাবতীবেষ্টা প্রাণেভ্যোঽপি মহামুনে *
সা চ মাং প্রতি দুঃশীলা ব্রূহি যৎ কারণং দ্বিজ

ঋষিরুবাচ।

পাণিগ্রহণকালে ত্বং সূর্য্য-ভৌম-শনৈশ্চরৈঃ।
শুক্র-বাচস্পতিভ্যাঞ্চ তব ভার্য্যাবলোকিতা ॥
তন্মুহূর্ত্তেঽভবচ্চন্দ্রস্তস্যাঃ সোমসুতস্তথা।
পরস্পরবিপক্ষৌ তৌ ততঃ পার্থিব তে ভৃশম্ ॥
তদ্গচ্ছ ত্বং স্বধর্ম্মেণ পরিপালয় মেদিনীম্।
পত্নীসহায়ঃ সর্ব্বাশ্চ কুরু ধর্ম্মবতীঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তে প্রণিপত্যৈনমারুহ্য স্যন্দনং ততঃ।
উত্তমঃ পৃথিবীপাল আজগাম নিজং পুরম্ ॥২৯

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঔত্তমমন্বন্তরে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

নাগরাজ বাস করেন, তিনি আপনা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা আপনার সেই রূপশালিনী যুবতী ভার্য্যাকে মহাবনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, তৎপ্রতি অনুরাগী হইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে পাতালে লইয়া গিয়াছেন। হে মহীপতে! সেই প্রখর-বুদ্ধি নাগরাজের সুন্দরী কন্যার নাম নন্দা। আর তাঁহার ভার্য্যার নাম মনোরমা। সেই নাগকন্যা নন্দা এই সুন্দরীকে স্বীয় মাতার ভবিষ্যৎ সপত্নী দেখিয়া অন্তঃপুরে স্বকীয় গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। ১৬—২০। নাগরাজ যখন নন্দার নিকট সেই সুন্দরীর জন্য প্রার্থনা করিলেন, তখন নন্দা তাঁহাকে কোন উত্তর করেন নাই। তদনন্তর পিতা নাগরাজ সেই তনয়াকে বলিলেন, "তুমি বাক্‌শক্তিবিহীনা হইবে।" হে ভূপতে! সেই নাগরাজকন্যা নন্দা পিতাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্তা হইয়াছেন এবং সেই উরগেন্দ্রকর্ত্তৃক পাতালনীতা সেই সতী তাঁহার সুতা কর্ত্তৃক ধৃতা হইয়া রহিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর রাজা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে তাঁহার নিজের প্রতি প্রিয়ার অপ্রিয়ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন, হে ভগবন্! আমার প্রতি সর্ব্বলোকের অত্যুত্তমা প্রীতি আছে। কিন্তু আমার স্বীয় পত্নী আমার প্রতি অনুরক্তা নহে, তাহার কারণ কি? হে মহামুনে! আমার সেই পত্নী প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তরা হইলেও; যে কারণে আমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহারকারিণী, তাহা বলুন। ঋষি কহিলেন, বিবাহসময়ে আপনি রবি, মঙ্গল ও শনৈশ্চর কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং আপনার ভার্য্যা শুক্র ও বৃহস্পতি কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়াছিলেন আর সেই মুহূর্ত্তে আপনার পত্নীর চন্দ্র ও আপনার বুধ ইঁহারা পরস্পর অত্যন্ত বিপক্ষ ছিলেন। এক্ষণে গমন করুন এবং স্বধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবী প্রতিপালন ও ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহামনা ঋষি এইরূপ বলিলে পর পৃথিবীপাল উত্তম তাঁহাকে প্রণি-

---

* গর্ব্বীয়সীতি বা পাঠঃ

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ স্বনগরং প্রাপ্য তং দদর্শ দ্বিজং নৃপঃ।
সমেতং ভার্য্যয়া চৈব শীলবত্যা মুদান্বিতম্॥ ১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

রাজবর্য্য কৃতার্থোঽস্মি যতো ধর্ম্মো হি রক্ষিতঃ
ধর্ম্মজ্ঞেনেহ ভবতা ভার্য্যামানয়তা মম॥ ২

রাজোবাচ।

কৃতার্থস্ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিজধর্ম্মানুপালনাৎ।
বয়ং সঙ্কটিনো বিপ্র যেষাং পত্নী ন বেশ্মনি॥ ৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নরেন্দ্র সা হি বিপিনে ভক্ষিতা শ্বাপদৈর্যদি।
অলং তয়া কিমন্যস্যা ন পাণির্গৃহ্যতে ত্বয়া।
ক্রোধস্য বশমাগম্য ধর্ম্মো ন রক্ষিতস্ত্বয়া॥ ৪

রাজোবাচ।

ন ভক্ষিতা মে দয়িতা শ্বাপদৈঃ সা হি জীবতি।
অবিদূষিতচারিত্রা কথমেতৎ করোম্যহম্॥ ৫

ব্রাহ্মণ উবাচ।

যদি জীবতি তে ভার্য্যা ন চৈব ব্যভিচারিণী।
তদপত্নীকতাজন্ম কিং পাপং ক্রিয়তে ত্বয়া॥ ৬

রাজোবাচ।

আনীতাপি হি সা বিপ্র প্রতিকূলা সদৈব মে।
দুঃখায় ন সুখায়ালং তস্যা মৈত্রী ন বৈ ময়ি।
তথা ত্বং কুরু যত্নং মে যথা সা বশগামিনী॥ ৭

ব্রাহ্মণ উবাচ।

তব সম্প্রীতয়ে তস্যা বরেষ্টিরুপকারিণী।
ক্রিয়তে মিত্রকামৈর্যা মিত্রবিন্দাং করোমি তাম্
অপ্রীতয়োঃ প্রীতিকরী সা হি সঞ্জননী পরম্।
ভার্য্যা-পত্যোর্মনুষ্যেন্দ্র তাং তবেষ্টিং করোম্যহম্

পাত করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বপুরে আগমন করিলেন। ২১—২৯।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭১॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর নৃপতি উত্তম স্বনগরে গমন করিয়া সেই দ্বিজকে সুশীলা ভার্য্যার সহিত অবস্থিত ও হর্ষান্বিত দেখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিলেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমি কৃতার্থ হইয়াছি। কারণ, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়াই আমার ভার্য্যা আনয়ন করিয়া আমার ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। রাজা বলিলেন, হে দ্বিজবর! নিজ ধর্ম্ম প্রতিপালন হেতু আপনি কৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু হে বিপ্র! আমার আলয়ে পত্নী নাই, সুতরাং আমি অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে নরেন্দ্র! যদি বনে শ্বাপদগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে, তবে তাঁহার প্রাপ্তি-আশা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেছেন না কেন? আপনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতেছেন না। রাজা বলিলেন, আমার পত্নী শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় নাই, এখনও বিশুদ্ধচরিত্রে জীবিত আছে; কেমন করিয়া আমি দারপরিগ্রহ করিব? ব্রাহ্মণ কহিলেন, যদি আপনার পত্নী এখনও অব্যভিচারিণী ও জীবিতা আছেন, তবে পত্নী পরিত্যাগ করিয়া পাপ করিতেছেন কেন? রাজা বলিলেন, হে বিপ্র! আমার পত্নীকে আনয়ন করিলেও সর্ব্বদাই সে আমার প্রতিকূলা হইবে; তাহা সুখের কারণ নহে, কেবল দুঃখেরই কারণ; যেহেতু আমার প্রতি তাহার সৌহৃদ্য নাই। যাহাতে আমার সেই পত্নী, আমার বশবর্ত্তিনী হয়, তাহাতে যত্ন করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, মিত্রতাকামিগণ যে উপকারী শ্রেষ্ঠ-যজ্ঞ করিয়া থাকেন, আমি আপনার এবং আপনার পত্নীর সম্প্রীতির জন্য সেই "মিত্রবিন্দা" নাম্নী ইষ্টি করিব। হে মনুজেন্দ্র! অসন্তুষ্ট দম্পতীর প্রীতিকরী এবং পরমা উৎপাদিকাশক্তিদায়িনী সেই ইষ্টি আপনার নিমিত্ত করিব! হে মহীপতে! আপনার সেই সুভ্রু ভার্য্যা যেস্থানে অবস্থান করিতে-

যত্র তিষ্ঠতি সা সুভ্রুস্তব ভার্য্যা মহীপতে।
তস্মাদানীয়তাং সা তে পরাং প্রীতিমুপৈষ্যতি
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্তঃ স তু সম্ভারানশেষানবনীপতিঃ।
আনিনায় চকারেষ্টিং স চ তাং দ্বিজসত্তমঃ ॥১১
সপ্তকৃত্বঃ স তু তদা চকারেষ্টিং পুনঃপুনঃ।
তস্য রাজ্ঞো দ্বিজশ্রেষ্ঠো ভার্য্যাসম্পাদনায় বৈ
যদারোপিতমৈত্র্যাং তামমন্যত মহামুনিঃ।
স্বভর্ত্তরি তদা বিপ্রস্তমুবাচ নরাধিপম্ ॥ ১৩
আনীয় তাং নরশ্রেষ্ঠ যা তবেষ্টাত্মনোঽন্তিকম্
ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাংস্তয়া সার্দ্ধং যজ্ঞ যজ্ঞাংস্তথাদৃতঃ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ ভূপালো বিস্মিতস্তদা।
সস্মার তং মহাবীর্য্যং সত্যসন্ধং নিশাচরম্ ॥১৫
স্মৃতস্তেন তদা সদ্যঃ সমুপেত্য নরাধিপম্।
কিং করোমীতি সোঽপ্যাহ প্রণিপত্য মহামুনে

ততস্তেন নরেন্দ্রেণ বিস্তরেণ নিবেদিতে।
গত্বা পাতালমাদায় রাজপত্নীমুপাযযৌ ॥ ১৭
আনীতা চাতিহার্দ্দেন সা দদর্শ তদা পতিম্।
উবাচ চ প্রসীদেতি ভূয়ো ভূয়ো মুদান্বিতা ॥ ১৮
ততঃ স রাজা রভসা পরিষজ্যাহ মানিনীম্।
প্রিয়ে প্রসন্ন এবাহং ভূয়োঽপ্যেবং ব্রবীষি কিম্
পত্ন্যুবাচ।
যদি প্রসাদপ্রবণং নরেন্দ্র ময়ি তে মনঃ।
তদেতদভিযাচে ত্বাং তৎ কুরুষ্ব মমার্হণম্ ॥২০
রাজোবাচ।
নিঃশঙ্কং ব্রূহি মত্তো যত্তবত্যা কিঞ্চিদীপ্সিতম্
তদলভ্যং ন তে ভীরু তবায়ত্তোঽস্মি নান্যথা ॥
পত্ন্যুবাচ।
মদর্থং তেন নাগেন সুতা শপ্তা সখী মম।
মূকা ভবিষ্যসীত্যাহ সা চ মূকত্বমাগতা ॥ ২২

ছেন, তথা হইতে তাঁহাকে আনয়ন করুন; তিনি আপনার প্রতি প্রীতি প্রাপ্ত হইবেন। ১—১০। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সেই অবনীপতি উত্তম, ব্রাহ্মণবচন শ্রবণ করিয়া, অশেষ-দ্রব্য সম্ভার আনয়ন করিয়াছিলেন এবং সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠও উল্লিখিত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তখন সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেই রাজার ভার্য্যার সুশীলতা-সম্পাদন হেতু পুনঃপুনঃ সপ্তবার সেই যজ্ঞ করিলেন। যখন মহামুনি সেই রাজমহিষীকে স্বীয় পতির প্রতি অনুরাগিণী বুঝিলেন, তখন রাজাকে বলিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার সেই প্রিয়া ভার্য্যাকে আপনার সমীপে আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত সংসারভোগ উপভোগ করুন এবং যত্ন সহকারে যজ্ঞ সকল সম্পাদন করুন। ১১—১৪। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সেই বিপ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তৎকালে মহাবীর্য্য সত্যপ্রতিজ্ঞ সেই নিশাচরকে স্মরণ করিলেন। হে মহামুনে! স্মরণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই নিশাচর তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কি করিব?" তদনন্তর সেই নরেন্দ্র সবিশেষ বিজ্ঞাপন করিলে, নিশাচর পাতালে গমনপূর্ব্বক রাজপত্নীকে লইয়া উপস্থিত হইল। তিনি আনীতা হইয়া হৃদ্গত প্রণয়াতিশয্য সহকারে স্বীয় পতিকে দর্শন করিলেন এবং প্রীতিসমন্বিতা হইয়া "আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" ইহাই বারংবার বলিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই রাজা ঔৎসুক্য সহকারে মানিনী পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "হে প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি প্রসন্নই আছি; তুমি বার বার বলিতেছ কেন? রাজপত্নী বলিলেন, হে নরেন্দ্র! যদ্যপি আপনার মন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি প্রার্থনা করি, আপনি আমার যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করুন। ১৫—২০। রাজা বলিলেন,—ভীরু! তোমার ঈপ্সিত বিষয় নিঃশঙ্কভাবে বর্ণন কর, আমার নিকট তোমার কিছুই অলভ্য নাই। আমিই তোমার অধীন; ইহার অন্যথা নাই। রাজপত্নী বলিলেন, আমার সখী নাগরাজ-

তস্যাঃ প্রতিক্রিয়াং প্রীত্যা মম শক্নোতি চেত্তবান্।
বাধিঘাত প্রশান্ত্যর্থং ততঃ কিং ন কৃতং মম ॥২৩
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ স রাজা তং বিপ্রমাহাস্মিন্ কীদৃশী ক্রিয়া
তন্মূকতাপনোদায় স চ তং প্রাহ পার্থিবম্ ॥২৪
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ভূপ সারস্বতীমিষ্টিং করোমি বচনাৎ তব।
পত্নী তবেয়মানৃণ্যং যাতু তদ্বাক্প্রবর্ত্তনাৎ ॥ ২৫
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইষ্টিং সারস্বতীং চক্রে তদর্থং স দ্বিজোত্তমঃ।
সারস্বতানি সূক্তানি জজাপ চ সমাহিতঃ ॥ ২৬
ততঃ প্রবৃত্তবাক্যাং তাং গর্গঃ প্রাহ রসাতলে।
উপকারঃ সখীভর্ত্রা কৃতোঽয়মতিদুষ্করঃ ॥ ২৭
ইত্থং জ্ঞানং সমাসাদ্য নন্দা শীঘ্রগতিঃ পুরম্।
ততো রাজ্ঞীং পরিষজ্য স্বসখীমুরগাত্মজা ॥২৭

তস্ক সংস্তূয় ভূপালং কল্যাণোক্ত্যা পুনঃপুনঃ।
উবাচ মধুরং নাগী কৃতাসনপরিগ্রহা ॥ ২৯
উপকারঃ কৃতো বীর ভবতা যো মমাধুনা।
তেনাস্ম্যাকৃষ্টহৃদয়া যদ্ব্রবীমি শৃণুষ তৎ ॥ ৩০
তব পুত্রো মহাবীর্য্যো ভবিষ্যতি নরাধিপ।
তস্যাপ্রতিহতং চক্রমস্যাং ভুবি ভবিষ্যসি ॥৩১
সর্ব্বার্থশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞো ধর্ম্মানুষ্ঠানতৎপরঃ।
মন্বন্তরেশ্বরো ধীমান্ ভবিষ্যতি স বৈ মনুঃ ॥৩২
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ নাগরাজসুতা ততঃ।
সখীং তাং সম্পরিষজ্য পাতালমগমন্মুনে ॥৩৩
তত্র তস্য তয়া সার্দ্ধং রমতঃ পৃথিবীপতেঃ।
জগাম কালঃ সুমহান্ প্রজাঃ পালয়তস্তথা ॥৩৪
ততঃ স তস্যাং তনয়ো জজ্ঞে রাজ্ঞো মহাত্মনঃ
পৌর্ণমাস্যাং যথা কান্তশ্চন্দ্রঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ ॥৩৫
তস্মিন জাতে মুদং প্রাপুঃ প্রজাঃ সর্ব্বা মহাত্মনি।

দুহিতা আমার জন্যই নাগরাজকর্ত্তৃক "তুমি মূকা হইবে" এইরূপ অভিশপ্তা হইয়া বাক্শক্তিবিহীনা হইয়াছেন। আপনি আমার প্রতি প্রীতি হেতু যদি তাঁহার মূকতা-প্রশমনার্থে প্রতিকার করিতে সক্ষম হন; তাহা হইলে মৎসম্বন্ধে কি না করা হইল? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তদনন্তর রাজা সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাগরাজকন্যার মূকতাপনোদন জন্য এক্ষণে কিরূপ ক্রিয়া আবশ্যক? ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিলেন, হে ভূপাল! আপনার বচনানুসারে সারস্বতী ইষ্টি করিব; আপনার এই পত্নী তাঁহার বাক্-প্রবর্ত্তন হেতু ঋণ-মুক্তা হউন। ২১—২৫। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ তজ্জন্য সারস্বতী ইষ্টি আরম্ভ করিলেন এবং সমাহিত হইয়া সারস্বত-সূক্ত সকল জপ করিলেন। তদনন্তর গর্গ ঋষি রসাতলে সেই প্রবৃত্ত-বাক্যা নাগকন্যাকে বলিলেন, তোমার সখীর পতি তোমার এই দুষ্কর উপকার করিয়াছেন। নাগকন্যা নন্দা ইহা জানিতে পারিয়া শীঘ্রগতি সেই পুরে গমনপূর্ব্বক স্বীয় সখী রাজ্ঞীকে আলিঙ্গন এবং সেই ভূপালের গুণ গান করিয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক কল্যাণবাক্য দ্বারা সুমিষ্টভাবে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, হে বীর! অধুনা আপনা কর্ত্তৃক আমার যে উপকার সাধিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আকৃষ্ট-হৃদয়া হইয়া আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! আপনার মহাবীর্য্য পুত্র জন্মিবে এবং এই পৃথিবীমণ্ডলে তাহার অপ্রতিহত রাজ্যমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইবে; আপনার সর্ব্বার্থ-শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর সেই ধীমান্ পুত্র মন্বন্তরাধিপতি মনু হইবে। হে মুনে! তদনন্তর নাগরাজসুতা নন্দা তাঁহাকে সেইরূপ বর প্রদান করিয়া এবং সখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া পাতালে গমন করিলেন। ২৬—৩৩। তাহার সহিত রমণপর সেই ধরাধীশ্বর প্রজাপালন করিতে করিতে বহুকাল যাপন কলিলেন। অনন্তর রাজ্ঞীর গর্ভে মহাত্মা নরপতির পূর্ণিমায় সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় কমনীয়-কান্তি একটী পুত্র জন্মিল। সেই মহাত্মার জন্মগ্রহণে সমস্ত

দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ ॥৩৬
তস্য দৃষ্ট্বা বপুঃ কান্তং ভবিষ্যং শীলমেব চ।
উত্তমশ্চেতি মুনয়ো নাম চক্রুঃ সমাগতাঃ ॥৩৭
জাতোঽয়মুত্তমে বংশে তত্র কালে তথোত্তমে
উত্তমারয়বস্তেন ঔত্তমোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥৩৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উত্তমস্য সুতঃ সোঽথ নাম্না খ্যাতস্তথৌত্তমঃ।
মনুরাসীৎ তৎপ্রভাবো ভাগুরে শ্রূয়তাং মম॥
উত্তমাখ্যানমখিলং জন্ম চৈবোত্তমস্য চ।
নিত্যং শৃণোতি বিদ্বেষং স কদাচিন্ন গচ্ছতি॥
ইষ্টৈর্দারৈস্তথা পুত্রৈর্বন্ধুভির্বা কদাচন।
বিয়োগো নাস্য ভবিতা শৃণ্বতঃ পঠতোঽপি বা
তস্য মন্বন্তরং ব্রহ্মন্ বদতো মে নিশাময়।
শ্রূয়তাং তত্র যশ্চেন্দ্রো যে চ দেবাস্তথর্ষয়ঃ॥৪২

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঔত্তমমন্বন্তরে
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

প্রজাবর্গ আনন্দ লাভ করিয়াছিল; দেব-দুন্দুভি সকল নাদিত হইয়াছিল এবং পুষ্প-বৃষ্টি হইয়াছিল। সমাগত মুনিগণ তাঁহার কান্তি সন্দর্শন করিয়া এবং ভাবী স্বভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, "উত্তম" নামে তাঁহার নাম-করণ করিলেন। মুনিগণ বলিলেন, এই মহাত্মা উত্তম বংশে উত্তম কালে উত্তম-অব-য়বসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, ইনি ঔত্তম নামে বিখ্যাত হইবেন। মার্ক-ণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনে ভাগুরে! পক্ষান্তরে "উত্তমের পুত্র" তজ্জন্যই তিনি ঔত্তম নামে অভিহিত হইয়া, মনু হইয়াছিলেন; এক্ষণে আমার নিকট তাঁহার প্রভাব শ্রবণ কর। উত্তম নৃপতির আখ্যান ও ঔত্তম মনুর জন্মবৃত্তান্ত যিনি শ্রবণ করেন, তিনি কখনই বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয় না। যিনি ইহা শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন, তাঁহাকে কখনই ইষ্ট, পুত্র, কলত্র কিংবা বন্ধুবর্গের বিয়োগ সহ্য করিতে হয় না। তাঁহার মন্বন্তর বিষয় বলিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর। তৎকালে যে ইন্দ্র, যে সকল দেবতা ও যে সকল ঋষি ছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। ৩৪—৪২।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মন্বন্তরে তৃতীয়েঽস্মিন্নৌত্তমস্য প্রজাপতেঃ।
দেবানিন্দ্রমৃষীন্ ভূপান্ নিবোধ গদতো মম ॥১
স্বধামানস্তথা দেবা যথানামানুকারিণঃ।
সত্যাখ্যশ্চ দ্বিতীয়োঽন্যস্ত্রিদশানাং তথা গণঃ
তৃতীয়ে তু গণে দেবাঃ শিবাখ্যা মুনিসত্তম।
শিবাঃ স্বরূপতস্তে তু শ্রুতাঃ পাপপ্রণাশনাঃ ॥৩
প্রতর্দ্দনাখ্যশ্চ গণো দেবানাং মুনিসত্তম।
চতুর্থস্তত্র কথিত ঔত্তমস্যান্তরে মনোঃ ॥৪
বশবর্ত্তিনঃ পঞ্চমেঽপি দেবাস্তত্র গণে দ্বিজ।
যথাখ্যাতস্বরূপাস্তু সর্ব্ব এব মহামুনে ॥ ৫
এতে দেবগণাঃ পঞ্চ স্মৃতা যজ্ঞভুজস্তথা।
মন্বন্তরে মনুশ্রেষ্ঠ সর্ব্বে দ্বাদশকা গণাঃ ॥ ৬

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মুনে! ঔত্তম প্রজা-পতির এই তৃতীয় মন্বন্তরের ইন্দ্র, দেবগণ ও ঋষিগণের বিষয় বলিতেছি, আমার নিকট অবগত হও। প্রথম গণে স্বধামা নামক দেবগণ নামানুরূপ স্বীয় জ্যোতিতে আলোকিত এবং দেবতাদিগের দ্বিতীয় গণে সত্য নামে খ্যাত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তৃতীয় গণে দেবতারা শিব নামে খ্যাত; তাঁহা-দিগের নাম শ্রবণমাত্রেই তাঁহারা পাপ নাশ করিয়া "শিব" নামের যথার্থতা সম্পাদন করেন। হে মুনিবর! ঔত্তম মন্বন্তরে দেবতাদিগের চতুর্থগণ প্রতর্দ্দন নামে প্রসিদ্ধ। হে মুনিসত্তম! পঞ্চমগণে বশ-বর্ত্তী নামক দেবতাগণ; তাঁহারা সকলেই নামানুরূপ কার্য্যকারী। মুনিবর! এই মন্বন্তরে যজ্ঞভুক্ দেবগণের পঞ্চবিধ গণ ও

তেষামিন্দ্রো মহাভাগস্ত্রৈলোক্যে স গুরুর্ভবেৎ
শতং ক্রতুনামাহৃত্য সুশান্তির্নাম নামতঃ ॥ ৭
যস্যোপসর্গনাশায় নামাক্ষরবিভূষিতা।
অদ্যাপি মানবৈর্গাথা গীয়তে তু মহীতলে ॥ ৮
সুশান্তির্দেবরাট্ কান্তঃ সুশান্তিং স প্রযচ্ছতি ॥
সহিতঃ শিবসত্যাদ্যৈস্তথৈব বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৯
অজঃ পরশুচির্দিব্যো মহাবলপরাক্রমাঃ।
পুত্রাস্তস্য মনোরাসন্ বিখ্যাতাস্ত্রিদশোপমাঃ ॥
তৎসূতিসম্ভবৈর্ভূমিঃ পালিতাভূন্নরেশ্বরঃ।
যাবন্মন্বন্তরং তস্য মনোরুত্তমতেজসঃ ॥ ১১
চতুর্যুগাণাং সংখ্যাতা সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞানাং যান্যুক্তানি যুগে ময়া ॥১২
স্বতেজসা হি তপসো বরিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
তনয়াশ্চান্তরে তস্মিন্ সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন ॥১৩
তৃতীয়মেতৎ কথিতং তব মন্বন্তরং ময়া।
তামসস্য চতুর্থন্তু মনোরন্তরমুচ্যতে ॥ ১৪
বিযোনিজন্মনো যস্য যশসা দ্যোতিতং জগৎ
জন্ম তস্য মনোর্ব্রহ্মন্ শ্রূয়তাং গদতো মম ॥১৫
অতীন্দ্রিয়মশেষাণাং মনূনাং চরিতং তথা।
তথা জন্মাপি বিজ্ঞেয়ং প্রভাবশ্চ মহাত্মনাম্ ॥১৬

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঔত্তমমন্বন্তরং নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

রাজাভূদ্ভুবি বিখ্যাতঃ স্বরাষ্ট্রো নাম বীর্য্যবান্
অনেকযজ্ঞকৃৎ প্রাজ্ঞঃ সংগ্রামেষপরাজিতঃ ॥১
তস্যায়ুঃ সুমহৎ প্রাদাৎ মন্ত্রিণারাধিতো রবিঃ।
পত্নীনাঞ্চ শতং তস্য ধন্যানামভবৎ দ্বিজ ॥ ২
তস্য দীর্ঘায়ুষঃ পত্ন্যো নাতিদীর্ঘায়ুষো মুনে।

প্রত্যেক গণেই দ্বাদশ দ্বাদশটী দেবতা আছেন। ১—৬। সেই দেবগণের "সুশান্তি" নামধারী মহাভাগ ইন্দ্র শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ত্রৈলোক্যগুরু হন। এই দেবরাজ সুশান্তির নামাক্ষর-বিভূষিত সেই গাথা মহীতলে মানবগণ অদ্যাপি গান করিয়া থাকে, "সেই কান্তিমান্ দেবরাজ সুশান্তি শিবসত্যাদি দেবগণের সহিত সুশান্তি প্রদান করেন। বশবর্ত্তী নামক দেবগণও তদ্রূপ করিয়া থাকেন" এই মনুর অজ, পরশুচি ও দিব্য নামে দেবোপম বিখ্যাত মহাবলপরাক্রান্ত তিন পুত্র ছিলেন। যতদিন সেই উত্তমতেজা মনুর মন্বন্তর ছিল ততকাল তাঁহার বংশজাত সন্তান-সন্ততিগণ নরেশ্বর হইয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। ৭—১১। যুগকথনকালে সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ কথিত হইয়াছে, কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি উক্ত চতুর্যুগে মন্বন্তর-কাল নির্দিষ্ট। স্বকীয় তেজোবলে বরিষ্ঠ তপোনামা মহাত্মার সাত পুত্র ঔত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন। মৎকর্ত্তৃক এই তৃতীয় মন্বন্তর কথিত হইল। এক্ষণে তামসমনুর চতুর্থ মন্বন্তর কথিত হইতেছে। বিভিন্ন-যোনি-জাত যে মনুর যশ দ্বারা জগৎ আলোকিত হইয়াছিল, সেই মনুর জন্মবৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সকল মহাত্মা বিবিধ মনুগণের চরিত, তাঁহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁহাদিগের প্রভাব বিশেষরূপে জানা উচিত। ১২—১৬।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনেক যজ্ঞকারী, জ্ঞানসম্পন্ন, সংগ্রামে অপরাজিত, বীর্য্যবান্ স্বরাষ্ট্র নামে জগদ্বিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। হে দ্বিজ! তাঁহার মন্ত্রিকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া, সূর্য্য তাঁহাকে সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। সেই ভূপতির সুশোভনা শত পত্নী লাভ হইয়াছিল। কিন্তু হে মুনে! সেই দীর্ঘায়ুঃ রাজার পত্নীগণ অতি দীর্ঘায়ু

কালেন জগ্মুর্নিধনং ভৃত্য-মন্ত্রিজনাস্তথা ॥ ৩
স ভার্য্যাভিস্তথাযুক্তো ভৃত্যৈশ্চ সহজন্মভিঃ।
উদ্বিগ্নচেতাঃ সম্প্রাপ বীর্য্যহানিমহর্নিশম্ ॥ ৪
তং বীর্য্যহীনং নিভৃতৈর্ভৃত্যৈস্ত্যক্তং সুদুঃখিতম্
অনন্তরো বিমর্দ্দাখ্যো রাজ্যাচ্চাবিতবাংস্তদা ॥ ৫
রাজ্যাচ্চ্যুতঃ সোঽপি এবং গত্বা নির্ব্বিণ্ণমানসঃ
তপস্তেপে মহাভাগো বিতস্তাপুলিনে স্থিতঃ ॥ ৬
গ্রীষ্মে পঞ্চতপা ভূত্বা বর্ষাস্বভ্রকবাসিকঃ।
জলশায়ী চ শিশিরে নিরাহারো যতব্রতঃ ॥ ৭
ততস্তপস্যতস্তস্য প্রাবৃট্‌কালে মহাপ্লবঃ।
বভূবানুদিনং মেঘৈর্বর্ষদ্ভির্নুসন্ততম্ ॥ ৮
ন দিগ্বিজ্ঞায়তে পূর্ব্বা দক্ষিণা বা ন পশ্চিমা।
নোত্তরা তমসা সর্ব্বমনুলিপ্তমিবাভবৎ ॥ ৯
ততোঽতিপ্লবনে ভৃশং স নদ্যাঃ প্রেরিতস্তটম্ ॥
প্রার্থয়ন্নপি নাবাপ হ্রিয়মাণোঽতিবেগিনা ॥ ১০
অথ দূরে জলৌঘেন হ্রিয়মাণো মহীপতিঃ।
আসসাদ জলে রৌহীং স পুচ্ছে জগৃহে চ তাম্
তেন প্রবেন স যথাবুহ্যমানো মহীতলে *।
ইতশ্চেতশ্চান্ধকারে আসসাদ তটং ততঃ ॥ ১২
বিস্তারি পঙ্কমত্যর্থং দুস্তরং স নৃপস্তরন্।
তথৈব কৃষ্যমাণোঽন্তদ্রব্যং বনমবাপ সঃ ॥ ১৩
তত্রান্ধকারে সা রৌহী চকর্ষ বসুধাধিপম্।
পুচ্ছে লগ্নং মহাভাগং কৃশং ধমনিসন্ততম্ ॥ ১৪
তস্যাশ্চ স্পর্শসম্ভূতামবাপ মুদমুত্তমাম্।
সোঽন্ধকারে ভ্রমন্ ভূয়ো মদনাকৃষ্টমানসঃ ॥ ১৫
বিজ্ঞায় সানুরাগং তং পৃষ্ঠস্পর্শনতৎপরম্।
নরেন্দ্রং তদনন্তরং সা মৃগী তমুবাচ হ ॥ ১৬
কিং পৃষ্ঠং বেপথুমতা করেণ স্পৃশসে মম।

ছিলেন না; সুতরাং তাঁহারা যথাকালে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভৃত্য ও মন্ত্রিগণও কালবশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। বয়স্যগণ, ভৃত্যগণ ও ভার্য্যা সকলের বিয়োগে উদ্বিগ্নান্তঃকরণ হইয়া রাজা দিন দিন বীর্য্যহীন হইতে লাগিলেন। বিমর্দ্দ নামক সমীপবর্ত্তী অন্য রাজা, বীর্য্যহীন ও বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দুঃখিত সেই রাজাকে রাজ্যচ্যুত করেন। সেই মহাভাগ রাজা স্বরাষ্ট্র রাজ্যচ্যুতি হেতু নির্ব্বিণ্ণ-চিত্ত হইয়া বনগমন করত বিতস্তা নদীর পুলীনে গিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে পঞ্চতপাঃ, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে অভ্রকবাসিক এবং শীতকালে জলশায়ী হইয়া, নিরাহারে সংযতভাবে ব্রত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তপস্যানুরক্ত রাজার তপস্যার সময়ে একদা বর্ষাকালে মেঘগণ চতুর্দ্দিকে নিরন্তর বারিবর্ষণ করায়, মহাপ্লাবন হইয়াছিল। তাহাতে চতুর্দ্দিক্ যেন অন্ধকারে অনুলিপ্ত হইয়াছিল; এমন কি, তখন দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম কিংবা উত্তর কিছুই জানিতে পারা যায় না। ১—৯। অনন্তর সেই নরপতি অতিপ্লাবনকালে নদীতটে প্রেরিত হইয়াও অতি বেগশালী জলৌঘে আকৃষ্যমাণ হইয়া প্রার্থিত নদীতট প্রাপ্ত হন নাই। পরে মহীপতি জলপ্রবাহ দ্বারা হ্রিয়মাণ হইয়া জলে একটী রৌহী (মৃগীবিশেষ) প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। তদনন্তর সেই জলপ্লাবন দ্বারা আকৃষ্যমাণ হইয়া নৃপতি মহীতলে গমন করিলেন। অন্ধকারে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া তট প্রাপ্ত হইলেন। মৃগী কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ সেই নৃপ বহুবিস্তারী দুস্তর পঙ্ক অতিক্রম করিয়া রমণীয় একবন প্রাপ্ত হইলেন। অন্ধকারে সেই রৌহী, পুচ্ছলগ্ন শিরাপরিব্যাপ্ত-দেহ মহাভাগ বসুধাধিপতিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। রাজা স্বরাষ্ট্র অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার স্পর্শে মদনাকৃষ্ট-মানস হইয়া স্পর্শজনিত সাতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। রাজা সেই বনমধ্যে তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে পর মৃগী তাঁহাকে অনুরাগী জানিতে পারিয়া কহিল,

* নদীজল ইতি প্রামাদিকঃ পাঠঃ।

অন্তথৈবাস্ত কার্য্যস্ত সঞ্জাতা নৃপতে গতিঃ ॥১৭
নাস্থানে বো মনো যাতং নাগম্যাহং ভবেশ্বর।
কিন্তু ত্বৎসঙ্গমে বিঘ্নমেষ লোলঃ করোতি মে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তস্যা বচস্তস্যা মৃগ্যাশ্চ জগতীপতিঃ।
জাতকৌতূহলো মৃগীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৯

রাজোবাচ।

কা ত্বং ব্রূহি মৃগী বাক্যং কথং মানুষবদ্বদ।
কশ্চৈব লোলো যো বিঘ্নং ত্বৎসঙ্গে কুরুতে মম

মৃগ্যুবাচ।

অহং তে দয়িতা ভূপ প্রাগাসমুৎপলাবতী।
ভার্য্যা শতাগ্রমহিষী দুহিতা দৃঢ়ধন্বনঃ ॥ ২১

রাজোবাচ।

কিন্নু যাবৎ কৃতং কর্ম্ম যেনেমাং যোনিমাগতা।
পতিব্রতা ধর্ম্মপরা সা চেত্থং কথমীদৃশী ॥ ২২

মৃগ্যুবাচ।

অহং পিতৃগৃহে বালা সখীভিঃ সহিতা বনম্।
রন্তুং গতা দদর্শৈকং মৃগং মৃগ্যা সমাগতম্ ॥২৩
ততঃ সমীপবর্ত্তিন্যা ময়া সা তাড়িতা মৃগী।
ময়া ত্রস্তা গতান্যত্র ক্রুদ্ধঃ প্রাহ ততো মৃগঃ ॥২৪
মূঢ়ে কিমেবং মত্তাসি ধিক্ তে দৌঃশীল্যমীদৃশম্
আধানকালো যেনায়ং ত্বয়া মে বিফলীকৃতঃ ॥২৫
বাচং শ্রুত্বা ততস্তস্য মানুষস্যেব ভাষতঃ।
ভীতা তমব্রবং কোহসীত্যেতাং যোনিমুপাগতঃ
ততঃ স প্রাহ পুত্রোহহমৃষের্নির্বৃতিচক্ষুষঃ।
সুতপা নাম মৃগ্যান্তু সাভিলাষো মৃগোহভবম্ ॥
ইমাঞ্চানুগতঃ প্রেম্ণা বাঞ্ছিতশ্চানয়া বনে।
ত্বয়া বিযোজিতা দুষ্টে তস্মাচ্ছাপং দদামি তে ॥
ময়া চোক্তং তবাজ্ঞানাদপরাধঃ কৃতো মুনে।

ভূপাল! কম্পিতকরে আমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিতেছেন কেন? এই স্পর্শের ভাব অন্য প্রকার বলিয়া বোধ হইতেছে। নরেশ্বর! অযোগ্যের প্রতি আপনার অভিলাষ হয় নাই, আমি আপনার অগম্যা নহি; কিন্তু ভবদীয় সমাগমে এই লোল আমার বিঘ্ন করিতেছে। ১০—১৮। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সেই রাজা সেই মৃগীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতূহলান্বিত হইয়া মৃগীকে বলিলেন, তুমি কে? মৃগী হইয়া কিরূপেই বা মানুষের ন্যায় কথা কহিতেছ এবং তোমার সহিত সমাগমে যে বিঘ্ন-উৎপাদন করিতেছে, সেই লোলই বা কে, তাহা বল। মৃগী বলিল হে ভূপতে! আমি দৃঢ়ধন্বার দুহিতা। আমিই শত শত মহিষীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলাম, আমার নাম উৎপলাবতী। আমি আপনার প্রিয়তমা মহিষী। রাজা বলিলেন, তুমি এমন কি কার্য্য করিয়াছ, যদ্দ্বারা এতাদৃশ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছ? আমার সেই পত্নী পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া কিরূপে এরূপ দশা প্রাপ্ত হইল? মৃগী বলিল, অমি পিতৃগৃহে বালিকাবস্থায় সখীদিগের সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য বনে গমন করিয়া মৃগীর সহিত সঙ্গত একটী মৃগকে দেখিয়াছিলাম। তদনন্তর আমি সমীপবর্ত্তী হইয়া, মৃগকে তাড়িত করিলে, মৃগী ভীত হইয়া অন্যত্র গমন করিল। মৃগ তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, মূঢ়ে! কিজন্য এরূপ মত্তা হইয়াছিস্? ধিক্ তোর এরূপ দুঃশীলতাকে! যেহেতু আমার এই গর্ভাধানকালকে তুই বিফল করিলি। ১৯—২৫। মনুষ্যানুরূপ বাক্যসম্পন্ন সেই মৃগের বাক্য শ্রবণে আমি ভীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে এইরূপ মৃগযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন? তদনন্তর তিনি বলিলেন, আমি নির্বৃতিচক্ষু মুনির পুত্র, আমার নাম সুতপাঃ, আমি মৃগীতে অভিলাষ করিয়া মৃগরূপ ধারণ করিয়াছি। এই বনে ঐ মৃগীকর্ত্তৃক বাঞ্ছিত হইয়া, অনুরাগবশে ইহার অনুগমন করিয়াছিলাম। দুষ্টে। তুই সেই মৃগীর সহিত আমাকে বিয়োজিত করিলি; অতএব তোকে শাপ প্রদান করিব। আমি বলিলাম,—মুনিবর! অজ্ঞানবশতঃ আমি আপনার নিকট অপরাধ করিয়াছি; আমার প্রতি

প্রসাদং কুরু শাপং মে ন ভবান্ দাতুমর্হতি ॥
ইত্যুক্তঃ প্রাহ মাং সোঽপি মুনিরিত্থং মহীপতে
ন প্রযচ্ছামি শাপং তে যত্নাত্মানং দদাসি মে ॥
ময়া চোক্তং মৃগী নাহং মৃগরূপধরা বনে।
লপ্স্যসেঽন্যাং মৃগীং তাবন্মম্মি ভাবো
নিবর্ত্ত্যতাম্ ॥৩১
ইত্যুক্তঃ কোপরক্তাক্ষঃ স প্রাহ স্ফুরিতাধরঃ।
নাহং মৃগী ত্বয়েত্যুক্তঃ মৃগী মূঢ়ে ভবিষ্যসি ॥৩২
ততো ভৃশং প্রব্যথিতা প্রণম্য মুনিমব্রবম্।
স্বরূপস্থমতিক্রুদ্ধং প্রসীদেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৩৩
বালানভিজ্ঞা বাক্যানাং ততঃ প্রোক্তমিদং ময়া
পিতর্য্যসতি নারীভির্ব্রিয়তে হি পতিঃ স্বয়ম্ ॥৩৪
সতি তাতে কথঞ্চাহং বৃণোমি মুনিসত্তম।
সাপরাধাথবা পাদৌ প্রসীদেশ নমাম্যহম্ ॥৩৫
প্রসীদেতি প্রসীদেতি প্রণতায়া মহামতে।
ইত্থং লালপ্যমানায়াঃ স প্রাহ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩৬
ন ভবত্যন্যথা প্রোক্তং মম বাক্যং কদাচন।
মৃগী ভবিষ্যসি মৃতা বনেঽস্মিন্নেব জন্মনি ॥ ৩৭
মৃগত্বে চ মহাবাহুস্তব গর্ভমুপৈষ্যতি।
লোলো নাম মুনেঃপুত্রঃ সিদ্ধবীর্য্যস্য ভাবিনি।
জাতিস্মরা ভবিত্রী ত্বং তস্মিন্ গর্ভমুপাগতে।
স্মৃতিং প্রাপ্য তথা বাচং মানুষীমীরয়িষ্যসি ॥৩৯
তস্মিন্ জাতে মৃগীত্বাৎ ত্বং বিমুক্তা পতিনার্চ্চিতা
লোকানবাপ্স্যসি প্রাপ্য যে ন দুষ্কৃতকর্ম্মভিঃ ॥৪০
সোঽপি লোলো মহাবীর্য্যঃ পিতৃশক্রূন্
নিপাত্য বৈ।
জিত্বা বসুন্ধরাং কৃৎস্নাং ভবিষ্যতি ততো মনুঃ
এবং শাপমহং লব্ধা মৃতা তির্য্যক্‌ত্বমাগতা।
ত্বৎসংস্পর্শাচ্চ গর্ভোঽহসৌ সম্ভূতো জঠরে মম

প্রসন্ন হউন, আমার প্রতি শাপ প্রদান করিবেন না। হে মহীপতে! এরূপ বলিলে, সেই মুনিও আমায় বলিলেন, আমি যদি তোমায় আত্মপ্রদান করিতে পারি, তবে তোমাকে শাপ প্রদান করিব না। আমি বলিলাম, আমি মৃগরূপধারিণী বা মৃগী নহি; আপনি বনে অন্য মৃগী পাইবেন। আমার প্রতি উক্ত অভিলাষ নিবৃত্ত করুন। এই কথা শুনিয়া তিনি কোপবশে লোহিতলোচন হইয়া, স্ফুরিতাধরে বলিলেন,—মূঢ়ে! তুই "মৃগী নহি" বলিলি, অতএব মৃগীই হইবি। তদনন্তর অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া, সেই স্বীয়-রূপধারী অতি ক্রুদ্ধ মুনিকে প্রণাম করত পুনঃপুনঃ বলিলাম, আমি বাক্যানভিজ্ঞা বালা, তাই এইরূপ বলিয়াছি। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। পিতার অবর্ত্তমানে নারীগণ পতিকে স্বয়ং বরণ করিয়া থাকে. কিন্তু মুনিবর! পিতা বর্ত্তমানে কেমন করিয়া আমি স্বয়ং বরণ করিব? অথবা প্রভো! আমি অপরাধ করিয়াছি, আপনার পদযুগল বন্দনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। হে মহামতে। এই প্রণতার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২৬—৩৬। আমাকে এইরূপ বারংবার বলিতে দেখিয়া সেই মুনিবর বলিলেন, কখনই মৎকথিত-বাক্যের অন্যথা হইবে না। তুমি মৃত্যুর পর পরজন্মে এই বনে মৃগী হইবে। হে ভাবিনি! তুমি মৃগত্ব প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধবীর্য্য কোন মুনির পুত্র মহাবাহু লোল তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। তুমি সেই লোলকে গর্ভে প্রাপ্ত হইলে, জাতিস্মরা হইবে এবং পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সক্ষম হইলে মানুষের ন্যায় বাক্য কহিতে সক্ষম হইবে। সেই মহাবাহু জন্মগ্রহণ করিলে, তুমি শাপবিমুক্ত এবং পতি কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা হইয়া, দুষ্কৃতকর্ম্মা মানবগণ যে লোক লাভ করিতে পারে না, তুমি সেই লোক লাভ করিবে। তদনন্তর সেই মহাবীর্য্য লোলই পিতৃশত্রুদিগকে বিনাশপূর্ব্বক সমস্ত বসুন্ধরা জয় করিয়া মনু হইবে। মহারাজ! আমি এইরূপ অভিশাপ পাইয়া মৃত্যুর পর তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার সংস্পর্শ হেতু আমার গর্ভাশয়ে সেই ভ্রূণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই নিমিত্তই আমি বলিলাম

অতো ব্রবীমি নাস্থানে তব যাতং মনো ময়ি।
ন চাপ্যগম্যা গর্ভস্থো লোলো বিঘ্নং
করোত্যসৌ ॥৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তস্ততঃ সোঽপি রাজা প্রাপ্য পরাং মুদম্
পুত্রো মমারীন্ জিত্বেতি পৃথিব্যাং ভবিতা মনুঃ
ততস্তং সুষুবে পুত্রং সা মৃগী লক্ষণান্বিতম্।
তস্মিন্ জাতে চ ভূতানি সর্ব্বাণি প্রযযুর্মুদম্ ॥৪৫
বিশেষতশ্চ রাজাসৌ পুত্রে জাতে মহাবলে।
সা বিমুক্তা মৃগী শাপাৎ প্রাপ লোকাননুত্তমান্
ততস্তমৃষয়ঃ সর্ব্বে সমেত্য মুনিসত্তম।
অবেক্ষ্য ভাবিনীমৃদ্ধিং নাম চক্রুর্মহাত্মনঃ ॥৪৭
তামসীং ভজমানায়াং যোনিং মাতর্য্যজায়ত।
তমসা চাবৃতে লোকে তামসোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥
ততঃ স তামসস্তেন পিত্রা সংবর্দ্ধিতো বনে।
জাতবুদ্ধিরুবাচেদং পিতরং মুনিসত্তম ॥৪৯
কস্ত্বং তাত কথং বাহং পুত্রো মাতা চ কা মম।
কিমর্থমাগতশ্চ ত্বমেতৎ সত্যং ব্রবীহি মে ॥৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ পিতা যথাবৃত্তং স্বরাজ্যচ্যাবনাদিকম্।
তস্যাচষ্টে মহাবাহুঃ পুত্রস্য জগতীপতিঃ ॥৫১
শ্রুত্বা তৎ সকলং সোঽপি সমারাধ্য চ ভাস্করম্
অবাপ দিব্যান্যস্ত্রাণি সসংহারাণ্যশেষতঃ ॥৫২
কৃতাস্ত্রস্তানরীন্ জিত্বা পিতুরানীয় চান্তিকম্।
অনুজ্ঞাতান্ মুমোচাথ তেন স্বং ধর্ম্মমাস্থিতঃ।
পিতাপি তস্য স্বান্ লোকান্ *
তপোযজ্ঞসমর্জ্জিতান্।
বিসৃষ্টদেহঃ সম্প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা পুত্রমুখং সুখম্ ॥৫৩
জিত্বা সমস্তাং পৃথিবীং তামসাখ্যঃ স পার্থিবঃ।

"আমার প্রতি আপনার অভিলাষ হওয়ায় তাহা অযোগ্য স্থানগত হয় নাই; আপনিও আমার অগম্য নহেন; কিন্তু ঐ গর্ভস্থ লোলই বিঘ্ন করিতেছে। ৩৭—৪৩। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর "এই পুত্র আমার শত্রুদিগকে জয় করিয়া, পৃথিবীতে মনু হইবে" এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই রাজা পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে সেই মৃগী সুলক্ষণান্বিত পুত্র প্রসব করিল। বালক জন্মগ্রহণ করিলে, যাবতীয় প্রাণিগণ আনন্দিত হইয়াছিল। এই মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, বিশেষতঃ রাজা আনন্দিত হইলেন এবং সেই মৃগী শাপবিমুক্তা হইয়া, অত্যুৎকৃষ্ট লোকলাভ করিল। হে মুনিসত্তম! তদনন্তর সমস্ত ঋষিগণ সমাগত হইয়া, সেই মহাত্মার ভবিষ্যৎ ঋদ্ধি অবলোকন করিয়া নামকরণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, জগৎ তমঃ (অন্ধকার) দ্বারা আবৃত হইলে ইনি তামসীযোনি ভজমানা মাতার গর্ভে জন্মিয়াছেন, অতএব এই শিশু ... নামে অভিহিত হইবেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বনে পিতা কর্তৃক সেই তামস সংবর্দ্ধিত হইয়া যথাকালে বুদ্ধির উদয় হইলে, পিতাকে বলিলেন, "তাত! আপনি কে? কিরূপে আমি আপনার পুত্র হইলাম? আমার মাতাই বা কে? কি নিমিত্তই বা আপনি এখানে আসিয়াছেন? এই সমস্ত আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন।" ৪৪—৫০। সেই মহাবাহু জগতীপতি পিতা, পুত্রসমীপে স্বীয় রাজ্যভ্রংশাদি সমস্ত বিষয় যথাযথ বর্ণন করিলেন। সেই তামসও তৎসমস্ত পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া ভাস্করদেবের আরাধনা করত নিবর্ত্তনমন্ত্রের সহিত নানাবিধ দিব্য অস্ত্র-মন্ত্র সকল লাভ করিলেন। তিনি অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ হইয়া সেই শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া পিতৃসমীপে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে মোচন করিলেন, এইরূপে তিনি স্বীয় ধর্ম্মরক্ষা করিলেন। তৎপরে তাঁহার পিতাও পুত্রমুখ দর্শন করিয়া, সুখে দেহ বিসর্জ্জন করত তপোযজ্ঞ-সমর্জ্জিত স্বর্গাদি লোক সকলে গমন করিলেন। সেই তামস নৃপতি সমস্ত

* পাবানিতি বা পাঠঃ।

তামসাখ্যো মনুরভূৎ তস্য মন্বন্তরং শৃণু ॥৫৫
যে দেবা যৎপতির্যশ্চ দেবেন্দ্রো যে তথর্ষয়ঃ।
যে পুত্রাশ্চ মনোস্তস্য পৃথিবীপরিপালকাঃ ॥৫৬
সত্যাস্তথান্যে সুধিয়ঃ সুরূপা হরয়স্তথা।
এতে দেবগণাস্তত্র সপ্তবিংশতিকা মুনে ॥ ৫৭
মহাবলো মহাবীর্য্যঃ শতযজ্ঞোপলক্ষিতঃ।
শিখিরিন্দ্রস্তথা তেষাং দেবানামভবদ্বিভুঃ ॥ ৫৮
জ্যোতির্দ্ধামা পৃথুঃ কাব্যশ্চৈত্রোঽগ্নির্বলকস্তথা
পীবরশ্চ তথা ব্রহ্মন্ সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥ ৫৯
নরঃ ক্ষান্তিঃ শান্ত-দান্ত-জানু-জঙ্ঘাদয়স্তথা।
পুত্রাস্তু তামসস্যাসন্ রাজানঃ সুমহাবলাঃ ॥৬০

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে তামসমন্বন্তরে
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পঞ্চমোঽপি মনুর্ব্রহ্মন্ রৈবতো নাম বিশ্রুতঃ।
তস্যোৎপত্তিং বিস্তরশঃ শৃণুষ্ব কথয়ামি তে ॥১
ঋষিরাসীন্মহাভাগ ঋতবাগিতি বিশ্রুতঃ।
তস্যাপুত্রস্য পুত্রোঽভূদ্রেবত্যন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২
স তস্য বিধিবচ্চক্রে জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
তথোপনয়নাদীংশ্চ স চাশীলোঽভবন্মুনে ॥ ৩
যতঃ প্রভৃতি জাতোঽসৌ ততঃ প্রভৃতি সোঽপ্যৃষিঃ।
দীর্ঘরোগপরামর্ষমবাপ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৪
মাতা তস্য পরামার্ত্তিং কুষ্ঠরোগাদিপীড়িতা।
জগাম স পিতা চাস্য চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ৫
কিমেতদিতি সোঽপ্যস্য পুত্রোঽপ্যত্যন্তদুর্ম্মতিঃ
জগ্রাহ ভার্য্যামন্যস্য মুনিপুত্রস্য সম্মুখীম্ ॥ ৬
ততো বিষণ্ণমনসা ঋতবাগিদমুক্তবান্।

পৃথিবী জয় করিয়া তামসনামা মনু হইয়াছিলেন। তাঁহার মন্বন্তর শ্রবণ কর। ৫১—৫৫। সেই মন্বন্তরে যে যে দেবতা, দেবাধিপতি যে ইন্দ্র, যে যে ঋষি এবং সেই মনুর যে যে পুত্র পৃথিবী পরিপালন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। হে মুনে! এই মন্বন্তরে সত্যগণ, সুধীগণ, সুরূপগণ ও হরিগণ, এই চতুর্ব্বিধ দেবগণ। ইহাঁদের প্রত্যেক গণে সপ্তবিংশতি দেবতা আছেন। এই মন্বন্তরে মহাবল মহাবীর্য্য শিখী নামক ইন্দ্র শত যজ্ঞ করিয়া সেই সমস্ত দেবগণের প্রভু হইয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্! জ্যোতির্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বলক ও পীবর, এই সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। নর, ক্ষান্তি, শান্ত, জানু, জঙ্ঘা প্রভৃতি তামস মনুর মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র জন্মিয়াছিল। ৫৬—৬০।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৪।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অতঃপর রৈবতক নামে বিখ্যাত পঞ্চম মনুর উৎপত্তিবৃত্তান্ত তোমার নিকট সবিস্তরে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঋতবাক্ নামে বিখ্যাত মহাভাগ ঋষি প্রথমতঃ অপুত্রক ছিলেন। পরে রেবতী নক্ষত্রের শেষে সেই ঋষির এক পুত্র জন্মিল। হে মুনে! ঋষি সেই পুত্রের বিধিবৎ জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া ও উপনয়নাদি সংস্কার সকল সম্পাদন করিলেন। কিন্তু সেই পুত্র অসচ্চরিত্রই হইয়াছিল। হে মুনিবর! উক্ত বালকের জন্মাবধি সেই ঋষি দীর্ঘকালব্যাপী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১—৪। তাহার মাতাও কুষ্ঠাদি রোগে পীড়িত হইয়া সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন তাহার পিতা দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কেন এমন হইল ?" অনন্তর সেই পুত্র একদা অন্য এক মুনিপুত্রের সম্মুখেই তাহার ভার্য্যাকে হরণ করিল। তাহাতে ঋতবাক্ ঋষি বিষণ্ণচিত্তে

অপুত্রতা মনুষ্যাণাং শ্রেয়সে ন কুপুত্রতা। ৭
কুপুত্রো হৃদয়ায়াসং সর্ব্বদা কুরুতে পিতুঃ।
মাতুশ্চ স্বর্গসংস্থাংশ্চ স্বপিতৄন্ পাতয়ত্যধঃ॥ ৮
সুহৃদাং নোপকারায় পিতৄণাঞ্চ ন তৃপ্তয়ে।
পিত্রোর্দুঃখায় ধিগ্‌জন্ম তস্য দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ॥ ৯
ধন্যাস্তে তনয়া যেষাং সর্ব্বলোকাভিসম্মতাঃ।
পরোপকারিণঃ শান্তাঃ সাধুকর্ম্মণ্যনুব্রতাঃ॥১০
অনির্বৃতং তথা মন্দং পরলোকপরাঙ্মুখম্।
নরকায় ন সদ্গত্যৈ কুপুত্রালম্বি জন্ম নঃ॥ ১১
করোতি সুহৃদাং দৈন্যমহিতানাং তথা মুদম্।
অকালে চ জরাং পিত্রোঃ কুপুত্রঃ কুরুতে ধ্রুবম্

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং সোঽত্যন্তদুষ্টস্য পুত্রস্য চরিতৈর্মুনিঃ।
দহ্যমানমনোবৃত্তির্বৃত্তং গর্গমপৃচ্ছত॥ ১৩

ঋতবাগুবাচ।

সুব্রতেন পুরা বেদা গৃহীতা বিধিবন্ময়া।
সমাপ্য বেদান্ বিধিবৎ কৃতো দারপরিগ্রহঃ॥
সদারেণ ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তা বষট্‌ক্রিয়াঃ।
ন মে ন্যূনাঃ কৃতাঃ কাশ্চিদ্যাবদদ্য মহামুনে॥১৫
গর্ভাধানবিধানেন ন কামমনুরুদ্ধতা।
পুত্রার্থং জনিতশ্চায়ং পুন্নাম্নো বিভ্যতা মুনে॥১৬
সোঽয়ং কিমাত্মদোষেণ মম দোষেণ বা মুনে।
অস্মদ্দুঃখাবহো জাতো দৌঃশীল্যাদ্বন্ধুশোকদঃ

গর্গ উবাচ।

রেবত্যন্তে মুনিশ্রেষ্ঠ জাতোঽয়ং তনয়স্তব।
তেন দুঃখায় তে দুষ্টে কালে যস্মাদজায়ত॥১৮
ন তেঽপচারো নৈবাস্য মাতুর্নাপি কুলস্য তে।
তস্য দৌঃশীল্যহেতুস্তু রেবত্যন্তমুপাগতম্॥১৯

ঋতবাগুবাচ।

যস্মান্মমৈকপুত্রস্য রেবত্যন্তসমুদ্ভবম্।
দৌঃশীল্যমেতৎ সা তস্মাৎ পততামাশু রেবতী

বলিতে লাগিলেন, "মনুষ্যের কুপুত্রতা অপেক্ষা অপুত্রতা শ্রেয়ঃ; কারণ, কুপুত্র মাতাপিতার হৃদয়ে সর্ব্বদাই কষ্ট প্রদান করে এবং স্বর্গস্থ স্বীয় পিতৃগণকেও অধঃপাতিত করে। তদ্দ্বারা সুহৃদ্বর্গের উপকার সাধিত বা পিতৃপুরুষের তৃপ্তি হয় না। মাতাপিতার দুঃখবিধান হেতু দুষ্কর্ম্মকারী কুপুত্রগণের জন্মে ধিক্! যাহাদিগের সন্তানগণ সর্ব্বজনাদৃত, পরোপকারী, শান্তপ্রকৃতি ও সৎকর্ম্মানুরক্ত, তাঁহারাই ধন্য! আমাদিগের পরলোক-পরাঙ্মুখ, কুপুত্রাবলম্বী ও অসন্তুষ্ট এই মন্দ জন্ম কেবল নরকেরই জন্য; সদ্গতির জন্য নহে। কুপুত্র সুহৃদ্দিগের দীনতা, অপকারী শত্রুবর্গের অনন্দ এবং অকালে পিতা-মাতার জরা নিশ্চয়ই সম্পাদন করিয়া থাকে।" ৫—১২। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সেই ঋষি অত্যন্ত দুষ্টচরিত্র পুত্রের কুব্যবহারে এবম্প্রকার দহমান-মনোবৃত্তি হইয়া বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করত গর্গঋষিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ব্বে আমি সদ্‌ব্রতানুরত হইয়া যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়াছি। বেদপাঠ-সমাপনানন্তর বিধিপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিয়াছি। হে মহামুনে! শ্রৌত, স্মার্ত্ত ও বষট্‌কার ক্রিয়াস্বরূপ যে সকল কার্য্য ভার্য্যার সহিত করিতে হয়, দারপরিগ্রহ করিয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত আমি সেই সকল ব্রতের কোন-টীরই অনুষ্ঠানের ক্রটি করি নাই। হে মুনে! আমি পুন্নাম নরকভয়ে ভীত হইয়া পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণজন্য গর্ভাধান বিধানানুসারে এই পুত্রোৎপাদন করিয়াছি। কামানুরুদ্ধ হইয়া পুত্রোৎপাদন করি নাই। হে মুনে! তথাপি এই বালক যে আমা-দিগের দুঃখাবহ ও দুঃস্বভাব প্রযুক্ত বন্ধুগণের, শোকপ্রদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহ কি তাহার আত্মদোষ জন্য অথবা আমার দোষে? গর্গ বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তোমার তনয় রেবতীর অন্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই দুষ্ট কালে জন্মিয়াছে বলিয়া তোমাকে দুঃখ প্রদান করিতেছে। ইহা তোমার বা স্ত্রীর অথবা তোমার বংশের স্বধর্ম্ম ব্যতিক্রমজনিত নহে; রেবতীর অন্ত-ভাগই তাহার দুঃস্বভাবের কারণ। ঋতবাক্ বলিলেন, যেহেতু রেবতীর অন্তে জন্মনিবন্ধন

স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরাঃ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ॥ ২
তস্য ছিত্ত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্
জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্॥ ৩
চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছ্রিতম্।
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ॥ ৪
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গ-চর্মধরোঽসুরঃ
সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্দ্ধনি।
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্॥ ৬
তস্যাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন।
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ॥ ৭
চিক্ষেপ চ ততস্তৎ তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভী রবিবিম্বমিবাম্বরাৎ॥৮
দৃষ্ট্বা তদাপতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত।
তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ॥ ৯
হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে মহিষস্য চমূপতৌ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দ্দনঃ॥ ১০
সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্॥
ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ॥১২
ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা॥ ১৩
যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীং গতৌ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ॥১৪
ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা।
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্ কৃতম্॥ ১৫

যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্রোধে অম্বিকার নিকট আগমন করিল। জলধর যেরূপ সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে জলবৃষ্টি করে, সেই অসুরও সেইরূপ দেবীর উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। তৎপরে দেবী অবলীলাক্রমে তাহার শরনিকর ছেদন করিয়া তাহার রথের অশ্বগণ ও সারথিকে বাণ দ্বারা বিনাশ করিলেন। দেবী, তখনি আবার তাহার ধনু ও অতি উন্নত ধ্বজ ছেদন করত ছিন্ন-ধন্বা সেই চিক্ষুরের গাত্রসমূহ বাণ-নিকর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন ছিন্ন-ধন্বা, রথহীন, অশ্বহীন ও সারথি-রহিত সেই অসুর খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক দেবীর দিকে ধাবিত হইল এবং অতিবেগে তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা সিংহের মস্তকে আঘাত পূর্ব্বক দেবীরও বাম বাহুতে প্রহার করিল। হে নৃপনন্দন! সেই অসুরের খড়্গ দেবীর বাহুস্পর্শে ভগ্ন হইয়া গেল। তৎপরে রোষভরে অরুণীকৃতলোচন সেই মহাসুর শূল গ্রহণ করিয়া ভদ্রকালীকে লক্ষ্য করত নিক্ষেপ করিল। আকাশ হইতে পতনোন্মুখ সূর্য্যবিম্বের ন্যায় তেজোরাশি দ্বারা সাতিশয় জাজ্বল্যমান পতনোন্মুখ সেই শূল দেখিয়া দেবী স্বীয় শূল মোচন করিলেন। সেই দেবী-পরিত্যক্ত শূল অসুর-প্রক্ষিপ্ত শূলকে শত খণ্ড করত মহাসুর চিক্ষুরকেও শত খণ্ড করিয়া ফেলিল। ১—৯। মহিসাসুর-সেনাপতি সেই মহাবীর্য্য চিক্ষুর নামে অসুর নিহত হইলে, চামর নামক অসুর গজারূঢ় হইয়া যুদ্ধার্থ দেবীর সম্মুখে আগমন করিল। সেই চামরাসুর দেবীকে লক্ষ্য করিয়া শক্তি পরিত্যাগ করিল; কিন্তু সেই শক্তি দেবীর হুঙ্কারশব্দে অভিহত ও নিষ্প্রভ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। স্বকীয় শক্তিকে ভগ্ন এবং নিপতিত দেখিয়া চামরাসুর ক্রোধ-পুরঃসর শূল নিক্ষেপ করিল; দেবী স্বীয় বাণ দ্বারা সেই শূলকে ছেদন করিলেন। অনন্তর দেবীর বাহন সিংহ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক গজকুম্ভমধ্যে আরোহণ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে সেই অসুরের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল। সিংহ ও চামরাসুর, উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে সেই হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে পতিত হইল এবং পরস্পর সাতি-শয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিদারুণ প্রহার দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল পরেই সিংহ আকাশে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পতিত হইয়া

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
অগ্নিশালাং গতো বিপ্রস্তচ্ছ্রুত্বা তস্য ভাষিতম্
প্রয়েত্যামন্ত্রণঞ্চৈব নিশ্চক্রাম ত্বরান্বিতঃ ॥ ৩৫
স দদর্শ মহাত্মানং রাজানং দুর্গমং মুনিঃ।
নরেন্দ্রচিহ্নসহিতং প্রশ্রয়াবনতং পুরঃ ॥ ৩৬
তস্মিন্ দৃষ্টে ততঃ শিষ্যমুবাচ স তু গৌতমম্
গৌতমানীয়তাং শীঘ্রমর্ঘোঽস্য জগতীপতেঃ ॥
একস্তাবদয়ং ভূপশ্চিরকালাদুপাগতঃ।
জামাতা চ বিশেষেণ যোগ্যোঽর্ঘস্য মতো মম
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ স চিন্তয়ামাস রাজা জামাতৃকারণম্।
বিবেদ চ ন তন্মৌনী জগৃহেঽর্ঘঞ্চ তং নৃপঃ ॥
তমাসনগতং বিপ্রো গৃহীতার্ঘং মহামুনিঃ।
স্বাগতং প্রাহ রাজেন্দ্রমপি তে কুশলং গৃহে ॥
কোষে বলেঽথ মিত্রেষু ভৃত্যামাত্যে নরেশ্বর
তথাত্মনি মহাবাহো যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৪১
পত্নী চ তে কুশলিনী যত এবানুতিষ্ঠতি।
পৃচ্ছাম্যস্তাস্ততো নাহং কুশলিন্যোঽপরাস্তব
রাজোবাচ।
ত্বৎপ্রসাদাদকুশলং ন কচিন্মম সুব্রত।
জাতকৌতূহলশ্চাস্মি মম ভার্য্যাত্র কা মুনে ॥৪
ঋষিরুবাচ।
রেবতী সুমহাভাগা ত্রৈলোক্যস্যাপি সুন্দরী।
তব ভার্য্যা বরারোহা তাং ত্বং রাজন্ ন
বেৎসি কিম্ ॥ ৪৪
রাজোবাচ।
সুভদ্রাং শান্ততনয়াং কাবেরীতনয়াং বিভো।
সুরাষ্ট্রজাং সুজাতাঞ্চ কদম্বাঞ্চ বরূথজাম্ ॥৪৫
বিপাঠাং নন্দিনীঞ্চৈব বেদ্মি ভার্য্যাং গৃহে দ্বিজ
তিষ্ঠন্তি মে ন ভগবান্ রেবতীং বেদ্মি কা প্রিয়া

করিতে ইচ্ছা করি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সেই অগ্নিশালাগত বিপ্র নৃপতিপ্রোক্ত সেই বাক্য ও "প্রিয়া" এই সম্বোধন শ্রবণ করিয়া শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মুনি প্রথমেই নরেন্দ্রচিহ্ন সহিত বিনয়াবনত মহাত্মা রাজা দুর্গমকে দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহার দর্শন লাভানন্তর গৌতম নামক শিষ্যকে বলিলেন,—"গৌতম! এই ভূপালের জন্য শীঘ্র অর্ঘ আনয়ন কর। একে ত এই ভূপতি বহুদিবসান্তে আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে আবার ইনি জামাতা; সুতরাং আমার মতে ইনি যথার্থই অর্ঘের যোগ্যপাত্র।" ৩১—৩৮। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তদনন্তর সেই রাজা, ঋষিকর্ত্তৃক জামাতা বলিয়া উক্ত হইবার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তৎপরে নৃপতি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক সেই অর্ঘ গ্রহণ করিলেন। সেই মহামুনি বিপ্র, আসনোপবিষ্ট অর্ঘগ্রহণকারী রাজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নরেশ্বর! আপনার ত সুখে আগমন হইয়াছে? হে মহাবাহো! আপনার গৃহ, কোষাগার, সৈন্যগণ, মিত্রগণ এবং ভৃত্য ও অমাত্যগণের কুশল ত? আপনি সকলের অবলম্বনস্থানীয়; আপনার কুশল ত? আপনার পত্নী এখানে কুশলে অবস্থান করিতেছেন, তাই আমি তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি না; তদ্ব্যতীত আপনার অপরাপর পুরস্ত্রীগণ কুশলিনী ত? ৩৯—৪২। রাজা বলিলেন, হে সত্যপরায়ণ! ভবদীয় প্রসাদে আমার কোন প্রকার অকুশল নাই। কিন্তু হে মুনে! এখানে আমার ভার্য্যা কে, তাহা জানিতে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে। ঋষি বলিলেন, রাজন্! রেবতী নাম্নী মহাভাগা ত্রৈলোক্য-সুন্দরী বরারোহা আপনার ভার্য্যা, তাহাকে কি আপনি জানেন না? রাজা বলিলেন, হে বিভো! সুভদ্রা, শান্ত-তনয়া, কাবেরী-তনয়া, সুরাষ্ট্রজা, সুজাতা, কদম্বা, বরূথজা, বিপাঠা ও নন্দিনী ইঁহাদের প্রত্যেককেই ভার্য্যা বলিয়া জানি। হে দ্বিজ! তাঁহারা আমারই গৃহে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু ভগবন্! এই রেবতী নামে ভার্য্যাকে আমি জানি না, ইনি কে?

ঋষিরুবাচ।
প্রিয়েতি সাম্প্রতং যেয়ং ত্বয়োক্তা বরবর্ণিনী।
কিং বিস্মৃতং তে ভূপাল শ্লাঘ্যেয়ং গৃহিণী তব
রাজোবাচ।
সত্যমুক্তং ময়া কিন্তু ভাবো দুষ্টো ন মে মুনে।
নাত্র কোপং ভবান্ কর্ত্তুমর্হত্যস্মাসু যাচিতঃ॥
ঋষিরুবাচ।
তত্ত্বং ব্রবীষি ভূপাল ন ভাবস্তব দূষিতঃ।
ব্যাজহার ভবানেতদ্বহ্নিনা নৃপ চোদিতঃ॥৪৯
ময়া পৃষ্টো হুতবহঃ কোঽস্যা ভর্ত্তেতি পার্থিব *
ভবিতা তেন চাপ্যুক্তো ভবানেবাস্য বাবরঃ॥
তৎ গৃহ্যতাং ময়া দত্তা তুভ্যং কন্যা নরাধিপ।
প্রিয়েত্যামন্ত্রিতা চেয়ং বিচারং কুরুষে কথম্॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততোঽসাবভবন্মৌনী তেনোক্তঃ পৃথিবীপতিঃ
ঋষিস্তথোদ্যতঃ কর্ত্তুং তস্যা বৈবাহিকং বিধিম্
তমুদ্যতং সা পিতরং বিবাহায় মহামুনে।
উবাচ কন্যা যৎ কিঞ্চিৎ প্রশ্রয়াবনতাননা॥৫৩
যদি মে প্রীতিমাংস্তাত প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
রেবত্যৃক্ষে বিবাহং মে তৎ করোতু প্রসাদিতঃ
ঋষিরুবাচ।
রেবত্যৃক্ষং ন বৈ ভদ্রে চন্দ্রযোগি ব্যবস্থিতম্
অন্যানি সন্তি ঋক্ষাণি সুভ্রু বৈবাহিকানি তে॥
কন্যোবাচ।
তাত তেন বিনা কালো বিফলঃ প্রতিভাতি মে
বিবাহো বিফলে কালে মদ্বিধায়াঃ কথং ভবেৎ
ঋষিরুবাচ।
ঋতবাগিতি বিখ্যাতস্তপস্বী রেবতীং প্রতি।
চকার কোপং ক্রুদ্ধেন তেনর্ক্ষং বিনিপাতিতম্॥
ময়া চাস্মৈ প্রতিজ্ঞাতা ভার্য্যেতি মদিরেক্ষণা।

৪৩—৪৬। ঋষি কহিলেন, হে ভূপাল! সম্প্রতি যে বরবর্ণিনীকে "প্রিয়া" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, সেই বরবর্ণিনী আপনার শ্লাঘ্যা গৃহিণী; আপনি কি বিস্মৃত হইলেন। রাজা বলিলেন হে মুনে! আমি বলিয়াছি সত্য; কিন্তু আমার এই বাক্যে আমার দুষ্টভাব নাই। আপনি এজন্য আমার প্রতি রুষ্ট না হন, এই প্রার্থনা। ঋষি বলিলেন, হে ভূপাল! আপনি বলিলেন যে, "আমার ভাব দূষিত নহে" তাহা সত্য; কিন্তু হে নৃপতে! তাহা আপনি বহ্নিকর্ত্তৃক নোদিত হইয়াই বলিয়াছেন। হে পৃথিবীপতে! আমি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "কে ইহার পতি হইবেন", ভূপাল! 'আপনিই অদ্য ইহার পতি হইবেন' অগ্নি ইহা বলিয়াছিলেন। ৪৭—৫০। অতএব হে নরাধিপতে! যাহাকে আপনি প্রিয়া বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, আমি আপনাকে সেই কন্যা দান করিতেছি, গ্রহণ করুন। আপনি কেন বিচার করিতেছেন? মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর সেই রাজা ঋষিকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মৌনাবলম্বী হইলে ঋষি সেই কন্যার বৈবাহিক বিধি সম্পাদন করিতে উদ্যত হইলেন। হে মহামুনে! পিতাকে বিবাহদানে উদ্যত দেখিয়া বিনয়াবনতাননা কন্যা সংক্ষেপে বলিলেন,—হে তাত! যদি আমার প্রতি আপনার প্রীতি থাকে, তবে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আপনি প্রসন্ন হইয়া রেবতীনক্ষত্রে আমার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করুন। ঋষি বলিলেন,—ভদ্রে! রেবতীনক্ষত্র চন্দ্রযোগী হইয়া অবস্থিত নহে। তদ্ব্যতীত বিবাহে প্রশস্ত অন্য নক্ষত্র সকল বর্ত্তমান আছে। কন্যা কহিলেন,—তাত! সেই রেবতীনক্ষত্র-বর্জ্জিত কাল আমার সম্বন্ধে বিফল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। আমার ন্যায় কন্যার বিবাহ বিফলকালে কিরূপে হইবে? ঋষি বলিলেন,—পূর্ব্বে ঋতবাক্ নামে বিখ্যাত তপস্বী রেবতীনক্ষত্রের প্রতি কুপিত হইয়া উক্ত নক্ষত্রকে অন্তরীক্ষ হইতে নিপাতিত করিয়াছেন। আমি ইতিপূর্ব্বে নরেন্দ্রসমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, এই মদিরেক্ষণাকে ভার্য্যারূপে আপনাকে

* ভর্ত্তা ভবেদিতীতি কচিৎ পাঠঃ।

ন চেচ্ছসি বিবাহং ত্বং সঙ্কটং নঃ সমাগতম্ ॥৫৮

কন্যোবাচ।

ঋতবাক্ স মুনিস্তাত কিমেবং তপ্তবাংস্তপঃ।
ন ত্বয়া মম তাতেন ব্রহ্মবন্ধোঃ সুতাস্মি কিম্ ॥

ঋষিরুবাচ।

ব্রহ্মবন্ধোঃ সুতা ন ত্বং বালে নৈব তপস্বিনঃ।
সুতা ত্বং মম যো দেবান্ কর্ত্তুমন্যান্ সমুৎসহে

কন্যোবাচ।

তপস্বী যদি মে তাতস্তৎ কিমৃক্ষমিদং দিবি।
সমারোপ্য বিবাহো মে তদৃক্ষে ক্রিয়তে ন তু

ঋষিরুবাচ।

এবং ভবতু ভদ্রং তে ভদ্রে প্রীতিমতী ভব।
আরোপয়ামীন্দুমার্গে রেবত্যৃক্ষং কৃতে তব ॥৬২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তপঃপ্রভাবেণ রেবত্যৃক্ষং মহামুনিঃ।
যথা পূর্ব্বং তথা চক্রে সোমযোগি দ্বিজোত্তম ॥
বিবাহঞ্চৈব দুহিতুর্বিধিবন্মন্ত্রযোগিনম্।
নিষ্পাদ্য প্রীতিমান্ ভূয়ো জামাতারমথাব্রবীৎ
ঔদ্বাহিকং তে ভূপাল কথ্যতাং কিং দদাম্যহম্
দুর্লভ্যমপি দাস্যামি মমাপ্রতিহতং তপঃ ॥ ৬৫

রাজোবাচ।

মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাহমুৎপন্নঃ সন্ততৌ মুনে।
মন্বন্তরাধিপং পুত্রং ত্বৎপ্রাসাদাদ্‌বৃণোম্যহম্ ॥৬

ঋষিরুবাচ।

ভবিষ্যত্যেষ তে কামো মনুস্ত্বত্তনয়ো মহীম্।
সকলাং ভোক্ষ্যতে ভূপ ধর্ম্মবিচ্চ ভবিষ্যতি ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তামাদায় ততো ভূপঃ স্বমেব নগরং যযৌ।
তস্মাদজায়ত সুতো রেবত্যাং রৈবতো মনুঃ ॥
সমেতঃ সকলৈর্ধর্ম্মৈর্মানবৈরপরাজিতঃ।
বিজ্ঞানাখিলশাস্ত্রার্থো বেদবিদ্যার্থশাস্ত্রবিৎ ॥ ৬৯
তস্য মন্বন্তরে দেবান্ মুনিদেবেন্দ্রপার্থিবান্।

প্রদান করিব; কিন্তু তুমি এক্ষণে বিবাহ করিতে সম্মত হইতেছ না। সুতরাং আমার সঙ্কট উপস্থিত হইল। ৫১—৫৮। কন্যা কহিলেন, তাত! সেই ঋতবাক্ মুনি এমন কি তপস্যা করিয়াছেন যে, আমার পিতা আপনা কর্ত্তৃক সেরূপ তপস্যা সাধিত হয় নাই? আমি কি তবে ব্রহ্মবন্ধুর কন্যা! ঋষি বলিলেন, হে বালে! তুমি ব্রাহ্মণাধমের কন্যা নহ; সামান্য তপস্বীর কন্যাও নহ। যে ঋষি অন্য দেবগণের সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তুমি সেই আমার কন্যা। কন্যা বলিলেন, যদি আমার পিতা এরূপ তপস্বী, তবে রেবতী নক্ষত্রকে আকাশে আরোপিত করিয়া, সেই নক্ষত্রে আমার বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন না কেন? ঋষি বলিলেন, ভদ্রে! এইরূপই হউক; তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে প্রীতিমতী হও। আমি তোমার নিমিত্ত রেবতী নক্ষত্রকে চন্দ্রমার্গে আরোপিত করিব। ৫৯—৬২। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, দ্বিজোত্তম! তদনন্তর সেই মহামুনি প্রমুচ তপস্যাপ্রভাবে রেবতীনক্ষত্রকে পূর্ব্বের ন্যায় চন্দ্রসংযুক্ত করিলেন। পরে যথাবিহিত মন্ত্র দ্বারা দুহিতার বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে জামাতাকে বলিলেন, ভূপাল! আমি বিবাহের যৌতুক স্বরূপ তোমাকে কি দান করিব বল। তোমার প্রার্থনায় আমি অপ্রতিহত তপঃপ্রভাবে তোমায় দুর্লভ বস্তুও দান করিব। রাজা বলিলেন, হে মুনে! আমি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আপনার প্রসাদে যেন মন্বন্তরাধিপতি পুত্র লাভ করি, ইহাই আমার প্রার্থনা। ঋষি বলিলেন, হে ভূপতে! তোমার কামনা পূর্ণ হইবে। তোমার পুত্র মনু হইয়া সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিবে এবং ধর্ম্মজ্ঞ হইবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর সেই নৃপতি, ভার্য্যা রেবতীর সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজধানীতে গমন করিলেন। তৎপরে রেবতীর গর্ভে রৈবত মনু জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মজ্ঞ, মনুষ্যগণের অপরাজিত, অশেষ-শাস্ত্রার্থ-পারগ এবং বেদবিদ্যা ও অর্থশাস্ত্রবিৎ হইয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্!

কথ্যমানান্‌ ময়া ব্রহ্মন্‌ নিবোধ সুসমাহিতঃ ॥৭০
সুমেধসস্তত্র দেবাস্তথা ভূপতয়ো দ্বিজ।
বৈকুণ্ঠাশ্চ মিতাভাশ্চ চতুর্দ্দশ চতুর্দ্দশ ॥ ৭১
তেষাং দেবগণানাস্তু চতুর্ণামপি চেশ্বরঃ।
নাম্না বিভুরভূদিন্দ্রঃ শতযজ্ঞোপলক্ষকঃ ॥ ৭২
হিরণ্যরোমা বেদশ্রীরূর্দ্ধবাহুস্তথাপরঃ।
বেদবাহুঃ সুধামা চ পর্জ্জন্যশ্চ মহামুনিঃ ॥ ৭৩
বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগো বেদবেদান্তপারগঃ।
এতে সপ্তর্ষয়শ্চাসন্‌ রৈবতস্যান্তরে মনোঃ ॥৭৪
বলবন্ধুর্মহাবীর্য্যঃ সুযষ্টব্যস্তথাপরঃ।
সত্যকাদ্যাস্তথৈবাসন্‌ রৈবতস্য মনোঃ সুতাঃ ॥
রৈবতান্তাস্তু মনবঃ কথিতা যে ময়া তব।
স্বায়ম্ভুবাশ্রয়া হ্যেতে স্বারোচিষমৃতে মনুম্‌ ॥ ৭৬

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে রৈবতমন্বন্তরং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

তাঁহার মন্বন্তরের দেবতাগণ মুনিগণ, ইন্দ্র ও ভূপালগণের বিষয় বলিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। দ্বিজ! দেবগণ সুমেধা, ভূপতি, বৈকুণ্ঠ ও অমিতাভ, এই চারি গণভুক্ত। প্রত্যেকগণে চতুর্দ্দশটী করিয়া দেবতা আছেন। সেই চারিগণভুক্ত দেবতাগণের অধিপতি শতযজ্ঞকারী বিভু নামক ইন্দ্র ছিলেন। হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, মহামুনি পর্জ্জন্য ও বেদবেদান্ত-পারগ, মহাভাগ বশিষ্ঠ, রৈবত মন্বন্তরে এই সপ্তঋষি। বলবন্ধু, মহাবীর্য্য, সুযষ্টব্য, সত্যক প্রভৃতি রৈবতমনুর পুত্রগণ। রৈবত মনু পর্য্যন্ত যে সমস্ত মনুর বিষয় তোমাকে বলিলাম, স্বারোচিষ মনু ব্যতীত ইঁহারা সকলেই স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে সমুৎপন্ন। ৬৩—৭৬।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যেতৎ কথিতং তুভ্যং পঞ্চ মন্বন্তরং ময়া।
চাক্ষুষস্য মনোঃ ষষ্ঠং শ্রূয়তামিদমন্তরম্‌ ॥ ১
অন্যজন্মনি জাতোঽসৌ চক্ষুষঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
চাক্ষুষত্বমতস্তস্য জন্মন্যস্মিন্নপি দ্বিজ ॥ ২
অনমিত্রস্য রাজর্ষের্ভদ্রা ভার্য্যা মহাত্মনঃ।
জজ্ঞে সুতং সুবিদ্বাংসং শুচিং জাতিস্মরং বিভুম্‌
জাতং মাতা নিজোৎসঙ্গে স্থিতমুল্লাপ্য তং পুনঃ
পরিষ্বজতি হার্দ্দেন পুনরুল্লাপয়ত্যথ ॥ ৪
জাতিস্মরঃ স জাতো বৈ মাতুরুৎসঙ্গমাস্থিতঃ।
জহাস তং তদা মাতা সংক্রুদ্ধা বাক্যমব্রবীৎ ॥৫
ভীতাস্মি কিমিদং বৎস হাসো যদ্বদনে তব।
অকালবোধঃ সঞ্জাতঃ কচ্চিৎ পশ্যসি শোভনম্‌*

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই পাঁচটী মন্বন্তরের বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে চাক্ষুষমনুর ষষ্ঠ মন্বন্তরের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দ্বিজ! অন্য জন্মে ইনি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার চক্ষু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; সেই জন্য এই জন্মেও তাঁহার নাম চাক্ষুষ হইল। মহাত্মা রাজর্ষি অনমিত্রের ভদ্রা নাম্নী ভার্য্যা সুবিদ্বান্‌, শুচি, জাতিস্মর ও বিভুগুণান্বিত একটী পুত্র প্রসব করেন। নিজ ক্রোড়স্থ সেই নবজাত পুত্রকে আদর করিয়া জননী পুনর্ব্বার আনন্দভরে আলিঙ্গন করিলেন, অনন্তর আবার আদর করিতে লাগিলেন। তাহাতে মাতৃ-ক্রোড়াবস্থিত সেই জাতিস্মর পুত্র হাস্য করিলেন। তখন মাতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, রে বৎস! আমি ভীতা হইয়াছি; তোমার বদনে হাস্য, ইহা কিরূপ? এই শৈশবকালে সঞ্জাত-জ্ঞান হইয়া কি কোন

---

* তস্মাতুর্বচনং শ্রুত্বা রহসীদমথাব্রবীদিত্যধিকং কচিৎ।

পুত্র উবাচ।
মামত্তুমিচ্ছতি পুরো মার্জ্জারী কিং ন পশ্যসি।
অন্তর্দ্ধানগতা চেয়ং দ্বিতীয়া জাতহারিণী॥ ৭
পুত্রপ্রীত্যা চ ভবতী সহার্দ্দা মামবেক্ষতী।
উল্লাপ্যোল্লাপ্য বহুশঃ পরিষ্বজতি মাং যতঃ॥৮
উদ্ভূতপুলকা স্নেহ-সম্ভবাস্রাবিলেক্ষণা।
ততো মমাগতো হাসঃ শৃণু চাপ্যত্র কারণম্॥৯
স্বার্থে প্রসক্তা মার্জ্জারী প্রসক্তং মামবেক্ষতে।
তথান্তর্দ্ধানগা চৈব দ্বিতীয়া জাতহারিণী॥ ১০
স্বার্থায় স্নিগ্ধহৃদয়ে যথৈবৈতে মমোপরি।
প্রবৃত্তে স্বার্থমাস্থায় তথৈব প্রতিভাসি মে॥১১
কিন্তু মদুপভোগায় মার্জ্জারী জাতহারিণী।
ত্বন্তু ক্রমেণোপভোগ্যং মত্তঃ ফলমভীপ্সসি॥
ন মাং জানাসি কোঽপ্যেষ ন চৈবোপকৃতং ময়া
সঙ্গতং নাতিকালীনং পঞ্চসপ্তদিনাত্মকম্॥ ১৩
তথাপি স্নিহ্যসে সাস্রা পরিষ্বজসি চাপ্যতি।
তাতেতি বৎস ভদ্রেতি নির্ব্যলীকং ব্রবীষি
মাম॥১৪

মাতোবাচ।
ন ত্বাহমুপকারার্থং বৎস প্রীত্যা পরিষ্বজে।
ন চেদেতত্তবৎপ্রীত্যৈ পরিত্যক্তাস্ম্যহং ত্বয়া।
স্বার্থো ময়া পরিত্যক্তো যত্ত্বত্তো মে ভবিষ্যতি

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্তা সা তমুৎসৃজ্য নিষ্ক্রান্তা সূতিকাগৃহাৎ
জড়াঙ্গবাহ্যকরণং শুদ্ধান্তঃকরণাত্মকম্॥ ১৬
জহার তং পরিত্যক্তং সা তদা জাতহারিণী।
সা হৃত্বা তং তদা বালং বিক্রান্তস্য মহীভৃতঃ।
প্রসূতং পত্নীশয়নে ন্যস্য তস্যাদদে সুতম্॥১৭
তমপ্যন্যগৃহে নীত্বা গৃহীত্বা তস্য চাত্মজম্।

শুভ দর্শন করিতেছ? ১—৬। পুত্র বলিলেন, সম্মুখে মার্জ্জারী যে আমাকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, ইহা কি আপনি দেখিতেছেন না? অপর এই জাতহারিণী যে লুক্কায়িত রহিয়াছে, ইহাও কি জানিতে পারিতেছেন না? আপনি পুত্রপ্রীতি দ্বারা স্নেহবতী হইয়া আমাকে দর্শন করিতে করিতে সঞ্জাতপুলকা ও স্নেহসম্ভূত অশ্রুধারা আবিলনেত্রা হইয়া যখন বার বার আদর করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, তখন আমার হাস্য উপস্থিত হইল। এক্ষণে তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। মার্জ্জারী এবং অন্তর্হিতা জাতহারিণী স্বীয় অর্থে প্রসক্তা হইয়া আমাকে স্বার্থ-প্রসক্ত দেখিতেছে। ইহারা উভয়ে যেরূপ স্বার্থের জন্য আমার প্রতি স্নিগ্ধহৃদয়া হইয়াছে, আপনিও সেইরূপ স্বার্থে আমার প্রতি স্নেহবতী হইয়াছেন; আমার নিকট ইহাই প্রতিভাত হইতেছে। এই মার্জ্জারী ও জাতহারিণী, আমাকেই ভোজন করিবার নিমিত্ত আমাকে হরণ করিবে, আর আপনি কিন্তু আমার নিকট উপভোগ্য ফল ক্রমশঃ পাইতে বাঞ্ছা করিতেছেন। আমাকে জানেন না, আমি কে, আপনি আমা- কর্ত্তৃক উপকৃতাও হন নাই; বহুদিনের মিলনও নহে, মাত্র পাঁচ সাত দিন মাতাপুত্ররূপে মিলন হইয়াছে; তথাপি সাশ্রুলোচনে আমাকে স্নেহ করিতেছেন, আলিঙ্গন করিতেছেন এবং অকপট হৃদয়ে আমাকে "তাত! বৎস! ভদ্র!" এইরূপ বলিতেছেন। ৭—১৪। মাতা বলিলেন, উপকারের প্রত্যাশায় আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছি না। এই আলিঙ্গন-উল্লাপনাদি দ্বারা যদি তোমার প্রীতিসঞ্চার না হয়, তবে আমাকে তুমি পরিত্যাগ করিলে, তোমা হইতে আমার যে স্বার্থ সিদ্ধি হইবে, আমিও তাহা পরিত্যাগ করিলাম। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই বলিয়া প্রসূতি, জড়বৎ বাহ্যেন্দ্রিয় সম্পন্ন অথচ বিশুদ্ধান্তঃকরণ সেই শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া, সূতিকাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তদনন্তর জাতহারিণী সেই মাতৃপরিত্যক্ত শিশুকে হরণ করিল। জাতহারিণী ঐ বালককে হরণ করিয়া, বিক্রান্ত নামক মহীপালের পত্নীর শয্যায় স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার নবপ্রসূত পুত্র গ্রহণ করিল। পরে জাতহারিণী সেই রাজপুত্রকেও অন্যের গৃহে

তৃতীয়ং ভক্ষয়ামাস সা ক্রমাজ্জাতহারিণী ॥ ১৮
হৃত্বা হৃত্বা তৃতীয়ন্তু ভক্ষয়ত্যতিনির্ঘৃণা।
করোত্যনুদিনং সা তু পরিবর্ত্তং তথান্যয়োঃ ॥
বিক্রান্তোঽপি ততস্তস্য সুতস্যৈব মহীপতিঃ।
কারয়ামাস সংস্কারান্ রাজন্যস্য ভবন্তি যে ॥২০
আনন্দেতি চ নামাস্য পিতা চক্রে বিধানতঃ।
মুদা পরময়া যুক্তো বিক্রান্তঃ স নরাধিপঃ ॥২১
কৃতোপনয়নং তত্র গুরুরাহ কুমারকম্।
জনন্যাঃ প্রাগুপস্থানং ক্রিয়তাঞ্চাভিবাদনম্ ॥২২
স গুরোস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা বিহস্যৈবমথাব্রবীৎ।
বন্দ্যা মে কতমা মাতা জননী পালনী নু কিম্

গুরুরুবাচ।

নন্বিয়ং তে মহাভাগ জনিত্রীজারুথাত্মজা।
বিক্রান্তস্যাগ্রমহিষী হৈমিনী নাম নামতঃ ॥ ২৪

আনন্দ উবাচ।

ইয়ং জনিত্রী চৈত্রস্য বিশালগ্রামবাসিনঃ।
বিপ্রাগ্র্যবোধপুত্রস্য যোঽস্যাং জাতোঽন্যতো বয়ম্ ॥ ২৫

গুরুরুবাচ।

কুতস্ত্বং কথয়ানন্দ চৈত্রঃ কো বা ত্বয়োচ্যতে।
সঙ্কটং মহদাভাতি ক্ব জাতোঽত্র ব্রবীষি কিম্

আনন্দ উবাচ।

জাতোঽহমবনীশস্য ক্ষত্রিয়স্য গৃহে দ্বিজ।
তৎপত্ন্যাং গিরিভদ্রায়ামাদদে জাতহারিণী ॥
তয়াত্র মুক্তো হৈমিন্যা গৃহীত্বা চ সুতঞ্চ সা।
বোধস্য দ্বিজমুখ্যস্য গৃহে নীতবতী পুনঃ ॥ ২৮
ভক্ষয়ামাস চ সুতং তস্য বোধদ্বিজন্মনঃ।
স তত্র দ্বিজসংস্কারৈঃ সংস্কৃতো হৈমিনী সুতঃ ॥
বয়মত্র মহাভাগ সংস্কৃতা গুরুণা ত্বয়া।
ময়া তব বচঃ কার্য্যমুপৈমি কতমাং গুরো ॥ ৩০

রাখিয়া তাহার পুত্রকে হরণ করিয়া শেষে তৃতীয়টীকে ভক্ষণ করিল। অতি নির্দ্দয়া সেই জাতহারিণী প্রতিদিন এইরূপে নবপ্রসূত বালক হরণ করিয়া প্রথম দুইটীর পরিবর্ত্তন করত তৃতীয়টী ভক্ষণ করিয়া থাকে। তৎপরে সেই মহীপতি বিক্রান্ত, ক্ষত্রিয়দিগের যে যে সংস্কার আছে, সেই পরিবর্ত্তিত পুত্রেরও সেই সেই সংস্কার করিলেন। বিক্রান্ত নরপতি সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন বলিয়া বিধানানুসারে "আনন্দ" এই নামে পুত্রের নামকরণ করিলেন। ১৫—২১। গুরু সেই কৃতোপনয়ন কুমারকে জননী-সমীপে প্রথমে প্রণাম করিতে বলিলেন। আনন্দ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, আমি কোন্ মাতাকে বন্দনা করিব? জননীকে কিংবা পালনীকে প্রণাম করিব? গুরু বলিলেন,—হে মহাভাগ! এই জারুথাত্মজা হৈমনী নাম্নী বিক্রান্ত রাজার প্রধানা মহিষী কি তোমার জননী নহেন? আনন্দ বলিলেন, ইনি বোধনামক বিপ্রশ্রেষ্ঠের পুত্র বিশালগ্রাম-নিবাসী চৈত্রের মাতা। ইহাঁর গর্ভে সেই চৈত্রই জন্মিয়াছিলেন, আমি অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছি। গুরু বলিলেন,—হে আনন্দ! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ! তুমি যে চৈত্রের কথা বলিলে, সেই চৈত্র কে? তুমি কোথায় জন্মিয়াছিলে, এখানেই বা কিরূপে আসিলে? এবং এখানে যে জন্মিয়াছিল, সে-ই বা কোথায় গেল? তুমি কি বলিতেছ? এ যে মহৎ সঙ্কট দেখা যাইতেছে। ২২—২৬। আনন্দ বলিলেন,—হে দ্বিজ! আমি অবনীপতি অনমিত্র নামক ক্ষত্রিয়ের গৃহে তাঁহার পত্নী গিরিভদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমাকে জাতহারিণী গ্রহণ করিয়া এই স্থানে রাখিয়া গিয়াছে, আর এই হৈমনীর পুত্রকে গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার দ্বিজশ্রেষ্ঠ বোধের গৃহে লইয়া গিয়া সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ বোধের সন্তানকে ভক্ষণ করিয়াছিল। হৈমনীসুত সেই বালক বিশালগ্রামে দ্বিজসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইহইয়াছে এবং আপনা কর্ত্তৃক আমি এখানে সংস্কৃত হইয়াছি। হে মহাভাগ! আপনি আমার গুরু। আপনার আদেশ আমার একান্ত পালনীয়। গুরো! আমি কোন্

শুক্রুবাচ।
অতীব গহনং বৎস সঙ্কটং মহদাগতম্।
ন বেদ্মি কিঞ্চিন্মোহেন ভ্রমন্তীব হি বুদ্ধয়ঃ॥
আনন্দ উবাচ।
মোহস্যাবসরঃ কোঽত্র জগত্যেবং ব্যবস্থিতে।
কঃ কস্য পুত্রো বিপ্রর্ষে কো বা কস্য ন বান্ধবঃ
আরভ্য জন্মনো নৃণাং সম্বন্ধিত্বমুপৈতি যঃ।
অন্তে সম্বন্ধিনো বিপ্র মৃত্যুনা সন্নিবর্ত্তিতাঃ॥
অত্রাপি জাতস্য সতঃ সম্বন্ধো যোঽস্য বান্ধবৈঃ
সোঽপ্যন্তমন্তে দেহস্য প্রযাত্যেষোঽখিলক্রমঃ
অতো ব্রবীমি সংসারে বসতঃ কো ন বান্ধবঃ।
কো বাপি সততং বন্ধুঃ কিং বো বিভ্রাম্যতে মতিঃ॥ ৩৫
পিতৃদ্বয়ং ময়া প্রাপ্তমস্মিন্নেব হি জন্মনি।
মাতৃদ্বয়ঞ্চ কিং চিত্রং যদন্যদ্দেহসম্ভবে॥ ৩৬
সোঽহং তপঃ করিষ্যামি ত্বয়া যো হ্যস্য ভূপতেঃ
বিশালগ্রামতঃ পুত্রশ্চৈত্র আনীয়তামিহ॥ ৩৭
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ স বিস্মিতো রাজা সভার্য্যঃ সহ বন্ধুভিঃ।
তস্মান্নিবর্ত্ত্য মমতামনুমেনে বনায় তম্॥ ৩৮
চৈত্রমানীয় তনয়ং রাজ্যযোগ্যং চকার সঃ।
সম্মান্য ব্রাহ্মণং যেন পুত্রবুদ্ধ্যা স পালিতঃ॥ ৩৯
সোঽপ্যানন্দস্তপস্তেপে বাল এব মহাবনে।
বর্ম্মণাং ক্ষপণার্থায় বিমুক্তেঃ পরিপন্থিনাম্॥ ৪০
তপস্যন্তং ততস্তঞ্চ প্রাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ।
কিমর্থং তপ্যসে বৎস তপস্তীব্রং বদস্ব তৎ॥ ৪১
আনন্দ উবাচ।
আত্মনঃ শুদ্ধিকামোঽহং করোমি ভগবংস্তপঃ।
বন্ধায় মম কর্ম্মাণি যানি তৎক্ষপণোন্মুখঃ॥ ৪২
ব্রহ্মোবাচ।
ক্ষীণাধিকারো ভবতি মুক্তিযোগ্যো ন কর্ম্মবান্
সত্ত্বাধিকারবান্ মুক্তিমবাপ স্যতি কথং ভবান্॥

জননীকে প্রণাম করিব? শুক্র বলিলেন,—বৎস! অতীব বিষম মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; যেন মোহহেতু বুদ্ধি ভ্রমণ করিতেছে। আনন্দ বলিলেন, হে বিপ্রর্ষে! এইরূপ ব্যবস্থিত এই জগতে মোহের বিরাম কৈ? সুতরাং কে কাহার পুত্র? আবার যখন প্রাণী জন্মাবধি প্রাণীদিগের সহিত বিবিধ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইতেছে, তখন কে-ই বা কাহার বান্ধব নহে? সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যেরূপ মৃত্যুকর্ত্তৃক নিবর্ত্তিত হয়; এই সংসারে বান্ধবগণের সহিত জাতজীবের যে অখিলক্রম (সর্ব্বানুগামী) সম্বন্ধে, তাহাও সেইরূপ দেহের বিনাশের পর, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২৭—৩৪। এইজন্য বলিতেছি, সংসারনিবাসিগণের কে বন্ধু নহে এবং কেই বা নিত্য বন্ধু? অতএব কি জন্য আপনি ভ্রান্তবুদ্ধি হইতেছেন? আমি এই জন্মেই মাতৃদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি, অন্য দেহ ধারণে যে এরূপ সম্বন্ধঘটনা হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? এক্ষণে আমি তপস্যা করিব। আপনি বিশাল গ্রাম হইতে এই ভূপতির পুত্র সেই চৈত্রকে এই স্থানে আনয়ন করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর রাজা ভার্য্যা ও বন্ধুবর্গের সহিত বিস্মিত হইয়া সেই পুত্র হইতে মমতা নিবৃত্ত করত তাঁহাকে বনে গমনে অনুমোদন করিলেন। যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চৈত্র পালিত হইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণকে সম্মানিত করিয়া নিজ পুত্র চৈত্রকে আনয়ন করত রাজা তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। সেই আনন্দ, মোক্ষবিরোধী কর্ম্ম সকলের ক্ষয় কামনায় বাল্যাবস্থাতেই মহাবনে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৩৫—৪০। আনন্দ এইরূপ তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেব প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! কিজন্য এই তীব্র তপস্যা করিতেছ, তাহা বল। আনন্দ বলিলেন, ভগবন্! যে সকল কর্ম্ম আমার সংসারবন্ধের হেতুস্বরূপ, তাহার নাশেচ্ছু হইয়া আমি আত্মশুদ্ধির জন্য, তপস্যা করিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন, ক্ষীণাধিকার ব্যক্তিগণ মুক্তিযোগ্য হয়; তাহারা কর্ম্মবান হয় না; তবে তুমি সত্ত্বাধিকারী

ভবতা মনুনা ভাব্যং যত্নেন ব্রজ তৎ কুরু।
অলং তে তপসা তস্মিন্‌ কৃতে মুক্তিমবাপ্স্যসি

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা সোঽপি তথেত্যুক্তা মহামতিঃ
তৎকর্ম্মাভিমুখো যাতস্তপসো বিররাম হ॥ ৪৫
চাক্ষুষেত্যাহ তং ব্রহ্মা তপসো বিনিবর্ত্তয়ন্‌।
পূর্ব্বং নাম্না বভূবাথ প্রখ্যাতশ্চাক্ষুষো মনুঃ॥৪৬
উপযেমে বিদর্ভাং স সুতামুগ্রস্য ভূভৃতঃ।
তস্যাঞ্চোৎপাদয়ামাস পুত্রান্‌ প্রখ্যাতবিক্রমান্‌
তস্য মন্বন্তরেশস্য যেঽন্তরত্রিদশা দ্বিজ।
যে চর্ষয়স্তথৈবেন্দ্রো যে সুতাশ্চাস্য তান্‌ শৃণু॥
আর্য্যা নাম সুরাস্তত্র তেষামেকোঽষ্টকো গণঃ
প্রখ্যাতকর্ম্মণাং বিপ্র যজ্ঞে হব্যভুজাময়ম্‌॥৪৯
প্রখ্যাতবলবীর্য্যাণাং প্রভামণ্ডলদুর্দ্দৃশাম্‌।
দ্বিতীয়শ্চ প্রসূতাখ্যো দেবানামষ্টকো গণঃ॥৫০

(প্রাণিপুঞ্জের উপর আধিপত্যশালী) হইয়া কিরূপে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে? তুমি ষষ্ঠ মনু হইবে; এক্ষণে যাও,—তদ্রূপ কার্য্য কর। তাহা করিলে মুক্ত হইবে। তোমার তপস্যা অনাবশ্যক। ৪১—৪৪। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, সেই মহামতি "তাহাই হউক" বলিয়া তৎকর্ম্মাভিমুখ হইয়া তপস্যা হইতে বিরত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে তপস্যা হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া 'চাক্ষুষ' এই পূর্ব্ব নামে অভিহিত করিলেন। অনন্তর তিনি 'চাক্ষুষ' মনু নামে বিখ্যাত হইলেন। তৎপরে তিনি উগ্র নামক রাজার কন্যা বিদর্ভাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে অনেক বিক্রমশালী পুত্র উৎপাদন করিলেন। দ্বিজ! সেই মন্বন্তরাধিপতির মন্বন্তরে যে যে দেবতা, যে যে ঋষি, যিনি ইন্দ্র ও ইঁহার যে যে সন্তান হয়, তাহা শ্রবণ কর। বিপ্র! এই মন্বন্তরে সুরগণের প্রথমগণ আর্য্য নামক। সেই গণে প্রখ্যাতকর্ম্মা ও যজ্ঞে হব্যভোজী আটটী দেবতা ছিলেন। প্রখ্যাত-বলবীর্য্য ও প্রভামণ্ডল-মধ্যস্থ বলিয়া দুর্দ্দর্শ অপর দেবতাগণের প্রসূত নামে

তথৈবাষ্টক এবান্যো ভবাখ্যো দেবতাগণঃ।
চতুর্থশ্চ গণস্তত্র যূথগাখ্যস্তথাষ্টকঃ॥ ৫১
লেখসংজ্ঞাস্তথৈবান্যে তত্র মন্বন্তরে দ্বিজ।
পঞ্চমে চ গণে দেবাস্তৎসংজ্ঞা হ্যমৃতাশিনঃ॥৫২
শতং ক্রতূনামাহৃত্য যস্তেষামধিপোঽভবৎ।
মনোজবস্তথৈবেন্দ্রঃ সংখ্যাতো যজ্ঞভাগভুক্‌॥
সুমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্মানুন্নতো মধুঃ।
অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ সপ্তাসন্নিতি চর্ষয়ঃ॥ ৫৪
উরু-পুরু-শতদ্যুম্নপ্রমুখাঃ সুমহাবলাঃ।
চাক্ষুষস্য মনোঃ পুত্রাঃ পৃথিবীপতয়োঽভবন্‌॥৫৫
এতৎ তে কথিতং ষষ্ঠং ময়া মন্বন্তরং দ্বিজ।
চাক্ষুষস্য তথা জন্ম চরিতঞ্চ মহাত্মনঃ॥ ৫৬
সাম্প্রতং বর্ত্ততে যোঽয়ং নাম্না বৈবস্বতো মনুঃ
সপ্তমে যেঽন্তরে তস্য দেবাদ্যাস্তান্‌ শৃণুষ্ব মে

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে চাক্ষুষমন্বন্তরং নাম ষট্‌সপ্তভিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৩॥

দ্বিতীয়গণ;—ইহাতেও আটটী দেবতা। হে দ্বিজ! তৃতীয় ভব্যাখ্য দেবতাগণে আটটী ও চতুর্থ যূথগ নামক গণেও আটটী দেবতা ছিলেন। পঞ্চমগণে দেবতাগণ অমৃতাশী নামে বিখ্যাত। দ্বিজ! সেই মন্বন্তরে অন্য দেবগণ লেখসংজ্ঞক; এই পঞ্চম গণেও অমৃতভোজী দেবগণ পূর্ব্বের ন্যায় অষ্টসংখ্যক। শত যজ্ঞ করিয়া, যজ্ঞ-ভাগভুক্‌ "মনোজব" নামক ইন্দ্র তাঁহাদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন। সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান্‌, উন্নত, মধু, অতি ও সহিষ্ণু, ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। চাক্ষুষ মনুর উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন প্রভৃতি মহাবল পুত্রগণ পৃথিবীপতি হইয়াছিলেন। হে দ্বিজ! এই ষষ্ঠ মন্বন্তরের বিষয় এবং মহাত্মা চাক্ষুষ মনুর জন্ম ও চরিত্র তোমাকে বলিলাম। সম্প্রতি বৈবস্বত নামে যে সপ্তম মনু বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার মন্বন্তরের দেবতাদির বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। ৪৫—৫৭।

ষট্‌ সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৬।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মার্ত্তণ্ডস্য রবের্ভার্য্যা তনয়া বিশ্বকর্ম্মণঃ।
সংজ্ঞা নাম মহাভাগ তস্যাং ভানুরজীজনৎ ॥১
মনুং প্রখ্যাতযশসমনেকজ্ঞানপারগম্।
বিবস্বতঃ সুতো যস্মাৎ তস্মাদ্বৈবস্বতস্তু সঃ ॥২
সংজ্ঞা চ রবিণা দৃষ্টা নিমীলয়তি লোচনে।
যতস্ততঃ সরোষোঽর্কঃ সংজ্ঞাং নিষ্ঠুরমব্রবীৎ ॥
ময়ি দৃষ্টে সদা যস্মাৎ কুরুষে নেত্রসংযমম্।
তস্মাজ্জনিষ্যসে মূঢ়ে প্রজাসংযমনং যমম্ ॥ ৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ সা চপলাং দৃষ্টিং দেবী চক্রে ভয়াকুলা।
বিলোলিতদৃশং দৃষ্ট্বা পুনরাহ চ তাং রবিঃ ॥ ৫
যস্মাদ্বিলোলিতা দৃষ্টির্ময়ি দৃষ্টে ত্বয়াধুনা।
তস্মাদ্বিলোলাং তনয়াং নদীং ত্বং প্রসবিষ্যসি

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তস্যাস্তু সঞ্জজ্ঞে ভর্ত্তৃশাপেন তেন বৈ।
যমশ্চ যমুনা চৈব প্রখ্যাতা সুমহানদী ॥ ৭
সাপি সংজ্ঞা রবেস্তেজঃ সেহে দুঃখেন ভাবিনী
অসহন্তী চ সা তেজশ্চিন্তয়ামাস বৈ তদা ॥ ৮
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি ক্ব গতায়াশ্চ নির্বৃতিঃ
ভবেন্মম কথং ভর্ত্তা কোপমর্কশ্চ নেষ্যতি ॥ ৯
ইতি সঞ্চিন্ত্য বহুধা প্রজাপতিসুতা তদা।
বহু মেনে মহাভাগা পিতৃসংশ্রয়মেব সা ॥ ১০
ততঃ পিতৃগৃহে গন্তুং কৃতবুদ্ধির্যশস্বিনী।
ছায়াময়ীমাত্মতনুং * নির্ম্মমে দয়িতাং রবেঃ ॥
তাঞ্চোবাচ ত্বয়া বেশ্মন্যত্র ভানোর্যথা ময়া।
তথা সম্যগপত্যেষু বর্ত্তিতব্যং তথা রবৌ ॥১২

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহাভাগ! বিশ্বকর্ম্মার সংজ্ঞা নাম্নী তনয়া মার্ত্তণ্ড-দেবের পত্নী। তাঁহার গর্ভে ভাস্করের ঔরসে বিখ্যাতযশা বহুজ্ঞান-সমন্বিত মনু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবস্বতের পুত্র বলিয়া ঐ মনু বৈবস্বত নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সূর্য্য দৃষ্টিপাতে পতিত হইলেই সংজ্ঞা লোচনদ্বয় নিমীলিত করিলেন; তাহাতে সূর্য্যদেব একদা সরোষে তাঁহাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিলেন,—মূঢ়ে! সর্ব্বদা আমাকে দর্শন করিয়া যেমন নেত্রসংযম কর, সেইরূপ তুমি প্রজাসংযমনপর যমকে প্রসব করিবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তদবধি সেই সংজ্ঞাদেবী ভয়াকুলা হইয়া ভাস্করের প্রতি চঞ্চলদৃষ্টি বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে রবি তাঁহাকে বিলোলিতদৃশা দেখিয়া, পুনর্ব্বার বলিলেন,—এক্ষণে তুমি আমাকে দর্শন করিয়া, যেমন দৃষ্টি বিলোলিত করিতেছ, সেইরূপ তুমি বিলোলা নদীরূপিণী তনয়া প্রসব করিবে।

১—৬। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তদনন্তর তদ্রূপ পতিপ্রদত্ত অভিশাপ হেতু তাঁহার গর্ভে যম জন্মগ্রহণ করিলেন এবং যমুনা নাম্নী বিখ্যাতা মহানদীও জন্মগ্রহণ করিল। সেই সংজ্ঞা নাম্নী কামিনী এতৎকাল পর্য্যন্ত দুঃখের সহিত রবির তেজ সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই তেজ আর সহ্য করিতে না পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—"কি করি? কোথায় যাই? কোথায় গমন করিলে, নির্ব্বৃতি হইবে? এবং তৎপরে কিরূপেই বা আমার ভর্ত্তা অর্ক কোপবশীভূত না হইবেন?" তৎকালে প্রজাপতি-কন্যা সেই মহাভাগা সংজ্ঞা এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিয়া পিতৃগৃহ-আশ্রয়ই ভাল বলিয়া বোধ করিলেন। তদনন্তর সেই যশস্বিনী পিতৃগৃহ গমনে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া নিজ দেহ হইতে রবির প্রিয়তমা স্বীয় ছায়াময় তনু নির্ম্মাণ করিলেন। পরে সেই ছায়াকে বলিলেন,—এই ভানুর গৃহে যেরূপ আমি আছি, তুমি সেইরূপ ভাবেই থাকিবে; অপত্যগণ ও স্বামী রবির প্রতি আমার

---

* অতঃপরং——নিজলক্ষণলক্ষিতাম্।
অসহন্তীব সা তেজঃ——
ইতি কচিৎ পুস্তকেঽধিকঃ পাঠঃ।

পৃষ্টয়াপি ন বাচ্যং তে তথৈতদ্গমনং মম।
সৈবাস্মি নাম সংজ্ঞেতি বাচ্যমেতৎ সদা বচঃ॥
ছায়াসংজ্ঞোবাচ।
আ কেশগ্রহণাদ্দেবি আ শাপাচ্চ বচস্তব।
করিষ্যে কথয়িষ্যামি বৃত্তন্তু শাপকর্ষণাৎ॥ ১৪
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী জগাম ভবনং পিতুঃ।
দদর্শ তত্র ত্বষ্টারং তপসা ধূতকল্মষম্॥ ১৫
বহুমানাচ্চ তেনাপি পূজিতা বিশ্বকর্ম্মণা।
তস্থৌ পিতৃগৃহে সা তু কঞ্চিৎ কালমনিন্দিতা॥
ততস্তাং প্রাহ চার্ব্বঙ্গীং পিতা নাতিচিরোষিতাম্।
স্তুত্বা চ তনয়াং প্রেম-বহুমানপুরঃসরম্॥ ১৭
ত্বান্তু মে পশ্যতো বৎসে দিনানি সুবহূন্যপি।
মুহূর্ত্তার্দ্ধসমানি স্যুঃ কিন্তু ধর্ম্মো বিলুপ্যতে॥
বান্ধবেষু চিরং বাসো নারীণাং ন যশস্করঃ।
মনোরথো বান্ধবানাং নার্য্যা ভর্ত্তৃগৃহে স্থিতিঃ॥
সা ত্বং ত্রৈলোক্যনাথেন ভর্ত্রা সূর্য্যেণ সঙ্গতা
পিতৃগেহে চিরং কালং বস্তুং নার্হসি পুত্রিকে॥
সা ত্বং ভর্ত্তৃগৃহং গচ্ছ তুষ্টোঽহং পূজিতাসি মে
পুনরাগমনং কার্য্যং দর্শনায় শুভে মম॥ ২১
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা তথেত্যুক্তা চ সা মুনে
সম্পূজয়িত্বা পিতরং জগামাথোত্তরান্ কুরূন্॥
সূর্য্যতাপমনিচ্ছন্তী তেজসস্তস্য বিভ্যতী।
তপশ্চচার তত্রাপি বড়বারূপধারিণী॥ ২৩
সংজ্ঞেয়মিতি মন্বানো দ্বিতীয়ায়ামহর্পতিঃ।
জনয়ামাস তনয়ৌ কন্যাঞ্চৈকাং মনোরমাম্॥
ছায়াসংজ্ঞা ত্বপত্যেষু যথা স্বেষ্বতিবৎসলা।
তথা ন সংজ্ঞাকন্যায়াং পুত্রয়োশ্চান্ববর্ত্তত॥ ২৫
নলিনাদ্যুপভোগেষু বিশেষমনুবাসরম্।
মনুস্তৎক্ষান্তবানস্যা যমস্তস্যা ন চক্ষমে॥ ২৬

সদৃশ আচরণ করিবে। ভানু জিজ্ঞাসা করিলেও আমার এই গমনের কথা বলিও না; "সেই সংজ্ঞাই আমি" সর্ব্বদা এই কথাই বলিবে। ৭—১৩। ছায়াসংজ্ঞা বলিলেন,—হে দেবি! আমার কেশগ্রহণ পর্য্যন্ত ও শাপপ্রদান পর্য্যন্ত ত্বদীয় বাক্যানুরূপ কার্য্য করিব। শাপ ও কেশাকর্ষণ হইলে, সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিব। ছায়াসংজ্ঞা এইরূপ বলিলে, সংজ্ঞাদেবী পিতৃভবনে গমন করিলেন ও তথায় তপস্যা দ্বারা বিধুত-পাপ বিশ্বকর্ম্মাকে দেখিলেন। সেই বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বহুমান-পুরঃসর পূজিতা হইয়া সেই অনিন্দিতা সংজ্ঞা কিছুকাল পিতৃগৃহে অবস্থান করিলেন। তৎপরে অনতিকালাবস্থিতা স্বীয় তনয়া সেই সুন্দরীকে তাঁহার পিতা বিশ্বকর্ম্মা প্রভূত স্নেহভাব ও বহুমানসহকারে মিষ্টবাক্যে কহিলেন, বৎসে! তোমাকে দর্শন করিতে করিতে আমার বহুদিবস গত হইলেও মুহূর্ত্তার্দ্ধ বলিয়া জ্ঞান হয়; কিন্তু ইহা দ্বারা ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। বান্ধবগৃহে চিরকাল বাস, নারীগণের পক্ষে যশস্কর কার্য্য নহে। নারীদিগের ভর্ত্তৃগৃহে বাসই বান্ধবগণের অভিমত। হে পুত্রিকে! ত্রৈলোক্যনাথ সূর্য্য তোমার ভর্ত্তা। তুমি তৎসহ বিবাহসূত্রে মিলিতা। পিত্রালয়ে চিরকাল বাস তোমার উচিত নহে; অতএব হে শুভে! তুমি এক্ষণে পতিগৃহে গমন কর। আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; আমা কর্ত্তৃক তুমিও সম্মানিতা হইয়াছ। আমার দর্শনার্থ পুনরায় আগমন করিও। ১৪—২১। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনে! পিতা বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ বলিলে, সেই সংজ্ঞা "তাহাই হউক" বলিয়া পিতাকে সম্যক্‌রূপে পূজা করত উত্তর-কুরুদেশে গমন করিলেন। ভাস্করের তেজ হইতে ভীতা সেই সংজ্ঞা সূর্য্যতাপে অনিচ্ছুক হইয়া তথায় বড়বা (ঘোটকী) রূপ ধারণ করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। এদিকে "এই-ই সংজ্ঞা" ইহা মনে করিয়া অহর্পতি সূর্য্য দ্বিতীয়া পত্নীতে দুইটী তনয়া ও একটী মনোরমা কন্যা উৎপাদন করিলেন। কিন্তু ছায়াসংজ্ঞা স্বীয় অপত্যের প্রতি যাদৃশ স্নেহবতী ছিলেন, প্রকৃতসংজ্ঞার কন্যা ও পুত্রদ্বয়ের প্রতি সেরূপ ছিলেন না। প্রত্যহই নলিনাদি উপভোগে উভয় সন্তান-

তাড়নায় চ বৈ কোপাৎ পাদস্তেন সমুদ্যতঃ।
ক্ষান্তাঃ পুনঃ ক্ষান্তিমতা ন তু দেহে নিপাতিতঃ
ততঃ শশাপ তং কোপাচ্ছায়াসংজ্ঞা যমং দ্বিজ
কিঞ্চিৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠী বিচলৎপাণিপল্লবা॥ ২৮
পিতুঃ পত্নীমমর্য্যাদ যন্মাং তর্জ্জয়সে পদা।
ভুবি তস্মাদয়ং পাদস্তবাদ্যৈব পতিষ্যতি॥ ২৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য যমঃ শাপং মাত্রা দত্তং ভয়াতুরঃ।
অভ্যেত্য পিতরং প্রাহ প্রণিপাতপুরঃসরম্॥

যম উবাচ।

তাতৈতন্মহদাশ্চর্য্যং ন দৃষ্টমিতি কেনচিৎ।
মাতা বাৎসল্যমুৎসৃজ্য শাপং পুত্রে প্রযচ্ছতি
যথা মনুর্ম্মামাচষ্টে নেয়ং মাতা তথা মম।
নির্গুণেষ্বপি পুত্রেষু ন মাতা বিগুণা ভবেৎ॥৩২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যমস্য তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভগবাংস্তিমিরাপহঃ।
ছায়াসংজ্ঞাং সমাহূয় পপ্রচ্ছ ক গতেতি সা॥৩৩
সা চাহ তনয়া ত্বষ্টুরহং সংজ্ঞা বিভাবসো।
পত্নী তব ত্বয়াপত্যান্যেতানি জনিতানি মে॥৩৪
ইত্থং বিবস্বতঃ সা তু বহুশঃ পৃচ্ছতো যদা।
নাচচক্ষে ততঃ ক্রুদ্ধো ভাস্বাংস্তাং শপ্তুমুদ্যতঃ॥
ততঃ সা কথয়ামাস যথাবৃত্তং বিবস্বতঃ।
বিদিতার্থশ্চ ভগবান্ জগাম ত্বষ্টুরালয়ম্॥ ৩৬
ততঃ স পূজয়ামাস তদা ত্রৈলোক্যপূজিতম্।
ভাস্বন্তং পরয়া ভক্ত্যা নিজগেহমুপাগতম্॥৩৭
সংজ্ঞাং পৃষ্টস্তদা তস্মৈ কথয়ামাস বিশ্বকৃৎ।
আগতৈবেহ মে বেশ্ম ভবতঃ প্রেষিতেতি বৈ
দিবাকরঃ সমাধিস্থো বড়বারূপধারিণীম্।

গণের মধ্যে ভিন্নভাব দেখাইতেন। মনু তাহা ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু যম তাঁহার সেই তারতম্য ক্ষমা করিলেন না। তিনি কোপবশে প্রহারের জন্য পদ সমুদ্যত করিলেন; কিন্তু আবার তখনই ক্ষমা করিয়া উক্ত পদ ছায়াসংজ্ঞার দেহে নিপাতিত করেন নাই। দ্বিজ! তদনন্তর সেই ছায়া-সংজ্ঞা কোপবশে পাণিপল্লব আন্দোলিত করিয়া স্ফুরিতাধরে যমকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, "আমি তোমার পিতৃপত্নী। আমাকে অমর্য্যাদা করিয়া পদ উদ্যত করত তর্জ্জন করিতেছ; অতএব অদ্যই তোমার এই পদ পৃথিবীতে পতিত হইবে।" মার্কণ্ডেয় বলিলেন, যম মাতৃ-প্রদত্ত এইরূপ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া, ভয়াতুর হইয়া পিতৃসমীপে গমন করত প্রণামপূর্ব্বক পিতাকে কহিলেন, তাত! মাতা বাৎসল্য ত্যাগ করিয়া পুত্রকে শাপ প্রদান করেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্য এবং কেহ কখন ইহা দর্শন করে নাই। মনু আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, এই মাতা সেরূপ নহেন; পুত্র অসদ্গুণ-বিশিষ্ট হইলেও মাতা কখন তাহার প্রতি বিরূপা হন না।২২—৩২।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ভগবান্ তিমিরারি যমের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ছায়াসংজ্ঞাকে সাদরে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংজ্ঞা কোথায় গমন করিয়াছে?" তিনি বলিলেন, হে বিভাবসো! আমি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা, আপনার পত্নী—সংজ্ঞা। আমারই গর্ভে আপনার এই সন্তানগুলি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বিবস্বান্ সূর্য্য এইরূপে তখন তাঁহাকে বহুবার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি তাহার প্রকৃত উত্তর দিলেন না; তখন ভাস্বান্ সূর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্তই তিনি বিবস্বানের নিকট নিবেদন করিলেন। ভগবান্ মার্ত্তণ্ডদেব সমস্ত অবগত হইয়া বিশ্বকর্ম্ম-গৃহে গমন করিলেন। তৎপরে বিশ্বকর্ম্মা নিজালয়াগত ত্রৈলোক্য-পূজিত দ্যুতিমান্ সূর্য্যকে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্য কর্ত্তৃক সংজ্ঞার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, সংজ্ঞা আমার গৃহে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি তাহাকে আপনার নিকটেই প্রেরণ করিয়াছি। তখন দিবাকর ধ্যানস্থ হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, সংজ্ঞা উত্তর কুরুবর্ষে বড়বারূপিণী হইয়া

তপশ্চরন্তীং দদৃশে উত্তরেষু কুরুষথ ॥ ৩৯
সৌম্যমূর্ত্তিঃ শুভাকারো মম ভর্ত্তা ভবেদিতি।
অভিসন্ধিশ্চ তপসো বুবুধেহস্যা দিবাকরঃ ॥৪০
শাতনং তেজসো মেহস্য ক্রিয়তামিতি ভাস্করঃ
তস্মাহ বিশ্বকর্ম্মাণং সংজ্ঞায়াঃ পিতরং দ্বিজঃ ॥৪১
সংবৎসরভ্রমেস্তস্য বিশ্বকর্ম্মা রবেস্ততঃ।
তেজসঃ শাতনং চক্রে স্তূয়মানশ্চ দৈবতৈঃ ॥৪২

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বৈবস্বতমন্বন্তরে
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তং তুষ্টুবুর্দেবাস্তথা দেবর্ষয়ো রবিম্।
বাগ্‌ভির্মীড্যমশেষস্য ত্রৈলোক্যস্য সমাগতাঃ ॥

দেবা উচুঃ।

নমস্তে ঋক্‌স্বরূপায় সামরূপায় তে নমঃ।
যজুঃস্বরূপরূপায় সাম্নাং ধামবতে নমঃ ॥ ২
জ্ঞানৈকধামভূতায় নির্ধূতমসে নমঃ।
শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপায় বিশুদ্ধায়ামলাত্মনে ॥ ৩
বরিষ্ঠায় বরেণ্যায় পরস্মৈ পরমাত্মনে।
নমোঽখিলজগদ্ব্যাপি-স্বরূপায়াত্মমূর্ত্তয়ে ॥ ৪
সর্ব্বকারণভূতায় নিষ্ঠায়ৈ জ্ঞানচেতসাম্।
নমঃ সূর্য্যস্বরূপায় প্রকাশাত্মস্বরূপিণে ॥ ৫
ভাস্করায় নমস্তুভ্যং তথা দিনকৃতে নমঃ।
শর্ব্বরীহেতবে চৈব সন্ধ্যাজ্যোৎস্নাকৃতে নমঃ ॥
ত্বং সর্ব্বমেতদ্ভগবান্ জগদুদ্ভ্রমতা ত্বয়া।
ভ্রমত্যাবিদ্ধমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ॥ ৭
ত্বদংশুভিরিদং স্পৃষ্টং সর্ব্বং সঞ্জায়তে শুচি।
ক্রিয়তে তৎকরৈঃ স্পর্শাজ্জলাদীনাং পবিত্রতা
হোমদানাদিকো ধর্ম্মো নোপকারায় জায়তে।
তাবদ্যাবন্ন সংযোগি জগদেতৎ ত্বদংশুভিঃ ॥৯
ঋচস্তে সকলা হ্যেতা যজূংষ্যেতানি চান্যতঃ।

তপস্যাচরণ করিতেছেন এবং দিবাকর আরও বুঝিলেন যে, "আমার ভর্ত্তা সুন্দরাকৃতি ও সৌমমূর্ত্তি হউন" ইহাই তাঁহার তপস্যা করিবার অভিসন্ধি। হে দ্বিজ! ভগবান্ ভাস্কর, সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, আমার তেজ ক্ষীণ করুন। তৎপরে বিশ্বকর্ম্মা দেবগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সংবৎসরভ্রমণকারী সেই রবির তেজ ক্ষয় করিয়াছিলেন। ৩৩—৪২।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর দেবতাগণ ও দেবর্ষিগণ সমাগত হইয়া অশেষ ত্রৈলোক্যের পূজ্য রবিকে বাক্য দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, হে দেব! তুমি ঋক্‌স্বরূপ, তোমায় নমস্কার। তুমি সামস্বরূপ, তোমায় নমস্কার। তুমি যজুঃস্বরূপ ও সামের দ্যুতিমান্; তোমায় নমস্কার। তুমিই জ্ঞানের একমাত্র আধারস্বরূপ, তমোনাশক, শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপ, বিশুদ্ধ ও অমলাত্মা; তোমায় নমস্কার; তুমিই বরিষ্ঠ, বরেণ্য, পর ও পরমাত্মা; তুমিই অখিল জগদ্ব্যাপিস্বরূপ ও আত্মমূর্ত্তি; তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্ঞানচেতাদিগের নিষ্ঠা, সূর্য্যস্বরূপ, প্রকাশাত্মরূপী ও সর্ব্বকারণভূত; তোমায় নমস্কার। ১—৫। তুমি ভাস্কর, তুমি দিনকর, তুমি শর্ব্বরীর কারণস্বরূপ এবং তুমিই সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্নাকারী; তোমাকে নমস্কার। তুমি ভগবান্, তোমা দ্বারাই জগৎ উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে, তোমা কর্ত্তৃকই এই চরাচর-সমন্বিত অখিল ব্রহ্মাণ্ড আবিদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই স্পর্শযোগ্য যাবতীয় দ্রব্য তোমার অংশুস্পর্শে শুচি হইয়া থাকে। তোমার কর দ্বারাই জলাদির পবিত্রতা সাধিত হইয়া থাকে। হে দেব! এই জগৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার অংশুর সংযোগ না পায়, ততক্ষণ হোম দানাদি ধর্ম্ম দ্বারা কোন উপকারই হয় না। তোমার অঙ্গ হইতে যে কিরণ সকল নিপতিত হইতে থাকে,

সকলানি চ সামানি নিপতন্তি স্বদঙ্গতঃ॥ ১০
ঋঙ্ময়স্ত্বং জগন্নাথ ত্বমেব চ যজুর্ম্ময়ঃ।
যতঃ সামময়শ্চৈব ততো নাথ ত্রয়ীময়ঃ॥ ১১
ত্বমেব ব্রহ্মণো রূপং পরঞ্চাপরমেব চ।
মূর্ত্তামূর্ত্তস্তথা সূক্ষ্মঃ স্থূলরূপস্তথা স্থিতঃ॥ ১২
নিমেষ-কাষ্ঠাদিময়ঃ কালরূপঃ ক্ষয়াত্মকঃ।
প্রসীদ স্বেচ্ছয়া রূপং স্বতেজঃশমনং কুরু॥ ১৩
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবং সংস্তূয়মানস্তু দেবৈর্দেবর্ষিভিস্তথা।
মুমোচ স্বং তদা তেজস্তেজসাং রাশিরব্যয়ঃ॥
যৎ তস্য ঋঙ্ময়ং তেজো ভবিতা তেন মেদিনী
যজুর্ম্ময়েণাপি দিবং স্বর্গঃ সামময়ং রবেঃ॥ ১৫
শাতিতাস্তেজসো ভাগা যে ত্বষ্ট্রা দশ পঞ্চ চ।
ত্বষ্ট্রৈব তেন সর্ব্বস্য কৃতং শূলং মহাত্মনা॥ ১৬
চক্রং বিষ্ণোর্বসূনাঞ্চ শঙ্করস্য সুদারুণা।
পাবকস্য তথা শক্তিঃ শিবিকা ধনদস্য চ॥ ১৭
অন্যেষাঞ্চ সুরারীণামস্ত্রাণ্যুগ্রাণি যানি বৈ।
যক্ষ-বিদ্যাধরাণাঞ্চ তানি চক্রে স বিশ্বকৃৎ॥ ১৮
ততশ্চ ষোড়শং ভাগং বিভর্ত্তি ভগবান্ বিভুঃ
তৎ তেজঃ পঞ্চদশধা শাতিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ১৯
ততোঽশ্বরূপধৃগ্‌ভানুরুত্তরানগমৎ কুরূন্।
দদৃশে তত্র সংজ্ঞাঞ্চ বড়বারূপধারিণীম্॥ ২০
সা চ দৃষ্ট্বা তমায়ান্তং পরপুংসো বিশঙ্কয়া।
জগাম সম্মুখং তস্য পৃষ্ঠরক্ষণতৎপরা॥ ২১
ততশ্চ নাসিকাযোগং তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ।
নাসত্যদস্রৌ তনয়াবশ্বীবক্ত্রবিনির্গতৌ॥ ২২
রেতসোঽন্তে চ রেবন্তঃ খড়্গী চর্ম্মী তনুত্রধৃক্।
অশ্বারূঢ়ঃ সমুদ্ভূতো বাণতূণসমন্বিতঃ॥ ২৩
ততঃ স্বরূপমতুলং দর্শয়ামাস ভানুমান্।
তস্যৈষা চ সমালোক্য স্বরূপং মুদমাদদে॥ ২৪
স্বরূপধারিণীঞ্চেমামানিনায় নিজাশ্রয়ম্।

সে সমস্তই ঋক্ যজুঃ ও সাম। হে জগন্নাথ! তুমি ঋঙ্ময়, তুমি যজুর্ম্ময়, তুমি সামময়; সুতরাং হে প্রভো! তুমি ত্রয়ীময়। তুমি ব্রহ্মরূপী, তুমিই প্রধান ও অপ্রধান তুমিই মূর্ত্তিধারী ও মূর্ত্তিহীন, স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে তুমিই অবস্থিত। দেব! তুমিই নিমেষ-কাষ্ঠাদি স্বরূপ ক্ষয়াত্মক কালরূপী, তুমি প্রসন্ন হও; স্বীয় ইচ্ছায় রূপ ও তেজ ক্ষয় কর। ৬—১৩। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তৎপরে দেবগণ ও দেবর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তূয়মান হইয়া তেজোরাশি অব্যয় সূর্য্য স্বীয় তেজ মুক্ত করিলেন। সেই রবির ঋঙ্ময় তেজ হইতে পৃথিবী, যজুর্ম্ময় তেজ হইতে আকাশ ও সামময় তেজ হইতে স্বর্গ হইল। ত্বষ্টা যে সূর্য্য-তেজের পঞ্চদশ ভাগ শাতন (চাঁচা) করিয়াছিলেন, মহাত্মা ত্বষ্টা সেই তেজ দ্বারাই মহাদেবের শূল, বিষ্ণুর চক্র এবং বসুগণ, শঙ্কর ও পাবকের সুদারুণা শক্তি নির্ম্মাণ করেন। আর তাহাতেই কুবেরের শিবিকা এবং অন্যান্য সুরারিগণের ও যক্ষ বিদ্যাধরবর্গের যে সকল উগ্র অস্ত্র আছে, তৎসমস্তই বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৪—১৮। তদনন্তর ভগবান্ বিভু সূর্য্য স্বীয় তেজের ষোড়শ ভাগ মাত্র ধারণ করিলেন; বিশ্বকর্ম্মা তাহাও আরায় পঞ্চদশ বার শাতন করিলেন। তৎপরে ভানু অশ্বরূপ ধারণ করিয়া উত্তরকুরুবর্ষে গমন-পূর্ব্বক বড়বা-রূপধারিণী সংজ্ঞাকে দেখিতে পাইলেন। সেই সংজ্ঞা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পরপুরুষের আশঙ্কায় পৃষ্ঠরক্ষণ-তৎপরা হইয়া তাঁহার সম্মুখে (প্রত্যাবৃত্ত হইয়া) গমন করিলেন। তদনন্তর সেই স্থানে তাঁহাদের দুই জনের নাসিকা-যোগে সমাগম হইলে অশ্বীর মুখবিবর হইতে নাসত্য ও দস্র নামক দুইটী তনয় বহির্গত হইল। আর সেই বীর্য্যের শেষভাগে চর্ম্ম, বর্ম্ম ও খড়্গধারী, বাণতূণসমন্বিত, অশ্বারূঢ় রেবন্ত নামক এক পুত্র সমুদ্ভূত হইলেন। তদনন্তর সূর্য্য তাঁহাকে (অশ্বিনীকে) স্বীয় অতুলরূপ দর্শন করাইলে, বড়বারূপিণী সংজ্ঞা তাঁহার যথার্থ রূপ দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইয়া স্বরূপ ধারণ করিলেন। তখন জলশোষক ভাস্কর স্বরূপধারিণী সংজ্ঞা নাম্নী

সংজ্ঞাং ভার্য্যাং প্রীতিমতীং ভাস্করো বারিতস্করঃ।
ততঃ পূর্ব্বমুতো যোঽস্যাঃ সোঽভূদ্বৈবস্বতো মনুঃ।
দ্বিতীয়শ্চ যমঃ শাপাদ্ধর্ম্মদৃষ্টিরভূৎ সুতঃ। ২৬
ক্রিময়ো মাংসমাদায় পাদতোঽস্য মহীতলে।
পতিষ্যন্তীতি শাপান্তং তত্র চক্রে পিতা স্বয়ম্॥
ধর্ম্মদৃষ্টির্যতশ্চাসৌ সমো মিত্রে তথাহিতে।
ততো নিয়োগং তং যাম্যে চকার তিমিরাপহঃ
যমুনা চ নদী জজ্ঞে কলিন্দান্তরবাহিনী।
অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ কৃতৌ পিত্রা মহাত্মনা
গুহ্যকাধিপতিত্বে চ রেবন্তোঽপি নিয়োজিতঃ।
ছায়াসংজ্ঞাসুতানাঞ্চ নিয়োগঃ শ্রূয়তাং মম॥৩০
পূর্ব্বজস্য মনোস্তুল্যশ্ছায়াসংজ্ঞাসুতোঽগ্রজঃ।
ততঃ সাবর্ণিকীং সংজ্ঞামবাপ তনয়ো রবেঃ॥
ভবিষ্যতি মনুঃ সোঽপি বলিরিন্দ্রো যদা তদা
শনৈশ্চরো গ্রহাণাঞ্চ মধ্যে পিত্রা নিযোজিতঃ

তয়োস্তু যা কন্যা তপতী নাম সা কুরুম্।
নৃপাৎ সংবরণাৎ পুত্রমবাপ মনুজেশ্বরম্॥
তস্য বৈবস্বতস্যাহং মনোঃ সপ্তমমন্তরম্।
কথয়ামি সুতান্ ভূপানৃষীন্ দেবান্ সুরাধিপম্

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বৈবস্বতে মন্বন্তরে বৈবস্বতোৎপত্তির্নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৮॥

এই প্রীতিমতী ভার্য্যাকে নিজাশ্রমে আনয়ন করিলেন। ১৯—২৫। তৎপরে ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই বৈবস্বত নামক মনু হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র যম শাপহেতু ধর্ম্মদৃষ্টি হইলেন। "তোমার পদ হইতে মাংসের সহিত ক্রিমি সকল মহীতলে পড়িবে" এই শাপের প্রতিকার তাঁহার পিতা স্বয়ং করিয়াছিলেন। যমকে ধর্ম্মদৃষ্টি ও শত্রুমিত্রে সমদর্শী দেখিয়া তিমিরারি সূর্য্য তাঁহাকে যমত্বে নিযুক্ত করিলেন। যমুনা নামক কন্যা নদীরূপে কলিন্দ দেশের মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় পিতাকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া স্বর্গবৈদ্য হইলেন এবং রেবন্ত গুহ্যকাধিপতিত্বে নিযুক্ত হইলেন। ছায়া-সংজ্ঞার পুত্রদিগের নিয়োগ এক্ষণে আমার নিকট শ্রবণ কর। ২৬—৩০। তৎপরে পূর্ব্বজ বৈবস্বত মনুর তুল্য ছায়াসংজ্ঞার গর্ভজাত রবির জ্যেষ্ঠপুত্র সাবর্ণিক নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যৎকালে বলি ইন্দ্র হইবেন, তখন ইনিও মনু হইবেন। শনৈশ্চরও পিতা কর্ত্তৃক গ্রহগণমধ্যে নিযুক্ত হইলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠা একটী কন্যা ছিল, যাঁহার নাম তপতী; তিনি সংবরণ নামক রাজা হইতে কুরু নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি সেই সপ্তম মনু বৈবস্বতের অন্তর ঋষি সকল, দেবগণ, ইন্দ্র ও তাঁহার ভূপাল পুত্রগণের বিষয় বলিতেছি। ৩১—৩৪।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৮॥

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরুদ্গণাঃ
ভৃগবোঽঙ্গিরসশ্চাষ্টৌ যত্র দেবগণাঃ স্মৃতাঃ॥১
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিজ্ঞেয়াঃ কশ্যপাত্মজাঃ।
সাধ্যাশ্চ বসবো বিশ্বে ধর্ম্মপুত্রগণাস্ত্রয়ঃ॥ ২
ভৃগোস্তু ভৃগবো দেবাঃ পুত্রা হ্যঙ্গিরসঃ সুতাঃ।
এষ সর্গশ্চ মারীচো বিজ্ঞেয়ঃ সাম্প্রতং দ্বিজ॥৩

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্ব, মরুৎ, ভৃগু ও অঙ্গিরোগণ, এই মন্বন্তরে এই অষ্টবিধ দেবতা। তন্মধ্যে আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ কশ্যপের সন্তান। সাধ্য, বসু ও বিশ্বগণ, এই গণত্রয় ধর্ম্মপুত্র। ভৃগুগণ দেবতারা ভৃগুর পুত্র; অঙ্গিরোগণ অঙ্গিরার পুত্র। হে দ্বিজ! এই সর্গকে সম্প্রতি মারীচ সর্গ বলিয়া জানিবে। ১—৩।

উর্জস্বী নাম চৈবেন্দ্রো মহাত্মা যজ্ঞভাগভুক্।
অতীতানাগতা যে চ বর্ত্তন্তে সাম্প্রতঞ্চ যে॥ ৪
সর্ব্বে তে ত্রিদশেন্দ্রাস্ত বিজ্ঞেয়াস্তুল্যলক্ষণাঃ।
সহস্রাক্ষাঃ কুলিশিনঃ সর্ব্ব এব পুরন্দরাঃ॥ ৫
মঘবন্তো বৃষাঃ সর্ব্বে শৃঙ্গিণো গজগামিনঃ।
তে শতক্রতবঃ সর্ব্বে ভূতাভিভবতেজসঃ॥ ৬
ধর্ম্মাদ্যৈঃ কারণৈঃ শুদ্ধৈরাধিপত্যগুণান্বিতাঃ।
ভূতভব্যভবন্নাথাঃ শৃণু চৈতত্ত্রয়ং দ্বিজ॥ ৭
ভূর্লোকোঽয়ং স্মৃতা ভূমিরন্তরীক্ষং দিবঃ স্মৃতম্
দিব্যাখ্যশ্চ তথা স্বর্গস্ত্রৈলোক্যমিতি গদ্যতে॥৮
অত্রিশ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ কাশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ।
গৌতমশ্চ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোঽথ কৌশিকঃ
তথৈব পুত্রো ভগবানৃচীকস্য মহাত্মনঃ।
জমদগ্নিস্তু সপ্তৈতে মুনয়োঽত্র তথান্তরে॥১০
ইক্ষ্বাকুর্নাভগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তশ্চ বিখ্যাতো নভগো দিষ্ট এব চ॥১১
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ বসুমান্ লোকবিশ্রুতঃ।

মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে নবপুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥১২
বৈবস্বতমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং তে মন্বন্তরম্।
অস্মিন্ শ্রুতে নরঃ সদ্যঃ পঠিতে চৈব সত্তম।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ পুণ্যঞ্চ মহদশ্নুতে॥১৩

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বৈবস্বতমন্বন্তরে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৯॥

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ কথিতাঃ সপ্তৈতে মনবো ময়া।
তদন্তরেষু যে দেবা রাজানো মুনয়স্তথা॥ ১
অস্মিন্ কল্পে সপ্ত যেঽন্যে ভবিষ্যন্তি মহামুনে
মনবস্তান্ সমাচক্ষ্ব যে চ দেবাদয়শ্চ যে॥ ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কথিতস্তব সাবর্ণিশ্ছায়াসংজ্ঞাসুতশ্চ যঃ।
পূর্ব্বজস্য মনোস্তুল্যঃ স মনুর্ভবিতাষ্টমঃ॥ ৩

এই মন্বন্তরে মহাত্মা উর্জ্জস্বী ইন্দ্র হইয়া যজ্ঞভাগভুক্ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ইন্দ্র হইয়াছিলেন, পরে যাঁহারা ইন্দ্র হইবেন ও সম্প্রতি যাঁহারা ইন্দ্রত্বে বর্ত্তমান, এই সকল দেবেন্দ্রই সমলক্ষণ বলিয়া বিখ্যাত। সকলেই সহস্রাক্ষ, বজ্রধারী ও পুরন্দর। সকলেই মঘবান্, বৃষ, শৃঙ্গধারী ও গজগামী এবং তাঁহারা সকলেই শতযজ্ঞকারী ও ভূতপরাভবকারি-তেজোবিশিষ্ট। হে দ্বিজ! তাঁহারা সকলেই শুদ্ধ ধর্ম্মাদি কারণ বলে আধিপত্য-গুণসম্পন্ন এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অধিপতি; এক্ষণে ত্রিলোকের বিভাগ শ্রবণ কর। এই ভূমিকে "ভূর্লোক", অন্তরীক্ষকে "দিব" ও স্বর্গকে "দিব্য" বলে। এই তিনটীকে ত্রৈলোক্য কহে। ৪—৮। অত্রি, বশিষ্ঠ, মহর্ষি কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ও মহাত্মা ঋচীকনন্দন জমদগ্নি; এই সপ্ত মুনি এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। ইক্ষ্বাকু, নাভগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নভগ, দিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র, এই

নয়টী বৈবস্বত মনুর দীপ্তিমান্ ও জগদ্বিখ্যাত পুত্র ছিলেন। হে ব্রহ্মন্! আমাকর্ত্তৃক এই বৈবস্বত মন্বন্তর তোমার নিকট কথিত হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ইহা শ্রবণ ও পাঠ করিলে মনুষ্যগণ সদ্যই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য উপভোগ করে। ৯—১৩।

উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৯॥

অশীতিতম অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি বলিলেন, স্বায়ম্ভুব আদি সপ্ত মনুর বিষয় এবং তাঁহাদের মন্বন্তরে যে যে দেবতা যে যে রাজা ও যে যে ঋষি তাহা আমাকে বলিয়াছেন, হে মহামুনে! এই কল্পে আর যে সপ্তসংখ্যক মনু হইবেন, তাঁহাদের বিষয় এবং তৎকালে যাঁহারা দেবাদি হইবেন, তাঁহাদের বিষয় বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ছায়াসংজ্ঞার গর্ভসম্ভূত পূর্ব্বজাত বৈবস্বত মনুর তুল্য যে সাবর্ণির বিষয় তোমায় বলিয়াছি, তিনিই অষ্টম মনু

রামো ব্যাসো গালবশ্চ দীপ্তিমান কৃপ এব চ।
ঋষ্যশৃঙ্গস্তথা দ্রৌণিস্তত্র সপ্তর্ষয়োঽভবন্॥ ৪
সুতপাশ্চামিতাভাশ্চ মুখ্যাশ্চৈব ত্রিধা সুরাঃ।
বিংশকঃ কথিতশ্চৈষাং ত্রয়াণাং ত্রিগুণো গণঃ
তপস্তপশ্চ শক্রশ্চ দ্যুতির্জ্যোতিঃ প্রভাকরঃ।
প্রভাসো দয়িতো ধর্ম্মস্তেজোরশ্মিশ্চ বক্রতুঃ॥
ইত্যাদিকস্তু সুতপা দেবানাং বিংশকো গণঃ।
প্রভুর্বিভুর্বিভাসাদ্যাস্তথান্যো বিংশকো গণঃ॥৭
সুরাণামমিতাভানাং তৃতীয়মপি মে শৃণু।
দমো দান্তো রিতঃ সোমো বিত্তাদ্যাশ্চৈব বিংশতিঃ॥ ৮
মুখ্যা হ্যেতে সমাখ্যাতা দেবা মন্বন্তরাধিপাঃ;
মারীচস্যৈব তে পুত্রাঃ কাশ্যপস্য প্রজাপতেঃ।
ভবিষ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি সাবর্ণস্যান্তরে মনোঃ॥ ৯
তেষামিন্দ্রো ভবিষ্যস্তু বলির্বৈরোচনির্মুনে।
পাতাল আস্তে যোঽদ্যাপি দৈত্যঃ সময়বন্ধনঃ

বিরজাশ্চার্ব্ববীরশ্চ নির্ম্মোহঃ সত্যবাক্ কৃতিঃ
বিষ্ণুাদ্যাশ্চৈব তনয়াঃ সাবর্ণস্য মনোর্নৃপাঃ॥১১

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরেঽশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮০॥

হইবেন। এই মন্বন্তরে রাম, ব্যাস, গালব, দীপ্তিমান্ কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং দ্রৌণি এই সাত জন সপ্তর্ষি হইবেন। এই মন্বন্তরে সুতপা, অমিতাভ ও মুখ্য এই তিনপ্রকার দেবগণ আছেন। এই সুরগণের প্রত্যেকটাই বিংশকগণ; সুতরাং তাঁহারা সমুদায়ে ত্রিগুণিত বিংশক অর্থাৎ ষষ্টি।১—৫। তন্মধ্যে তপস্তপঃ, শক্র, দ্যুতি, জ্যোতিঃ, প্রভাকর, প্রভাস, দয়িত, ধর্ম্ম, তেজঃ, রশ্মি, ও বক্রতু ইত্যাদি দেবতা সকল সুতপা দেবগণের বিংশকগণের অন্তর্গত। প্রভু, বিভু ও বিভাস প্রভৃতি দেবতাগণ অমিতাভ দেবগণের বিংশকগণ। অতঃপর তৃতীয়গণের বিষয় শ্রবণ কর। দম, দান্ত, রিত, সোম ও বিত্ত প্রভৃতি দেবতাগণ মুখ্য নামক তৃতীয় বিংশকগণের অন্তর্গত। ইহারা প্রত্যেকেই মন্বন্তরাধিপতি এবং সকলেই মরীচিতনয় কশ্যপের সন্তান। ইহারাই সাবর্ণ মন্বন্তরে দেবতা হইবেন। হে মুনিবর! বিরোচনের পুত্র দৈত্যরাজ বলি, যিনি অদ্যাপি প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া পাতালে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ঐ সময়ে ইন্দ্র হইবেন। সাবর্ণি মনুর বিরজা, অর্ব্ববীর, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি ও বিষ্ণু প্রভৃতি নামধারী তনয়গণ তৎকালে রাজা হইবেন। ৬—১১।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮০॥

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

দেবী-মাহাত্ম্যম্।
ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।
মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্গদতো মম॥ ১
মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ॥ ২
স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে॥
তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা॥৪

একাশীতিতম অধ্যায়।

দেবীমাহাত্ম্য-চণ্ডী।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, যে সূর্য্যতনয় সাবর্ণি অষ্টম মনু বলিয়া কথিত হন, তাঁহার উৎপত্তি বৃত্তান্ত এবং সেই মহাভাগ রবিতনয় সাবর্ণি যেরূপে মহামায়াপ্রভাবে মন্বন্তরাধিপতি হইয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমি সবিস্তরে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে স্বারোচিষ মন্বন্তরে, চৈত্রবংশ-সমুদ্ভূত সুরথ নামক রাজা, সমুদায় ক্ষিতিমণ্ডলের অধিপতি হন। তিনি প্রজাগণকে ঔরসপুত্র সদৃশ পালন করিতেন। তৎকালে কোলাবিধ্বংসকারী ভূপালবর্গ

তস্য তৈরভবদ্যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জিতঃ ॥
ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥
অমাত্যৈর্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥৭
ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্ ॥ ৮
স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥
তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ॥ ১০
সোঽচিন্তয়ৎ তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ।
মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ
মদ্ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈর্ধর্ম্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥
ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ ।
মম বৈরিবশং যাতঃ কান ভোগানুপলপ্স্যতে ॥
যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্ ॥
অসম্যগ্ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্ ।
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি
এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ ।
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ ॥১৫
স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ ।
সশোক ইব কস্মাৎ ত্বং দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥১৬
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্ ।
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্ ॥১৭

বৈশ্য উবাচ ।

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে ।

তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। তৎপরে সেই ভূপালবর্গের সহিত উদ্ধতগণের দমনকারী সুরথ ভূপতির যুদ্ধ ঘটে। কোলাবিধ্বংস-কারী ভূপতিগণ অনেকাংশে হীন হইয়াও তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করে। অনন্তর পরাজিত সুরথ রাজা স্বপুরে আগমন করিয়া নিজ দেশেরই অধিপতি হইয়া রহিলেন; কিন্তু তৎকালেও সেই প্রবল শত্রুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। নিজ পুরেও দুষ্ট অসৎ-স্বভাব বলবান্ অমাত্যবর্গ, তখন দুর্ব্বল সুরথ রাজার ধনাগার ও সৈন্য হস্তগত করিল। তদনন্তর হৃতাধিকার সেই সুরথ রাজা, অশ্বারোহণ করিয়া একাকী গহন বনে গমন করিলেন। রাজা সেই গহন বন-মধ্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধা মুনির আশ্রম দেখি-লেন। সেই আশ্রম হিংসাহীন শ্বাপদগণে বেষ্টিত ও মুনিশিষ্যবর্গে উপশোভিত ছিল। ১—৯। সেই মুনিশ্রেষ্ঠের আশ্রমে মুনি কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া রাজা সুরথ ইতস্ততঃ বিচরণ করত কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন। তিনি সেই সময় সেখানে মায়ামূঢ়চিত্ত হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন,—

“আমার অসচ্চরিত্র সেই ভৃত্যবর্গ আমার পূর্ব্বপুরুষগণের পালিত, এক্ষণে মৎপরি-ত্যক্ত সেই পুরীকে ধর্ম্মের সহিত কি পালন করিতেছে? জানি না, সদা-মদযুক্ত, আমার সেই প্রধান শূরহস্তী শত্রুগণের বশ্য হইয়া এক্ষণে কি প্রকার ভোগ প্রাপ্ত হইতেছে? প্রতিদিবস মৎপ্রদত্ত প্রসাদ, ধন ও অন্নাদি দ্বারা আমার অনুগত ভৃত্যবর্গ অদ্য নিশ্চয়ই অন্য রাজগণের উপাসনা করিতেছে। অনিয়মিতরূপে সর্ব্বদা ব্যয়কারী সেই দুষ্ট অমাত্যগণ, অতি দুঃখে সঞ্চিত আমার সেই ধনরাশি নিশ্চয়ই ক্ষয় করিতেছে।” সুরথ রাজা এই প্রকার ও অন্যান্য নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা সেই মুনির আশ্রমনিকটে এক বৈশ্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “অহে! তুমি কে? এবং তোমার এখানে আসিবার কারণই বা কি? শোকযুক্তের ন্যায় তোমাকে দুর্ম্মনা দেখিতেছি কেন?” ১০—১৬। রাজার এই প্রকার প্রণয়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, বৈশ্য বিনয়াবনত হইয়া রাজাকে প্রত্যু-ত্তর করিল, আমি ধনীদিগের কুলে উৎপন্ন,

পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥ ১৮
বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্।
বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ ॥ ১৯
সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥২০
কিং নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিং নু সাম্প্রতম্।
কথং তে কিং নু সদ্বৃত্তাঃ দুর্ব্বৃত্তাঃ কিং নু মে সুতাঃ ॥ ২১

রাজোবাচ।

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ।
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্ ॥ ২২

বৈশ্য উবাচ।

এবমেতদ্যথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ।
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥ ২৩
যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।
পতিস্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দ্দি তেষ্বেব মে মনঃ ॥ ২৪
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু ॥ ২৫
তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসো দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে।
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্ ॥ ২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ।
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ ॥২৭
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্।
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্য-পার্থিবৌ ॥২৮

রাজোবাচ।

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ।
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা ॥ ২৯
মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি।
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম ॥ ৩০

সমাধিনামা বৈশ্য। অসাধু পুত্র, দারা ও স্বজনবর্গ, ধনলোভে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা আমার ধন সকল গ্রহণ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিলে, আমি পুত্র, দারা, বিশ্বস্ত বন্ধু ও ধনবিহীন হইয়া দুঃখে বনে আগমন করিয়াছি। এস্থলে থাকিয়া আমি পুত্র, দারা ও বন্ধুবর্গের কোন মঙ্গলামঙ্গল বার্ত্তা জানিতে পারিতেছি না; এক্ষণে তাহাদের গৃহে মঙ্গল ঘটিয়াছে, কি ঘটিয়াছে আমার পুত্রগণ এক্ষণে সদাচারী কিংবা দুরাচার-পরায়ণ হইয়াছে, এ সকল কিছুই জানিতে পারিতেছি না। ১৭—২১। রাজা কহিলেন, যে পুত্রদারাদিগণ লোভপরবশ হইয়া তোমার ধনাদি হরণ করিয়াছে, তাহাদিগের উপরই তোমার মন কি প্রকারে স্নেহযুক্ত হইতেছে? বৈশ্য কহিল, আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তা। সত্য বটে, কিন্তু আমি কি করিব! আমার মন কোন প্রকারেই নিষ্ঠুর হইতেছে না। যে পুত্রগণ ধনলোভে, পিতৃস্নেহ বিসর্জ্জন করিয়া আমাকে দূর করিল, যে পত্নীগণ পতি-প্রেম ও বন্ধুগণ বন্ধু-সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে গৃহ হইতে নিরাকৃত করিল, সেই দুর্ব্বৃত্ত পুত্র দারা ও বন্ধুবর্গের প্রতিই আমার মন অনুরক্ত। মহামতে! প্রতিকূল বন্ধু-বর্গের উপর আমার চিত্ত কেন যে প্রেমপ্রবণ হয়, আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাদের জন্য এই দীর্ঘনিশ্বাস ও এই দুর্ম্মনস্কতার উৎপত্তি। আমার মন যে সেই প্রীতিশূন্য পুত্রাদির উপর নিষ্ঠুর হইতেছে না, আমি ইহার কি প্রতি, বিধান করিব? ১৭—২৬। মার্কণ্ডেয় বলি-লেন, তৎপরে রাজা সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্য, উভয়ে একত্রে সেই মেধা মুনির নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা ও বৈশ্য মুনির যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক পূজ্যানুক্রমে উপবেশন করিয়া তাঁহার সহিত নানাপ্রকার কথা কহিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, ভগবন্! যে বিষয়টী আমি বুঝিতে পারি-তেছি না বলিয়া, আমার মন দুঃখিত রহিয়াছে, সেই বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি; আপনি আমাকে তাহা বুঝাইয়া বলুন। আমি বুঝিতেছি যে, ইহা

অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দ্দা তথাপ্যতি ॥ ৩১
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥ ৩২
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা ॥ ৩৩

ঋষিরুবাচ।

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥৩৪
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৫
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলা
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশু-পক্ষি মৃগাদয়ঃ ॥৩৬

জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যৎ তেষাং মৃগ-পক্ষিণাম্
মনুষ্যাণাঞ্চ যৎ তেষাং তুল্যমন্তৎ তথোভয়োঃ
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ ৪০
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সম্মোহ্যতে জগৎ ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ৪২

ভ্রম; তথাপি অজ্ঞের ন্যায় আমার রাজ্য ও অখিলরাজ্যাঙ্গের উপর এতাদৃশ মমতা। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ইহা কিরূপ? আর এই বৈশ্যকে ইহার পুত্রগণ অবমানিত করিয়াছে; দারা, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গ পরিত্যাগ করিয়াছে; তথাপি এই ব্যক্তি সেই সকল দুষ্ট পুত্রাদির উপর অনুরক্ত; এই প্রকার আমিও এই বৈশ্য, উভয়েই এইরূপ পরিদৃশ্যমান দোষ-পূর্ণ বিষয়ে মমতাযুক্তমানস হইয়া সাতিশয় দুঃখ পাইতেছি। হে মহাভাগ! আমরা উভয়ে জ্ঞানী হইয়াও যে এ প্রকার বিবেকান্ধের ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইতেছি, ইহার কারণ কি? ২৭—৩৩। ঋষি কহিলেন, সমস্ত জন্তুরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে জ্ঞান আছে। হে মহাভাগ! বিষয় সমুদয় এবং বিষয়-জ্ঞানসম্পাদক ইন্দ্রিয়গণও পরস্পর বিভিন্ন-স্বভাব। দেখুন, কোন কোন প্রাণী দিবসে দেখিতে পায় না, কেহ কেহ বা রাত্রিতে দেখিতে পায় না, আবার কেহ কেহ বা দিবারাত্রে তুল্যদৃষ্টি। আপনি যে প্রকার জ্ঞানের কথা কহিতেছেন, মনুষ্যগণের এরূপ জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু কেবল মনুষ্যমাত্রই যে এ প্রকার জ্ঞানের অধিকারী, তাহা নহে; যে হেতু পশুপক্ষী ও মৃগাদিও এরূপ জ্ঞানবান হয়। বিষয়গোচর জ্ঞান যে প্রকার পশু পক্ষী প্রভৃতির আছে, মনুষ্যেরও সেই প্রকার আছে এবং মনুষ্যগণেরও বিষয়গোচর যে জ্ঞান আছে, পশু-পক্ষীদিগেরও তাহাই আছে; সুতরাং এ প্রকার জ্ঞান মনুষ্য ও ইতর প্রাণীদিগের সমান। এ প্রকার জ্ঞান থাকিলেও পরস্পরে বিষয়ের কত বিভিন্নতা দেখুন। এই পক্ষিগণ ক্ষুধাতে পীড়িত, তথাপি স্বকীয় শাবক সকলের চঞ্চুতে ধান্যকণাদি প্রদান করিতে কতই যত্নবান্! আর হে মনুজ-শ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণ নিজ সুতগণের প্রতি অভিলাষী হইয়া তাহাদিগের ভরণপোষণ করিতেছে। মনুষ্যগণ কেবল প্রত্যুপকার জন্য লোভে এ প্রকার করিতেছে, ইহা কি দেখিতেছেন না? ৩৪—৩৯। এইরূপ উপকারাদির প্রত্যাশা না থাকিলেও মহামায়ার সংসার-স্থিতিকারী প্রভাবে সর্ব্বপ্রাণী বাসনারূপ আবর্ত্তময় মোহগর্ত্তে নিপতিত হইতেছে। সেইজন্য এ বিষয়ে বিস্ময় করা উচিত নহে। মহামায়া, জগৎপতি হরির যোগ-নিদ্রাস্বরূপা; তিনি এই জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন। সেই ভগবতী মহামায়াই জ্ঞানীদিগের চিত্ত সকল বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করিতেছেন। সেই

ত্বয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥ ৪৩
সা বিদ্যা পরমা মুক্তেহেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥ ৪৪
রাজোবাচ।
ভগবন কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥
যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর
ঋষিরুবাচ।
নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥ ৩৭
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে
যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ॥ ৫০
স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনম্॥
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।
বিবোধনার্থায় হরেহরিনেত্রকৃতালয়াম্॥ ৫২
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি-সংহারকারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ
ব্রহ্মোবাচ।
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।

দেবী এই সচরাচর জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তিনিই প্রসন্না হইয়া মনুষ্যদিগের মুক্তিপ্রদ বর দান করেন। তিনিই মুক্তির উৎকৃষ্ট হেতুস্বরূপা সনাতনী ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপা বিদ্যা। তিনি সংসারবন্ধন, জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতির হেতু; তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বরী। রাজা বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? হে দ্বিজ! তাঁহার উৎপত্তিবৃত্তান্ত কি প্রকার এবং তাঁহার কর্ম্মই বা কি? সেই দেবীর স্বভাব ও স্বরূপ এবং তিনি যাহা হইতে উৎপন্না, হে ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ! তৎসমুদয় আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৪০—৪৬। ঋষি কহিলেন,—সেই জগন্মূর্ত্তি মহামায়া নিত্যা—উৎপত্তি-বিনাশ-রহিতা। তিনি সমুদয় বিশ্বই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তথাপি তাঁহার বহুপ্রকার উৎপত্তিকথা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তিনি যখন আবির্ভূতা হন, নিত্যা হইলেও তখনই তিনি লোকমধ্যে উৎপন্না বলিয়া অভিহিতা হন। কল্পান্তে জগৎ একসমুদ্রীকৃত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু যখন অনন্তশয্যা আশ্রয় করত যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন, তখন বিষ্ণু-কর্ণমলসম্ভূত, মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে স্থিত অতি দীপ্তিমান প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয়কে দেখিয়া এবং বিষ্ণুকে নিদ্রিত দর্শন করিয়া, বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত একাগ্রহৃদয়ে, হরির নেত্রাশ্রিতা, বিষ্ণুর নিদ্রাস্বরূপা, বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতি-সংহারকারিণী সেই যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ব্রহ্মস্বরূপে! হে নিত্যে! তুমি দেবগণের হবিদান-মন্ত্র স্বাহা স্বরূপা; তুমি পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদানমন্ত্র স্বধা-স্বরূপা; তুমি বষট্কার ইন্দ্রের হবির্দান-মন্ত্র-স্বর-স্বরূপা; হে দেবি! তুমি সুধাস্বরূপা; তুমিই বর্ণসমূহে হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতরূপ মাত্রাত্রয়-রূপা। যে অর্দ্ধমাত্রার উচ্চারণ বিশেষরূপ হয় না, তুমিই সেই অর্দ্ধমাত্রারূপে স্থিতা। হে দেবি! তুমি সেই প্রসিদ্ধ গায়ত্রী-স্বরূপা। হে দেবি! তুমিই সেই সর্ব্বোৎকৃষ্টা জগজ্জননী প্রকৃতিস্বরূপা। ৪৭—৫৫। হে

ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা ॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥৫৭
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥ ৫৮
প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥ ৫৯
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণ-ভুষুণ্ডী-পরিঘায়ুধা ॥ ৬১
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ-সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ ৬২
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান ভবেৎ ॥ ৬৫
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৬৬
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥ ৬৭

ঋষিরুবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ ॥ ৬৮

দেবি! তুমিই এই জগতের সৃষ্টি করিতেছ, তুমিই ইহাকে ধারণ করিতেছ, তুমিই ইহাকে পালন করিতেছ এবং প্রলয়কালে তুমিই এই জগৎকে গ্রাস করিয়া থাক। তুমি সর্গ-কালে সৃষ্টিরূপা, তুমি পালনে স্থিতিরূপা, এবং হে জগন্ময়ি! এই জগতের বিনাশ-কালে তুমিই সংহাররূপা। হে দেবি! তুমি মহাবিদ্যা, তুমি মহামেধা, তুমি মহামায়া, তুমি মহাস্মৃতি; হে দেবি! তুমি মহামোহ-জনিকা মহাদেবী এবং মহাসুরী। হে দেবি! তুমি সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ স্বরূপে সকল চরাচরেরই প্রকৃতি। তুমি কালরাত্রি অর্থাৎ ভয়ঙ্কর ক্ষয়স্বরূপা। তুমি মহারাত্রি, অর্থাৎ বস্তু মাত্রের আবরক তমোময় প্রলয়-স্বরূপা। তুমি ভয়ঙ্কর মোহরাত্রি অর্থাৎ জগতের মোহ-জনক সংসার-স্বরূপা। হে দেবি তুমি শ্রী, তুমি ঈশ্বরী, তুমি লজ্জা, তুমি বুদ্ধি এবং তুমি দিব্যজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য। তুমি লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি ও ক্ষান্তিস্বরূপা। তুমি খড়্গিনী, শূলিনী, গদিনী, চক্রিণী, শঙ্খিনী এবং চাপিনী। হে দেবি! বাণ, ভুষুণ্ডী (যষ্টি) এবং পরিঘও তোমার অস্ত্র। ৫৬—৬১। হে দেবি! তুমি সৌম্যা, সৌম্যতরা; অধিক কি, জগতে যত প্রকার সুন্দর পদার্থ আছে, তুমি তাহাদের সকলের অপেক্ষা সুন্দরী। হে দেবি! তুমি শ্রেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং তুমিই শ্রেষ্ঠতর-দিগেরও ঈশ্বরী। হে অখিলাত্মকে! যাহা কিছু ভাব ও অভাবরূপ পদার্থ আছে, তাহার যে শক্তি, তুমিই সেই শক্তিস্বরূপা, অতএব তোমাকে কি প্রকারে স্তব করিব? হে দেবি! জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সেই ভগবান বিষ্ণুকেই যখন তুমি নিদ্রাভি-ভূত করিয়া রাখিয়াছ, তখন আর কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? হে দেবি! বিষ্ণু, ঈশান ও আমাকে যখন তুমিই শরীর গ্রহণ করাইয়াছ, তখন অপর কোন ব্যক্তি তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? হে দেবি! সেই তুমি এই প্রকার স্বকীয় উদার প্রভাব-বর্ণন দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া এই দুরাধর্ষ মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে মোহিত কর এবং জগৎস্বামী অচ্যুতকে প্রবোধিত কর। হে দেবি! এই মহাসুরদ্বয়কে বিনাশের জন্য শীঘ্র এই ভগবান্ বিষ্ণুর সংজ্ঞা দান কর। ৬২—৬৭। ঋষি বলিলেন, সেই অসুরদ্বয়ের নিধনার্থে বিষ্ণুর প্রবোধ-প্রার্থী ব্রহ্মা এই প্রকারে সেই

নেত্রাস্য-নাসিকা-বাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥৬৯
উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ।
একার্ণবেঽহিশয়নাৎ ততঃ স দদৃশে চ তৌ॥৭০
মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ।
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ॥৭১
সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ॥ ৭২
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ।
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্॥

ভগবানুবাচ।

ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম॥ ৭৬

ঋষিরুবাচ।

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ।
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ
আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা॥
প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ। *

ঋষিরুবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খ-চক্র গদাভৃতা।
কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ
এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্।
প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে॥৭৮

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মধুকৈটভবধো নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮১॥

তমোগুণময়ী নিদ্রারূপা দেবীর স্তব করিলে পর, অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার সম্মুখে ভগবান্ বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু,হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবী অবস্থিত করিলেন।। তখন নিদ্রারূপা দেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে পর, ভগবান বিষ্ণু একার্ণবস্থিত অনন্তশয্যা হইতে উত্থান করিয়া দেখিলেন, সেই দুরাত্মা অতি বীর্য্য-পরাক্রমশালী, ক্রোধরক্তনেত্র মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়, ব্রহ্মার বিনাশে কৃতোদ্যম হইয়াছে। উত্থানানন্তর ভগবান্ বিভু হরি, সেই অসুরদ্বয়ের সহিত পঞ্চসহস্র বৎসর বাহুযুদ্ধ করিলেন। সেই অতি বলোন্মত্ত অসুরদ্বয় মহামায়াবিমোহিত হইয়া কেশবকে বলিল, "তুমি আমাদিগের নিকট হইতে বর গ্রহণ কর।" ভগবান বলিলেন, তোমরা যদি আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাক, তবে উভয়েই আমার বধ্য হও, আমার এই বর, অন্য বরে কোন প্রয়োজন নাই। ঋষি কহিলেন, ভগবান এই প্রকারে উভয়কে বঞ্চনা করিলে পর, সেই অসুরদ্বয় সমুদয় জগৎ জলপ্লাবিত দেখিয়া ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষকে বলিল, হে কেশব! তোমার সহিত যুদ্ধে আমরা প্রীত হইয়াছি, অতএব তোমা দ্বারা আমাদের মৃত্যু শ্লাঘনীয়; কিন্তু যে স্থান জলপ্লাবিত হয় নাই, আমাদিগের সেই স্থানে বধ কর। ঋষি কহিলেন, "তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্খ-চক্র-গদা ধারণপূর্ব্বক স্বকীয় জঘন দেশে রাখিয়া চক্রদ্বারা সেই অসুরদ্বয়ের মস্তক ছেদন করিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা স্তব করিলে, এই মহামায়া দেবী এই প্রকারে উৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তোমাকে পুনর্ব্বার এই দেবীর প্রভাব বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬৮—৭৮।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮১॥

---

* পদার্দ্ধমিদং বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে, কিন্তু টীকাকৃতা গোপালচক্রবর্ত্তিনা "হরিবংশীয়পদার্দ্ধমিদং কেচিৎ পঠন্তি, তদুপেক্ষণীয়ম্" ইত্যুক্তম্, অস্মদ্দেশীয়াশ্চাস্য পাঠকালেঽবাক্যবাক্যোচ্চারণবদ্ব্যবহরন্তীতি কিন্তু

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।

দেবাসুরমভূদ্যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥ ১
তত্রাসুরৈর্ম্মহাবীর্য্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ॥
ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশ-গরুড়ধ্বজৌ॥ ৩
যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতম্।
ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুর্দেবাভিভববিস্তরম্॥ ৪
সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি॥ ৫
স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা॥ ৬
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বমমরারিবিচেষ্টিতম্।
শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্॥ ৭
ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রুকুটীকুটিলাননৌ॥ ৮
ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥ ৯
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥ ১০
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥ ১১
অতুলং তত্র তৎ তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥ ১২
যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা॥
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যঞ্চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ॥ ১৪

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, পূর্ব্বকালে যখন পুরন্দর নামা ইন্দ্র দেবতাদিগের অধিপতি এবং মহিষনামা অসুর অসুরগণের অধিপতি ছিলেন, সেই সময় একশত বৎসর ব্যাপিয়া দেবতা ও অসুরগণের পরস্পর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মহাবীর্য্য অসুরগণ দেবসৈন্যগণকে পরাজিত করে। সকল দেবগণকে জয় করিয়া পরে মহিষাসুর ইন্দ্র হইল। তৎপরে পরাজিত দেবগণ, পদ্মোদ্ভব ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া যেখানে মহাদেব ও বিষ্ণু ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। যে প্রকারে মহিষাসুরের চেষ্টায় দেবগণের পরাজয় হইয়াছে, দেবগণ তাঁহাদের নিকটে সেই সমুদয় বলিলেন। ১—৪। দেবগণ বলিলেন, সেই মহিষাসুর স্বয়ংই সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবগণের অধিকারে অধিষ্ঠান করিতেছে। সেই দুরাত্মা মহিষ কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া দেবগণ মর্ত্ত্য-মানবের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। আপনাদের নিকট এই অসুরগণের পরাক্রম সকল কথিত হইল। আমরা আপনাদের শরণাগত হইলাম; এক্ষণে অসুরবধের উপায় আপনারা চিন্তা করুন। দেবতাদিগের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু এবং মহাদেব কুপিত হইলেন। কোপে তাঁহাদের মুখ ভ্রুকুটীকুটিল হইয়া উঠিল। তাহার পর অতিকুপিত বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মার বদন হইতে একটী মহৎ তেজ নির্গত হইল এবং ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতেও ঐ প্রকার তেজ নির্গত হইল। তৎপরে নির্গত সেই তেজঃসমূহ একত্র মিলিত হইল। ৫—১০। তখন দেবগণ দেখিলেন, সেই সমগ্র তেজোরাশি জ্বালামালা দ্বারা দিগন্তব্যাপী জ্বলনশীল পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। সর্ব্বদেবশরীর হইতে সমুৎপন্ন লোকত্রয়ব্যাপী প্রভাশালী, অপরিমেয় সেই তেজোরাশি একত্র মিলিত হইয়া, এক নারীরূপে দৃশ্যমান হইল। শম্ভুর বদন হইতে যে তেজ নির্গত হয়, তাহা দ্বারা এই নারীর মুখ হইল। যমের তেজে কেশ ও বিষ্ণুর তেজে তাঁহার বাহু সকল হইল। চন্দ্রতেজে

ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসঃ।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা॥
তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা॥ ১৮
ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা॥
ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ॥
শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃক্।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ॥ ১৯
শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী॥ ২০
বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্গজাৎ॥

স্তনদ্বয়, ইন্দ্রতেজে মধ্যপ্রদেশ, বরুণ-তেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবী-তেজে নিতম্ব, ব্রহ্ম তেজে পদদ্বয়, সূর্য্যতেজে পাদাঙ্গুলি সকল এবং বসুদিগের তেজে তাঁহার হস্তাঙ্গুলি-সমূহ হইল। কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতি-তেজে দন্তসমূহ, অনলতেজে নয়নত্রয়, সন্ধ্যাদ্বয়ের তেজে ভ্রূদ্বয় এবং পবন-তেজে তাঁহার কর্ণদ্বয় হইল। অন্যান্য বিশ্বকর্ম্মাদি দেবগণের তেজঃসমূহেও সেই মঙ্গলময়ী দেবী উৎপন্না হইলেন। তৎপরে সকল দেবগণের তেজোরাশি-সমুদ্ভবা সেই দেবীকে দর্শন করিয়া, মহিষাসুরপীড়িত দেবতাগণ সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইলেন। ১১—১৮। অনন্তর মহাদেব স্বকীয় শূল হইতে শূল আকর্ষণ করিয়া সেই দেবীকে প্রদান করিলেন। নারায়ণ নিজ চক্র হইতে চক্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন। বরুণ তাঁহাকে শঙ্খ দিলেন, হুতাশন শক্তি প্রদান করিলেন। এবং বায়ু তাঁহাকে ধনুঃ ও বাণপূর্ণ তূণীরদ্বয় অর্পণ করিলেন। অমরেশ্বর সহস্রাক্ষ ইন্দ্র নিজের বজ্র হইতে বজ্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন এবং ঐরাবত গজ হইতে ঘণ্টা খুলিয়া তাঁহাকে দিলেন।

কালদণ্ডাদ্‌যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্॥
সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম্ম চ নির্ম্মলম্॥
ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ॥ ২৪
অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ব্ববাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্‌গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্॥ ২৫
অঙ্গুরীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ।
বিশ্বকর্ম্মা দদৌ তস্যৈ পরশুঞ্চাতিনির্ম্মলম্॥ ২৬
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্।
অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্॥
অদদজ্জলধিস্তস্যৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্।
হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ॥ ২৮
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ।
শেষশ্চ সর্ব্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্।

যম কালদণ্ড হইতে দণ্ড উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন। বরুণ তাঁহাকে পাশ প্রদান করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি তাঁহাকে অক্ষমালা দান করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে কমণ্ডলু দিলেন। দিবাকর সূর্য্য মহাদেবীর সমস্ত রোমকূপে স্বকীয় রশ্মিসমূহ প্রদান করিলেন। কাল তাঁহাকে নির্ম্মল খড়্গ ও চর্ম্ম প্রদান করিলেন। ক্ষীরোদ সমুদ্র তাঁহাকে অমল হার, অজর বস্ত্রযুগ্ম, দিব্য চূড়ামণি, কুণ্ডল-দ্বয়, বলয়-নিকর, শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র, সমুদয় বাহুর কেয়ূর, বিমল নূপুরদ্বয়, অত্যুত্তম গ্রীবাভূষণ ও সমস্ত অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় রত্নসমূহ প্রদান করিলেন। অতি নির্ম্মল পরশু, অনেকবিধ অস্ত্র ও অভেদ্য বর্ম্ম, বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। জলনিধি তাঁহাকে মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে অম্লান-পঙ্কজমালা ও অতি সুন্দর পঙ্কজ প্রদান করিলেন। হিমালয় তাঁহাকে বাহন সিংহ ও বিবিধ রত্ন সকল দান করিলেন। কুবের তাঁহাকে সুরাপরিপূর্ণ পানপাত্র প্রদান করিলেন। যিনি এই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, সেই সর্ব্বনাগেশ অনন্ত

নাগহারং দদৌ তস্যৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্‌ ॥
অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা।
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩০
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ।
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ ॥ ৩১
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥ ৩২
জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্‌।
তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৩৩
দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ।
সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ ॥ ৩৪
আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ।
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ ॥ ৩৫
স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা

পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্‌ ॥
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্‌
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ব্যাপ্য সংস্থিতাম্‌ ॥
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্‌।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্‌ ॥ ৩৮
মহিষাসুরসেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ।
যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ ॥ ৩৯
রথানামযুতৈঃ ষড়্ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ।
অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ ॥ ৪০
পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ।
অযুতানাং শতৈঃ ষড়্ভির্বাস্কলো যুযুধে রণে ॥
গজ-বাজিসহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ।
বৃতো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত ॥
বিড়ালাক্ষোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ।

সেই দেবীকে মহামণিবিভূষিত নাগহার প্রদান করিলেন। অন্যান্য দেবগণও তাঁহাকে নানা প্রকার অলঙ্কার ও শস্ত্র সকল প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহাদিগের দ্বারা সম্মানিত হইয়া দেবী অট্টহাসের সহিত মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১৯—৩০। অপরিমেয়, অতি মহান্‌, ভয়ঙ্কর সেই গর্জ্জনশব্দে সমুদয় শূন্যপ্রদেশ পরিপূরিত হইল এবং এক মহান্‌ প্রতিধ্বনি হইল। লোক সকল তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল, সমুদ্র সকল কম্পিত হইল, পৃথিবী চঞ্চল হইল এবং পর্ব্বত সকল কম্পিত হইল। তখন দেবগণ সেই সিংহবাহিনী ভগবতীকে লক্ষ্য করিয়া জয়শব্দ করিয়া উঠিলেন। মুনিগণ ভক্তিনম্রশরীর হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। সমস্ত ত্রৈলোক্য এই প্রকারে সংক্ষোভযুক্ত হইতেছে দেখিয়া, অসুরগণ সমস্ত সৈন্যকে সজ্জিত করিয়া অস্ত্রোদ্যমপূর্ব্বক সমুত্থিত হইল। "আঃ ইহা কি হইতেছে," ক্রোধে এই কথা বলিয়া, অশেষ অসুরবেষ্টিত মহিষাসুর সেই শব্দের উদ্দেশে ধাবিত হইল। ধাবিত হইয়া মহিষাসুর দেখিল যে, সেই দেবী প্রভা দ্বারা লোকত্রয় ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। দেবীর পাদভরে ভূমি নত হইয়াছে, কিরীটে অম্বর ভেদ হইতেছে, ধনুঃশব্দে অশেষ পাতাল পর্য্যন্ত ক্ষোভিত হইতেছে; আর দেবী ভুজসহস্র দ্বারা দিক্‌সকল আচ্ছাদন করত অবস্থিত করিতেছেন। ৩১—৩৭। তৎপরে সেই দেবীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে পরিক্ষিপ্ত বহুপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র-সমূহে দিগন্তর আদীপিত হইল। মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর নামক মহাসুর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। চতুরঙ্গবল-সমন্বিত চামর নামে অসুর অন্যগামী সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ছয় অযুত রথ লইয়া উদগ্র নামে মহাসুর যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহাহনু নামে অসুর সহস্র অযুত রথে বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অসিলোমা নামে মহাসুর পঞ্চাশৎ নিযুত রথ লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বাস্কল নামে মহাসুর ছয়শত অযুত রথ লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং অনেক সহস্র গজবাজিসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরিবারিত নামক মহাসুর, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে কোটি রথের সহিত মিলিত হইয়া

যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ ॥ ৪৩
অন্যে চ তত্রাযুতশো রথ-নাগ-হয়ৈর্বৃতাঃ।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ ॥ ৪৪
কোটিকোটিসহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা।
হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ ॥ ৪৫
তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্মুষলৈস্তথা।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ ॥৪৭
কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে
দেবীং খড়্গপ্রহারৈস্তু তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ
সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা।
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী ॥ ৪৯
অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ।
মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী ॥ ৫০
সোহপি ক্রুদ্ধো ধুতসটো দেব্যা বাহনকেশরী
চচারাসুরসৈন্যেষু বনেষিব হুতাশনঃ ॥ ৫১
নিশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেহম্বিকা।
ত এব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৫২
যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ।
নাশয়ন্তোহসুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥৫৩
অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে।
মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে ॥৫৪
ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ।
খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্ ॥৫৫
পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্।
অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধা চান্যানকর্ষয়ৎ ॥৫৬
কেচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈস্তথাপরে।
বিপোথিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে ॥ ৫৭
বেমুশ্চ কেচিদ্রুধিরং মুষলেন ভৃশং হতাঃ।
কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি ॥

যুদ্ধ করিতে লাগিল। বিড়ালাক্ষ নামা মহাসুর পঞ্চাশদ্গুণিত পঞ্চাশৎঅযুত রথে পরিবৃত হইয়া সেই রণস্থলে যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং অন্যান্য অনেক মহাসুর সেই রণস্থলে অযুত অযুত রথ, হস্তী ও অশ্বে বেষ্টিত হইয়া সেই দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৩৮—৪৪। কোটি কোটি সহস্র রথা হস্তী ও অশ্বসমূহে বেষ্টিত হইয়া মহিষাসুর সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। তখন অসুরগণ তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুষল, খড়্গ, পরশু ও পট্টিশসমূহ দ্বারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কেহ শক্তি নিক্ষেপ করিল, কেহ বা পাশ নিক্ষেপ করিল, কেহ কেহ বা খড়্গপ্রহারে সেই দেবীকে হনন করিতে উদ্যত হইল। তৎপরে সেই দেবী স্বকীয় অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিয়া তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র অবলীলাক্রমে ছেদন করিলেন। তখন প্রসন্ন-বদনা দেবীকে দেব ও ঋষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী অসুর-দেহ-সমূহে অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবীর সেই বাহন কেশরীও কেশর কম্পিত করিয়া, বনমধ্যে অগ্নির ন্যায়, সেই অসুরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। যুদ্ধ করিতে করিতে দেবী যে সকল নিশ্বাস মোচন করিলেন, তদ্দ্বারাই শত সহস্র গণ তখনই উৎপন্ন হইয়া অসুরসমূহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবীর প্রভাবে বর্দ্ধিত সেই গণসমূহ পরশু, ভিন্দিপাল, অসি ও পট্টিশনিচয়দ্বারা অসুর-সমূহকে হনন করিতে লাগিল। কোন কোন গণ সেই যুদ্ধমহোৎসবে শঙ্খবাদ্য করিতে লাগিল, আর কেহ কেহ বা মৃদঙ্গবাদ্য করিতে লাগিল। ৪৫—৫৪। অনন্তর দেবী ত্রিশূল, গদা, শক্তিবৃষ্টি ও খড়্গাদি দ্বারা শত শত মহাসুরকে বিনাশ করিলেন। কাহা-কেও বা ঘণ্টারবে মোহিত করিয়া নিপাতিত করিলেন। অন্য অসুরগণকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া পৃথিবীতে আকর্ষণ করিলেন। কোন কোন অসুর তীক্ষ্ণ খড়্গপাতে দ্বিধা বিভক্ত হইল। কেহ কেহ বা গদানিপাতে বিপোথিত হইয়া শয়ন করিল। কেহ কেহ বা মুষলতাড়িত হইয়া অতিশয় রুধির বমন করিতে লাগিল। কোন কোন অসুর বক্ষোদেশে শূল দ্বারা ভিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। কেহ কেহ বা যুদ্ধ-

নিরস্তরাঃ শরৌঘেণ কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে।
সেনানুকারিণঃ প্রাণান্ মুমুচুস্ত্রিদশার্দ্দনাঃ ॥৫৯
কেষাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে।
শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ ॥
বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্ত্বপরে পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাসুরাঃ।
একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধাকৃতাঃ ॥ ৬১
ছিন্নেঽপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ
কবন্ধা যুযুধুর্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ ॥ ৬২
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্য্যলয়াশ্রিতাঃ।
কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গ-শক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ ॥ ৬৩
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ ॥
পাতিতৈ রথনাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা।
অগম্যা সাভবৎ তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ ॥৬৫
শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাম্ ॥৬৬
ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা।
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্ ॥ ৬৭
স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধুতকেশরঃ।
শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি ॥ ৬৮
দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ।
যথৈষাং তুতুষুর্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ॥ ৬৯

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরসৈন্যবধো নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

ভূমিতে দেবীর শরসমূহ দ্বারা নিরন্তর অর্থাৎ মধ্যদেশ-শূন্য হইল। অসুরগণের সেনানুকারী দেবশত্রুগণ এইরূপে প্রাণপরিত্যাগ করিতে লাগিল। কোন কোন অসুরগণের বাহু সকল ছিন্ন হইল, কাহারও বা গ্রীবা ছিন্ন হইল। অন্যান্য অনেক অসুরের মস্তক নিপাতিত হইল। কাহারও মধ্যদেশ বিদারিত হইল। কোন কোন মহাসুরের জঙ্ঘা বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। দেবী কাহাদেরও বা এক এক বাহু, অক্ষি ও চরণ বিনষ্ট করিলেন। কাহাদেরও বা মধ্যদেশ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কেহ কেহ বা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া আবার উত্থিত হইল। কোন কোন কবন্ধগণ উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্যান্য কবন্ধগণ তূর্য্যলয় আশ্রয় করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। অন্য অন্য ছিন্ন-মস্তক মহাসুরগণ, কবন্ধ হইয়া গদা শক্তি ও ঋষ্টি ধারণ করত দেবীকে, "দাঁড়াও দাঁড়াও," এই কথা বলিতে লাগিল। ৫৫—৬৪। যে স্থলে সেই মহাসংগ্রাম হয়, সেই স্থান নিপাতিত রথ, হস্তী, অশ্ব ও অসুর-নিকরদ্বারা অগম্য হইয়া উঠিল। সেই ক্ষণে অসুরসৈন্যের মধ্যে মৃত হস্তী, অসুর ও অশ্বগণের রক্তসমূহ মহানদীর আকার ধারণ করত প্রস্রুত হইল। অগ্নি যেরূপ তৃণকাষ্ঠচয়কে ক্ষণমাত্রে ভস্মসাৎ করে, অম্বিকা ক্ষণকালের মধ্যে সেই অসুরগণের মহাসৈন্য সেইরূপে ক্ষয় করিলেন। দেবীর বাহন সিংহও কেশর কম্পিত করত মহানাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেইরূপে অসুরগণের প্রাণ সকল আহরণ করিল এবং দেবীর "গণ" সকলও সেই মহাসুরগণের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিল, যাহাতে স্বর্গস্থ দেবগণ অতি পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ৬৫—৬৯।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।

নিহন্যমানং তৎ সৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ।
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম্

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, সেই সৈন্য সকল নিহত হইতেছে দেখিয়া সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুর,

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তেনৈবং ব্যাহৃতে শাপে রেবত্যৃক্ষং পপাত হ
পশ্যতঃ সর্ব্বলোকস্য বিস্ময়াবিষ্টচেতসঃ॥ ২১
রেবত্যৃক্ষঞ্চ পতিতং কুমুদাদ্রৌ সমন্ততঃ।
ভাসয়ামাস সহসা বন-কন্দর-নির্ঝরম্॥ ২২
কুমুদাদ্রিশ্চ তৎপাতাৎ খ্যাতো রৈবতকোঽভবৎ
অতীব রম্যঃ সর্ব্বস্যাং পৃথিব্যাং পৃথিবীধরঃ॥
তস্যর্ক্ষস্য তু যা কান্তির্জাতা পঙ্কজিনী সরঃ।
ততো জজ্ঞে তদা কন্যা রূপেণাতীব শোভনা
রেবতীকান্তিসম্ভূতাং তাং দৃষ্ট্বা প্রমুচো মুনিঃ।
তস্যা নাম চকারেত্থং রেবতী নাম ভাগুরে॥২৫
পোষয়ামাস চৈবৈতাং স্বাশ্রমাভ্যাসসম্ভবাম্।
প্রমুচঃ স মহাভাগস্তস্মিন্নেব মহাচলে॥ ২৬
তান্তু যৌবনিনীং দৃষ্ট্বা কন্যকাং রূপশালিনীম্।
স মুনিশ্চিন্তয়ামাস কোঽস্যা ভর্ত্তা ভবেদিতি॥২৭
এবং চিন্তয়তস্তস্য যযৌ কালো মহান্ মুনেঃ।
ন চাসসাদ সদৃশং বরং তস্যা মহামুনিঃ॥ ২৮
ততস্তস্যা বরং প্রষ্টুমগ্নিং স প্রমুচো মুনিঃ।
বিবেশ বহ্নিশালাং বৈ প্রষ্টারং প্রাহ হব্যভুক্
মহাবলো মহাবীর্য্যঃ প্রিয়বাগ্ধর্ম্মবৎসলঃ।
দুর্গমো নাম ভবিতা ভর্ত্তা হ্যস্যা মহীপতিঃ॥৩০

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অনন্তরঞ্চ মৃগয়াপ্রসঙ্গেনাগতো মুনেঃ।
তস্যাশ্রমপদং ধীমান্ দুর্গমঃ স নরাধিপঃ॥ ৩১
প্রিয়ব্রতান্বয়ভবো মহাবলপরাক্রমঃ।
পুত্রো বিক্রমশীলস্য কালিন্দীজঠরোদ্ভবঃ॥ ৩২
স প্রবিশ্যাশ্রমপদং তাং তন্বীং জগতীপতিঃ।
অপশ্যমানস্তমৃষিং প্রিয়েত্যামন্ত্র্য পৃষ্টবান্॥ ৩৩

রাজোবাচ।

ক্ব গতো ভগবানস্মাদাশ্রমান্মুনিপুঙ্গবঃ।
তং প্রণেতুমিহেচ্ছামি তৎ ত্বং প্রব্রূহি শোভনে

আমার একমাত্র পুত্রের এই দুঃস্বভাব হইয়াছে, সেই জন্যই সেই রেবতী শীঘ্রই পতিত হউক। ১৩—২৩। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সেই ঋতবাক্ কর্ত্তৃক শাপ প্রদত্ত হইলে, সর্ব্বলোকসমক্ষে রেবতী নক্ষত্রকে পতিত দর্শনে সকলেরই চিত্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল। রেবতী নক্ষত্র কুমুদ পর্ব্বতে পতিত হইয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে বন কন্দর নির্ঝর সকল আলোকিত করিল। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অতীব রম্য কুমুদ পর্ব্বতও তাহার পতন জন্য "রৈবতক" নামে বিখ্যাত হইল। সেই নক্ষত্রের কান্তি হইতে পঙ্কজিনী সরোবর হইল এবং সেই সরোবর হইতে অতীব সুরূপা এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। হে ভাগুরে! প্রমুচ মুনি সেই কন্যাকে এইরূপে রেবতীকান্তিসম্ভূতা দেখিয়া "রেবতী" এই নামে তাহার নাম বরণ করিলেন। সেই মহাভাগ প্রমুচ, রৈবতক পর্ব্বতে স্বীয় আশ্রম সন্নিধানে সঞ্জাতা কন্যাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পরে মুনি সেই রূপশালিনী কন্যাকে যৌবনসম্পন্ন দেখিয়া "কে ইহার ভর্ত্তা হইবে" এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে মুনে! এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার বহুদিন গত হইল, কিন্তু সেই মহামুনি তাহার সদৃশ বর প্রাপ্ত হইলেন না। তদনন্তর প্রমুচ মুনি অগ্নিকে তাহার বরবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য বহ্নিশালায় প্রবেশ করিলেন। তথায় মুনি জিজ্ঞাসা করিলে হুতাশন মুনিকে কহিলেন, মহাবল, মহাবীর্য্য, প্রিয়বাদী, ধর্ম্মবৎসল দুর্গমনামা ভূপতি, ইহার পতি হইবে। ২১—৩০। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মুনে! অনন্তর স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশে জাত, বিক্রমশীল রাজার কালিন্দী নাম্নী মহিষীর গর্ভসম্ভূত, ধীশক্তি-সম্পন্ন, মহাবল-পরাক্রান্ত সেই নরাধিপতি দুর্গম, মৃগয়া-প্রসঙ্গে সেই মুনির আশ্রমপদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই জগতীপতি আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক ঋষির দর্শন না পাইয়া সেই কৃশাঙ্গী কন্যাকে প্রিয়া বলিয়া সম্বোধন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ভগবান্ মুনিশ্রেষ্ঠ, এই আশ্রম হইতে কোথায় গমন করিয়াছেন,—হে সুন্দরি! তুমি তাহা বল; আমি তাঁহাকে প্রণাম

উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ।
দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ॥ ১৬
দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্।
বাষ্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকম্॥
উগ্রাস্যমুগ্রবীর্য্যঞ্চ তথৈব চ মহাহনুম্।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী॥ ১৮
বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ।
দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্॥ ১৯
এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্॥ ২০
কাংশ্চিৎ তুণ্ডপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্।
লাঙ্গুলতাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান
বেগেন কাংশ্চিদপরান্ নাদেন ভ্রমণেন চ।
নিশ্বাসপবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে॥ ২২

নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোঽসুরঃ।
সিংহং হন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপং চক্রে ততোঽম্বিকা॥ ২৩
সোঽপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ খুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ॥
বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্য্যত।
লাঙ্গুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ॥ ২৫
ধুতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ॥
ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তং মহাসুরম্।
দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাকরোৎ॥
সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরম্
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে॥
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবৎ তস্যাম্বিকা শিরঃ।

করপ্রহার দ্বারা চামরাসুরের মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। ১০—১৫। দেবী, উদগ্র নামে অসুরকে প্রস্তর ও বৃক্ষবৃষ্টি দ্বারা হনন করিলেন। দন্ত ও মুষ্টিতল প্রহারে করাল নামে অসুরকে বিনাশ করিলেন। ক্রুদ্ধা দেবী গদাপাত দ্বারা উদ্ধত নামে অসুরকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে বাস্কল নামক অসুরকে ভিন্দিপাল দ্বারা এবং তাম্র ও অন্ধক নামক অসুরদ্বয়কে বাণ দ্বারা বিনাশ করিলেন। ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী দেবী ত্রিশূল দ্বারা উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য্য ও মহাহনু নামক অসুরত্রয়কে বিনাশ করিলেন। অসি দ্বারা বিড়ালনামা অসুরের মস্তক দেহ হইতে নিপাতিত করিলেন। দুর্দ্ধর ও দুর্ম্মুখ নামে অসুরদ্বয়কে শরনিকর দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ১৬—১৯। এই প্রকারে স্বকীয় সৈন্য ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া মহিষাসুর স্বীয় মহিষরূপ ধারণ করিয়া দেবীর সেই গণসমূহকে সর্ব্বতোভাবে ত্রাসিত করিতে আরম্ভ করিল। কাহাকেও আস্যপ্রহার দ্বারা, কাহাকেও ক্ষুরবিক্ষেপ দ্বারা, কাহাকেও লাঙ্গুল-তাড়ন দ্বারা, কাহাকেও শৃঙ্গদ্বয়ে বিদারণ দ্বারা, কাহাকেও বেগ দ্বারা, কাহা-কেও গর্জ্জন দ্বারা, কাহাকেও ভ্রমণ দ্বারা, আর কাহাকেও বা নিশ্বাস-পবন দ্বারা নিপাতিত করিতে লাগিল। এইরূপে প্রমথসৈন্য নিপাতন করত সেই অসুর মহাদেবীর সিংহের হননেচ্ছায় ধাবিত হইল; তখন অম্বিকা, কুপিত হইলেন। ২০—২৩। মহাবীর্য্য মহিষাসুরও অতি কোপে ক্ষুরাঘাতে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করত শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা উচ্চ পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার সবেগ ভ্রমণে পৃথিবী বিশীর্ণ হইল; লাঙ্গুলতাড়িত সমুদ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিল। কম্পিত শৃঙ্গের আঘাতে বিভিন্ন মেঘগণ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল এবং শ্বাসপবন-ক্ষিপ্ত হইয়া শত শত পর্ব্বত আকাশ হইতে পতিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে কোপপরিপূর্ণ অসুরকে নিকটে আসিতে দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী সেই সময় তাহার বধের নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। তখন দেবী পাশক্ষেপ করিয়া সেই মহাসুরকে বন্ধন করিলেন। বদ্ধ হইয়া মহিষাসুরও তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে মহিষরূপ-পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহরূপ ধারণ করিল। দেবী

ছিন্নস্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥ ২৯
তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ শায়কৈঃ।
তং খড়্গচর্ম্মণা সার্দ্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ ॥
করেণ চ মহাসিংহং তং চকর্ষ জগর্জ্জ চ।
কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥ ৩১
ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৩২
ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃপুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥ ৩৩
ননর্দ্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্
সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ
উবাচ তং মদোদ্ধূত-মুখরাগাকুলাক্ষরম্ ॥ ৩৫

দেব্যুবাচ।

গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ ॥

ঋষিরুবাচ।

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ ॥ ৩৭
ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাৎ ততঃ
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ ॥
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ ॥
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ ॥ ৪০
তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪১

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সার্বর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধো নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

অম্বিকা তাহার মস্তকচ্ছেদ করিবামাত্র সেই মহিষাসুর খড়্গপাণি পুরুষরূপে দৃশ্যমান হইল। দেবী তৎপরে বাণসমূহ দ্বারা খড়্গ ও চর্ম্মের সহিত সেই পুরুষকে ছেদন করিলেন। তখন সে প্রকাণ্ড হস্তীর রূপ ধারণ করিয়া শুণ্ড দ্বারা দেবীর বাহন সেই মহাসিংহকে আকর্ষণ করত গর্জ্জন করিতে লাগিল। দেবী খড়্গ দ্বারা সেই আকর্ষণকারী হস্তীর শুণ্ড ছেদন করিলেন। তখন মহাসুর পুনর্ব্বার মহিষরূপ ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সচরাচর ত্রৈলোক্য ক্ষোভিত করিতে লাগিল। ২৯—৩২। অনন্তর জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া উত্তম মধুপান করিতে লাগিলেন এবং অরুণনয়না হইয়া বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন সেই বলবীর্য্য-মদোদ্ধত অসুরও গর্জ্জন করত শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা চণ্ডিকার প্রতি পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেবী চণ্ডিকা শরসমূহ দ্বারা তৎপ্রক্ষিপ্ত পর্ব্বত সকল চূর্ণ করিয়া সেই অসুরকে বলিতে লাগিলেন; কিন্তু মদ দ্বারা চণ্ডিকার বদন তখন রক্তবর্ণ হইল এবং অক্ষর সকল স্পষ্ট উচ্চারিত হইল না। দেবী কহিলেন,—অরে মূঢ়! যতক্ষণ আমি মধুপান করিতেছি, তুই ততক্ষণ পর্য্যন্ত গর্জ্জন কর্, গর্জ্জন কর্। আমি তোকে শীঘ্র বিনাশ করিলে দেবতাগণ এইখানেই গর্জ্জন করিবেন। ঋষি কহিলেন,—দেবী এই বলিয়া লম্ফপ্রদান করত সেই মহাসুরের উপর আরোহণ করিলেন এবং পদদ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক শূলদ্বারা সেই অসুরকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন দেবীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজ মুখ হইতে অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইতে না-হইতেই সেই অসুর দেবীবীর্য্যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইয়াই যুধ্যমান সেই মহাসুরকে দেবী সেই মহা অসি দ্বারা শিরশ্ছেদপূর্ব্বক বিনাশ করিলেন। তখন দৈত্য-সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দেবতাগণ সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। দেবগণ ও দিব্য মহর্ষিগণ দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বপতিগণ গান করিতে লাগিল এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ৩৩—৪১।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৩।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্য্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগ্ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ॥ ১
দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥ ৩
যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্
কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্ব্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু॥ ৫
হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥ ৬
যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ॥ ৭

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

সেই দুরাত্মা অতি বলশালী মহিষাসুর ও তৎসৈন্যগণ দেবী কর্ত্তৃক নিহত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রণামপূর্ব্বক মধুর বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রণাম কালে তাঁহাদের গ্রীবা ও অংসদেশ নম্রীকৃত হইল এবং দেহও হর্ষজনিত পুলকোদ্গমে সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। দেবগণ বলিতে লাগিলেন,—যাঁহার স্বকীয় প্রভাব দ্বারা এই চরাচর জগৎ বিস্তারিত হইয়াছে, সমস্ত দেবগণের শক্তিসমূহ মিলিত হইয়া যাঁহার মূর্ত্তিরূপে পরিণত এবং যিনি সমস্ত দেব ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া, আমরা ভক্তিসহকারে সেই অম্বিকাকে প্রণাম করিতেছি; তিনি আমাদের মঙ্গল সম্পাদন করুন। ভগবান্ অনন্ত দেব, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর যাঁহার প্রভাব ও বলের বর্ণন করিতে সমর্থ হন না, সেই চণ্ডিকা দেবী সমুদায় জগতের পরিপালনের নিমিত্ত এবং অমঙ্গল ও ভয়ের বিনাশের নিমিত্ত ইচ্ছা করুন। যিনি পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের গৃহে সম্পৎস্বরূপা, যিনি পাপীদিগের গৃহে অলক্ষ্মীরূপা, যিনি অশেষ শাস্ত্রপাঠে নির্ম্মলান্তঃকরণদিগের হৃদয়ে বুদ্ধিস্বরূপা, যিনি সচ্চরিত্রদিগের শ্রদ্ধাস্বরূপা এবং যিনি শুদ্ধবংশোদ্ভবদিগের লজ্জাস্বরূপা,—আমরা সেই তোমাকে নমস্কার করিতেছি; হে দেবি! তুমি বিশ্বের পরিপালন কর। তোমার এই প্রকার অচিন্ত্য রূপ, আমরা কেমনে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব! হে দেবি! তোমার অসুরক্ষয়কারী অপরিমিত বীর্য্য এবং অসুর ও দেবগণের প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে সেই সকল অত্যদ্ভুত ব্যবহারই বা আমরা কি প্রকারে বর্ণন করিব?। ১—৫। হে দেবি! তুমি বিকার-রহিত আদ্যা প্রকৃতি; অথচ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মিকা হইয়াও জগতের হেতুভূতা। রাগদ্বেষাদিযুক্ত বিষ্ণু মহেশ্বরাদিও তোমার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না। হে দেবি! তুমি অপারা এবং সকল পদার্থেরই আশ্রয়স্বরূপা। এই জগৎ তোমারই অংশভূত। হে দেবি! সকল যজ্ঞেই তোমার নামোচ্চারণ করিলে সমস্ত দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন; যেহেতু তুমিই দেব ও ঋষিগণের তৃপ্তিজনক স্বাহা ও স্বধা-

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ ৮
শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥ ৯
মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥১০
ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি কান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥১১

দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্ মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥ ১২
দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥১৩
তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥ ১৪
ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।

স্বরূপা বলিয়া উচ্চারিত হইয়া থাক। হে দেবি! তোমার বৃহদুপাসনার বিষয় অচিন্ত্য এবং বশীকৃতেন্দ্রিয়, তত্ত্বসার ও দোষশূন্য মোক্ষার্থী মুনিগণ তোমাকে মুক্তির কারণ বলিয়া অভ্যাস করিয়া থাকেন। হে দেবি! অতএব তুমি ভগবতী সর্ব্বোৎকৃষ্টা মোক্ষ-বিদ্যা। হে দেবি! তুমি শব্দময় বেদত্রয়-স্বরূপা এবং প্রণবযুক্ত মনোহর পদপাঠশালী ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের আশ্রয়স্বরূপা। তুমি দেবী সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তা, তুমি সংসারের জীবন-রক্ষার নিমিত্ত কৃষিস্বরূপা। হে দেবি! তুমিই নিখিল জগতের বিষম পীড়ার বিনাশ-কারিণী। হে দেবি! তুমি বুদ্ধিস্বরূপা; কারণ, সকল শাস্ত্রের সারই তোমার জ্ঞাত! হে দেবি! তুমি দুর্গা; কারণ, তুমি দুর্গম ভবসাগরে অদ্বিতীয় নৌকাস্বরূপা। তুমি মধুকৈটভারি নারায়ণের একমাত্র হৃদয়াধি-বাসিনী লক্ষ্মী এবং তুমিই মহাদেবের উৎ-কর্ষকারিণী গৌরী। ৮—১০। হে দেবি! তথাপি তোমার ঈষৎ হাস্যযুক্ত, নির্ম্মল পূর্ণ-চন্দ্র-বিম্বানুকারী, সুবর্ণকান্তি এবং মনোহর মুখ দেখিয়াও যে মহিষাসুর ক্রোধপুরঃসর অস্ত্রক্ষেপ করিয়াছিল, ইহাই অতি আশ্চর্য্য। হে দেবি! তোমার কুপিত, ভ্রুকুটী-ভীষণ, উদয়কালীন শশাঙ্কসদৃশ ঈষৎ লোহিত-চ্ছবি বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ মাত্রেই যে, মহিষা-সুর প্রাণ পরিত্যাগ করে নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! কুপিত অন্তককে দেখিয়া কেই বা বাঁচিয়া থাকিতে পারে? হে দেবি! তুমি প্রসন্না হও। তুমি পরমা ও মঙ্গলের জন্যই সমুৎপন্না। হে দেবি! তুমি কোপ করিলে সকলই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া থাক, ইহা এখনই জানা গেল। যেহেতু মহিষাসুরের এই অতি মহৎ সৈন্য ও তাহাকে তুমি বিনাশ করিলে। হে দেবি! তুমি প্রসন্ন হইয়া যাহাদিগকে অভ্যুদয় প্রদান কর, তাহারাই দেশে পূজিত হয়, তাহাদিগেরই ধন ও যশঃসমূহ সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা-দেরই ধর্ম্মবর্গ অবসন্ন হয় না, তাহারাই ধন্য এবং তাহাদিগেরই পুত্র পত্নী ও ভৃত্যবর্গ উদ্বেগহীন। হে দেবি! তোমার প্রসাদেই পুণ্যশালী ব্যক্তিগণ প্রতিদিনই অতি আদরের সহিত ধর্ম্মজনক কর্ম্ম করিয়া

স্বর্গং প্রয়াতি চ কৃতো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েহপি ফলদা নন্থ দেবি তেন ॥
দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥ ১৬
এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥১৭
দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোহপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেহতিসাধ্বী
খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহনে দৃশোহসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥
দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥২০
কেনোপমা ভবতু তেহস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র ॥
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েহপি ॥ ২১
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেহপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে ॥ ২২

থাকেন এবং মৃত্যুর পরে তোমার অনুগ্রহেই স্বর্গে গমন করেন; অতএব হে দেবি! তুমি লোকত্রয়েরই ফল প্রদান করিয়া থাক। ১১—১৫। হে দেবি! তুমি দুর্গত জন্তুগণ কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া তাহাদের ভয় হরণ কর এবং সুস্থব্যক্তিগণ তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি তাহাদের মঙ্গলজনিকা বুদ্ধি প্রদান কর। হে দারিদ্র্যদুঃখ-ভয়-হারিণি! তুমি ভিন্ন আর কাহার চিত্ত সকলের উপকারের জন্য সর্ব্বদা আর্দ্র রহিয়াছে? এই সকল অসুর মৃত হইলে জগৎ সুখলাভ করিবে এবং অসুরেরা চিরকাল নরক-জনক পাপ করে, করুক, কিন্তু 'সংগ্রামমৃত্যুলাভ করিয়া ইহারা স্বর্গে প্রয়াণ করুক' হে দেবি! এই মনে করিয়াই নিশ্চয় তুমি শত্রু-গণকে বিনাশ করিয়া থাক। দৃষ্টি মাত্রেই অসুরগণকে কি ভস্ম করিতে পারিতে না? তবে 'রিপুগণও শস্ত্রপূত হইয়া স্বর্গে গমন করুক' কেবল এই ভাবিয়াই সেই সকল শত্রুগণের প্রতি শস্ত্র-প্রয়োগ করিয়াছ। মৃত অসুরগণেরও উপকারের জন্য তোমার যে এবম্প্রকার মতি, তাহা অতি সাধ্বী, সন্দেহ নাই। হে দেবি! উগ্র খড়্গপ্রভা-সমূহের স্ফুরণে এবং শূলাগ্রের দীপ্তিসমূহে সেই অসুরগণের চক্ষু সকল যে বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই, ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে; কেবল তোমার জ্যোৎস্নাশালী চন্দ্রবিম্বসদৃশ বদন নিরীক্ষণেই তাহাদের নয়ন অতি শীতল ছিল। হে দেবি! তোমার স্বভাব দুর্ব্বৃত্তদিগের অসচ্চরিত্রের প্রশমন-কারী এবং তোমার রূপ তুলনারহিত ও চিন্তার অবিষয়। হে দেবি! তোমার বীর্য্য, দেব-পরাক্রমহারী অসুরগণের বিনাশক। এই প্রকারে শত্রুগণের উপরও তোমার কৃপা স্পষ্টীকৃত হইতেছে। ১৬—২০। হে দেবি! কাহার সহিত তোমার এই পরাক্রমের তুলনা হয়? তোমার রূপ শত্রু-ভয়কারী অতি মনোহর। এমন রূপ স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা পাতালে আর কাহার আছে? হে বরদে দেবি! ভুবনত্রয়মধ্যে তোমারই চিত্তে একত্রে দয়া ও সমর-নিষ্ঠুরতা দেখা যায়; আর কোথাও নাই। হে দেবি! শত্রু বিনাশ করিয়া তুমি ত্রিভুবনের ত্রাণ করিলে, রণক্ষেত্রে সেই শত্রুগণকে বিনাশ

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিস্বনেন চ॥ ২৩
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥ ২৪
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ॥ ২৬

ঋষিরুবাচ।

এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
অর্চ্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ॥
ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দিব্যৈর্ধূপৈস্তু ধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান প্রণতান সুরান॥ ২৮

দেব্যুবাচ।

ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্
দদাম্যহমতিপ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপূজিতা॥ ২৯

দেবা ঊচুঃ।

ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ॥ ৩০
যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ॥
যশ্চ মর্ত্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে
তস্য চিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্।
বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্ব্বদাম্বিকে॥

ঋষিরুবাচ।

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ।
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ॥ ৩৩

করত স্বর্গ প্রদান করিলে এবং আমাদেরও উন্মদ-অসুর জন্য ভয় দূর হইল। অতএব হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! আমাদিগকে শূল দ্বারা রক্ষা কর। হে অম্বিকে! আমাদিগকে খড়্গ দ্বারা রক্ষা কর। হে দেবি! ঘণ্টা ও ধনুর্জ্যা-শব্দে আমাদিগকে রক্ষা কর। হে চণ্ডিকে! স্বকীয় শূল ভ্রামণ করত আমাদিগকে পূর্ব্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরে রক্ষা কর। হে ঈশ্বরি! তোমার যে সকল সৌম্য রূপ এবং যে সকল সাতিশয় ভয়ঙ্করস্বরূপ ত্রিভুবনে বিচরণ করিতেছে, সেই সকল রূপে তুমি আমাদিগকে ও পৃথিবীকে রক্ষা কর। হে অম্বিকে! ত্বদীয় করপল্লবে খড়্গ-শূল-গদাদি যে সকল অস্ত্র রহিয়াছে, সেই সকল অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদিকে রক্ষা কর। ২১—২৬। ঋষি কহিলেন,—দেবগণ এই প্রকারে ভগবতীর স্তব করিলেন এবং নন্দন-বন-সমুদ্ভূত কুসুম, দিব্য গন্ধানুলেপন ও দিব্য ধূপ দ্বারা ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করিলেন। সেই সময় বরপ্রদান ইচ্ছায় তাঁহার মুখমণ্ডল বড়ই সুন্দর হইল। তখন প্রণত দেবগণকে দেবী বলিলেন,—হে ত্রিদশগণ! তোমাদিগের অভিলষিত বর আমার নিকট প্রার্থনা কর; আমি তোমাদিগের এই স্তব দ্বারা সম্মানিত হইয়াছি, আমি তোমাদিগকে অতি প্রীতির সহিত সেই সকল বর প্রদান করিব। দেবগণ কহিলেন, ভগবতী যখন আমাদের এই প্রবল শত্রু মহিষাসুরকে নিধন করিয়াছেন, তখন আপনি আমাদের সকলই সম্পাদিত করিয়াছেন, কিছুই অবশিষ্ট নাই। যদিই আমাদিগকে বরদানে অভিলাষ হয়, তবে এই বর প্রদান কর যে, আমরা যখন তোমাকে স্মরণ করিব, তখনই তুমি আমাদের পরম আপদ্ সকল বিনাশ করিও। আর হে অমলাননে! যে মনুষ্য আমাদের কৃত এই স্তব দ্বারা তোমায় স্তুতি করিবে, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তুমি তাহাদের জ্ঞান, উপচয় ও ঐশ্বর্য্যের সহিত ধন দারা প্রভৃতি সম্পদের বৃদ্ধি করিও। হে অম্বিকে! কারণ তুমি সকল বস্তুই দিতে সমর্থা। ২৭—৩২। ঋষি বলিলেন, হে নৃপ! আপনাদের এবং জগতের অভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থে দেবগণকর্ত্তৃক এবম্প্রকারে প্রসাদিতা হইয়া দেবী "তাহাই হইবে" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ৩৪

ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা।
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্রয়হিতৈষিণী॥ ৩৪
পুনশ্চ গৌরীদেহাৎ সা সমুদ্ভূতা যথাভবৎ।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ॥ ৩৫
রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী।
তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে॥ ৩৬

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধসমাপ্তির্নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৪॥

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।

পুরা শুম্ভ-নিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ॥
তাবেব সূর্য্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ॥
তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহ্নিকর্ম্ম চ।
ততো দেবা বিনির্দ্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ।
মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্
তয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ॥
ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ॥

দেবা ঊচুঃ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমো নমঃ।

ভূপতে! দেবগণের শরীর হইতে জগত্রয়ের মঙ্গলের নিমিত্ত যে প্রকারে দেবী পূর্ব্বে উদ্ভূতা হন, তাহা তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে পুনরায় শুম্ভ নিশুম্ভ ও অন্যান্য দুষ্ট দৈত্যগণের বিনাশের জন্য এবং লোক সকলের রক্ষণের জন্য দেবোপকারিণী দেবী যে প্রকারে পার্ব্বতীদেহ হইতে উৎপন্না হন, তাহা তোমায় যথাক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩৩—৩৬।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৪।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, পূর্ব্বকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অসুরদ্বয় মদবলাশ্রয়ে শচীপতি ইন্দ্রের ত্রৈলোক্য এবং নিখিল যজ্ঞভাগ হরণ করিল। সেই শুম্ভ ও নিশুম্ভ,—সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের ও বরুণের অধিকারকার্য্য স্বয়ং সম্পন্ন করিতে লাগিল এবং তাহারাই পবনের অধিকার ও অগ্নির কর্ম্ম করিতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাসুরদ্বয়কর্ত্তৃক হৃতাধিকার, তিরস্কৃত, রাজ্যহীন, পরাজিত এবং বিতাড়িত দেবগণ, সেই অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। "বিপৎকালে আমাকে স্মরণ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ তোমাদের পরমাপদ সকল বিনাশ করিব" এবম্প্রকার বর, দেবী আমাদিগকে পূর্ব্বে দিয়াছেন; এক্ষণে ঘোর বিপদ্ উপস্থিত, অতএব তাঁহারই শরণ লওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।—দেবগণ এই প্রকার মানস করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক সেই বিষ্ণুমায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। ১—৬।

দেবগণ বলিলেন, দেবীকে নমস্কার, মহাদেবীকে নমস্কার, শিবাকে সর্ব্বদা নমস্কার। প্রকৃতিকে নমস্কার, ভদ্রাকে নমস্কার; আমরা সংযত হইয়া সেই দেবীকে নমস্কার করি। রৌদ্রাকে নমস্কার। নিত্যা, গৌরী এবং ধাত্রীকে বারংবার নমস্কার। সেই প্রকাশরূপা, চন্দ্ররূপা, এবং পরমানন্দরূপা দেবীকে সতত নমস্কার করি। কল্যাণী ও বুদ্ধিরূপা দেবীকে

নৈঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ সর্ব্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ৯
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১২
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৩
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৪
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৫
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৬
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৭
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৮
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৯
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২০
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২১
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২২
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৩
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৪

নমস্কার। সিদ্ধিরূপা দেবীকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। নৈর্ঋতী-স্বরূপা দেবীকে নমস্কার; ভূপতিদিগের গৃহে লক্ষ্মীরূপা দেবীকে নমস্কার। সর্ব্বাণীস্বরূপা তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। দুর্গা, দুর্গপারা, সারা সর্ব্বকারিণী, খ্যাতি, কৃষ্ণা ও ধূম্রাস্বরূপ দেবীকে আমরা সতত নমস্কার করি। যিনি অতিসৌম্যা অথচ অতিরৌদ্রা, সেই দেবীকে অতি বিনত হইয়া আমরা বারংবার নমস্কার করি। জগতের প্রতিষ্ঠারূপা দেবীকে নমস্কার, কৃতিস্বরূপা দেবীকে নমস্কার, নমস্কার। ৭—১১। যে দেবী, নিখিল প্রাণিনিবহে বিষ্ণুমায়া বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই দেবীকে বারংবার নমস্কার; যে দেবী নিখিল প্রাণিসমূহে চেতনারূপে অভিহিতা, সেই দেবীকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। যে দেবী নিখিল প্রাণিনিবহে বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা, সেই দেবীকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী নিখিল প্রাণীতেই নিদ্রারূপে স্থিতি করিতেছেন, সেই দেবীকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী নিখিল প্রাণীতেই ক্ষুধারূপে স্থিতি করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী নিখিল ভূতেই ছায়ারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী নিখিল ভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী নিখিল প্রাণীতেই তৃষ্ণারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী সকল প্রাণীতে ক্ষমারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী সকল প্রাণীতে জাতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ১২—২১। যে দেবী নিখিল প্রাণীতে লজ্জারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী নিখিল প্রাণিসমূহে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নম-

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৫
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৬
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৭
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৮
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৯
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৩০
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৩১
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৩২
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৩৪

স্তুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥ ৩৫
যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ॥ ৩৬

ঋষিরুবাচ।

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্ব্বতী।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন॥৩৭
সাব্রবীৎ তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তে-
হত্র কা।

স্কার। যে দেবী সর্ব্বভূতে শোভারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী সর্ব্ব প্রাণীতেই জীবিকারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী নিখিল প্রাণীতে স্মৃতি-স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী নিখিল প্রাণীতে দয়ারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী সর্ব্বপ্রাণীতেই সন্তোষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যে দেবী সকল ভূতেই মাতৃস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৩২—৩১। যে দেবী নিখিল প্রাণীতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যিনি ইন্দ্রিয় ও ভূত সকলের অধিষ্ঠাত্রী এবং যিনি অখিল ভূতনিবহে ব্যাপ্তিরূপে বিদ্যমানা, সেই দেবীকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। যিনি চৈতন্যরূপে এই নিখিল জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, সেই দেবীকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। পূর্ব্বে আমরা অভীষ্ট লাভ করিয়া যাঁহাকে স্তব করিয়াছি, দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার বহুদিন সেবা করিয়াছেন এবং যিনি মঙ্গলসমূহের কারণ; প্রচণ্ড দৈত্যপীড়িত হইয়া আমরা এক্ষণে যে ঈশ্বরীকে নমস্কার করিতেছি; ভক্তিবিনম্রশরীর হইয়া আমরা স্মরণ করিলে যিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের সকল বিপদ্ বিনষ্ট করেন, সেই ঈশ্বরী দেবী আমাদের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল করুন এবং বিপত্তি সকল বিনাশ করুন। ৩২—৩৬। ঋষি কহিলেন, হে নৃপনন্দন! দেবগণ এই প্রকার স্তব করিতেছেন, এমন সময়ে পার্ব্বতী দেবী জাহ্নবীজলে স্নান করিতে যাইবার জন্য তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই মনোহরভ্রূশালিনী পার্ব্বতী দেবগণকে কহিলেন, "আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন?" এই সময়ে

শরীরকোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাব্রবীচ্ছিবা ॥ ৩৮
স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ
দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ
শরীরকোষাদ্‌যৎ তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা
কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥
তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী ।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥ ৪১
ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্
দদর্শ চণ্ডো মুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ॥৪২
তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা অতীব সুমনোহরা ।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্ ॥৪৩
নৈব তাদৃক্ ক্বচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্ ।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর ॥
স্ত্রীরত্নমতিচার্ব্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা ।
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি
যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো ।
ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে
ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ ।
পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥৪৭
বিমানং হংসসংযুক্তমেতৎ তিষ্ঠতি তেঽঙ্গনে ।
রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্বেধসোঽদ্ভুতম্ ॥ ৪৮
নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপঙ্কজাম্ ॥ ৪৯
ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি ।
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥
মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা ।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ॥ ৫১
নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ ।

সেই পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে শিবা দেবী উৎপন্না হইয়া বলিলেন; "সমরে নিশুম্ভকর্ত্তৃক পরাজিত ও তৎপরে শুম্ভকর্ত্তৃক নিরাকৃত দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া আমারই স্তব করিতেছেন।" অম্বিকা সেই পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে উৎপত্তি লাভ করেন, এইজন্য সমস্ত ভুবনে তিনি "কৌষিকী" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই কৌষিকী দেবী, শরীর হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলে পর, পার্ব্বতী দেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিলেন। তদবধি তিনি কালিকা নামে কীর্ত্তিতা হইয়া হিমাচলে অবস্থিতি করিলেন। তৎপরে অম্বিকা উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করিলেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভাসুরের ভৃত্য চণ্ড এবং মুণ্ড নামে অসুরদ্বয় তাঁহার সেই মনোহর রূপ দর্শন করিল। ৩৭—৪২। তখন চণ্ড ও মুণ্ড, শুম্ভাসুরসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল,—মহারাজ! অতীব সুমনোহরা কোন স্ত্রী হিমাচল শোভিত করত অবস্থান করিতেছে। মহারাজ! তাদৃশ উত্তম রূপ কোন স্থলে আর কেহই দেখে নাই। অতএব এ নারী কে, তাহা জানিয়া আপনি উহাকে গ্রহণ করুন। সেই অতি মনোহরাঙ্গী নারী স্ত্রীগণের মধ্যে রত্নস্থানীয়া। দৈত্যেশ্বর! সেই নারী স্বকীয় দেহদীপ্তি দ্বারা দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; আপনার তাঁহাকে দেখা উচিত। প্রভো! ত্রৈলোক্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মণি ও শ্রেষ্ঠ গজাশ্ব প্রভৃতি যে সকল রত্ন আছে, তাহা সমস্তই আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে। গজরত্ন ঐরাবত, ইন্দ্রের নিকট হইতে সমানীত হইয়াছে। ঐ ইন্দ্রের নিকট হইতে এই মনোহর পারিজাত তরু এবং উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বও আনীত হইয়াছে। বিধাতার রত্নস্বরূপ যে অদ্ভুত হংসযুক্ত বিমান, তাহাও আনীত হইয়া আপনার অঙ্গনে স্থিতি করিতেছে। এই মহাপদ্ম নামে নিধিও কুবেরের নিকট হইতে সমানীত হইয়াছে। কিঞ্জল্কিনী নামে অম্লানপঙ্কজা মালা, সমুদ্র আপনাকে প্রদান করিয়াছে। হে মহারাজ! বরুণের কাঞ্চনস্রাবী ছত্র ও আর এই যে রথবর পূর্ব্বে প্রজাপতির নিকট ছিল, তাহাও আপনার গৃহে রহিয়াছে। যমের মরণপ্রদা যে শক্তি ছিল, হে ঈশ! তাহাও আপনি হরণ করিয়াছেন। বরুণের পাশাস্ত্র এবং সমুদ্রজাত সমুদায় রত্নরাজিও আপনার

বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী ॥৫২
এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে ॥ ৫৩
ঋষিরুবাচ।
নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ড-মুণ্ডয়োঃ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরম্ ॥
ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম।
যথা চাভ্যেতি সম্প্রীত্যা তথা কার্য্যং ত্বয়া লঘু
স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেঽতিশোভনে
সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥
দূত উবাচ।
দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥৫৭
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু।
নির্জ্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ ॥৫৮
মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ।
যজ্ঞভাগানহং সর্ব্বানুপাশ্নামি পৃথক্ পৃথক্ ॥৫৯
ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ।
তথৈব গজরত্নানি হৃত্বা দেবেন্দ্রবাহনম্ ॥ ৬০
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ।
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমর্পিতম্ ॥
যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্ব্বেষূরগেষু চ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে ॥৬২
স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ম্
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ম্ ॥৬৩
মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভূতাসি বৈ যতঃ ॥৬৪
পরমৈশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ।

ভ্রাতা নিশুম্ভের অধীনে রহিয়াছে। হে মহারাজ! অগ্নি আপনাকে বহ্নি দ্বারা পবিত্রীকৃত বস্ত্র ও উত্তরীয় প্রদান করিয়াছেন। হে দৈত্যেন্দ্র! এই সমস্ত রত্ন, আপনি আহরণ করিয়াছেন, এক্ষণে এই স্ত্রীরত্নভূতা কল্যাণীকে আপনি কেন গ্রহণ করিতেছেন না? ৪৩—৫৩। ঋষি বলিলেন, তখন চণ্ড ও মুণ্ডের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাসুর শুম্ভ, সুগ্রীব নামে দূতকে দেবীর নিকট প্রেরণ করিল এবং তাহাকে বলিয়া দিল, "তুমি গমন করিয়া, আমার বাক্যানুসারে তাহাকে এইরূপ এইরূপ বলিবে আর যে প্রকারে সে অতি প্রীত হইয়া শীঘ্র এখানে আগমন করে, তুমি তাহাও করিও।" অতি শোভন পর্ব্বতপ্রদেশে যেখানে পার্ব্বতী ছিলেন, সেই দূত সেইখানে গমন করত মধুর বাক্যে অথচ সামান্য কথায় তাঁহাকে বলিতে লাগিল, হে দেবি! দৈত্যেশ্বর শুম্ভ, ত্রৈলোক্যের পরমেশ্বর। তিনিই তোমার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাই আমি এস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। সকল দেবতাগণেই তাঁহার আজ্ঞা অব্যাহত, তিনি সকল দৈত্যারিকেই বিজয় করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ৫৪—৫৮। তিনি বলিয়াছেন, এই অখিল ত্রৈলোক্য আমার, সমস্ত দেবগণও আমার বশীভূত ও অনুগত। আমিই পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞভাগ সকল ভোজন করিয়া থাকি। ত্রৈলোক্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, সকলই আমার অধীন। কেবল সমুদ্রোদ্ভূত রত্নই যে আমার অধীন, তাহা নহে; ঐরাবতাদি যাহা গজরত্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাও আমার অধীন। দেবেন্দ্র-বাহন ক্ষীরোদ-মন্থনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামে যে অশ্বরত্ন আছে, তাহাও দেবগণ ইন্দ্রের নিকট হইতে লইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক আমাকে প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য যে সকল রত্ন দেবতা, গন্ধর্ব্ব কিংবা সর্পগণের ছিল, হে শোভনে! এক্ষণে সে সমুদায় আমারই। হে দেবি! তোমাকে লোকমধ্যে স্ত্রীরত্নভূতা বলিয়া আমরা বিবেচনা করি! অতএব তুমি রত্নস্বরূপা, তুমি, আমাদিগের গৃহে আগমন কর; যেহেতু আমরাই রত্নসমূহের ভোগকর্ত্তা। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! আমাকে অথবা মদনুজ মহাবিক্রম নিশুম্ভকে তুমি ভজনা কর; যেহেতু তুমি রত্নভূতা। আমাকে ভজনা

এতদ্‌বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ ॥৬৫

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৬৬

দেব্যুবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎত্বয়োদিতম্
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ
কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥৬৮
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ৬৯

তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্ণাতু মে লঘু

দূত উবাচ।

অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ
অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্ব্বে দেবা ন বৈ যুধি
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা ॥
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্যেষাং ন সংযুগে।
শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রয়াস্যসি সম্মুখম্
সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ
কেশাকর্ষণনির্দ্ধূত-গৌরবা মা গমিষ্যসি ॥ ৭৪

দেব্যুবাচ।

এবমেতদ্বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাতিবীর্য্যবান্।
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা
স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতৎ সর্ব্বমাদৃতঃ
তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ ॥৭৬

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যা দূতসংবাদো নাম
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

করিলে তুমি অতুলনীয় পরমৈশ্বর্য্য লাভ করিবে। এই সকল বুদ্ধিপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া আমাকে ভজনা কর। ৫৯—৬৫। ঋষি কহিলেন, দূত এই কথা বলিলে, যিনি এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই ভগবতী ভদ্রা দুর্গাদেবী গম্ভীর ও গূঢ়ভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, হে দূত। তুমি সত্য কথাই বলিলে, এস্থলে তোমার কথা কিছুই মিথ্যা নহে। শুম্ভ ত্রৈলোক্যের অধিপতি, নিশুম্ভও তাদৃশ তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যে একটী প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা এস্থলে কি প্রকারে অন্যথা করিব? আমি অল্পবুদ্ধিত্ব-প্রযুক্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর; যে ব্যক্তি আমাকে যুদ্ধে জয় করিবে, যে আমার দর্প দূর করিবে এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতিবল, সেই-ই আমার ভর্ত্তা হইবে।” এক্ষণে শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ আগমন করুক। যে সমর্থ হইবে, সে আমাকে জয় করিয়া শীঘ্র বিবাহ করুক। বিলম্বে প্রয়োজন কি? ৬৬—৭০। দূত বলিল, হে দেবি! তুমি গর্ব্বিতা হইয়াছ। আমার সমীপে এ প্রকার কথা বলিও না। ত্রৈলোক্যমধ্যে শুম্ভ ও নিশুম্ভের অগ্রে কোন্ পুরুষ স্থির থাকিতে পারে? শুম্ভ-নিশুম্ভের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের অনুচর অন্যান্য দৈত্যগণের সম্মুখে, দেবগণ মিলিত হইয়াও যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারে না; তুমি একাকিনী স্ত্রী হইয়া কি প্রকারে স্থির থাকিবে? ইন্দ্রাদি দেবগণ, যুদ্ধে যে শুম্ভাদির সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে নাই, তুমি স্ত্রী হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে কিরূপ সম্মুখে যাইবে? সেই তুমি আমার কথানুসারে তাঁহাদের পার্শ্বে গমন কর, কেশাকর্ষণে প্রনষ্ট-গৌরবা হইয়া যাইও না। দেবী কহিলেন, —হে দূত! শুম্ভ এই প্রকার বলী এবং নিশুম্ভও অতি বীর্য্যবান্ ইহা সত্য, কিন্তু কি করিব? অল্পবুদ্ধিত্ব প্রযুক্ত পূর্ব্বে এ প্রকার প্রতিজ্ঞাবিষয়ে বিবেচনা করি নাই; তুমি গমন কর; আমি যাহা বলিলাম, তাহা সকলই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অসুরেন্দ্র শুম্ভকে বলিও; যাহা উচিত, সে তাহা করুক। ৭১—৭৬।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষপূরিতঃ।
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ॥ ১
তস্য দূতস্য তদ্বাক্যমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ।
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনম্॥২
হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
তামানয় বলাদ্দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্॥ ৩
তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিদ্যদি বোত্তিষ্ঠতেঽপরঃ।
স হন্তব্যোঽমরো বাপি যক্ষো গন্ধর্ব এব বা।

ঋষিরুবাচ।

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ॥৫
স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্
জগাদোচ্চৈঃ প্রয়াহীতি মূলং শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ
ন চেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্ভর্ত্তারমুপৈষ্যতি।
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্॥

দেব্যুবাচ।

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ॥৯
অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকাম্।
ববর্ষ শায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথা শক্তিপরশ্বধৈঃ॥ ১০
ততো ধুতসটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবম্
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স্ববাহনঃ॥
কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্।
আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্ জঘান স মহাসুরান্॥
কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্॥

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, দেবীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দূত ক্রোধপূর্ণ হইয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট গমন করত সবিস্তরে সকল কথা বলিল। দূতের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুররাজ শুম্ভ ক্রোধপূর্ব্বক দৈত্যাধিপতি ধূম্রলোচনকে বলিল,—হে ধূম্রলোচন! তুমি স্বকীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেই দুষ্টা নারীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক বিহ্বলা করত শীঘ্র আনয়ন কর। তাহার পরিত্রাণ করিবার জন্য অপর কেহ যদি সমুত্থান করে,—সে অমর, যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্বই হউক, তাহাকে হনন করিবে। ঋষি কহিলেন,—শুম্ভের এবম্প্রকার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সেই ধূম্রলোচন নামে অসুর ষষ্টিসহস্র অসুরের সহিত শীঘ্র গমন করিল। তৎপরে ধূম্রলোচন হিমাচল-সংস্থিত দেবীকে দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, হে দেবি! শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকটে গমন কর। এখন তুমি যদি প্রীতিপূর্ব্বক মদীয় স্বামী শুম্ভের নিকট উপস্থিত না হও, তবে এই আমি তোমাকে কেশাকর্ষণে বিহ্বলা করত সবলে লইয়া যাইব! ১—৭। দেবী কহিলেন, দৈত্যেশ্বর শুম্ভ তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে, তুমি স্বয়ং বলবান্ এবং সৈন্য-সমবেত। তুমি যদি আমাকে সবলে লইয়া যাও, তবে আমি তোমার কি করিব? ঋষি কহিলেন, দেবী এই কথা বলিবা মাত্র সেই ধূম্রলোচন নামক অসুর তাঁহার অভি ধাবিত হইল। তখন অম্বিকা হুঙ্কার দ্বারা সেই অসুরকে ভস্মীভূত করিলেন। অনন্তর সেই অসুরসেনাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বিকার উপর তীক্ষ্ণ শর, শক্তি ও পরশ্বধ বৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন দেবীর বাহন সিংহ, ক্রোধে কেশর কম্পিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করত অসুরসেনার উপর পতিত হইল এবং কাহাকেও করপ্রহার দ্বারা, কাহাকেও মুখ দ্বারা, কাহাকেও বা আক্রমণ দ্বারা ও কোন কোন মহাসুরকে অধর-প্রহার দ্বারা বিনষ্ট করিতে লাগিল। সিংহ কোন কোন অসুরের হৃদয় নখ দ্বারা পাটিত করিল; হস্ততল (সম্মুখস্থ পদ) প্রহার দ্বারা কোন কোন

বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে ।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধুতকেশরঃ ॥
ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা ।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা ॥
শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্ ।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবীকেশরিণা ততঃ ॥১৬
চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ড-মুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥
হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহুভিঃ পরিবারিতৌ ।
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥ ১৮
কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি ।
তদাশেষায়ুধৈঃ সর্ব্বৈরসুরৈর্বিনিহন্যতাম্ ॥১৯
তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্ ॥২০

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে ধূম্রলোচনবধো নাম ষড়-
শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

অসুরের মস্তককে দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিল; কোন কোন অসুরের বাহু ও মস্তক বিচ্ছিন্ন করিল এবং কেশর কম্পিত করিয়া অন্যান্য অসুরগণের হৃদয় হইতে রক্ত পান করিল। ক্ষণকালমধ্যেই সেই দেবীবাহন মহাত্মা কেশরী অসুরগণের সেই মহাসৈন্যকে বিনাশ করিয়া ফেলিল। ৮—১৫। ধূম্রলোচন অসুরকে দেবী বিনাশ করিয়াছেন এবং সকল সৈন্যকে দেবীর বাহন সিংহ বিনাশ করিয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া দৈত্যাধিপতি শুম্ভ সাতিশয় কুপিত হইল। কোপে তাহার অধর স্ফুরিত হইতে লাগিল। শুম্ভ তখন সেই চণ্ড ও মুণ্ডকে আজ্ঞা করিল, হে চণ্ড! হে মুণ্ড! তোমরা বহুবলবেষ্টিত হইয়া সেই স্থলে গমন কর এবং গমন করিয়া সেই নারীকে শীঘ্র আনয়ন কর। তাহাকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক অথবা বন্ধন করিয়া লইয়া আইস। যদি এই প্রকারে আনয়ন করিতে তোমাদের অসমর্থতা হয়, তবে বহুশস্ত্র-সমেত অসুর-

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষিরুবাচ ।

আজ্ঞপ্তাস্তে ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ ।
চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥ ১
দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্ ।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্র-শৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥২
তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমং চক্রুরুদ্যতাঃ ।
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ ॥ ৩
ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা ॥ ৪
ভ্রুকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্ ।

গণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে হনন কর। সেই দুষ্টা ও সিংহ হত হইলে, তাহাকে সেই অবস্থায় বন্ধনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া শীঘ্র আগমন করিবে। ১৬—২০।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৬

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, অনন্তর শুম্ভের এই প্রকার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চণ্ডমুণ্ড-প্রমুখ দৈত্যগণ চতুরঙ্গবল-সমন্বিত হইয়া অস্ত্রসমূহ উত্থাপিত করত গমন করিল। তাহারা গমন করিয়া দেখিল যে, প্রকাণ্ড সুবর্ণময় হিমাচলশিখরে সিংহের উপর দণ্ডায়মানা হইয়া দেবী মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। সেই অসুরগণ ও তাহাদের সমীপবর্ত্তী অন্যান্য অসুরগণ দেবীকে এই প্রকার অবলোকনান্তে চাপাকর্ষণ ও অসি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিল। তখন অম্বিকা সেই সকল শত্রুর প্রতি সাতিশয় ক্রোধ করিলেন। সেই কোপে দেবীর বদন শেফালিকা-বৃন্তের ন্যায় ঈষৎ রক্তিম আভা ধারণ করিল। অনন্তর দেবীর ভ্রুকুটী-কুটিল

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥ ৫
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥৬
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥ ৭
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্ ॥ ৮
পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহি-যোধঘণ্টাসমন্বিতান্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্ ॥ ৯
তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবম্ ॥ ১০
একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ ॥ ১১
তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাসুরৈঃ।
মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্ম্মথিতান্যপি ॥ ১২
বলিনাং তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং মহাত্মনাম্।
মমর্দ্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ৎ তথা ॥ ১৩
অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্টাঙ্গতাড়িতাঃ
জগ্মুর্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা ॥ ১৪
ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং নিপাতিতম্।
দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্ ॥
শরবর্ষৈর্ম্মহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ ॥১৬
তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্।
বভুর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্ ॥১৭
ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দর্শদশনোজ্জ্বলা ॥ ১৮

ললাট-ফলক হইতে শীঘ্র আশ্চর্য্য খট্টাঙ্গ-ধারিণী নরমালা-বিভূষণা, অসিপাশায়ুধা, করাল-বদনা ও কৃষ্ণবর্ণা এক দেবী নিষ্ক্রান্তা হইলেন। সেই দেবীর পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও মাংস সকল শুষ্ক; তিনি দেখিতে অতি ভয়ঙ্করী। তাঁহার বদন অতি বিস্তৃত, জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছে, সুতরাং তাঁহার আকৃতি অতিশয় ভয়জনিকা। তাঁহার নয়ন গাঢ়-নিমগ্ন ও রক্তবর্ণ এবং তাঁহার ভয়ঙ্কর নাদে দিক্ সকল আপূরিত। ১—৭। অনন্তর সেই ভয়ঙ্করী দেবী দৈত্য-সৈন্য-সমূহের উপর বেগে পতিত হইয়া মহাসুর সকলকে বিনাশ করিতে করিতে অসুরদিগের সৈন্যগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবী—পশ্চাদ্রক্ষক, অঙ্কুশগ্রাহী যোদ্ধা ও ঘণ্টার সহিত হস্তিসমূহকে এক হস্তে গ্রহণ করিয়া মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত যোধ-গণকে গ্রহণপূর্ব্বক মুখে নিক্ষেপ করিয়া অতি ভয়ঙ্কররূপে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। কাহাকেও কেশে ধারণ করিলেন, কোন কোন অসুরকে গ্রীবাদেশে গ্রহণ করিলেন, আর কোন অসুরকে চরণ ও কোন অসুরকে বক্ষঃস্থল দ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক পোথিত করিয়া ফেলিলেন। সেই সকল অসুর-নিক্ষিপ্ত শস্ত্র ও মহাস্ত্রনিকরকে দেবী রোষপূর্ব্বক মুখে গ্রহণ করত দশন দ্বারা চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। বলবান্ প্রকাণ্ডশরীর অসুর-গণের সৈন্যসমূহকে এই প্রকারে মর্দ্দিত করত দেবী কাহাকেও ভক্ষণ করিলেন, কাহাকেও বা বিতাড়িত করিলেন। কোন কোন অসুর খড়্গাঘাতে বিনষ্ট হইল, আবার কেহ কেহ বা খট্টাঙ্গ-তাড়িত অথবা দন্তাগ্র দ্বারা প্রহৃত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল। অসুর-গণের সেই মহতী সেনা ক্ষণকালমধ্যে বিনাশিত হইল দেখিয়া চণ্ডাসুর, অতি ভীষণা সেই কালীদেবীর প্রতি বেগে ধাব-মান হইল এবং মুণ্ডাসুর সেই ভীমাক্ষী দেবীকে অতি ভয়ঙ্কর শরবৃষ্টি ও সহস্র সহস্র চক্র নিক্ষেপ করত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই চক্রসমূহও সেই দেবীমুখে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং প্রবেশকালে সেই চক্র সকল মেঘমধ্যে প্রবেশোন্মুখ বহুসূর্য্য-মণ্ড-লের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর ভৈরব-নাদিনী কালীদেবী অতিক্রোধে ভয়ঙ্কর হাস্য করিতে লাগিলেন। হাস্যকালে করাল-মুখ-মধ্যে দুর্দর্শ দন্ত-সমূহের প্রভায়

উত্থায় চ মহাসিংহং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥১৯
অথ মুণ্ডোঽপ্যধাবৎ তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্
তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা ॥ ২০
হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্য্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্ ॥
শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাস-মিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥২২
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥ ২৩

ঋষিরুবাচ।

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ ॥
যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডমুণ্ডবধো নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ ॥ ১
ততঃ কোপপরাধীন-চেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্
উদযোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ
অদ্য সর্ব্ববলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ।
কম্বূনাং চতুরশীতির্নির্যান্তু স্ববলৈর্বৃতাঃ ॥ ৩
কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া ॥৪
কালকা দৌর্হৃদা মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ

তিনি উজ্জ্বল হইলেন। তখন দেবী মহাসিংহের উপর উত্থানপূর্ব্বক চণ্ডাসুরের প্রতি ধাবমানা হইলেন এবং কেশাকর্ষণ করত সেই অসি দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। চণ্ডকে নিপতিত দেখিয়া মুণ্ড, দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। তখন দেবী ক্রোধে তাহাকেও খড়্গাঘাত দ্বারা ধরাশায়ী করিলেন। ৮—২০। অনন্তর হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ সুমহাবীর্য্য চণ্ড ও মুণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া ভয়াতুর হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিল। তৎপরে চণ্ড-মুণ্ডাসুরের মস্তক গ্রহণ করত কালী, কৌষিকী দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রচণ্ড অট্টহাসের সহিত বলিলেন, আমি মহাপশু চণ্ডমুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে হনন করিয়া তোমার নিকট উপহার প্রদান করিলাম; কিন্তু তুমি যুদ্ধযজ্ঞে নিজেই শুম্ভ ও নিশুম্ভকে হনন করিবে। ঋষি কহিলেন, সেই চণ্ড ও মুণ্ড নামক মহাসুরদ্বয়কে তদবস্থায় আনয়ন করিতে দেখিয়া কল্যাণী চণ্ডিকা দেবী কালীকে অতি মধুর বাক্যে বলিলেন, "হে দেবি! চণ্ড ও মুণ্ডকে গ্রহণ করিয়া তুমি উপস্থিত হইয়াছ, এই জন্য লোকমধ্যে তুমি চামুণ্ডা বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে।" ২১—২৫।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৭।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, চণ্ডাসুর, মুণ্ডাসুর ও বহুসৈন্য নিপাতিত হইলে, ক্রুদ্ধ প্রতাপবান্ অসুরেশ্বর শুম্ভ সমস্ত অসুরসৈন্যকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। শুম্ভ বলিল, অদ্য ষড়শীতি সংখ্যক উদ্যতায়ুধ দৈত্য-সেনাপতি এবং কম্বুদিগের চতুরশীতিসংখ্যক অসুরগণ স্বকীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য নির্গত হউক। কোটিবীর্য্য নামক অসুরদিগের পঞ্চাশৎ কুল এবং ধূম্রবংশজাত একশত কুলোৎপন্ন অসুরগণ আমার আজ্ঞায় নির্গত হউক। কালক, দৌর্হৃদ, মূরবংশোদ্ভব ও কালকেয় অসুরগণ

যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম॥ ৫
ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জ্জগাম মহাসৈন্য-সহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ॥ ৬
আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎ সৈন্যমতিভীষণম্।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনান্তরম্॥ ৭
ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ।
ঘণ্টাস্বনেন তান্ নাদানম্বিকা চোপবৃংহৎ॥ ৮
ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা
তং নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দ্দিশম।
দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতা
এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতাঃ॥ ১১
ব্রহ্মেশ-গুহ-বিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ॥
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান যোদ্ধুমাযযৌ॥১৩
হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥১৪
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা॥ ১৫
কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী॥১৬
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-খড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ॥ ১৭
যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্
নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপ-ক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ॥১৯
বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরিস্থিতা।

সত্বর আমার আজ্ঞায় সজ্জিত হইয়া নির্গত হউক। অসুরপতি ভৈরব-শাসন শুম্ভ এই প্রকার আজ্ঞাপূর্ব্বক বহুসহস্র মহাসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। অতি ভীষণ সেই সৈন্যসমূহকে আগমন করিতে দেখিয়া চণ্ডিকা জ্যাশব্দে পৃথিবী ও গগনের মধ্যদেশ পরিপূরিত করিলেন। হে নৃপ! অনন্তর দেবীর বাহন সিংহ অতীব মহানাদ করিল, অম্বিকাও স্বীয় ঘণ্টাশব্দে সেই সিংহ-ধ্বনিকে দ্বিগুণিত করিলেন। ধনুর্গুণ, সিংহ ও ঘণ্টাশব্দে দিঙ্মুখ আপূরিত হইলে সাতিশয় ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া কালীদেবী জিতবতী হইলেন। সেই কালে কালীদেবীর আনন অতি বিস্তৃত হইল। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া, দৈত্য-সৈন্যগণ সরোষে চণ্ডিকা দেবীকে, কালীদেবীকে এবং সিংহকে বেষ্টন করিল। ১—১০। হে ভূপ! ইত্যবসরে অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত এবং অমরশ্রেষ্ঠগণের মঙ্গল জন্য ব্রহ্মা, শঙ্কর, কার্ত্তিকেয় ও বিষ্ণুর শরীর হইতে পৃথক্ পৃথক্ অতিবীর্য্য বলযুক্ত শক্তিগণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া তত্তদ্দেবতার রূপ ধারণপূর্ব্বক চণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। যে দেবের যে প্রকার রূপ, যে প্রকার ভূষণ ও যে প্রকার বাহন, সেই দেবের শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত শক্তিও সেই প্রকার রূপ, সেই প্রকার ভূষণ এবং সেই প্রকার বাহনে মণ্ডিত হইয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। হংসযুক্ত বিমানের উপরে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া যে ব্রহ্মার শক্তি আগমন করিলেন, তিনি ব্রহ্মাণী বলিয়া কীর্ত্তিত। ত্রিশূলবরধারিণী মহাসর্পবলয়া অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষণা মাহেশ্বরী শক্তি বৃষভারোহণে আগমন করিলেন। শক্তিহস্তা গুহরূপিণী কৌমারী শক্তি ময়ূরবর বাহনে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। গরুড়োপরিস্থিত বৈষ্ণবী শক্তি শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও খড়্গ ধারণ করত আগমন করিলেন। যজ্ঞবরাহ-রূপধারী ভগবান্ বিষ্ণুর যে শক্তি, তিনিও বরাহরূপ ধারণ করিয়া আগমন করিলেন। নারসিংহী শক্তি নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া আগমন করিলেন, তাঁহার কেশরক্ষেপে নক্ষত্রসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। গজরাজো-

প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ॥ ২০
ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্ ॥২১
ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥ ২২
সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা।
দূতত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ॥
ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্ব্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥২৪
ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥ ২৫
বলাবলেপাদথ চেদ্ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥
যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা
তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্ব্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥ ২৮
ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষুরুদ্ধতামর্ষাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ ॥ ২৯
সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণান্ শূলচক্রপরশ্বধান্।
চিচ্ছেদ লীলয়াধ্মাত-ধনুর্মুক্তৈর্মহেষুভিঃ ॥৩০
তস্যাগ্রতস্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্।
খট্বাঙ্গপোথিতাংশ্চারীন্ কুর্ব্বতী ব্যচরৎ তদা ॥
কমণ্ডলুজলাক্ষেপ-হতবীর্য্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন্ যেন যেন স্ম ধাবতি ॥৩২
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী।
দৈত্যান জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা

পরি-স্থিতা সহস্রনয়না ঐন্দ্রী শক্তি, হস্তে বজ্র ধারণ করিয়া আগমন করিলেন; তাঁহার আকৃতি ইন্দ্রেরই অনুরূপ। ১১—২০। অনন্তর সেই সকল দেব-শক্তি কর্ত্তৃক বেষ্টিত মহেশ্বর চণ্ডিকাকে বলিলেন, "এই সকল অসুরকে আমার প্রীতির নিমিত্ত শীঘ্র হনন কর।" তৎপরে দেবীর শরীর হইতে অত্যুগ্রা অতি ভীষণা, শিবাশত-নিনাদিনী, চণ্ডিকা শক্তি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই অপরাজিতা চণ্ডিকা দেবী, ধূম্রবর্ণ জটাশালী মহেশ্বরকে বলিলেন, হে ভগবন্! তুমি শুম্ভ এবং নিশুম্ভের নিকট দূত হইয়া গমন কর। গমন করিয়া অতি গর্ব্বিত শুম্ভ ও নিশুম্ভকে এবং যুদ্ধের নিমিত্ত উপস্থিত অন্য দানবগণকে বল যে, 'হে দানবগণ! ইন্দ্র ত্রৈলোক্য লাভ করুন, দেবগণ পুনর্ব্বার হবির্ভোজন করুন এবং তোমরা যদি জীবনে ইচ্ছা কর, তবে পাতালে গমন কর। অথবা বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যদি তোমরা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হও, তবে আগমন কর; আমার এ শিবাগণ তোমাদিগের শোণিতে তৃপ্তি লাভ করুক।' সেই দেবী স্বয়ং শিবকে দৌত্যে নিযুক্ত করেন বলিয়া তিনি এই লোকে "শিবদূতী" এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন। মহেশ্বরের নিকট হইতে দেবীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অসুরগণ ক্রোধপূর্ব্বক যেখানে কাত্যায়নী আছেন, তথায় গমন করিল। উদ্ধতামর্ষ সেই অসুরগণ অগ্রেই সম্মুখস্থিত দেবীর উপর শর, শক্তি ও ঋষ্টি প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই সকল অসুর-প্রক্ষিপ্ত বাণ, শূল, চক্র ও পরশ্বধ সকলকে চণ্ডিকা দেবী, আকৃষ্ট-ধনুর্মুক্ত মহা-বাণসমূহ দ্বারা অবলীলাক্রমে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ২১—৩০। তৎকালে সেই চণ্ডিকা দেবীর সম্মুখে কালী কোন কোন অসুরকে শূলপাতে বিদারিত করত এবং কাহাকেও বা খট্বাঙ্গ দ্বারা পোথিত করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রু-গণ যে যে দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, সেই সেই দিকেই ব্রহ্মাণী শক্তি তাহাদিগের উপর কমণ্ডলুজল বর্ষণ করত তাহাদিগকে হতবীর্য্য ও হততেজা করিতে লাগিলেন। মাহেশ্বরী শক্তি ত্রিশূল দ্বারা ও বৈষ্ণবী শক্তি চক্র দ্বারা দৈত্যগণকে হনন করিলেন

ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ॥ ৩৪
তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ।
বারাহমূর্ত্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ॥ ৩৫
নখৈর্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা॥ ৩৬
চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংস্তাংশ্চখাদাথ সা তদা॥
ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দ্দয়ন্তং মহাসুরান্।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দ্দেবারিসৈনিকাঃ॥৩৮
পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দ্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ
রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎপতত্তি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ॥৪০

যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ॥ ৪১
কুলিশেনাহতস্যাশু তস্য সুস্রাব শোণিতম্।
সমুত্তস্থুস্ততো যোধাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ॥৪২
যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ॥ ৪৩
তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্র-শস্ত্রপাতাতিভীষণম্॥ ৪৪
পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
উবাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ॥
বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্॥ ৪৬
বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ।

এবং অতিকোপনা কৌমারী শক্তি, শক্তি দ্বারা অনেক দৈত্য হনন করিলেন। ঐন্দ্রী-শক্তি-প্রক্ষিপ্ত বজ্র দ্বারা বিদারিত শত শত দৈত্য-দানব রুধির বমন করিতে করিতে পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। বরাহ-মূর্ত্তি শক্তির মুখ-প্রহারে বিধ্বস্ত, চক্রপ্রহারে বিদারিত এবং দশনাঘাতে ক্ষত-হৃদয় দৈত্যগণ নিপতিত হইতে লাগিল। গর্জ্জন দ্বারা দিক্ ও আকাশ আপূরিত করিয়া নারসিংহী শক্তি, নখ-বিদারিত অসুরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শিবদূতীর প্রচণ্ড অট্টহাস দ্বারা অভিহত হইয়া অসুরগণ পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল; তখন দেবী শিবদূতীও সেই পতিত অসুরসমূহকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিবিধ উপায়ে সেই মহাসুরগণকে মাতৃগণ ক্রোধ-সহকারে মর্দ্দন করিতেছেন দেখিয়া অনেক অসুরসৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল। মাতৃ-গণ-পীড়িত দৈত্যগণ পলায়ন করিতেছে দেখিয়া রক্তবীজ নামে মহাসুর ক্রোধে যুদ্ধ করিতে আগমন করিল। এই রক্ত-বীজাসুরের শরীর হইতে এক বিন্দু রক্ত যখন ভূমিতে পতিত হয়, তখনই ভূমি হইতে তদনুরূপ একটী অসুর উৎপন্ন হয়। ৩১—৪০। সেই মহাসুর রক্তবীজ গদা-পাণি হইয়া ইন্দ্রশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর ঐন্দ্রী স্বকীয় বজ্র দ্বারা রক্তবীজকে তাড়িত করিলেন। তখন বজ্রপীড়িত রক্তবীজের শরীর হইতে যেমন শোণিত ক্ষরিত হইল, অমনি সেই ক্ষরিত শোণিত হইতে তদনুরূপ ও তৎসদৃশ-পরা-ক্রমশালী যোধসমূহ সমুত্থান করিল। তাহার শরীর হইতে যত রক্তবিন্দু পতিত হইল, তত পুরুষই উৎপন্ন হইল। সেই পুরুষগণ বল, বীর্য্য ও পরাক্রমে রক্তবীজের সদৃশ। সেই শোণিতবিন্দুসমূহ হইতে উৎপন্ন পুরুষগণও মাতৃগণের সহিত সেই রণক্ষেত্রে অত্যুগ্র শস্ত্রপাতে অতি ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। পুনর্ব্বার ঐন্দ্রী যখন বজ্রপাতে ঐ অসুরের মস্তক ক্ষত করি-লেন, তখন সেই ক্ষত স্থান হইতে রক্ত-প্রবাহ বহিতে লাগিল এবং তাহা হইতে সহস্র সহস্র অসুর উৎপন্ন হইল। বৈষ্ণবী শক্তি যুদ্ধস্থলে চক্র দ্বারা তাহাকে আহত করিলেন এবং ঐন্দ্রী গদা দ্বারা তাহাকে তাড়িত করিলেন। বৈষ্ণবীর চক্রাঘাতে

সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ ॥
শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্ ॥ ৪৮
স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ব্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥
তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভুবি।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোঽসুরাঃ
তৈশ্চাসুরাসৃক্‌সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীৎ ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্ ॥
তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহসত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু ॥ ৫২
মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা
ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্ মহাসুরান্।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি ॥
ভক্ষ্যমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে
ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্ ॥ ৫৬
ততোঽসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্।
ন চাস্যা বেদনাং চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি ॥
তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্।
যতস্ততস্তদ্বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সম্প্রতীচ্ছতি ॥ ৫৮
মুখে সমুদ্গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ।
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্
দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভির্ঋষ্টিভিঃ।
জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্ ॥
স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ।
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৬১

বিভিন্ন রক্তবীজের রুধিরস্রাব-সম্ভূত তদনুরূপ সহস্র সহস্র মহাসুরে জগৎ ব্যাপ্ত হইল। কৌমারী—শক্তি দ্বারা, বারাহী অসি দ্বারা ও মাহেশ্বরী ত্রিশূল দ্বারা সেই মহাসুরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই মহাসুর রক্তবীজও ক্রোধসমাবিষ্ট হইয়া গদা দ্বারা মাতৃ সকলকে পৃথক্ পৃথক্ আহত করিতে লাগিল। শক্তিশূলাদি নানা প্রকার অস্ত্র দ্বারা আহত সেই রক্তবীজের শরীর হইতে যে রক্তসমূহ পতিত হইল, তদ্দ্বারা শত শত অসুর উৎপন্ন হইল। সেই অসুররক্ত-সম্ভূত অসুরগণ, সকল জগৎ ব্যাপিয়া ফেলিল; তখন দেবগণ সাতিশয় ভীত হইলেন। ৪১—৫১। সেই দেবগণকে এই প্রকার বিষণ্ণ দেখিয়া চণ্ডিকা ত্বরান্বিতা হইয়া কালীকে কহিলেন, হে চামুণ্ডে! তুমি বদন বিস্তৃত কর, আমার শস্ত্রপাত-সম্ভূত রক্তবিন্দু সকল এবং রক্তবিন্দু হইতে সমুৎপন্ন মহাসুরগণকে বেগবতী হইয়া এই বিস্তৃত বদনে গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করত রণক্ষেত্রে বিচরণ কর; এই প্রকারে এই দৈত্য ক্ষীণরক্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তুমি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে আর তাহারা উৎপন্ন হইতে পারিবে না। কালীকে এই কথা বলিয়া দেবী চণ্ডিকা শূল দ্বারা সেই অসুরকে অভিহত করিলেন এবং কালী সেই আহত রক্তবীজের শোণিত মুখ দ্বারা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই রক্তবীজাসুর রণক্ষেত্রে গদা দ্বারা চণ্ডিকাকে আঘাত করিল; কিন্তু সেই গদাপ্রহারে দেবীর অল্পও বেদনা জন্মাইতে পারিল না। এদিকে সেই আহত অসুরের শরীর হইতে যে সকল শোণিত ক্ষরিত হইতে লাগিল, চামুণ্ডা সেই সকল শোণিত মুখ দ্বারা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। চামুণ্ডা দেবীর মুখমধ্যে রক্তপাতে যে সকল মহাসুর উৎপন্ন হইল, তিনি সেই সকল অসুরগণকে শোণিতের সহিত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। চামুণ্ডা এই প্রকারে রক্তবীজের শোণিত-সমূহ পান করিলে চণ্ডিকা দেবী তাহাকে শূল, বজ্র, বাণ, অসি ও ঋষ্টিসমূহ দ্বারা হনন করিলেন। অনন্তর হে মহীপাল! নীরক্ত রক্তবীজ সমাহত হইয়া ভূমিপৃষ্ঠে

ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ।
তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্ত্তাসৃঙ্‌মদোদ্ধতঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে রক্তবীজবধো নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৮॥

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্॥ ১
ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে
চকার শুম্ভো যৎ কর্ম্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ॥২

ঋষিরুবাচ।

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্যেষু চাহবে॥ ৩
হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ মুখ্যয়াসুরসেনয়া॥ ৪

নিপতিত হইল। হে নৃপ! তদনন্তর দেবগণ অতুল হর্ষ লাভ করিলেন এবং মাতৃগণ অসুরগণের রক্তপানে মদোদ্ধত হইয়া নৃত্য করিলেন। ৫২—৬২।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৮॥

একোননবতিতম অধ্যায়।

রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি রক্তবীজ-বধ-বিষয়ক অদ্ভুত দেবী-চরিত্র মাহাত্ম্য আমার নিকটে বলিলেন; এক্ষণে রক্তবীজ নিহত হইলে অতিকোপন শুম্ভ ও নিশুম্ভ যে কর্ম্ম করিল, তাহা শুনিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। ঋষি কহিলেন, সমরে রক্তবীজ নিপাতিত হইলে এবং অন্যান্য সৈন্যগণ নিহত হইলে শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরদ্বয় সাতিশয় কোপান্বিত হইল। অনন্তর সেই সকল সৈন্য নিহত হইতেছে

তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ॥ ৫
আজগাম মহাবীর্য্যঃ শুম্ভোঽপি স্ববলৈর্বৃতঃ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ
ততো যুদ্ধমতীবাসীদ্দেব্যা শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ॥ ৭
চিচ্ছেদাস্তাঞ্ছরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাস্বশরোৎকরৈঃ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ॥ ৮
নিশুম্ভো নিশিতংখড়্গং চর্ম্ম চাদায় সুপ্রভম্।
অতাড়য়ন্মূর্দ্ধ্নি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্॥ ৯
তাড়িতে বাহনে দেবী ক্ষুরপ্রেণাসিমুত্তমম্।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্॥ ১০
ছিন্নে চর্ম্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুরঃ।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্॥

দেখিয়া, অতিক্রোধে শ্রেষ্ঠসৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া নিশুম্ভাসুর দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল। নিশুম্ভের সম্মুখে, পৃষ্ঠদেশে ও উভয় পার্শ্বে স্থিত মহাসুরগণ ওষ্ঠপুট দংশন করত ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীকে নিহত করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিল। স্ববল-বেষ্টিত মহাবীর্য্য শুম্ভাসুরও মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবীকে হনন করিবার নিমিত্ত কোপে আগমন করিল। তখন দেবীর সহিত জলবর্ষণকারী মেঘদ্বয়ের ন্যায় অতি প্রবণ্ড শরবর্ষণকারী শুম্ভ ও নিশুম্ভের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। চণ্ডিকা সেই অসুরদ্বয় নিক্ষিপ্ত শরসমূহকে স্বীয় শরসমূহ দ্বারা শীঘ্র ছেদন করিয়া, শস্ত্র-নিকর দ্বারা অসুরেশ্বরদ্বয়ের অঙ্গসমূহে তাড়না করিতে লাগিলেন। ১—৮। নিশিত খড়্গ ও সুপ্রভ চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিশুম্ভ দেবীর উত্তম বাহন সিংহের মস্তকে তাড়না করিল। বাহনকে তাড়িত দেখিয়া দেবী ক্ষুরপ্র দ্বারা নিশুম্ভের উত্তম অসি ছিন্ন করিলেন এবং অষ্টচন্দ্রক চর্ম্মও ছেদন করি-

কোপাধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ
আয়াতং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥ ১২
আবিধ্যাথ গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি।
সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা ॥১৩
ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥১৪
তস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে
ভ্রাতর্য্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাম্ ॥১৫
স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈর্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ ॥
তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীব দুঃসহম্ ॥ ১৭
পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ।
সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা ॥১৮
ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ ।
পূরয়ামাস গগনং গাং তথোপদিশো দশ ॥ ১৯
ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষমামতাড়য়ৎ।
করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ
অট্টাট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ
দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা।
তদা জয়েত্যভিহিতাং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥
শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জ্বালাতিভীষণা।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া ॥২৩
সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম্।
নির্ঘাতনিস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে ॥২৪
শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্ দেবী শুম্ভস্তৎপ্রহিতাঞ্ছরান্।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২৫

লেন। খড়গ ও চর্ম্ম ছিন্ন হইলে সেই নিশুম্ভাসুর শক্তি নিক্ষেপ করিল; দেবীও সেই অভিমুখাগত শক্তিকে চক্রদ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কোপপূরিত অসুর শূল গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিল; দেবী আগতপ্রায় সেই শূলকে মুষ্টিপাত দ্বারা চূর্ণ করিলেন। অনন্তর সেই অসুরও গদা ভ্রমণ করাইয়া নিক্ষেপ করিল; সেই গদাও দেবীর ত্রিশূলাঘাতে ভিন্ন হইয়া ভস্মীভূত হইল। অনন্তর পরশু হস্তে আগত সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ নিশুম্ভকে বাণ-নিকর দ্বারা আঘাত করিয়া দেবী ভূমিতে পাতিত করিলেন। ভীমবিক্রম ভ্রাতা নিশুম্ভ ভূমিতে পাতিত হইল দেখিয়া শুম্ভাসুর অতিশয় ক্রোধে দেবীকে হনন করিবার নিমিত্ত গমন করিল। ৯—১৫। সেই শুম্ভাসুর, উন্নত অতুলনীয় অষ্টভুজে উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল ধারণপূর্ব্বক অশেষ আকাশ ব্যাপিয়া রথের উপর অবস্থিত ছিল। তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া দেবী শঙ্খ বাদ্য করিলেন, অতীব দুঃসহ ধনুকের জ্যাশব্দ করিলেন এবং সমস্ত দৈত্য-সৈন্যের তেজোবিনাশকারী নিজ ঘণ্টাশব্দে দিক্ সকল পরিপূরিত করিয়া ফেলিলেন। হস্তিগণের মহামদ-বিদূরকারী মহানাদ দ্বারা সিংহও গগন, পৃথিবী ও দশদিক্ পরিপূরিত করিল। অনন্তর কালী আকাশে লম্ফ প্রদান করিয়া পরে হস্তদ্বয় দ্বারা পৃথিবীর উপর আঘাত করিলেন; সেই আঘাতশব্দে পূর্ব্বের সমস্ত শব্দই মন্দীভূত হইয়া গেল। শিবদূতীও শত্রুগণের অমঙ্গলকারী অতি উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। সেই সকল শব্দে অসুরগণ ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং পরে শুম্ভ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। যখন অম্বিকা শুম্ভকে "রে দুরাত্মন্! থাক্ থাক্" এই কথা বলিলেন, তখন আকাশস্থিত দেবগণ জয়শব্দ করিতে লাগিলেন। শুম্ভাসুর আগমন করিয়া উগ্রদীপ্তি অতি ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিল, সেই বহ্নিরাশি সদৃশ আগত শক্তিকে দেবী মহোল্কা নাম্নী শক্তি দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর শুম্ভের সিংহনাদে ত্রিলোকান্তর ব্যাপ্ত হইয়া গেল এবং হে অবনীপাল! সেই নির্ঘাতশব্দ তৎকালীন অন্য শব্দসমুদয়কে জয় করিল। শুম্ভপ্রক্ষিপ্ত শত সহস্র শর দেবী স্বীয় উগ্র শর

ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্।
স তদাভিহতো ভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ॥
ততো নিশুম্ভঃ সম্প্রাপ্য চেতনামাত্তকার্ম্মুকঃ।
আজঘান শরৈর্দ্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা॥
পুনশ্চ কৃত্বা বাহূনামযুতং দনুজেশ্বরঃ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্॥ ২৮
ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী।
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ শায়কাংশ্চ তান্
ততো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ॥ ৩০
তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে॥ ৩১
শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দ্দনম্।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা॥ ৩২
ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ।
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্॥ ৩৩
তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবৎ তদা।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ভুবি॥ ৩৪
ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্র-দংষ্ট্রাক্ষুন্নশিরোধরান্।
অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্॥
কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্মহাসুরাঃ।
ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ॥ ৩৬
মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে।
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি॥ ৩৭
খণ্ডং খণ্ডং চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ।
বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্র-বিমুক্তেন তথাপরে॥ ৩৮
কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ।

দ্বারা ছেদন করিলেন এবং শুম্ভও দেবী-প্রক্ষিপ্ত শত সহস্র শর স্বকীয় উগ্র শর দ্বারা ছেদন করিতে লাগিল। ১৬—২৫। অনন্তর সেই চণ্ডিকা দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া শূল দ্বারা শুম্ভাসুরকে আঘাত করিলেন এবং শূলাহত শুম্ভাসুর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর নিশুম্ভাসুর চৈতন্যলাভ করিয়া কার্ম্মুক ধারণ করত শরসমূহ দ্বারা দেবী কালী ও সিংহকে আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর দনুজপতি নিশুম্ভ দৈত্য অযুত বাহু বিস্তার করিয়া চক্র ও আয়ুধ দ্বারা চণ্ডিকা দেবীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তৎপরে বিপন্নজনের পীড়ানাশিনী ভগবতী দুর্গা ক্রুদ্ধা হইয়া সেই চক্র ও বাণ সকলকে স্বকীয় শরনিকর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ২৬—২৯। অনন্তর দৈত্যসেনা-পরিবৃত নিশুম্ভ সেই দেবীকে হনন করিবার জন্য গদা গ্রহণ করিয়া অতিবেগে ধাবিত হইল। তখন আগতপ্রায় নিশুম্ভাসুরের গদাকে দেবী চণ্ডিকা সিতধার খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন নিশুম্ভ শূল গ্রহণ করিল। অনন্তর শূল গ্রহণ করত সম্মুখে আপতিত নিশুম্ভাসুরকে দেবী অতিবেগে প্রক্ষিপ্ত নিজ শূল দ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর শূল দ্বারা ভিন্ন সেই অসুরের হৃদয় হইতে অপর এক জন মহাবল ও মহাবীর্য্য পুরুষ দেবীকে "থাক্" এই কথা বলিতে বলিতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সেই নিষ্ক্রান্তপ্রায় অসুরের সশব্দ মস্তক, দেবী হাস্যপূর্ব্বক ছেদন করিলেন। তখন সেই অসুর ভূমিতে নিপতিত হইল। ৩০—৩৪। অনন্তর দন্ত দ্বারা গ্রীবাদেশ চর্ব্বণ করত সিংহ অসুরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। শিবদূতী এবং কালী অপরাপর অসুরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন কোন মহাসুর কৌমারী শক্তির শক্তি আঘাতে নির্ভিন্ন হইয়া নষ্ট হইল। ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপূত জলস্পর্শে অন্য অনেক অসুর দূরীকৃত হইল; অপর অনেক অসুর মাহেশ্বরীর ত্রিশূলাঘাতে ভিন্ন হইয়া পতিত হইল এবং কোন কোন অসুরগণ বারাহীর তুণ্ডাঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল; অন্যান্য দানবগণকে বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঐন্দ্রী-হস্তবিমুক্ত বজ্র দ্বারা আহত হইয়া অপর অসুরগণের মধ্যে কেহ বিনষ্ট হইল, কেহ কেহ বা মহাযুদ্ধ

ভক্ষিতাশ্চাপরে কালী-শিবদূতী-মৃগাধিপৈঃ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে নিশুম্ভবধো নামৈকোন-
নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৯॥

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।
নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্বচঃ॥ ১
বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী॥ ২
দেব্যুবাচ।
একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট মষ্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥ ৩
ঋষিরুবাচ।
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা
দেব্যুবাচ।
অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদা স্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব
ঋষিরুবাচ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্॥ ৬
শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ভূয়ঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্॥ ৭
দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎপ্রতীঘাতকর্ত্তৃভিঃ॥৮
মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্র-হুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ॥৯
ততঃ শরশতৈর্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ।
সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ॥

হইতে পলায়ন করিল। অবশিষ্ট যে সকল অসুর ছিল, তাহাদিগকে কালী, শিবদূতী ও সিংহ ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন।৩৫—৩৯।

ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৯।

নবতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, প্রাণতুল্য ভ্রাতা নিশুম্ভকে নিহত এবং সৈন্যগণকে হন্যমান দেখিয়া শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, হে বলিত্বাভিমান-দূষিতে! দুর্গে! তুমি গর্ব্ব করিও না। তুমি অভিমানিনী; কিন্তু যুদ্ধকালে অন্য সকল শক্তিগণের বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ! দেবী কহিলেন, রে দুষ্ট! এই জগতে একা আমিই বিদ্যমানা। আমা ব্যতীত অপর দ্বিতীয়া কে আছে? এই সকল শক্তিস্বরূপা আমার বিভূতি আমাতেই প্রবেশ করিতেছে দেখ। অনন্তর ব্রহ্মাণী-প্রমুখ সমস্ত শক্তিসমূহ দেবীর শরীরে বিলীন হইয়া গেলেন। তখন অম্বিকা একাকিনীই বিদ্যমানা রহিলেন। অনন্তর দেবী কহিলেন, রে শুম্ভ। আমি স্বকীয় বিভূতি দ্বারা এই স্থলে বহুরূপে অবস্থিতি করিতেছিলাম, এক্ষণে সেই সকল রূপের সংহার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে একাকিনী রহিয়াছি, —তুই স্থির হ। ১—৫। ঋষি কহিলেন, অনন্তর অবলোকনকারী দেবগণ ও অসুরগণের সম্মুখে দেবী ও শুম্ভাসুর, এই উভয়ের দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পুনর্ব্বার সেই দেবী ও শুম্ভাসুরের শরবৃষ্টি, শাণিত-শস্ত্র ও দারুণ অস্ত্রসমূহের পরস্পর প্রহার দ্বারা সর্ব্বলোকভয়-জনক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চণ্ডিকা যে শত শত দিব্যাস্ত্র সকল প্রক্ষেপ করিলেন, সেই দিব্যাস্ত্রসমূহকে শুম্ভাসুর তৎপ্রতীঘাত-ক্ষম অস্ত্রসমূহ দ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলিল এবং শুম্ভাসুর যে সকল দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিল, সেই সকল দিব্যাস্ত্রগণকেও পরমেশ্বরী চণ্ডিকা অবলীলা ক্রমে উগ্র হুঙ্কারোচ্চারণাদি দ্বারা ভগ্ন করিলেন। অনন্তর সেই মহাসুর শত শত শর বৃষ্টি করিয়া দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাম্॥
ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
অভ্যধাবৎ তদা দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ॥
তস্যাপতত এবাশু খড়্গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চর্ম্ম চার্ককরামলম্॥ ১৩
হতাশ্বঃ স তদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ॥ ১৪
চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবৎ তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্
স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ৎ॥
তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ॥১৭
উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা॥১৮
নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্।
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধ-মুনিবিস্ময়কারকম্॥ ১৯
ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে॥২০
স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগিতঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া॥ ২১
তমায়ান্তং ততো দেবী সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরম্।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি॥২২
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ।
চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্॥
ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ॥ ২৪

দেবীও কুপিতা হইয়া বাণসমূহ দ্বারা তাহার ধনুশ্ছেদন করিলেন। ধনুক ছিন্ন হইলে দৈত্যপতি শক্তি গ্রহণ করিল; দেবী শুম্ভের করস্থিত সেই শক্তিকে চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন দৈত্যাধিপেশ্বর শুম্ভ খড়্গ ও দীপ্তিসম্পন্ন শতচন্দ্রবিশিষ্ট চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেবীর প্রতি ধাবমান হইল। তখন আগতপ্রায় শুম্ভের খড়্গ ও সূর্য্য-কিরণ সদৃশ নির্ম্মল চর্ম্মকে চণ্ডিকা ধনুর্মুক্ত নিশিত বাণসমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন। ৩—১৩। তখন হতাশ্ব, হতসারথি ও ছিন্ন-ধন্বা শুম্ভাসুর অম্বিকা বিনাশে উদ্যত হইয়া ভয়ঙ্কর মুদ্গর গ্রহণ করিল। দেবীও সম্মুখাগত অসুরের মুদ্গর নিশিত শরনিকর দ্বারা ছেদন করিলেন। তথাপি সেই মহা-সুর মুষ্টি উদ্যত করিয়া অতিবেগে সেই দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। দৈত্যপুঙ্গব সেই মুষ্টি দেবীর হৃদয়ে আঘাত করিল। দেবীও করতল দ্বারা শুম্ভের বক্ষঃস্থলে তাড়না করিলেন। করতল-প্রহারে পীড়িত হইয়া দৈত্যরাজ মহীতলে নিপতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার উত্থিত হইল। অনন্তর দেবীকে গ্রহণ করিয়া লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক শুম্ভ শূন্যে অবস্থিত হইল। দেবীও শূন্যে নিরবলম্বনা হইয়া তাহার সহিত নিযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আকাশে শুম্ভ ও চণ্ডিকাদেবী, প্রথমে সিদ্ধ ও মুনি-গণের বিস্ময়জনক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই অসুরের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া দেবী তাহাকে উর্দ্ধে উত্থাপিত করত ভ্রামিত করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে ধরণী-তলে নিক্ষেপ করিলেন। ১৪—২০। তখন দুষ্টাত্মা অসুর ধরণীতলে নিপতিত হইয়া অতিবেগে মুষ্টি উদ্যত করত চণ্ডিকার নিধনে-চ্ছায় ধাবিত হইল। সেই সর্ব্বদৈত্যেশ্বর শুম্ভকে আগত দেখিয়া দেবী স্বকীয় শূল দ্বারা তাহার হৃদয় ভেদ করত তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিলেন। দেবীর শূলাগ্র দ্বারা শুম্ভাসুরের হৃদয় বিক্ষত হইলে, সে গতপ্রাণ হইয়া যখন ভূমিতলে পতিত হইল, তৎকালে সমুদ্র, দ্বীপ ও পর্ব্বতের সহিত সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইল। অনন্তর সেই দুরাত্মা অসুর নিহত হইলে সকলই প্রসন্ন হইল—জগৎ অতীব স্বাস্থ্য লাভ করিল, গগন অতি নির্ম্মল

উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে॥ ২৫
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ॥ ২৬
অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ॥২৭

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভবধো নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯০॥

———

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।
দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভা-
দ্বিকাশিবক্ত্রাব্জ বিকাশিতাশাঃ॥ ১

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥ ২
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায়তে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্য-বীর্য্যে॥ ৩
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥ ৪
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥ ৫

———

হইল। যে সকল অনিষ্টসূচক মেঘ ও উল্কাগণ শুম্ভসত্ত্বে বিদ্যমান ছিল, শুম্ভ নিপাতিত হইলে তাহারা অদৃশ্য হইল এবং নদী সকল পূর্ব্বতন পথ দ্বারা প্রবাহিত হইল। অনন্তর সেই অসুর নিহত হইল দেখিয়া সকল দেবগণের মানস অতিশয় হর্ষনির্ভর হইল, কোন গন্ধর্ব্ব মনোহর গান আরম্ভ করিল, কোন কোন গন্ধর্ব্বগণ বাদ্য করিতে লাগিল এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। তখন অনুকূল বায়ু সকল বহিতে লাগিল, দিবাকর সুপ্রভ হইলেন, প্রশান্ত হোমাগ্নি সকল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং প্রশান্ত দিক্‌সমূহে শব্দ হইতে লাগিল। ২১—২৭।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯০॥

———

একনবতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, দেবী সেই মহাসুরেন্দ্র শুম্ভকে বিনাশ করিলে, ইন্দ্র ও বহ্নিপুরঃসর

দেবগণ ইষ্টলাভে সফলমনোরথ হইয়া প্রফুল্ল বদনে সেই কাত্যায়নী দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ বলিলেন, হে শরণাগত-দুঃখহরে দেবি! প্রসন্না হও; হে অখিল-জগজ্জননি! প্রসন্না হও, হে বিশ্বেশ্বরি! প্রসন্না হও, তুমি বিশ্বকে রক্ষা কর। হে দেবি! তুমিই চরাচর বিশ্বের ঈশ্বরী। হে দেবি! তুমি জগতের অদ্বিতীয় আধারস্বরূপা; যেহেতু মহীস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ। হে দেবি! তুমি জলস্বরূপে অবস্থান করত এই সকল বিশ্বের তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছ। দেবি! তোমার বীর্য্য অলঙ্ঘনীয়। হে দেবি! তুমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী-শক্তি, তুমি সংসারের হেতুভূতা পরমা মায়া; তুমি সমস্ত বিশ্বকেই সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছ। হে দেবি! পৃথিবীতে তুমিই প্রসন্না হইয়া মুক্তির হেতু হও। হে দেবি! সমস্ত বিদ্যাই তোমার মূর্ত্তিবিশেষ। এবং ত্রিভুবনে যত স্ত্রী আছে, সকলই তোমার মূর্ত্তিবিশেষ; হে জননি! তুমি একাই এই বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছ। হে দেবি। অভিধেয়

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তি-প্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥ ৬
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ৭
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোহস্তু তে
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥
শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥*

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ১৩
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেহনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-গৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥১৫
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ১৬
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥
কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥১৮

আর কি বলিব, তুমিই স্তব্যগণের শ্রেষ্ঠা। ১—৫। তুমি সর্ব্বভূতস্বরূপে বিদ্যমানা, তুমি স্বর্গ ও মুক্তিপ্রদান করিয়া থাক বলিয়া তোমার স্তব করি; কিন্তু দেবি! তোমার নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের স্তব করিতে গেলে কোন্ উক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে? কিছুই না। কারণ তোমার গুণ নাই, নির্গুণের গুণকীর্ত্তনরূপ স্তব কি প্রকারে সম্ভবে? তুমি বুদ্ধিরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছ! হে স্বর্গমুক্তি-প্রদায়িনি! হে দেবি! হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্ববিনাশসমর্থে! তুমি কলা ও কাষ্ঠাদিরূপে জগতের পরিণাম বিধান করিয়া থাক। হে নারায়ণি। তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে! হে শিবে! হে সর্ব্বার্থসাধিকে! হে শরণ্যে! হে ত্র্যম্বিকে! হে গৌরি! হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। হে সনাতনি! হে গুণাশ্রয়ে! হে গুণময়ে! হে নারায়ণি! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের শক্তিস্বরূপা; তোমাকে নমস্কার। ৬—১০। হে দেবি! হে নারায়ণি! তুমি শরণাগত দীন ও আর্ত্তজনগণের পরিত্রাণকারিণী এবং সকলের দুঃখহারিণী; তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! নারায়ণি! তুমি ব্রহ্মাণীরূপে হংসযুক্ত বিমানে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কুশাভিমন্ত্রিত জল সেচন করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণি! তুমি মহেশ্বরীরূপে মহাবৃষভে আরোহণপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র ও নাগভূষণে ভূষিত হইয়া ত্রিশূল ধারণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। হে অনঘে! হে নারায়ণি! তুমি কৌমারী রূপ ধারণপূর্ব্বক ময়ূর ও কুক্কুটগণে পরিবৃত হইয়া মহাশক্তি ধারণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণি! তুমি বৈষ্ণবী শক্তিরূপে রণস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গধনু রূপ মহাস্ত্রনিচয় ধারণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রসন্না হও। ১১—১৫। হে শিবে! হে নারায়ণি! তুমিই মহাবরাহরূপে জলমগ্না বসুন্ধরাকে পাতালতল হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রচণ্ড মহাচক্র ধারণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণি! তুমি ভয়ঙ্কর নৃসিংহরূপে দৈত্যগণের বধে উদ্যত হইয়া ত্রৈলোক্য ত্রাণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণি! তুমি ঐন্দ্রী

---

* মুদ্রিতপুস্তকদ্বয়ে শ্লোকোঽয়ং ন্যন্ন দৃশ্যতে তদসঙ্গতমেব, হস্তলিখিতপুস্তকেষু পাঠাদ্দেবীমাহাত্ম্যে চ দৃষ্টত্বাৎ।

শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২০
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২১
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে
এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে
জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।

শক্তিরূপে কিরীটোদ্ভাসিত মৌলী ও সহস্র-নয়ন-শোভিতা হইয়া মহাবজ্র ধারণপূর্ব্বক বৃত্রাসুরের প্রাণ সংহার করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণি! তুমি শিবদূতী স্বরূপে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া উৎকট নিনাদ দ্বারাই দৈত্য-গণের মহতী সেনা বিনাশ করিয়াছিলে, তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণি! তুমি দংষ্ট্রাকরালবদনা চামুণ্ডারূপে শিরোমালা দ্বারা বিভূষিতা হইয়াছিলে এবং চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ১৬—২০। হে নারা-য়ণি! তুমি লক্ষ্মী, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, স্বধা, মহারাত্রি ও মহামোহ-স্বরূপা; তুমি ধ্রুবা (নিত্যা); তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণি! তুমিই মেধা, সরস্বতী, শ্রেষ্ঠা বাভ্রবী ভূতি ও তামসী; তোমাকে নমস্কার। হে নিয়তে! হে ঈশে! তুমি প্রসন্না হও। হে দেবি! তুমি সর্ব্বস্বরূপা, সকলের ঈশ্বরী এবং সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা; অতএব আমাদিগকে ভয়সমূহ হইতে রক্ষা কর। হে দুর্গে! হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। হে কাত্যায়নি! তোমার এই লোচন-ত্রয়-ভূষিত সৌম্য বদন, সকল ভূত হইতে

ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ ॥
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যো নঃ সুতানিব
অসুরাসৃগ্বসাপঙ্ক-চর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥
রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥ ২৮
এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥ ২৯
বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।

আমাদিগকে রক্ষা করুক; হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। হে ভদ্রকালি! তোমার এই জ্বালাকরাল ও অশেষাসুরসূদন অত্যুগ্র ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক; তোমাকে নমস্কার। শব্দ দ্বারা সমুদয় জগৎ আপূরণপূর্ব্বক যে ঘণ্টা দৈত্য-তেজঃসমূহের বিনাশ করে, তোমার সেই ঘণ্টা পুত্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিকূল জন হইতে রক্ষা করুক; হে চণ্ডিকে! আমরা তোমাকে নমস্কার করি। অসুরসমূহের রক্ত ও বসারূপ পঙ্ক দ্বারা চর্চ্চিত ত্বদীয় হস্ত-শোভন খড়্গ আমাদিগের মঙ্গল করুক! হে দেবি! তুমি তুষ্টা হইয়া অশেষ রোগ সকল বিনাশ কর এবং রুষ্টা হইলে সকল অভি-লষিত প্রিয় অপহরণ কর। হে দেবি! তোমার আশ্রিত মনুষ্যগণের বিপদ্ থাকে না এবং তোমাকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহারা সকলের আশ্রয়স্বরূপ হয়। হে দেবি অম্বিকে! তুমি নানারূপে বহুপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধর্ম্মদ্বেষ্টা মহাসুরগণকে এই এই প্রকার যে বিনাশ করিলে, ইহা আর কে করিতে পারে? হে দেবি! তোমা ব্যতিরেকে

মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥ ৩০
রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥ ৩১
বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥ ৩২
দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
র্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥ ৩৩

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব

দেব্যুবাচ।

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্॥ ৩৫

দেবা উচুঃ।

সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্॥ ৩৬

দেব্যুবাচ।

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥ ৩৮
পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্॥৩৯
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্

আর কোন্ ব্যক্তি এই বিশ্বকে বিদ্যাসমূহে, শাস্ত্রসমূহে, বিবেকপ্রদীপে, অদ্যবাক্যসমূহে অথবা অতি মহান্ধকারে মমত্ব-গর্ত্তে ভ্রমণ করাইতে পারে? হে দেবি! যেখানে রাক্ষসগণ, যেখানে সর্পগণ, যেখানে শত্রুবর্গ, যেখানে দস্যুবল সমূহ ও যেখানে দাবানল, তুমি সেইখানে সেইখানেই এবং সমুদ্র মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ। হে দেবি! তুমি বিশ্বেশ্বরী; যেহেতু এই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ। তুমি বিশ্বাত্মিকা; যেহেতু এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। হে দেবি! তুমি বিশ্বেশ্বরগণেরও বন্দনীয়া; কারণ যে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিশ্বের আশ্রয়, তাঁহারাও তোমার প্রতি ভক্তি-নম্র হইতেছেন এবং যে সকল জন তোমার প্রতি ভক্তি-নম্র হন, তাঁহারাও বিশ্বের আশ্রয় হন। হে দেবি! প্রসন্না হও; যেমন অসুর বধ দ্বারা এক্ষণে রক্ষা করিলে, সেইরূপ আমাদিগকে অরিভয় হইতে সর্ব্বদা রক্ষা কর! হে দেবি! এই রূপে সদ্যঃ সকল জগতের পাপগণ ও উৎপাতপরিণাম-জনিত মহোপসর্গ সকলকে প্রশান্ত কর। হে বিশ্বার্ত্তিহারিণি দেবি! প্রণত ব্যক্তিগণের প্রতি প্রসন্ন হও। হে ত্রৈলোক্যবাসি-পূজনীয়ে! লোকসমূহের বরদা হও। দেবী কহিলেন, হে সুরগণ! আমি বরদা; তোমরা ত্রিজগতের উপকারক যে বর মনে মনে ইচ্ছা কর, তাহা আমার নিকট যাচ্ঞা কর; আমি তাহা প্রদান করিব। দেবগণ কহিলেন, হে অখিলেশ্বরি! ত্রৈলোক্যের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নের প্রশান্তি কর এবং এইরূপে আমাদিগের শত্রুসমূহকে বিনাশ করিও—এই আমাদের বর। ৩১—৩৬। দেবী কহিলেন, সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিসংখ্যক যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অন্য মহাসুরদ্বয় জন্মগ্রহণ করিবে; তখন আমি নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলবাসিনী হইয়া তাহাদিগকেও বিনাশ করিব। পুনর্ব্বার পৃথিবীতলে অতি ভয়ঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়া আমি বিপ্রচিত্তি দানবের বংশসম্ভূত বৈপ্রচিত্ত নামক দানবগণকে বিনাশ করিব। সেই বৈপ্রচিত্ত নামে উগ্র অসুরগণের ভক্ষণকালে

রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ ॥৪০
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকে চ মানবাঃ
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্ ॥৪১
ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা ॥
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ ॥
ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্ ॥ ৪৫
দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।
পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥৪৬
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি

আমার দন্ত-সমূহ দাড়িমী-কুসুম সদৃশ রক্ত-বর্ণ হইবে। অনন্তর স্বর্গে দেবতাগণ ও মর্ত্ত্যে মানবগণ স্তবকালে সতত আমাকে "রক্তদন্তিকা" বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। পুনর্ব্বার শতবার্ষিকী অনাবৃষ্টি দ্বারা জগৎ জল-শূন্য হইলে মুনিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুতা হইয়া আমি অযোনিজারূপে উৎপন্ন হইব। তখন আমি শতনেত্র দ্বারা মুনিগণকে নিরীক্ষণ করিব; সেইজন্য মানবগণ আমাকে "শতাক্ষী" বলিয়া কীর্ত্তন করিবে।৩৭—৪৩। তৎপরে যতদিন বৃষ্টি না হইবে, ততদিন হে সুরগণ! স্বকীয় দেহ হইতে সমুৎপন্ন প্রাণ-ধারক শাক দ্বারা অখিল লোককে পোষণ করিব। এইজন্য পৃথিবীতে আমি "শাকম্ভরী" নামে বিখ্যাতি লাভ করিব এবং সেই অনাবৃষ্টিকালে দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিব। তখন আমার "দুর্গাদেবী" এই বিখ্যাত নাম হইবে। পুনর্ব্বার যখন আমি মুনিদিগকে রক্ষার জন্য হিমালয়ে ভীমরূপ ধারণ করিয়া রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব, তৎকালে সকল মুনিগণ নম্রমূর্ত্তি হইয়া

যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বা সংখ্যেয়ষট্পদম্ ॥৪৮
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ
ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥৫০

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যাঃ স্তুতির্নামৈক-নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ
তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥১
মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুরঘাতনম্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্বধং শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ॥ ২

আমাকে স্তব করিবেন এবং আমার "ভীমা-দেবী" এই নামে বিখ্যাত হইবে। যৎকালে অরুণ নামে মহাসুর ত্রৈলোক্যে মহা বাধা করিবে, তৎকালে আমি অসংখ্যেয় ষট্পদ-সমন্বিত ভ্রামররূপ ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যের মঙ্গলের জন্য সেই অসুরকে বধ করিব, এইজন্য লোকসমূহ চতুর্দ্দিক্ হইতে আমাকে "ভ্রামরী" বলিয়া স্তব করিতে থাকিবে। এই প্রকার যখন যখন দানব-সমুত্থিত বাধা উপস্থিত হইবে, তখন তখনই অবতীর্ণ হইয়া শত্রু বিনাশ করিব। ৪৪—৫০।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯১।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, এই সকল স্তব দ্বারা যে ব্যক্তি সমাহিত-চিত্তে আমার স্তুতি করিবে, আমি তাহার সকল প্রকার বাধা নিশ্চয়ই বিনষ্ট করিব। মধুকৈটভনাশ

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিযোজনম্॥৪
শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি॥৫
তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ॥
উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম॥ ৭
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্‌নিত্যমায়তনে মম।
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্
বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে।
সর্ব্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্য্যং শ্রাব্যমেব চ॥ ৯
জানতাজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাম্।
প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্
শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
সর্ব্বাবাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥১২
শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথাচোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্॥ ১৩
রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্
শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম॥ ১৫
উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ।
দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে॥ ১৬
বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।
সঙ্ঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্॥ ১৭
দুর্ব্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্।

মহিষাসুরবধ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধরূপ মদীয় মাহাত্ম্য একচিত্তে ভক্তিসহকারে যাহারা অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অথবা নবমী তিথিতে কীর্ত্তন করিবে বা শ্রবণ করিবে, তাহাদের পাপ কিংবা পাপজন্য আপদ্ কখনই থাকিবে না। তাহাদিগের দারিদ্র্য হইবে না; বন্ধু বিয়োগ হইবে না; শত্রু হইতে, দস্যু হইতে কিংবা রাজা হইতে কোন স্থলে ভয় থাকিবে না, এবং শস্ত্র, অনল ও জলসমূহ হইতেও ভয় থাকিবে না। অতএব মদীয় মাহাত্ম্য সমাহিত হইয়া পাঠ করিবে ও শ্রবণ করিবে। আমার সেই মাহাত্ম্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বস্ত্যয়ন। ১—৬। মদীয় এই মাহাত্ম্য মহামারী-সমুত্থিত নানাবিধ উপসর্গ ও ত্রিবিধ উৎপাত দূর করে। যে গৃহে আমার এই মাহাত্ম্য সম্যক্ প্রকারে প্রতিদিন পঠিত হয়, আমি সেই গৃহ পরিত্যাগ করি না; সেইখানে আমার সান্নিধ্য হয়। বলিপ্রদানে, পূজাসময়ে, হোমকার্য্য প্রভৃতি মহোৎসবে আমার এই সকল চরিত উচ্চারণ ও শ্রবণ করা উচিত। লোকগণ জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক, বা অজ্ঞান-পূর্ব্বকই হউক, আমার বলিযুক্ত পূজা বা হোম করিলে, সেই পূজা ও হোম আমি গ্রহণ করি। শরৎকালে বার্ষিকী যে মহাপূজা কৃত হয়, সেই পূজাকালে আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে মনুষ্য মৎপ্রসাদে সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং ধন, ধান্য ও সুত-সমন্বিত হয়। ৭—১২। আমার এই মাহাত্ম্য, এই শুভ উৎপত্তির কথা এবং যুদ্ধসমূহে পরাক্রম শ্রবণ করিলে পুরুষ নির্ভয় হয়। তাহার রিপুগণ বিনষ্ট হয় ও কল্যাণ হয়। মদীয় মাহাত্ম্য শ্রবণকারী পুরুষগণের কুল আনন্দ-যুক্ত হয়। সর্ব্বত্রই শান্তিকর্ম্মে, দুঃস্বপ্নদর্শনে ও ভয়ঙ্কর গ্রহপীড়াকালে আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে; শ্রবণ করিলে উপসর্গ ও দারুণ গ্রহপীড়া সকল শান্ত হয় ও মনুষ্যদৃষ্ট দুঃস্বপ্নও সুস্বপ্নের ন্যায় সুফল প্রদান করে। আমার এই সকল মাহাত্ম্য ভূত-বিশেষ-পীড়িত বালকগণের শান্তিকারক, মনুষ্য দিগের সংঘাতভেদে (দলাদলি) উত্তম মৈত্রীকরণ, অশেষ দুর্ব্বৃত্তগণের উৎকৃষ্ট

রক্ষো-ভূত-পিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্ ॥১৮
সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।
পশু-পুষ্পার্ঘ্য-ধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ ॥১৯
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা ॥
প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে
শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি ॥
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্ত্তনং মম
যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্ ।
অস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে
যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ।
ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্ ॥২৪
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ।
দস্যুভির্ব্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ
সিংহ-ব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ।
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন চাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে
পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে ॥২৭
সর্ব্বাবাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দ্দিতোঽপি বা
স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥২৮
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা।
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥ ২৯

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩০
তেঽপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্ব্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ ॥ ৩১
দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি
জগদ্বিধ্বংসিনি তস্মিন্ মহোগ্রেঽতুলবিক্রমে ॥
নিশুম্ভে চ মহাবীর্য্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ।

বলহারক এবং পাঠমাত্রেই ইহা রাক্ষস, ভূত ও পিশাচগণের বিনাশ করে। ১৩—১৮। আমার এই সকল মাহাত্ম্যই আমার সন্নিধিকারক। উৎকৃষ্ট পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, গন্ধ, দীপ, ব্রাহ্মণভোজন, হোম, প্রোক্ষণীয় ও অন্যান্য বিবিধ ভোগ দ্বারা একবৎসরকাল দিবানিশি পূজা করিলে আমার যাদৃশ প্রীতি হয়, এই মাহাত্ম্য একবার মাত্র শ্রুত হইলেই আমার তাদৃশ প্রীতি হইয়া থাকে। আমার মাহাত্ম্য, শ্রুত হইলে, পাপ সকল হরণ করে এবং আরোগ্য প্রদান করে। আমার জন্মসমূহের কীর্ত্তন ভূতগণ হইতে রক্ষা করে। যুদ্ধসমূহে শত্রুনিবর্হণ যে মদীয় চরিত, তাহা শ্রবণ করিলে, পুরুষদিগের বৈরিকৃত ভয় থাকে না। তোমরা যে সকল স্তুতি করিয়াছ, ব্রহ্মর্ষিগণ যে সকল স্তুতি করিয়াছেন এবং ব্রহ্মা যে সকল স্তুতি করিয়াছেন; সেই সকল স্তব পঠিত হইলে শুভমতি প্রদান করে। ১৯—২৪। দস্যুজনে বেষ্টিত হইলে, মিত্ররহিত স্থানে শত্রুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইলে সিংহ বা ব্যাঘ্র পশ্চাদ্ধাবিত হইলে, বনে বনহস্তী দ্বারা অনুসৃত হইলে, ক্রুদ্ধ রাজা কর্ত্তৃক বধার্থ আদিষ্ট হইলে, বন্ধনগত হইলে, মহাসমুদ্রে পোতস্থ হইয়া বায়ু দ্বারা আঘূর্ণিত হইলে, অতি ভয়ানক সংগ্রামে শস্ত্রসমূহ পতিত হইতে থাকিলে, অধিক কি, সর্ব্বপ্রকার ভয়ঙ্কর বিপত্তিতেই যন্ত্রণাভিভূত হইলে, মনুষ্য যদি মচ্চরিত্র স্মরণ করে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কট হইতে মুক্ত হয়। মদীয় চরিত যে ব্যক্তি স্মরণ করে, তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া মৎপ্রভাবে সিংহাদি সিংস্রজন্তু, দস্যুগণ ও শত্রুসমূহ পলায়ন করে। ঋষি কহিলেন, এই কথা বলিয়া চণ্ডবিক্রমা চণ্ডিকা অবলোকনকারী দেবগণের সম্মুখ হইতে সেই স্থানে অন্তর্দ্ধান করিলেন। সেই নিহতবৈরী দেবগণও নির্ভয়ে যজ্ঞভাগ ভোজন করত স্ব স্ব বিষয় অধিকার করিতে লাগিলেন। জগদ্বিধ্বংসী অতুল-বিক্রম দেবশত্রু শুম্ভ ও মহাবীর্য্য নিশুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী কর্ত্তৃক হত হইলে, অবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে গমন করিল। ২৫—৩৩।

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্ ॥ ৩৪
তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥
ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ॥ ৩৬
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথা লক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে ॥৩৮
স্তুতা সম্পূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্ম্মে তথা শুভাম্

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভনিশুম্ভবধো নাম
দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

হে ভূপ! সেই দেবী নিত্যা হইলেও, এইরূপে পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি লাভ করিয়া জগতের পরিপালন করেন। সেই ভগবতী এই বিশ্বকে মোহিত করেন, তিনিই এই বিশ্বকে প্রসব করেন, এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। হে মনুজেশ্বর! মহামারীস্বরূপা সেই মহাকালী মহাকালে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আবরণ করিয়া আছেন। তিনি যথাকালে মহামারী স্বরূপা এবং তিনি স্বয়ং নিত্যা অথচ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্বরূপা। সেই সনাতনী দেবী যথা-সময়ে প্রাণীদিগের পালন করিয়া থাকেন। মঙ্গলসময়ে তিনিই মনুষ্যদিগের গৃহে নানা-বিধ ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। তাঁহার অভাবে বিনাশের নিমিত্ত লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়া থাকেন। তাঁহার স্তব করিলে এবং গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপাদি দ্বারা পূজা করিলে তিনি ধন পুত্র ও কর্ম্মে শুভমতি প্রদান করিয়া থাকেন। ৩৪—৩৯।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯২।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।
এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবম্প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া।
তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ।
মোহ্যন্তে মহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে ॥ ২
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগ-স্বর্গাপবর্গদা ॥ ৩
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ।
প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং সংশিতব্রতম্ ॥ ৪
নির্ব্বিণ্ণোঽতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ।
জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে ॥ ৫
সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, হে রাজন্! আপনার নিকট আমি এই উত্তম দেবী-মাহাত্ম্য বলিলাম। যিনি এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার প্রভাব এইরূপ। সেই ভগ-বতী বিষ্ণুমায়াই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন; তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্যকে ও অন্যান্য বিবেকী ব্যক্তিগণকেও মোহিত করেন ও করিয়াছেন; এবং তাঁহার দ্বারাই ভবিষ্য ব্যক্তিগণ মোহিত হইবেন। হে মহারাজ! সেই ভগবতী পরমেশ্বরীরই শরণাপন্ন হউন। তাঁহার আরাধনা করি-লেই মনুষ্যগণকে তিনি ভোগ, স্বর্গ এবং মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহামুনে! অতিশয় মমতা এবং রাজ্যাপহরণ জন্য নিতান্ত দুঃখিত সেই নরাধিপ সুরথ, ঋষির এই বাক্য শ্রবণানন্তর কঠোরব্রত-সম্পন্ন মহাভাগ সেই ঋষিকে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। আর সেই বৈশ্যও ঐরূপে তপস্যার্থ গমন করিল। সেই রাজা এবং

স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন॥
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিংমহীময়ীম্
অর্হণাং চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্প-ধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥ ৭
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥ ৮
এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা॥৯

দেব্যুবাচ।

যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ॥
সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্নমানসঃ
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গ-বিচ্যুতিকারকম্॥ ১২

দেব্যুবাচ।

স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি॥ ১৩
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্ম দেবাদ্বিবস্বতঃ।
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি॥১৪
বৈশ্যবর্য্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি দত্ত্বা তয়োর্দেবী যথাভিলষিতং বরম্।
বভূবান্তর্হিতা সদ্যো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা॥
এবং দেব্যা বরং লব্ধা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ॥ ১৭

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তং ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়শ্চ॥ ৯৩॥

সেই বৈশ্য নদীপুলিনে অবস্থান করিয়া ভগবতীর দর্শনার্থ উৎকৃষ্ট দেবীসূক্ত জপ করত তপস্যায় রত হইলেন। ১—৬। বৈশ্য এবং রাজা সেই পুলিনে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া পুষ্প, ধূপ এবং হোমাদি দ্বারা পূজা করিলেন। তাঁহারা কখন নিরাহারে, কখন বা নিয়মিতাহারে তদ্গতচিত্ত এবং সমাহিত হইয়া নিজ নিজ দেহের রক্তযুক্ত বলি প্রদান করিলেন। এইরূপে সংযতচিত্ত হইয়া তিন বৎসর আরাধনা করিলে পর জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রত্যক্ষে বলিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ এবং হে কুলনন্দন বৈশ্য! তুমিও যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তোমরা আমার নিকট হইতে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হও, আমি পরিতোষ সহকারে তাহা প্রদান করিতেছি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর নৃপতি পরজন্মে অস্খলিতরাজ্য এবং এই জন্মে বলপ্রকাশপূর্ব্বক শত্রু বধ করিয়া যাহাতে নিজ রাজ্য লাভ হয়, এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। আর নির্ব্বিণ্নচিত্ত প্রাজ্ঞ সেই বৈশ্যও "ইহা আমার" এবং "এই আমি" এইরূপ অভিমানমূলক সঙ্গবিচ্যুতিকারী জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। ৭—১২। দেবী কহিলেন, হে নৃপতে। তুমি অল্প দিনের মধ্যেই শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইবে এবং তৎপরে তোমাকে আর রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে না। পশ্চাৎ মৃত্যুর পরে সূর্য্যদেব হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া পৃথিবীতে সাবর্ণি নামে বিখ্যাত মনু হইবে। হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! তুমিও আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিলে, তোমার সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি; তোমার জ্ঞান হইবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দেবী তাঁহাদিগকে এইরূপে যথাভিলাষিত বর প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অন্তর্হিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারাও ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুরথ দেবীর নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যদেব হইতে উৎপত্তি লাভ করত পৃথিবীতে সাবর্ণি নামে মনু হইবেন। ১৩—১৭।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৩।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সাবর্ণিকমিদং সম্যক্ প্রোক্তং মন্বন্তরং তব।
তথৈব দেবীমাহাত্ম্যং মহিষাসুরঘাতনম্ ॥ ১
উৎপত্তয়শ্চ যা দেব্যা মাতৃণাঞ্চ মহাহবে।
তথৈব সম্ভবো দেব্যাশ্চামুণ্ডায়া যথা ভবঃ ॥ ২
শিবদূত্যাশ্চ মাহাত্ম্যং বধঃ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
রক্তবীজবধশ্চৈব সর্ব্বমেতৎ তবোদিতম্ ॥ ৩
শ্রূয়তাং মুনিশার্দ্দূল সাবর্ণিকমথাপরম্।
দক্ষপুত্রশ্চ সাবর্ণো ভাবী যো নবমো মনুঃ ॥ ৪
কথয়ামি মনোস্তস্য যে দেবা মুনয়ো নৃপাঃ।
পারামরীচিভর্গাশ্চ সুধর্ম্মাণস্তথা সুরাঃ ॥ ৫
এতে ত্রিধা ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে দ্বাদশকা গণাঃ।
তেষামিন্দ্রো ভবিষ্যস্তু সহস্রাক্ষো মহাবলঃ ॥ ৬
সাম্প্রতং কার্ত্তিকেয়ো যো বহ্নিপুত্রঃ ষড়াননঃ।
অদ্ভুতো নাম শক্রোঽসৌ ভাবী তস্যান্তরে মনোঃ ৭
মেধাতিথির্বসুঃ সত্যো জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমাংস্তথা।
সপ্তর্ষয়োঽস্য সবলস্তথান্যো হব্যবাহনঃ ॥ ৮
ধৃষ্টকেতুর্বর্হকেতুঃ পঞ্চহস্তো নিরাময়ঃ।
পৃথুশ্রবাস্তথার্চ্চিষ্মান ভূরিদ্যুম্নো বৃহদ্ভয়ঃ ॥ ৯
এতে নৃপসুতাস্তস্য দক্ষপুত্রস্য বৈ নৃপাঃ।
মনোস্তু দশমস্যাস্তু শৃণু মন্বন্তরং দ্বিজ ॥ ১০
মন্বন্তরে চ দশমে ব্রহ্মপুত্রস্য ধীমতঃ।
সুখাসীনা নিরুদ্ধাশ্চ ত্রিপ্রকারাঃ সুরাঃ স্মৃতাঃ
শতসংখ্যা হি তে দেবা ভবিষ্যা ভাবিনো মনোঃ।
যৎ প্রাণিনাং শতং ভাবি তদ্দেবানাং তদা শতম্
শান্তিরিন্দ্রস্তথা ভাবী সর্ব্বৈরিন্দ্রগুণৈর্যুতঃ।
সপ্তর্ষীংস্তান্ নিবোধ ত্বং যে ভবিষ্যন্তি বৈ তদা
আপো মূর্ত্তির্হবিষ্মাংশ্চ সুকৃতো সত্য এব চ।
নাভাগোঽপ্রতিমশ্চৈব বাশিষ্ঠশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ১৪
সুক্ষেত্রশ্চোত্তমৌজাশ্চ ভূমিসেনশ্চ বীর্য্যবান্।
শতানীকোঽথ বৃষভো হ্যনমিত্রো জয়দ্রথঃ ॥ ১৫
ভূরিদ্যুম্নঃ সুপর্ব্বা চ তস্যৈতে তনয়া মনোঃ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই সাবর্ণিক-মন্বন্তর তোমায় নিকট কীর্ত্তিত হইল। আর তৎ-প্রসঙ্গে দেবীমাহাত্ম্য, মহিষাসুর নিধন, মহাযুদ্ধে মাতৃগণের ও দেবীর উৎপত্তি, চামুণ্ডা-দেবীর উৎপত্তি, শিবদূতীর মাহাত্ম্য, শুম্ভ-নিশুম্ভবধ এবং রক্তবীজবধ, এই সকলও সম্যক্‌রূপে তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে ভাবী নবম মনু দক্ষ-পুত্র সাবর্ণের মন্বন্তর বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১—৪। সেই মনুর মন্বন্তরে যে যে দেবতা, যে যে ঋষি এবং যে যে নরপতিগণ হইবেন, তাহা বলিতেছি। পারামরীচি, ভর্গ ও সুধর্ম্মা, দেবগণের এই ত্রিবিধ গণ এবং প্রত্যেক গণে দ্বাদশ সংখ্যক দেবতা। এখন যিনি বহ্নিপুত্র ষড়ানন কার্ত্তিকেয় বর্ত্তমান, তিনিই সেই ভাবী মন্বন্তরে অদ্ভুত নামক মহাবলশালী সহস্রাক্ষ ইন্দ্র হইবেন। মেধাতিথি, বসু, সত্য, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, সবল ও হব্যবাহন, ইঁহারা তখন সপ্তর্ষি হইবেন। ধৃষ্টকেতু, বর্হকেতু, পঞ্চহস্ত নিরাময়, পৃথুশ্রবাঃ, অর্চ্চিষ্মান্, ভূরিদ্যুম্ন ও বৃহদ্ভয় এই কয়জন দক্ষপুত্র সাবর্ণমনুর পুত্র নৃপতি হইবেন। হে দ্বিজ! অতঃপর দশম মনুর অন্ত মন্বন্তর শ্রবণ কর। ৫—১০। ধীমান্ ব্রহ্মপুত্র সাবর্ণে দশম মন্বন্তরে সুখাসীন ও নিরুদ্ধাদি নামে তিন প্রকার দেবতা। ভাবী মনুর মন্বন্তরে ভবিষ্য দেবগণ শতসংখ্যক। কারণ ঐ মন্বন্তরে প্রাণিগণের সংখ্যা শত; তজ্জন্য দেবতাগণের সংখ্যাও শত হইবে। সর্ব্ব ইন্দ্র গুণসম্পন্ন শান্তিই তখন ইন্দ্র হইবেন। তদনন্তর যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তুমি তাঁহাদের বিষয় অবগত হও। আপোমূর্ত্তি, হবিষ্মান, সুকৃত, সত্য, নাভাগ, অপ্রতিম ও সপ্তম বশিষ্ঠ; ইঁহারাই সপ্তর্ষি। সুক্ষেত্র, উত্তমৌজাঃ, ভূমিসেন, বীর্য্যবান্, শতানীক, বৃষভ, অনমিত্র, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুপর্ব্বা,

ভবিষ্যা ধর্ম্মপুত্রস্য সাবর্ণস্যান্তরং শৃণু ॥ ১৬
বিহঙ্গমাঃ কামগাশ্চ নির্ম্মাণরতয়স্তথা।
ত্রিপ্রকারা ভবিষ্যন্তি একৈকস্মিংশতো গণাঃ॥
মাসর্ত্তুদিবসা যে তু নির্ম্মাণপতয়স্তু তে।
বিহঙ্গমা রাত্রয়োঽথ মৌহূর্ত্তাঃ কামগা গণাঃ ॥১৮
ইন্দ্রো বৃষাখ্যো ভবিতা তেষাং প্রখ্যাতবিক্রমঃ
হবিষ্মাংশ্চ বরিষ্ঠশ্চ ঋষ্টিরন্যস্তথারুণিঃ ॥ ১৯
নিশ্চরশ্চানঘশ্চৈব বিষ্টিশ্চান্যো মহামুনিঃ।
সপ্তর্ষয়োঽন্তরে তস্মিন্নগ্নিদেবশ্চ সপ্তমঃ ॥ ২০
সর্ব্বত্রগঃ সুশর্ম্মা চ দেবানীকঃ পুরুদ্বহঃ।
হেমধন্বা দৃঢ়ায়ুশ্চ ভাবিনস্তৎসুতা নৃপাঃ ॥ ২১
দ্বাদশে রুদ্রপুত্রস্য প্রাপ্তে মন্বন্তরে মনোঃ।
সাবর্ণাখ্যস্য যে দেবা মুনয়শ্চ শৃণুষ্ব তান ॥ ২২
সুধর্ম্মাণঃ সুমনসো হরিতা রোহিতাস্তথা।
সুবর্ণাশ্চ সুরাস্তত্র পঞ্চৈতে দশকা গণাঃ॥ ২৩
তেষামিন্দ্রশ্চ বিজ্ঞেয় ঋতধামা মহাবলঃ।
সর্ব্বৈরিন্দ্রগুণৈর্যুক্তঃ সপ্তর্ষীনপি মে শৃণু ॥ ২৪
দ্যুতিস্তপস্বী সুতপাস্তপোমূর্ত্তিস্তপোনিধিঃ।
তপোরতিস্তথৈবান্যঃ সপ্তমস্তু তপোধৃতিঃ ॥ ২৫
দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠো বিদূরথঃ।
মিত্রবান্ মিত্রবিন্দশ্চ ভাবিনস্তৎসুতা নৃপাঃ ॥২৬
ত্রয়োদশস্য পর্য্যায়ে রৌচ্যাখ্যস্য মনোঃ সুতান্
সপ্তর্ষীংশ্চ নৃপাংশ্চৈব গদতো মে নিশাময় ॥২৭
সুধর্ম্মাণঃ সুরাস্তত্র সুকর্ম্মাণস্তথাপরে।
সুশর্ম্মাণঃ সুরা হ্যেতে সমস্তা মুনিসত্তম ॥ ২৮
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তেষামিন্দ্রো দিবস্পতিঃ।
ভবিষ্যানথ সপ্তর্ষীন্ গদতো মে নিশাময় ॥ ২৯
ধৃতিমানব্যয়শ্চৈব তত্ত্বদর্শী নিরুৎসুকঃ।
নির্ম্মোহঃ সুতপাশ্চান্যো নিষ্প্রকম্পশ্চ সপ্তমঃ ॥
চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ নয়তির্নির্ভয়ো দৃঢ়ঃ।
সুনেত্রঃ ক্ষত্রবুদ্ধিশ্চ সুব্রতশ্চৈব তৎসুতাঃ ॥৩১

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

এই কয়টী দশম মনুর সন্তান হইবেন। ভাবী মনু ধর্ম্মপুত্র সাবর্ণের মন্বন্তর শ্রবণ কর। ১১—১৬। বিহঙ্গম, কামগ ও নির্ম্মাণপতি,—দেবতাদিগের গণ এই ত্রিবিধ এবং প্রত্যেক গণে ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতা থাকিবেন। যাঁহারা মাস, ঋতু ও দিবস—তাঁহারাই নির্ম্মাণপতি। রাত্রি সকল বিহঙ্গম দেবত আর মুহূর্ত্তজাত বিষয় সকল কামগ দেবতা, দিগের গণ। প্রসিদ্ধ-পরাক্রম বৃষাখ্য তাঁহাদের ইন্দ্র. হইবেন। এই মন্বন্তরে হবিষ্মান, বরিষ্ঠ, অরুণতনয় ঋষ্টি, নিশ্চর, অনঘ মহামুনি বিষ্টি ও সপ্তম অগ্নিদেব, ইঁহারাই সপ্তর্ষি। সর্ব্বাত্রগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরুদ্বহ, হেমধন্বা ও দৃঢ়ায়ু, ইঁহারা সেই মনুর পুত্র ও ভাবী নরপতি হইবেন। রুদ্রপুত্র সাবর্ণমনুর দ্বাদশ মন্বন্তরে যে সকল দেবতা ও মুনিগণ হইবেন, তাঁহাদের বিষয় শ্রবণ কর। ১৭—২২। সুধর্ম্মা, সুমনা, হরিত, রোহিত ও সুবর্ণ,—সেই মন্বন্তরে এই পঞ্চপ্রকার দেবগণ ও প্রত্যেকগণে দশটী করিয়া দেবতা থাকিবেন। যাবতীয় ইন্দ্রগুণযুক্ত মহাবল ঋতধামাকে তাঁহাদের ইন্দ্র বলিয়া অবগত হইবে। এক্ষণে সপ্তর্ষিগণের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। দ্যুতি, তপস্বী, সুতপাঃ তপোমূর্ত্তি, তপোনিধি, তপোরতি ও সপ্তম তপোমূর্তি, ইঁহারাই সপ্তর্ষি। দেববান, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্ ও মিত্রবিন্দ, ইঁহারা এই মনুর পুত্র ও নৃপতি হইবেন। রৌচ্য-নামা ত্রয়োদশ মনুর পর্য্যায়ে সপ্তর্ষি ও তাঁহার যে পুত্রগণ নৃপ হইবেন, তাহাদের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৩—২৭। হে মুনিসত্তম! সেই মন্বন্তরে, সুধর্ম্মা, সুকর্ম্মা ও সুশর্ম্মা, এই সমস্ত দেবগণ। মহাবল মহাবীর্য্য দিবস্পতি তাঁহাদিগের ইন্দ্র হইবেন। এক্ষণে ভবিষ্যৎ সপ্তর্ষিগণের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধৃতিমান, অব্যয়, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, নির্ম্মোহ, সুতপা ও সপ্তম নিষ্প্রকম্প, এই সাতজন সপ্তর্ষি। চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়তি, নির্ভয়, দৃঢ়, সুনেত্র, ক্ষত্রবুদ্ধি ও সুব্রত

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

রুচিঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ।
অত্রস্তো মিতশায়ী চ চচার পৃথিবীমিমাম্ ॥ ১
অনগ্নিমনিকেতং তমেকাহারমনাশ্রমম্।
বিমুক্তসঙ্গং তং দৃষ্ট্বা প্রোচুস্তৎপিতরো মুনিম্ ॥
পিতর ঊচুঃ;
বৎস কস্মাৎ ত্বয়া পুণ্যো ন কৃতো দারসংগ্রহঃ
স্বর্গাপবর্গহেতুত্বাদ্বন্ধস্তেনানিশং বিনা ॥ ৩
গৃহী সমস্তদেবানাং পিতৃণাঞ্চ তথার্হণাম্।
ঋষীণামতিথীনাঞ্চ কুর্ব্বন্ লোকানুপাশ্নুতে ॥ ৪
স্বাহোচ্চারণতো দেবান স্বধোচ্চারণতঃ পিতৃন্
বিভজত্যন্নদানেন ভূতাদ্যানতিথীনপি ॥ ৫
স ত্বং দৈবাদৃণাদ্বন্ধং বন্ধমং[?]দৃণাদপি।
অবাপ্নোষি মনুষ্যেভ্যো ভূতেভ্যশ্চ দিনে দিনে
অনুৎপাদ্য সুতান দেবানসন্তর্প্য পিতৃংস্তথা।
অকৃত্বা চ কথং মৌঢ্যাৎ সুগতিং গন্তুমিচ্ছসি ॥
ক্লেশমেকৈককং পুত্র মন্যামোঽত্র ভবেৎ তব।
মৃতস্য নরকং তদ্বৎ ক্লেশমেবান্যজন্মনি ॥ ৮
রুচিরুবাচ।
পরিগ্রহোঽতিদুঃখায় পাপায়াধোগতিস্তথা।
ভবত্যতো ময়া পূর্ব্বং ন কৃতো দারসংগ্রহঃ ॥ ৯
আত্মনঃ সংযমো যোঽয়ং ক্রিয়তে সুনিযন্ত্রণাৎ
স ভুক্তিহেতুর্ন ভবত্যসাবপি পরিগ্রহাৎ ॥ ১০
প্রক্ষাল্যতেঽনুদিবসং যদাত্মা নিষ্পরিগ্রহৈঃ।
মমত্বপঙ্কদিগ্ধোঽপি চিত্তাম্বোভির্বরং হি তৎ ॥ ১১
অনেকভবসম্ভূত-কর্ম্মপঙ্কাঙ্কিতো বুধৈঃ।
আত্মা সদ্বাসনাতোয়ৈঃপ্রক্ষাল্যো নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ

ইঁহারাই সেই রৌচ্যমনুর পুত্র হইবেন। ২৮—৩১।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৪।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, পূর্ব্বে প্রজাপতি রুচি নির্ম্মম, নিরহঙ্কৃত, ভয়বিরহিত ও পরিমিতশায়ী হইয়া এই পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার পিতৃগণ তাঁহাকে অগ্নিহীন, গৃহহীন, একাহার, আশ্রমবর্জ্জিত ও সঙ্গত্যাগী মুনি ব্রতচারী দেখিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন, হে বৎস! তুমি দারপরিগ্রহরূপ পবিত্র কার্য্য কেন কর নাই? উহা স্বর্গ ও অপবর্গের কারণ বলিয়া বিবাহ ব্যতিরেকে সমস্তই রুদ্ধ। যাবতীয় দেবতা, পিতৃগণ, পূজ্যগণ, ঋষিগণ ও অতিথিগণের সৎকার করিয়া গৃহিগণ স্বর্গাদি লোক সকল ভোগ করেন। "স্বাহা" উচ্চারণ করিয়া দেবগণের, স্বধা "উচ্চারণ করিয়া পিতৃগণের ও অন্নদান দ্বারা অতিথিগণের সেবারূপ ঋণত্রয় বিভক্ত করিয়া গৃহী হইতে হয়; কিন্তু তুমি দিন দিন (গৃহী না হইয়া) দৈবঋণ, পিতৃগণ, মনুষ্য ও যাবতীয় প্রাণীর নিকট বন্ধনপ্রাপ্ত হইতেছ। পুত্রোৎপাদন না করিয়া দেবতাগণ ও পিতৃগণের সন্তর্পণ না করিয়া এবং অকৃতকর্ম্মা হইয়া, মূর্খতা-বশতঃ কি প্রকারে সুগতি পাইতে ইচ্ছা কর? হে পুত্র! তোমার যে যে, ক্লেশ হইবে, তাহার প্রত্যেকটীই আমরা জানি। মৃত ব্যক্তির নরক-ভোগের ন্যায় তোমার অন্যজন্মে নানাবিধ ক্লেশ হইবে। ১—৮। রুচি বলিলেন, দারপরিগ্রহ অতি দুঃখপ্রদ ও পাপের কারণস্বরূপ, তাহাতে অধোগতি হয়, এইজন্যই পূর্ব্বে আমি দার-সংগ্রহ করি নাই। ইন্দ্রিয় দমনহেতু যে আত্মসংযম করা হয়, তাহাই মুক্তির কারণ। পরিগ্রহ করিলে উহা কোন মতেই হইতে পারে না। পরিগ্রহহীন ব্যক্তিগণ মমত্বরূপ পঙ্কলিপ্ত আত্মাকে প্রতিদিন যে চিত্তরূপ বারি দ্বারা প্রক্ষালিত করেন, তাহাই উত্তম। অনেক জন্ম-জনিত কর্ম্মপঙ্কানুলিপ্ত আত্মাকে সদ্বাসনারূপ সলিলে প্রক্ষালন করাই সংযতেন্দ্রিয় বুধগণের কর্ত্তব্য।

পিতর ঊচুঃ।

যুক্তং প্রক্ষালনং কর্ত্তুমাত্মনো নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ।
কিন্তু মোক্ষায় মার্গোঽয়ং যত্র ত্বং পুত্র বর্ত্তসে॥
পরন্তু দানৈরশুভং মৃজ্যতেঽনভিসন্ধিতৈঃ।
ফলৈস্তথোপভোগৈশ্চ পূর্ব্বকর্ম্মশুভাশুভৈঃ॥ ১৪
এবং ন বন্ধো ভবতি কুর্ব্বতঃ করুণাত্মকম্।
ন চ বন্ধায় তৎ কর্ম্ম ভবত্যনভিসন্ধিতম্॥ ১৫
পূর্ব্বকর্ম্ম কৃতং ভোগৈঃ ক্ষীয়তেঽহর্নিশং তথা।
সুখদুঃখাত্মকৈর্বৎস পুণ্যাপুণ্যাত্মকং নৃণাম্॥ ১৬
এবং প্রক্ষাল্যতে প্রাজ্ঞৈরাত্মা বন্ধেশ্চ রক্ষ্যতে
ন ত্বেবমবিবেকেন পাপপঙ্কেন গৃহ্যতে॥ ১৭

রুচিরুবাচ।

অবিদ্যা পঠ্যতে বেদে কর্ম্মমার্গঃ পিতামহাঃ।
তৎ কথং কর্ম্মণো মার্গে ভবন্তো যোজয়ন্তি মাম্

পিতর ঊচুঃ।

অবিদ্যা সত্যমেবৈতৎ কর্ম্মণৈতন্মৃষা বচঃ।
কিন্তু বিদ্যাপরিপ্রাপ্তৌ হেতুঃ কর্ম্ম ন সংশয়ঃ॥
বিহিতাকরণাৎ পুম্ভিরসদ্ভিঃ ক্রিয়তে তু যঃ।
সংযমো মুক্তয়ে সোঽন্তে প্রত্যুতাধোগতিপ্রদঃ
প্রক্ষালয়ামীতি ভবান্ যৎসাত্মানন্তু মন্যতে৷
বিহিতাকরণোদ্ভূতৈঃ পাপৈস্তত্ত্ব বিদহ্যসে॥ ২১
অবিদ্যাপ্যুপকারায় বিষবজ্জায়তে নৃণাম্।
অনুষ্ঠিতাভ্যুপায়েন বন্ধায়াস্তাপি নো হি সা॥ ২২
তস্মাদ্বৎস কুরুষ ত্বং বিধিবদ্দারসংগ্রহম্।
মা জন্ম বিফলং তেঽস্ত্ব অসম্প্রাপ্য তু
লৌকিকম্॥ ২৩

রুচিরুবাচ।

বৃদ্ধোঽহং সাম্প্রতং কো মে পিতরঃ সম্প্রদাস্যতি
ভার্য্যাং তথা দরিদ্রস্য দুষ্করো দারসংগ্রহঃ॥ ২৪

পিতর ঊচুঃ।

অস্মাকং পতনং বৎস ভবতশ্চাপ্যধোগতিঃ।
নূনং ভাবি ভবিত্রী চ নাভিনন্দসি নো বচঃ॥ ২৫

৯—১২। পিতৃগণ বলিলেন, দমিতেন্দ্রিয়গণের আত্মা প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু পুত্র! তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, ইহা কি মোক্ষ-প্রাপ্তির পথ? পরন্তু যেমন কামনাবর্জ্জিত দানে অশুভ নষ্ট হয়, তদ্রূপ শুভাশুভ ফল ও তাহার উপভোগ দ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ক্ষয় হয়। এইরূপ করুণাত্মক কর্ম্মকারিগণের সংসারবন্ধন হয় না; কারণ অনভিসন্ধিত সেই কর্ম্মবন্ধের হেতু নহে। সুখ-দুঃখাত্মক ভোগ দ্বারা মনুষ্যগণের পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ আত্মাকে এইরূপে প্রক্ষালন করেন ও বন্ধ হইতে রক্ষা করেন, কিন্তু অবিবেকরূপ পাপপঙ্ক দ্বারা আত্মাকে গৃহীত করান না। ১৩—১৭। রুচি বলিলেন, হে পিতামহগণ! বেদে কর্ম্ম-মার্গকে অবিদ্যা বলিয়া পঠিত হয়; তবে কি জন্য আপনারা আমাকে কর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন? পিতৃগণ বলিলেন,—এই কর্ম্ম-মার্গ যে অবিদ্যা, ইহা সত্য; আবার কর্ম্ম দ্বারাই এই বাক্য মিথ্যা হয়। কারণ কর্ম্ম যে বিদ্যা-প্রাপ্তির হেতু, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কর্ত্তব্য কার্য্য সকল না করিয়া অসৎ পুরুষগণ মুক্তির নিমিত্ত যে সংযম করে, তাহা শেষকালে অধোগতি প্রদান করে। হে বৎস! তুমি "আত্মাকে প্রক্ষালন করিব" মনে করিতেছ, কিন্তু বিহিত কর্ম্ম অসম্পাদনজনিত পাপসমূহ কর্ত্তৃক তুমি বিদগ্ধ হইবে। অপকারক বিষ যেমন মনুষ্যের উপকার-সাধক হয়, তদ্রূপ সেই অবিদ্যাও মনুষ্যের উপকারিণী। ইহা অন্তরূপা হইলেও অনুষ্ঠিত কার্য্যের অভ্যুপায়ের সহিত আমাদের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। হে বৎস! সেইজন্য তুমি বিধিবৎ দার-পরিগ্রহ কর। লৌকিক ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত না হইয়া তোমার জন্ম যেন বিফল না হয়। রুচি বলিলেন, হে পিতৃগণ! সম্প্রতি আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। কে আমায় স্ত্রী দান করিবে? বিশেষতঃ দরিদ্রের পক্ষে দারপরিগ্রহ অতীব দুষ্কর। পিতৃগণ বলিলেন, হে বৎস! যদি আমাদের বাক্য অনুমোদন না কর, তাহা হইলে আমাদের পতন ও তোমারও অধো-

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্তা পিতরস্তস্য পশ্যতো মুনিসত্তম।
বভূবুঃ সহসাদৃশ্যা দীপা বাতাহতা ইব॥ ২৬

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে রুচ্যুপাখ্যানে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৫॥

ষন্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
স তেন পিতৃবাক্যেণ ভৃশমুদ্বিগ্নমানসঃ।
কন্যাভিলাষী বিপ্রর্ষিঃ পরিবভ্রাম মেদিনীম্॥১
কন্যামলভমানোঽসৌ পিতৃবাক্যাগ্নিদীপিতঃ।
চিন্তামবাপ মহতীমতীবোদ্বিগ্নমানসঃ॥ ২
কিং করোমি ক গচ্ছামি কথং মে দারসংগ্রহঃ
ক্ষিপ্রং ভবেৎ মৎপিতৃণাং স চাভ্যুদয়কারকঃ॥
ইতি চিন্তয়তস্তস্য মতির্জাতা মহাত্মনঃ।
তপসারাধয়াম্যেনং ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্॥ ৪

গতি হইবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনি-সত্তম! এই বলিয়া তাঁহার পিতৃগণ দেখিতে দেখিতে বাতাহত দীপের ন্যায় সহসা অন্তর্হিত হইলেন। ১৮—২৬।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৫।

ষন্নবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সেই বিপ্রর্ষি রুচি সেইরূপ পিতৃবাক্য শ্রবণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-মানস ও কন্যাভিলাষী হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। পিতৃবাক্যরূপ অগ্নি-দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া তিনি কন্যালাভ করিতে না পারিয়া অতীব উদ্বিগ্ন-মানসে প্রগাঢ়-চিন্তায় রত হইলেন। "কি করি? কোথায় যাই? কি প্রকারে মৎপিতৃগণের অভ্যুদয়-কারক আমার দারপরিগ্রহ কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হইবে?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে উক্ত মহাত্মার মনে হইল, আমি

ততো বর্ষশতং দিব্যং তপস্তেপে স বেধসঃ।
আরাধনায় স তদা পরং নিয়মমাস্থিতঃ॥ ৫
ততঃ স্বং দর্শয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ তং প্রসন্নোঽস্মীত্যুচ্যতামভিবাঞ্ছিতম্॥৬
ততোঽসৌ প্রণিপত্যাহ ব্রহ্মাণং জগতো গতিম্
পিতৃণাং বচনাৎ তেন যৎ কর্ত্তুমভিবাঞ্ছিতম্।
ব্রহ্মা চাহ রুচিং বিপ্রং শ্রুত্বা তস্যাভিবাঞ্ছিতম্

ব্রহ্মোবাচ।
প্রজাপতিস্ত্বং ভবিতা স্রষ্টব্যা ভবতা প্রজাঃ।
সৃষ্ট্বা প্রজাঃ সুতান্ বিপ্র সমুৎপাদ্য ক্রিয়াস্তথা
কৃত্বা কৃতাধিকারস্ত্বং ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।
স ত্বং তথোক্তং পিতৃভিঃ কুরু দারপরিগ্রহম্॥
কামঞ্চেমমভিধ্যায় ক্রিয়তাং পিতৃপূজনম্।
ত এব তুষ্টাঃ পিতরঃ প্রদাস্যন্তি তবেপ্সিতান্
পত্নীং সুতাংশ্চ সন্তুষ্টাঃ কিং ন দদ্যুঃ পিতামহাঃ

তপস্যা দ্বারা ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মার আরাধনা করিব। তৎপরে তিনি বিধাতার আরাধনা হেতু যথাবৎ নিয়মাবলম্বনে দিব্য শতবর্ষ ব্যাপিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তদনন্তর লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে স্বীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে তোমার অভীষ্ট বিষয় বর্ণন কর। ১—৬। তৎপরে রুচি জগতের গতিস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রণি-পাত করিয়া পিতৃগণের বচনানুসারে যাহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা বলিলেন। ব্রহ্মা, বিপ্রর্ষি রুচির অভীষ্ট বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—হে বিপ্র! তুমি প্রজাপতি হইবে, তোমা কর্ত্তৃক প্রজা সৃষ্ট হইবে। প্রজাসৃষ্টি ও সন্তান-সমুৎপাদন করত ক্রিয়া সফল করিয়া, যখন তুমি কৃতাধিকার হইবে, তৎপরে সিদ্ধিলাভে সক্ষম হইবে। সেই জন্যই পিতৃগণ তোমাকে 'দার পরিগ্রহ কর' এইরূপ অনু-মতি করিয়াছেন। 'ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য' এই-রূপ চিন্তা করিয়া, তুমি পিতৃপূজা কর। সেই পিতৃগণ তুষ্ট হইলে তাঁহারাই তোমার

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যেবের্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
নদ্যা বিবিক্তে পুলিনে চকার পিতৃতর্পণম্ ॥১১
তুষ্টাব চ পিতৃন্ বিপ্র স্তবৈরেভিস্তথাদৃতঃ।
একাগ্রঃ প্রযতো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥১২

রুচিরুবাচ।

নমস্তেঽহং পিতৃন্ শ্রাদ্ধে যে বসন্ত্যধিদেবতাঃ।
দেবৈরপি হি তর্প্যন্তে যে চ শ্রাদ্ধে স্বধোত্তরৈঃ
নমস্তেঽহং পিতৃন্ স্বর্গে যে তর্প্যন্তে মহর্ষিভিঃ
শ্রাদ্ধৈর্মনোময়ৈর্ভক্ত্যা ভুক্তিমুক্তিমভীপ্সুভিঃ ॥১৪
নমস্তেঽহং পিতৃন স্বর্গে সিদ্ধাঃ সন্তর্পয়ন্তি যান
শ্রাদ্ধেষু দিব্যৈঃ সকলৈরুপহারৈরনুত্তমৈঃ ॥১৫
নমস্তেঽহং পিতৃন ভক্ত্যা যেঽর্চ্চ্যন্তে গুহ্যকৈ-
রপি।
তন্ময়ত্বেন বাঞ্ছদ্ভির্ঋদ্ধিমাত্যন্তিকীং পরাম্ ॥১৬
নমস্তেঽহং পিতৃন মর্ত্ত্যৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা
শ্রাদ্ধেষু শ্রদ্ধয়াভীষ্ট-লোকপ্রাপ্তিপ্রদায়িনঃ ॥১৭
নমস্তেঽহং পিতৃন্ বিপ্রৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা
বাঞ্ছিতাভীষ্টলাভায় প্রাজাপত্যপ্রদায়িনঃ ॥১৮
নমস্তেঽহং পিতৃন্ যে বৈ তর্প্যন্তেঽরণ্যবাসিভিঃ
বন্যৈঃ শ্রাদ্ধৈর্যতাহারৈস্তপোনির্ধূতকিল্বিষৈঃ ॥১৯
নমস্তেঽহং পিতৃন্ বিপ্রৈর্নৈষ্ঠিকব্রতচারিভিঃ।
যে সংযতাত্মভির্নিত্যং সন্তর্প্যন্তে সমাধিভিঃ ॥২০
নমস্তেঽহং পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈঃ রাজন্যাস্তর্পয়ন্তি যান্
কব্যৈরশেষৈর্বিধিবল্লোকদ্বয়ফলপ্রদান্। ২১
নমস্তেঽহং পিতৃন্ বৈশ্যৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা
স্বকর্ম্মাভিরতৈর্নিত্যং পুষ্পধূপান্ন-বারিভিঃ ॥২২
নমস্তেঽহং পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈর্যে শূদ্রৈরপি ভক্তিতঃ
সন্তর্প্যন্তে জগত্যত্র নাম্না খ্যাতাঃ সুকালিনঃ ॥
নমস্তেঽহং পিতৃন শ্রাদ্ধৈঃ পাতালে যে মহাসুরৈঃ
সন্তর্প্যন্তে স্বধাহারাস্ত্যক্তদম্ভ-মদৈঃ সদা ॥২৪

অভীষ্ট পত্নী ও পুত্র প্রদান করিবেন। সন্তুষ্ট হইলে পিতামহগণ কি না দান করিয়া থাকেন? মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অব্যক্তজন্মা ঋষি ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি নদীর নির্জ্জন পুলিনে পিতৃতর্পণ করিলেন। হে বিপ্র! তিনি আদৃত, একাগ্রচিত্ত, প্রযত ও ভক্তিনম্রগ্রীব হইয়া এইরূপ স্তব দ্বারা পিতৃগণকে তুষ্ট করিলেন। ৭—১২। রুচি বলিলেন, শ্রাদ্ধে যাঁহারা অধিদেবতারূপে বাস করেন, দেবগণও শ্রাদ্ধ-স্বধোচ্চারণে যাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করেন, সেই পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি। স্বর্গে ভক্তি মুক্তি অভিলাষী শ্রাদ্ধমনোময় মহর্ষিগণ ভক্তি সহকারে যাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করেন। সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। স্বর্গে সিদ্ধবর্গ শ্রাদ্ধকালে অত্যুত্তম দিব্য যাবতীয় উপহারে যাঁহাদিগকে তৃপ্ত করেন, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। অত্যুৎকৃষ্ট অত্যন্ত সমৃদ্ধাভিলাষী গুহ্যকগণ তন্ময়ভাবে ভক্তিসহকারে যাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। মর্ত্ত্যে মর্ত্ত্যগণ শ্রাদ্ধে যে অভীষ্ট-লোকপ্রদায়ী পিতৃগণকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করেন, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। যে প্রাজাপত্য-পদ-প্রদায়ী পিতৃগণ বাঞ্ছিত বিষয়ে অভিলষিত লাভের নিমিত্ত বিপ্রগণ কর্ত্তৃক পৃথিবীতে পূজিত হন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। যতাহার তপোনির্ধূত-কল্মষ অরণ্যবাসিগণ বন্যশ্রাদ্ধ দ্বারা যাঁহাদিগের তৃপ্তি-সাধন করেন, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। সংযতাত্মা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বিপ্রগণ সমাধি দ্বারা যাঁহাদিগকে তৃপ্ত করেন, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। ১৩—২০। রাজন্যগণ যে লোকদ্বয়-ফলপ্রদ পিতৃগণকে শ্রদ্ধাপূত অশেষ কব্য (শ্রাদ্ধান্ন) দ্বারা তৃপ্ত করেন, সেই পিতৃগণকে আমি প্রণাম করি। স্বকর্ম্মাসক্ত বৈশ্যগণ ভূতলে যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা পুষ্প, ধূপ, অন্ন ও বারি দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। এই জগতে শূদ্রগণ যে সুকালীন নামে বিখ্যাত পিতৃগণকে ভক্তিসহকারে শ্রাদ্ধ দ্বারা তৃপ্ত করেন, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। পাতালে দম্ভমদত্যাগী মহাসুরগণ যে স্বধাহার পিতৃ-

নমস্তেঽহং পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈরর্চ্চ্যন্তে যে রসাতলে
ভোগৈরশেষৈর্বিধিবন্নাগৈঃ কামানভীপ্সুভিঃ ॥
নমস্তেঽহং পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈঃ সর্পৈঃসন্তর্পিতান্ সদা
তত্রৈব বিধিবন্মন্ত্র-ভোগসম্পৎসমন্বিতৈঃ ॥ ২৬
পিতৄন্ নমস্যে নিবসন্তি সাক্ষাদ্
যে দেবলোকে চ তথান্তরীক্ষে।
মহীতলে যে চ সুরাদিপূজ্যা-
স্তে মে প্রতীচ্ছন্তু ময়োপনীতম্ ॥ ২৭
পিতৄন নমস্যে পরমাত্মভূতা
যে বৈ বিমানে নিবসন্তি মূর্ত্তাঃ।
যজন্তি যানস্তমলৈর্মনোভি-
র্যোগীশ্বরাঃ ক্লেশবিমুক্তিহেতূন ॥ ২৮
পিতৄন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং
বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু ॥ ২৯

তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরঃ সমস্তা
ইচ্ছাবতাং যে প্রদিশন্তি কামান্।
সুরত্বমিন্দ্রত্বমতোঽধিকং বা
সুতান্ পশূন্ স্বানি বলং গৃহাণি ॥
সোমস্য যে রশ্মিষু যেঽর্কবিম্বে
শুক্লে বিমানে চ সদা বসন্তি।
তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরোঽন্নতোয়ৈ-
র্গন্ধাদিনা পুষ্টিমিতো ব্রজন্তু ॥ ৩১
যেষাং হুতেঽগ্নৌ হবিষা চ তৃপ্তি-
র্যে ভুঞ্জতে বিপ্রশরীরসংস্থাঃ।
যে পিণ্ডদানেন মুদং প্রয়ান্তি
তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন পিতরোঽন্নতোয়ৈঃ ॥৩২
যে খড়্গমাংসেন সুরৈরভীষ্টৈঃ
কৃষ্ণৈস্তিলৈর্দিব্যমনোহরৈশ্চ।
কালেন শাকেন মহর্ষিবর্য্যৈঃ
সম্প্রীণিতাস্তে মুদমত্র যান্তু ॥ ৩৩
কব্যান্যশেষাণি চ যান্যভীষ্টা-
ন্যতীব তেষামমরার্চ্চিতানাম্।

গণকে সর্ব্বদা শ্রাদ্ধ দ্বারা তৃপ্ত করেন, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। রসাতলে কামাভিলাষী নাগকুল যাঁহাদিগকে অশেষ ভোগ ও শ্রদ্ধা দ্বারা সর্ব্বদা যথাবিধি সন্তুষ্ট করিয়াও থাকেন, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। মন্ত্র, ভোগ ও সম্পৎসমন্বিত সর্পগণ পাতালে সর্ব্বদা যে পিতৃগণকে শ্রাদ্ধ দ্বারা বিধিমত সন্তর্পিত করেন, সেই পিতৃগণকে প্রণাম করি। ২১—২৬। যাঁহারা দেবলোকে ও অন্তরীক্ষে প্রত্যক্ষভাবে বাস করেন এবং মহীতলে যাঁহারা সুরাদি কর্ত্তৃক পূজিত হন, সেই পিতৃগণকে প্রণাম করি; আমার উপনীত পূজা তাঁহারা গ্রহণ করুন। যাঁহারা মূর্ত্তিমান্ পরমাত্মভূত এবং বিমানে বাস করেন এবং যোগীশ্বরগণ বিমলমনে ক্লেশবিমোচক জ্ঞানে যাঁহাদিগকে যত্নে আরাধনা করেন, সেই পিতৃগণকে প্রণাম করি। স্বর্গে যাঁহারা মূর্ত্তিমান্, কাম্যফল-প্রাপ্তি বিষয়ে স্বধাভুক্, যাঁহারা সকল প্রার্থিগণকে ইষ্টপ্রদানে সক্ষম এবং যাঁহারা কামনা-বর্জ্জিত কার্য্যে বিমুক্তি দান করেন, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। যাঁহারা প্রার্থীদিগকে প্রার্থিত প্রদান করেন এবং যাঁহারা সুরত্ব, ইন্দ্রত্ব, কিংবা তদপেক্ষাও অধিক, অথবা পুত্র, পশু অর্থ, বল, গৃহ, প্রভৃতি কামানুরূপ দান, করেন, আমার এই পূজায় তাঁহারা তৃপ্ত হউন। যাঁহারা সর্ব্বদা চন্দ্রকিরণে, সূর্য্যবিম্বে শুক্ল বিমানে বাস করেন, সেই পিতৃগণ আমার প্রতি তৃপ্ত হউন। এবং তাঁহারা অন্ন, জল ও গন্ধাদি দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হউন। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে যাঁহারা তৃপ্ত হন, যাঁহারা বিপ্রশরীরে সংস্থিত হইয়া ভোজন করেন এবং পিণ্ড দান করিলে যাঁহারা সন্তুষ্ট হন, সেই পিতৃগণ এই অন্নজল দ্বারা এই বিষয়ে তৃপ্ত হউন। ২৭—৩২। সুরগণ খড়্গীর (গণ্ডার) মাংস ও অভীষ্ট দিব্য মনোহর কৃষ্ণতিল দ্বারা যাঁহাদিগকে প্রীণিত করেন এবং মহর্ষিবর্গ বৎসর পরে কালশাক দ্বারা যাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন

তেষাস্তু সান্নিধ্যমিহাস্তু পুষ্প-
গন্ধান্নভোজ্যেষু ময়া কৃতেষু॥ ৩৪
দিনে দিনে যে প্রতিগৃহ্নতেঽর্চ্চাং
মাসান্তপূজ্যা ভুবি যেঽষ্টকাসু।
যে বৎসরান্তেঽভ্যুদয়ে চ পূজ্যাঃ
প্রয়ান্তু তে মে পিতরোঽত্র তৃপ্তিম্॥ ৩৫
পূজ্যা দ্বিজানাং কুমুদেন্দুভাসো
যে ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ নবার্কবর্ণাঃ।
তথা বিশাং যে কনকাবদাতা
নীলীনিভাঃ শূদ্রজনস্য যে চ॥ ৩৬
তেঽস্মিন্ সমস্তা মম পুষ্পগন্ধ-
ধূপান্ন তোয়াদিনিবেদনেন।
তথাগ্নিহোমেন চ যান্তু তৃপ্তিং
সদা পিতৃভ্যঃ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥ ৩৭
যে দেবপূর্ব্বাণ্যতিতৃপ্তিহেতো-
রশ্নন্তি কব্যানি শুভাহৃতানি।
তৃপ্তাশ্চ যে ভূতিসৃজো ভবন্তি
তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥
রক্ষাংসি ভূতান্যসুরাংস্তথোগ্রান
নির্ণাশয়ন্তস্ত্বশিবং প্রজানাম্।
আদ্যাঃ সুরাণামমরেশপূজ্যা-
স্তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥৩৯
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা।
ব্রজন্তু তৃপ্তিং শ্রাদ্ধেঽস্মিন্ পিতরস্তর্পিতা ময়া
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতৃগণাঃ প্রাচীং রক্ষন্তু মে দিশম্
তথা বর্হিষদঃ পান্তু যাম্যাং যে পিতরঃ স্মৃতাঃ
প্রতীচীমাজ্যপাস্তদ্বদুদীচীমপি সোমপাঃ।
রক্ষো-ভূত পিশাচেভ্যস্তথৈবাসুরদোষতঃ॥
সর্ব্বতশ্চাধিপস্তেষাং যমো রক্ষাং করোতু মে।
বিশ্বো বিশ্বভুগারাধ্যো ধর্ম্মো ধন্যঃ শুভাননঃ।
ভূতিদো ভূতিকৃদ্ভূতিঃ পিতৃণাং যে গণা নব॥৪৩
কল্যাণঃ কল্যতাকর্ত্তা কল্যঃ কল্যতরাশ্রয়ঃ।

করেন; সেই পিতৃগণ এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হউন। অমরার্চ্চিত সেই পিতৃগণের যে অশেষ অভীষ্ট কব্য আছে, আমি সেই পুষ্প, গন্ধ, অন্ন, ভোজ্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহারা ইহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হউন। যাঁহারা প্রতিদিন পূজা গ্রহণ করেন, ভূতলে যাহারা প্রতিমাসে অষ্টকাত্রয় পূজিত হন এবং যাহারা বৎসরান্তে উৎসব দিনে পূজিত হন, সেই পিতৃগণ আমার এই পূজায় তৃপ্ত হউন। যে পিতৃগণ কুমুদেন্দু সদৃশ শুক্লবর্ণ প্রভা-বিশিষ্ট হইয়া দ্বিজগণের পূজ্য হন, যাঁহারা নবার্ক সদৃশ রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়-গণের পূজ্য হন, যাঁহারা কনক সদৃশ সুন্দর কান্তি বিশিষ্ট হইয়া বৈশ্যগণের পূজ্য এবং যাহারা নিলীনিভ রূপে শূদ্র-গণের পূজ্য হইয়া থাকেন, সেই সমস্ত পিতৃগণ আমার পুষ্প, গন্ধ, ধূপ, অন্ন ও তোয়াদি নিবেদন এবং অগ্নিহোম দ্বারা আমার প্রতি তৃপ্ত হউন; আমি সর্ব্বদা সেই পিতৃগণকে প্রণাম করি। যাঁহারা অতি তৃপ্তি হেতু দেবাগ্রে আহৃত শুভ কব্য সকল আহার করেন এবং যাঁহারা তৃপ্ত হইয়া অণি-মাদি অষ্টৈশ্বর্য্য সৃষ্টি করেন, তাঁহারা আমার প্রতি তৃপ্ত হউন; আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। যাঁহারা রক্ষোগণ ভূতগণ ও উগ্র অসুরগণের বিঘাতক এবং প্রজাগণের অবিনাশকারী, যাঁহারা সুরগণের আদি-পুরুষ এবং যাঁহারা অমরেশ ইন্দ্রের পূজ্য, সেই পিতৃগণ আমার প্রতি তৃপ্ত হউন; আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। ৩৩—৩৯। অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ, আজ্যপা ও সোমপা পিতৃগণ আমা কর্ত্তৃক তর্পিত হইয়া এই শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করুন। অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণ আমার পূর্ব্বদিকে, বর্হিষদ পিতৃগণ দক্ষিণ-দিকে, আজ্যপা পিতৃগণ পশ্চিমদিকে এবং সোমগণও সেইরূপ উত্তরদিকে রাক্ষস, ভূত, পিশাচ এবং অসুরজাত দোষ হইতে রক্ষা করুন। যে পিতৃগণের বিশ্ব, বিশ্বভুক্, আরাধ্য, ধর্ম্ম, ধন্য, শুভানন, ভূতিদ ভূতি-কৃৎ ও ভূতি, এই নবসংখ্যক গণ আছে; তাঁহাদের অধিপতি যম আমার সর্ব্বদিক্ রক্ষা

কল্যতাহেতুরনঘঃ ষড়িমে তে গণাঃ স্মৃতাঃ ॥৪৪
বরো বরেণ্যো বরদঃ পুষ্টিদস্তুষ্টিদস্তথা।
বিশ্বপাতা তথা ধাতা সপ্তৈবৈতে তথা গণাঃ ॥
মহান্ মহাত্মা মহিতো মহিমাবান্ মহাবলঃ।
গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈতে পিতৄণাং পাপনাশনাঃ ॥
সুখদো ধনদশ্চান্যো ধর্ম্মদোহন্যশ্চ ভূতিদঃ।
পিতৄণাং কথ্যতে চৈতৎ তথা গণচতুষ্টয়ম্ ॥৪৭
একত্রিংশৎ পিতৃগণা যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ।
তে মেহনুতৃপ্তাস্তুষ্যন্তু যচ্ছন্তু চ সদা হিতম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে রুচ্যুপাখ্যানে
রুচিকৃতপিতৃপুরুষস্তোত্রকথনং নাম
ষণ্ণবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবন্তু স্তুবতস্তস্য তেজসো রাশিরুচ্ছ্রিতঃ।
প্রাদুর্বভূব সহসা গগনব্যাপ্তিকারকঃ ॥১
তদ্দৃষ্ট্বা সুমহৎ তেজঃ সমাসাদ্য স্থিতং জগৎ।
জানুভ্যামবনিং গত্বা রুচিস্তোত্রমিদং জগৌ ॥২

রুচিরুবাচ।

অর্চ্চিতানামমূর্ত্তানাং পিতৄণাং দীপ্ততেজসাম্।
নমস্যামি সদা তেষাং ধ্যানিনাং দিব্যচক্ষুষাম্ ॥
ইন্দ্রাদীনাঞ্চ নেতারো দক্ষ-মারীচয়োস্তথা।
সপ্তর্ষীণাং তথান্যেষাং তান্ নমস্যামি কামদান্
মন্বাদীনাং মুনীন্দ্রাণাং সূর্য্যাচন্দ্রমসোস্তথা।
তান্ নমস্যাম্যহং সর্ব্বান্ পিতৄনপ্সূদধাবপি ॥ ৫
নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ বায়্বগ্ন্যোর্নভসস্তথা।
দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬
দেবর্ষীণাং জনিতৄংশ্চ সর্ব্বলোকনমস্কৃতান্।
অক্ষয্যস্য সদা দাতৄন নমস্যেহহং কৃতাঞ্জলিঃ ॥
প্রজাপতেঃ কশ্যপায় সোমায় বরুণায় চ।
যোগেশ্বরেভ্যশ্চ সদা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৮
নমো গণেভ্যঃ সপ্তভ্যস্তথা লোকেষু সপ্তসু।

করুন। কল্যাণ, কল্যাণকর্ত্তা, কল্য, কল্যতরাশ্রয়, কল্যতাহেতু ও অনঘ, যে পিতৃপুরুষগণের এই ষড়্বিধ গণ আছে, যে পিতৃপুরুষগণের বর, বরেণ্য, বরদ, পুষ্টিদ, তুষ্টিদ, বিশ্বপাতা, ও ধাতা, এই সপ্তবিধ গণ আছে; মহান, মহাত্মা, মহিত, মহিমাবান ও মহাবল নামে যে পিতৃগণের পাপনাশক এই পঞ্চবিধ গণ আছে এবং সুখদ, ধনদ, ধর্ম্মদ ও ভূতিদ, পিতৃদ, পিতৃগণের এই চতুঃসংখ্যক যে গণ কথিত আছে, —সর্ব্বসমেত এই এক ত্রিংশৎ সংখ্যক পিতৃগণ যাঁহারা জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা আমার প্রতি তৃপ্ত হইয়া আমাকে তুষ্ট করুন এবং আমার হিত করুন।৪০—৪৮

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপ স্তবনশীল রুচির নিকট উচ্ছ্রিত ও গগনব্যাপক তেজোরাশি হঠাৎ প্রাদুর্ভূত হইল। সমস্ত জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া অবস্থিত সেই তেজকে দর্শন করিয়া রুচি জানু দ্বারা পৃথিবী স্পর্শপূর্ব্বক এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিলেন। রুচি বলিলেন, সেই ধ্যানরত, দিব্যচক্ষুঃ, দীপ্ততেজাঃ, অর্চ্চিত ও মূর্ত্তিহীন পিতৃগণকে নমস্কার করি। দক্ষ, মারীচ, সপ্তর্ষিগণ ও ইন্দ্রাদি অন্যান্য সকলের নেতা, সেই কামদাতা পিতৃগণকে নমস্কার করি। মনু প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণের, সূর্য্য এবং চন্দ্রমার নেতা ও কামদাতা এবং সমুদ্রে ও জলে অবস্থিত সেই সমস্ত পিতৃগণকে প্রণাম করি। যাঁহারা নক্ষত্র, গ্রহ, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, স্বর্গ ও পৃথিবীর নেতা এবং কামদাতা, সেই পিতৃগণকে কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করি। দেবর্ষিগণের জনয়িতা, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত, অক্ষয়ফলদাতা সেই পিতৃগণকে সর্ব্বদা কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করি। যাঁহারা প্রজাপতির মধ্যে কশ্যপ এবং সোম, বরুণ ও যোগেশ্বররূপী সর্ব্বদা কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। যাঁহারা সপ্ত-

স্বয়ম্ভুবে নমস্যামি ব্রহ্মণে যোগচক্ষুষে ॥ ৯
সোমাধারান্ পিতৃগণান্ যোগমূর্ত্তিধরাংস্তথা।
নমস্যামি তথা সোমং পিতরং জগতামহম্ ॥ ১০
অগ্নিরূপাংস্তথৈবান্যান্ নমস্যামি পিতৃনহম্।
অগ্নীষোমময়ং বিশ্বং যত এতদশেষতঃ ॥ ১১
যে তু তেজসি যে চৈতে সোমসূর্য্যাগ্নিমূর্ত্তয়ঃ।
জগৎস্বরূপিণশ্চৈব তথা ব্রহ্মস্বরূপিণঃ ॥ ১২
তেভ্যোঽখিলেভ্যো যোগিভ্যঃ পিতৃভ্যো
যতমানসঃ।
নমো নমো নমস্তে মে প্রসীদন্তু স্বধাভুজঃ ॥ ১৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং স্তুতাস্ততস্তেন তেজসা মুনিসত্তম।
নিশ্চক্রমুস্তে পিতরো ভাসয়ন্তো দিশো দশ ॥ ১৪
নিবেদিতঞ্চ যৎ তেন পুষ্পগন্ধানুলেপনম্।
তদ্ভূষিতানথ স তান্ দদৃশে পুরতঃ স্থিতান্ ॥
প্রণিপত্য পুনর্ভক্ত্যা পুনরেব কৃতাঞ্জলিঃ।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যমিত্যাহ পৃথগাদৃতঃ ॥ ১৬
ততঃ প্রসন্নাঃ পিতরস্তমূচুর্মুনিসত্তমম্।
বরং বৃণীষ্বেতি স তানুবাচানতকন্ধরঃ ॥ ১৭

রুচিরুবাচ।

সাম্প্রতং সর্গকর্ত্তৃত্বমাদিষ্টং ব্রহ্মণা মম।
সোঽহং পত্নীমভীপ্সামি ধন্যাং দিব্যাং
প্রজাবতীম্ ॥ ১৮

পিতর ঊচুঃ

অত্রৈব সদ্যঃ পত্নী তে ভবত্বতিমনোরমা।
তস্যাঞ্চ পুত্রো ভবিতা ভবতো মনুরুত্তমঃ ॥ ১৯
মন্বন্তরাধিপো ধীমাংস্ত্বন্নাম্নৈবোপলক্ষিতঃ।
রুচে রৌচ্য ইতি খ্যাতিং যো যাস্যতি জগত্রয়ে
তস্যাপি বহবঃ পুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানঃ পৃথ্বীপরিপালকাঃ ॥ ২১
ত্বঞ্চ প্রজাপতির্ভূত্বা প্রজাঃ সৃষ্ট্বা চতুর্বিধাঃ।
ক্ষীণাধিকারো ধর্মজ্ঞ ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ২২

লোকে সপ্ত গণে অবস্থিত, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি এবং যোগচক্ষুঃ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার স্বরূপ সেই পিতৃদিগকে প্রণিপাত করি। যাঁহারা সোমের আধার, যোগমূর্ত্তিধারী, সোমরূপী ও জগতের পিতা, সেই পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি। যে অশেষ পিতৃগণ হইতে অগ্নীষোমময় এই বিশ্ব উদ্ভূত, সেই অগ্নিরূপী ও অন্যান্য পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি। যাঁহারা তেজঃস্থিত হইয়া সোমসূর্য্যাগ্নিমূর্ত্তি অবলম্বনে জগৎস্বরূপী এবং ব্রহ্মস্বরূপী সেই অখিল যোগী পিতৃগণকে আমি সংযতমনাঃ হইয়া বারংবার নমস্কার করি; স্বধাভুক্ পিতৃগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১—১৩। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনিসত্তম! তদনন্তর সেই রুচি কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া পিতৃগণ তেজ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর তৎকর্ত্তৃক যে পুষ্পগন্ধানুলেপন করা নিবেদিত হইয়াছিল, বিপ্রবর রুচি তাঁহাদিগকে তদ্দ্বারা বিভূষিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত রহিতে দেখিলেন। তথাপি পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রত্যেকে "তোমায় নমস্কার" "তোমায় নমস্কার" এইরূপ সাদরে বলিলেন। অনন্তর পিতৃগণ প্রসন্ন হইয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে বলিলেন—বর প্রার্থনা কর। তখন বিপ্রবর রুচি অবনতগ্রীব হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, সম্প্রতি ব্রহ্মা আমাকে সৃষ্টি করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাহাতে এক্ষণে আমি ধন্যা, দিব্যা ও সন্তানপ্রসবক্ষমা পত্নী লাভে অভিলাষ করিতেছি। ১৪—১৮। পিতৃগণ বলিলেন, এই স্থানেই তোমার এখনি মনোহারিণী পত্নী লাভ হইবে। তাহার গর্ভে তোমার উৎকৃষ্ট মনু পুত্র জন্মিবে। হে রুচে! মন্বন্তরাধীপ ধীমান্ ত্বদীয় পুত্র তোমার নামানুসারে বিখ্যাত হইবে, অর্থাৎ জগত্রয়ে রৌচ্য নামে বিখ্যাত হইবে। সেই রৌচ্যেরও মহাবল-পরাক্রম মহাত্মা পৃথিবীপালক বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। তুমিও প্রজাপতি হইয়া চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃজন করিয়া যখন ধর্ম্মজ্ঞ ও ক্ষীণাধি-

স্তোত্রেণানেন চ নরো যোঽস্মান্ স্তোষ্যতি ভক্তিতঃ।
তস্য তুষ্টা বয়ং ভোগানাত্মজ্ঞানং তথোত্তমম্ ॥
শরীরারোগ্যমর্থঞ্চ পুত্রপৌত্রাদিকং তথা।
বাঞ্ছিতঃ সততং স্তব্যাঃ স্তোত্রেণানেন বৈ যতঃ
শ্রাদ্ধে চ য ইমং ভক্ত্যা অস্মৎপ্রীতিকরং স্তবম্
পঠিষ্যতি দ্বিজাগ্র্যাণাং ভুঞ্জতাং পুরতঃ স্থিতঃ
স্তোত্রশ্রবণসম্প্রীত্যা সন্নিধানে পরে কৃতে।
অস্মাকমক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তদ্ভবিষ্যত্যসংশয়ম্ ॥২৭
যদ্যপ্যশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং যদ্যপ্যুপহতং ভবেৎ।
অন্যায়োপাত্তবিত্তেন যদি বা কৃতমন্যথা ॥ ২৭
অশ্রাদ্ধার্হৈরুপহতৈরুপহারৈস্তথা কৃতম্।
অকালেঽপ্যথবা দেশে বিধিহীনমথাপি বা ॥২৮
অশ্রদ্ধয়া বা পুরুষৈর্দম্ভমাশ্রিত্য বা কৃতম্।
অস্মাকং তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধং তথাপ্যেতদুদীরণাৎ ॥২৯
যত্রৈতৎ পঠ্যতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রমস্মৎসুখাবহম্।
অস্মাকং জায়তে তৃপ্তিস্তত্র দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ৩০
হেমন্তে দ্বাদশাব্দানি তৃপ্তিমেতৎ প্রযচ্ছতি।
শিশিরে দ্বিগুণাব্দাংশ্চ তৃপ্তিং স্তোত্রমিদং শুভম
বসন্তে ষোড়শ সমাস্তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
গ্রীষ্মে চ ষোড়শৈবৈতৎ পঠিতং তৃপ্তিকারণম
বিকলেঽপি কৃতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রেণানেন সাধিতে
বর্ষাসু তৃপ্তিরস্মাকমক্ষয়া জায়তে রুচে ॥ ৩৩
শরৎকালেঽপি পঠিতং শ্রাদ্ধকালে প্রযচ্ছতি।
অস্মাকমেতৎ পুরুষৈস্তৃপ্তিং পঞ্চদশাব্দিকীম্ ॥
যস্মিন্ গৃহে চ লিখিতমেতৎ তিষ্ঠতি নিত্যদা।
সন্নিধানং কৃতে শ্রাদ্ধে তত্রাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥
তস্মাদেতৎ ত্বয়া শ্রাদ্ধে বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং পুরঃ
শ্রাবণীয়ং মহাভাগ অস্মাকং পুষ্টিহেতুকম্ ॥ ২৬*

কার হইবে, তখন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যে নর এই স্তোত্র দ্বারা ভক্তিসহকারে আমাদিগের স্তব করিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা তুষ্ট হইয়া ভোগ ও উত্তম আত্মজ্ঞান প্রদান করিব। শারীরিক আরোগ্য অর্থ ও পুত্র-পৌত্রাদি প্রার্থনাকারিগণ এই স্তোত্র দ্বারা সতত আমাদিগের স্তব করিবে। শ্রাদ্ধ-কালে ভোজনকারী দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের সম্মুখস্থ হইয়া যিনি আমাদিগের প্রীতিকর এই স্তোত্র ভক্তি সহকারে পাঠ করিবেন। এবং স্তোত্র-শ্রবণজনিত সম্প্রীতি দ্বারা সন্নিধানে অব-স্থানকে ইষ্ট জ্ঞান করিবেন, তৎকর্ত্তৃক নিঃ-সন্দেহ আমাদিগের অক্ষয় শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইবে। যদ্যপি শ্রাদ্ধ শ্রোত্রিয়-বর্জ্জিত বা দূষিত হয় অথবা যদি অন্যায় কার্য্যলব্ধ অর্থ দ্বারা সম্পাদিত বা অন্যথাকৃত হয়, কিংবা অকালে অদেশে অবিহিতরূপে অশ্রাদ্ধার্হ দূষিত উপহার দ্বারা সম্পাদিত হয়, অথবা পুরুষগণ কর্ত্তৃক দম্ভ সহকারে অশ্রদ্ধা করিয়া যদ্যপি কৃত হয়, তথাচ এই স্তোত্রপাঠ হেতু সেই শ্রাদ্ধ আমাদিগের তৃপ্তিকর হইবে।

১৯—২৯। যে শ্রাদ্ধে আমাদিগের সুখকর এই স্তোত্র পঠিত হয়, সেই শ্রাদ্ধে আমা-দিগের দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপিকা তৃপ্তি লাভ হয়। এই স্তোত্র হেমন্তকালে আমাদিগকে দ্বাদশ-বার্ষিকী তৃপ্তি প্রদান করে। এই শুভ স্তোত্র শীতকালে আমাদিগকে চতুর্বিংশতি-বর্ষব্যাপিনী তৃপ্তি প্রদান করে। বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে শ্রাদ্ধকর্ম্মে এই স্তোত্র আমাদিগকে ষোড়শ বার্ষিকী তৃপ্তি প্রদান করে। হে রুচে! বর্ষাকালে বা অঙ্গহীন শ্রাদ্ধ করিলে এই স্তোত্র পাঠ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্যে আমা-দিগের অক্ষয়া তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। শরৎকালীন শ্রাদ্ধকালে পুরুষগণ কর্ত্তৃক পঠিত এই স্তোত্র আমাদিগকে পঞ্চদশ-বার্ষিকী তৃপ্তি প্রদান করে। যে গৃহে এই স্তোত্র লিখিত হইয়া নিত্যকালই অবস্থিত; সেই গৃহে শ্রাদ্ধকালে আমরা উপস্থিত হই, সুতরাং হে মহাভাগ! শ্রাদ্ধকালে ভোজন-কারী ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে আমাদিগের পুষ্টি-

---

* ইতঃ পরং—যথেত্যাদি—গতা ইত্যন্তঃ সার্দ্ধশ্লোকোঽয়ং কচিৎ কচিৎ পুস্তকে ন দৃশ্যতে যথা গয়াকৃতং শ্রাদ্ধং পুষ্করে তু তথৈব চ।

কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে চ তথা স্তোত্রে শ্রুতে ধৃতে
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ পিতরঃ সিদ্ধিমাগতাঃ ॥৩১

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে রৌচ্যে মন্বন্তরে
পিতৃবরপ্রদানং নাম সপ্তনবতি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততস্তস্মান্নদীমধ্যাৎ সমুত্তস্থৌ মনোরমা ।
প্রম্লোচা নাম তন্বঙ্গী তৎসমীপে বরাপ্সরাঃ ॥১
সা চোবাচ মহাত্মানং রুচিং সুমধুরাক্ষরম্ ।
প্রশ্রয়াবনতা সুভ্রূঃ প্রম্লোচা সৈব বরাপ্সরাঃ ॥ ২
অতীব রূপিণী কন্যা মৎসুতা তপতাং বর ।
জাতা বরুণপুত্রেণ পুষ্করেণ মহাত্মনা ॥ ৩
তাং গৃহাণ ময়া দত্তাং ভার্য্যার্থে বরবর্ণিনীম্ ।
মনুর্মহামতিস্তস্যাং সমুৎপৎস্যতি তে সুতঃ ॥ ৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তথেতি তেন সাপ্যুক্তা তস্মাৎ তোয়াদপুষ্মতীম্
উজ্জহার ততঃ কন্যাং মালিনীং নাম নামতঃ ॥৫
নদ্যাশ্চ পুলিনে তস্মিন স রুচির্মুনিসত্তমঃ ।
জগ্রাহ পাণিং বিধিবৎ সমানায্য মহামুনীন্ ॥৬
তস্যাং তস্য সুতো জজ্ঞে মহাবীর্য্যো মহামতিঃ
রৌচ্যোঽভবৎ পিতুর্নাম্না খ্যাতোঽত্র বসুধাতলে ॥ ৭
তস্য মন্বন্তরে দেবাস্তথা সপ্তর্ষযশ্চ যে ।
তনযাশ্চ নৃপাশ্চৈব তে সম্যক্ কথিতাস্তব ॥ ৮
ধর্ম্মবৃদ্ধিস্তথারোগ্যং ধনধান্যসুতোদ্ভবঃ ।
নৃণাং ভবত্যসন্দিগ্ধমস্মিন্ মন্বন্তরে শ্রুতে ॥ ৯
পিতৃস্তবং তথা শ্রুত্বা পিতৄণাঞ্চ তথা গণান্ ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি তৎপ্রসাদান্মহামুনে ॥১০

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে রৌচ্যমন্বন্তরে
মালিনীপরিণয়ো নামাষ্টনবতি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮ ॥

হেতু এই স্তোত্র তুমি শ্রবণ করাইবে। গয়া, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, ও নৈমিষারণ্যে শ্রাদ্ধ করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, এই স্তোত্র শ্রবণ এবং অবগমন করিলে তদ্রূপ ফললাভ হয়। পিতৃগণ তাঁহাকে এইরূপ বরদান করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ রুচি বিবাহ করিবেন জানিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ৩০—৩১।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর সেই নদী-মধ্য হইতে প্রম্লোচা নাম্নী ক্ষীণাঙ্গী মনোহারিণী শ্রেষ্ঠা অপ্সরোরমণী সেই রুচির সমীপে উপস্থিত হইল। পরে বরাপ্সরা প্রম্লোচা সুন্দরী, প্রশ্রয়াবনতা হইয়া মাহাত্মা রুচিকে সুমধুর-বাক্যে কহিল, হে তাপসশ্রেষ্ঠ ! বরুণপুত্র মহাত্মা পুষ্করকর্তৃক জনিতা অতীব সৌন্দর্য্যশালিনী আমার একটী কন্যা আছে। আমি সেই বরবর্ণিনীকে দান করিতেছি, আপনি তাহাকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করুন। তাহার গর্ভে তোমার পুত্র মনু জন্মগ্রহণ করিবেন। ১—৪। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, রুচি তাহাকে "তাহাই হউক" বলিলে, সেই প্রম্লোচা জল হইতে সুন্দরকান্তিবিশিষ্টা মালিনী নাম্নী কন্যাকে উদ্ধার করিল। মুনি-বর রুচি সেই নদীর পুলিনে মহামুনিগণকে আনয়ন করিয়া বিধিবৎ তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহার গর্ভে মাহাত্মা রুচির এক মহাবীর্য্য মহামতি পুত্র জন্মিল। সেই পুত্র পিতৃনামানুসারে রৌচ্য নামে বসুধাতলে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার মন্বন্তরে দেব-গণ, সপ্তর্ষি এবং তাহার পুত্র সকলের বিষয় তোমার নিকট সম্যক্‌রূপে বলা হইয়াছে। এই মন্বন্তরের বিষয় শ্রবণ করিলে মনুষ্যগণের ধর্ম্ম বৃদ্ধি, আরোগ্য, ধন, ধান্য ও পুত্রোৎপত্তি হয়। হে মহামুনে! পিতৃস্তব এবং পিতৃগণের গণ শ্রবণ

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ পরন্তু ভৌত্যস্য সমুৎপত্তিং নিশাময়।
দেবানৃষীংস্তথা পুত্রাংস্তথৈব বসুধাধিপান্॥১
বভূবাঙ্গিরসঃ শিষ্যো ভূতির্নাম্নাতিকোপনঃ।
চণ্ডশাপপ্রদোঽল্পেঽর্থে মুনিরাগস্যসৌম্যবাক্॥
তস্যাশ্রমে মাতরিশ্বা ন ববাবতিনিষ্ঠুরম্।
নাতিতাপং রবিশ্চক্রে পর্জ্জন্যো নাতিকর্দ্দমম্॥
নাতিশীতঞ্চ শীতাংশুঃ পরিপূর্ণোঽপি রশ্মিভিঃ
চকার ভীত্যা বৈ তস্য কোপনস্যাতিতেজসঃ॥
ঋতবশ্চ ক্রমং ত্যক্ত্বা বৃক্ষেষ্বাশ্রমজন্মসু।
তস্য পুষ্পফলং চক্রুরাজ্ঞয়া সার্ব্বকালিকম্॥ ৫
মৃদুরাপশ্চ ছন্দেন তস্যাশ্রমসমীপগাঃ।
কমণ্ডলুগতাশ্চৈব ভূতেভীতা * মহাত্মনঃ॥ ৬
নাতিক্লেশসহো বিপ্র সোঽভবৎ কোপনো ভৃশম্।
অপুত্রশ্চ মহাভাগঃ স তপস্তকরোন্মনঃ॥ ৭
পুত্রকামো যতাহারঃ শীতবাতানলাহতঃ।
তপস্যামি বিচিন্ত্যেতি তপস্যেব মনো দধে॥৮
তস্যেন্দুর্নাতিশীতায় নাতিতাপায় ভাস্করঃ।
অভবন্মাতরিশ্বা চ ববৌ নাতি মহামুনে॥ ৯
আপীড্যমানো দ্বন্দ্বৈশ্চ স ভূতির্মুনিসত্তমঃ।
অনবাপ্যাভিলাষং তং তপসঃ সংন্যবর্ত্তত॥১০
তস্য ভ্রাতা সুবর্চ্চাভূদ্‌যজ্ঞে তেনাভিমন্ত্রিতঃ।
যিযাসুঃ শান্তিনামানং শিষ্যমাহ মহামতিম্॥১১
প্রশান্তমক্ষপ্রতিমং বিনীতং গুরুকর্ম্মণি।
সদোদ্যুক্তং শুভাচারমুদারং মুনিসত্তমম্॥১২

ভূতিরুবাচ।

অহং যজ্ঞং গমিষ্যামি ভ্রাতুঃ শান্তে সুবর্চ্চসঃ।

করিলে, তাঁহাদিগের সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয়। ৫—১০।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৮।

নবনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তৎপর ভৌত্য মনুর উৎপত্তি এবং সেই মন্বন্তরের দেবগণ, ঋষিগণ ও তাঁহার বসুধাধিপতি পুত্রগণের বিষয় শ্রবণ কর। মুনিশ্রেষ্ঠ অঙ্গিরার ভূতি-নামা এক পুত্র ছিলেন, তিনি অতি কোপন-স্বভাব, অল্পার্থে তীক্ষ্ণ অভিশাপ-দায়ক এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকেও তিনি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন। সেই কোপন-স্বভাব অতিতেজা ঋষির ভয়ে তাঁহার আশ্রমে বায়ু অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রবাহিত হইতেন না; সূর্য্য অতি প্রখর উত্তাপ প্রদান করিতেন না, পর্জ্জন্য দেবও সাতিশয় জলবর্ষণে কর্দ্দম করিতেন না এবং পরিপূর্ণ শীতাংশু অংশু দ্বারা অতি শীতল করিতেন না। তাঁহার আজ্ঞানুসারে ঋতুগণ পর্য্যায় ত্যাগ করিয়া তাঁহার আশ্রমজাত বৃক্ষে সার্ব্বকালিক ফল-পুষ্প উৎপাদন করিত। আশ্রম-সমীপগামী জল মহাত্মা ভূতির ভয়ে তাঁহার ইচ্ছানুসারে মৃদুত্বমধ্যে তাঁহার কমণ্ডলুগত হইত। হে বিপ্র! সেই অত্যন্ত কোপনস্বভাব মুনি অতিক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। তথাপি সেই মহাভাগ অপুত্রক বলিয়া তপস্যা করিতে মনন করিলেন। সেই পুত্রকাম ঋষি "সংযতাহার ও শীতবাতানলহত হইয়া তপস্যাতেই মনোযোগ করিলেন। ১—৮। হে মহামুনে! তাঁহার পক্ষে চন্দ্র অতি শীত-কারণ কিংবা সূর্য্য অতি তাপকারণ হন নাই এবং বায়ুও অতি প্রবলভাবে প্রবাহিত হন নাই। সেই মুনিসত্তম ভূতি দ্বন্দ্বভাব দ্বারা নিপীড়িত হইয়াও সেই অভিলষিত প্রাপ্ত না হওয়ায় তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। সুবর্চ্চা নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনি তৎকর্ত্তৃক যজ্ঞে অভিমন্ত্রিত হন। পরে তথায় গমনেচ্ছু হইয়া মহামতি, প্রশান্ত, অক্ষপ্রতিম গুরুকার্য্যে বিনীত সদা উদ্‌যুক্ত ও শুভাচার, উদার, শান্তিনামা

---

* তস্য ভীতা ইতি বা পাঠঃ।

তেনাহূতস্ত্বয়া চেহ যৎ কর্ত্তব্যং শৃণুষ্ব তৎ ॥ ১৩
প্রতি জাগরণং বহ্নেস্ত্বয়া কার্য্যং মমাশ্রমে।
তথা তথা প্রযত্নেন যথাগ্নির্ন শমং ব্রজেৎ ॥১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যাজ্ঞাপ্য তথেত্যুক্তো গুরুঃ শিষ্যেণ শান্তিনা।
জগাম যজ্ঞং তং ভ্রাতুরাহূতঃ স যবীয়সা ॥১৫
স চ শান্তির্বনাদ্‌যাবৎ সমিৎপুষ্পফলাদিকম্।
উপানয়তি ভৃত্যর্থং গুরোস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১৬
অন্যচ্চ কুরুতে কর্ম্ম গুরুভক্তিবশানুগঃ।
প্রশান্তস্তাবদনলো যোঽসৌ ভূতিপরিগ্রহঃ ॥১৭
তং দৃষ্ট্বা সোঽনলং শান্তং শান্তিরত্যন্তদুঃখিতঃ
ভীতশ্চ ভূতের্বহুধা চিন্তামাপ মহামতিঃ॥ ১৮
কিং করোমি কথং বাত্র ভবিতাগমনং গুরোঃ।
ময়াদ্য প্রতিপত্তব্যং কিং কৃতে সুকৃতং ভবেৎ

প্রশান্তাগ্নিমিমং দৃষ্ট্বা যদি পশ্যতি মে গুরুঃ।
ততো মাং বিষমে হ্যদ্য ব্যসনে সন্নিযোক্ষ্যতি ॥
যদ্যন্যমগ্নিমত্রাহমগ্নিস্থানে করোমি তৎ।
সর্ব্বং প্রত্যক্ষদৃগ্‌ভস্ম সোঽবশ্যং মাং করিষ্যতি
সোঽহং পাপো গুরোস্তস্য নিমিত্তং কোপ-
শাপয়োঃ ॥ ২২
তথাত্মানং ন শোচামি যথা পাপং কৃতং গুরোঃ
দৃষ্ট্বা প্রশান্তমনলং নূনং শপ্স্যতি মাং গুরুঃ।
অথবা পাবকঃ ক্রুদ্ধস্তথাবীর্য্যো হি স দ্বিজঃ ॥২৩
যস্য প্রভাবাদ্বিভ্যন্তো দেবাস্তিষ্ঠন্তি শাসনে।
কৃতাগসং স মাং যুক্ত্যা কয়া নাধর্ষয়িষ্যতি ॥ ২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বহুধৈবং বিচিন্ত্যাসৌ ভীতস্তস্য সদা গুরোঃ।
যযৌ মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ শরণং জাতবেদসম্ ॥২৫
স চকার তদা স্তোত্রং সপ্তার্চ্চের্যতমানসঃ।

মুনিশ্রেষ্ঠ শিষ্যকে বলিলেন, হে শান্তে! ভ্রাতা সুবর্চ্চা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আমি তাঁহার যজ্ঞে গমন করিব। এক্ষণে তোমার এস্থলে যাহা কর্ত্তব্য, শ্রবণ কর। তুমি আমার আশ্রমে প্রত্যহ অগ্নি জাগাইয়া রাখিবে এবং যাহাতে অগ্নি শান্তি প্রাপ্ত (নির্ব্বাপিত) না হয়, তাহা করিবে। ৯—১৪। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, গুরু কর্ত্তৃক এইরূপ আজ্ঞাপিত হইয়া শিষ্য শান্তি "তাহাই হইবে" এই কথা বলিলে, ভূতি কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ভ্রাতার সেই যজ্ঞে গমন করিলেন। সেই শান্তি যখন মহাত্মা গুরুর অগ্নি পোষণের জন্য বন হইতে সমিধ্‌ পুষ্প ফলাদি আহরণ করিতেছেন এবং গুরুভক্তিবশবর্ত্তী হইয়া অন্য কার্য্য সম্পাদন করিলেন, সেই সময়ের মধ্যে এই ভূতি-পরিগ্রহ অনল নির্ব্বাণ হইল। সেই মহামতি শান্তি অনলকে শান্ত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ভূতির ভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন কি করি? এস্থানে কি প্রকারেই বা গুরুর আগমন হইবে? এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য; কি করিলে ভাল হয়? যদি আমার গুরু এই অগ্নিকে গৃহে প্রশান্ত দেখেন, তাহা হইলে অদ্য আমাকে বিষম ব্যসনে নিশ্চয়ই নিয়োজিত করিবেন। যদি আমি এই অগ্নিস্থানে অন্য অগ্নি সংস্থাপিত করি, তাহা হইলে সেই প্রত্যক্ষদর্শী মুনি আমাকে নিশ্চয়ই ভস্ম করিবেন। এই পাপাত্মা আমি সেই গুরুর কোপ ও শাপের হেতুভূত আত্মবিষয়ে সেরূপ শোক করি না, কিন্তু কেমন করিয়া গুরুর নিকট পাপ করিব, তাহাতেই শোক করিতেছি! গুরু অনলকে প্রশান্ত দেখিয়া নিশ্চয়ই আমাকে শাপ প্রদান করিবেন কিংবা পাবকই ক্রুদ্ধ হইবেন অর্থাৎ তাঁহার ভয়ে অগ্নিও আমাকে শাপ দিতে পারেন; কারণ আমার গুরুর তাদৃশ বীর্য্যও আছে। দেবগণ যাঁহার প্রভাবে ভীত হইয়া শাসনাধীন হইয়াছেন, তিনি আমাকে কৃতাপরাধ দেখিয়া কি যুক্তি দ্বারা অবমানিত না করিবেন?" মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সেই গুরুর ভয়ে সদা ভীত সেই মতিমদ্বর শান্তি এইরূপ বহু চিন্তা করিয়া জাতবেদাঃ অগ্নির শরণাপন্ন হইলেন। তদনন্তর সেই শান্তি সংযত-মানস, একাগ্রচিত্ত,

স চৈকচিত্তো মেদিন্যাং ন্যস্তজানুঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
শান্তিরুবাচ।
ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানাং সাধনায় মহাত্মনে।
একদ্বিপঞ্চধিষ্ণ্যায় রাজসূয়ে ষড়াত্মনে॥ ২৭
নমঃ সমস্তদেবানাং বৃত্তিদায় সুবর্চ্চসে।
শুক্ররূপায় জগতামশেষাণাং স্থিতিপ্রদঃ॥২৮
ত্বং মুখং সর্ব্বদেবানাং ত্বয়াত্তং ভগবান্ হবিঃ।
প্রীণয়ত্যখিলান্ দেবান্ ত্বৎপ্রাণাঃ সর্ব্বদেবতাঃ
হুতং হবিস্ত্বয্যমলমেধত্বমুপগচ্ছতি।
ততশ্চ জলরূপেণ পরিণামমুপৈতি যৎ॥ ৩০
তেনাখিলৌষধীজন্ম ভবত্যনিলসারথে।
ওষধীভিরশেষাভিঃ সুখং জীবন্তি জন্তবঃ॥৩১
বিতন্বতে নরা যজ্ঞান্ ত্বৎসৃষ্টাস্বোষধীষু চ।
যজ্ঞৈর্দেবাস্তথা দৈত্যাস্তদ্বদ্রক্ষাংসি পাবক॥ ৩২
আপ্যায়্যন্তে চ তে যজ্ঞাস্তদাধারা হুতাশন।
অতঃ সর্ব্বস্য যোনিস্ত্বং বহ্নে সর্ব্বময়স্তথা॥ ৩৩
দেবতা দানবা যক্ষা দৈত্যা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
মানুষাঃ পশবো বৃক্ষা মৃগ-পক্ষি-সরীসৃপাঃ॥৩৪
আপ্যায়্যন্তে ত্বয়া সর্ব্বে সংবর্দ্ধ্যন্তে চ পাবক।
ত্বত্ত এবোদ্ভবং যান্তি ত্বয্যন্তে চ তথা লয়ম্॥
অপঃ সৃজসি দেব ত্বং ত্বমৎসি পুনরেব তাঃ।
পচ্যমানাস্ত্বয়া তাশ্চ প্রাণিনাং পুষ্টিকারণম্॥৩৬
দেবেষু তেজোরূপেণ কান্ত্যা সিদ্ধেষ্ববস্থিতঃ।
বিষরূপেণ নাগেষু বায়ুরূপঃ পতত্রিষু॥ ৩৭
মনুজেষু ভবান্ ক্রোধো মোহঃ পক্ষি-মৃগাদিষু
অবষ্টম্ভোঽসি তরুষু কাঠিন্যং ত্বং মহীং প্রতি
জলে দ্রবত্বং ভগবান্ জবরূপী তথানিলে।
ব্যাপিত্বেন তথৈবাগ্নে নভস্যাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥৩৯
ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পালয়ন্।
ত্বামেকমাহুঃ কবয়স্ত্বামাহুস্ত্রিবিধং পুনঃ॥ ৪০

ধরাবলম্বিত-জানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া সপ্তশিখবিশিষ্ট অগ্নির স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। ১৫—২৬। শান্তি বলিলেন, যিনি যাবতীয় প্রাণীর সাধন; যিনি মহাত্মা, যিনি এক, দুই ও পঞ্চরূপী, এবং যিনি রাজসূয় যজ্ঞে ষড়্মূর্ত্তিধারী, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি সমস্ত দেবগণের বৃত্তি প্রদান করেন, যিনি সুবর্চ্চাঃ এবং যিনি অশেষ জগতের স্থিতি প্রদান করেন, সেই শুক্ররূপী তোমায় নমস্কার। তুমি সর্ব্বদেবতার মুখস্বরূপ; ভগবান্ তোমা দ্বারা ঘৃত পান করিয়া অখিল দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করেন। তুমিই সর্ব্বদেবতার প্রাণস্বরূপ। তোমাতে হবিঃ হুত হইয়া অমল মেধত্ব প্রাপ্ত হয়, তৎপরে তাহা জলরূপে পরিণত হয়। হে অনিলসারথে! তাহা দ্বারাই অখিল ওষধির জন্ম হয় এবং ঐ অখিল ওষধি দ্বারাই জীবগণ সুখে জীবিত থাকে। ২৭—৩১। হে পাবক! মনুষ্যগণ তোমার সৃষ্ট ওষধিতে যে যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞ দ্বারাই দেবতা দৈত্য ও রাক্ষসগণ আপ্যায়িত হন; হে হুতাশন! তুমি সেই সকল যজ্ঞের আধারস্বরূপ; অতএব হে বহ্নে! তুমিই সকলের উৎপাদক ও সর্ব্বময়। হে পাবক! দেবতা, দানব, যক্ষ, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, মানুষ, পশু, বৃক্ষ, মৃগ, পক্ষী, ও সরীসৃপগণ তোমা কর্তৃকই আপ্যায়িত হন, সম্বন্ধ বিশিষ্ট হন এবং তোমা হইতেই উদ্ভূত হইয়া শেষে তোমাতেই বিলীন হইয়া থাকেন। হে দেব! তুমিই জল সৃষ্টি কর এবং পুনরায় তুমিই তাহা পান কর, আর তোমা কর্তৃকই তাহা পচ্যমান হইয়া প্রাণিগণের পুষ্টিকারক হয়। হে ভগবন্ অগ্নে! তুমি দেবগণে তেজোরূপে, সিদ্ধগণে কান্তিরূপে, নাগগণে বিষরূপে পক্ষিগণে বায়ুরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ। হে দেব! তুমিই মনুষ্যগণে ক্রোধরূপে, পক্ষী ও মৃগাদিতে মোহরূপে, তরুগণে অবষ্টম্ভরূপে, মহীতে কাঠিন্যরূপে এবং জলে দ্রবত্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ। তুমিই অনিলে বেগরূপে ও নভস্তলে ব্যাপিত্বরূপে আত্মাকে ব্যবস্থিত করিয়াছ। হে অগ্নে! তুমিই পালন করিতে করিতে সকল জীবগণের অন্তরে বিচরণ কর। কবিগণ

ত্বামষ্টধা কল্পয়িত্বা যজ্ঞমাদ্যমকল্পয়ন।
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ॥ ৪১
ত্বামৃতে হি জগৎ সর্ব্বং সদ্যো নশ্যেদ্ধুতাশন
তুভ্যং কৃত্বা দ্বিজাঃ পূজাং স্বকর্ম্মবিহিতাং গতিম্
প্রযান্তি হব্যকব্যাদ্যৈঃ স্বধাস্বাহাভ্যুদীরণাৎ।
পরিণামাত্মবীর্য্যা হি প্রাণিনামমরার্চ্চিত॥৪৩
দহন্তি সর্ব্বভূতানি ততো নিষ্ক্রম্য হেতয়ঃ।
জাতবেদস্তবৈবেয়ং বিশ্বসৃষ্টির্মহাদ্যুতে॥ ৪৪
তবৈব বৈদিকং কর্ম্ম সর্ব্বভূতাত্মকং জগৎ।
নমস্তেঽনল পিঙ্গাক্ষ নমস্তেঽস্তু হুতাশন॥৪৫
পাবকাদ্য নমস্তেঽস্তু নমস্তে হব্যবাহন।
ত্বমেব ভুক্তপীতানাং পাবনাদ্বিশ্বপাবকঃ॥ ৪৬
শস্যানাং পাককর্ত্তা ত্বং পোষ্টা ত্বং জগতস্তথা।
ত্বমেব মেঘস্ত্বং বায়ুস্ত্বং বীজং শস্যহেতুকম্॥৪৭

তোমাকে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন কিন্তু তাঁহারাই আবার তোমাকে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ৩২—৪০। কবিগণ তোমাকে অষ্টধা কল্পিত করিয়া আদ্য যজ্ঞ কল্পনা করেন। তোমাকর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা পরমর্ষিগণ বলেন। হে হুতাশন! তোমা বিনা সমস্ত জগৎ সদ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দ্বিজগণ তোমাকে হব্য-কব্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া স্বধা স্বাহা উচ্চারণ হেতু স্বকর্ম্মবিহিত গতি প্রাপ্ত হন। হে অমরার্চ্চিত! প্রাণিগণের পরিণামাত্মা বীর্য্যস্বরূপ অগ্নিশিখা সকল তোমা হইতেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভূতগণকে দগ্ধ করে। হে মহাদ্যুতে জাতবেদঃ! এই বিশ্ব তোমারই সৃষ্টি! হে অনল! বৈদিক কর্ম্ম ও সর্ব্বভূতাত্মক জগৎ তোমায় আয়ত্ত। হে পিঙ্গাক্ষ অনল। তোমায় নমস্কার করি, হে হুতাশন! তোমাকে প্রণাম করি, হে আদ্য! হে পাবক! তোমায় প্রণাম করি। হে হব্যবাহন তোমায় প্রণিপাত করি। তুমিই ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের পাচনহেতু বিশ্বপাবক, তুমিই শস্যের পাককর্ত্তা এবং জগতের পুষ্টিবিধায়ক। তুমিই মেঘ, তুমিই বায়ু, তুমিই শস্যোৎপাদক বীজ, এবং

পোষায় সর্ব্বভূতানাং ভূতভব্যভবো হ্যসি।
ত্বং জ্যোতিঃ সর্ব্বভূতেষু ত্বমাদিত্যো বিভাবসুঃ
ত্বমহস্ত্বং তথা রাত্রিরুভে সন্ধ্যে তথা ভবান্।
হিরণ্যরেতাস্ত্বং বহ্নে হিরণ্যোদ্ভবকারণম্॥৪৯
হিরণ্যগর্ভশ্চ ভবান্ হিরণ্যসদৃশপ্রভঃ;
ত্বং মুহূর্ত্তঃ ক্ষণশ্চ ত্বং ত্বং ত্রুটিস্ত্বং তথা লবঃ॥
কলা-কাষ্ঠা-নিমেষাদিরূপেণাসি জগৎপ্রভো।
ত্বমেতদখিলং কালং পরিণামাত্মকো ভবান্॥৫১
যা জিহ্বা ভবতঃ কালী কালনিষ্ঠাকরী প্রভো।
ভয়ান্নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ॥৫২
করালী নাম যা জিহ্বা মহাপ্রলয়কারণম্।
তথা নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ॥
মনোজবা চ যা জিহ্বা লাঘমাগুণলক্ষণা।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ॥
করোতি কামং ভূতেভ্যো যা তে জিহ্বা সুলোহিতা।

তুমিই সর্ব্বভূতের পোষণ জন্য ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানরূপী। তুমিই সর্ব্বভূতে জ্যোতিঃস্বরূপ এবং তুমিই আদিত্য সূর্য্য। তুমিই দিন, তুমিই রাত্রি এবং তুমিই উভয় সন্ধ্যা। হে বহ্নে! তুমিই হিরণ্যরেতাঃ এবং হিরণ্যোৎপাদনকারী। তুমিই হিরণ্য-গর্ভ এবং হিরণ্যসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট। তুমিই মুহূর্ত্ত, তুমিই ক্ষণ, তুমিই ত্রুটি এবং তুমিই লব। হে জগৎপ্রভো! তুমিই কলা-কাষ্ঠানিমেষাদিরূপে পরিমাণাত্মক অনন্ত কাল। হে প্রভো! আপনার যে কাল-নিষ্ঠাকরী কালী জিহ্বা আছে, তদ্দ্বারা হে দেব। পাপ-ভয় ও ঐহিক মহাভয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন। মহাপ্রলয়কারণ করালী নামে আপনার জিহ্বা আছে, তদ্দ্বারা ঐহিক মহাভয় ও পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ৪১—৫৩। লঘিমা, গুণাবিশিষ্টা ও মনোজবা নামে আপনার যে জিহ্বা আছে, তদ্দ্বারা ঐহিক মহাভয় ও পাপ হইতে আমায় রক্ষা করুন। আপনার সুলোহিতা নাম্নী জিহ্বা

তয়া ন পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ ॥
সধূম্রবর্ণা যা জিহ্বা প্রাণিনাং রোগদাহিকা।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ ॥
স্ফুলিঙ্গিনী চ যা জিহ্বা যতঃ সকলপুদ্গলাঃ।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ ॥
যা তে বিশ্বা সদা জিহ্বা প্রাণিনাং শর্ম্মদায়িনী
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ ॥
পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব কৃষ্ণবর্ণ হুতাশন।
ত্রাহি মাং সর্ব্বদোষেভ্যঃ সংসারাদুদ্ধরেহ মাম্
প্রসীদ বহ্নে সপ্তার্চ্চিঃ কৃশানো হব্যবাহন।
অগ্নি-পাবক-শুক্রাদি-নামাষ্টভিরুদীরিতঃ ॥ ৬০
অগ্নেহগ্রে সর্ব্বভূতানাং সমুদ্ভূত বিভাবসো।
প্রসীদ হব্যবাহাখ্য অভিষ্টুত ময়াব্যয়ঃ ॥ ৬১

ভূতগণের কামনাপূরণ করে, তদ্দ্বারা ঐহিক মহাভয় ও পাপ হইতে আমায় রক্ষা করুন। সুধূম্রবর্ণা নামে আপনার যে জিহ্বা প্রাণিগণের রোগ দগ্ধ করে, তদ্দ্বারা ঐহিক মহাভয় ও পাপ হইতে আমায় রক্ষা করুন। আপনার স্ফুলিঙ্গিনী নাম্নী যে জিহ্বা হইতে যাবতীয় পুদ্গল অর্থাৎ আত্মা ও দেহ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা ঐহিক মহাভয় ও পাপ হইতে আমায় রক্ষা করুন। আপনার বিশ্বা নামে যে জিহ্বা প্রাণিগণের মঙ্গল বিধান করে, তদ্দ্বারা আমায় ঐহিক মহাভয় ও পাপ হইতে রক্ষা করুন। হে হুতাশন! আপনার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, গ্রীবা লোহিতবর্ণ ও আপনি স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ। আপনি আমাকে সর্ব্ব প্রকার দোষ হইতে ত্রাণ করুন এবং আমাকে এই সংসার হইতে উদ্ধার করুন। হে বহ্নে! আপনি সপ্তার্চ্চিঃ, হব্যবাহন, কৃশানু, অগ্নি, পাবক, শুক্র প্রভৃতি অষ্ট নামে কথিত হন, আপনি প্রসন্ন হউন। হে অগ্নে! আপনি সমস্ত ভূত্যগণের অগ্রে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। হে বিভাবসো! হে অব্যয় হব্যবাহ! আমি আপনার স্তব করিতেছি, আপনি তুষ্ট হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন

ত্বমক্ষয়ঃ বহ্নিরচিন্ত্যরূপঃ
সমৃদ্ধিমান্ দুষ্প্রসহোঽতিতীব্রঃ।
ত্বমব্যয়ং ভীমমশেষলোকং
সমূর্ত্তকো হন্ত্যথবাতিবীর্য্যঃ ॥ ৬২
ত্বমুত্তমং সত্ত্বমশেষসত্ত্ব-
হৃৎপুণ্ডরীকস্থমনন্তমীড্যম্।
ত্বয়া ততং বিশ্বমিদং চরাচরং
হুতাশনৈকো বহুধা ত্বমত্র ॥ ৬৩
ত্বমক্ষয়ঃ সগিরিবনা বসুন্ধরা
নভঃ সসোমার্কমহর্দিবাখিলম্।
মহোদধের্জঠরগতশ্চ বাড়বো
ভবান্ বিভূত্যা পরয়া করে স্থিতঃ ॥ ৬৪
হুতাশনস্ত্বমিতি সদাভিপূজ্যসে
মহাক্রতৌ নিয়মপরৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অভিষ্টুতঃ পিবসি চ সোমমধ্বরে
বষট্কৃতান্যপি চ হবীংষি ভূতয়ে ॥ ৬৫

হউন। হে বহ্নে! আপনার ক্ষয় নাই, আপনার রূপ চিন্তার অবিষয়; আপনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন, দুষ্প্রসহ ও অতিতীব্র। মূর্ত্তিমান্ হইলে আপনি এতাদৃশ বলশালী হন যে, অব্যয় ও ভীমরূপ নিখিল জগৎও নাশ করিয়া থাকেন। হে হুতাশন! আপনি উত্তম সত্ত্ব ও নিখিল প্রাণিগণের হৃৎপুণ্ডরীক-স্বরূপ এবং আপনি সকলের উপাস্য অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ। আপনিই ব্রহ্মস্বরূপে এই চরাচর বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, অতএব আপনি এক হইয়াও বহু প্রকারে এই সংসারে অবস্থান করিতেছেন। ৫৪—৬৩। হে অনল! আপনি অক্ষয়; আপনি গিরি-বন-সমন্বিতা বসুন্ধরা-স্বরূপা; আপনি চন্দ্র-সূর্য্য-সংযুক্ত অখিল নভঃস্বরূপ; আপনি দিবারাত্রি প্রভৃতি নিখিল কালস্বরূপ। আপনিই মহাসমুদ্র-গর্ভে বাড়বাগ্নি; আপনিই পরম বিভূতি দ্বারা সর্ব্বকিরণে অবস্থিত। হে হুতাশন! আপনি হুত হবিঃ ভোজন করেন বলিয়া নিয়ম-পরায়ণ মহর্ষিগণ মহাযজ্ঞে আপনাকে সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকেন এবং আপনিও

ত্বং বিপ্রৈঃ সততমিহেজ্যসে ফলার্থং
বেদাঙ্গেষথ সকলেষু গীয়সে ত্বম্।
তদ্ধেতোর্যজনপরায়ণা দ্বিজেন্দ্রা
বেদাঙ্গান্যধিগময়ন্তি সর্ব্বকালে॥ ৬৬
ত্বং ব্রহ্মা যজনপরস্তথৈব বিষ্ণু-
র্ভূতেশঃ সুরপতিরর্য্যমা জলেশঃ।
সূর্য্যেন্দূ সকলসুরাসুরাশ্চ হব্যৈঃ
সন্তোষ্যাভিমতফলান্যথাপ্নুবন্তি॥ ৬৭
অর্চ্চির্ভিঃ পরমমহোপঘাতদুষ্টং
সংস্পৃষ্টং তব শুচি জায়তে সমস্তম্।
স্নানানাং পরমমতীব ভস্মনা সৎ
সন্ধ্যায়াং মুনিভিরতীব সেব্যসে তৎ॥ ৬৮
প্রসীদ বহ্নে শুচিনামধেয়
প্রসীদ বায়ো বিমলাতিদীপ্তে।
প্রসীদ মে পাবক বৈদ্যুতাদ্য
প্রসীদ হব্যাশন পাহি মাং ত্বম্॥ ৬৯
যৎ তে বহ্নে শিবং রূপং যে চ তে সপ্ত হেতয়ঃ
তৈঃ পাহি নঃ স্তুতো দেব পিতা পুত্রমিবাত্মজম্

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভৌত্যমন্বন্তরে
অগ্নিস্তোত্রং নাম নবনবতি-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৯॥

তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া জগতের মঙ্গলের জন্য সোমরস ও বষট্কার সহিত হবিঃ সকল পান করেন। সকল বেদাঙ্গেই আপনি গীত হইয়া থাকেন এবং যজ্ঞপরায়ণ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ আপনার জন্যই সর্ব্বদা বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন করেন। আপনি যজন-পরায়ণ ব্রহ্মা, আপনিই বিষ্ণু ও আপনিই ভূতনাথ মহাদেব। সুরপতি ইন্দ্র, অর্য্যমা, জলেশ্বর বরুণ, সূর্য্য এবং চন্দ্রও আপনি। সুরগণ ও অসুরগণ সকলেই হব্য দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া অভিমত ফল প্রাপ্ত হন। অতীব মহোপঘাত দুষ্ট-যাবতীয় বস্তু আপনার শিখাসংস্পৃষ্ট হইয়া শুচি হয়। বিবিধ স্নানের মধ্যে ভস্ম দ্বারা স্নানই শ্রেষ্ঠ; তজ্জন্য মুনিগণ সন্ধ্যাকালে সেইরূপ স্নান করিয়া থাকেন। হে বহ্নে! এইজন্যই আপনি শুচিনামধারী; আপনি তদ্রূপ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি বিমল ও অতি প্রবল বায়ুস্বরূপ; আপনি তদ্রূপে প্রসন্ন হউন। পাবক! আপনি বৈদ্যুতাগ্নি প্রভৃতি নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন; আপনি তদ্রূপে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে হব্যাশন! আপনি প্রসন্ন হউন ও আমাকে রক্ষা করুন। হে বহ্নে! আপনার যে মঙ্গলময় রূপ এবং যে সপ্ত হেতি (জ্বালা) আছে, হে দেব! আমা কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া তৎসমস্ত দ্বারা পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমনি আমায় রক্ষা করুন। ৬৪—৭০।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৯॥

শততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবং স্তুতস্ততস্তেন ভগবান্ হব্যবাহনঃ।
জ্বালামালাবৃতস্তত্র তস্যাসীদগ্রতো মুনে॥ ১
দেবো বিভাবসুঃ প্রীতস্তোত্রেণানেন বৈ দ্বিজ
তং শান্তিমাহ প্রণতঃ মেঘগম্ভীরবাগথ॥ ২
অগ্নিরুবাচ।
পরিতুষ্টোঽস্মি তে বিপ্র ভক্ত্যা যা তে স্তুতিঃ কৃতা।
বরং দদামি ভবতে প্রার্থ্যতাং যৎ তবেপ্সিতম্

শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনে! শান্তি এইরূপে স্তব করিলে পর ভগবান্ হব্যবাহন অগ্নি জ্বালামালা-পরিবৃত হইয়া তথায় তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। হে দ্বিজ! দেব বিভাবসু এই স্তোত্রে প্রীত হইয়া, সেই প্রণত শান্তিকে মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিলেন, হে বিপ্র! তুমি যে ভক্তিপূর্ব্বক আমার স্তব করিয়াছ, তাহাতে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তোমার

শান্তিরুবাচ।

ভগবন্ কৃতকৃত্যোঽস্মি যৎ ত্বাং পশ্যামি রূপিণম্।
তথাপি ভক্তিনম্রস্য ভবতা শ্রূয়তাং মম॥ ৪
ভ্রাতৃযজ্ঞং গতো দেব মমাচার্য্যো নিজাশ্রমাৎ
আগতশ্চাশ্রমং ধিষ্ট্যং ত্বৎসনাথং স পশ্যতু॥ ৫
মমাপরাধাৎ সন্ত্যক্তং ধিষ্ট্যং যৎ তে বিভাবসো
তৎ ত্বয়াধিষ্ঠিতং সোঽস্য পূর্ব্ববৎ পশ্যতাং দ্বিজঃ
তথান্যদপি মে দেব প্রসাদং কুরুষে যদি।
পুত্রো বিশিষ্টো ভবতু তদপুত্রস্য মে গুরোঃ॥৭
যথা চ মৈত্রীং তনয়ে স করিষ্যতি মে গুরুঃ।
তথা সমস্তসত্ত্বেষু ভবত্বস্য মনো মৃদু॥ ৮
পশ্যতাং স্তোষ্যতে যেন প্রীতিং যাতোঽসি মেঽব্যয়।
স্তোত্রেণ তস্য বরদো ভবেথা মৎপ্রসাদিতঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবঞ্চ শ্রুত্বা বচস্তস্য তমাহ দ্বিজসত্তমম্।
স্তোত্রেণারাধিতো ভূয়ো গুরুভক্ত্যা চ পাবকঃ

অগ্নিরুবাচ।

গুরোরর্থে যতো ব্রহ্মন্ যাচিতং তে বরদ্বয়ম্।
নাত্মার্থং তেন মে প্রীতিস্ত্বয্যতীব মহামুনে॥১১
ভবিষ্যত্যেতদখিলং গুরোঽর্থং প্রার্থিতং ত্বয়া।
মৈত্রী সমস্তভূতেষু পুত্রশ্চাস্য ভবিষ্যতি॥ ১২
মন্বন্তরাধিপঃ পুত্রো ভৌত্যো নাম ভবিষ্যতি।
মহাবলো মহাবীর্য্যো মহাপ্রাজ্ঞো গুরুস্তব॥১৩
অনেন যশ্চ স্তোত্রেণ স্তে য্যতে মাং সমাহিতঃ
তস্যাভিলষিতং সর্ব্বং পুণ্যঞ্চাস্য ভবিষ্যতি॥১৪
যজ্ঞেষু পর্ব্বকালেষু তীর্থেজ্যাহোমকর্ম্মসু।
ধর্ম্মায় পঠতামেতন্মম পুষ্টিকরং পরম্॥ ১৫
অহোরাত্রকৃতং পাপং শ্রুতমেতৎ সকৃদ্দ্বিজ।
নাশয়িষ্যত্যসন্দিগ্ধং মম তুষ্টিকরং পরম্॥ ১৭

অভীপ্সিত বিষয় প্রার্থনা কর। শান্তি বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনাকে মূর্ত্তিমান্ দর্শন করিয়াই আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি। তথাপি আমি ভক্তিনম্র হইয়া বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে দেব! আমার আচার্য্য নিজ আশ্রম হইতে ভ্রাতৃযজ্ঞে গমন করিয়াছেন। তিনি আশ্রমে আগত হইয়া অগ্নিকুণ্ডকে যেন ত্বদ্‌যুক্ত (অগ্নিযুক্ত) দর্শন করেন। হে বিভাবসো! আমার অপরাধ হেতু যে অগ্নিকুণ্ড আপনা কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছে, সেই দ্বিজ তাহা এক্ষণে আপনা-কর্ত্তৃক পূর্ব্বের ন্যায় অধিষ্ঠিত দেখুন। হে দেব! আপনি যদ্যপি প্রসন্ন হন, তবে আমার অন্য প্রার্থনা এই যে, আমার অপুত্রক গুরুর বিশিষ্ট (গুণশালী) পুত্র হউক। আমার গুরু যেমন সেই স্বীয় তনয়ে সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিবেন, তাঁহার মন সেইরূপ সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি মৃদু (স্নেহশালী) হউক। হে অব্যয়! আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন দেখিয়া যে আপনার স্তব করিবে, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনি তাহার সম্বন্ধে সেই স্তোত্র দ্বারা বরদ হইবেন। ১—৯।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পাবক গুরুভক্তি দ্বারা ও এই স্তোত্র দ্বারা আরাধিত হইয়া সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ শান্তির বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি যে গুরুর জন্য দুইটী বর প্রার্থনা করিয়াছ, কিন্তু আত্মার্থ কিছুই প্রার্থনা কর নাই, হে মহামুনে! তাহাতে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি গুরুর জন্য যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তৎসমস্তই হইবে। সমস্ত ভূতেই তাঁহার মৈত্রী হইবে এবং তাঁহার পুত্রও হইবে। তোমার গুরু মহাপ্রাজ্ঞ; তাঁহার মহাবল, মহাবীর্য্য, ভৌত্য নামক মন্বন্তরাধিপতি পুত্র জন্মিবে। আর যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই স্তোত্র দ্বারা স্তব করিবে, তাহার সর্ব্বপ্রকার কামনা পূরণ হইবে এবং পুণ্যসঞ্চয় হইবে। যজ্ঞে, পর্ব্বকালে, তীর্থযজ্ঞে ও হোমকর্ম্মে ধর্ম্মার্থ আমার এই স্তোত্র পাঠ করিলে ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য লাভ হইবে এবং ইহা একবার মাত্র শ্রবণ করিলে দিবাকৃত ও রাত্রিকৃত পাপ নিঃসন্দেহে নষ্ট হইবে। এই স্তব আমার অতিশয় সন্তোষ-

অহোমকালদোষাদীন্ ন যোগ্যেঽপি তৎকৃতৈঃ।
যে দোষাস্তানিদং সদ্যঃ শময়িষ্যতি সংস্তবম্॥
পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যাং পর্ব্বস্বন্যেষু প্রস্তবঃ।
মমৈষ সংস্রুতো মর্ত্ত্যৈর্ভবিতা পাপনাশনঃ॥১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবানগ্নিঃ পশ্যতস্তস্য বৈ মুনে।
বভূবাদর্শনঃ সদ্যো দীপস্থো নির্বৃতো যথা॥ ১৯
স চ শান্তির্গতে বহ্নৌ পরিতুষ্টেন চেতসা।
হর্ষরোমাঞ্চিততনুঃ প্রবিবেশাশ্রমং গুরোঃ॥২০
জাজ্বল্যমানং তত্রাসৌ গুরুধিষ্ণ্যে হুতাশনম্।
দদর্শ পূর্ব্ববৎ প্রাপ ততঃ স পরমাং মুদম্॥২১
এতস্মিন্নন্তরে সোঽপি গুরুস্তস্য মহাত্মনঃ।
ভ্রাতুর্যবীয়সো যজ্ঞাদাজগাম স্বমাশ্রমম্॥ ২২
তস্যাগ্রতশ্চ শিষ্যোঽসৌ চক্রে পাদাভিবন্দনম্।
গৃহীতাসনপূজশ্চ তমাহ স তদা গুরুঃ॥ ২৩
বৎসাতিহার্দ্দং ত্বয়ি মে তথান্যেষু চ জন্তুষু।
ন বেদ্মি কিমিদং ত্বঞ্চেদ্বেৎস্যেতৎ কথয়াশু মে॥
ততঃ স শান্তিস্তৎ সর্ব্বমাচার্য্যায় মহামুনে।
অগ্নিনাশাদিকং বিপ্রঃ সমাচষ্টে যথাতথম্॥২৫
তচ্ছ্রুত্বা স পরিষ্বজ্য স্নেহার্দ্রনয়নো গুরুঃ।
শিষ্যায় প্রদদৌ বেদান্ সাঙ্গোপাঙ্গান্ মহামুনে
ভৌত্যো নাম মনুস্তস্য পুত্রো ভূতেরজায়ত।
তস্য মন্বন্তরে দেবানৃষীন্ ভূপাংশ্চ মে শৃণু॥২৭
ভবিষ্যস্য ভবিষ্যাংস্তু গদতো মম বিস্তরাৎ।
দেবেন্দ্রো যশ্চ ভাবী তা তস্য বিখ্যাতকর্ম্মণঃ॥২৮
চাক্ষুষাশ্চ কনিষ্ঠাশ্চ পবিত্রা ভ্রাজিরাস্তথা।
ধারাবৃকাশ্চ ইত্যেতে পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ॥২৯
শুচারিন্দ্রস্তদা তেষাং ত্রিদশানাং ভবিষ্যতি।
মহাবলো মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বৈরিন্দ্রগুণৈর্যুতঃ॥ ৩০
অগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ শুচির্মুক্তোঽথ মাধবঃ।
শক্রোঽজিতশ্চ সপ্তৈতে তদা সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ॥
গুরুর্গভীরো ব্রধ্নশ্চ ভরতোঽনুগ্রহস্তথা।

জনক। হোমকাল অতীত হইলে বা অনধিকারী ব্যক্তি হোমাদি করিলে যে দোষ হয়, এই স্তব শ্রবণ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে। আমার এই শ্রেষ্ঠ স্তব পূর্ণিমা, অমাবস্যা, অথবা অন্য পর্ব্বকালে শ্রবণ করিলে, মর্ত্ত্যগণের পাপ বিনষ্ট হইবে। ১০—১৯। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনে। দীপস্থ অগ্নি যেমন সহসা নির্ব্বৃত হয়, সেইরূপ ভগবান অগ্নি এই বলিয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। বহ্নি অন্তর্হিত হইলে সেই শান্তি হর্ষ-রোমাঞ্চিত তনু হইয়া গুরুর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সেই শান্তি গুরুর অগ্নিকুণ্ডে বহ্নিকে পূর্ব্ববৎ জাজ্বল্যমান দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে সেই মহাত্মা শান্তির গুরুও কনিষ্ঠ ভ্রাতার যজ্ঞ হইতে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। অগ্রবর্ত্তী হইয়া সেই শিষ্য তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। তদনন্তর গুরু পূজা ও আসন পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে বৎস! তোমার প্রতি এবং অন্যান্য জন্তুগণের প্রতি আমার স্নেহ জন্মিয়াছে। কেন এমন হইল, জানি না। বৎস! তুমি যদি জান, শীঘ্র আমায় বল। হে মহামুনে! তদনন্তর শান্তি নামক সেই বিপ্র অগ্নিনাশাদি সেই সমস্ত ঘটনা আচার্য্যকে যথাযথ বলিলেন। হে মহামুনে! সেই গুরু তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া স্নেহার্দ্রনয়নে শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ সকল প্রদান করিলেন। তদনন্তর সেই ভূতির পুত্র ভৌত্য নামক মনু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বিখ্যাতকর্ম্মা ভবিষ্য মনুর মন্বন্তরে যে সকল দেবগণ, ঋষিগণ, ভূপতিগণ এবং যিনি ইন্দ্র হইবেন, তাঁহাদের বিষয় আমি বিস্তার-পূর্ব্বক বলিতেছি শ্রবণ কর। চাক্ষু, কনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজির ও ধারাবৃক, এই পঞ্চ প্রকার দেবগণ হইবেন। তৎকালে যাবতীয় ইন্দ্র-গুণ-সম্পন্ন মহাবল মহাবীর্য্য 'শুচি' সেই দেবগণের ইন্দ্র হইবেন। ২০—৩০। অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, শুচি, মুক্ত, মাধব, শক্র ও অজিত, এই সাত ঋষিই, তখন সপ্তর্ষি হইবেন। গুরু, গভীর, ব্রধ্ন, ভরত, অনুগ্রহ, শ্রীমানী,

স্রাবানী চ প্রতীরশ্চ বিষ্ণুঃ সংক্রন্দনস্তথা ॥৩২
তেজস্বী সুবলশ্চৈব ভৌত্যস্যৈতে মনোঃ সুতাঃ
চতুর্দ্দশ ময়ৈতত্তে মন্বন্তরমুদাহৃতম্ ॥ ৩৩
শ্রুত্বা মন্বন্তরাণীত্থং ক্রমেণ মুনিসত্তম।
পুণ্যমাপ্নোতি মনুজস্তথাক্ষীণাঞ্চ সন্ততিম্ ॥৩৪
শ্রুত্বা মন্বন্তরং পূর্ব্বং ধর্ম্মমাপ্নোতি মানবঃ।
স্বারোচিষস্য শ্রবণাৎ সর্ব্বকামানবাপ্নুতে ॥ ৩৫
ঔত্তমে ধনমাপ্নোতি জ্ঞানঞ্চাপ্নোতি তামসে।
রৈবতে চ শ্রুতে বুদ্ধিং স্বরূপাং বিন্দতে স্ত্রিয়ম্।
আরোগ্যং চাক্ষুষে পুংসাং শ্রুতে বৈবস্বতে বলম্
গুণবৎপুত্রপৌত্রস্তু সূর্য্যসাবর্ণিকে শ্রুতে॥ ৩৭
মাহাত্ম্যং ব্রহ্মসাবর্ণে ধর্ম্মসাবর্ণিকে শুভম।
মতিমাপ্নোতি মনুজো রুদ্রসাবর্ণিকে জয়ম্॥
জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠো গুণৈর্যুক্তো দক্ষসাবর্ণিকে শ্রুতে।
নিশাত্রয়ত্যরিবলং রৌচ্যং শ্রুত্বা নরোত্তম ॥৩৯
দেবপ্রসাদমাপ্নোতি ভৌত্যে মন্বন্তরে শ্রুতে।
তথাগ্নিহোত্রং পুত্রাংশ্চ গুণযুক্তানবাপ্নুতে ॥ ৪০
সর্ব্বাণ্যনুক্রমাদ্‌যশ্চ শৃণোতি মুনিসত্তম।
মন্বন্তরাণি তস্যাপি শ্রূয়তাং ফলমুত্তমম্ ॥ ৪১
তত্র দেবানৃষীনিন্দ্রান্ মনূংস্তত্তনয়ান্ নৃপান্।
বংশাংশ্চ শ্রুত্বা সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যো বিপ্র
মুচ্যতে ॥ ৪২
দেবর্ষীন্দ্রনৃপাশ্চান্যে যে তন্মন্বন্তরাধিপাঃ।
তে প্রীয়ন্তে তথা প্রীতাঃ প্রযচ্ছন্তি শুভাংমতিম্
ততঃ শুভাং মতিং প্রাপ্য কৃত্বা কর্ম্ম তথা শুভম্
শুভাং গতিমবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৪৪
সর্ব্বে স্বৃথ্বৃতবঃক্ষেম্যাঃসর্ব্বে সৌম্যাস্তথা গ্রহাঃ
ভবন্ত্যসংশয়ং শ্রুত্বা ক্রমান্মন্বন্তরস্থিতিম্ ॥ ৪৫

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে চতুর্দ্দশমন্বন্তর-
কথনং নাম শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

প্রতীর, বিষ্ণু, সংক্রন্দন ও তেজস্বী সুবল; ইঁহারা ভৌত্য মনুর পুত্র হইবেন। এই আমি তোমার নিকট চতুর্দ্দশ মন্বন্তর বর্ণন করিলাম। হে মুনিসত্তম! ক্রমশঃ এই মন্বন্তর সকল শ্রবণ করিলে, মনুষ্যগণ পুণ্য-সঞ্চয়ে সক্ষম হয় এবং তাহাদের বংশ কখন ক্ষীণ হয় না। মনুষ্যগণ, প্রথম মন্বন্তর (স্বায়ম্ভুব) শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। (২) স্বারোচিষ মন্বন্তর শ্রবণে তাহাদের সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয় (৩) ঔত্তম-মন্বন্তর শ্রবণে ধন ও (৪র্থ) তামসমন্বন্তর, শ্রবণে জ্ঞান লাভ হয়; (৫ম) রৈবত-মন্বন্তর শ্রবণে বুদ্ধি ও সুরূপা স্ত্রী লাভ হয়। (৬ষ্ঠ) চাক্ষুষ-মন্বন্তর শ্রবণে পুরুষগণ আরোগ্য লাভ করে, (৭ম) বৈবস্বত মন্বন্তর শ্রবণে বল এবং (৮ম) সূর্য্যসাবর্ণিক মন্বন্তর শ্রবণে গুণবান্ পুত্র-পৌত্র লাভ করে। মানবগণ (৯ম) ব্রহ্ম-সাবর্ণমন্বন্তর শ্রবণে মাহাত্ম্য (১০) ধর্ম্ম-সাবর্ণিক শ্রবণে মঙ্গল এবং (১১শ) রুদ্রসাবর্ণিক মন্বন্তর শ্রবণে সুমতি ও জয় প্রাপ্ত হয়। হে নরোত্তম! (১২) দক্ষ-সাবর্ণিক মন্বন্তর শ্রবণ করিলে মানব জ্ঞাতি-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গুণযুক্ত হয়; (১৩শ) রৌচ্যমন্বন্তর শ্রবণ করিলে অরি-বল ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় আর (১৪শ) ভৌত্যমন্বন্তর শ্রবণ করিলে দেবপ্রসাদ লাভ করে এবং অগ্নিহোত্র ফল ও গুণযুক্ত পুত্র প্রাপ্ত হইতে পারে। ৩১—৪০। হে মুনিসত্তম! যে মানব স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর হইতে ক্রমশঃ সকল মন্বন্তর শ্রবণ করেন, তাঁহার উত্তম ফলপ্রাপ্তির বিষয় শ্রবণ কর। হে বিপ্র! সেই সেই মন্বন্তরের দেবগণ, ঋষি সকল, মনুর, নৃপতি পুত্রগণ ও তাঁহাদের বংশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মনুষ্যগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং দেবগণ, ঋষিগণ, ইন্দ্র, নৃপগণ ও অপর যাঁহারা সেই মন্বন্তরের অধিপতি, তাঁহারা সকলেই প্রীত হইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রীত হইলে সুমতি প্রদান করেন! তদনন্তর সুমতি প্রাপ্ত হইয়া শুভ কর্ম্ম করিলে, যতদিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্র থাকিবেন, ততদিন মানব শুভগতি প্রাপ্ত হইবে। ক্রমে মন্বন্তরাস্থিতি শ্রবণ করিলে ঋতু সকল ক্ষেমঙ্কর হয় এবং সমস্ত গ্রহ

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ক্রোষ্টুকিরুবাচ।

ভগবন্ কথিতা সম্যক্ ত্বয়া মন্বন্তরস্থিতিঃ।
ক্রমাদ্বিস্তরতস্ততো ময়া চৈবাবধারিতা॥ ১
ব্রহ্মাদ্যমখিলং বংশং ভূভুজাং দ্বিজসত্তম।
শ্রোতুং মমেচ্ছতঃ সম্যগ্ভগবন্ প্রব্রবীহি মে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু বৎস নৃপাণাং ত্বমশেষাণাং সমুদ্ভবম্।
চরিতঞ্চ জগন্মূলমাদৌ কৃত্বা প্রজাপতিম্॥ ৩
অয়ং হি বংশো ভূপালৈরনেকক্রতুকর্ত্তৃভিঃ।
সংগ্রামজিদ্ভির্ধর্ম্মজ্ঞৈঃ শতসংখ্যৈরলঙ্কৃতঃ॥ ৪
শ্রুত্বা চৈষাং নরেন্দ্রাণাং চরিতানি মহাত্মনাম্।
উৎপত্তয়শ্চ পুরুষঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৫
মনুর্যত্র তথেক্ষ্বাকুরনরণ্যো ভগীরথঃ।
অন্যে চ শতশো ভূপাঃ সম্যক্ পালিতভূতলাঃ॥
ধর্ম্মজ্ঞা যজ্বিনঃ শূরাঃ সম্যক্ পরমবেদিনঃ।
জাতে তস্মিন্ পুমান্ বংশে পাপৌঘাদ্বিপ্রমুচ্যতে
তদয়ং শ্রূয়তাং বংশো যতো বংশাঃ সহস্রশঃ।
ভিদ্যন্তে মনুজেন্দ্রাণামবরোহা যথা বটাৎ॥ ৮
ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ
অঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্দক্ষমসৃজদ্দ্বিজসত্তম॥ ৯
বামাঙ্গুষ্ঠাচ্চ তৎপত্নীং জগৎসৃষ্টিকরো বিভুঃ।
সসর্জ্জ ভগবান্ ব্রহ্মা জগতাং কারণং পরম্॥
অদিতিস্তস্য দক্ষস্য কন্যাজায়ত শোভনা।
তস্যাঞ্চ কশ্যপো দেবং মার্ত্তণ্ডং সমজীজনৎ॥১১
ব্রহ্মস্বরূপং জগতামশেষাণাং বরপ্রদম্।
আদিমধ্যান্তভূতঞ্চ সর্গস্থিত্যন্তকর্ম্মসু॥ ১২
যতোঽখিলমিদং যস্মিন্নশেষঞ্চ স্থিতং দ্বিজ।

সৌম্য হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৪১—৪৫।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০০॥

একাধিকশততম অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি বলিলেন, ভগবন্! আপনি মন্বন্তরস্থিতি বিষয় সম্যক্‌রূপে বলিয়াছেন। আমিও ক্রমশঃ তাহা বিস্তারিতরূপে আপনার নিকট অবগত হইয়াছি। হে দ্বিজসত্তম! ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজগণের অখিলবংশ শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে; হে ভগবন! আমার নিকট তাহা সম্যক্‌রূপে বর্ণন করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বৎস! তুমি জগন্মূল প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া অশেষ নৃপগণের জন্মবৃত্তান্ত এবং চরিত শ্রবণ কর। অনেক যজ্ঞকারী, রণজয়ী, ধর্ম্মজ্ঞ শত শত ভূপালগণ কর্ত্তৃক এই বংশ অলঙ্কৃত। এই মহাত্মা নরেন্দ্রগণের উৎপত্তিবিষয় এবং চরিত সকল শ্রবণ করিয়া পুরুষগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ১—৫। যে বংশে মনু, ইক্ষ্বাকু, অনরণ্য, ভগীরথ ও অন্যান্য শত শত ধর্ম্মজ্ঞ যজ্ঞকারী শূর পরম জ্ঞানী ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সম্যক্ প্রকারে পৃথিবী পালন করিয়াছেন, সেই বংশের বিষয় শ্রবণ করিলে মানব পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। অতএব এই বংশ শ্রবণ কর। বটবৃক্ষ হইতে অবরোহ (নামনা বা ঝুরি) উৎপন্ন হইয়া যেরূপ তাহারা স্বতন্ত্র বটবৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ঐ বংশ হইতে মনুজেন্দ্রগণের সহস্র সহস্র বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। হে দ্বিজসত্তম! পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জগৎপ্রসবকারী প্রভু ভগবান্ ব্রহ্মা, জগতের সৃষ্টির জন্য বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে সেই দক্ষের পত্নীকে সৃষ্টি করিলেন। ৬—১০। সেই দক্ষের অদিতি নাম্নী সুন্দরী কন্যা জন্মিয়াছিল। তাঁহার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে মার্ত্তণ্ডদেবের জন্ম হয়। হে দ্বিজ! যিনি ব্রহ্মস্বরূপ অশেষ জগতের বরপ্রদ, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় কর্ম্মে যিনি আদি-মধ্য-অন্তঃস্বরূপ, যাহা হইতে এই অখিল জগৎ উদ্ভূত, যাঁহাতে

যৎস্বরূপং জগচ্চেদং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ১৩
যঃ সর্ব্বভূতঃ সর্ব্বাত্মা পরমাত্মা সনাতনঃ।
অদিত্যামভবত্তাস্বান্ পূর্ব্বমারাধিতস্তয়া ॥ ১৪
ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি যৎ স্বরূপং বিবস্বতঃ।
যৎকারণকাদিদেবঃ সোঽভবৎ কশ্যপাত্মজঃ ॥১৫
যথা চারাধিতো দেব্যা সোঽদিত্যা কশ্যপেন চ
আরাধিতেন চোক্তং যৎ তেন দেবেন ভাস্বতা
প্রভাবশ্চাবতীর্ণস্য যথাবন্মুনিসত্তম।
ভবতা কথিতং সম্যক্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
বিস্পষ্টা পরমা বিদ্যা জ্যোতির্ভা শাশ্বতী স্ফুটা
কৈবল্যং জ্ঞানমাবিভূঃ প্রাকাম্যং সংবিদেব চ ॥
বোধশ্চাবগতিশ্চৈব স্মৃতিবিজ্ঞানমেব চ।
ইত্যেতানীহ রূপাণি তস্য রূপস্য ভাস্বতঃ ॥১৯
শ্রূয়তাঞ্চ মহাভাগ বিস্তরাদ্গদতো মম।
যৎ পৃষ্টবানসি রবেরাবির্ভাবো যথাভবৎ ॥২০

নিস্প্রভেঽস্মিন্ নিরালোকে সর্ব্বতস্তমসাবৃতে।
বৃহদণ্ডমভূদেকমক্ষরং কারণং পরম্ ॥ ২১
তদ্বিভেদ তদন্তঃস্থো ভগবান্ প্রপিতামহঃ।
পদ্মযোনিঃ স্বয়ং ব্রহ্মা যঃ স্রষ্টা জগতাং প্রভুঃ ॥
তন্মুখাদোমিতি মহানভূচ্ছব্দো মহামুনে।
ততো ভূস্তু ভুবস্তস্মাৎ ততশ্চ স্বরনন্তরম্ ॥ ২৩
এতা ব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ স্বরূপং তদ্বিবস্বতঃ।
ওমিত্যস্মাৎ স্বরূপাত্তু সূক্ষ্মরূপং রবেঃ পরম্ ॥
ততো মহরিতি স্থূলং জনং স্থূলতরং ততঃ।
ততস্তপস্ততঃ সত্যমিতি মূর্ত্তানি সপ্তধা ॥ ২৫
স্থিতানি তস্য রূপাণি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
স্বভাবভাবয়োর্ভাবং যতো গচ্ছন্তি সংশয়ম্ ॥২৬
আদ্যন্তং যৎ পরং সূক্ষ্মমরূপং পরমং স্থিতম্।

অশেষ জগৎ অবস্থিত, এই দেবাসুর ও মানুষ-সমন্বিত জগৎ যাঁহার স্বরূপ, যিনি সর্ব্বভূত স্বরূপ, যিনি সর্ব্বাত্মা এবং যিনি সনাতন পরমাত্মা, সেই ভাস্বান্ সূর্য্য পূর্ব্বে অদিতি কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রৌষ্টুকি বলিলেন,—হে ভগবন্! বিবস্বান্ সূর্য্যের যাহা স্বরূপ, যে কারণে সেই আদিদেব কশ্যপের পুত্র হইলেন; তিনি যেরূপে কশ্যপ ও দেবী অদিতি কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াছিলেন ও আরাধিত হইয়া সেই ভাস্কর দেব যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদয় এবং গৃহীতজন্মা দিবাকরের প্রভাব ইতিপূর্ব্বে আপনি যেরূপ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা হে মুনিসত্তম! সম্যক্ বিস্তারিতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বিস্পষ্টা পরমা বিদ্যা, জ্যোতিঃ, শাশ্বতী ও প্রকাশিতা দীপ্তি, কৈবল্য, জ্ঞান, আবির্ভাব, প্রাকাম্য, সংবিৎ, বোধ, অবগতি, স্মৃতি ও বিজ্ঞান; এই সমস্তই সূর্য্যমূর্ত্তির স্বরূপ। হে মহাভাগ! যেরূপে রবির আবির্ভাব হইয়াছিল, যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা আমি বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ কর। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন এই জগৎ নিস্প্রভ আলোকশূন্য, সর্ব্বতোভাবে তমসাচ্ছন্ন হইলে পরম কারণ ক্ষয়-রহিত এক বৃহৎ অণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল। ১১—২১। তাহার মধ্যস্থিত ভগবান প্রপিতামহ পদ্মযোনি, যিনি জগতের স্রষ্টা, সেই প্রভু ব্রহ্মা স্বয়ং সেই অণ্ড ভেদ করিলেন। হে মহামুনে! ব্রহ্মার মুখ হইতে তৎকালে "ওঁ" এই মহাশব্দ হইয়াছিল। ঐ ওঙ্কার হইতে প্রথমে 'ভূ' তৎপরে 'ভুবঃ' অনন্তর 'স্বঃ' উৎপন্ন হইল। এই তিন প্রকার ব্যাহৃতিই ভগবান সূর্য্যের স্বরূপ। এই 'ওঁ' স্বরূপ হইতেই রবির পরম সূক্ষ্মরূপ হইয়াছে। তৎপরে তাহা হইতে স্থূল রূপ 'মহঃ', তৎপরে স্থূলতর রূপ 'জন' তৎপরে তদপেক্ষা স্থূলরূপ 'তপঃ' এবং তৎপরে তদপেক্ষাও স্থূলরূপ 'সত্য' উদ্ভূত হইল। সূর্য্যের এইরূপ সকল মূর্ত্ত অর্থাৎ স্থূল। ওঙ্কার হইতে বিবস্বানের স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে এই সপ্তরূপ জন্মিয়াছে। ভগবান্ ভাস্করের এই রূপ সকল থাকিয়াও কখন প্রকাশিত হয় এবং কখন অপ্রকাশিত হয়, কারণ তাহারা স্বভাব ও ভাবের অস্তিত্ব

ওমিত্যুক্তং যয়া বিপ্রঃ তৎ পরং ব্রহ্ম তদ্বপুঃ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বংশানুকীর্ত্তনং নামৈকাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্মাদণ্ডাদ্বিভিন্নাত্তু ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
ঋচো বভূবুঃ প্রথমং প্রথমাদ্বদনান্মুনে ॥ ১
জবাপুষ্পনিভাঃ সদ্যস্তেজোরূপাস্তসংহতাঃ।
পৃথক্ পৃথগ্বিভিন্নাশ্চ রজোরূপবশাস্ততঃ ॥ ২
যজূংষি দক্ষিণাদ্বক্ত্রাদনিরুদ্ধানি কাঞ্চনম্।
যাদৃগ্বর্ণং তথা বর্ণান্যসংহতিধরাণি চ ॥ ৩
পশ্চিমং যদ্বিভোর্বক্ত্রং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
আবির্ভূতানি সামানি ততশ্ছন্দাংসি তান্যথ ॥ ৪
অথর্ব্বাণমশেষঞ্চ ভৃঙ্গাঞ্জনচয়প্রভম্।
যাবদ্ঘোরস্বরূপং তদাভিচারিকশান্তিকম্ ॥ ৫
উত্তরাৎ প্রকটীভূতং বদনাৎ তস্য বেধসঃ।
সুখসত্ত্বতমঃপ্রায়ং সৌম্যাসৌম্যস্বরূপবৎ ॥ ৬
ঋচো রজোগুণাঃ সত্ত্বং যজুষাঞ্চ গুণা মুনে।
তমোগুণানি সামানি তমঃসত্ত্বমথর্ব্বসু ॥ ৭
এতানি জ্বলমানানি তেজসাপ্রতিমেন বৈ।
পৃথক্ পৃথগবস্থানং ভাজি পূর্ব্বমিবাভবন্ ॥ ৮
ততস্তদাদ্যং যৎ তেজ ওমিত্যুক্তাভিশব্দ্যতে
তস্য স্বভাবাদ্যৎ তেজস্তৎ সমাবৃত্য সংস্থিতম্
যথা যজুর্ম্ময়ং তেজস্তদ্বৎ সাম্নাং মহামুনে।
একত্বমুপযাতানি পরে তেজসি সংশ্রয়ে ॥ ১০
শান্তিকং পৌষ্টিকঞ্চৈব তথা চৈবাভিচারিকম্।
ঋগাদিষু লয়ং ব্রহ্মন্ ত্রিতয়ং ত্রিষ্বথাগমৎ ॥ ১১
ততো বিশ্বমিদং সদ্যস্তমোনাশাৎ সুনির্ম্মলম্।
বিভাবনীয়ং বিপ্রর্ষে তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা ॥ ১২

ও সংশয়কে প্রাপ্ত হয়। বিপ্র! এই বিশ্বের আদি ও অন্তে যে রূপবিহীন পরম সূক্ষ্ম পরমাত্মা থাকেন, আমি যে ওঙ্কার বলিলাম, উহাই তিনি। হে বিপ্র! সেই পরব্রহ্মই মার্ত্তণ্ডদেবের শরীর। ২২—২৭।

একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০১।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সেই বিভিন্ন অণ্ড মধ্যে অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার প্রথম মুখ হইতে জবাপুষ্প সদৃশী তেজোরূপা অস্ত-সংহতা অথচ পরস্পর বিভিন্না রজোরূপধারিণী ঋক্ সকল সদ্য আবির্ভূত হইল। তাঁহার দক্ষিণ বদন হইতে কাঞ্চনসদৃশ-বর্ণ বিশিষ্ট অসংহতিধর, যজুঃ সকল অনিরুদ্ধ ভাবে বহির্গত হইল। অনন্তর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পশ্চিম দিকে যে মুখ আছে, তাহা হইতে সাম সকল আবির্ভূত হইল। সাম সকল ছন্দঃসংযুক্ত

সেই ব্রহ্মার উত্তর বদন হইতে তদ্রূপ মারণ-উচ্চাটনাদি আভিচারিক ও শান্তিকায়ক, ঘোরস্বরূপ, ভৃঙ্গাঞ্জনচয়সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ প্রভা-বিশিষ্ট, সুখ, সত্ত্ব ও তমোবল, সৌম্য ও অসৌম্যরূপী অশেষ অথর্ব্ব সকল প্রকটীকৃত হইয়াছিল। ১—৬। হে মুনে! ঋক্ সকল রজোগুণান্বিত, যজুঃ সকল সত্ত্ব-গুণান্বিত, সাম সকল তমোগুণান্বিত, এবং অথর্ব্ব সকল সত্ত্ব ও তমোগুণাত্মক। ইহারা সকলেই অপ্রতিম তেজ দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া পূর্ব্ববৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিল। তদনন্তর প্রথম সেই যে তেজ, যাহা 'ও' বলিয়া কথিত হয়, তাহার স্বভাব হইতে জাত যে তেজ, তাহাকে সে আবৃত করিয়া অবস্থিত হইল। হে মহামুনে! সেইরূপ তাহা সামময় তেজ ও যজুর্ম্ময় তেজকেও আবৃত করিল; এইরূপে সমস্ত তেজই সেই ওঙ্কাররূপ পরম তেজকে আশ্রয় করিয়া একত্ব প্রাপ্ত হইল। হে ব্রহ্মন্! অনন্তর ঋক্ প্রভৃতি বেদত্রয়ে শান্তিক, পৌষ্টিক এবং আভিচারিক এই ত্রিবিধ অথর্ব্ববেদ লীন হইল। হে বিপ্রর্ষে! তদনন্তর অন্ধকারের নাশ হওয়ায় এই বিশ্ব তৎক্ষণাৎ

ততস্তম্মণ্ডলীভূতং ছান্দসং তেজ উত্তমম্ ।
পরেণ তেজসা ব্রহ্মন্নেকত্বমুপযাতি তৎ ॥ ১৩
আদিত্যসংজ্ঞামগমদাদাবেব যতোঽভবৎ ।
বিশ্বস্যাস্য মহাভাগ কারণঞ্চাব্যয়াত্মকম্ ॥১৪
প্রাতর্মধ্যন্দিনে চৈব তথা চৈবাপরাহ্ণকে ।
ত্রয়ী তপতি সা কালে ঋগ্‌যজুঃ সামসঞ্জিতা ॥
ঋচস্তপন্তি পূর্ব্বাহ্ণে মধ্যাহ্নে চ যজুংষি বৈ ।
সামানি চাপরাহ্ণে বৈ তপন্তি মুনিসত্তম ॥ ১৬
শান্তিকং ঋক্ষু পূর্ব্বাহ্ণে যজুঃষন্তরপৌষ্টিকম্ ।
বিন্যস্তং সাম্নি সায়াহ্নে আভিচারিকমন্ততঃ ॥ ১৭
মধ্যন্দিনেঽপরাহ্ণে চ সমে চৈবাভিচারিকম্ ।
অপরাহ্ণে পিতৃণাস্তু সাম্না কার্য্যাণি তানি বৈ ॥
বিসৃষ্টৌ ঋঙ্ময়ো ব্রহ্মা স্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ম্ময়ঃ ।
রুদ্রঃ সামময়োঽন্তে.চ তস্মাৎ তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ ॥
তদেবং ভগবান্ ভাস্বান্ বেদাত্মা বেদসংস্থিতঃ
বেদবিদ্যাত্মকশ্চৈব পরঃ পুরুষ উচ্যতে ॥২০
স্বর্গ-স্থিত্যন্তহেতুশ্চ রজঃসত্ত্বাদিকান্ গুণান্ ।
আশ্রিত্য ব্রহ্ম বিষ্ণ্বাদি সংজ্ঞামভ্যেতি শাশ্বতঃ
দেবৈঃ সদেড্যঃ স তু বেদমূর্ত্তি-
রমূর্ত্তিরাদ্যোঽখিলমর্ত্ত্যমূর্ত্তিঃ ।
বিশ্বাশ্রয়ঃ জ্যোতিরবেদ্যধর্ম্মা
বেদান্তগম্যঃ পরমঃ পরেভ্যঃ ॥ ২২

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মার্ত্তণ্ড-মাহাত্ম্যে
দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০২॥

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তস্য সন্তাপ্যমানে তু তেজসোর্দ্ধমধস্তথা ।
সিসৃক্ষুশ্চিন্তয়ামাস পদ্মযোনিঃ পিতামহঃ ॥ ১
সৃষ্টিঃ কৃতাপি মে নাশং প্রয়াস্যত্যাভিতেজসঃ ।

সুনির্ম্মল হইল, তাহাতে তাহার ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ (পার্শ্ব) দেশ প্রকাশিত হইল। ৭—১২। হে ব্রহ্মন্! তৎপরে সেই ছান্দস (বৈদিক) উত্তম তেজমণ্ডলীভূত হইয়া পরে শ্রেষ্ঠ তেজ ওঙ্কারের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে ঐ তেজ আদিতে (প্রথমে) উদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়া আদিত্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। হে মহাভাগ! ইনিই এই বিশ্বের অব্যয়াত্মক কারণ। ঋক্, যজুঃ ও সামনাম্নী সেই ত্রয়ীই প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও অপরাহ্ণ কালে তাপ দান করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তন্মধ্যে প্রাতে ঋক্ সকল, মধ্যাহ্নে যজুঃ ও অপরাহ্ণে সাম সকল তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বাহ্ণে ঋক্ সকলে শান্তিক কর্ম্ম, মধ্যাহ্নে যজুঃসকলে পৌষ্টিক এবং শেষে সায়াহ্নে সাম মন্ত্রে আভিচারিক কার্য্য সকল বিন্যস্ত আছে। মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ণ উভয় কালেই আভিচারিক কার্য্য করিবে। এবং কেবল অপরাহ্ণেই সাম দ্বারা পিতৃগণের কার্য্য করিতে হয়। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা ঋঙ্ময়, স্থিতিকালে বিষ্ণু যজুর্ম্ময় এবং সংহারকালে রুদ্র সামময় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই জন্য অপরাহ্ণকে অশুচি বলিয়া থাকে। ১৩—১৯। অতএব উল্লিখিত প্রকারে বেদাত্মা, বেদসংস্থিত ও বেদবিদ্যাময় ভগবান্ ভাস্বান্ পরম পুরুষ বলিয়া কথিত হন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী এই শাশ্বত আদিত্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নাম প্রাপ্ত হন। সর্ব্বদা দেবগণকর্ত্তৃক পূজ্য সেই দেবমূর্ত্তি নিরাকার অথচ অখিল প্রাণিগণের মূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তিমান্, জ্যোতিঃস্বরূপ আদিপুরুষ সেই ভগবান্ আদিত্য বিশ্বের আশ্রয়স্বরূপ, অবেদ্যধর্ম্মা বেদান্তগম্য এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। ২০—২২।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০২॥

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর আদিত্যের তেজ দ্বারা ঊর্দ্ধ এবং অধঃ সন্তাপ্যমান হইলে সৃষ্টিকাম ভগবান্ পদ্মযোনি পিতামহ চিন্তা

ভাস্বতঃ সৃষ্টিসংহার-স্থিতিহেতোর্মহাত্মনঃ ॥ ২
অপ্রাণাঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বে আপঃশুষ্যন্তি তেজসা
ন চাম্ভসা বিনা সৃষ্টির্বিশ্বস্যাস্ত ভবিষ্যতি ॥ ৩
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ স্তোত্রং ভগবতো রবেঃ
চকার তন্ময়ো ভূত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৪

ব্রহ্মোবাচ।

নমস্তে যন্ময়ং সর্ব্বমেতৎসর্ব্বময়শ্চ যঃ।
বিশ্বমূর্ত্তিঃ পরং জ্যোতির্যদ্ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ॥৫

য ঋঙ্ময়ো যো যজুষাং নিধানং
সাম্নাঞ্চ যো যোনিরচিন্ত্যশক্তিঃ।
ত্রয়ীময়ী স্থূলতয়ার্দ্ধমাত্রা
পরস্বরূপো গুণপারযোগ্যঃ ॥ ৬
ত্বং সর্ব্বহেতুঃ পরমেড্যবেদ্য-
মাদৌ পরজ্যোতিরবাহ্যরূপম্।
স্থূলঞ্চ দেবাত্মতয়া নমস্তে
ভাস্বন্তমাদ্যং পরমং পরেভ্যঃ ॥ ৭

সৃষ্টিং করোমি যদহং তব শক্তিরাদ্যা।
তৎপ্রেরিতো জল-মহী পবনাগ্নিরূপাম্।
তদ্দেবতাদিবিষয়াং প্রণবাদ্যশেষাং।
নাস্মেচ্ছয়া স্থিতিলয়াবপি তদ্বদেব ॥ ৮
ত্বমেব জলশোষণতঃ পৃথিব্যাঃ।
সৃষ্টিং করোমি জগতাঞ্চ তথাদ্যপাকম্।

ব্যাপী ত্বমেব ভগবন্ গগনস্বরূপং
ত্বং পঞ্চধা জগদিদং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥ ৯
যজ্ঞৈর্যজন্তি পরমাত্মবিদো ভবন্তং
বিষ্ণুস্বরূপমখিলেষ্টিময়ং বিবস্বন্।
ধ্যায়ন্তি চাপি যতয়ো নিয়তাত্মচিত্তাঃ
সর্ব্বেশ্বরং পরমমাত্মবিমুক্তিকামাঃ ॥ ১০

নমস্তে দেবরূপায় যজ্ঞরূপায় তে নমঃ।
পরব্রহ্মস্বরূপায় চিন্ত্যমানায় যোগিভিঃ ॥ ১১
উপসংহর তেজো যৎ তেজসঃ সংহতিস্তব।
সৃষ্টেবিঘাতায় বিভো সৃষ্টৌ চাহং সমুদ্যতঃ ॥

করিতে লাগিলেন যে, আমি সৃষ্টি করিলে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী মহাত্মা ভাস্করের তীব্রতেজে তৎসমস্তই নষ্ট হইবে। তাঁহার তেজে সমস্ত প্রাণিগণ প্রাণহীন এবং জল শুষ্ক হইতেছে, আবার জল ব্যতীত এই বিশ্বের সৃষ্টিও হইবে না। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিয়া তন্ময় হইয়া ভগবান্ রবির স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, যিনি সমস্ত বিশ্বের আত্মস্বরূপ ও যিনি এই বিশ্বরূপেই বর্ত্তমান, বিশ্বই যাঁহার মূর্ত্তি এবং যোগিগণ যে অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরম জ্যোতির ধ্যান করেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। ১—৫। যে অচিন্ত্যশক্তি ঋগ্বেদময়, যিনি যজুর্ব্বেদের নিধান (আধার), যিনি সামবেদের উৎপত্তি কারণ, যিনি স্থূলতা প্রযুক্ত ত্রয়ীময়, যিনি অর্দ্ধমাত্রা স্বরূপ, যিনি পরব্রহ্ম স্বরূপ ও গুণাতীত, অগ্রে সেই সর্ব্বকারণরূপী, পরমপূজ্য পরম বেদ্য, অবাহ্যরূপ পরম জ্যোতি, দেবাত্মতা হেতু স্থূলরূপ এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর আদি পুরুষ ভগবান্ ভাস্বানকে নমস্কার করি। হে দেব! তোমার শক্তিই আদ্যা; যেহেতু আমি তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জল, মহী, পবন ও অগ্নিরূপা দেবতাদিবিষয়া এবং প্রণবাদি অশেষ সৃষ্টি করি। সেইরূপ স্থিতি প্রলয়ও স্বীয় ইচ্ছায় করি না; তোমার শক্তি প্রচোদিত হইয়াই করিয়া থাকি। হে ভগবন্! তুমি বহ্নিরূপী। তুমি পৃথিবীর জল শোষণ করিলে আমি জগৎসৃষ্টি এবং আদ্যপাক সম্পন্ন করি। তুমি সর্ব্বব্যাপক গগনস্বরূপ; তুমি পঞ্চরূপ এই বিশ্বকে পরিরক্ষণ করিতেছ। হে বিবস্বন্! পরমাত্মবিদ্‌গণ অখিল যজ্ঞময় বিষ্ণুরূপে তোমাকে যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করেন। আত্মমোক্ষাভিলাষী, সংযতাত্মমনা যতিগণ পরম সর্ব্বেশ্বর জ্ঞানে তোমার ধ্যান করেন। তুমি দেবরূপ; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি যজ্ঞরূপ এবং তুমি যোগিগণের চিন্তনীয় পরব্রহ্ম-স্বরূপ। তোমাকে প্রণিপাত করি। হে বিভো! তুমি তেজ নিবর্ত্তন কর। আমি সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি, তোমার এই তেজঃসংহতি

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যেবং সংস্তুতো ভাস্বান্ ব্রহ্মণা সর্গকর্তৃণা।
উপসংহৃতবাংস্তেজঃ পরং স্বল্পমধারয়ৎ ॥ ১৩
চকার চ ততঃ সৃষ্টিং জগতঃ পদ্মসম্ভবঃ।
তথা তেষু মহ ভাগঃ পূর্ব্বকল্পান্তরেষু বৈ ॥ ১৪
দেবাসুরাদীন্ মর্ত্ত্যাংশ্চ পশ্বাদীন্ বৃক্ষবীরুধঃ
সসর্জ্জ পূর্ব্ববদ্‌ব্রহ্মা নরকাংশ্চ মহামুনে ॥ ১৫

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে আদিত্যস্তবো নাম ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৩॥

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সৃষ্ট্বা জগদিদং ব্রহ্মা প্রবিভাগমথাকরোৎ।
বর্ণাশ্রম-সমুদ্রাদ্রি-দ্বীপানাং পূর্ব্ববদ্‌যথা ॥ ১
দেব-দৈত্যোরগাদীনাং রূপস্থানানি পূর্ব্ববৎ।
দেবেভ্য এব ভগবানকরোৎ কমলোদ্ভবঃ ॥ ২

সৃষ্টিবিষয়ক হইতেছে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ভগবান্ ভাস্বান্, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া পরম তেজ নিবর্ত্তন করিলেন; কেবলমাত্র স্বল্প পরিমাণে তেজ ধারণ করিলেন। তদনন্তর মহাভাগ পদ্মযোনি ব্রহ্মা পূর্ব্ব কল্পান্তরের ন্যায় সেই কল্পেও জগতের সৃষ্টি করিলেন। হে মহামুনে! ব্রহ্মা পূর্ব্ববৎ দেব, অসুর, নর, পশু, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি ও নরক সকল সৃজন করিলেন। ৬—১৫।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০৩॥

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্ববৎ বর্ণ আশ্রম, সমুদ্র, পর্ব্বত ও দ্বীপ সকলের বিভাগ করিলেন। ভগবান্ কমলযোনি দেব, দৈত্য ও উরগগণের রূপ ও স্থান দেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ববৎ

ব্রহ্মণস্তনয়ো যোঽভূন্মরীচিরিতি বিশ্রুতঃ।
কশ্যপস্তস্য পুত্রোঽভূৎ কাশ্যপো নাম নামতঃ ॥
দক্ষস্য তনয়া ব্রহ্মন্ তস্য ভার্য্যাস্ত্রয়োদশ।
বহবস্তৎসুতাশ্চাসন্ দেব-দৈত্যোরগাদয়ঃ ॥ ৪
অদিতির্জনয়ামাস দেবাংস্ত্রিভুবনেশ্বরান্।
দৈত্যান্ দিতির্দনুশ্চোগ্রান্ দানবানুরুবিক্রমান্
গরুড়ারুণৌ চ বিনতা যক্ষ-রক্ষাংসি বৈ খগাঃ
কদ্রুঃ সুষাব নাগাংশ্চ গন্ধর্ব্বান্ সুষুবে মুনিঃ ॥৬
ক্রোধায়া জজ্ঞিরে কুল্যা রিষ্টায়াশ্চাপ্সরোগণাঃ
ঐরাবতাদীন্ মাতঙ্গানিরা চ সুষুবে দ্বিজ ॥ ৭
তাম্রা চ সুষুবে শ্যেনী প্রমুখাঃ কন্যকা দ্বিজ।
যাসাং প্রসূতাঃ খগমাঃ শ্যেন-ভাস শুকাদয়ঃ ॥৮
ইলায়াঃ পাদপা জাতাঃ প্রধায়াঃ পততাং গণাঃ
অদিত্যাং যা সমুৎপন্না কশ্যপস্যেতি সন্ততিঃ।
তস্যাশ্চ পুত্রদৌহিত্রৈঃ পৌত্র-দৌহিত্রিকাদিভিঃ
ব্যাপ্তমেতজ্জগৎ সৃত্যা তেষাং তাসাঞ্চ বৈ মুনে

নির্দ্দিষ্ট করিলেন। মরীচি নামে বিখ্যাত ব্রহ্মার যে পুত্র ছিলেন, তাঁহার পুত্র কশ্যপ কাশ্যপ নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যা তাঁহার ভার্য্যা হইয়াছিল। তাঁহাদিগের গর্ভে তাঁহার দেব, দৈত্য ও উরগাদি অনেক সন্তান হইয়াছিল। অদিতি ত্রিভুবনেশ্বর, দেবগণকে প্রসব করিয়াছিলেন। দিতি দৈত্যগণকে, দনু মহাবিক্রম উগ্র দানবকে, বিনতা গরুড় ও অরুণকে, খগা যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে, কদ্রু নাগগণকে এবং মুনি গন্ধর্ব্বগণকে প্রসব করিয়াছিলেন। হে দ্বিজ! ক্রোধা কুল্যাগণকে, রিষ্টা অপ্সরোগণকে এবং ইরা ঐরাবতাদি মাতঙ্গগণকে প্রসব করিয়াছিলেন। তাম্রা শ্যেনী প্রভৃতি কন্যাগণকে প্রসব করিয়াছিলেন। উক্ত কন্যাগণই শ্যেন, ভাস ও শুকাদি খেচরগণকে প্রসব করিয়াছে। ইলা হইতে পাদপগণ ও প্রধা হইতে পতঙ্গগণ সমুৎপন্ন হইয়াছিল; হে মুনে! অদিতির গর্ভে কশ্যপের যে সকল সন্তান-সন্ততি জন্মিয়াছিল, তাঁহাদের পুত্র, দৌহিত্র, পুত্রী

তেষাং কশ্যপপুত্রাণাং প্রধানা দেবতাগণাঃ।
সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চৈতে তামসাশ্চ মুনে গণাঃ ॥১১
দেবান্ যজ্ঞভুজশ্চক্রে তথা ত্রিভুবনেশ্বরান।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ ॥১২
তানবাধন্ত সহিতাঃ সপত্না দৈত্য দানবাঃ।
রাক্ষসাশ্চ তথা যুদ্ধং তেষামাসীৎ সুদারুণম্ ॥১৩
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু পরাজীয়ন্ত দেবতাঃ।
জয়িনশ্চাভবন্ বিপ্র বলিনো দৈত্যদানবাঃ ॥১৪
ততো নিরাকৃতান্ পুত্রান্ দৈতেয়ৈর্দানবৈস্তথা
হৃতত্রিভুবনান্ দৃষ্ট্বা অদিতির্মুনিসত্তম ॥ ১৫
আচ্ছিন্নযজ্ঞভাগাংশ্চ শুচা সম্পীড়িতা ভূশম্।
আরাধনায় সবিতুঃ পরং যত্নং প্রচক্রমে ॥১৬
একাগ্রা নিয়তাহারা পরং নিয়মমাস্থিতা।
তুষ্টাব তেজসাং রাশিং গগনস্থং দিবাকরম্ ॥১৭

অদিতিরুবাচ।

নমস্তুভ্যং পরাং সূক্ষ্মাং সৌবর্ণীং বিভ্রতেতনুম্
ধাম ধামবপামীশ ধাম্নামাধার শাশ্বত ॥১৮
জগতামুপকারায় তথাপস্তপ-গোপতে।
আদদানস্য যদ্রূপং তীব্রং তস্মৈ নমাম্যহম্ ॥১৯
গ্রহীতুমষ্টমাসেন কালেনেন্দুময়ং রসম্।
বিভ্রতস্তব যদ্রূপমতিতীব্রং নতাস্মি তৎ ॥২০
তমেব মুঞ্চতঃ সর্ব্বং রসং বৈ বর্ষণায় যৎ।
রূপমাপ্যায়কং ভাস্বংস্তস্মৈ মেঘায় তে নমঃ ॥২১
বার্য্যুৎসর্গ-বিনিষ্প মশেষঞ্চৌষধীগণম্।
পাকায় তব যদ্রূপং ভাস্করং তং নমাম্যহম্ ॥২২
যচ্চ রূপং তবাতীব হিমোৎসর্গাদিশীতলম্।
তৎকালশস্যপোষায় তরণে তস্য তে নমঃ ॥২৩
নাতিতীব্রঞ্চ যদ্রূপং নাতিশীতঞ্চ যৎ তব।
বসন্তর্ত্তৌ রবে সৌম্যং তস্মৈ দেব নমো নমঃ ॥
আপ্যায়নমশেষাণাং দেবানাঞ্চ তথা পরম্।

দৌহিত্রিকাদি ও তাহাদের সন্তান দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১—১০। হে মুনে! সেই কশ্যপপুত্রগণের মধ্যে দেবগণই প্রধান। তাঁহাদের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস, এই ত্রিবিধ গণ। ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবগণকে ত্রিভুনেশ্বর ও যজ্ঞভুক্ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈমাত্রেয় দৈত্য দানব ও রাক্ষসগণ মিলিত হইয়া শত্রুতাচরণ করত দেবগণের বিঘ্ন করিতে লাগিল; তাহাতে দেবগণের সহিত তাহাদের সহস্র দিব্য বর্ষ ব্যাপিয়া দারুণ যুদ্ধ হয়। হে বিপ্র! ঐ যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইলেন। এবং বলশালী দৈত্য দানবগণ বিজয়ী হইল। হে মুনিসত্তম! তৎপরে দৈত্য-দানবগণ কর্তৃক ত্রিভুবন হৃত এবং পুত্রগণকে নিরাকৃত ও যজ্ঞভাগে বঞ্চিত হইতে দেখিয়া অদিতি শোকে অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া সবিতৃদেবের আরাধনার জন্য পরম যত্নবতী হইলেন। তিনি একাগ্রা, নিয়তাহারা ও শ্রেষ্ঠ-নিয়মপরা হইয়া গগনস্থ তেজোরাশি স্বরূপ দিবাকরকে স্তব করিতে লাগিলেন; অদিতি বলিলেন, হে শাশ্বত! তুমি সুন্দর সূক্ষ্ম সৌবর্ণ তনুধারী; তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্যোতিষ্কদিগের মধ্যে তুমি প্রধান এবং জ্যোতির আধার; তোমাকে নমস্কার। হে গোপতে! জগতের উপকারার্থ সলিল গ্রহণ করিবার সময় তোমার যে সেই তীব্র মূর্ত্তি হয়, তাহাকে আমি প্রণাম করি। তুমি অষ্টমাস কাল ইন্দুময় রস গ্রহণ করিবার জন্য যে অতীব তীব্র মূর্ত্তি গ্রহণ কর, আমি সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম করি। ১১—২০। হে ভগবন্! সেই সমস্ত রস বর্ষণার্থ পরিত্যাগ করিবার সময় তুমি যে তৃপ্তিকারিণী মেঘরূপা মূর্ত্তি পরিগ্রহ কর, তোমার সেই মেঘমূর্ত্তিকে প্রণাম করি। বারিবর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন অশেষ ওষধিগণকে পক্ব করিবার জন্য তুমি যেরূপ মূর্ত্তি ধারণ কর, তোমার সেই ভাস্করমূর্ত্তিকে প্রণাম করি। হে দেব তরণে! হেমন্তকালে শস্য-পোষণজন্য তোমার যে হিমবর্ষণাদি দ্বারা শীতল রূপ হয়, তোমার সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম করি। হে রবে! বসন্ত-ঋতুতে তোমার যে মূর্ত্তি অতি তীব্র নহে এবং অতি শীতলও নহে অথচ সৌম্য, হে দেব! তোমার সেই মূর্ত্তিকে নমস্কার করি। তোমার

পিতৃণাঞ্চ নমস্তস্মৈ শস্যানাং পাকহেতবে ॥২৫
যদ্রূপং জীবনায়ৈকং বীরুধামমৃতাত্মকম্ ।
পীয়তে দেবপিতৃভিস্তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ ॥২৬
আভ্যাং যদর্করূপাভ্যাং রূপং বিশ্বময়ং তব ।
সমেতমগ্নীষোমাভ্যাং নমস্তস্মৈ গুণাত্মনে ॥২৭
যদ্রূপমৃগ্‌যজুঃসাম্নামৈক্যেন তপতে তব ।
বিশ্বমেতৎ ত্রয়ীসংজ্ঞং নমস্তস্মৈ বিভাবসো ॥২৮
যৎ তু তস্মাৎ পরং রূপমোমিত্যুক্তাভিশব্দিতম্
অস্থূলানন্তমমলং নমস্তস্মৈ সদাত্মনে ॥ ২৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবং সা নিয়তা দেবী চক্রে স্তোত্রমহর্নিশম্ ।
নিরাহারা বিবস্বন্তমারিরাধয়িষুর্মুনে ॥ ৩০
ততঃ কালেন মহতা ভগবাংস্তপনোঽম্বরে ।
প্রত্যক্ষতামগাদস্যা দাক্ষায়ণ্যা দ্বিজোত্তম ॥৩১
সা দদর্শ মহাকূটং তেজসোঽম্বরসংশ্রিতম্ ।
ভূমৌ চ সংস্থিতং ভাস্বজ্জ্বালামালাতিদুর্দৃশম্ ।
তং দৃষ্ট্বা সা তদা দেবী সাধ্বসং পরমং গতা ।
জগাদ মে প্রসীদেতি ন ত্বাং পশ্যামি গোপতে
যথা দৃষ্টবতী পূর্ব্বমম্বরস্থং সুদুর্দৃশম্ ।
নিরাহারা বিবস্বন্তং তপন্তং তদনন্তরম্ ॥ ৩৪
সঙ্ঘাতং তেজসাং তদ্বদিহ পশ্যামি ভূতলে ।
প্রসাদং কুরু পশ্যেয়ং যদ্রূপং তে দিবাকর ।
ভক্তানুকম্পক বিভো ভক্তাহং পাহি মে সুতান

ত্বং ধাতা বিসৃজসি বিশ্বমেতৎ ।
ত্বং পাসি স্থিতিকরণায় সম্প্রবৃত্তঃ ।
ত্বয্যন্তে লয়মখিলং প্রযাতি তদ্বৎ
ত্বত্তোঽন্যা ন হি গতিরস্তি সর্ব্বলোকে ॥৩৬
ত্বং ব্রহ্মা হরিরজসংজ্ঞিতস্ত্বমিন্দ্রো
বিত্তেশঃ পিতৃপতিরম্বুপতিঃ সমীরঃ।

যে রূপ অশেষ দেবগণের ও পিতৃগণের পরম প্রীতিকর এবং শস্যসমূহের পাককারী; তোমার সেই রূপকে নমস্কার করি। তোমার অমৃতময় যেরূপ, বীরুধ্ সকলের জীবনের কারণ এবং অমৃতময় বলিয়াই যাহা দেবগণ ও পিতৃগণ পান করিয়া থাকেন; সেই সোম-স্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি। এই অগ্নি ও সোম এই দ্বিবিধ অর্করূপ মিলিত হওয়ায় তোমার যে বিশ্বময় রূপ হইয়াছে, সেই গুণাত্মাকে নমস্কার করি। হে বিভাবসো! ঋক্, যজুঃ ও সাম, এই বেদত্রয় মিলিত হইয়া তোমার যে ত্রয়ী নামক রূপ বিশ্বে তাপ প্রদান করে, তোমার সেই রূপকে নমস্কার। তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তোমার যে সূক্ষ্ম, অনন্ত ও বিমল রূপ 'ওঙ্কার' বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, তোমার সে নিত্য রূপকে নমস্কার করি। ২১—২৯। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনে! সেই দেবী অদিতি এইরূপে নিয়মযুক্তা ও নিরাহারা হইয়া বিবস্বান্ সূর্য্যের আরাধনা-মানসে দিবানিশি এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তম! তদনন্তর বহুকাল পরে ভগবান্ তপন আকাশেই এই দাক্ষায়ণীর প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। যিনি দীপ্তিশালিনী অংশুমালা দ্বারা অম্বরবিবরে দুর্দ্দর্শ, সেই তেজোরাশিরূপ রবিকে অদিতি ধরাতলে অবস্থান করিতে দেখিলেন। তাঁহাকে সেইরূপ দর্শন করিয়া সেই দেবী সাতিশয় ভয় পাইলেন এবং বলিলেন, হে গোপতে! আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। পূর্ব্বে নিরাহারা হইয়া নভঃসংস্থিত সুদুর্দ্দর্শ সূর্য্যকে যেরূপ তাপপ্রদান করিতে দেখিয়াছিলাম, তৎপরে এক্ষণে এই ভূতলেও সেইরূপ তেজঃসংঘাত মূর্ত্তি দেখিতেছি। হে দিবাকর! আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি তোমার প্রকৃত রূপ দর্শন করি। হে বিভো! তুমি ভক্তের উপর অনুকম্পা করিয়া থাক; আমি তোমার ভক্তা, আমার পুত্রগণকে রক্ষা কর। তুমি ধাত্রীরূপে এই বিশ্ব সৃজন করিতেছ, তুমি স্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পালন করিতেছ এবং প্রলয়-কালে অখিল তত্ত্ব তোমাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে; অতএব সর্ব্বলোকে তোমা ভিন্ন অন্য গতি নাই। তুমি ব্রহ্মা, তুমি হরি, তুমি অজসংজ্ঞিত মহাদেব, তুমি ইন্দ্র, বিত্তেশ,

সোমোঽগ্নির্গগনমহীধরোঽব্ধিঃ
কিং স্তব্যং তব সকলাত্মরূপ ধাম্নঃ ॥ ৩৭
যজ্ঞেশ ত্বামহরহরাত্মকর্ম্মসক্তাঃ
স্তবন্তো বিবিধপদৈর্দ্বিজা যজন্তি।
ধ্যায়ন্তো বিনিয়তচেতসো ভবন্তং
যোগস্থাঃ পরমপদং প্রযান্তি যোগমূর্ত্ত্যা ॥
তপসি পচসি বিশ্বং পাসি ভস্মীকরোষি
প্রকটয়সি ময়ূখৈর্হ্লাদয়স্যম্বুগর্ভৈঃ।
সৃজসি পুনরপি ত্বং ভাবনাস্বচ্যুতাস্মৃ
প্রণমিতসুরমর্ত্ত্যঃ পাপকৃদ্ভিস্ত্বগম্যঃ * ॥৩৯

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দিবাকরস্তুতির্নাম চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

কুবের; পিতৃপতি (যম), অম্বুপতি (বরুণ) ও সমীর, তুমি সোম, অগ্নি, গগন, মহীধর ও সমুদ্র; তুমি যাবতীয় তেজঃপদার্থের সকল আত্মা স্বরূপ; আর তোমার কি স্তব করিব? হে যজ্ঞেশ! আত্মকর্ম্মানুরক্ত দ্বিজগণ প্রতিদিন বিবিধ (ছন্দোবদ্ধ) বাক্যাদি দ্বারা স্তব করিয়া তোমাকে পূজা করিয়া থাকেন। সংযতচেতা যোগিগণ তোমাকে ধ্যান করিতে করিতে যোগমূর্ত্তি দ্বারা পরম পদ প্রাপ্ত হন। তুমি বিশ্বে তাপ দান কর, তুমিই বিশ্বকে পক্ক, রক্ষিত, ভস্মীভূত, কিরণ দ্বারা প্রকাশিত, জলগর্ভ ময়ূখসমূহ দ্বারা আহ্লাদিত এবং পুনর্ব্বার সৃষ্টি কর। সুরগণ ও মর্ত্ত্যগণ তোমাকেই প্রণাম করে এবং পাপকারিগণ স্থির ভাবনায়ও তোমাকে পায় না। ৩০—৩৯।

চতুরধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৪।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ স্বতেজসস্তস্মাদাবির্ভূতো বিভাবসুঃ।
অদৃশ্যত তদা দিব্যস্তপ্ততাম্রোপমঃ প্রভুঃ ॥ ১
অথ তাং প্রণতাং দেবীং তস্য সন্দর্শনান্মুনে।
প্রাহ ভাস্বান্ বৃণুষ্বেষ্টং বরং মত্তো যমিচ্ছসি ॥২
প্রণতা শিরসা সা চ জানুপীড়িতমেদিনী।
প্রত্যুবাচ বিবস্বন্তং বরদং সমুপস্থিতম্ ॥ ৩
দেব প্রসীদ পুত্রাণাং হৃতং ত্রিভুবনং মম।
যজ্ঞভাগাশ্চ দৈত্যৈশ্চ দানবৈশ্চ বলাধিকৈঃ ॥৪
তন্নিমিত্তপ্রসাদং ত্বং কুরুষ্ব মম গোপতে।
অংশেন তেষাং ভ্রাতৃত্বং গত্বা নাশয় তদ্রিপূন্ ॥৫
যথা মে তনয়া ভূয়ো যজ্ঞভাগভুজঃ প্রভো।
ভবেয়ুরধিপাশ্চৈব ত্রৈলোক্যস্য দিবাকর ॥ ৬
তথানুকম্পাং পুত্রাণাং সুপ্রসন্নো রবে মম।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তদনন্তর প্রভু বিভাবসু সেই স্বীয় তেজোমণ্ডল মধ্য হইতে তপ্ততাম্র সদৃশ কলেবর হইয়া আবির্ভূত হইলেন। হে মুনে! তদনন্তর দেবী অদিতি প্রণাম করিলে পর ভাস্বান্ সূর্য্য তাঁহাকে বলিলেন, তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তদ্রূপ অভীষ্ট বরই আমার নিকট প্রার্থনা কর। সেই দেবী অদিতি জানু দ্বারা মেদিনী স্পর্শপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া বরদানের নিমিত্ত সমুপস্থিত বিবস্বান্‌কে বলিলেন, হে দেব! প্রসন্ন হও। বলাধিক দৈত্য ও দানবগণ আমার পুত্রগণের ত্রিভুবন এবং যজ্ঞভাগ অধিকার করিয়াছে; হে ত্বিষাম্পতে! তন্নিমিত্ত আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তুমি অংশরূপে তাঁহাদের ভ্রাতা হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে প্রভো দিবাকর! যেরূপে আমার তনয়গণ পুনর্ব্বার যজ্ঞভাগ ভোজনে অধিকারী ও ত্রৈলোক্যের অধিপতি হয়, হে রবে! আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া, আমার পুত্রগণের প্রতি

---

* সৃজসি কমলজন্মা পালয়স্যচ্যুতাখ্যঃ।
ক্ষপয়সি চ যুগান্তে রুদ্ররূপী ত্বমেকঃ ॥
ইতি বা পাঠঃ।

কুরু প্রপন্নার্ত্তিহর স্থিতিকর্ত্তা ত্বমুচ্যতে ॥ ৭
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তামাহ ভগবান্ ভাস্করো বারিতস্করঃ।
প্রণতামদিতিং বিপ্র প্রসাদসুমুখো বিভুঃ ॥ ৮
সহস্রাংশেন তে গর্ভে সম্ভূয়াহমশেষতঃ।
ত্বৎপুত্রশত্রূনদিতে নাশয়াম্যাশু নির্বৃতাঃ ॥ ৯
ইত্যুক্তা ভগবান ভাস্বানন্তর্দ্ধানমুপাগমৎ।
নিবৃত্তা সাপি তপসঃ সম্প্রাপ্তাখিলবাঞ্ছিতা ॥ ১০
ততো রশ্মিসহস্রন্তু সৌষুম্নাখ্যো রবেঃ করঃ।
বিপ্রাবতারং সঞ্চক্রে দেবমাতুরথোদরে ॥ ১১
কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীনি সা চ চক্রে সমাহিতা।
শুচিনী ধারয়ামাস দিব্যং গর্ভমিতি দ্বিজ ॥ ১২
ততস্তাং কশ্যপঃ প্রাহ কিঞ্চিৎকোপপ্লুতাক্ষরম
কিং মারয়সি গর্ভাণ্ডমিতি নিত্যোপবাসিনী ॥ ১৩
সা চ তং প্রাহ গর্ভাণ্ডমেতৎ পশ্যসি কোপন।
ন মারিতং বিপক্ষাণাং মৃত্যবে তদ্ভবিষ্যতি ॥ ১৪
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্তা তং তদা গর্ভমুৎসসর্জ্জ সুরারণিঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভিঃ পত্যুর্বচনকোপিতা ॥
তং দৃষ্ট্বা কশ্যপো গর্ভমুদ্যদ্ভাস্করবর্চ্চসম্।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা ঋগ্‌ভিরাদ্যাভিরাদরাৎ ॥
সংস্তূয়মানঃ স তদা গর্ভাণ্ডাৎ প্রকটোঽভবৎ।
পদ্মপত্রসবর্ণাভস্তেজসা ব্যাপ্তদিঙ্মুখঃ ॥ ১৭
অথান্তরীক্ষাদাভাষ্য কশ্যপং মুনিসত্তমম্।
সতোয়মেঘগম্ভীর-বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ১৮
মারিতং তে যতঃ প্রোক্তমেতদণ্ডং ত্বয়া মুনে
তস্মান্মুনে সুতস্তেঽয়ং মার্ত্তণ্ডাখ্যো ভবিষ্যতি ॥
সূর্য্যাধিকারঞ্চ বিভুর্জগত্যেষ করিষ্যতি।
হনিষ্যত্যসুরাংশ্চায়ং যজ্ঞভাগহরানরীন্ ॥ ২০
দেবা নিশম্যেতি বচো গগনাৎ সমুপাগমন্।

সেইরূপ অনুকম্পা প্রকাশ কর। হে বিপন্নভয়হারিন্! তোমাকে লোকে স্থিতি (পালন) কর্ত্তা বলিয়া থাকে। ১—৭। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে বিপ্র! তদনন্তর বারিতস্কর ভগবান্ ভাস্কর প্রসন্নবদন হইয়া সেই প্রণতা অদিতিকে বলিলেন, হে অদিতে! আমি সহস্রাংশে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার পুত্রগণের শত্রুদিগকে সমূলে বিনাশ করিব; তোমার পুত্রগণ শীঘ্রই সুখী হইবে। এই বলিয়া ভগবান্ ভাস্বান্ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং সেই অদিতিও সমস্ত বাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। হে বিপ্র। তৎপরে রবির সৌষুম্ন নামক কিরণসহস্রাংশ, দেবমাতা অদিতির গর্ভে অবতীর্ণ হইল। হে দ্বিজ! সেই অদিতি সমাহিতা হইয়া কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক শুচি হইয়া দিব্য গর্ভ বহন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কশ্যপ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কোপমিশ্রিত বাক্যে বলিলেন, তুমি নিত্য উপবাসিনী হইয়া এই গর্ভস্থ অণ্ডকে কি মারিত (নষ্ট) করিবে?

অদিতি তাঁহাকে বলিলেন,—হে ক্রুদ্ধস্বভাব! এই যে গর্ভাণ্ড দেখিতেছ, ইহা মারি নাই। ইহা বিপক্ষগণের বিনাশের কারণ হইবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই বলিয়া তখন সুরমাতা অদিতি পতিবাক্যে ক্রুদ্ধা হইয়া তেজ দ্বারা জাজ্বল্যমান সেই গর্ভ পরিত্যাগ করিলেন। কশ্যপ উদয়কালীন ভাস্কর সদৃশ প্রভাশালী সেই গর্ভ দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক আদ্য ঋঙ্মন্ত্র সমূহ দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তৎকর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া সেই ভাস্কর তেজ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল ব্যাপিয়া পদ্মপত্রসদৃশবর্ণে গর্ভাণ্ড হইতে বহির্গত হইলেন। ৮—১৭। অনন্তর সজল জলদগম্ভীরা অশরীরিণী বাণী অন্তরীক্ষ হইতে মুনিবর কশ্যপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মুনে! তুমি এই অণ্ডকে 'মারিত' বলিয়াছিলে, এইজন্য তোমার পুত্রের নাম "মার্ত্তণ্ড" হইবে। এই বিভু জগতে সূর্য্যের কার্য্য করিবেন এবং যজ্ঞভাগহারী সুরারি অসুরগণকে ইনি বিনাশ করিবেন। দেবগণ উক্তবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া গগন হইতে সমুপাগত হইলেন

প্রহর্ষমতুলং যাতা দানবাশ্চ হৃতৌজসঃ ॥ ২১
ততো যুদ্ধায় দৈতেয়ানাজুহাব শতক্রতুঃ।
সহ দেবৈর্মুদা যুক্তা দানবাশ্চ সমভ্যয়ুঃ ॥২২
তেষাং যুদ্ধমভূদ্‌ঘোরং দেবানামসুরৈঃ সহ।
শস্ত্রাস্ত্রদীপ্তিসন্দীপ্তং সমস্তভুবনান্তরম্ ॥ ২৩
তস্মিন যুদ্ধে ভগবতা মার্ত্তণ্ডেন নিরীক্ষিতাঃ।
তেজসা দহ্যমানাস্তে ভস্মীভূতা মহাসুরাঃ ॥২৪
ততঃ প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
তুষ্টুবুস্তেজসাং যোনিং মার্ত্তণ্ডমদিতিং তথা ॥২৫
স্বাধিকারাংস্তথা প্রাপ্তা যজ্ঞভাগাংশ্চ পূর্ব্ববৎ।
ভগবানপি মার্ত্তণ্ডঃ স্বাধিকারমথাকরোৎ ॥২৬
কদম্বপুষ্পবদ্ভাস্বানধশ্চোর্দ্ধঞ্চ রশ্মিভিঃ।
বৃত্তাগ্নিপিণ্ডসদৃশো দধ্রে নাতিস্ফুরদ্বপুঃ ॥ ২৭

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মার্ত্তণ্ডোৎপত্তির্নাম
পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

এবং দানবগণ হৃততেজাঃ হইল। তদনন্তর দেবগণ সহ শতক্রতু যুদ্ধের জন্য দৈত্যগণকে আহ্বান করিলে দানবগণ হৃষ্ট হইয়া অভিযান করিল। তৎকালে অসুরগণের সহিত দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং সমস্ত ভুবনান্তর দেব ও অসুরগণের অস্ত্র-শস্ত্রের দীপ্তিতে সম্যক্‌রূপে দীপ্ত হইল। সেই যুদ্ধে মহাসুরগণ ভগবান্ মার্ত্তণ্ডকর্ত্তৃক নিরীক্ষিত ও তেজ দ্বারা দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইল। তদনন্তর সমস্ত দেবগণ অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত তেজের আকরস্বরূপ মার্ত্তণ্ড দেবের এবং অদিতির স্তব করিলেন। দেবগণ পূর্ব্ববৎ স্বীয় অধিকার ও যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইলেন এবং ভগবান্ মার্ত্তণ্ডও এই স্বীয় অধিকারানুরূপ সূর্য্যকার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি কদম্বপুষ্পবৎ অধঃ ও ঊর্দ্ধদেশে রশ্মি দ্বারা দীপ্তিশালী হইয়া গোলাকার অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং অনতি স্ফুরণযুক্ত শরীর ধারণ করিলেন। ১৮—২৭।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৫।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ তস্মৈ দদৌ কন্যাং সংজ্ঞাং নাম বিবস্বতে
প্রসাদ্য প্রণতো ভূত্বা বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ ॥১
বৈবস্বতস্তু সম্ভূতো মনুস্তস্যাং বিবস্বতঃ।
পূর্ব্বমেব তথাখ্যাতং তৎস্বরূপং বিশেষতঃ ॥ ২
ত্রীণ্যপত্যান্যসৌ তস্যাং জনয়ামাস গোপতিঃ।
দ্বৌ পুত্রৌ সুমহাভাগৌ কন্যাঞ্চ যমুনাং মুনে ॥
মনুর্বৈবস্বতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রাদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ।
ততো যমো যমী চৈব যমলৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৪
যৎ তেজোঽভ্যধিকং তস্য মার্ত্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ
তেনাতিতাপয়ামাস ত্রীন্ লোকান্ সচরাচরান্
গোলাকারন্তু তং দৃষ্ট্বা সংজ্ঞা রূপং বিবস্বতঃ।
অসহন্তী মহৎ তেজঃ স্বচ্ছায়াং প্রেক্ষ্য
সাব্রবীৎ ॥ ৬

সংজ্ঞোবাচ।

অহং যাস্যামি ভদ্রং তে স্বমেব ভবনং পিতুঃ।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা, প্রণত হইয়া ভগবান বিবস্বান্‌কে প্রসাদনপূর্ব্বক সংজ্ঞা নাম্নী স্বীয় কন্যা প্রদান করিলেন। সেই সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের বৈবস্বত মনু নামে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাঁহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে সাবশেষ কথিত হইয়াছে। হে মুনিবর! গোপতি সূর্য্য, সংজ্ঞার গর্ভে সুমহাভাগ দুইটী পুত্র এবং যমুনা নামে একটী কন্যা, এই তিনটী অপত্য উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে শ্রাদ্ধদেব প্রজাপতি বৈবস্বত মনু জ্যেষ্ঠ; তদনন্তর যম ও যমী নামে যমজ সন্তানের উৎপত্তি হয়। তৎকালে বিবস্বান্ মার্ত্তণ্ডের যে সমধিক তেজ ছিল, তদ্দ্বারা তিনি সচরাচর লোকত্রয় তাপিত করিতেছিলেন। ১—৫। সংজ্ঞা বিবস্বানের সেই গোলাকার রূপ সন্দর্শন করিয়া ও তাঁহার মহৎ তেজ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া স্বীয় ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক

নির্ব্বিকারং ত্বয়াপ্যত্র স্থেয়ং মচ্ছাসনাচ্ছুভে ॥৭
ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্যা চ বরবর্ণিনী।
সম্ভাব্যৌ নৈব চাখ্যেয়মিদং ভগবতে ত্বয়া ॥৮
ছায়োবাচ।
আ কেশগ্রহণাদ্দেবি আ শাপান্নৈব কর্হিচিৎ।
আখ্যাস্যামি মতং তুভ্যং গম্যতাং যত্র বাঞ্ছিতম্ ॥
ইত্যুক্তা চ্ছায়য়া সংজ্ঞা জগাম পিতৃমন্দিরম্।
তত্রাবসৎ পিতুর্গেহে কঞ্চিৎ কালং শুভেক্ষণা ॥
ভর্ত্তুঃ সমীপং যাহীতি পিত্রোক্তা সা পুনঃ পুনঃ
অগচ্ছদ্বড়বা ভূত্বা কুরূন্ বিপ্রোত্তরাংস্ততঃ ॥ ১১
তত্র তেপে তপঃ সাধ্বী নিরাহারা মহামুনে ॥
পিতুঃ সমীপং যাতায়াঃ সংজ্ঞায়া বাক্যতৎপরা
তদ্রূপধারিণী চ্ছায়া ভাস্করং সমুপস্থিতা ॥ ১৩
তস্যাঞ্চ ভগবান্ সূর্য্যঃ সংজ্ঞায়ামিতি চিন্তয়ন্।
তথৈব জনয়ামাস দ্বৌ সুতৌ কন্যকাং তথা ॥
পূর্ব্বজস্য মনোস্তল্যঃ সাবর্ণিস্তেন সোঽভবৎ।
যস্তয়োঃ প্রথমং জাতঃ পুত্রয়োর্দ্বিজসত্তম ॥ ১৫
দ্বিতীয়ো যোঽভবচ্চান্যঃস গ্রহোঽভূচ্ছনৈশ্চরঃ
কন্যাভূৎ তপতী যা তাং বব্রে সম্বরণো নৃপঃ ॥
সংজ্ঞা তু পার্থিবী তেষামাত্মজানাং যথাকরোৎ
স্নেহান্ন পূর্ব্বজাতানাং তথা কৃতবতী সতী ॥১৭
মনুস্তৎ ক্ষান্তবাংস্তস্যা যমশ্চাস্যা ন চক্ষমে।
বহুশো যাচ্যমানস্তু পিতুঃ পত্ন্যা সুদুঃখিতঃ ॥১৮
স বৈ কোপাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোঽর্থস্য বৈ বলাৎ।
পদা সন্তর্জ্জয়ামাস চ্ছায়াসংজ্ঞাং যমো মুনে।

বলিতে লাগিলেন, শুভে! তোমার কল্যাণ হউক। আমি স্বীয় পিতৃভবনে গমন করিব। তুমি মদীয় আজ্ঞা পালন করত নির্ব্বিকারচিত্তে এই স্থানে থাকিবে। আমার এই বালকদ্বয় ও এই বরবর্ণিনী কন্যার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিবে; আর এই বৃত্তান্ত ভগবানের নিকট কদাচ প্রকাশ করিবে না। ছায়া বলিলেন, হে দেবি! যে পর্য্যন্ত আপনার কেশ গ্রহণ না করেন ও যে পর্য্যন্ত আমায় শাপ প্রদান না করেন, সে পর্য্যন্ত আমি ভগবানের নিকট আমার মত প্রকাশ করিব না, আপনি অভিলষিত স্থানে গমন করুন। ছায়া এইরূপ বলিলে পর শুভ-দর্শনা সংজ্ঞা পিতৃগৃহে গমনপূর্ব্বক কিছুকাল তথায় বাস করিলেন। হে বিপ্র! তৎপরে "ভর্ত্তৃগৃহে গমন কর" এই বাক্য পিতা বিশ্বকর্ম্মা পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকিলে সংজ্ঞা বড়বারূপ ধারণ করিয়া উত্তরকুরুদেশে গমন করিলেন, এবং হে মহামুনে! সাধ্বী সংজ্ঞা তথায় অনাহারে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৬—১২। সংজ্ঞা পিতৃসমীপে গমন করিলে ছায়া তদীয় বাক্যানুসারে তাঁহার রূপ ধারণ করিয়া ভগবান্ ভাস্করের ভজনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সূর্য্য তাঁহাকে স্বীয় পত্নী সংজ্ঞা বিবেচনা করিয়া তাঁহার গর্ভেও দুই পুত্র এবং এক কন্যা উৎপাদন করিলেন। দ্বিজসত্তম! ঐ দুই পুত্রের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনি সংজ্ঞা-পুত্র পূর্ব্বজাত বৈবস্বত মনুর ন্যায় সাবর্ণি নামে মনু হইলেন এবং দ্বিতীয় পুত্র শনৈশ্চর নামে গ্রহ হইলেন। আর তপতী নাম্নী যে কন্যা জন্মিলেন, পরে সংবরণনামা নরপতি তাঁহাকেই বিবাহ করেন। ছায়া-সংজ্ঞা, সাবর্ণি মনু প্রভৃতি স্বীয় অপত্যগণের প্রতি যাদৃশ সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিলেন, সংজ্ঞাগর্ভোৎপন্ন বৈবস্বত মনু প্রভৃতির প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিলেন না। ছায়া-সংজ্ঞার এবংবিধ অসদৃশ ব্যবহার দেখিয়াও বৈবস্বত মনু তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু যম ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পিতৃ-পত্নী কর্ত্তৃক বারংবার যাচিত হইয়াও তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। হে মুনে! যম, কোপ, বাল্য ও ভাবী অর্থ-বল হেতু ছায়া-সংজ্ঞার প্রতি তর্জ্জনপূর্ব্বক চরণ প্রদর্শন করিলেন। ছায়া-সংজ্ঞা তাহাতে সাতিশয় রোষপরবশা হইয়া যমকে এই

ততঃ শশাপ চ যমং সংজ্ঞা সামর্ষিণী ভৃশম্ ॥
ছায়োবাচ।
পদা তর্জ্জয়সে যস্মাৎ পিতৃভার্য্যাং গরীয়সীম্।
তস্মাৎ তবৈব চরণঃ পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২
যমস্তু তেন শাপেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ।
মনুনা সহ ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বং পিত্রে ন্যবেদয়ৎ ॥ ২১
যম উবাচ।
স্নেহেন তুল্যমস্মাসু মাতা দেব ন বর্ত্ততে।
বিসৃজ্য জ্যায়সোঽপ্যস্মান্ কনীয়াংসৌ বুভূষতি
তস্যাং ময়োদ্যতঃ পাদো ন তু দেহে নিপাতিতঃ
বাল্যাদ্বা যদি বা মোহাৎ তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥
শপ্তোঽহং তাত কোপেন জনন্যা তনয়ো যতঃ
ততো ন মন্যে জননীমিমাং বৈ তপতাং বর
বিগুণেষ্বপি পুত্রেষু ন মাতা বিগুণা পিতঃ।
পাদস্তে পততাং পুত্র কথমেতৎ প্রবক্ষ্যতি ॥
তব প্রসাদাচ্চরণো ন পতেদ্ভগবান্ যথা।
মাতৃশাপাদয়ং মেঽদ্য তথা চিন্তয় গোপতে ॥
রবিরুবাচ।
অসংশয়মিদং পুত্র ভবিষ্যত্যত্র কারণম্।
যেন ত্বামাবিশৎ ক্রোধো ধর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্
সর্ব্বেষামেব শাপানাং প্রতিঘাতো হি বিদ্যতে
ন তু মাত্রাভিশপ্তানাং ক্বচিচ্ছাপনিবর্ত্তনম্ ॥
ন শক্যমেতন্মিথ্যা তু কর্ত্তুং মাতুর্বচস্তব।
কিঞ্চিৎ তব বিধাস্যামি পুত্রস্নেহাদনুগ্রহম্ ॥ ২৯
কৃময়ো মাংসমাদায় প্রয়াস্যন্তি মহীতলম্।
কৃতং তস্যা বচঃ সত্যং ত্বঞ্চ ত্রাতো ভবিষ্যসি ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
আদিত্যস্ত্বব্রবীচ্ছায়াং কিমর্থং তনয়েষু বৈ।
তুল্যেষ্বপ্যধিকঃ স্নেহ একত্র ক্রিয়তে ত্বয়া ॥ ৩১
নূনং নৈষাং ত্বং জননী সংজ্ঞা কাপি ত্বমাগতা।
বিগুণেষ্বপ্যপত্যেষু কথং মাতা শপেৎ সুতম্ ॥

বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, "আমি তোমার পূজনীয়া পিতৃজায়া; আমাকে পদ প্রদর্শন করত তর্জ্জন করিলে, অতএব তুমি ছিন্নপদ হইবে।" ধর্ম্মাত্মা যম এই শাপে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া মনুর সহিত পিতৃসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। যম বলিলেন, হে দেব! মাতা আমাদিগকে তুল্যস্নেহ না করিয়া আমরা জ্যেষ্ঠ হইলেও আমাদিগকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক কনিষ্ঠদ্বয়ের ভরণ-পোষণে ইচ্ছা করিতেছেন, এজন্য আমি বালস্বভাব অথবা মোহবশতঃ তাঁহার প্রতি পদোত্তোলন করিয়াছিলাম, কিন্তু আঘাত করি নাই, আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। হে তাপদাতৃশ্রেষ্ঠ পিতঃ! পুত্র তরস্যার হইলেও মাতা তাহার প্রতি কখন দুর্ব্ব্যবহার করেন না, সুতরাং পুত্রকে 'তোমার পদ পতিত হউক' এইরূপ অভিশাপ প্রদান কিরূপে করিবেন? যখন জননী হইয়া তনয়ের প্রতি কোপবশতঃ এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন, তখন ইঁহাকে মাতা বলিয়া অনুমান হয় না। হে ভগবন্! মাতৃশাপে যাহাতে আমার পদ পতিত না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার উপায় চিন্তা করুন। ১৩—২৬। সূর্য্য বলিলেন, হে পুত্র! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী হইয়াও যখন ক্রোধপরবশ হইয়াছিলে, তখন নিশ্চয়ই ইহা ঘটিবার সম্ভাবনা। অন্যান্য সকল অভিশাপই প্রতিহত হইতে পারে, কিন্তু মাতার অভিশাপ বিমোচনে কোন উপায়ই নাই। অতএব তোমার মাতৃবাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইতেছি না, তবে পুত্রস্নেহহেতু কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ বিধান করিব। কৃমিকুল তোমার মাংস গ্রহণ করিয়া মহীতলে লইয়া যাইবে" এইরূপ হইলে তোমার মাতৃবাক্য সত্য হইবে, অথচ তুমিও রক্ষিত হইবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর আদিত্য ছায়াকে বলিলেন, "তোমার পুত্রগণ সকলেই তুল্য-স্নেহের পাত্র, কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া একের প্রতি স্নেহ করিতেছ কেন? এজন্য বোধ হয়, তুমি ইহাদিগের মাতা সংজ্ঞা নহ, অপর কেহ সংজ্ঞারূপে অবস্থান করিতেছ, নচেৎ পুত্রের দুর্ব্ব্যবহারে

সা তৎ পরিহরন্তী চ নাচচক্ষে বিবস্বতঃ।
স চাত্মানং সমাধায় যুক্তস্তত্ত্বমপশ্যত ॥ ৩৩
তং শপ্তুমুদ্যতং দৃষ্ট্বা ছায়াসংজ্ঞা দিবস্পতিম্।
ভয়েন কম্পতী ব্রহ্মন্ যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ ॥৩৪
বিবস্বাংস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ শ্রুত্বা শ্বশুরমভ্যগাৎ।
স চাপি তং যথান্যায়মর্চ্চয়িত্বা দিবাকরম্।
নির্দ্দগ্ধুকামং রোষেণ সান্ত্বয়ামাস সুব্রতঃ ॥ ৩৫

বিশ্বকর্ম্মোবাচ।

তবাতিতেজসা ব্যাপ্তমিদং রূপং সুদুঃসহম্।
অসহন্তী ততঃ সংজ্ঞা বনে চরতি বৈ তপঃ ॥
দ্রক্ষ্যতে তাং ভবানদ্য স্বভার্য্যাং শুভচারিণীম্
রূপার্থং ভবতোহরণ্যে চরন্তীং সুমহৎ তপঃ ॥
শ্রুতং মে ব্রহ্মণো বাক্যং যদি তে দেব রোচতে
রূপং নির্বর্ত্তয়াম্যেতৎ তব কান্তং দিবস্পতে।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যতো হি ভাস্বতো রূপং প্রাগাসীৎ পরিমণ্ডলম্
ততস্তথেতি তং প্রাহ ত্বষ্টারং ভগবান্ রবিঃ।
বিশ্বকর্ম্মা ত্বনুজ্ঞাতঃ শাকদ্বীপে বিবস্বতঃ।
ভ্রমিমারোপ্য তৎ তেজঃ শাতনায়োপচক্রমে
ভ্রমতাশেষজগতাং নাভিভূতেন ভাস্বতা।
সমুদ্রাদ্রি-বনোপেতা সাক্ররোহ মহী নভঃ ॥ ৪০
গগনঞ্চাখিলং ব্রহ্মন্ সচন্দ্র-গ্রহ-তারকম্।
অধোগতং মহাভাগ বভূবাক্ষিপ্তমাকুলম্ ॥৪২
বিক্ষিপ্তসলিলাঃ সর্ব্বে বভূবুশ্চ তথাব্ধয়ঃ।
ব্যভিদ্যন্ত মহাশৈলাঃ শীর্ণসানুনিবন্ধনাঃ ॥ ৪৩
ধ্রুবাধারাণ্যশেষাণি ধিষ্ণ্যানি মুনিসত্তম।
ক্রুট্যদ্রশ্মিনিবন্ধানি অধো জগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৪
বেগভ্রমণসঞ্জাত-বায়ুক্ষিপ্তাঃ সমন্ততঃ।
ব্যশীর্য্যন্ত মহামেঘা ঘোররাববিচারিণঃ ॥ ৪৫
ভাস্বদ্ভ্রমণবিভ্রান্তং ভূম্যাকাশ-রসাতলম্।

মাতা কি কখন অভিশাপ প্রদান করিতে পারেন? ছায়া-সংজ্ঞা সমুদায় বৃত্তান্ত গোপন করিয়া দিবাকরকে কিছুই বলিলেন না; কিন্তু দিবস্পতি সমাধিবলে সমগ্র সত্য অবলোকন করিয়া অভিশাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন। হে ব্রহ্মন্! তদ্দৃষ্টে ছায়াসংজ্ঞাও ভীতা হইয়া কম্পিত-কলেবরে আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন! বিবস্বান এই সকল শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ-চিত্তে শ্বশুর-সমীপে গমন করিলেন। সুব্রত বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে রোষাগ্নি দ্বারা যেন সমুদায় দগ্ধ করিতে অভিলাষী দেখিয়া যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিলেন। ২৭—৩৫। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, সংজ্ঞা আপনার এই অতিরিক্ত তেজোব্যাপ্ত সুদুঃসহ রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া বনে তপস্যাচরণ করিতেছে। আপনি অদ্য আপনার রূপের জন্য অরণ্যে সুমহৎ তপস্যাচারিণী, শুভকার্য্যতৎপরা, সেই স্বীয় ভার্য্যাকে অবলোকন করিবেন। হে দেব! আমার ব্রহ্মবাক্য স্মরণ হইতেছে; তাহা যদি আপনার অনুমত হয়, তবে হে দিবস্পতে আপনার এই রূপকে কান্তরূপে পরিবর্ত্তিত করি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাঁহার উপস্থিত রূপের পরিমণ্ডলতা থাকায় ভগবান্ ত্বষ্টাকে তৎকার্য্যে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মাও অনুজ্ঞাত হইয়া শাকদ্বীপে বিবস্বানকে ভ্রমি যন্ত্রে (কুঁদ) আরোপণপূর্ব্বক শাতন করিবার (চাঁচিবার) উপক্রম করিলেন। ৩৬—৪০। ৮ হে ব্রহ্মন্। নিখিল জগতের নাভিস্বরূপ আদিত্য ঘূর্ণিত হইতে থাকিলে সমুদ্র গিরিবন-বেষ্টিত মহীতল আকাশে উত্থিত হইল এবং হে মহাভাগ। চন্দ্রগ্রহ-তারকাদি সঙ্কুল অখিল গগন অধঃপ্রদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া আকুল হইতে লাগিল। সমুদ্রগণ বিক্ষিপ্ত-সলিল হইল, মহাশৈল-সমূহ শীর্ণসানু হইয়া বিভিন্ন হইতে লাগিল এবং ধ্রুবাধার অশেষ নক্ষত্রকুল ছিন্নরশ্মি-নিবন্ধ হইয়া অধোদেশে গমন করিল। চতুর্দ্দিকে মহামেঘগণ বেগ-ভ্রমণ-সঞ্জাত বায়ু দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া ঘোর স্তনিত সহকারে বিচরণপূর্ব্বক বিশীর্ণ হইতে লাগিল। হে মুনিসত্তম! এইরূপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, সমগ্র জগতই সূর্য্যভ্রমণে

জগদাকুলমত্যর্থং তদাসীন্মুনিসত্তম॥ ৪৬
ত্রৈলোক্যে সকলে বিপ্র ভ্রমমাণে সুরর্ষয়ঃ।
দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ভাস্বন্তমভিতুষ্টুবুঃ॥ ৪৭
আদিদেবোঽসি দেবানাং জ্ঞাতমেতৎ স্বরূপতঃ
সর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধা ভেদেন তিষ্ঠসি॥ ৪৮
স্বস্তি তেঽস্তু জগন্নাথ ধর্ম্ম-বর্ষা হিমাকর।
কুরুষ্ব শান্তিং লোকানাং দেবদেব দিবাকর॥
ইন্দ্রশ্চাগত্য তং দেবং লিখ্যমানং যথাস্তবৎ।
জয় দেব জগদ্ব্যাপিন্ জয়াশেষ জগৎপতে॥
ঋষয়শ্চ ততঃ সপ্ত বশিষ্ঠাত্রিপুরোগমাঃ।
তুষ্টুবুর্ব্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ স্বস্তিস্বস্তীতিবাদিনঃ॥
বেদোক্তাভিরথাগ্র্যাভির্বালিখিল্যাশ্চ তুষ্টুবুঃ।
ভাস্বন্তং ঋগ্‌ভিরাদ্যাভির্লিখ্যমানং মুদা যুতাঃ
ত্বং নাথ মোক্ষিণাং মোক্ষো ধ্যেয়স্ত্বং ধ্যানিনাং পরঃ।
ত্বং গতিঃ সর্ব্বভূতানাং কর্ম্মকাণ্ডেঽপি বর্ত্ততাম্

শং প্রজাভ্যোঽস্তু দেবেশ শং নোঽস্তু জগতাং পতে।
শং নোঽস্তু দ্বিপদে নিত্যং শং নশ্চাস্তু চতুষ্পদে
ততো বিদ্যাধরগণা যক্ষ-রাক্ষসপন্নগাঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে শিরোভিঃ প্রণতা রবিম্
উচুরেবংবিধং বাচো মনঃশ্রোত্রসুখাবহাঃ।
সহ্যং ভবতু তে তেজো ভূতানাং ভূতভাবন॥
ততো হাহাহুহুশ্চৈব নারদস্তুম্বুরুস্তথা।
উপগায়িতুমারব্ধা গান্ধর্ব্বকুশলা রবিম্॥ ৫৭
ষড়্‌জ-মধ্যম-গান্ধার-গ্রামত্রয়বিশারদাঃ।
মূর্চ্ছনাভিশ্চ তালৈশ্চ সপ্রয়োগৈঃ সুখপ্রদম্॥
বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ উর্ব্বশ্যথ তিলোত্তমা।
মেনকা সহজন্যা চ রম্ভা চাপ্সরসাং বরাঃ॥ ৫৯
ননৃতুর্জ্জগতামীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ।
হাবভাববিলাসাদ্যান্ কুর্ব্বন্ত্যোঽভিনয়ান্ বহূন্
প্রাবাদ্যন্ত ততস্তত্র বেণুবীণাদিদর্দ্দুরাঃ।
প্রণবাঃ পুষ্করাশ্চৈব মৃদঙ্গাঃ পটহানকাঃ।
দেবদুন্দুভয়ঃ শঙ্খাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৬১

বিভ্রান্ত হইয়া নিরতিশয় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। হে বিপ্র! ত্রৈলোক্য এইরূপে ঘূর্ণিত হইলে সুরর্ষি ও দেবতাগণ ব্রহ্মার সহিত সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, তুমি দেবগণ মধ্যে আদিদেব, ইহা স্বরূপতই জানা গিয়াছে। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কাল ভেদে তুমি ত্রিধা ভিন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছ। হে জগন্নাথ! হে গ্রীষ্ম-বর্ষা-হিমাকর! তোমার মঙ্গল হউক; হে দেবদেব! হে দিবাকর! তুমি লোকদিগের শান্তি বিধান কর। সমাগত ইন্দ্র তদবস্থাপন্ন সূর্য্যদেবকে "হে দেব! হে জগদ্ব্যাপিন্! হে অশেষ জগৎপতে! তোমার জয় হউক" বলিয়া স্তব করিলেন। তৎপরে বশিষ্ঠ অত্রি প্রভৃতি সপ্তঋষি স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিয়া বিবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিলেন। হৃষ্টচিত্ত বালখিল্যগণ, লিখ্যমান ভাস্কর দেবকে বেদোক্ত আদ্যঋকের দ্বারা এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন, "হে নাথ! তুমি মুমুক্ষুদিগের মোক্ষ, ধ্যানীদিগের একমাত্র ধ্যেয়, কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত-সর্ব্ব-

জীবেরও তুমিই গতি, হে দেবেশ! হে জগন্নাথ। সমগ্র প্রজাদিগের, আমাদিগের এবং অস্মদীয় দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের মঙ্গল বিধান কর। তদনন্তর বিদ্যাধর, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ কৃতাঞ্জলিপুট রবিকে প্রণাম করিয়া "হে ভূতভাবন! আপনার তেজঃ ভূতদিগের সহনীয় হউক" এইরূপ মনঃশ্রোত্রসুখকর বাক্য বলিতে লাগিল। ৪১—৫৬। অতঃপর ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার এই গ্রামত্রয়-বিশারদ হাহাহুহু, নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতি সঙ্গীতবিদ্‌গণ মূর্চ্ছনা ও তালাদির সুপ্রয়োগানুসারে রবিসমক্ষে সুখপ্রদ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। দেব বিভাবসু এইরূপে লিখ্যমান হইতে থাকিলে বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা, সহজন্যা ও রম্ভা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অপ্সরোগণ হাবভাব বিলাসাদি বহু অভিনয় সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। বেণু, বীণা, দর্দ্দুর, পণব, পুষ্কর, মৃদঙ্গ, পটহ, আনক, দেবদুন্দুভি ও শঙ্খ

গায়ন্তিশ্চৈব গন্ধর্বৈর্নৃত্যন্তিশ্চাপ্সরোগণৈঃ।
তূর্য্যবাদিত্রঘোষৈশ্চ সর্ব্বং কোলাহলীকৃতম্॥
ততঃ কৃতাঞ্জলিপুটা ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
লিখ্যমানং সহস্রাংশুং প্রণেমুঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
ততঃ কোলাহলে তস্মিন্ সর্ব্বদেবসমাগমে।
তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃ শনৈঃ
ইতি হিমজলঘর্ম্মকালহেতো-
র্হর-কমলাসন-বিষ্ণুসংস্তুতস্য।
তনুপরিলিখনং নিশম্য ভানো-
র্ব্রজতি দিবাকরলোকমায়ুষোঽন্তে॥ ৬৫

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভানুতনুলিখনে
ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৬॥

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
লিখ্যমানে ততো ভানৌ বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ
উদ্ভূত-পুলকঃ স্তোত্রমিদং চক্রে বিবস্বতঃ॥ ১

বিবস্বতে প্রণতহিতানুকম্পিনে
মহাত্মনে সমজবসপ্তসপ্তয়ে।
সুতেজসে কমলকুলাববোধিনে
নমস্তমঃপটলপটাবপাটিনে॥ ২
পাবনাতিশয়পুণ্যকর্ম্মণে
নৈককামবিষয়প্রদায়িনে।
ভাস্বরানলময়ূখধারিণে
সর্ব্বলোকহিতকারিণে নমঃ॥ ৩
অজায় লোকত্রয়কারণায়
ভূতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায়।
নমো মহাকারুণিকোত্তমায়
সূর্য্যায় চক্ষুঃপ্রভবালয়ায়॥ ৪
বিবস্বতে জ্ঞানভৃতান্তরাত্মনে
জগৎপ্রতিষ্ঠায় জগদ্ধিতৈষিণে।
স্বয়ম্ভুবে লোকসমস্তচক্ষুষে
সুরোত্তমায়ামিততেজসে নমঃ॥ ৫
ক্ষণমুদয়াচলমৌলিমালঃ
সুরগণসহিতো হিতো জগতঃ।
ভ্রমকমযূখসহস্রবপু-
র্জগতি বিভাসি তমাংসি নুদন্॥ ৬

প্রভৃতি শত সহস্র বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। এইরূপে গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীত স্বরে অপ্সরো-রোগণের নৃত্যে ও তূর্য্য-বাদিত্র শব্দ দ্বারা তৎকালে সমস্ত জগৎ কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিনম্র হইয়া লিখ্যমান সহস্রাংশুকে প্রণাম করিলেন। দেবতা প্রভৃতির সমাগম জন্য তৎকালে কোলাহল উপস্থিত হইলে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃশনৈঃ তেজ ক্ষীণ করিতে লাগিলেন। শিশির, বর্ষা ও গ্রীষ্মকালের হেতুস্বরূপ এবং হরি হর ব্রহ্মার সংস্তুত ভানুদেবের এই তনু-পরিলিখন কথা শ্রবণ করিলে, জীবনান্তে দিবাকরলোক প্রাপ্তি হয়। ৫৭—৬৫।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৬।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা ভানুতনু ক্ষীণ করিতে করিতে পুলকিত হইয়া বিবস্বানকে এই বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন,—প্রণতদিগের হিতানুষ্ঠান ও অনুকম্পাকারী, সমবেগ-বিশিষ্ট সপ্তাশ্বশালী, কমলকুল-বিকাশক এবং তমোরাশিবিনাশক সুতেজা মহাত্মা বিবস্বানকে নমস্কার করি। অতিশয় পাবন, পুণ্যকর্ম্মা, অনেক কাম্যবিষয়-প্রদ, ভাস্বরবহ্নি সদৃশময়ূখমালী এবং সর্ব্ব-লোকের হিতকারী দেবকে নমস্কার করি। স্বয়ং উৎপত্তিরহিত, কিন্তু লোকত্রয়ের উদ্ভব-কারণ স্বরূপ ভূতাত্মা, রশ্মিপতি, বৃষ (সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ) মহাকারুণিক-শ্রেষ্ঠ, চাক্ষুষ বিষয়ের আলয় স্বরূপ সূর্য্যকে প্রণাম। জ্ঞানিগণের অন্তরাত্মরূপী, জগদাধার, জগতের হিতেচ্ছু, স্বয়ম্ভু, লোক সমস্তের চক্ষুঃস্বরূপ, সুরশ্রেষ্ঠ, অমিততেজা বিবস্বানকে নমস্কার করিতেছি। তুমি জগতের হিতকামনায় সুরগণসহ ক্ষণ-কাল উদয়াচলের শিরোমাল্যস্বরূপ হইয়া,

ভবতিমিরাসবপানমদাৎ
ভবতি বিলোহিতবিগ্রহাৎ।
মিহির বিভাসি যতঃ স্ফুতরাং
ত্রিভুবনভাবনভা-নিকরৈঃ ॥ ৭
রথমধিরুহ্য সমাবয়বং
চারু বিকম্পিতমুকুরুচিরম্।
সততমখিলহয়ৈর্ভগবন্
চরসি জগদ্ধিতায় বিততম্ ॥ ৮
অমৃতসুধাংশুরসেন সমং
বিবুধ পিতৄনপি তর্পয়সে।
অরিগণসূদন তেন তব
প্রণিপত্য লিখামি জগদ্ধিতায ॥ ৯
শুকসমবর্ণহয়প্রথিতং
তব পদপাংশুপবিত্রতলম্।
নতজনবৎসল মাং প্রণতং
ত্রিভুবনপাবন পাহি রবে ॥ ১০
ইতি সকলজগৎপ্রসূতিভূতং
ত্রিভুবনপাবনধামভূতং
রবিমখিলজগৎ প্রদীপভূতং
দেবং প্রণতোঽস্মি বিশ্বকর্ম্মাণম্ ॥ ১১

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সূর্য্যস্তবনং নাম সপ্তাধিকশততমোধ্যায়ঃ ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং সূর্য্যস্তবং কুর্ব্বন্ বিশ্বকর্ম্মা দিবস্পতেঃ।
তেজসঃ ষোড়শং ভাগং মণ্ডলস্থমধারয়ৎ ॥ ১
শাতিতৈস্তেজসো ভাগৈর্দশভিঃ পঞ্চভিস্তথা।
অতীব কান্তিমচ্চারু ভানোরাসীৎ তদা বপুঃ
শাতিতস্তু যৎ তেজস্তেন চক্রং বিনির্ম্মিতম্
বিষ্ণোঃ শূলঞ্চ শর্ব্বস্য শিবিকা ধনদস্য চ।
দণ্ডঃ প্রেতপতেঃ শক্তির্দেবসেনাপতেস্তথা ॥৩
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানামায়ুধানি স বিশ্বকৃৎ।

প্রখর কিরণ দ্বারা সহস্রবপুঃ পরিগ্রহপূর্ব্বক তমোরাশির বিনাশ সাধন করত জগতে প্রকাশ পাইতেছ। ১—৬। হে মিহির! জাগতিক তিমিররূপ আসবপানে মত্ততা জন্য লোহিত-মূর্ত্তি হইয়া তুমি ত্রিভুবন-প্রকাশ কিরণ-নিকর দ্বারা অতিশয় দীপ্তি পাইতেছ। হে ভগবন্! তুমি জগতের হিতের জন্য নিরন্তর সমাবয়ব, অতি মনোরম, ঈষৎ বিকম্পিত বিস্তৃত রথে আরোহণ করিয়া অশ্ব-সমূহ দ্বারা বিচরণ করিতেছ। হে অরি-নিসূদন! তুমি সঞ্জীবনী সুধা দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের এক সময়েই তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া থাক; সেই হেতু জগতের হিত-কামনায় আমি তোমাকে প্রণাম করিয়া, তোমার তেজ ক্ষীণ করিতেছি। হে প্রণত-জন-বৎসল! হে ত্রিভুবন পাবন ভাস্কর! আমি তোমারই শুকসমবর্ণ অশ্বসৃষ্টি জন্য বিখ্যাত হইয়াছি এবং তোমার পদপাংশু দ্বারা অদ্য পবিত্রাশ্রম হইয়াছি; এই প্রণত ব্যক্তিকে অনুগ্রহ কর। এইরূপে সমস্ত জগতের কারণরূপী, ত্রিভুবন-পবিত্রকারী তেজঃস্বরূপ এবং নিখিল জগতের প্রদীপ-তুল্য বিশ্বকর্ম্মা (বিশ্বস্রষ্টা) রবিদেবকে প্রণাম করিতেছি। ৭—১১।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৭।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে দিবস্পতি সূর্য্যের স্তব করিয়া তাঁহার তেজের ষোড়শ ভাগ (এক আনা) মণ্ডল মধ্যে রাখিলেন। তৎকালে তেজের পঞ্চদশ ভাগ ক্ষপিত হওয়ায়, সূর্য্য-কলেবর অতীব কান্তিবিশিষ্ট হইয়াছিল। সূর্য্যের কর্ত্তিত তেজোভাগ দ্বারা অরিকুল বিনাশের জন্য বিষ্ণুর চক্র, শিবের শূল, কুবেরের শিবিকা, যমের দণ্ড, কার্ত্তিকেয়ের শক্তি এবং অন্যান্য দেবগণের প্রদীপ্ত অস্ত্র সকল বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ

চকার তেজসা ভানোর্ভাসুরাণ্যরিশান্তয়ে ॥ ৪
ইতি শাতিততেজাঃ স শুশুভে নাতিতেজসা।
বপুর্দধার মার্ত্তণ্ডঃ সর্ব্বাবয়বশোভনম্ ॥ ৫
স দদর্শ সমাধিস্থঃ স্বাং ভার্য্যাং বড়বাকৃতিম্।
অধৃষ্যাং সর্ব্বভূতানাং তপসা নিয়মেন চ ॥ ৬
উত্তরাংশ্চ কুরূন্ গত্বা ভূত্বাশ্বো ভানুরাগমৎ।
সা চ দৃষ্ট্বা তমায়ান্তং পরপুংসো বিশঙ্কয়া ॥ ৭
জগাম সম্মুখে তস্য পৃষ্ঠরক্ষণতৎপরা।
ততশ্চ নাসিকাযোগং তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ ॥৮
বড়বায়াঞ্চ তৎ তেজো নাসিকাভ্যাং বিবস্বতঃ
দেবৌ তত্র সমুৎপন্নাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ ॥৯
নাসত্যদস্রৌ তনয়াবশ্ববক্ত্রাদ্বিনির্গতৌ।
মার্ত্তণ্ডস্য সুতাবেতাবশ্বরূপধরস্য হি ॥ ১০
রেতসোঽন্তে চ রেবন্তঃ খড়্গী ধন্বী তনুত্রধৃক্
অশ্বারূঢ়ঃ সমুদ্ভূতো বাণ-তূণসমন্বিতঃ ॥ ১১
ততঃ স্বরূপমমলং দর্শয়ামাস ভানুমান্।
তস্য শান্তং সমালোক্য সা রূপং মুদমাদদে।
স্বরূপধারিণীঞ্চেমাং স নিনায় নিজালয়ম্।
সংজ্ঞাং ভার্য্যাং প্রীতিমতীং ভাস্করো বারিতস্করঃ
ততঃ পূর্ব্বসুতো যোঽস্যাঃ সোঽভূদ্বৈবস্বতো মনুঃ।
দ্বিতীয়শ্চ যমঃ শাপাদ্ধর্ম্মদৃষ্টিরনুগ্রহাৎ ॥ ১৪
যমস্তু তেন শাপেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ।
ধর্ম্মোঽভিরোচতে যস্মাদ্ধর্ম্মরাজস্ততঃ স্মৃতঃ ॥
কৃময়ো মাংসমাদায় পাদতস্তে মহীতলম্।
পতিষ্যন্তীতি শাপান্তং তস্য চক্রে পিতা স্বয়ম্
ধর্ম্মদৃষ্টির্যতশ্চাসৌ সমো মিত্রে তথাহিতে।
ততো নিয়োগে তং যাম্যে চকার তিমিরাপহঃ
তস্মৈ দদৌ পিতা বিপ্র ভগবান্ লোকপালতাম্
পিতৄণামাধিপত্যঞ্চ পরিতুষ্টো দিবাকরঃ ॥ ১৮
যমুনাঞ্চ নদীং চক্রে কলিন্দান্তরবাহিনীম্।
অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ কৃতৌ পিত্রা মহাত্মনা ॥

করিয়াছিলেন। এইরূপে মার্ত্তণ্ড ক্ষীণতেজ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অনতি তীব্র তেজ দ্বারা সর্ব্বাবয়ব-শোভন শরীর ধারণ করিলেন। পরে সমাধিস্থ হইয়া তিনি তপঃ ও নিয়ম দ্বারা সর্ব্বভূতের অধৃষ্যা বড়বাকৃতি স্বীয় ভার্য্যাকে দর্শন করিলেন। ১—৬। তদনন্তর ভানু উত্তর কুরুদেশে গমন করিয়া অশ্বমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক নিকটস্থ হইলে বড়বাকৃতি সংজ্ঞা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পর-পুরুষ আশঙ্কায় পৃষ্ঠদেশ রক্ষার জন্য সাবধান হইয়া, তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন। তখন সমীপস্থ উভয়ের নাসিকা সংযুক্ত হওয়ায় বিবস্বানের তেজঃ নাসিকা-যুগল দ্বারা বড়বাগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে তাহা হইতে ভিষক্শ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হইলেন। অশ্ববক্ত্রবিনির্গত; 'নাসত্য' ও 'দস্র' এই তনয়দ্বয় অশ্বরূপধারী মার্ত্তণ্ডেরই পুত্র। বীর্য্যের শেষভাগে বর্ম্মিতবপুঃ, খড়্গধারী ধনুষ্মান্, অশ্বারূঢ় বাণ-তূণ-সমন্বিত রেবন্ত উদ্ভূত হইলেন। অনন্তর অংশুমালী স্বীয় সুনির্ম্মল রূপ প্রকাশ করিলে তাঁহার সেই শান্ত রূপ দর্শনে হৃষ্ট হইয়া সংজ্ঞাও নিজ স্বরূপ ধারণ করিলেন। তখন বারি-তস্কর ভাস্কর প্রীতিমতী স্বীয় ভার্য্যাকে নিজালয়ে আনয়ন করিলেন। যিনি সংজ্ঞার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনি বৈবস্বত মনু হইলেন এবং দ্বিতীয় পুত্র যম শাপ ও অনুগ্রহ হেতু ধর্ম্ম-দৃষ্টি হইয়াছিলেন। ৭—১৪। যম সেই অভিশাপ জন্য নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ধর্ম্মা-চরণে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি 'ধর্ম্মরাজ' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। 'কৃমিকুল তোমার পাদদেশ হইতে মাংস গ্রহণ করিয়া মহীতলে পতিত হইবে' তাঁহার পিতা এইরূপে শাপান্ত বিধান করিয়াছিলেন। যম ধর্ম্মদৃষ্টি হইয়া শত্রুমিত্রে সমব্যবহার করায় সূর্য্য তাঁহাকে যাম্য অধিকারে নিযুক্ত করিলেন। হে বিপ্র! ভগবান্ দিবাকর পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে লোকপালত্ব এবং পিতৃগণের আধিপত্য প্রদান করিলেন। মহদাশয় পিতা যমুনাকে কলিন্দদেশবাহিনী নদী ও অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে দেববৈদ্য

গুহ্যকাধিপতিত্বে চ রেবন্তো বিনিয়োজিতঃ ।
এবমপ্যাহ চ ততো ভগবাঁল্লোকভাবনঃ ।
ত্বমপ্যশেষলোকস্য পূজ্যো বৎস ভবিষ্যসি ॥২০
অরণ্যাদিমহাদাব-বৈরি-দস্যুভয়েষু চ ।
ত্বাং স্মরিষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যা মোক্ষ্যন্তে তে মহাপদঃ ॥
ক্ষেমং বুদ্ধিং সুখং রাজ্যমারোগ্যং কীর্ত্তিমুন্নতিম্
নরাণাং পরিতুষ্টস্ত্বং পূজিতঃ সম্প্রদাস্যসি ॥২২
ছায়াসংজ্ঞাসুতশ্চাপি সাবর্ণঃ সুমহযশাঃ ।
ভাব্যঃ সোঽনাগতে কালে মনুঃ সাবর্ণকোঽষ্টমঃ
মেরুপৃষ্ঠে তপো ঘোরমদ্যাপি চরতে প্রভুঃ ।
ভ্রাতা শনৈশ্চরস্তস্য গ্রহোঽভূচ্ছাসনাদ্রবেঃ ॥২৪
যবীয়সী তু যা কন্যাদিত্যস্যাভুদ্দ্বিজোত্তম ।
অভবৎ সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যমুনা লোকপাবনী ॥২৫
যস্তু জ্যেষ্ঠো মহাভাগঃ সর্গো যস্যেহ সাম্প্রতম্
বিস্তরং তস্য বক্ষ্যামি মনোর্বৈবস্বতস্য হ ॥ ২৬
ইদং যো জন্ম দেবানাং শৃণুয়াদ্বা পঠেত বা ।
বিবস্বতস্তনূজানাং রবের্ম্মাহাত্ম্যমেব চ ॥ ২৭
আপদং প্রাপ্য মুচ্যেত প্রাপ্নুয়াচ্চ মহাযশঃ ।
অহোরাত্রকৃতং পাপমেতচ্ছময়তে শ্রুতম্ ।
মাহাত্ম্যমাদিদেবস্য মার্ত্তণ্ডস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৮

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণেঽষ্টাধিকশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ ।

ভগবন্ কথিতঃ সম্যগ্ভানোঃ সন্ততিসম্ভবঃ ।
মাহাত্ম্যমাদিদেবস্য স্বরূপঞ্চাতিবিস্তরাৎ ॥ ১
ভূয়োঽপি ভাস্বতঃ সম্যঙ্মাহাত্ম্যং মুনিসত্তম ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং তন্মে প্রসন্নো বক্তুমর্হসি ॥ ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শ্রূয়তামাদিদেবস্য মাহাত্ম্যং কথয়ামি তে ।
বিবস্বতো যচ্চকার পূর্ব্বমারাধিতো জনৈঃ ॥ ৩
দমস্য পুত্রো বিখ্যাতো রাজাভূদ্রাজ্যবর্দ্ধনঃ ।

করিলেন। রেবন্ত গুহ্যকগণের আধিপত্যে নিযুক্ত হইলেন এবং ভূতভাবন ভগবান্ তাঁহাকে আরও বলিলেন যে, হে বৎস। তুমি অশেষ লোকের পূজ্য হইবে। মর্ত্ত্যগণ অরণ্য, দাবানল, শত্রু ও দস্যুভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে স্মরণ করিলে তাহা-দিগকে সেই সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিবে এবং নরগণ পূজা করিলে, তাহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মঙ্গল, সুবুদ্ধি, সুখ, রাজ্য, আরোগ্য কীর্ত্তি ও উন্নতি প্রদান করিবে।১৫—২২। ছায়া-সংজ্ঞা দ্বারা মহাযশা সাবর্ণ নামক পুত্র, ভাবী কালে সাবর্ণকনামা অষ্টম মনু হই বেন। অদ্যাপি তিনি মেরুপৃষ্ঠে ঘোর তপস্যাচরণ করিতেছেন। তাঁহার ভ্রাতা শনৈশ্চর আদিত্যের আজ্ঞায় গ্রহ হইতে-ছেন। হে দ্বিজোত্তম! আদিত্যের যুবতী কন্যা লোকপাবনী যমুনা নদীকুলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। যিনি জ্যেষ্ঠপুত্র বৈবস্বত মনু, সম্প্রতি যাঁহার সৃষ্টি চলিতেছে, তাঁহার বংশ-বিস্তার পশ্চাৎ বলিব। এই সূর্য্যপুত্র দেব-গণের জন্মকথা ও রবির মাহাত্ম্য যে ব্যক্তি শ্রবণ বা পাঠ করে, সে উপস্থিত বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া মহাযশঃ প্রাপ্ত হয় এবং আদিদেব মহাত্মা মার্ত্তণ্ডের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে অহো-রাত্রকৃত পাপ সকল বিনাশিত হয়।২৩—২৮।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৮।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি বলিলেন, হে ভগবন্! ভানুর সন্ততিসম্ভব এবং আদিদেবের মাহাত্ম্য ও স্বরূপ বিস্তারপূর্ব্বক সম্যক্ কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু হে মুনিসত্তম! ভাস্করের সম্যক্ মাহাত্ম্য বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার শুনিতে ইচ্ছা করি, প্রসন্ন হইয়া তাহা প্রকটিত করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—আদিদেব বিবস্বান্ পূর্ব্বে জনগণ কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া যাহা যাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত মাহাত্ম্যের বিষয় তোমাকে বলিতেছি। দমপুত্র বিখ্যাত রাজ্য-

স সম্যক্ পালনং চক্রে পৃথিব্যাঃ পৃথিবীপতিঃ
ধর্ম্মতঃ পাল্যমানস্তু তেন রাষ্ট্রং মহাত্মনা।
ববৃধেঽহন্যহনি বিপ্র জনেন চ ধনেন চ ॥ ৫
হৃষ্টপুষ্টমতীবাসীৎ তস্মিন্ রাজন্যশেষতঃ।
রাজকং সকলঞ্চোর্ব্ব্যাং পৌরজানপদো জনঃ ॥
নোপসর্গো ন চ ব্যাধির্ন চ ব্যালোদ্ভবং ভয়ম্।
ন চাবৃষ্টিভয়ং তত্র দমপুত্রে মহীপতৌ ॥ ৭
স হেজে চ মহাযজ্ঞৈর্দদৌ দানানি চার্থিনাম্।
স্বধর্ম্মস্যাবিরোধেন বুভুজে বিষয়ানপি ॥ ৮
তস্যৈবং কুর্ব্বতো রাজ্যং সম্যক্ পালয়তঃ প্রজাঃ।
সপ্ত বর্ষসহস্রাণি জগ্মুরেকমহর্যথা ॥ ৯
বিদূরথস্য তনয়া দাক্ষিণাত্যস্য ভূভৃতঃ।
তস্য পত্নী বভূবাথ মানিনী নাম মানিনী ॥ ১০
কদাচিৎ তস্য সা সুভ্রূঃ শিরসোঽভ্যঞ্জনোদ্যতা
পপাত রাজলোকস্য মমোচাশ্রূণি মানিনী ॥
তদশ্রুবিন্দবো গাত্রে যদা তস্য মহীপতেঃ।
তদা বীক্ষ্যাশ্রুবদনাং তামপৃচ্ছত মানিনীম্ ॥
নিঃশব্দমশ্রুমোক্ষেণ রুদতীং তাং বিলোক্য বৈ
কিমেতদিতি পপ্রচ্ছ মানিনীং রাজ্যবর্দ্ধনঃ ॥
পৃষ্টা সা তু ততস্তেন ভর্ত্রা প্রাহ মনস্বিনী।
ন কিঞ্চিদিতি তাং ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ স মহীপতিঃ ॥
বহুশঃ পৃচ্ছতস্তস্য ভূভৃতঃ সা সুমধ্যমা।
দর্শয়ামাস পলিতং কেশভারান্তরোদ্ভবম্ ॥ ১৫
এতৎ পশ্যেতি ভূপাল কিমিদং মন্দ্যকারণম্।
মমাতিমন্দভাগ্যায়া জহাসাথ নৃপস্ততঃ ॥ ১৬
স বিহস্যাহ তাং পত্নীং শৃণ্বতাং সর্ব্বভূভৃতাম্।
পৌরাণাঞ্চ মহীপালা যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥
শোকেনালং বিশালাক্ষি রোদিতব্যং ন তে শুভে।
জন্মাদিপরিণামাদ্যা বিকারাঃ সর্ব্বজন্তুষু ॥ ১৮
অধীতাঃ সকলা বেদা ইষ্টা যজ্ঞাঃ সহস্রশঃ।

বর্দ্ধন রাজা হইয়া সর্ব্বতোভাবে পৃথিবী পালন করিতেন। তাঁহার স্বধর্ম্মতঃ রাজ্যপালন কালে রাষ্ট্র ধন-জনে অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তিনি রাজা হইলে অন্যান্য রাজগণ, সমগ্র পৃথিবী ও পৌরজনেরা, অতীব হৃষ্ট-পুষ্ট ছিলেন। ১--৬। তৎকালে কোনরূপ উপসর্গ, ব্যাধি হিংস্রক-জন্তু-ভীতি বা অবৃষ্টি জন্য ভয় ছিল না। তিনি মহামহা যজ্ঞ-কার্য্যে অর্থীদিগকে দান করিয়া নিতান্ত ধর্ম্ম সহকারে বিষয় ভোগ করিতেন। এইরূপে রাজকার্য্য ও সম্যক্ প্রজাপালন করিয়া তিনি এক দিবসের ন্যায় সপ্ত সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিদূরথ নামক দাক্ষিণাত্য-অধিপতির মানিনী নাম্নী মানিনী কন্যা তাঁহার পত্নী ছিলেন। একদা সুভ্রু মানিনী রাজগণের সমক্ষে রাজার মস্তকে তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে অশ্রু পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে সেই অশ্রু রাজার গাত্রে পতিত হইলে, রাজ্যবর্দ্ধন তাঁহাকে অশ্রুবদন দেখিয়া তদ্বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র উত্তর না করিয়া অশ্রুমাত্র পরিত্যাগ করত কেবল নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া রাজ্যবর্দ্ধন পুনর্ব্বার মানিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, একি? তুমি রোদন করিতেছ কেন? মনস্বিনী স্বামিকর্ত্তৃক এই-রূপ পৃষ্টা হইয়া "কিছু নয়" এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন। তাহাতে মহীপতি পুনঃপুনঃ রোদনকারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন সুমধ্যমা মানিনী "হে ভূপাল! মন্দ-ভাগিনী আমার এই শোক-কারণ অবলোকন করুন" এই বলিয়া তাঁহার কেশ-রাশি মধ্য হইতে একগাছ পলিত কেশ প্রদর্শন করাইলেন। রাজা তাহাতে হাস্য করিতে লাগিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে সমাগত রাজগণ ও পৌরগণের সমক্ষে পত্নীকে বলিতে লাগিলেন, হে বিশালাক্ষি! হে কল্যাণি! রোদন করিও না, সর্ব্বজন্তুতেই জন্ম, উপচয় ও পরিণামাদি বিকার লক্ষিত হয়, সুতরাং তজ্জন্য শোক নিষ্প্রয়োজন! হে বরাননে! আমি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন, সহস্র

দত্তং দ্বিজানাং পুত্রাশ্চ সমুৎপন্না বরাননে। ১৯
ভুক্তা ভোগাস্ত্বয়া সার্দ্ধং যে মর্ত্ত্যৈরতিদুর্লভাঃ
সম্যক্ চ পালিতা পৃথ্বী সাধু যুদ্ধেষ্বনুষ্ঠিতম্॥২০
মিত্রৈঃ সহৈবৈর্হসিতং বিহৃতঞ্চ বনান্তরে।
কিমন্যৎ কৃতং ভদ্রে পালতেভ্যো বিভেষি যৎ
ভবন্তু কেশাঃ পলিতা বলয়ঃ সন্তু মে শুভে।
শৈথিল্যমেতু মে কায়ঃ কৃতকৃত্যোঽস্মি মানিনি
মূর্দ্ধ্নি যদ্দর্শিতং ভদ্রে ভবত্যা পলিতং মম।
চিকিৎসামেষ তস্যাহং করোমি বনসংশ্রয়াৎ॥২২
বাল্যে বালক্রিয়া পূর্ব্বং তদ্বৎ কৌমারকে চ যা
যৌবনে চাপি যা যোগ্যা বার্দ্ধকে বনসংশ্রয়াৎ॥
এবং মৎপূর্ব্বকৈর্ভদ্রে কৃতং তৎপূর্ব্বকৈশ্চ যৎ।
অতো ন তেঽশ্রুপাতস্য কিঞ্চিৎ পশ্যামি কারণম্
অলং তে মন্যুনা ভদ্রে নন্বভ্যুদয়কারি মে।
দর্শনং পলিতস্যাস্য মারোদীর্নিষ্প্রয়োজনম্॥২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ প্রণম্য তং ভূপাঃ পৌরাশ্চৈব সমীপগাঃ।
সাম্না প্রোচুর্মহীপালা মহর্ষে রাজ্যবর্দ্ধনম্॥২৭
ন রোদিতব্যমনয়া তব পত্ন্যা নরাধিপ।
রোদিতব্যমিহাস্মাভিরথবা সর্ব্বজন্তুভিঃ॥২৮
ত্বং ব্রবীষি যথা নাথ বনবাসাশ্রিতং বচঃ।
পতন্তি তেন ন প্রাণা লালিতানাং ত্বয়া নৃপ॥২৯
সর্ব্বে যাস্যামহে ভূপ যদি যাতি ভবান্ বনম্।
ততোঽশেষক্রিয়াহানিঃ সর্ব্বপৃথ্বীনিবাসিনাম্॥
ভবিষ্যতি ন সন্দেহস্ত্বয়ি নাথ বনাশ্রয়ে।
সা চ ধর্ম্মোপঘাতায় যদি তৎ প্রবিমুচ্যতাম্॥৩১
সপ্তবর্ষসহস্রাণি ত্বয়েয়ং পালিতা মহী।
তৎসমুত্থং মহাপুণ্যমালোকয় নরাধিপ॥৩২
বনে বসন মহারাজ ত্বং করিষ্যসি যৎ তপঃ।

সহস্র যজ্ঞ সম্পাদন, দ্বিজগণকে অর্থাদিদান, পুত্রোৎপাদন, তোমার সহিত মর্ত্ত্যগণের অতি দুর্লভ ভোগার্হ বিষয় সকল উপভোগ, সম্যক্ পৃথিবীপালন, ন্যায়-যুদ্ধানুষ্ঠান এবং প্রিয়মিত্রগণসহ হাস্য-পরিহাস ও বনবিহার প্রভৃতি বহুকার্য্য করিয়াছি; ভদ্রে! এমন কি কার্য্য অকৃত আছে যে, তুমি আমার পলিত কেশ দেখিয়া ভীত হইতেছ? হে শুভে! আমার কেশ পলিত হউক, বলি প্রকটিত হউক এবং শরীর শৈথিল্য প্রাপ্ত হউক। তাহাতে ক্ষতি নাই; যেহেতু হে মানিনি! আমি এখন কৃতকৃত্য হইয়াছি। ভদ্রে! আমার মস্তকে যে পলিত কেশ অবলোকন করিয়াছ, আমি বনাশ্রম আশ্রয় করিয়া তাহার চিকিৎসা করিব। ১৭—২৩। বাল্যে বাল্যক্রিয়া এবং কৌমার ও যৌবনেও তত্তৎযোগ্য কার্য্য (বিদ্যাভাস, বিষয়-ভোগাদি) সম্পাদন করিয়া বৃদ্ধ-বয়সে বন-সংশ্রয়ই কর্ত্তব্য। হে ভদ্রে! আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ এবং তাঁহাদেরও পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণ এইরূপই করিয়া আসিয়াছেন; অতএব তোমার অশ্রুপাতের কোনই কারণ দেখিতে পাইতেছি না। ভদ্রে! শোক পরিত্যাগ কর; আমার এই পলিতদর্শন অভ্যুদয়-কারী; সুতরাং অনর্থক রোদন করিও না। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহর্ষে! অনন্তর সমীপস্থ ভূপাল ও পৌরগণ রাজা রাজবর্দ্ধনকে প্রণাম করিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে নরাধিপ। আপনার পত্নীর রোদন অনাবশ্যক বটে, কিন্তু আমাদিগের অথবা সর্ব্বজন্তুরই এখন রোদনকাল উপস্থিত হইয়াছে। হে নাথ! আপনি আমাদিগের প্রতিপালক; হে নৃপ! আপনি বনবাসাশ্রয়ের কথা যাহা বলিলেন, তাহাতে আমাদিগের প্রাণ বহির্গত হইতেছে। ২৪—২৯। যদ্যপি আপনি বনগমন করেন, তাহা হইলে আমরা সকলেই তথায় প্রস্থান করিব। হে নাথ! আপনি বনবাসী হইলে, তদনন্তর পৃথিবী-বাসিগণের নিশ্চয়ই শ্রৌত-স্মার্ত্ত অশেষবিধ ক্রিয়ার হানি হইবে; তাহাতে যদি ধর্ম্মোপ-ঘাত বিবেচনা করেন, তবে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। হে নরাধিপ! আপনি সপ্ত-সহস্র বৎসর এই পৃথিবী পালন করিতেছেন, তাহাতে কি মহাপুণ্যের উদ্ভব হইয়াছে, অবলোকন করুন। মহারাজ! আপনি

স্বল্পীপালনস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৩৩

রাজোবাচ।

সপ্তবর্ষসহস্রাণি ময়েয়ং পালিতা মহী।
ইদানীং বনবাসস্য মম কালোহয়মাগতঃ ॥৩৪
মমাপত্যানি জাতানি দৃষ্টা মেহপত্যসন্ততীঃ।
স্বল্পৈরেব মহাহোভিরন্তকো ন সহিষ্যতি ॥ ৩৫
যদেতৎ পলিতং মূর্দ্ধ্নি তদ্বিজানীত নাগরাঃ।
দূতভূতমনার্য্যস্য মৃত্যোরত্যুগ্রকর্ম্মণঃ ॥ ৩৬
সোহহং রাজ্যে সুতং কৃত্বা ভোগাংস্ত্যক্ত্বা বনাশ্রয়ঃ।
তপস্তপ্স্যে সমায়াস্তি ন যাবদ্যমসৈনিকাঃ ॥ ৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো যিযাসুঃ স বনং দৈবজ্ঞানবনীপতিঃ।
পুত্ররাজ্যাভিষেকায় দিনলগ্নান্যপৃচ্ছত ॥ ৩৮
শ্রুত্বা চ তে তু নৃপতের্বচো ব্যাকুলচেতসঃ।
দিনং লগ্নঞ্চ হোরাশ্চ ন বিদুঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ ॥৩৯
উচুশ্চ তং মহীপালং দৈবজ্ঞা বাষ্পগদ্গদম্।
জ্ঞানানি নঃ প্রনষ্টানি শ্রুত্বৈতত্তে বচো নৃপ।
ততোহন্যনগরেভ্যশ্চ ভৃত্যরাষ্ট্রেভ্য এব চ।
ততস্তস্মাচ্চ নগরাৎ প্রাচুর্য্যেণাভ্যুপাগমন্ ॥৪১
সমুৎপত্য মহীপালং তং যিযাসুং মুনে বনম্।
প্রকম্পিশিরসো ভূত্বা প্রোচুর্ব্রাহ্মণসত্তমাঃ ॥ ৪২
প্রসীদ পাহি নো রাজন্ পালিতাঃ স্ম যথা পুরা
সীদিষ্যত্যখিলো লোকস্ত্বয়ি ভূপ বনাশ্রয়ে ॥৪৩
ন কুরুষ তথা রাজন্ যথা নো সীদতে জগৎ।
যাবজ্জীবামহে বীর স্বল্পকালমিমে বয়ম্।
নেচ্ছামশ্চ ভবচ্ছূন্যং দ্রষ্টুং সিংহাসনং বিভো ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যেবং তৈস্তথান্যৈশ্চ দ্বিজৈঃ পৌরপুরঃসরঃ।
ভূপৈর্ভৃত্যৈরমাত্যৈশ্চপ্রোক্তঃপ্রোক্তঃপুনঃপুনঃ
বনবাসবিনির্ব্বন্ধং নোপসংহরতে যদা।
ক্ষমিষ্যত্যন্তকো নেতি দদাতি চ তথোত্তরম্ ॥

বনে বাস করিয়া যে তপস্যা করিবেন, তাহা এই পৃথিবী-পালনের ষোড়শ ভাগেরও উপযুক্ত নহে। রাজা বলিলেন, আমি সপ্তসহস্র বৎসর এই পৃথিবী পালন করিয়াছি, সম্প্রতি আমার বনবাসেরই উপযুক্ত কাল উপস্থিত। আমার অপত্যোৎপাদন হইয়াছে; আবার এই সমস্ত অপত্যদিগের বংশপরম্পরা অবলোকন করিয়া অন্তক স্বল্পদিনের জন্যও সহ্য করিবে না অর্থাৎ শীঘ্রই আয়ুঃশেষ হইবে। হে নাগরিকগণ! আমার মস্তকে যে পলিত কেশ দর্শন করিলে, ইহাকেই উগ্রকর্ম্মা অনার্য্য মৃত্যুর দূত বলিয়া জানিবে। অতএব আমি পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাসী হইয়া যম সৈনিকের আগমনকাল পর্য্যন্ত তপস্যাচরণ করিব। ৩০—৩৭। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর অবনীপতি বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দৈবজ্ঞদিগকে পুত্রের রাজ্যাভিষেকের দিন-লগ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞগণ শাস্ত্রদর্শী হইলেও রাজবাক্য শ্রবণে ব্যাকুলচিত্ততা হেতু দিন, লগ্ন, হোরা প্রভৃতির অনুভবে অসমর্থ হইয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে রাজাকে বলিলেন, হে নৃপ! ভবদীয় বাক্য শ্রবণে আমাদের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে। হে মুনে! ক্রমে অন্যান্য নগর, অধীনস্থ রাষ্ট্র এবং সেই রাজধানী হইতে অনেকানেক বৃদ্ধ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সমাগত হইয়া বনবাসেচ্ছু রাজাকে মস্তকান্দোলনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, রাজন্! প্রসন্ন হউন। অনুগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করুন। হে ভূপাল! আপনি বনগমন করিলে সমগ্র লোকই নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে; অতএব হে রাজন্! যাহাতে সমস্ত জগৎ ব্যথিত না হয়, আপনি তাহারই বিধান করুন। আমরা আর অল্পকাল মাত্র বাঁচিয়া থাকিব, ইহার মধ্যে আর আপনাশূন্য সিংহাসন দেখিতে অভিলাষ হয় না। ৩৮—৪৪। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এইরূপে সেই সকল ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ, পৌরগণ, ভূপালগণ এবং অমাত্য ও ভৃত্যগণ পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেও, তিনি বনবাস-কামনা পরিত্যাগ না করিয়া "যম কখনই ক্ষমা করিবেন না"

ততোঽমাত্যাশ্চ ভৃত্যাশ্চ পৌরবৃদ্ধাস্তথা দ্বিজাঃ
সমেত্য মন্ত্রয়ামাসুঃ কিমত্র ক্রিয়তামিতি ॥ ৪৭
তেষাং মন্ত্রয়তাং বিপ্র নিশ্চয়োঽয়মজায়ত।
অনুরাগবতাং তত্র মহীপালেঽতিধার্ম্মিকে ॥ ৪৮
সম্যগ্‌ধ্যানপরা ভূত্বা প্রার্থয়ামঃ সমাহিতাঃ।
তপসারাধ্য ভাস্বন্তমায়ুরস্য মহীপতেঃ ॥ ৪৯
তত্রৈকনিশ্চয়াঃ কার্য্যে কেচিদ্‌গেহেষু ভাস্করম্‌
সম্যগর্ঘোপচারাদ্যৈরুপহারৈরপূজয়ন্‌ ॥ ৫০
অপরে মৌনিনো ভূত্বা ঋগ্‌জাপেন তথাপরে।
যজুষামথ সাম্নাঞ্চ তোষয়াঞ্চক্রিরে রবিম্‌ ॥ ৫১
অপরে চ নিরাহারা নদীপুলিনশায়িনঃ।
তপসা চক্রুরাযস্তা ভাস্করারাধনং দ্বিজাঃ ॥৫২
অগ্নিহোত্রপরাশ্চান্যে রবিসূক্তান্যহর্নিশম্‌।
জেপুস্তত্রাপরে তস্থুর্ভাস্করে ন্যস্তদৃষ্টয়ঃ ॥ ৫৩
ইত্যেবমতিনির্ব্বন্ধং ভাস্করারাধনং প্রতি।
বহুপ্রকারং চক্রুস্তে তং তং বিধিমুপাশ্রিতাঃ ॥৫৪
তথা তু যততাং তেষাং ভাস্করারাধনং প্রতি
সুদামা নাম গন্ধর্ব্ব উপগম্যেদমব্রবীৎ ॥ ৫৫
যদ্যারাধনমিষ্টং বো ভাস্করস্য দ্বিজাতয়ঃ।
তদেতৎ ক্রিয়তাং যেন ভানুঃ প্রীতিমুপৈষ্যতি
তস্মাদ্‌গুরুবিশালাখ্যং বনং সিদ্ধনিষেবিতম্‌।
কামরূপে মহাশৈলে গম্যতাং তত্র বৈ লঘু ॥৫৭
তস্মিন্নারাধনং ভানোঃ ক্রিয়তাং সুসমাহিতৈঃ।
সিদ্ধক্ষেত্রং স্থিতং তত্র সর্ব্বকামানবাপ্স্যথ ॥ ৫৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা গত্বা তৎ কাননং দ্বিজাঃ
দদৃশুর্ভাস্বতস্তত্র পুণ্যমায়তনং শুভম্‌ ॥ ৫৯
তত্র তে নিয়তাহারা বর্ণা বিপ্রাদয়ো দ্বিজ।
ধূপ-পুষ্পোপহারাদ্যাং পূজাং চক্রুরতন্দ্রিতাঃ ॥
পুষ্পানুলেপনাদৈশ্চ ধূপগন্ধাদিকৈস্তথা।
জপ-হোমান্ন-দীপাদ্যৈঃ পূজনং তে সমাহিতাঃ

এইমাত্র উত্তরপ্রদান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পৌরবৃদ্ধ, অমাত্য ও ভৃত্যগণ মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, "এখন কি করা যায়?" হে বিপ্র! ধার্ম্মিক-প্রবর রাজার প্রতি অনুরাগী সেই সকল ব্রাহ্মণাদিগণ মন্ত্রণায় ইহাই স্থির করিলেন যে, আমরা সম্যক্‌ ধ্যানরত হইয়া তপস্যা দ্বারা ভাস্করের আরাধনা করিব এবং তাঁহার নিকট এই মহীপতির আয়ুঃ প্রার্থনা করিব। অনন্তর তাঁহারা সকলেই তৎকার্য্যে একনিশ্চয় হইয়া কেহ কেহ গৃহে অর্ঘোপচারাদি উপহার দ্বারা ভাস্করের পূজা আরম্ভ করিলেন; কেহ বা মৌনী হইয়া ঋক্‌মন্ত্র জপ দ্বারা, কেহ বা যজুর্ব্বেদানুযায়ী কেহ বা সামানুযায়ী জপ দ্বারা রবির সন্তোষ-বিধানে সচেষ্ট হইলেন। অপর কতকগুলি নদীপুলিনে নিরাহারে তপস্যাচরণ করিয়া আয়াস-সহকারে ভাস্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ৪৫—৫২। অগ্নিহোত্র-তৎপরগণ কেহ বা অহোরাত্র রবিসূক্ত জপ করিলেন এবং কেহ বা ভাস্করের প্রতি দত্তদৃষ্টি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা সেই সেই সুপ্রসিদ্ধ বিধি অনুসারে নানারূপে সূর্য্যারাধনায় দৃঢ়সঙ্কল্প রহিলেন। তাঁহাদের এইরূপ সূর্য্যারাধনায় যত্নাতিশয্য দর্শন করিয়া সুদাম নামক জনৈক গন্ধর্ব্ব সমাগত হইয়া বলিলেন, হে দ্বিজগণ! যদি আপনাদিগের ভাস্করারাধনাই অভীষ্ট হয়, তবে যাহাতে তিনি প্রীতি লাভ করেন, তাহারই চেষ্টা করুন! কামরূপ মহাশৈলে সিদ্ধনিষেবিত 'গুরুবিশাল' নামক অরণ্যে সত্বর গমন করিয়া তথায় সমাহিতচিত্তে ভানুর আরাধনা করুন। তাহাতে আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, যেহেতু এই সকল কার্য্যে সিদ্ধক্ষেত্রই অধিক ফলদায়ক। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে দ্বিজ! দ্বিজগণ গন্ধর্ব্বের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অরণ্যে গমন করিলেন এবং তথায় ভাস্করের পবিত্র মন্দির দেখিতে পাইলেন। বিপ্রাদি সকল বর্ণই সেখানে নিয়তাহার অবলম্বনপূর্ব্বক অতন্দ্রিত হইয়া ধূপ ও পুষ্পাদি দ্বারা ভাস্করদেবের পূজা করিলেন। হে ব্রহ্মন্‌! অনুলেপন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, জপ, হোম ও নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা সমাহিত

কুর্ব্বন্তস্তুষ্টুবুর্ব্বিপ্রন্ বিবস্বন্তং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৬১
ব্রাহ্মণা উচুঃ।
দেব-দানব-যক্ষাণাং গ্রহাণাং জ্যোতিষামপি।
তেজসাভ্যধিকং দেবং ব্রজাম শরণং রবিম্ ॥
দিবি স্থিতঞ্চ দেবেশং দ্যোতয়ন্তং সমন্ততঃ।
বসুধামন্তরীক্ষঞ্চ ব্যাপুবন্তং মরীচিভিঃ ॥ ৬৩
আদিত্যং ভাস্করং ভানুং সবিতারং দিবাকরম্
পুষাণমর্য্যমাণঞ্চ স্বর্ভানুং দীপ্তদীধিতিম্ ॥ ৬৪
চতুর্যুগান্তকালাগ্নিং দুষ্প্রেক্ষ্যং প্রলয়ান্তগম্।
যোগীশ্বরমনন্তঞ্চ রক্তং পীতং সিতাসিতম ॥ ৬৫
ঋষীণামগ্নিহোত্রেষু যজ্ঞদেবেষ্ববস্থিতম্।
অক্ষরং পরমং গুহ্যং মোক্ষদ্বারমনুত্তমম্ ॥ ৬৬
ছন্দোভিরশ্বরূপৈশ্চ সকৃদ্যুক্তৈর্বিহঙ্গমম্।
উদয়াস্তমনে যুক্তং সদা মেরোঃ প্রদক্ষিণে ॥৬৭
অনৃতঞ্চ ঋতঞ্চৈব পুণ্যতীর্থং পৃথগ্বিধম্।
বিশ্বস্থিতিমচিন্ত্যঞ্চ প্রপন্নাঃ স্ম প্রভাকরম্ ॥ ৬৮
যো ব্রহ্মা যো মহাদেবো যো বিষ্ণুর্যঃ প্রজাপতিঃ
বায়ুরাকাশমাপশ্চ পৃথিবী-গিরি-সাগরাঃ ॥ ৬৯
গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্রাদ্যা বানস্পত্যং ক্রমৌষধম্।
ব্যক্তাব্যক্তেষু ভূতেষু ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৭০
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তনুঃ।
ত্রিধা যস্য স্বরূপস্তু ভানোর্ভাস্বান্ প্রসীদতু ॥৭১
যস্য সর্ব্বমজস্যেদমঙ্গভূতং জগৎ প্রভোঃ।
স নঃ প্রসীদতাং ভাস্বান্ জগতাং যশ্চ জীবনম্
যস্যৈকভাস্বরং রূপং প্রভামণ্ডলদুর্দৃশম্।
দ্বিতীয়মৈন্দবং সৌম্যং স নো ভাস্বান্ প্রসীদতু
তাভ্যাঞ্চ যস্য রূপাভ্যামিদং বিশ্বং বিনির্ম্মিতম্
অগ্নীষোমময়ং ভাস্বান স নো দেবঃ প্রসীদতু ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্থং স্তুত্বা তদা ভক্ত্যা সম্যক্ পূজয়তাং তথা
তুতোষ ভগবান্ ভাস্বাংস্ত্রিভির্মাসৈর্দ্বিজোত্তম ॥
ততঃ স মণ্ডলাদুদ্যন্নিজবিম্বসমপ্রভঃ।

ভাবে পূজা করিতে করিতে দ্বিজাতিগণ সূর্য্যদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৩—৬১। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, দেব, দানব, যক্ষ ও জ্যোতিষ্ক গ্রহগণ মধ্যে অধিক তেজস্বী সূর্য্যদেবের শরণাগত হইয়াছি। যে দেবেশ্বর অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদিক বিকাশিত করেন, যিনি কিরণ দ্বারা বসুধা ও অন্তরীক্ষ ব্যা ্ত করিয়া আছেন, যিনি চতুর্যুগের অন্তকালে দুর্নিরীক্ষ্য কালাগ্নিস্বরূপ; যিনি প্রলয়ের পরেও অবস্থিতি করেন, যিনি ভাস্কর, সবিতা, দিবাকর, পুষা, অর্য্যমা, স্বর্ভানু; দীপ্ত-দীধিতি ও যোগীশ্বর নামে অভিহিত; যিনি ঋষিদিগের অগ্নিহোত্রকালে যজ্ঞদেবাধিষ্ঠাতা; যিনি অক্ষর ও পরম গুহ্য অত্যুত্তম মোক্ষদ্বার ব্রহ্মস্বরূপ; যিনি সকৃৎযুক্ত ছন্দোরূপ অশ্ব দ্বারা গগনগামী; যিনি উদয়াস্ত গমনে ও সুমেরু প্রদক্ষিণে সর্ব্বদা নিযুক্ত; যিনি রক্ত, পীত ও সিতাসিত বর্ণ এবং যিনি মিথ্যা, সত্য, পুণ্যতীর্থ ও পৃথগ্বিধ বিশ্বস্থিতি-স্বরূপ, সেই অদিতি-গর্ভ-সম্ভূত, অনন্ত, অচিন্ত্য আদিদেব প্রভাকরের নিকট আমরা আশ্রয় লইয়াছি। ৬২—৬৮। যিনি ব্রহ্মা; যিনি মহাদেব; যিনি বিষ্ণু, যিনি প্রজাপতি; যিনি বায়ু, আকাশ, সলিল, পৃথিবী, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্র; চন্দ্রাদি, বনস্পতি বৃক্ষ ও ওষধিস্বরূপ; যিনি ব্যক্তাব্যক্ত ভূতবর্গের ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও বৈষ্ণবীতনুভেদে যাঁহার স্বরূপ ত্রিধা বিভিন্ন হইয়াছে, সেই ভাস্কর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। সমস্ত পদার্থই যে অনাদি জগৎপ্রভুর অঙ্গভূত এবং যিনি জগতের জীবনস্বরূপ, সেই ভাস্বান্ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার অদ্বিতীয়ভাস্বর, প্রভামণ্ডলদুর্নিরীক্ষ্য দিবাকর ও সৌম্য সুধাকর, এই উভয় রূপ; সেই ভাস্কর দেব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহারা সেই সুপ্রসিদ্ধ রূপদ্বয় দ্বারা এই অগ্নীষোমময় বিশ্ব বিনির্ম্মিত হইয়াছে, সেই ভাস্কর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৬৯—৭৪। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! এইরূপে তাঁহারা স্তোত্র ভক্তিসহকারে তিন মাস কাল স্তব পাঠ পূর্ব্বক পূজা করিলে, ভগবান্ ভাস্কর সন্তুষ্ট

অবতীর্য্য দদৌ তেভ্যো দুর্দৃশো দর্শনং রবিঃ।
ততস্তে স্পষ্টরূপং তং সবিতারমজং জনাঃ।
পুলকোৎকম্পিনো বিপ্রা ভক্তিনম্রাঃ প্রণেমিরে
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্ররশ্মে
সর্ব্বস্য হেতুস্ত্বমশেষকেতুঃ।
পাতাৎ স্তনীড্যোঽখিলযজ্ঞধাম
ধ্যেয়স্তথা যোগবিদাং প্রসীদ ॥৭৮

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভানুস্তবে
নবাধিকশততমোঽধ্যায়॥ ১০৯

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ ভানুরাহাখিলং জনম্।
ব্রিয়তাং যদভিপ্রেতং মত্তঃ প্রাপ্তুং দ্বিজাদয়ঃ॥
ততস্তে প্রণিপত্যোচুর্বিপ্র বিপ্রাদয়ো জনাঃ।
সদাধ্বসমনীভাংশুমবলোক্য পুরঃস্থিতম্।
ততস্তং প্রণিপত্যোচুর্বরদং জগদীশ্বরম্॥ ২

প্রজা ঊচুঃ।

ভগবন যদি নো ভক্ত্যা প্রসন্নস্তিমিরাপহ।
দশবর্ষসহস্রাণি ততো নো জীবতাং নৃপঃ॥ ৩
নিরাময়ো জিতারাতিঃ সুকোষঃ স্থিরযৌবনঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি জীবতাং রাজ্যবর্দ্ধনঃ॥ ৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা জনান্ ভাস্বান্ দৃশ্যোঽভূন্মহামুনে
তেঽপি লব্ধবরা হৃষ্টাঃ সমাজগ্মুর্জনেশ্বরম্॥ ৫
যথাবৃত্তঞ্চ তে তস্মৈ নরেন্দ্রায় ন্যবেদয়ন্।
বরং লব্ধা সহস্রাংশোঃ সকাশাদখিলং দ্বিজ ॥৬
তচ্ছ্রুত্বা জহৃষে তস্য সা পত্নী মানিনী দ্বিজ।
স চ রাজা চিরং দধ্যৌ নাহ কিঞ্চিচ্চ তং জনম্
ততঃ সা মানিনী ভূপং হর্ষাপূরিতমানসা।
দিষ্ট্যায়ুষা মহীপাল বর্দ্ধস্বেত্যাহ তং পতিম্ ॥৮

হইলেন। এবং স্বয়ং দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও তিনি মণ্ডল হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বীয় উদয়-কালীন মণ্ডলপ্রভায় তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করিলেন। তখন সেই জনগণ তাঁহার স্পষ্টরূপ. দর্শনে পুলকিত ও ভক্তিনম্র হইয়া সেই অনাদি সবিতাকে এই বলিয়া প্রণাম করিলেন, "হে সহস্ররশ্মে! তোমাকে নমস্কার; তুমি সর্ব্বভূতের কারণ এবং নিখিল জগতের কেতুস্বরূপ। হে অখিলযজ্ঞেশ্বর! তুমি পূজ্য, তুমি নিখিল যজ্ঞের আধার এবং যোগবিদ্‌-দিগের ধ্যানের বিষয়; তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও।" ৭৫—৭৮।

নবাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৯॥

দশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তৎপরে ভগবান ভানু প্রসন্ন হইয়া জনগণকে বলিলেন, হে দ্বিজাতিগণ! তোমরা আমার নিকট যাহা প্রাপ্তির অভিলাষ করিয়াছ, তাহা প্রার্থনা কর। তখন দ্বিজাতি প্রজাগণ উষ্ণাংশুকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণতি-পুরঃসর বরদ জগদীশ্বরকে বলিলেন, হে ভগবন তিমিরাপহ! আমাদের ভক্তিতে যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমা-দিগের রাজা রাজ্যবর্দ্ধন নিরাময়, বিজিত-শত্রু, পূর্ণকোষ ও স্থিরযৌবন হইয়া দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহামুনে! ভগবান্ সেই সমস্ত প্রজা-গণকে "তথাস্তু" বলিয়া অদৃশ্য হইলেন এবং তাঁহারাও বরলাভে হৃষ্ট হইয়া নরপতিসকাশে আগমন করিলেন। হে দ্বিজ। সহস্রাংশুর নিকটে বরলাভ প্রভৃতি যাহা কিছু ঘটিয়া-ছিল, দ্বিজাতিগণ তৎসমুদায় নরেন্দ্র-সমীপে নিবেদন করিলেন। ১—৬। হে দ্বিজ! নরেন্দ্রপত্নী মানিনী তচ্ছ্রবণে নিরতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু রাজা তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে মানিনী হৃষ্টান্তঃকরণে পতিকে বলিলেন, মহীপাল! সুবৃদ্ধ আয়ু দ্বারা আপনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন। হে দ্বিজ!

তথা তথা মুদা ভর্ত্তা মানিন্যাথ সভাজিতঃ।
নাহ কিঞ্চিন্মহীপালশ্চিন্তাজড়মনা দ্বিজ॥ ৯
সা পুনঃ প্রাহ ভর্ত্তারং চিন্তয়ানমধোমুখম্।
কস্মান্ন হর্ষমভ্যেষি পরমাভ্যুদয়ে নৃপ॥ ১০
দশবর্ষসহস্রাণি নীরুজঃ স্থিরযৌবনঃ।
ভাবী ত্বমদ্যপ্রভৃতি কিং তথাপি ন হৃষ্যসে॥ ১১
কিন্তু তৎকারণং ব্রূহি যচ্চিন্তাক্লিষ্টমানসঃ।
পরমাভ্যুদয়েঽপি ত্বং সম্প্রাপ্তে পৃথিবীপতে॥ ১২
রাজোবাচ।
কথমভ্যুদয়ো ভদ্রে কিং সভাজয়সে চ মাম্।
প্রাপ্তে দুঃখসহস্রাণাং কিং সভাজনমিষ্যতে॥ ১৩
দশবর্ষসহস্রাণি জীবিষ্যাম্যহমেককঃ।
ন ত্বং তব বিপত্তৌ মে কিং ন দুঃখং ভবিষ্যতি
পুত্রান্ পৌত্রান প্রপৌত্রাংশ্চ তথান্যানিষ্ট-
বান্ধবান্।
পশ্যতো মে মৃতান্ দুঃখং কিমল্পং হি ভবিষ্যতি
ভৃত্যেষু চাতিভক্তেষু মিত্রবর্গে তথা মৃতে।
ভদ্রে দুঃখমপারং মে ভবিষ্যতি তু সন্ততম্॥ ১৬
যৈর্মদর্থং তপস্তপ্তং কৃশৈর্ধমনিসন্ততৈঃ।
তে মরিষ্যন্ত্যহং ভোগী জীবামীতি ন ধিক্ কথম্
সেয়মাপদ্বরারোহে প্রাপ্তা নাভ্যুদয়ো মম।
কথং বা মন্যসে ন ত্বং যৎ সভাজয়সেঽত্র মাম্
মানিন্যুবাচ।
মহারাজ যথাত্থ ত্বং তথৈবং নাত্র সংশয়ঃ।
ময়া পৌরশ্চ দোষোঽয়ং প্রীত্যা নালোকিতস্তব
এবং গতেঽত্র কিং কার্য্যং নরনাথ বিচিন্ত্যতাম্
নান্যথা ভাবি যৎ প্রাহ প্রসন্নো ভগবান্ রবিঃ
রাজোবাচ।
উপকারঃ কৃতঃ পৌরৈঃ প্রীত্যা ভৃত্যৈশ্চ যো
মম।
কথং ভোক্ষ্যাম্যহং ভোগান্ গত্বা তেষাম-
নিষ্কৃতিম্॥ ২১

সানন্দা মানিনী কর্ত্তৃক এইরূপ সৎকৃত হইয়াও রাজা চিন্তাকুল-চিত্তে কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মানিনী পুনর্ব্বার অধোমুখ, চিন্তাকুল ভর্ত্তাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, নৃপ! এইরূপ আনন্দ কালেও কেন আপনি হর্ষলাভ করিতেছেন না? আপনি নীরোগ ও স্থিরযৌবন হইয়া অদ্যাবধি দশসহস্র বৎসর জীবিত থাকিবেন, ইহাতেও আপনি হৃষ্ট হইতেছেন না কেন? হে পৃথিবীপতে! এইরূপ উপস্থিত আনন্দকালেও কেন আপনি চিন্তাকুল রহিয়াছেন, তাহার কারণ প্রকাশ করুন। ৭—১২। রাজা বলিলেন, ভদ্রে! আমার অভ্যুদয় হইল কৈ? তুমি কেন আমায় সৎকৃত করিতেছ? দুঃখ সহস্রের প্রাপ্তিতে কি আনন্দ উপভোগ করিব? আমি একাকী দশসহস্র বৎসর জীবিত থাকিব, কিন্তু তুমি থাকিবে না, সুতরাং তোমার বিপত্তিতে কি আমার দুঃখ হইবে না? পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং অন্যান্য প্রিয়বন্ধুদিগের মৃত্যু দেখিলে কি আমার অল্প দুঃখের সম্ভাবনা? ভদ্রে! অতি ভক্ত ভৃত্যগণও মৃত হইলে আমাকে নিরন্তর অপার দুঃখ অনুভব করিতে হইবে। যাঁহারা আমার জন্যই ধমনি-সন্তত হইয়া তপশ্চাচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও মৃত্যু হইবে, কিন্তু আমি জীবিত থাকিয়া ভোগসুখ অনুভব করিব; একি আমার ধিক্কার নহে? হে বরারোহে! এই দশসহস্র বৎসর পরমায়ু, ইহা আমার আপদ্ উপস্থিত হইয়াছে; ইহা অভ্যুদয় নহে। তুমি ইহা বিবেচনা না করিয়া আমায় কেন সৎকৃত করিতেছ? ১৩—১৮। মানিনী বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনি যাহা বলিলেন,—তাহা সেইরূপ দুঃখকরই বটে, তাহাতে সংশয় নাই। আমি পৌরবর্গ, আমরা আপনার প্রতি প্রীতিবশতঃ এই দোষ দেখিতে পাই নাই। হে নরনাথ! এইরূপ হইলে এখন কি কর্ত্তব্য তাহা চিন্তা করুন; ভগবান্ রবি প্রসন্ন হইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্যথা হইবার নহে। রাজা বলিলেন,—পৌর ও ভৃত্যগণ প্রীতমনে আমার যে উপকার করিয়াছেন, আমি

সোঽহমদ্য প্রভৃত্যাদ্রিং গত্বা নিয়তমানসঃ।
তপস্তপ্স্যে নিরাহারো ভানোরারাধনোদ্যতঃ॥
দশবর্ষসহস্রাণি যথাহং স্থিরযৌবনঃ।
তস্য প্রসাদাদেবস্য জীবিষ্যামি নিরাময়ঃ॥
তথা যদি প্রজাঃ সর্ব্বাঃ ভৃত্যাস্ত্বঞ্চ সুতাশ্চ মে
পুত্রাঃ পৌত্রাঃ প্রপৌত্রাশ্চ সুহৃদশ্চ বরাননে॥
জীবন্ত্যে ং প্রসাদং ন করোতি ভগবান্ রবিঃ
ততোঽহং ভবিতা রাজ্যে ভক্ষ্যে ভোগাংস্তথা মুদা॥ ২৫
ন চেদেবং করোত্যর্কস্তদদ্রৌ তত্র মানিনি।
তপস্তপ্স্যে নিরাহারো যাবজ্জীবিতসঙ্ক্ষয়ঃ॥২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা তেন তথেত্যাহ নরাধিপম্।
জগাম তেন চ সমং সাপ তং ধরণীধরম্॥ ২৭
স তদায়তনং গত্বা ভার্য্যয়া সহ পার্থিবঃ।
ভানোরারাধনং চক্রে শুশ্রূষানিরতো দ্বিজ॥ ২৮
নিরাহারকৃশঃ সা চ যথাসৌ পৃথিবীপতিঃ।
তেপে তপস্তথৈবোগ্রং শীতবাতাতপক্ষমা॥২৯
তস্য পূজয়তো ভানুং তপ্যতশ্চ তপো মহৎ।
সাগ্রে সংবৎসরে যাতে ততঃ প্রীতো দিবাকরঃ
সমস্তভৃত্যপৌরাদি-পুত্রাণাঞ্চ কৃতে দ্বিজ।
দদৌ যথাভিলষিতং বরং দ্বিজবরোত্তম॥ ৩১
লব্ধা বরং স নৃপতিঃ সমভ্যেত্যাত্মনঃ পুরম্।
চকার মুদিতো রাজ্যং প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্॥
ঈজে যজ্ঞান্ স চ বহূন্ দদৌ দানান্যহর্নিশম্।
মানিন্যা সহিতো ভোগান্ বুভুজে চ স ধর্ম্মবিৎ
দশবর্ষসহস্রাণি পুত্রপৌত্রাদিভিঃ সহ।
ভৃত্যৈঃ পৌরৈঃ সমুদিতঃ সোঽভবৎ স্থির-যৌবনঃ॥ ৩৪
তস্যেতি চরিতং দৃষ্ট্বা প্রমতির্নাম ভার্গবঃ।
বিস্ময়াকৃষ্টহৃদয়ো গাথামেতামগায়ত॥ ৩৫

তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করিয়া কিরূপে ভোগানুভব করিব? অতএব আমি অদ্য হইতে সেই পর্ব্বতে গমন করিয়া সংযতচিত্তে নিরাহার হইয়া ভানুর আরাধনা জন্য তপস্যা করিব। যেরূপ তাঁহার প্রসাদে স্থিরযৌবন ও নিরাময় হইয়া আমি দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকিব; হে বরাননে! সেইরূপ আমার সমস্ত প্রজা, ভৃত্য, তুমি, কন্যা, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং সুহৃদ্গণও জীবিত থাকিবে, ভগবান্ রবি যদি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন; তবেই আমি হৃষ্টচিত্তে রাজ্যে রাজা হইয়া রাজ্যসুখ সকল ভোগ করিব। আর যদি অর্ক এরূপ অনুগ্রহ না করেন, তাহা হইলে মানিনি! যতদিন আমার প্রাণক্ষয় না হইবে, ততদিন সেই পর্ব্বতে নিরাহার হইয়া তপস্যাচরণই করিব। ১৯—২৬। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মানিনী নরাধিপবাক্যে "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক পতিসহ পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। হে দ্বিজ! সস্ত্রীক নরপতি পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দিরে গমনপূর্ব্বক ভাস্করের সেবাপরায়ণ হইয়া ভানুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। নরপতি নিরাহার জন্য দিন দিন যেমন কৃশ হইতেছিলেন, রাজ্ঞী মানিনীও তদ্রূপ ক্ষীণশরীরে শীতবাতাতপসহা হইয়া উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তম! এইরূপে তাঁহারা ভানুর আরাধনা ও মহৎ তপস্যা করিয়া, সংবৎসরাধিক কাল অতিবাহিত করিলে দিবাকর প্রীত হইয়া সমস্ত ভৃত্য, পৌর ও পুত্রাদির জন্য অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। রাজা বর প্রাপ্ত হইয়া স্বভবনে আগমন করিলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজা বহুবিধ যজ্ঞ, অহোরাত্র সৎপাত্রে দান এবং মহিষী মানিনীর সহিত বিবিধ ভোগানুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য, পৌর প্রভৃতির সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে স্থিরযৌবন হইয়া দশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎকালে ভৃগু বংশসম্ভূত প্রমতিনামক ঋষি তাঁহার এই চরিত্র অবলোকনে বিস্মিত হইয়া এই গাথা গান করিয়াছিলেন,—"ভানু-

ভানুভক্তেরহো শক্তির্যদ্রাজা রাজ্যবর্দ্ধনঃ।
আয়ুষো বর্দ্ধনো জাতঃ স্বজনস্য তথাত্মনঃ॥৩৬
ইতি তে কথিতং বিপ্র যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়া বিভো
আদিদেবস্য মাহাত্ম্যমাদিত্যস্য বিবস্বতঃ॥ ৩৭
বিপ্রৈস্তদখিলং শ্রুত্বা ভানোর্মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
পঠংশ্চ মুচ্যতে পাপৈঃ সপ্তরাত্রকৃতৈর্নরঃ॥
অরোগী ধনবানাঢ্যঃ কুলে মহতি ধীমতাম্।
জায়তে চ মহাপ্রাজ্ঞো যশ্চৈতদ্ধারয়েদ্বুধঃ॥
মন্দাশ্চ যেঽত্রাভিহতা ভাস্বতো মুনিসত্তম।
জাপঃ প্রত্যেকমেতেষাং ত্রিসন্ধ্যং পাতকাপহঃ
সমস্তমেতন্মাহাত্ম্যং যত্র চায়তনে রবেঃ।
পঠ্যতে তত্র ভগবান্ সান্নিধ্যং ন বিমুঞ্চতি॥ ৪১
তস্মাদেতৎ ত্বয়া ব্রহ্মন্ ভানোর্মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ধার্য্যং মনসি জাপ্যঞ্চ মহৎ পুণ্যমভীপ্সতা॥ ৪২
সুবর্ণশৃঙ্গীমতিশোভনাঙ্গীং
পয়স্বিনীং গাং প্রদদাতি যো হি।
শৃণোতি চৈতৎ ত্র্যহমাত্মবান্ নরঃ
সমং তয়োঃ পুণ্যফলং দ্বিজাগ্র্য॥ ৪৩

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভানুমাহাত্ম্যং নাম দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১০॥

ভক্তির কি আশ্চর্য্য শক্তি। যাহার বলে রাজা রাজ্যবর্দ্ধন নিজের ও আত্মীয়গণের আয়ুর্বর্দ্ধন হইয়াছেন।" ২৭—৩৬। বিপ্র! তুমি আদিদেব বিবস্বান্ আদিত্যের মাহাত্ম্য বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেলে, তাহা তোমার নিকট বলিলাম। নরগণ ভানুর এই উত্তম মাহাত্ম্য বিপ্রের নিকট শ্রবণ ও স্বয়ং পাঠ করিলে, সপ্তরাত্রকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই ভানুমাহাত্ম্য বুদ্ধিতে ধারণ করিয়া রাখে, সে বুদ্ধিমান্দিগের মহাকুলে ধনবান্, অরোগী এবং মহাপ্রাজ্ঞ হইয়া জন্ম লাভ করে। হে মুনিসত্তম! মূর্খ ব্যক্তিও পাপাভিহত হইয়া যদি ভাস্করের এই জাপসমূহ মধ্যে যে কোন একটী ত্রিসন্ধ্যা জপ করে, তাহার পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে দেবমন্দিরে রবির এই সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য পাঠ করা হয়, ভগবান্ তাহার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেন না। অতএব হে ব্রহ্মন্! তুমিও মহৎ পুণ্যাভিলাষে ভানুর এই উৎকৃষ্ট মহা মাহাত্ম্য হৃদয়ে ধারণা ও জপ করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি সুবর্ণ-শৃঙ্গ ও অতি সুন্দরী পয়স্বিনী গাভী দান করেন এবং যে ব্যক্তি সংযত হইয়া তিন দিন এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, এতদুভয়ের পুণ্যফল তুমি সমান বলিয়া জানিবে। ৩৭—৪৩।

দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১০॥

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবম্প্রভাবো ভগবাননাদিনিধনো রবিঃ।
যস্য ত্বং ক্রৌষ্টুকে ভক্ত্যা মাহাত্ম্যং ময়ি পৃচ্ছসি
পরমাত্মা স যোগীনাং যুঞ্জতাং চেতসাং লয়ম্।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সাংখ্যযোগানাং যজ্ঞেশো যজ্ঞনামপি
সূর্য্যাধিকারং বহতো বিষ্ণোরীশস্য বেধসঃ।
মনুস্তস্যাভবৎ পুত্রশ্ছিন্নসর্ব্বার্থসংশয়ঃ।
মন্বন্তরাধিপো বিপ্র যস্য সপ্তমমন্তরম্॥ ৩
ইক্ষাকুর্নাভগো রিষ্টো মহাবলপরাক্রমাঃ।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ক্রৌষ্টুকে! তুমি ভক্তিসহকারে আমার নিকট যাঁহার মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, সেই অনাদি-নিধন ভগবান্ রবি এইরূপ প্রভাবশালী। তিনি সংযতচিত্ত যোগীদিগের পরমাত্মা, সাংখ্য-যোগীদিগের ক্ষেত্রজ্ঞ এবং যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞেশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্বরূপ সূর্য্যাধিকার-বহনকারী সেই মার্ত্তণ্ডদেবের সর্ব্বার্থসংশয়শূন্য মনু নামে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; যে মনুর সপ্তম মন্বন্তর সম্প্রতি বর্ত্তমান। মহাবল পরাক্রম ইক্ষাকু, নাভাগ,

নরিষ্যন্তোঽথ নাভাগঃ পৃষধ্রো ধৃষ্ট এব চ ॥ ৪
এতে পুত্রা মনোস্তস্য পৃথগ্‌রাজ্যস্য পালকাঃ।
বিখ্যাতকীর্ত্তয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বে শাস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ ॥
বিশিষ্টতরমন্বিচ্ছন্ মনুঃ পুত্রং তথা পুনঃ।
মিত্রাবরুণয়োরিষ্টিং চকার কৃতিনাং বরঃ ॥ ৬
যত্র চাপহৃতে হোতুরপচারান্মহামুনে।
ইলা নাম সমুৎপন্না মনোঃ কন্যা সুমধ্যমা ॥ ৭
তাং দৃষ্ট্বা কন্যকাং তত্র সমুৎপন্নাং ততো মনুঃ
তুষ্টাব মিত্রাবরুণৌ বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥ ৮
ভবৎপ্রসাদাৎ তনয়ো বিশিষ্টো মে ভবেদিতি
কৃতে মখে সমুৎপন্না তনয়া মম ধীমতঃ ॥ ৯
যদি প্রসন্নৌ বরদৌ তদিয়ং তনয়া মম।
প্রসাদাদ্ভবতোঃ পুত্রো ভবত্বতিগুণান্বিতঃ ॥ ১০
তথেতি চাভ্যামুক্তে তু দেবাভ্যাং সৈব কন্যকা
ইলা সমভবৎ সদ্যঃ সুদ্যুম্ন ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১১
পুনশ্চেশ্বরকোপেণ মৃগব্যামটতা বনে।
স্ত্রীত্বমাসাদিতং তেন মনুপুত্রেণ ধীমতা ॥ ১২

রিষ্ট, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, পৃষধ্র ও ধৃষ্ট নামে মনুর এই পুত্রগণ সকলেই পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যের পরিপালক, বিখ্যাতকীর্ত্তি এবং শাস্ত্রপারগ ও বিশেষ অস্ত্রাভিজ্ঞ ছিলেন। তৎপরে কৃতিশ্রেষ্ঠ মনু বিশিষ্টতর পুত্রের কামনায় মিত্রাবরুণের যজ্ঞ করিয়া ছিলেন। হে মহামুনে! হোতার অপচার জন্য সেই যজ্ঞ অপহৃত অর্থাৎ দূষিত বা অঙ্গহীন হইলে ইলানাম্নী সুমধ্যমা মনুকন্যার উৎপত্তি হইয়াছিল। ১—৭। অনন্তর মনু যজ্ঞোৎপন্না সেই কন্যাকে দর্শন করিয়া মিত্রাবরুণের স্তব করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—'আপনাদিগের অনুগ্রহে আমি অসাধারণ পুত্র লাভ করিব' এই অভিলাষে যজ্ঞ করিয়া এই কন্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, হে বরদগণ! যদি আপনারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনাদিগের অনুগ্রহে এই কন্যা অতি গুণবান্ পুত্র হউক। দেবদ্বয় "তথাস্তু" বলিলে, সেই কন্যা ইলা তৎক্ষণাৎ সুদ্যুম্ন নামক পুত্র হইল। একদা এই ধীমান্

পুরূরবসনামানং চক্রবর্ত্তিনমূর্জ্জিতম্।
জনয়ামাস তনয়ং যত্র সোমসুতো বুধঃ ॥ ১৩
জাতে সুতে পুনঃ কৃত্বা সোঽশ্বমেধং মহাক্রতুম্
পুরুষত্বমনুপ্রাপ্তঃ সুদ্যুম্নঃ পার্থিবোঽভবৎ ॥ ১৪
সুদ্যুম্নস্য ত্রয়ঃ পুত্রা উৎকলো বিনয়ো গয়ঃ।
পুরুষত্বে মহাবীর্য্যা যজ্বিনঃ পৃথুলৌজসঃ ॥ ১৫
পুরুষত্বে তু যে জাতাস্তস্য রাজ্ঞঃ ত্রয়ঃ সুতাঃ।
বুভুজুস্তে মহীমেতাং ধর্ম্মে নিয়তচেতসঃ ॥ ১৬
স্ত্রীভূতস্য তু যো জাতস্তস্য রাজ্ঞঃ পুরূরবাঃ।
ন স লেভে মহীভাগং যতো বুধসুতো হি সঃ
ততো বশিষ্ঠবচনাৎ প্রতিষ্ঠানং পুরোত্তমম্।
তস্মৈ দত্তং স রাজাভূৎ তত্রাতীবমনোহরে ॥১৮

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বংশানুক্রমো নামৈকাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

মনুপুত্র বনে মৃগয়া করিতে গিয়া ঈশ্বরকোপে পুনর্ব্বার স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৮—১২। সেই সময়ে সোমপুত্র বুধ তাঁহার গর্ভে পুরূরবা নামক তেজস্বী চক্রবর্ত্তী পুত্র উৎপাদন করেন; পুত্রোৎপত্তির পরে পুনর্ব্বার অশ্বমেধ যজ্ঞের বলে সেই সুদ্যুম্ন পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজা হইয়াছিলেন। সুদ্যুম্ন পুরুষ হইলে তাঁহার উৎকল, বিনয় ও গয় নামক মহাবীর, যাজ্ঞিক এবং বিপুলতেজা তিন পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার পুংস্ত্বকালে যে তিন পুত্রের উৎপত্তি হইল, তাঁহারাই রাজ্য লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। রাজার স্ত্রীত্বকালে যে পুরূরবা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি বুধের পুত্র বলিয়া মহীভাগ লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু বশিষ্ঠের আদেশে তাঁহাকে "প্রতিষ্ঠান" নামক পুরোত্তম প্রদত্ত হয়, তিনি সেই মনোহর প্রদেশে রাজা হইয়াছিলেন। ১৩—১৮।

একাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পৃষধ্রাখ্যো মনোঃ পুত্রো মৃগব্যামগমদ্বনম্।
তত্র চঙ্ক্রমমাণোঽসৌ বিপিনে নির্জ্জনে বনে
নাসসাদ মৃগং কঞ্চিত্তাম্রদীধিতিতাপিতঃ।
ক্ষুত্তৃড়্ভাপতরীতাঙ্গ ইতশ্চেতশ্চ চঙ্ক্রমন্॥ ২
স দদর্শ তদা তত্র হোমধেনুং মনোহরাম্।
ন তাবতা ন সম্বন্ধাং ব্রাহ্মণস্যাগ্নিহোত্রিণঃ॥ ৩
স মন্যমানো গবয়মিষুণা তামতাড়য়ৎ।
পপাত সাপি তদ্বাণ-বিভিন্নহৃদয়া ভুবি॥ ৪
ততোঽগ্নিহোত্রিণঃ পুত্রো ব্রহ্মচারী তপোরতিঃ
শপ্তবান্ স পিতুর্দৃষ্ট্বা হোমধেনুং নিপাতিতাম্
গোপালঃ প্রেষিতঃ পুত্রো বাভ্রব্যো নাম নামতঃ
কোপামর্ষপরাধীনচিত্তবৃত্তিস্ততো মুনে।
চুকোপ বিগলৎস্বেদ-জললোলাবিলেক্ষণঃ॥ ৬
তং ক্রুদ্ধং প্রেক্ষ্য স নৃপঃ পৃষধ্রো মুনিদারকম্
প্রসীদেতি জগৌ কস্মাচ্ছূদ্রবৎ কুরুষে রুষম্॥ ৭
ন ক্ষত্রিয়ং ন বা বৈশ্যমেবং ক্রোধ উপৈতি বৈ
যথা ত্বং শূদ্রবজ্জাতো বিশিষ্টে ব্রহ্মণঃ কুলে॥ ৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি নির্ভৎসিতস্তেন স রাজ্ঞা মৌলিনঃ সুতঃ।
শশাপ তং দুরাত্মানং শূদ্র এব ভবিষ্যতি॥ ৯
প্রযাস্যতি ক্ষয়ং ব্রহ্ম যৎ তেঽধীতং গুরোর্মুখাৎ
হোমধেনুর্মম গুরোর্যদিয়ং হিংসিতা ত্বয়া॥ ১০
এবং শপ্তো নৃপঃ ক্রুদ্ধস্তচ্ছাপপরিপীড়িতঃ।
প্রতিশাপপরো বিপ্র তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা॥
সোঽপি রাজ্ঞো বিনাশায় কোপং চক্রে দ্বিজোত্তমঃ।
তমভ্যেত্য ত্বরাযুক্তো বারয়ামাস বৈ পিতা॥
বৎসালমলমত্যর্থং কোপেনায়তিবৈরিণা।
ঐহিকামুষ্মিকহিতঃ শম এব দ্বিজন্মনাম্॥ ১৩

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মনুপুত্র পৃষধ্র একদা মৃগয়াভিলাষে বনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বিজন বিপিনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত কোনও মৃগ প্রাপ্ত হইলেন না; পরন্তু ভানু-কিরণ-তপ্ত এবং ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় কোনও অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের অবদ্ধ অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোহর হোমধেনু দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাকে গবয় (চমরীমৃগ) বিবেচনায় বাণাঘাত করিলেন এবং ধেনুও সেই বাণে ভিন্ন হৃদয় হইয়া পতিত হইল। হে মুনে! অগ্নিহোত্রী ঋষির গোপালনে নিযুক্ত, ব্রহ্মচারী ও তপস্যানুরাগী বাভ্রব্য নামক পুত্র, তখন পিতার হোমধেনু নিপাতিত দর্শনে কুপিত হইয়া নিরতিশয় ক্রোধে হৃতচিত্তবৃত্তি, স্বেদাক্তদেহ ও অশ্রুপূর্ণ ঘূর্ণিতলোচনে রাজাকে অভিশাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন। ১—৬। রাজা পৃষধ্র মুনিবালককে এইরূপ ক্রুদ্ধ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"প্রসন্ন হউন, কেন শূদ্রের ন্যায় এরূপ ক্রোধ করিতেছেন? আপনি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যেরূপ শূদ্রসম আচরণ করিতেছেন, কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকেও এরূপ ক্রোধপরবশ দেখা যায় না। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজা এইরূপ "শূদ্রবৎ" বলিয়া তিরস্কার করিলে, অগ্নিহোত্রী 'মৌলি' ঋষির সেই পুত্র দুর্ম্মতি রাজাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, "তুমি শূদ্রই হইবে এবং আমার পিতৃহোমধেনুর তুমি হিংসা করিয়াছ, এজন্য তোমার গুরুর নিকট হইতে অধীত ব্রহ্মবিদ্যা বিনষ্ট হইবে।" হে বিপ্র! রাজা এইরূপে শপ্ত হইলে শাপব্যথিত-হৃদয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশাপ প্রদানেচ্ছায় হস্তে জল গ্রহণ করিলেন; তখন দ্বিজোত্তম মুনিবালকও রাজার বিনাশ-কামনায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই অবসরে তাঁহার পিতা ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহাকে নিবারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে বৎস! ভাবী কালের অহিতকারী কোপ পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর। ব্রাহ্মণদিগের শমই ঐহিক ও পারত্রিকের মঙ্গল-

কোপস্তপো নাশয়তি ক্রুদ্ধো ভ্রশ্যত্যথায়ুষঃ।
ক্রুদ্ধস্য গলতে জ্ঞানং ক্রুদ্ধশ্চার্থাচ্চ হীয়তে॥ ১৪
ন ধর্ম্মঃ ক্রোধশীলস্য.নার্থমাপ্নোতি রোষণঃ।
নালং সুখায় কামাপ্তিঃ কোপেনাবিষ্টচেতসাম্॥
যদি রাজ্ঞা হতা ধেনুরিয়ং বিজ্ঞানিনা সতা।
যুক্তমত্র দয়াং কর্ত্তুমাত্মনো হিতবোধিনা॥ ১৬
অথবাজ্ঞানতা ধেনুরিয়ং ব্যাপাদিতা মম।
তৎ কথং শাপযোগ্যোঽয়ংদুষ্টং নাস্য মনো যতঃ
আত্মনো হিতমবিচ্ছন্ বাধতে যোঽপরং নরঃ
কর্ত্তব্যা মূঢ়বিজ্ঞানে দয়া তত্র দয়ালুভিঃ॥ ১৮
অজ্ঞানতঃ কৃতে দণ্ডং পাতয়ন্তি বুধা যদি।
বুধেভ্যস্তমহং মন্যে বরমজ্ঞানিনো নরাঃ॥ ১৯
নাস্য শাপস্ত্বয়া দেয়ঃ পার্থিবস্যাস্য পুত্রক।
স্বকর্ম্মণৈব পতিতা গৌরেষা দুঃখমৃত্যুনা॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পৃষধ্রোঽপি মুনেঃ পুত্রং প্রণম্যানত্রকন্ধরঃ।
প্রসীদেতি জগাদোচ্চৈরজ্ঞানাদ্ঘাতিতেতি চ॥
ময়া গবয়বুদ্ধ্যা গৌরবধ্যা ঘাতিতা মুনে।
অজ্ঞানাদ্ধোমধেন্বস্তে প্রসীদ ত্বঞ্চ মো মুনে॥

ঋষিপুত্র উবাচ।

আ জন্মনো মহীপাল ন ময়া ব্যাহৃতং মৃষা।
ক্রোধশ্চাদ্য মহাভাগ নান্যথা মে কদাচন॥২৩
তস্মাদহমেনং শক্নোমি শাপং কর্ত্তুং নৃপান্যথা।
যস্তে সমুদ্যতঃ শাপো দ্বিতীয়ঃ স নিবর্ত্তিতঃ॥
ইত্যুক্তবন্তং তং বালমাদায় স পিতা ততঃ।
জগাম স্বাশ্রমং সোঽপি পৃষধ্রঃ শূদ্রতামগাৎ॥২৫

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পৃষধ্রোপাখ্যানে
দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১২॥

কারী। ৭—১৩। কোপ তপস্যার বিনাশ করে এবং ক্রুদ্ধ হইলে আয়ুক্ষয় হয়, জ্ঞান লোপ হয় ও অর্থহীনতা ঘটিয়া থাকে। ক্রোধী ব্যক্তির ধর্ম্ম ও অর্থ সঞ্চিত হয় না এবং কোপপরবশচেতা হইলে কামপ্রাপ্তি ও সুখ-সম্পাদনে সমর্থ হয় না। যদি রাজা, জানিয়াই এই ধেনু হত্যা করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে স্বহিত-প্রার্থী ব্যক্তির দয়া করাই বিধেয়। অথবা অজ্ঞানতই যদি উনি আমার ধেনু বিনাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই বা কি প্রকারে ইনি শাপযোগ্য হইবেন? যেহেতু তাঁহার অন্তঃকরণ নির্দোষ। যে ব্যক্তি নিজের হিতেচ্ছায় অপরকে পীড়িত করে, সেই মূঢ়বুদ্ধি মানবের প্রতি দয়ালু-দিগের দয়া প্রকাশই কর্ত্তব্য। আর অজ্ঞানতঃ অপরাধ করিলে যে বুদ্ধিমান্ তাহাকে দণ্ড প্রদান করেন, নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগকে আমি তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করি। অতএব হে পুত্র। সম্প্রতি তুমি রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিও না; গাভী স্বকর্ম্ম জন্যই এই দুঃখকর মৃত্যুমুখে পতিত হই-য়াছে। ১৪—২০। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পৃষধ্রও নমিত মস্তকে মুনিপুত্রকে প্রণাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—প্রসন্ন হউন; আমি না জানিয়া ধেনুহত্যা করিয়াছি। হে মুনে! আমি গবয় বিবেচনা করিয়াই অবধ্যা গাভী আপনার এই হোমধেনুকে বিনষ্ট করিয়াছি; হে মুনে! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ঋষিপুত্র বলিলেন,—হে মহীপাল! আমি জন্মাবধি কখন মিথ্যা বলি নাই; সুতরাং হে মহাভাগ! আমার এই ক্রোধও কখনই মিথ্যা হইবে না। অতএব হে নৃপ! এই শাপকেও অন্যথা করিতে পারিব না। কিন্তু আপনাকে যে দ্বিতীয় অভিশাপ প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহা নিবর্ত্তিত করিলাম। বালক এই কথা বলিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। তৎপরে সেই পৃষধ্রও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ২১—২৫।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১২॥

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কারূষাঃ ক্ষত্রিয়াঃ শূরাঃ করূষস্যাভবন্ সুতাঃ।
তে তু সপ্তশতা বীরাস্তেভ্যশ্চান্যে সহস্রশঃ॥
দিষ্টপুত্রস্তু নাভাগঃ স্থিতঃ প্রথমযৌবনে।
দদর্শ বৈশ্যতনয়ামতীব সুমনোহরাম্॥ ২
তস্যাঃ স দৃষ্টমাত্রায়াঃ মদনাক্ষিপ্তমানসঃ।
বভূব ভূপতনয়ো নিশ্বাসাক্ষেপতৎপরঃ॥ ৩
তস্যাঃ স গত্বা জনকং বব্রে তাং বৈশ্যকন্যকাম্
ততোঽনঙ্গপরাধীন-মনোবৃত্তিং নৃপাত্মজম্॥ ৪
তমাহ স পিতা তস্যা রাজপুত্রং কৃতাঞ্জলিঃ।
বিভ্যৎ তস্য পিতুর্বিপ্র প্রশ্রয়াবনতং বচঃ॥ ৫
ভবন্তো ভূভুজো ভৃত্যা বয়ং বঃ করদায়কাঃ।
কথং সম্বন্ধমসমৈরস্মাভিরভিবাঞ্ছসি॥ ৬

রাজপুত্র উবাচ।

সাম্যং মানুষদেহস্য কামমোহাদিভিঃ কৃতম্।
তথাপি কালে তৈরেব যোজ্যন্তে মানুষং বপুঃ
তথৈব চোপকারায় জায়ন্তে তস্য তান্যপি।
অন্যানি চান্যে জীবন্তি ভিন্নজাতিমতাং সতাম্
তথাপ্যান্যপ্যযোগ্যানি যোগ্যতাং যান্তিকালতঃ
যোগ্যান্যযোগ্যতাংযান্তিকালবশ্যা হি যোগ্যতা
আপ্যায্যতে যচ্ছরীরমাহারাদিভিরীপ্সিতৈঃ।
কালং জ্ঞাত্বা তথা ভুক্তং তদেব পরিশিষ্যতে
ইত্থং মমৈষাভিমতা তনয়া দীয়তাং ত্বয়া।
অন্যথা মচ্ছরীরস্য বিপত্তিরুপলক্ষ্যতে॥ ১১

বৈশ্য উবাচ।

পরতন্ত্রা বয়ং ত্বঞ্চ পরতন্ত্রো মহীভুজঃ।
পিত্রা তেনাভ্যনুজ্ঞাতস্ত্বং গৃহাণ দদাম্যহম্॥ ১২

রাজপুত্র উবাচ।

প্রষ্টব্যাঃ সর্ব্বকার্য্যেষু গুরবো গুরুবর্ত্তিভিঃ।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাবীর কারূষ ক্ষত্রিয়গণ করূষের পুত্র। তাঁহারা সংখ্যায় সপ্তশত এবং সেই সকল কারূষ হইতেও অন্য সহস্র সহস্র বীর উৎপন্ন হইয়াছিল। দিষ্টপুত্র নাভাগ প্রথম যৌবন সময়ে কোন দিন কোন এক মনোরমা বৈশ্যকন্যাকে দেখিতে পাইলেন; রাজপুত্র তাহার দর্শনমাত্রেই নিরতিশয় মদনাকৃষ্ট-মানস হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তাহার জনক-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ঐ বৈশ্যকন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। হে বিপ্র! তাহাতে তাহার পিতাও মহারাজ দিষ্টের ভয়ে ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অনঙ্গায়ত্ত-মনোবৃত্তি রাজনন্দনকে বিনীতভাবে বলিল, আপনি রাজা, আমরা আপনাদিগের কর-প্রদ ভৃত্যমাত্র; এরূপ অসমান ব্যক্তির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ স্থাপনের অভিলাষ করিতেছেন? ১—৫। রাজপুত্র বলিলেন, মনুষ্যদেহে কাম-ক্রোধাদি সমভাবেই বিধাতার নির্ম্মিত, কিন্তু সর্ব্বদাই যে কামক্রোধাদি মনুষ্য-দেহে থাকে, তাহা নহে; কোন কোন সময়ে উৎপন্ন হয়। আবার বিভিন্ন-জাতি মনুষ্যদিগের মধ্যেও কামক্রোধাদি উপকারী হয়। তবে সংসারিভিন্ন ব্যক্তিরা কাম-ক্রোধাদি অবলম্বন করেন না, অন্যভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন। কামক্রোধাদি এবং অন্য আরও কিছু অযোগ্য হইলে কালবশে যোগ্য হয়, আবার যোগ্যও অযোগ্য হয়; অতএব যোগ্যতা কালের অধীন। আহারাদি ইষ্টবস্তু দ্বারা যে দেহকে পরিতৃপ্ত করিতেছি, তাহাও থাকিত না; কেবল "যোগ্যতার অনিয়ামক কাল" এইটী বুঝিয়াছি বলিয়াই তন্মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই কারণেই তোমার তনয়া আমার অভিমত হইয়াছে; তাহাকে আমায় সম্প্রদান কর, নতুবা আমার শরীরের বিনাশ দেখিতে পাইবে। বৈশ্য বলিল, আমরা পরাধীন এবং আপনিও মহীপালের অধীন; অতএব আপনি পিতার আজ্ঞা লইয়া গ্রহণ করুন, আমি কন্যাদান করিতেছি। রাজপুত্র বলিলেন, গুরুজনের আজ্ঞানুবর্ত্তী

ন স্ত্রীদৃশেষকার্য্যেষু গুরুণাং বাক্যগোচরঃ ॥১৩
ক মন্মথকথালাপো গুরূণাং শ্রবণং কথম্।
বিরুদ্ধমেতদন্যত্র প্রষ্টব্যা গুরবো নৃভিঃ ॥ ১৪

বৈশ্য উবাচ।

এবমেতৎ স্মরালাপস্তবায়ং পৃচ্ছতো গুরুম।
অহং পৃচ্ছামি নালাপো মম কামকথাশ্রয়ঃ ॥১৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽভবন্মৌনো রাজপুত্রঃ স চাপি তৎ
তৎপিত্রে সর্ব্বমাচষ্ট রাজপুত্রস্য যন্মতম্ ॥ ১৬
ততস্তস্য পিতা বিপ্রানৃচীকাদীন্ দ্বিজোত্তমান্।
প্রবেশ্য রাজপুত্রঞ্চ যথাখ্যাতং ন্যবেদয়ৎ ॥ ১৭
নিবেদ্য চ ততঃ প্রাহ মুনীনেবং ব্যবস্থিতঃ।
যৎ কর্ত্তব্যং তদাদেষ্টুমর্হন্তি দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৮

ঋষয় ঊচুঃ।

রাজপুত্রানুরাগস্তে যদ্যস্যাং বৈশ্যসন্ততৌ।
তদস্য ধর্ম্ম এবৈষ কিন্তু ন্যায়ক্রমেণ সঃ ॥ ১৯
মূর্দ্ধাভিষিক্ততনয়া-পাণিগ্রাহো ভবেৎ পুরা।
ভবত্যনন্তরঞ্চেয়ং তব ভার্য্যা ভবিষ্যতি ॥ ২০
এবং ন দোষো ভবতি তথেমামুপভুঞ্জতঃ।
অন্যথাভ্যেতি তে জাতিরুৎকৃষ্টা বালিকাং
হরন্ ॥ ২১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তস্তদপাস্যৈব বচস্তেষাং মহাত্মনাম্।
বিনিষ্ক্রম্য গৃহীত্বা তামুদ্যতাসিরথাব্রবীৎ ॥ ২২
রাক্ষসেন বিবাহেন ময়া বৈশ্যসুতা হৃতা।
যস্য সামর্থ্যমত্রাস্তি স এতাং মোচয়ত্বিতি ॥ ২৩
ততঃ স বৈশ্যস্তাং দৃষ্ট্বা গৃহীতাং তনয়াং ক্রতম্
ত্রাহীতি পিতরং তস্য প্রযযৌ শরণং দ্বিজ ॥২৪
ততস্তস্য পিতা ক্রুদ্ধ আদিদেশ বলং মহৎ।
হন্যতাং হন্যতাং দুষ্টো নাভাগো ধর্ম্মদূষকঃ ॥ ২৫

ব্যক্তিগণের সর্ব্ববিষয়েই গুরুকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এবংবিধ কার্য্যের কথা গুরুগোচর না করাই উচিত। কাম-কথার প্রসঙ্গ এবং গুরুদিগের শ্রবণগোচরত্ব এই উভয়ে অতিশয় অন্তর; সুতরাং ইহা বিরুদ্ধ। তদ্ভিন্ন অপরাপর সকল বিষয়েই গুরুজনকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। বৈশ্য বলিল, আপনি সত্যই বলিয়াছেন। গুরু-আজ্ঞা লইতে আপনার স্মরালাপ হইবে, অতএব আমি এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহাতে আর কামালাপের সম্ভাবনা থাকিতেছে না। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বৈশ্য এই কথা বলিলে রাজপুত্র নিরুত্তর হইলেন; তখন বৈশ্যও রাজপুত্রের অভীষ্ট বিষয় আনুপূর্ব্বিক রাজার নিকট জ্ঞাপন করিলেন।১৩—১৬। অনন্তর রাজা, ঋচীকাদি দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ও পুত্রকে উপস্থিত করিয়া উল্লিখিত সমস্ত বিষয় প্রকাশপূর্ব্বক মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। উপস্থিত বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য কি, আদেশ করুন। ঋষিগণ বলিলেন, হে রাজকুমার! আপনি যদি এই বৈশ্য-কন্যার প্রতি অনুরাগী হইয়া থাকেন, তাহা অবশ্য অধর্ম্ম নহে; কিন্তু যথান্যায় হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ মূর্দ্ধাভিষিক্তকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তৎপরে এই কন্যাকে আপনি ভার্য্যা করুন। এইরূপে এই বৈশ্যকন্যাকে উপভোগ করিলে আপনার কোনরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই; নতুবা বালিকা-হরণ জন্য আপনাকে এই উৎকৃষ্ট জাতি হইতে অবনত হইতে হইবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সেই সমস্ত মহাত্মগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তাঁহাদিগের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াই রাজপুত্র বিনির্গত হইলেন এবং সেই কন্যাকে গ্রহণপূর্ব্বক খড়্গ উদ্যত করিয়া বলিলেন, আমি এই বৈশ্যকন্যাকে রাক্ষসবিবাহ দ্বারা হরণ করিলাম, যাহার সামর্থ্য হয়, আমার নিকট হইতে ইহাকে মুক্ত করিয়া লউক।১৭—২৩। হে দ্বিজ! তখন বৈশ্য তনয়াকে রাজপুত্র কর্ত্তৃক গৃহীতা দর্শনে সত্বরপদে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া "রক্ষা করুন" বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজাও ক্রুদ্ধ হইয়া "ধর্ম্ম-দূষক দুষ্ট নাভাগকে শীঘ্র বধ কর" বলিয়া সৈন্য-সমূহকে আদেশ প্রদান করিলেন। সৈন্যগণ

ততস্তদ্যুদ্ধে সৈন্যং তেন তৃতুৎসুতেন বৈ।
কৃতাস্ত্রেণ তদাস্ত্রেণ তৎ-প্রাচুর্য্যেণ পাতিতম্॥
স শ্রুত্বা নিহতং সৈন্যং রাজপুত্রেণ ভূপতিঃ।
স্বয়মেব যযৌ যোদ্ধুং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ॥ ২৭
ততো যুদ্ধমভূৎ তস্য ভূভুজঃ স্বসুতেন যৎ।
রাজপুত্রেণ শস্ত্রাস্ত্রৈস্তত্রাতিশয়িতঃ পিতা॥ ২৮
ততোঽন্তরীক্ষাদাগত্য পরিব্রাট্ সহসা মুনিঃ।
প্রত্যুবাচ মহীপালং বিরমস্বেতি সংযুগাৎ॥ ২৯
স্বৎপুত্রস্য মহাভাগ বিধর্ম্মোঽয়ং মহাত্মনঃ।
তথাপি বৈশ্যেন সহ ন যুদ্ধং ধর্ম্মবন্নৃপ॥ ৩০
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীপূর্ব্বং কুর্ব্বন্ দারপরিগ্রহম্।
ব্রাহ্মণ্যাৎ সর্ব্ববর্ণেষু ন হানিমুপগচ্ছতি॥ ৩১
তথৈব ক্ষত্রিয়সুতাং ক্ষত্রিয়ঃ পূর্ব্বমুদ্বহন্।
ইতরে চ ততো রাজংশ্চ্যবন্তে ন স্বধর্ম্মতঃ॥ ৩২
পূর্ব্বং বৈশ্যস্তথা বৈশ্যাং পশ্চাৎ শূদ্রকুলোদ্ভবাম্
ন হীয়তে বৈশ্যকুলাদয়ং ন্যায়ঃ ক্রমোদিতঃ॥ ৩৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সবর্ণাপাণিসংগ্রহম্।
অকৃত্বান্যতরাপাণেঃ পতন্তি নৃপ সংগ্রহাৎ॥ ৩৪
যস্যা যস্যা হি হীনায়াঃ কুরুতে পাণিসংগ্রহম্।
অকৃত্বা বর্ণসংযোগং নাপি তত্তত্ভাগ্ভবেৎ॥
সোঽয়ং বৈশ্যত্বমাপন্নস্তব পুত্রঃ স মন্দধীঃ।
নাস্যাধিকারো যুদ্ধায় ক্ষত্রিয়েণ ত্বয়া সহ॥ ৩৬
বয়মেতন্ন জানীমঃ কারণং নৃপনন্দন।
যথা ভবিষ্যতীদঞ্চ নিবর্ত্ত রণকর্ম্মতঃ॥ ৩৭
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে নাভাগচরিতং নাম
ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৩॥

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

নিবৃত্তোঽসৌ ততো ভূপঃসংগ্রামাৎ স্বসুতেন বৈ
উপযেমে চ তাংবৈশ্য-তনয়াং সোঽপি তৎসুতঃ
ততঃ স বৈশ্যতাং প্রাপ্তঃ সমুৎপত্যাহ পার্থিবম্

রাজাজ্ঞায় রাজপুত্রসহ যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, রাজপুত্র অস্ত্রনিকর দ্বারা তাহার অধিকাংশই পাতিত করিলেন। রাজপুত্র কর্ত্তৃক সৈন্য-গণ নিহত হইয়াছে শুনিয়া ভূপতি স্বয়ং অপরাপর সৈন্যসহ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। স্বীয় পুত্রসহ ভূপতির যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা রাজপুত্র অপেক্ষা পিতা স্বই আতিশয্য দৃষ্ট হইয়াছিল। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ হইতে সহসা পরিব্রাজক মুনি (নারদ) উপাগত হইয়া বলিলেন, হে মহী-পাল! যুদ্ধে নিবৃত্ত হউন। হে নৃপ! আপ-নার পুত্র বিধর্ম্মী হইয়াছে, সুতরাং বৈশ্যসহ আপনার যুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে। ২৪—৩০। ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্রাহ্মণীদার পরিগ্রহ করিয়া, সর্ব্ববর্ণে যদি দারপরিগ্রহ করেন, তবে তাঁহার ব্রাহ্মণ্যের হানি হয় না। তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ও প্রথমে ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করিয়া বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা গ্রহণ করিলে ধর্ম্ম-চ্যুত হয় না। বৈশ্যও এইরূপ পূর্ব্বে বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করিয়া পরে শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে, বৈশ্যকুল হইতে পতিত হয় না। এইরূপই ক্রমানুরূপ নীতি চলিয়া আসি-তেছে। হে নৃপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সবর্ণাকন্যার পাণিগ্রহণ না করিয়া অন্যতর-বর্ণাকে বিবাহ করিলে, যে যে জাতীয়া হীন-বর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে, সে পতিত হইয়া তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং প্রথমে সবর্ণাকন্যাকে বিবাহ না করিলে, সে দায়াধি-কারী হইতে পারে না। আপনার এই মন্দবুদ্ধি পুত্র বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, আর আপনি ক্ষত্রিয়, সুতরাং আপনার সহিত এ যুদ্ধাধিকারী নহে। হে নৃপনন্দন! ইহা হইতে যে কিরূপ কারণ উৎপন্ন হইবে, তাহা আমরা অবগত নাই। এক্ষণে আপনি যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হউন। ৩১—৪২।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৩।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর পুত্রসহ যুদ্ধ হইতে রাজা নিবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার পুত্রও সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়া বৈশ্যত্ব

ভূপাল যন্ময়া কার্য্যং তৎ সমাদিশ্যতাং মম ॥ ২
রাজোবাচ।
ধর্ম্মাধিকরণে যুক্তা বাভ্রব্যাদ্যাস্তপস্বিনঃ।
যদস্য কর্ম্ম ধর্ম্মায় তদস্য তথাচর ॥ ৩
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তে মুনয়স্তস্য পাশুপাল্যং তথা কৃষিম্।
বাণিজ্যঞ্চ পরং ধর্ম্মমাচচক্ষুঃ সভাসদঃ ॥ ৪
তথা চ চক্রে স সুতস্তস্য রাজ্ঞো যথোদিতম্।
তৈর্ধর্ম্মবাদিভির্ধর্ম্মং চ্যুতস্য নিজধর্ম্মতঃ ॥ ৫
তস্য পুত্রস্ততো জাতো নাম্না খ্যাতো ভনন্দনঃ
স মাত্রা প্রহিতোঽগচ্ছদ্গোপালো ভব পুত্রক ॥
মাত্রা তথা নিযুক্তোঽথ প্রণিপত্য স্বমাতরম্।
রাজর্ষিমগমন্নীপং হিমবৎপর্ব্বতাশ্রয়ম্ ॥ ৭
তং সমেত্য স জগ্রাহ তস্য পাদৌ যথাবিধি।
প্রণিপত্যাহ চৈবৈনং রাজর্ষিং স ভনন্দনঃ ॥ ৮
আদিষ্টো ভগবন্ মাত্রা গোপালস্ত্বং ভবেতি বৈ
ময়া চ পালনীয়া স্মা তস্যাঃ স্বীকরণং কথম্ ॥ ৯
ময়া হি গোঃ পালনীয়া সা যদা স্বীকৃতা ভবেৎ
আক্রান্তা বলবদ্ভিঃ সা দায়াদৈঃ পৃথিবী মম ॥
তাং যথা প্রাপ্নুয়াং পৃথ্বীং তৎপ্রসাদাদহং বিভো
তথাদিশ করিষ্যামি ভবাজ্ঞাং প্রণতোঽস্মি তে
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ স নীপো রাজর্ষিস্তস্মৈ নিরবশেষতঃ।
ভনন্দায় দদৌ ব্রহ্মন্নস্ত্রগ্রামং মহাত্মনে ॥ ১২
প্রাপ্তাস্ত্রবিদ্যঃ স যযৌ পিতৃব্যতনয়ান্ দ্বিজ *
বসুরাতাদিকান্ পুত্রানাদিষ্টঃ স মহাত্মনা ॥ ১৩
অযাচত স রাজ্যার্দ্ধং পিতৃপৈতামহোচিতম্।
তে চোচুর্বৈশ্যপুত্রস্ত্বং কথং ভোক্ষ্যসি মেদিনীম্
ততস্তৈর্যুদ্ধমভবত্তনন্দস্যাস্ত্রবংশজৈঃ।
বসুরাতাদিভিঃ ক্রুদ্ধৈঃ কৃতাস্ত্রস্যাস্ত্রবর্ষিভিঃ ॥
স জিত্বা তানশেষাংস্তু শস্ত্রবিক্ষতসৈনিকান্।

প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তখন রাজসমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভূপাল! সম্প্রতি আমার কর্ত্তব্য আদেশ করুন। রাজা কহিলেন,—বাভ্রব্যাদি যে তপস্বী সকল ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা যেরূপ কর্ম্মকে ধর্ম্মানুযায়ী বলিয়া আদেশ করিবেন তদনুযায়ী আচরণ কর। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তখন সেই সভাসদ্ মুনিগণ বলিলেন, পশু-পালন, কৃষি, এবং বাণিজ্য কার্য্যই তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। রাজপুত্রও স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া রাজাজ্ঞানুসারে সেই ধর্ম্মবাদিগণের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিলেন। ১—৫। তাঁহার ভনন্দন নামক পুত্র হইয়াছিল; তাঁহার মাতা তাঁহাকে "বৎস! গোপাল হও" বলিয়া গোপালনে নিযুক্ত করিলে, তিনিও মাতৃ-আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মাতাকে প্রণামপূর্ব্বক হিমালয়-পর্ব্বতবাসী নীপ নামক রাজর্ষির নিকটে গমন করিলেন। ভনন্দন রাজর্ষিসমীপে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি পাদবন্দনাপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! মাতা আমাকে "তুমি গোপাল হও" বলিয়া আদেশ প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং পৃথিবীপালন অবশ্যই আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা কিরূপে স্বীকার করিব? যেহেতু পৃথিবীপালনে আমি স্বীকার করিলেও এখন তাহা বলবান্ জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত রহিয়াছে। অতএব হে বিভো! যাহাতে আপনার অনুগ্রহে আমি পৃথিবী লাভ করিতে পারি, এই প্রণত জনকে তাহা আদেশ করুন, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব। ৮—১১। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনন্তর রাজর্ষি নীপ মহাত্মা ভনন্দনকে সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করিলেন। হে দ্বিজ! ভনন্দন অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়া রাজর্ষির আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পিতৃব্য-পুত্র বসুরাত প্রভৃতির নিকট গমন করিলেন এবং পিতৃপৈতামহিক রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা উত্তর করিলেন, "তুমি বৈশ্যপুত্র, পৃথিবীপালন তোমার কর্ত্তব্য নহে।" তখন সমরে ক্রুদ্ধ ভনন্দনের অস্ত্রবর্ষী জ্ঞাতি বসুরাত প্রভৃতির সহিত

(*) প্রাপ্তস্ত বিদ্যাং স তদা পিতৃব্য-তনয়ানযাৎ ইতি পাঠান্তরমপি কচিদ্দৃশ্যতে।

জহার পৃথিবীং তেষাং ধর্ম্মযুদ্ধেন ধর্ম্মবিৎ ॥১৬
স নির্জ্জিতারিঃ সকলাং পৃথ্বীং রাজ্যং তথা পিতুঃ
নিবেদয়ামাস ততস্তৎপিতা জগৃহে ন চ।
প্রত্যুবাচ চ তং পুত্রং ভার্য্যায়াঃ পুরতস্তদা ॥১৭
নাভাগ উবাচ।
তনয় রাজ্যমেতৎ তে ক্রিয়তাং পূর্ব্বজৈঃ কৃতম্
অহং ন কৃতবান্ রাজ্যং নাসামর্থ্যযুতঃ পুরা ॥১৮
বশ্যতাস্তু পুরস্কৃত্য তথৈবাজ্ঞাকরঃ পিতুঃ।
কৃত্বাপ্রীতিং পিতুরহং বৈশ্যকন্যাপরিগ্রহাৎ ॥১৯
ন পুণ্যলোকভাগ্‌রাজা যাবদাভূতসংপ্লবঃ ॥ ২০
উল্লঙ্ঘ্যাজ্ঞাং পুনস্তস্য পালয়ামি মহীং যদি।
নাস্তি মোক্ষস্ততো নূনং মম কল্পশতৈরপি ॥২১
ন চাপি যুক্তং ত্বদ্বাহু-নির্জ্জিতং মম মানিনঃ।
রাজ্যং ভোক্তুমনীহস্য দুর্ব্বলস্যেহ কস্যচিৎ ॥২২
রাজ্যং কুরু স্বয়ং যাবদ্দায়াদেভ্যো বিমুঞ্চ বা।
মমাজ্ঞাপালনং শস্তং পিতুর্ন ক্ষিতিপালনম্ ॥ ২৩
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ প্রহস্য তদ্ভার্য্যা সুপ্রভা নাম ভাবিনী।
প্রত্যুবাচ পতিং ভূপ গৃহ্যতাং রাজ্যমূর্জ্জিতম্ ॥
ন ত্বং বৈশ্যো ন চৈবাহং জাতা বৈশ্যকুলে নৃপ।
ক্ষত্রিয়স্ত্বং তথৈবাহং ক্ষত্রিয়াণাং কুলোদ্ভবা ॥২৫
পূর্ব্বমাসীন্মহীপালঃ সুদেব ইতি বিশ্রুতঃ।
তস্যাভূচ্চ সখা রাজ্ঞো ধূম্রাশ্বস্য সুতো নলঃ ॥২৬
স তেন সখ্যা সহিতো জগামাম্রবণং বনম্।
পত্নীভিঃ স সমং রম্য-মাধবে মাসি পার্থিব ॥২৭
ততঃ পানান্যনেকানি ভক্ষ্যাণি বুভুজে তথা।
ভার্য্যাভিঃ সহিতস্তাভিস্তেন-সখ্যা সমন্বিতঃ ॥২৮
ততঃ পুষ্করিণীতীরে দদর্শাতিমনোরমাম্।
পত্নীং চ্যবনপুত্রস্য প্রমতেঃ পার্থিবাত্মজাম্ ॥২৯
সখা তস্য নলো মত্তো জগৃহে তাঞ্চ দুর্ম্মতিঃ।
পশ্যতস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ত্রাত ত্রাতেতিবাদিনীম্ ॥৩০

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তনন্দন ধর্ম্মযুদ্ধেই নিখিল সৈন্যগণকে শস্ত্রবিক্ষত করিয়া পরাজয়পূর্ব্বক পৃথিবী হরণ করিলেন। ১২—১৬। ভনন্দন এইরূপে বিজিতশত্রু হইয়া সমগ্র পৃথিবীরাজ্য পিতৃপদে সমর্পণ করিলেন, কিন্তু পিতা তাহা গ্রহণ না করিয়া পত্নীসমক্ষে পুত্রকে বলিতে লাগিলেন, বৎস ভনন্দন! পূর্ব্বপুরুষশাসিত এই রাজ্য তুমিই ভোগ কর। আমি যে রাজ্যপালনে অসমর্থ, তাহা নহে। পূর্ব্বে আমি পিতৃ-আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়াও পিতার অসম্মতিতে বৈশ্যকন্যা-পরিগ্রহ জন্য বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভোগের অধিকারী হইতে পারি নাই; আমি পুনর্ব্বার যদি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পৃথিবীপালন করি, তাহা হইলে মিথ্যা আদেশ জন্য রাজাও প্রলয়কাল পর্য্যন্ত পুণ্যলোকভাগী হইতে পারিবেন না এবং শত কল্পেও আমার মুক্তির সম্ভাবনা নাই। আরও আমার ন্যায় নিরাকাঙ্ক্ষ মানী জনের, দুর্ব্বলের পরিবর্জ্জিত বিষয়-ভোগের ন্যায় তোমার বাহুবিজিত রাজ্যভোগও কর্ত্তব্য নহে। তুমি স্বয়ং রাজ্য পালন কর অথবা জ্ঞাতিগণকেই পুনর্ব্বার প্রদান করিতে পার। আমার পিতৃ-আজ্ঞা পালনই প্রশস্ত, ক্ষিতি-পালন কর্ত্তব্য নহে। ১৭—২৩। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তখন তাঁহার ভার্য্যা 'সুপ্রভা' হাস্য করিয়া পতিকে বলিলেন, ভূপ! এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য গ্রহণ করুন; আপনিও বৈশ্য নহেন এবং আমিও বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করি নাই; আপনিও ক্ষত্রিয়, আর আমিও ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্না; পূর্ব্বে সুদেব নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা ধূম্রাশ্বের পুত্র নল তাঁহার সখা ছিলেন। হে পার্থিব! তিনি একদা বৈশাখ মাসে ঐ সখা ও পত্নীগণ সহ আম্রবনে বনবিহারে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সখা ও ভার্য্যাগণ সমভিব্যাহারে নানাবিধ ভক্ষ্যপানীয়ের উপভোগ করেন! তদনন্তর পুষ্করিণীতীরে চ্যবন-পুত্র মহর্ষি প্রমতির মনোরমা পত্নীকে দেখিতে পাইয়া রাজার সখা দুর্ম্মতি নল মত্ত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল। ঐ প্রমতিপত্নী কোন এক নরপতির কন্যা। তখন প্রমতিপত্নী রাজার সম্মুখে "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলিয়া

আক্রন্দিতং নিশম্যৈব স তস্যাঃ প্রমতিঃ পতিঃ
আজগাম ত্বরাযুক্তঃ কিমেতদিতি বৈ বদন্ ॥ ৩১
ততো দদর্শ রাজানং সুদেবং তত্র সংস্থিতম্।
গৃহীতাঞ্চ তথা পত্নীং নলেন দুষ্টরাত্মনা। ৩২
ততঃ সুদেবং প্রমতিঃ প্রাহেদং শাস্যতামিতি।
ত্বঞ্চ শাস্তা ভবান্ রাজা দুষ্টশ্চায়ং নলো নৃপ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্যার্ত্তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুদেবো নলগৌরবাৎ।
প্রাহ বৈশ্যোঽস্মি গচ্ছান্যং ক্ষত্রিয়ং ত্রাণকারণাৎ
ততঃ স প্রমতিঃ ক্রুদ্ধস্তেজসা নির্দ্দহন্নিব।
প্রত্যুবাচাথ রাজানং বৈশ্যোঽস্মীত্যভিভাষিণম্

প্রমতিরুবাচ।

এবমস্তু ভবান্ বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষতরক্ষণাৎ।
ক্ষত্রিয়ৈর্ধার্য্যতে শস্ত্রং নার্ত্তশব্দো ভবেদিতি।
স ত্বং ন ক্ষত্রিয়ো ভাবী বৈশ্য এব কুলাধমঃ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে নাভাগচরিতে
চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ ॥

রোদন করিতে লাগিলেন। ২৫—৩০। তাঁহার পতি মহর্ষি প্রমতি দূর হইতে রোদনশব্দ শ্রবণে "একি! একি!" বলিতে বলিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা সুদেব উপবিষ্ট আছেন ও দুরাত্মা নল পত্নীকে গ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া প্রমতি সুদেবকে বলিলেন, ইহাকে নিরস্ত করুন। আপনি রাজা, আপনি শাসনকর্ত্তা; সুতরাং এই দুষ্ট নলকে আপনার শাসন করা উচিত। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, প্রমতি ব্যথিত হইয়া এইরূপ বলিলে, তাঁহার বাক্য শ্রবণে রাজা সুদেব নল-গৌরব রক্ষা জন্য বলিলেন, 'আমি বৈশ্য'; আপনি পরিত্রাণের জন্য কোন ক্ষত্রিয়ের নিকট গমন করুন। প্রমতি সুদেববাক্যে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় তেজ দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে করিতেই "আমি বৈশ্য" এইরূপ উক্তিকারী সেই রাজাকে বলিলেন, "তথাস্তু! তুমি সত্য সত্যই বৈশ্য" যেহেতু আর্ত্ত ব্যক্তির রক্ষা জন্যই ক্ষত্রিয়-সংজ্ঞার উৎপত্তি। "আর্ত্ত" শব্দ পর্য্যন্ত না হয়, এই অভিপ্রায়েই ক্ষত্রিয়গণ শস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি কখনই ক্ষত্রিয় নহ। তুমি কুলাধম বৈশ্যই হইবে। ৩১—৩৬।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্মৈ দত্ত্বা ততঃ শাপং নলং ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্দ্বিজ
প্রমতির্ভার্গবঃ কোপাৎ ত্রৈলোক্যং নির্দ্দহন্নিব ॥ ১
মদোন্মত্তো যদা ভার্য্যাং ভবানত্র মমাশ্রমে।
বলাদ্গৃহ্লাসি ভস্মত্বং তস্মাদ্ব্রজতু মা চিরম্ ॥ ২
তেনোদাহৃতমাত্রে চ বাক্যে তস্মিন্ তদা নলঃ
দেহজেনাগ্নিনা সদ্যো ভস্মপুঞ্জস্তদাভবৎ। ৩
দৃষ্ট্বা প্রভাবং তৎ তস্য সুদেবো বিস্ময়ন্ততঃ।
প্রণামনম্রঃ প্রাহেদং ক্ষম্যতাং ক্ষম্যতামিতি ॥ ৪
যদুক্তবাংস্ত্বং ভগবান্ সুরাপানমদাকুলম্।
তৎ ক্ষম্যতাং প্রসীদ ত্বং শাপোঽয়ং
বিনিবর্ত্ততাম্ ॥ ৫

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজ! ভার্গব প্রমতি এইরূপে সুদেবকে শাপ প্রদান করিয়া কোপে যেন ত্রৈলোক্যদাহোদ্যত হইয়া নলকে বলিলেন, তুমি মদোন্মত্ত হইয়া যখন আমার আশ্রমে আমার ভার্য্যাকে সবলে গ্রহণ করিয়াছ, তখন তুমি অচিরাৎ ভস্ম হইবে। তাঁহার বাক্য সমাপ্তি মাত্রেই নল স্বদেহজ অগ্নি দ্বারা তৎক্ষণাৎ ভস্মপুঞ্জ হইয়া উঠিল। সুদেব, প্রমতির এইরূপ প্রভাব দর্শনে মত্ততা পরিহারপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, ভগবন্! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, সুরাপানজনিত মত্ততা হেতু আপনাকে যাহা কিছু বলিয়াছি, প্রসন্ন হইয়া তৎসমুদায় ক্ষমা করুন এবং এই শাপ নির্ব্বর্ত্তিত করুন। ১—৫।

এবং প্রসাদিতস্তেন প্রমতিঃ প্রাহ ভার্গবঃ ।
গতকোপো নলে দগ্ধে ভাবহীনেন চেতসা ॥৬
নান্যথা ভাবি তদ্বাক্যং যন্ময়া সমুদীরিতম্ ।
তথাপি তে করিষ্যামি প্রসন্নোঽনুগ্রহং পরম্ ॥৭
ভবিতা বৈশ্যজাতীয়ো ভবান্ নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
ভবিতা ক্ষত্রিয়ো ভূয়স্তস্মিন্নেবাশু জন্মনি ॥ ৭
গ্রহীষ্যতি বলাৎ কন্যাং যদা তে ক্ষত্রসম্ভবঃ ।
তদা ত্বং ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্বগৃহীতো ভবিষ্যসি ॥
এবং স বৈশ্যো ভূপাল সুদেবোঽস্মৎপিতা-
ভবৎ ।
অহঞ্চ যা মহাভাগ তৎ সর্ব্বং শ্রূয়তাং ত্বয়া ॥১০
সুরথো নাম রাজর্ষিঃ প্রাগাসীদ্গন্ধমাদনে ।
তপস্বী নিয়তাহারস্ত্যক্তসঙ্গো বনাশ্রয়ঃ ॥ ১১
ততঃ শ্যেনমুখভ্রষ্টাং দৃষ্ট্বৈকাং শারিকাং ভুবি ।
কৃপাভূজ্জনিতা মূর্চ্ছা তথা তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২
ততো মূর্চ্ছাবসানেঽহং তস্যোৎপন্না শরীরতঃ
স মাং দৃষ্ট্বা চ জগ্রাহ স্নিহ্যমানেন চেতসা ॥ ১৩
যস্মাৎ কৃপাভিভূতস্য মম জাতেয়মাত্মজা ।
তস্মাৎ কৃপাবতী নাম্না ভবিষ্যত্যাহ স প্রভো ॥
ততোঽহমাশ্রমে তস্য বর্দ্ধমানা দিবানিশম্ ।
সখীভিঃ সহ তুল্যাভির্বিচরামি বনানি চ ॥ ১৫
ততো মুনেরগস্ত্যস্য ভ্রাতাগস্ত্য * ইব ক্রতঃ ।
স চিন্বন্ কাননে বন্যং সখীভিঃকোপিতোঽশপৎ
যস্মাং বৈশ্যমিত প্রাহ ভবতি তেন তে শপে ।
ভবিষ্যসি বৈশ্যজা তু ইত্যুক্তে চ তমব্রবম্ ॥১৭
নাপরাধং কৃতবতী ভবাহং দ্বিজসত্তম ।
অন্যাসামপরাধেন কিমর্থং শপ্তবানসি ॥ ১৮
ঋষিরুবাচ ।
দুষ্টতাং দুষ্টসংসর্গাদদুষ্টমপি গচ্ছতি ।
সুরাবিন্দুনিপাতেন পঞ্চগব্যঘটী যথা ॥ ১৯

নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপে প্রসাদিত হইয়া এবং নলকে দগ্ধ করিয়া তখন ভার্গব প্রমতির কোপশান্তি হইল। তিনি তখন অনাসক্ত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন, যদিও আমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে, তথাপি প্রসন্নচিত্তে আপনাকে অনুগ্রহ করিতেছি। অবশ্যই কিছুদিন আপনাকে বৈশ্যজাতীয় হইতে হইবে, কিন্তু এই জন্মেই পুনর্ব্বার আপনি ক্ষত্রিয় হইতে পারিবেন। যখন কোন ক্ষত্রিয়কুমার বল-সহকারে আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিবেন, হে বৈশ্য! তখন আপনি পুনরায় আপনা হইতেই ক্ষত্রিয় হইবেন। হে ভূপাল! এইরূপেই আমার পিতা সুদেব বৈশ্য হইয়াছিলেন। হে মহাভাগ! আমার পরিচয়ও সমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৬—১০। পূর্ব্বে সুরথ নামক রাজর্ষি গন্ধ-মাদন পর্ব্বতে অরণ্যাশ্রয়পূর্ব্বক নিয়তাহার ও ও ত্যক্তসঙ্গ হইয়া তপস্যা করিতেন। একদা ভূমিতলে একটী শ্যেনমুখভ্রষ্ট শারিকা অব-লোকন করিয়া কৃপা বশতঃ তাঁহার মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। হে প্রভো! পরে মূর্চ্ছা অপগত হইলে আমি তাঁহার কলেবর হইতে সমুৎপন্ন হইলাম। তিনিও আমাকে দেখিয়া স্নেহার্দ্রচিত্তে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন,"আমি কৃপাভিভূত হইলে এই কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, অতএব ইহার নাম 'কৃপাবতী' হইল। তৎপরে আমি তাঁহার আশ্রমে, থাকিয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলাম এবং সমবয়স্কা সখিগণসহ সর্ব্বদা বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলাম। ১১—১৫। একদা অগস্ত্যতুল্য প্রভাব-শালী অগস্ত্যমুনির ভ্রাতা বনমধ্যে পুষ্পাদি চয়ন করিতেছিলেন; এমন সময়ে আমার সখীগণ তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিলে, তিনি সক্রোধচিত্তে আমায় এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে, "তুমি আমায় বৈশ্য বলিয়াছ, অতএব আমার অভিশাপে তুমি বৈশ্যকন্যা হইবে।" এই নিদারুণ অভিশাপ শ্রবণে আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে দ্বিজসত্তম! আমি আপনার নিকট কোনই অপরাধ করি নাই; অন্যের অপরাধে আমায় কেন অভি-শাপ দিতেছেন। ঋষি বলিলেন, বিন্দুমাত্র

---

* ভ্রাতাগ্র ইতি বা পাঠঃ।

প্রণিপত্য ন দুষ্টাস্মি যৎ ত্বয়াহং প্রসাদিতঃ ।
তস্মাদনুগ্রহং বালে শৃণু যৎ তে করোম্যহম্ ॥
বৈশ্যযোনৌ যদা জাতা স্বং পুত্রং বোধয়িষ্যসি
রাজ্যায় জাতিস্মরতাং তদা ত্বং সমবাপ্স্যসি ॥
ততো ভূয়ঃ ক্ষত্রজাতিং প্রাপ্তা ত্বং পতিনা সহ
দিব্যানবাপ্স্যসে ভোগান্ গচ্ছ ভীতিরপৈতু তে
এবং শপ্তাস্মি রাজেন্দ্র তেন পূর্ব্বং মহর্ষিণা ।
পিতা চ মে পূর্ব্বমেবং শপ্তঃ প্রমতিনাভবৎ ॥
এবং বৈশ্যো ন রাজংস্ত্বং ন চ বৈশ্যঃ পিতা মম
ন ত্বং হি ময্যদুষ্টায়ামদুষ্টো দুষ্যসে কথম্ ॥ ২৪

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পঞ্চদশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

সুরা পড়িলেই যেমন পঞ্চগব্য-পূর্ণঘট দূষিত হইয়া যায়, সেইরূপ নির্দ্দোষ ব্যক্তিও দুষ্টের সংসর্গে থাকিলেই দুষ্ট হইয়া উঠে। হে বালিকে! তুমি প্রণতিপুরঃসর 'দুষ্টা নহি' বলিয়া আমাকে যে প্রসন্ন করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমায় অনুগ্রহ করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৬—২০। তুমি বৈশ্যযোনিজাতা হইয়া যখন স্বীয় পুত্রকে রাজ্যলাভের জন্য নিযুক্ত করিবে, তখনই তুমি জাতিস্মরতা প্রাপ্ত হইবে এবং পতিসহ পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া দিব্যভোগে অধিকারিণী হইবে। অতএব এখন আশ্রমে যাও এবং ভয় পরিত্যাগ কর। হে রাজেন্দ্র! এইরূপে সেই মহর্ষি কর্তৃক পূর্ব্বে আমি অভিশপ্ত হইয়াছিলাম এবং প্রমতি পূর্ব্বে আমার পিতাকেও উক্তরূপে অভিশাপ দিয়াছিলেন; সুতরাং হে রাজন! আপনি বা আমার পিতা কেহই বৈশ্য নহেন। এইরূপে আমি নির্দ্দোষ হইলে আমার সংসর্গে আপনি কিরূপে দূষিত হইবেন? অতএব তাহা কখনই নহে, আপনি সর্ব্বদা অদুষ্ট। ২১—২৪।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৫।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ;

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা পুত্রস্য স চ পার্থিবঃ ।
পুনঃ প্রোবাচ ধর্ম্মজ্ঞস্তাং পত্নীং তনয়াং তথা ॥১
যন্ময়া পিতুরাদেশাৎ ত্যক্তং রাজ্যং ন তৎ পুনঃ ।
গ্রহীষ্যামি বৃথোক্তেন কিমাত্মা ক্লিশ্যতে ত্বয়া ॥২
অহং তে সম্প্রদাস্যামি করং বৈশ্যব্রতে স্থিতঃ
ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমশেষং ত্বমিচ্ছয়া বা পরিত্যজ ॥ ৩
ইত্যুক্তঃ স তদা পিত্রা রাজপুত্রো ভনন্দনঃ ।
চকার রাজ্যং ধর্ম্মেণ তদ্দারপরিগ্রহম্ ॥ ৪
অব্যাহতং তস্য চক্রং পৃথিব্যামভবদ্দ্বিজ ।
ন চাধর্ম্মে মনো ভূপাস্তস্য সর্ব্বেঽভবন্ বশে ॥
তেনেষ্টো বিধিবদ্যজ্ঞঃ সম্যক্ শাস্তি বসুন্ধরাম্

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ পার্থিব ভার্য্যা ও পুত্রের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বলিলেন; পত্নীকে বলিলেন, আমি পিতৃ-আজ্ঞানুসারে যে রাজ্য একবার পরিত্যাগ করিয়াছি তাহা আর পুনর্গ্রহণ করিব না; তুমি বাক্যব্যয় করিয়া কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছ? পুত্রকে বলিলেন, 'আমি বৈশ্য বৃত্তিতেই অবস্থিত থাকিয়া, তোমায় কর প্রদান করিব; তুমি এই নিখিল রাজ্য ভোগ কর, অথবা ইচ্ছা হইলে পরিত্যাগও করিতে পার। রাজপুত্র ভনন্দন এইরূপে পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে দারপরিগ্রহ করিলেন। হে দ্বিজ! পৃথিবীর সমগ্র স্থানেই তাঁহার রথচক্র অব্যাহত হইয়াছিল। তাঁহার মনও কখন অধর্ম্মপথে অগ্রসর হইত না; সুতরাং সমস্ত ভূপালগণই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন। তিনি যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান ও বসুন্ধরার সম্যক্ প্রতিপালন করিতেন;

স এবৈকোঽভবদ্বর্ত্তা পৃথিব্যাং ব্যাপ্ত-শাসনঃ
অজায়ত সুতস্তস্য বৎসশ্রীর্নাম নামতঃ।
পিতাতিশয়িতো যেন গুণৌঘেন মহাত্মনা॥ ৭
তস্যাপি ভার্য্যা সৌনন্দা বিদূরথসুতাভবৎ।
পতিব্রতা মহাভাগা সা প্রাপ্তা তেন বীর্য্যতঃ।
হত্বা পুরন্দররিপুং কুজৃম্ভং দিতিজেশ্বরম্॥ ৮

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

ভগবংস্তেন সম্প্রাপ্তা কুজৃম্ভনিধনাৎ কথম্।
এতদাখ্যানমাখ্যাহি প্রসন্নেনান্তরাত্মনা॥ ৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বিদূরথো নাম নৃপঃ খ্যাতকীর্ত্তিরভূদ্ভুবি।
তস্য পুত্রদ্বয়ং জাতং সুনীতিঃ সুমতিস্তথা॥ ১০
একদা তু বনং যাতো মৃগয়াং স বিদূরথঃ।
দদর্শ গর্ত্তং সুমহদ্ভূমের্মুখমিবোদ্গতম্॥ ১১
তং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস কিমেতদিতি ভৈরবম্।
পাতালবিবরং মন্যে নৈতদ্ভূমেশ্চিরন্তনম্॥ ১২
চিন্তয়ন্নিতি তত্রাসৌ দদর্শ বিজনে বনে।
ব্রাহ্মণং সুব্রতং নাম তপস্বিনমুপাগতম্॥ ১৩
স তং পপ্রচ্ছ চ নৃপঃ কিমেতদিতি বিস্মিতঃ।
অতিগম্ভীরমবনের্দর্শিতান্তর্গতোদরম্॥ ১৪

ঋষিরুবাচ।

কিং ন বেৎসি মহীপাল বাগর্থজ্ঞং হি মে মতঃ।
জ্ঞেয়ং সর্ব্বং নরেন্দ্রেণ বর্ত্ততে যন্মহীতলে॥ ১৫
দানবঃ সুমহাবীর্য্যো বসত্যুগ্রো রসাতলে।
স জৃম্ভয়তি যৎ পৃথ্বীং কুজৃম্ভঃ প্রোচ্যতে ততঃ
ক্রিয়তে তেন যৎ কিঞ্চিদ্ভূতং ভূতং মহীতলে।
ত্রিদিবে বা নরপতে তৎ কথং বেত্তি নো ভবান্
সুনন্দং নাম মুষলং ত্বষ্ট্রা যন্নির্ম্মিতং পুরা।
তজ্জহার স দুষ্টাত্মা তেন হন্তি রণে রিপূন্॥ ১৮
পাতালান্তর্গতস্তেন ভিনত্তি বসুধামিমাম্।
ততোঽসুরাণাং সর্ব্বেষাং দ্বারাণি কুরুতেঽসুরঃ

ক্রমে সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁহার শাসন পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তিনি পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়াছিলেন। বৎসশ্রী নামক তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল। সেই মহাত্মা স্বীয়-গুণে পিতাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। বিদূরথকন্যা সৌনন্দা নামে বৎসশ্রীর ভার্য্যা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রশত্রু কুজৃম্ভ নামক দৈত্যনাথকে বিনাশ করিয়া ঐ পতিব্রতা মহাভাগাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১—৮। ক্রৌষ্টুকি কহিলেন, হে ভগবন্! বৎসশ্রী কিরূপে কুজৃম্ভকে নিধন করিয়া সৌনন্দাকে লাভ করিয়াছিলেন, আপনি প্রসন্নচিত্তে সেই আখ্যান কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ভূমণ্ডলে বিদূরথ-নামক বিখ্যাতকীর্ত্তি এক রাজা ছিলেন; তাঁহার সুনীতি ও সুমতি নামক দুই পুত্র হইয়াছিল। কোন সময়ে বিদূরথ মৃগয়ায় গমন করিয়া পৃথিবীর মুখস্বরূপ উদ্গত একটী সুমহৎ গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই ভীষণ গহ্বর দর্শনে প্রথমে চিন্তা করিলেন, "ইহা কি?" পরে ভাবিলেন, "ইহা কখনই চিরন্তন ভূমিবিবর নহে, আমি বোধ করি, ইহা পাতাল বিবর।" এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সেই বিজন অরণ্যে সুব্রতনামক এক ব্রাহ্মণ তপস্বীকে আসিতে দেখিলেন। বিস্ময়াবিষ্ট রাজা তাঁহাকে অবনীর সেই গভীর বিবর দেখাইয়া "ইহা কি?" এই বলিয়া তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।৯—১৫। ঋষি বলিলেন, হে মহীপাল! আপনি কি ইহা জানেন না? যখন অবনিস্থ সমুদায় বৃত্তান্তই নরেন্দ্রের গোচর থাকা উচিত, তখন আমার মতে আপনি ইহা শুনিবার যথার্থ যোগ্যপাত্র। মহাবীর্য্যশালী উগ্র এক দানব, রসাতলে বাস করে। সে পৃথিবীকে জৃম্ভিত করিতেছে বলিয়া তাহাকে সকলে 'কুজৃম্ভ' বলিয়া থাকে। হে নরাধিপ! এই ভূমণ্ডলে এবং স্বর্গরাজ্যে প্রতি প্রাণীতেই যে সমস্ত ঘটনা হইতেছে, সে সমস্ত ইহার কার্য্য, আপনি কি তাহাকে অবগত নহেন? পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা, সুনন্দনামক যে মুষল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই দুরাত্মা তাহাই হরণ করিয়া যুদ্ধকালে তদ্দ্বারা রিপুকুল পরাজয় করিতে থাকে এবং তাহা দ্বারাই রসাতল হইতে পৃথিবী ভেদ

তেন ভিন্নাত্র বসুধা সুনন্দমুষলায়ুধা।
ভোক্ষ্যতে বসুধামেতাং তমজিত্বা কথং ভবান্
যজ্ঞান্ বিধ্বংসয়ত্যুগ্রো দেবানামুপরোধকঃ।
আপ্যায়য়তি দৈত্যেয়ান্ স বলী মুষলায়ুধঃ ॥২১
যদ্যরিং ঘাতয়স্যেনং পাতালান্তরগোচরম্।
ততঃ সমস্তবসুধা-পতিস্ত্বং পরমেশ্বরঃ ॥ ২২
মুষলং তস্য বলিনঃ সৌনন্দং প্রোচ্যতে জনৈঃ
তথা বলাবলঞ্চৈব তং বদন্তি বিচক্ষণাঃ ॥ ২৩
তৎ তু নির্বীর্য্যতাং যাতি সংস্পৃষ্টং যোষিতা নৃপ
তস্মিন্ দিনে দ্বিতীয়েঽহ্নি বীর্য্যবৎ তদুদীর্যতে
ন স বেত্তি দুরাচারঃ প্রভাবং মুষলস্য তৎ।
যোষিৎকরাগ্রসংস্পর্শে দোষং বীর্য্যবিশাতনম্
এবং তস্য বলং ভূপ দানবস্য দুরাত্মনঃ।
মুষলস্য চ তে প্রোক্তং যৎকৃতং তৎ সমাচর ॥২৭
আসন্নমেতদ্ভবতঃ পুরস্য পৃথিবীপতে।
কৃতঃ তেন মহীরন্ধ্রং নিশ্চিন্তঃ কিং ভবান্ যথা
ইত্যুক্তা তু গতে তস্মিন্ পুরং গত্বা মহীপতিঃ
মন্ত্রয়ামাস মন্ত্রজ্ঞৈঃ পুরমধ্যে তু মন্ত্রিভিঃ ॥ ২৮
যথাশ্রুতমশেষং তৎ কথয়ামাস মন্ত্রিণাম্।
মুষলস্য প্রভাবঞ্চ বীর্য্যশাতনমেব চ ॥ ২৯
তং মন্ত্রং ক্রিয়মাণন্তু মন্ত্রিভিস্তেন ভূভৃতা।
তৎপার্শ্ববর্ত্তিনী কন্যা শুশ্রাবাথ মুদাবতী ॥ ৩০
ততঃ কতিপয়াহে তু তাং কন্যাং বয়স্যান্বিতাম্
জহারোপবনাদ্দৈত্যঃ কুজ স্তং স সখীবৃতাম্।
তচ্ছ্রুত্বা স মহীপালঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
পুত্রাবুবাচ ত্বরিতং গচ্ছতং বন কোবিদৌ ॥৩১
নির্বিন্ধ্যায়াস্তটে গর্ত্তস্তেন গত্বা রসাতলম্।
স হন্ততাং যোঽপহর্ত্তা মুদাবত্যাঃ সুদুর্ম্মতিঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তৌ তৎসুতৌ প্রাপ্য তং গর্ত্তং তৎপদানুগৌ।

করিয়া অন্যান্য সকল অসুরগণের দ্বার নির্ম্মাণ করে। সেই সুনন্দ মুসলাঘাতেই এ স্থানের বসুধা ভেদ করিয়া এই বিবর করিয়াছে। আপনি তাহাকে পরাজয় না করিয়া কিরূপে পৃথিবী ভোগ করিতেছেন? উগ্রকর্ম্মা দৈত্য মুষলায়ুধে অধিক বলশালী হইয়া যজ্ঞকর্ম্মের বিনাশ এবং দেবগণকে বাধিত করত দৈত্যগণকে আপ্যায়িত করিতেছে। আপনি যদি পাতালস্থ এই শত্রুকে পরাজয় করিতে পারেন, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া পরমেশ্বর (সম্রাট্) হইতে পারিবেন। ১৬—২২। জনগণ সেই মুষলকে 'সৌনন্দ' বলিয়া থাকে। বিচক্ষণগণ তাহার বলাবল সম্বন্ধেও এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, সেই মুষল যেদিন নারীস্পৃষ্ট হয়, সেই দিনে নির্ব্বীর্য্য হইয়া যায় ও তৎপরদিনেই আবার পূর্ব্ববৎ বলশালী হইয়া উঠে। কিন্তু সেই দুরাচার, মুষলের এইরূপ প্রভাব ও স্ত্রীজাতির হস্তাগ্রস্পর্শেও তাহার বলহানিরূপ দোষের বিষয় অবগত নহে। হে রাজন! দুরাত্ম দানব এবং মুষলের এইরূপ বল আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এখন আমার কথানুসারে কার্য্য করুন। হে মহীপতে! আপনার পুরের নিকটেই সে এই মহীরন্ধ্র করিয়াছে, অথচ আপনি কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? ঋষি এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে পর, রাজা স্বীয় পুরে প্রত্যাগত হইয়া তথায় মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মুষলের প্রভাব ও বীর্য্যহানি প্রভৃতি যাহা যাহা শুনিয়া আসিয়াছিলেন, মন্ত্রিগণ-সমীপে তৎসমুদায় প্রকাশ করিলেন। যখন রাজা মন্ত্রিগণের সহিত সেই মন্ত্রণা করিতেছিলেন, তাঁহার কন্যা মুদাবতীও তখন পার্শ্বদেশে অবস্থিতিপূর্ব্বক সমস্ত শ্রবণ করিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই সখীপরিবৃতা মুদাবতী যখন উপবনে ছিলেন, তখন কুজৃম্ভ দৈত্য সেই বয়স্থা কন্যাকে উপবন হইতে হরণ করিল। ২৩—৩১। এই সংবাদ শ্রবণে মহীপাল ক্রোধে নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া বনোদ্দেশাভিজ্ঞ পুত্রদ্বয়কে বলিলেন, তোমরা বনপ্রদেশাভিজ্ঞ; অতএব তোমরা শীঘ্র যাও; নির্বিন্ধ্যা নদীর তটদেশে যে গর্ত্ত আছে, তদ্দ্বারা রসাতলে গমন করিয়া মুদা-

যুযুধাতে কুজৃম্ভেণ স্বসৈন্যেনাতিকোপিতৌ ॥৩৪
ততঃ পরিঘ-নিস্ত্রিংশ-শক্তি-শূল-পরশ্বধৈঃ।
বাণৈশ্চাবিরতং যুদ্ধং তেষামাসীৎ সুদারুণম্ ॥
ততো মায়াবলবতা তেন দৈত্যেন তাবুভৌ।
রাজপুত্রৌ রণে বদ্ধৌ নিহতাশেষসৈনিকৌ ॥
তচ্ছ্রুত্বা স মহীপালঃ প্রাহেদং সর্ব্বসৈনিকান্।
বদ্ধপুত্রঃ পরামার্ত্তিমুপেতো মুনিসত্তম ॥ ৩৭
যস্তং নিহত্য দৈতেয়ং মোচয়িষ্যতি মে সুতৌ
তস্যাহং সম্প্রদাস্যামি তামেবায়তলোচনাম্ ॥৩৮
ইত্যেবং ঘোষয়াঞ্চক্রে স রাজা স্বপুরে তদা।
নিরাশঃ পুত্র-তনয়া-বন্ধমোক্ষায় বৈ মুনে ॥৩৯
ততঃ শুশ্রাব বৎসপ্রীর্ভনন্দনসুতো হি তৎ।
আঘোষ্যমাণং বলবান্ কৃতাস্ত্রঃ শৌর্য্যসংযুতঃ
স চাগম্যাভিবাদ্যৈনং প্রাহ পার্থিবসত্তমম্।
বিনয়াবনতো ভূত্বা পিতুর্মিত্রমনুত্তমম্ ॥ ৪১
আজ্ঞাপয়াশু মামেব তনয়ৌ মোচয়ামি তে।
তবৈব তেজসা হত্বা তং দৈত্যং তনয়াঞ্চ তে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তং মুদা পরিষ্বজ্য প্রিয়সখ্যুরথাত্মজম্।
গম্যতামিতি সংসত্যো বৎসেত্যাহ স পার্থিবঃ
স্থানে স্বাস্তি মে বৎসো যদ্যেবং কুরুতে বিধিম্।
বৎসৈতৎ ক্রিয়তামাশু যদ্যুৎসাহি মনস্তব ॥৪৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ সখড্গঃ সধনুর্বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।
জগাম বীরঃ পাতালং তেন গর্ত্তেন সত্বরঃ ॥৪৫
ততো জ্যাস্বনমত্যুগ্রং স চক্রে পার্থিবাত্মজঃ।
যেন পাতালমখিলমাসীদাপূরিতান্তরম্ ॥ ৪৬
ততো জ্যাস্বনমাকর্ণ্য কুজৃম্ভো দানবেশ্বরঃ।
আজগামাতিকোপেন স্বসৈন্য-পরিবারিতঃ ॥৪৭

বতীর অপহর্ত্তা সেই দুর্ম্মতিকে বিনাশ কর। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর রাজপুত্রদ্বয় সেই গর্ত্ত প্রাপ্তে তন্মধ্যে তাহার পদানুসরণপূর্ব্বক গমন করিয়া অতিশয় ক্রোধে স্বসৈন্য-পরিবৃত হইয়া কুজৃম্ভের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তৎকালে পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শক্তি, শূল, পরশ্বধ ও বাণ দ্বারা তাঁহাদের অবিরত নিদারুণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু মায়াবলী দৈত্য যুদ্ধস্থলে রাজপুত্রযুগলের নিখিল সৈন্য বিনাশ করিয়া উভয়কেই বদ্ধ করিল। হে মুনিসত্তম! পুত্রদ্বয় বদ্ধ হইলে মহীপাল এই সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিতহৃদয়ে সৈন্যগণকে বলিলেন,—যে সেই দৈত্যকে নিধন করিয়া আমার কন্যা ও পুত্রদ্বয়কে মুক্ত করিতে পারিবে, তাহাকে আমার সেই আয়তলোচনা মুদাবতী কন্যা সম্প্রদান করিব। হে মুনে! রাজা পুত্রকন্যার মুক্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়াই স্বীয় নগরে এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন। বলবান্ শৌর্য্যশালী, অস্ত্রবিৎ, ভনন্দন-পুত্র বৎসশ্রী এই ঘোষণা শ্রবণে আগমনপূর্ব্বক বিনয়াবনত হইয়া বলিলেন, আমাকে আজ্ঞা দান করুন। আমি অচিরাৎ আপনারই তেজোবলে সেই দৈত্যের বিনাশ সাধন করিয়া, আপনার কন্যা ও পুত্রদিগকে মুক্ত করিতেছি। ৩২—৪২। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, রাজা মিত্রপুত্র বৎসশ্রীকে সহর্ষে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস! কার্য্যসিদ্ধির জন্য গমন কর। যদি এইরূপ কার্য্য করিতে পার, তবে তোমাদ্বারা যথার্থ মিত্রপুত্রেরই কার্য্য করা হইবে। আর হে বৎস! এই কার্য্যে তোমার মন যদি নিতান্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া থাকে, তবে এই কার্য্য সত্বর সম্পাদন কর। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তৎপরে মহাবীর বৎসশ্রী খড়্গ, ধনু, গোধা ও অঙ্গুলিত্র প্রভৃতি ধারণ করিয়া, সেই গর্ত্ত দ্বারা সত্বরপদে পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজপুত্রের উগ্র জ্যাশব্দ দ্বারা সমগ্র পাতাল-বিবর পূর্ণ হইয়া গেল। দানবপতি কুজৃম্ভ সেই জ্যাশব্দ শ্রবণে অতিশয় ক্রোধে স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হইল। তখন বলশালী সৈন্য-পরিবৃত পার্থিব-পুত্রের সহিত সৈন্য-সমৃদ্ধ বলী কুজৃম্ভের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দানব তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম,

ততো যুদ্ধমভূৎ তস্য তেন পার্থিবসূনুনা।
সসৈন্যস্য সসৈন্যেন বলিনো বলশালিনা ॥ ৪৮
দিনানি ত্রীণি স যদা যোধিতস্তেন দানবঃ।
ততঃ কোপপরীতাত্মা মুষলায়াভ্যধাবত ॥ ৪৯
গন্ধৈর্মাল্যৈস্তথা ধূপৈঃ পূজ্যমানঃ স তিষ্ঠতি।
অন্তঃপুরে মহাভাগ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ ॥ ৫০
ততো বিজ্ঞানমুষল-প্রভাবা সা মৃদাবতী।
পস্পর্শং মুষলশ্রেষ্ঠমতিনম্রশিরোধরা ॥ ৫১
পুনর্যাবৎ স গৃহ্লাতি মুষলং ক্রুদ্ধঃ মহাসুরঃ।
তাবৎ সা বন্দনব্যাজাৎ পস্পর্শানেকশঃ শুভা
ততঃ স গত্বা যুযুধে মুষলেনাসুরেশ্বরঃ।
ব্যর্থা মুষলপাতাস্তে সঞ্জজ্ঞুস্তেষু শত্রুষু ॥ ৫৩
পরমাস্ত্রে তু নির্ব্বীর্য্যে সৌনন্দে মুষলে মুনে।
অস্ত্রৈঃ শস্ত্রৈশ্চ দৈতেয়ঃ সোঽযুধ্যত রণেঽরিণা
শস্ত্রাস্ত্রৈর্ন সমস্তস্য রাজপুত্রস্য সোঽসুরঃ।
মুষলেন বলং তস্য তচ্চ বুদ্ধ্যা নিরাকৃতম্ ॥৫৫

ততঃ পরাজিত্য স ভূপসূনু-
রস্ত্রাণি শস্ত্রাণি চ দানবস্য।
চকার সদ্যো বিরথং ততশ্চ
সচর্ম্মখড়্গাং পুনরপ্যধাবৎ ॥ ৫৬
তমাপতন্তং রভসাভ্যুদীর্ণং
বিস্পষ্টকোপং ত্রিদশেন্দ্রশত্রুম্।
অস্ত্রেণ বহ্নের্ভুবি রাজপুত্রো
জঘান কালানলসপ্রভেণ ॥ ৫৭
স পাবকাস্ত্রেণ হৃদি ক্ষতো ভৃশং
তত্যাজ দেহং ত্রিদশারিরাত্মনঃ।
বভূব সদাশ্চ মহোরগাণাং
রসাতলাস্তেষু মহানথোৎসবঃ ॥ ৫৮
ততোঽপতৎ পুষ্পবৃষ্টির্মহীপালসুতোপরি।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো দেববাদ্যানি সস্বনুঃ ॥ ৫৯
স চাপি রাজপুত্রস্তং হত্বা তৌ নৃপতেঃ সুতৌ
মোচয়ামাস তন্বঙ্গীং তাঞ্চ কন্যাং মৃদাবতীম্ ॥
তস্যাপি মুষলং তস্মিন্ কুজৃম্ভে বিনিপাতিতে।
জগ্রাহ নাগাধিপতিরনন্তঃ শেষসংজ্ঞিতঃ ॥ ৬১
তস্যাশ্চ পরিতুষ্টোঽসৌ শেষঃ সর্ব্বোরগেশ্বরঃ

করিয়া, ক্রুদ্ধচিত্তে মুষল আনয়নের জন্য ধাবিত হইল। হে মহাভাগ! প্রজাপতি-নির্ম্মিত সেই মুষল গন্ধ, মাল্য ও ধূপ প্রভৃতি দ্বারা পূজিত হইয়া অন্তঃপুরে অবস্থিত থাকিত। মৃদাবতী মুষলের প্রভাব অবগত থাকায় অবনতমস্তকে তাহা স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং যখন অসুর সেই মুষল গ্রহণ করিল, তখন পর্য্যন্তও তিনি পূজাচ্ছলে পুনঃপুনঃ তাহা স্পর্শ করিতেছিলেন। ৪৩—৫২। তাহার পর অসুর রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সেই মুষল দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করিল; কিন্তু শত্রু-কুলমধ্যে মুষলপাত ব্যর্থ হইতে লাগিল। হে মুনে! পরমাস্ত্র সৌনন্দ মুষল নির্ব্বীর্য্য হইলে, দৈত্য অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারাই সংগ্রামে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু দৈত্য রাজপুত্রের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে পারদর্শী ছিল না। এবং তাহার যে মুষলবল ছিল, তাহাও বুদ্ধিবলে ব্যর্থ করা হইয়াছিল; সুতরাং রাজপুত্র তাহার অস্ত্র-শস্ত্র সমুদয় ব্যর্থ করিয়া তাহাকে

তৎক্ষণাৎ রথবিহীন করিলেন; তখন দৈত্য পুনর্ব্বার খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যোঝিয়া আসিল। ইন্দ্র-শত্রু সেই দৈত্য ক্রোধান্বিত হইয়া বেগে আগমন করিতে থাকিলে কালাগ্নিতুল্য অগ্ন্যস্ত্র দ্বারা রাজপুত্র তাহাকে বধ করিলেন। দেবশত্রু কুজৃম্ভ সেই অগ্ন্যস্ত্রে অতীব ক্ষতহৃদয় হইয়া যেমন প্রাণ পরিত্যাগ করিল, অমনি পাতালস্থ উরগ-কুলের মহা উৎসব উপস্থিত হইল। তখন রাজপুত্রের উপর পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল, গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিল এবং দেববাদ্য সকল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাজপুত্র বৎসশ্রী ও দৈত্যকে বিনাশ করিয়া সুনীতি ও সুমতি নামক রাজপুত্রদ্বয় এবং রাজকন্যা ক্ষীণাঙ্গী মৃদাবতীকে মুক্ত করিলেন। কুজৃম্ভ বিনষ্ট হইলে, শেষ নামক নাগরাজ অনন্ত সেই মুষল গ্রহণ করিলেন এবং হে দ্বিজ! তপোধন নাগরাজ, রাজ-

মুদাবত্যা মুদা ধ্যাত-মনোবৃত্তিস্তপোধনঃ ॥৬২
সুনন্দমুষলস্পর্শং যচ্চকার পুনঃপুনঃ।
যোষিৎকরতলস্পর্শ-প্রভাবজ্ঞাতিশোভনা ॥৬৩
মুদাবত্যাস্ততো নাম নাগরাজস্তদাকরোৎ।
সুনন্দামিতি সানন্দং সৌনন্দগুণজং দ্বিজ ॥ ৬৪
স চাপি রাজপুত্রস্তাং ভ্রাতৃভ্যাং সহিতাং পিতুঃ
সমীপমানিনায়াশু প্রণিপত্যাহ চৈব তম্ ॥৬৫
আনীতৌ তনয়ৌ তাত তথৈবেয়ং মুদাবতী।
তবাজ্ঞয়া ময়াস্তদ্যৎ কর্ত্তব্যং তৎ সমাদিশ ॥৬৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ প্রহর্ষসম্পূর্ণ-হৃদয়ঃ স মহীপতিঃ।
সাধু সাধ্বিত্যথাহোচ্চৈর্বৎস বৎসেতি শোভনম্
সভাজিতোঽস্মি ত্রিদশৈর্বৎসাহং কারণৈস্ত্রিভিঃ
ত্বং জামাতা চ যৎ প্রাপ্তো যচ্চারির্বিনিপাতিতঃ
আগতান্যক্ষতান্যত্র যচ্চাপত্যানি মে পুনঃ।
তদগৃহাণাস্য শস্তেঽহ্নি পাণিমস্যা ময়োদিতম্।
ত্বং রাজপুত্র চার্ব্বঙ্গ্যাঃ কন্যায়া দুহিতুর্মম।
মুদাবত্যা মুদা যুক্তঃ সত্যবাক্যং কুরুষ্ব মাম্ ॥

রাজপুত্র উবাচ।

তাতস্যাজ্ঞা ময়া কার্য্যা যদ্ব্রবীষি করোমি তৎ
ত্বমেব তাত জানীষে নৈবাত্রাবিকৃতা বয়ম্ ॥৭২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তয়োঃ স রাজেন্দ্রশ্চক্রে বৈবাহিকং ক্রমম্
মুদাবত্যাশ্চ দুহিতুর্ভনন্দনসুতস্য বৈ ॥ ৭২
ততঃ সহ তয়া রেমে বৎসপ্রীর্নবযৌবনঃ।
রমণীয়েষু দেশেষু প্রাসাদশিখরেষু চ ॥ ৭৩
কালেন গচ্ছতা বৃদ্ধঃ পিতা তস্য ভনন্দনঃ।
বনং জগাম বৎসপ্রীঃ স বভূব মহীপতিঃ ॥ ৭৪
ইয়াজ যজ্ঞান্ সততং প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্।
পুত্রবৎ পাল্যমানাস্তু প্রজাস্তেন মহাত্মনা ॥ ৭৫
ববৃধুর্বিষয়ে তস্য ন চাভূদ্বর্ণসঙ্করঃ।
ন দস্যু-ব্যাল-দুর্বৃত্ত-ভয়মাসীচ্চ কস্যচিৎ।

কন্যা মুদবতীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সহর্ষে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন।৫৩—৬২। স্ত্রীলোকের করতল-স্পর্শের প্রভাব অবগত থাকিয়া মুদাবতী যে বারংবার মুষল স্পর্শ করিয়াছিলেন, এজন্য নাগরাজ সানন্দে মুদাবতীর সৌনন্দমুষলের গুণজনিত 'সুনন্দা' এই নাম রাখিলেন। রাজপুত্র, ভ্রাতৃদ্বয়সহ সেই কন্যাকে সত্বর পিতৃসমীপে আনয়ন করিয়া প্রণতি-পুরঃসর তাঁহাকে বলিলেন, তাত! আপনার আজ্ঞানুসারে আপনারএই পুত্রদ্বয় ও মুদাবতীকে আনয়ন করিয়াছি; এখন আমার অন্য যাহা কর্ত্তব্য, আদেশ করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তখন মহীপতি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে মধুর বাক্যে "সাধু বৎস! সাধু বৎস! এইরূপ বলিয়া, পরে বলিলেন, বৎস! অদ্য আমি তিনটী কারণে দেবগণেরও প্রশংসিত হইয়াছি। প্রথমতঃ তোমাকে জামাতা পাইলাম, দ্বিতীয়তঃ শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে এবং তৃতীয়তঃ আমার পুত্র-কন্যাগণ পুনর্ব্বার অক্ষতশরীরে এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে। অতএব হে রাজপুত্র! অদ্য শুভদিনে আমার আজ্ঞানুসারে সহর্ষে শোভনাঙ্গী কন্যালক্ষণযুক্তা আমার এই দুহিতা মুদাবতীর পাণিগ্রহণ কর। তাহা হইলে আমাকে সত্যবাদী করা হইবে। ৬৩—৭০। রাজপুত্র বলিলেন; তাত! আপনার আজ্ঞা অবশ্যই প্রতিপাল্য, অতএব যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহাই করিব। তাত! আপনিও অবগত আছেন যে, পূজ্যদিগের আজ্ঞানুপালনে আমরা কখনই পরাঙ্মুখ নহি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অতঃপর রাজেন্দ্র বিদূরথ, কন্যা মুদাবতী ও ভনন্দনপুত্র বৎসপ্রীর বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর নবযুবক বৎসপ্রী ও মুদাবতী রমণীয় দেশে এবং প্রাসাদ-শিখরে বিহার করিতে লাগিলেন। কালক্রমে বৎসপ্রীর পিতা ভনন্দন বৃদ্ধ হইয়া বনে গমন করিলেন। বৎসপ্রী রাজা হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক পুত্রনির্ব্বিশেষে পালিত হইয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইতে লাগিল এবং তাঁহার রাজ্যে কোন স্থানে বর্ণ-সঙ্করের

নোপসর্গভয়ঞ্চৈব তস্মিন্ শাসতি ভূপতৌ ॥ ১৬

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভনন্দন-বৎসপ্রী-
চরিতং নাম ষোড়শাধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্য তস্যাং সুনন্দায়াং পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।
প্রাংশুঃ প্রবীরঃ শূরশ্চ সুচক্রো বিক্রমঃ ক্রমঃ
বলো বলাকশ্চণ্ডশ্চ প্রচণ্ডশ্চ সুবিক্রমঃ।
স্বরূপশ্চ মহাভাগাঃ সর্ব্বে সংগ্রামজিত্তমাঃ ॥ ২
তেষাং জ্যেষ্ঠো মহাবীর্য্যঃ প্রাংশুরাসীন্নরাধিপঃ
ইতরে ভৃত্যবৎ তস্য বভূবুর্বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৩
তস্য যজ্ঞে দ্বিজভ্যক্তৈরনেকৈর্দ্রব্যরাশিভিঃ।
নানাবর্ণবিশিষ্টৈশ্চ সত্যনামা বসুন্ধরা ॥ ৪
সম্যক্ পালয়তস্তস্য প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
যোঽভূদ্ধনচয়ঃ কোষে তেন নিষ্পাদিতাশ্চ যে ॥
ক্রতবঃ শতসাহস্রাস্তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।
অযুতাদ্যেন কোটীভির্ন চ পদ্মাদিভির্মুনে ॥ ৬
প্রজাতিস্তস্য পুত্রোঽভূদ্‌যস্য যজ্ঞে শতক্রতুঃ।
অবাপ্য তৃপ্তিমতুলাং যজ্ঞভাগৈঃ সুরৈঃ সহ ॥
দানবানাং সুবীরাণাং জঘান নবতীর্নব।
বলঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠো জম্ভকাসুরসত্তমম্।
অন্যাংশ্চ সুমহাবীর্য্যানাজঘানামরদ্বিষঃ ॥ ৮
প্রজাতেস্তনয়াঃ পঞ্চ খনিত্রপ্রমুখা মুনে।
তেষাং খনিত্রো রাজাভূৎ প্রখ্যাতো নিজ-
বিক্রমৈঃ ॥ ৯

স শান্তঃ সত্যবাক্ শূরঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতঃ
স্বধর্ম্মাভিরতো নিত্যং বৃদ্ধসেবী বহুশ্রুতঃ ॥ ১০
বাগ্মী বিনয়সম্পন্নঃ কৃতাস্ত্রোঽপাবিকত্থনঃ।
সর্ব্বলোকপ্রিয়ো নিত্যমুবাচেত্থমহর্নিশম্ ॥ ১১
নন্দন্তু সর্ব্বভূতানি স্নিহ্যন্তু বিজনেষ্বপি।
স্বস্ত্যস্তু সর্ব্বভূতেষু নিরাতঙ্কানি সন্তু চ ॥ ১২

উৎপত্তি হয় নাই। তাঁহার শাসনকালে দস্যু, হিংস্র জন্তু, দুর্ব্বৃত্ত ও অন্যান্য উপসর্গ জন্য কোন ভয় ছিল না। ৭১—৭৬।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৬।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সেই সুনন্দার গর্ভে বৎসপ্রীর দ্বাদশ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; তাঁহাদিগের নাম,—প্রাংশু, প্রবীর, শূর, সুচক্র, বিক্রম, ক্রম, বল, বলাক, চণ্ড, প্রচণ্ড, সুবিক্রম ও স্বরূপ। ইঁহারা সকলেই মহাভাগ এবং সংগ্রামবিজেতা ছিলেন। এতন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহাবীর প্রাংশু নরপতি হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য একাদশ ভ্রাতা ভৃত্যবৎ তাঁহার বশবর্ত্তী থাকিতেন। তাঁহার যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণ এবং ইতর জাতিগণকে অনেকানেক দ্রব্য প্রদান করায়, বসুন্ধরা অন্বর্থ নামই ধারণ করিয়াছিলেন। ঔরস-পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়াও তাঁহার রাজকোষে যে ধনসঞ্চয় হইত, তাহা দ্বারাই যে সমস্ত অসংখ্য যজ্ঞকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা অযুত, কোটি, পদ্ম প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা গণনা করা যায় না। প্রাংশুর প্রজাতি নামে পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার যজ্ঞে বলিশ্রেষ্ঠ শতক্রতু ইন্দ্র দেবগণসহ যজ্ঞভাগ দ্বারা অতুল তৃপ্তি লাভ করিয়া মহাবীর্য্যশালী নবনবতিসংখ্যক দানব, বল ও জম্ভ নামক অসুররাজদ্বয় এবং অন্যান্য মহাবল দেবশত্রুগণকে নিধন করিয়াছিলেন। ১—৮। খনিত্র প্রভৃতি প্রজাতির পাঁচ পুত্র; তন্মধ্যে খনিত্রই নিজ বিক্রম দ্বারা বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি শান্ত, সত্যবাদী, শূর, সর্ব্বপ্রাণিহিতৈষী স্বধর্ম্মপরায়ণ, সর্ব্বদা বৃদ্ধসেবী, বহুশাস্ত্রদর্শী, বাগ্মী, বিনয়ী, অস্ত্রজ্ঞ নিরহঙ্কার এবং সর্ব্বলোকপ্রিয় ছিলেন। সর্ব্বদাই তিনি এই কথা বলিতেন,—"সর্ব্বপ্রাণী আনন্দ উপভোগ করুক, বিজন স্থানেও প্রীতিমান্ হউক, সর্ব্বজীবের মঙ্গল হউক ও সকলেই নিরাতঙ্কতা

মা ব্যাধিরস্তু ভূতানামাধয়ো ন ভবন্তু চ।
মৈত্রীমশেষভূতানি পুষ্যন্তু সকলে জনে॥ ১৩
শিবমস্তু দ্বিজাতীনাং প্রীতিরস্তু পরস্পরম্।
সমৃদ্ধিঃ সর্ব্ববর্ণানাং সিদ্ধিরস্তু চ কর্ম্মণাম্॥ ১৪
হে লোকাঃসর্ব্বভূতেষু শিবা বোঽস্তু সদা মতিঃ
যথাত্মনি তথা পুত্রে হিতমিচ্ছথ সর্ব্বদা॥ ১৫
তথা সমস্তভূতেষু বর্ত্তধ্বং হিতবুদ্ধয়ঃ।
এতদ্বো হিতমত্যন্তং কো বা কস্যাপরাধ্যতে॥
যৎ করোত্যহিতং কিঞ্চিৎ কস্যচিন্মূঢ়মানসঃ।
তং সমভ্যেতি তন্নূনং কর্ত্তৃগামি ফলং যতঃ॥১৭
ইতি মত্বা সমস্তেষু ভো লোকাঃ কৃতবুদ্ধয়ঃ।
সন্তু মা লৌকিকং পাপং লোকান্ প্রাপ্স্যথ বৈ বুধাঃ॥ ১৮
যো মেঽদ্য স্নিহ্যতে তস্য শিবমস্তু সদা ভুবি।
যশ্চ মাং দ্বেষ্টি লোকেঽস্মিন সোঽপি ভদ্রাণি পশ্যতু॥ ১৯

এবংস্বরূপঃ পুত্রোঽভূৎ খনিত্রস্তস্য ভূপতেঃ।
সমস্তগুণসম্পন্নঃ শ্রীমানব্জদলেক্ষণঃ॥ ২০
তেন তে ভ্রাতরঃপ্রীত্যাপৃথগ্রাজ্যেষু যোজিতা.
স্বয়ঞ্চ পৃথিবীমেতাং বুভুজে সাগরাম্বরাম্॥২১
প্রাচ্যাং তেন কৃতঃ শৌরির্দক্ষিণায়ামুদাবসুঃ।
দিশি প্রতীচ্যাং সুনয় উত্তরস্যাং মহারথঃ॥২২
তেষাং তস্য চ ভূপস্য পৃথগ্গোত্রাঃ পুরোহিতাঃ
বভূবুর্মুনয়শ্চৈব মন্ত্রিবংশক্রমাগতাঃ॥ ২৩
শৌরেরত্রিকুলোদ্ভূতঃ সুহোত্রো নাম বৈ দ্বিজঃ
উদাবসোঃ কুশাবর্ত্তো গৌতমান্বয়জোঽভবৎ॥
কাশ্যপঃ প্রমতির্নাম সুনয়স্য পুরোহিতঃ।
মহারথস্য বাশিষ্ঠঃ পুরোধাস্তন্মহীভৃতঃ॥ ২২
বুভুজুস্তে স্বরাজ্যানি চত্বারোঽপি নরাধিপাঃ।
খনিত্রশ্চাধিপস্তেষামশেষবসুধাধিপঃ॥ ২৬
তেষু ভ্রাতৃষশেষেষু খনিত্রঃ স মহীপতিঃ।

লাভ করুক। প্রাণিগণের ব্যাধি বিনষ্ট হউক, কাহারও যেন মনোব্যথা উপস্থিত না হয় এবং সকল প্রাণীই সকলের প্রতি মিত্রভাব প্রকাশ করুক। দ্বিজাতিগণের মঙ্গল, পরস্পরের প্রীতি, সর্ব্ববর্ণের সমৃদ্ধি এবং সর্ব্ব কর্ম্মের সিদ্ধি সংঘটিত হউক। ৯—১৪। হে জনগণ। তোমাদের সর্ব্বপ্রাণীতেই সর্ব্বদা মঙ্গলময় বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হউক, তোমরা যেরূপে নিজের এবং পুত্রগণের হিত কামনা করিয়া থাক, সেইরূপ সর্ব্বজীবের হিতকারী হও। ইহাই তোমাদিগের নিতান্ত হিতকর। কে কাহার নিকট অপরাধী হয়? কোন মন্দবুদ্ধি কাহারও অহিত করিলে, তাহারই অহিত ঘটিয়া থাকে; যেহেতু কর্ম্মফল কর্ত্তারই উপভোগ্য। হে মানবগণ। তোমরা এই বিবেচনা করিয়া এই সমস্ত বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হও। হে বুধগণ! তোমরা লৌকিক পাপে প্রবৃত্ত হইও না। এইরূপ করিলেই তোমরা পুণ্যলোক-সমূহ প্রাপ্ত হইবে। যে আমা ক এখন স্নেহ করিতেছে, পৃথিবীতে সর্ব্বদা তাহার মঙ্গল হউক এবং যে আমায় দ্বেষ করিতেছে সেও সর্ব্বদা মঙ্গল উপভোগ করুক।” ১৫—১৯। সমস্ত-গুণ-সম্পন্ন, পদ্ম-পলাশ-লোচন ভূপতি-পুত্র সেই শ্রীমান খনিত্র এইরূপ ছিলেন। তিনি প্রীতিপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং সাগরাম্বরা এই পৃথিবীকে পালন করিতেন। শৌরিকে পূর্ব্বপ্রদেশে, উদাবসুকে দক্ষিণ দেশে, সুনয়কে পশ্চিমে এবং মহারথকে উত্তরপ্রদেশে রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। খনিত্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের মন্ত্রিবংশ ক্রমাগত পৃথগ্গোত্রীয় মুনিগণ পৌরহিত্যে নিযুক্ত ছিলেন। তদনুসারে অত্রিকুলোদ্ভব সুহোত্রনামক ব্রাহ্মণ শৌরির, গৌতম-বংশজ কুশাবর্ত্ত উদাবসুর, কাশ্যপ-গোত্রজ প্রমতি সুনয়ের এবং বাশিষ্ঠ মহারথের পুরোহিত ছিলেন। উক্ত চারি ভ্রাতা রাজা হইয়া স্ব স্ব রাজ্য ভোগ করিতেন; সমস্ত বসুধাধিপতি খনিত্র তাঁহাদিগের অধীশ্বর ছিলেন। মহারাজ খনিত্র সেই সকল ভ্রাতৃগণ ও প্রজা সকলের প্রতি পিতা যেরূপ পুত্রের প্রতি ব্যবহার করেন, সর্ব্বদা সেইরূপ হিত ব্যবহার করিতেন। ২০—২৬। একদা

প্রজাসু চ সমস্তাসু পুত্রেম্বিব সদা হিতঃ ॥ ২৭
একদা মন্ত্রিণা শৌরিঃ স প্রোক্তো বিশ্ববেদিনা।
বিবিক্তে পৃথিবীপাল কিঞ্চিদ্বক্তব্যমস্তি নঃ ॥২৮
যস্যেয়ং পৃথিবী কৃৎস্না যস্য ভূপা বশানুগাঃ।
স রাজা তস্য পুত্রশ্চ তৎপৌত্রাশ্চান্বয়স্ততঃ ॥২৯
ইতরে ভ্রাতরস্তস্য প্রাক্ স্বল্পবিষয়াধিপাঃ।
তৎপুত্রশ্চাল্পকস্তস্মাৎ তৎপৌত্রাশ্চাল্পকাল্পকাঃ
কালেন হ্রাসমাসাদ্য পুরুষাৎ পুরুষান্তরম্।
কৃষ্যোপজীবিনো ভূপ ভবন্তীতি তদন্বয়াঃ ॥৩১
নোদ্ধারং কুরুতে ভ্রাতা ভ্রাতৃস্নেহবলার্পণঃ।
স্নেহকঃ পৃথিবীপাল পরয়োর্ভ্রাতৃপুত্রয়োঃ ॥ ৩২
তৎপুত্রয়োঃ পরতরা মতির্ভবতি পার্থিব।
তৎপুত্রঃ কেন কার্য্যেণ প্রীতিযুক্তো ভবিষ্যতি
অথবা যেন তেনৈব সন্তোষং কুরুতে নৃপঃ।
ক্রিয়তে তৎ কিমর্থন্তু ভূপৈর্মন্ত্রিপরিগ্রহঃ ॥ ৩৪
ভুজ্যতে সকলং রাজ্যং ময়া তে মন্ত্রিণা সতা।
তৎ কিং মুধা ধারয়সে সন্তোষং কুরুতে যদি।
কার্য্যনিষ্পাদকং রাজ্যং করণং কর্ত্তুরিষ্যতে।
রাজ্যলব্ধ্যৈশ্চ তে কার্য্যং ত্বং কর্ত্তা করণং বয়ম্
যেহস্মাভিঃ করণৈ রাজ্যং পিতৃপৈতামহং কুরু
ফলপ্রদা ভবিষ্যামঃ পরলোকে ন তে বয়ম্ ॥৩৭

রাজোবাচ।

জ্যেষ্ঠো রাজা মহীপাল বয়ং তস্যানুজা যতঃ।
ততঃ স ভুঙ্ক্তে পৃথিবীং বয়ঞ্চাল্পবসুন্ধরাম্ ॥৩৯
বয়ন্তু ভ্রাতরঃ পঞ্চ পৃথ্বী চৈকা মহামতে।
অতোহস্যাঃ পৃথগৈশ্বর্য্যং কথং কৃৎস্নং ভবিষ্যতি

বিশ্ববেদ্যুবাচ।

এবমেতদ্ভবাংস্তত্র যদোক্তা বসুধা নৃপ।
তাং ত্বমেবাভিপদ্যস্ব জ্যেষ্ঠঃ শাস্তু মহীং ভবান্
সর্ব্বাধিপত্যঃ সর্ব্বেভ্যো ভব ত্বমখিলেশ্বরঃ।

মন্ত্রী বিশ্ববেদী শৌরিকে বলিলেন,—হে মহীপাল! এই নির্জ্জন সময়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে,—এই সমগ্র পৃথিবী ও ভূপালগণ যাঁহার বশীভূত, তিনি এবং তাঁহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি বংশধরগণই রাজা হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার অপর ভ্রাতারা প্রথমে অল্প বিষয়ের অধিকারী থাকেন, ক্রমে তাঁহার পুত্র তাঁহা হইতে অল্প, আবার তাঁহার পৌত্র তদপেক্ষাও অল্প বিষয়াধিকারী হন। কালে পুরুষানুক্রমে তাহা হ্রাস হইতে হইতে পরিশেষে তদ্বংশীয়গণ কৃষ্যুপজীবী হইয়া উঠে। হে পৃথিবীপাল! ভ্রাতৃস্নেহাবদ্ধ হইয়া ভ্রাতা কখন ভ্রাতাকে উদ্ধার করে না। আবার উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের পুত্রদ্বয়ও পরস্পর পরস্পরকে পর ভাবিয়া থাকে। হে পার্থিব! তাহাদিগের পুত্র জন্মিলে ঐ জাত পুত্রেরা আবার তাহারও পর জ্ঞান করে এবং কি কার্য্য করিলে স্বীয় পুত্র সুখে থাকিবে, তদ্বিষয়েই তাহারা অধিক মনোযোগী হইয়া থাকে। আরও, যে কোন প্রকারে সন্তোষ মাত্র রাজার অবলম্বনীয় হইলে ভূপালগণ কোন্ প্রয়োজনের জন্য মন্ত্রিপরিগ্রহ করেন? আমি মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত থাকিলে সমগ্র রাজ্যই আপনার উপভোগ্য হইতে পারে, আর আমি যদি চেষ্টা করি, তবে কেন আপনি বৃথা সন্তোষ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন? রাজ্য-কর্ত্তার কার্য্যনিষ্পাদক করণ আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে রাজ্যলাভ কার্য্য, আপনি কর্ত্তা এবং আমরা করণ। অতএব করণসমূহ দ্বারা আপনার পিতৃপৈতামহিক রাজ্য-শাসন করুন। ইহলোকেই আমরা আপনার ফলপ্রদ হইব, পরলোকে ফলপ্রদ হইব না। ২৭—৩৭। রাজা বলিলেন, মহীপালক রাজা আমাদিগের জ্যেষ্ঠ এবং আমরা তাঁহার অনুজ; সুতরাং তিনি সমুদায় পৃথিবী ভোগ করিতেছেন ও আমরা অল্পমাত্র পৃথিবীভাগ ভোগ করিতেছি। হে মহামতে! আমরা পঞ্চ ভ্রাতা, কিন্তু পৃথিবী একটীমাত্র; অতএব এই পৃথিবীর সমগ্র ঐশ্বর্য্য কিরূপে আমরা স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করিতে সমর্থ হইব? বিশ্ববেদী বলিলেন, হে নৃপ! আপনি যেরূপ বলিলেন, তাহাই সত্য। পৃথিবী এক বলিয়াই যদি নির্নীত হইল, তবে আপনিই তাহাকে গ্রহণ করুন এবং সকলের প্রধান হইয়া আপনিই এই

যতন্তে চ যথাহং তে তেষামাহিতমন্ত্রিণঃ ॥ ৪১
রাজোবাচ।
জ্যেষ্ঠো রাজা যথা প্রীত্যা ভজতেঽস্মান্ সুতানিব।
কথং তস্য করিষ্যামি মমত্বং জগতীগতম্ ॥ ৪২
বিশ্ববেদ্যুবাচ।
রাজ্যস্থিতঃ পূজয়েথা জ্যেষ্ঠো ভূপার্হণেন বঃ।
কনিষ্ঠজ্যেষ্ঠতা কেয়ং রাজ্যং প্রার্থয়তাং নৃণাম্
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতে ভূভুজা তেন সত্তম।
বিশ্ববেদী ততো মন্ত্রী তদ্ভ্রাতৄননয়দ্বশম্ ॥ ৪৪
তেষাং পুরোহিতাংশ্চৈব আত্মনঃ শান্তিকাদিষু
নিযোজয়ামাস ততঃ খনিত্রস্যাভিচারকে ॥ ৪৫
বিভেদ তস্য নিভৃতান সামদানাদিভিস্তদা।
চক্রে চ পরমোদ্যোগং নিজদণ্ডপ্রবাধনে ॥৪৬
স্বাভিচারিকমত্যুগ্রমহন্যহনি কুর্বতাম্।

পৃথিবীকে শাসন করুন। সর্বাধিপত্য লাভ করিয়া সকল ভ্রাতার মধ্যে আপনিই অধিপেশ্বর হউন। আমার ন্যায় তাঁহাদের নিযুক্ত মন্ত্রিগণও এইরূপ চেষ্টা করিতেছে। রাজা বলিলেন, জ্যেষ্ঠ রাজা আমাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, আমি কিরূপে সেই রাজার রাজ্যে মমতা (লোভ) করিব? বিশ্ববেদী বলিলেন, আপনি রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ হইয়া রাজযোগ্য নব নব পূজা দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করুন। অথবা রাজ্যপ্রার্থী ব্যক্তিগণের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বিচার করাই নিষ্প্রয়োজন। ৩৮—৪৩। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে সত্তম! অনন্তর রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইলে মন্ত্রী বিশ্ববেদী তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে বশীভূত এবং তাহাদিগের পুরোহিতগণকে আপনাদিগের শান্তিকর্ম্ম ও খনিত্রের আভিচারিক কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। খনিত্রের বিশ্বস্ত ভৃত্যগণকে সামদানাদি দ্বারা বিভিন্ন করিয়া, তাঁহার স্বদণ্ড প্রবাধন বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। চারি জন পুরোহিতই প্রত্যহ

পুরোধসাং চতুর্ণাঞ্চ জজ্ঞে কৃত্যা চতুষ্টয়ম্ ॥৪৭
বিকরালং মহাবক্ত্রমতিভীষণদর্শনম্।
সমুদ্যতমহাশূলং প্রভূতমতিদারুণম্ ॥ ৪৮
ততস্তদাগতং তত্র খনিত্রো যত্র পার্থিবঃ।
নিরস্তঞ্চাপ্যদুষ্টস্য তস্য পুণ্যচয়েন তৎ ॥ ৪৯
কৃত্যাচতুষ্টয়ং তেষু নিপপাত দুরাত্মসু।
পুরোহিতেষু ভূপানাং তথা বৈ বিশ্ববেদিনি ॥
ততো নিহত্য নির্দগ্ধাঃ কৃত্যয়া তে পুরোহিতাঃ
বিশ্ববেদী তদা মন্ত্রী স শৌরের্দুষ্টমন্ত্রদঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে খনিত্রচরিত্রে সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ সমস্তলোকস্য বিস্ময়ঃ সোঽভবন্মহান্।
যদেককালং নেশুস্তে পৃথক্ পুরনিবাসিনঃ ॥ ১

অত্যুগ্র আভিচারিক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে চারিটী কৃত্যা উৎপন্ন হইল। তাহারা সকলেই করালদেহ, বিকটবদন ও ভীষণদর্শন। তাহাদের হস্তে মহাশূল সমুদ্যত, দেহ অতি বিশাল এবং তাহারা অতীব দারুণ। তৎপরে কৃত্যা-চতুষ্টয়, পার্থিব খনিত্রসমীপে উপস্থিত হইল; কিন্তু নিষ্পাপ রাজার পুণ্যবলে নিরস্ত হইয়া তাহারা রাজগণের সেই দুরাত্মা পুরোহিত-চতুষ্টয় ও বিশ্ববেদীর নিকটে প্রত্যাগত হইল। তখন ঐ পুরোহিতগণ এবং শৌরির দুষ্ট মন্ত্রদাতা মন্ত্রী বিশ্ববেদী কৃত্যাগণকর্তৃক নিহত হইয়া দগ্ধ হইয়া গেল। ৪৪—৫১।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তৎকালে সমস্ত লোকেরই এই এক মহান বিস্ময় উপস্থিত

ততঃ শুশ্রাব নিধনং যান্তান্ ভ্রাতৃপুরোহিতান
মন্ত্রিণঞ্চ তথা ভ্রাতুর্দগ্ধং তং বিশ্ববেদিনম্ ॥ ২
কিমেতদিতি সোঽতীব বিস্মিতো মুনিসত্তম।
খনিত্রোঽভূন্মহারাজো নাজানাৎ তচ্চ কারণম্
ততো বশিষ্ঠং পপ্রচ্ছ স রাজা গৃহমাগতম্।
যৎকারণং বিনেশুস্তে ভ্রাতৃমন্ত্রিপুরোহিতাঃ ॥ ৪
তেন পৃষ্টস্তদা প্রাহ যথাবৃত্তং মহামুনিঃ।
যচ্ছৌরিমন্ত্রিণা প্রোক্তং যচ্চ শৌরিরুবাচ তম্
যথা চানুষ্ঠিতং তেন ভ্রাতৃণাং ভেদকারি বৈ।
মন্ত্রিণা তেন দুষ্টেন যচ্চক্রুশ্চ পুরোহিতাঃ ॥ ৬
যন্নিমিত্তং বিনেশুস্তে অপাপস্যাপকারিণঃ।
পুরোহিতাস্তস্য রাজ্ঞঃ শত্রাবপি দয়াপরাঃ। ৭
স তচ্ছ্রুত্বা ততো রাজা হা হতোঽস্মীতি বৈ বদন্।
নিনিন্দাত্মানমত্যর্থং বশিষ্ঠস্যাগ্রতো দ্বিজ ॥ ৮

রাজোবাচ।

ধিঙ্মামপুণ্যসংস্থানমল্পভাগ্যমশোভনম্।
দৈবদোষকৃতং পাপং সর্বলোকবিগর্হিতম্ ॥ ৮
তন্নিমিত্তং বিনষ্টং যৎ তদ্ব্রাহ্মণচতুষ্টয়ম্।
মত্তঃ কোঽন্যঃ পাপতরো ভবিষ্যতি পুমান্ ভুবি
নাভবিষ্যং যদি পুমানহমত্র মহীতলে।
ততস্তে ন বিনশ্যেয়ুর্মম ভ্রাতৃপুরোহিতাঃ ॥ ১১
ধিগ্‌রাজ্যং ধিক্ চ মে জন্ম ভূভুজাং মহতাং কুলে।
কারণত্বং গতো যোঽহং বিনাশস্য দ্বিজন্মনাম্
কুলস্যঃ স্বামিনা তেঽর্থং ভ্রাতৃণাং মম যাজকাঃ
নাশং যযুর্ন দুষ্টাস্তে দুষ্টোঽহং নাশকারণে ॥ ১৩
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি নান্যো মত্তো হি পাপকৃৎ।
পৃথিব্যামস্তি হেতুত্বং দ্বিজনাশস্য যো গতঃ ॥ ১৪

হইয়াছিল যে, পৃথক পৃথক পুরবাসী হইয়াও ইহারা কিরূপে একই কালেই বিনষ্ট হইল! হে মুনিসত্তম! অতঃপর মহারাজ খনিত্র, ভ্রাতৃ-পুরোহিতগণ এবং ভ্রাতৃমন্ত্রী বিশ্ববেদী দগ্ধ হইয়া নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, ইহার কারণ অবগত না থাকায় "ইহা কি?" এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। পরে বশিষ্ঠ গৃহাগত হইলে, যে কারণে ভ্রাতার মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ বিনষ্ট হইয়াছে, রাজা তাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামুনি বশিষ্ঠ এইরূপে পৃষ্ট হইয়া শৌরিমন্ত্রী ও শৌরির পরস্পর যে সকল উক্তি-প্রত্যুক্তি হইয়াছিল, সেই দুষ্ট মন্ত্রিকর্তৃক ভ্রাতৃগণের ভেদসাধন যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, পুরোহিতগণ যাহা করিয়াছিলেন, এবং শত্রুর প্রতিও দয়াপরায়ণ সেই পুরোহিতগণ যে কারণে নিরপরাধীর অপকার করিতে উদ্যত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন, তৎসমুদয় বিবৃত করিলেন। ১—৭। হে দ্বিজ! রাজা এই সকল শ্রবণ করিয়া "হা হতোঽস্মি" বলিয়া বশিষ্ঠের সম্মুখে আপনাকেই সাতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, আমার পুণ্যসঞ্চয় নাই; আমি অল্পভাগ্য ও অশোভন, দৈবও আমার প্রতিকূল এবং আমি সকললোকে বিনিন্দিত পাপী; আমাকে ধিক্। যেহেতু আমার জন্যই ব্রাহ্মণ-চতুষ্টয় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব আমা অপেক্ষা ভূমণ্ডলে আর অধিকতর পাপী লোক কে? এই পৃথিবীতে যদি আমি পুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ না করিতাম, তাহা হইলে আর আমার ভ্রাতৃপুরোহিতগণ বিনষ্ট হইতেন না। আমিই ব্রাহ্মণদিগের বিনাশের কারণ হইয়াছি, অতএব আমার এই রাজ্য এবং মহৎ রাজকুলে আমার এই জন্মকে ধিক্! আমার ভ্রাতাদিগের যাজকগণ প্রভুর প্রয়োজন সাধন করিতে যাইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা দোষী নহেন; তাঁহাদিগের বিনাশের কারণ হইয়া আমিই দোষী হইলাম। আমি এখন কি করি? কোথায় যাই? ব্রহ্মহত্যার কারণ হইয়া পাপকারী আমার ন্যায় পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। ৮—১৪। এইরূপে মহীপাল খনিত্র উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া বনগমনেচ্ছায় পুত্রকে

ইত্থমুদ্বিগ্নহৃদয়ঃ খনিত্রঃ পৃথিবীপতিঃ।
বনং যিযাসুঃ পুত্রস্য কৃতবানভিষেচনম্॥ ১৫
অভিষিচ্য সুতং রাজ্যে ক্ষুপসংজ্ঞং মহীপতিঃ
ভার্য্যাভিস্তিসৃভিঃ সার্দ্ধং তপসে স বনং যযৌ
তত্র গত্বা তপস্তেপে বানপ্রস্থবিধানবিৎ।
শতানি ত্রীণি বর্ষাণাং সার্দ্ধানি নৃপসত্তমঃ॥ ১৭
তপসা ক্ষীণদেহস্তু রাজবর্য্যো দ্বিজোত্তম।
নিগৃহ্য সর্ব্বস্রোতাংসি তত্যাজাসূন্ বনেচরঃ॥১৮
ততঃ পুণ্যান্ যযৌ লোকান্ সর্ব্বকামদুহোঽক্ষয়ান্।
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈরবাপ্যা যে নরাধিপৈঃ॥১৯
ভার্য্যাশ্চ তস্য তাস্তিস্রঃ সমং তেনৈব তত্যজুঃ
প্রাণান্ বাপুঃ সমালোক্যং তেনৈব সুমহাত্মনা
এতৎ খনিত্রচরিতং শ্রুতং কল্মষনাশনম্।
পঠতাঞ্চ মহাভাগ ক্ষুপস্যাতো নিশাময়॥ ২১

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে খনিত্রচরিতং অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১২৮।

রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা ক্ষুপ নামক পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তিন পত্নীসহ তপস্যার জন্য বনে প্রস্থান করিলেন। নৃপসত্তম বনে উপস্থিত হইয়া বাণপ্রস্থ-বিধানানুসারে সার্দ্ধ তিন শত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তৎপরে হে দ্বিজোত্তম। রাজকুলতিলক বনবাসী সেই রাজা তপস্যা দ্বারা ক্ষীণদেহ হইলে সর্ব্ব-স্রোত (ইন্দ্রিয়পথ) নিরোধ করিয়া প্রাণ-পরিত্যাগ করিলেন। অন্যান্য নৃপতিগণ শত শত অশ্বমেধ করিয়াও যে লোক প্রাপ্ত হইতে পারেন না, খনিত্র মৃত্যুর পর সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ অক্ষয় পুণ্যলোক প্রাপ্ত হই লেন। তাঁহার ভার্য্যাত্রয়ও স্বামিসহ প্রাণ-ত্যাগ করিয়া সেই মহাত্মার সহিতই সমান-লোকে গমন করিলেন। হে মহাভাগ! খনিত্রচরিত এই কীর্ত্তিত হইল। ইহা শ্রবণ বা পাঠ করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। এখন ক্ষুপের চরিত্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ১৫—২১। অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ক্ষুপঃ খনিত্রপুত্রস্তু প্রাপ্য রাজ্যং যথা পিতা।
তথৈব পালয়ামাস প্রজা ধর্ম্মেণ রঞ্জয়ন্॥ ১
স দানশীলো যষ্টা চ যজ্বানামবনীপতিঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ব্যবহারাদিবর্ত্মনি॥ ২
একদা স মহীপালো নিজস্থানগতো মুনে।
সূতৈরুক্তো যথা পূর্ব্বং ক্ষুপো রাজা তথাভবৎ
ব্রহ্মণস্তনয়ঃ পূর্ব্বং ক্ষুপোঽভূৎ পৃথিবীপতিঃ।
যাদৃক্ চরিতমস্যাসীৎ তাদৃক্ তস্যৈব চেষ্টিতম্

রাজোবাচ।

শ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং ক্ষুপস্য সুমহাত্মনঃ।
যদি তাদৃঙ্ময়া শক্যং চেষ্টিতুং তৎ করোম্যহম্

সূতা ঊচুঃ।

স চকারাকরান্ ক্ষুপ রাজা গোব্রাহ্মণান্ পুরা।
ষষ্ঠাংশেন কৃতা চোর্ব্ব্যামিষ্টিস্তেন মহাত্মনা॥ ৬

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—খনিত্র-পুত্র ক্ষুপ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পিতার ন্যায় প্রজাগণের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। সেই রাজা ক্ষুপ ও যজ্ঞযাজক দাতা এবং ব্যবহারাদি (স্মৃত্যুক্ত অষ্টাদশ বিবাদপদ) মার্গে শত্রুমিত্রে সমভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। হে মুনে। একদা সূতগণ রাজাসনোপবিষ্ট রাজাকে বলিল, আপনি ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষুপ রাজার ন্যায়। ব্রহ্মার পুত্র ক্ষুপ পূর্ব্বে পৃথিবীপতি হইয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্র ও চেষ্টা যেরূপ ছিল, আপনারও তদ্রূপ। রাজা বলিলেন,—মহাত্মা ক্ষুপের চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যদি আমি তাদৃশ আচরণ করিতে সমর্থ হই, তবে তাহার চেষ্টা করিব। ১—৫। সূতগণ বলিল,—হে রাজন্। সেই ক্ষুপরাজা গো-ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে কর গ্রহণ করিতেন না এবং ষষ্ঠাংশ দ্বারা পৃথিবীতে যজ্ঞকার্য্য

রাজোবাচ।
তেষাং মহাত্মনাং রাজ্ঞাং কোঽনুযাস্যতি মদ্বিধঃ
তস্যাপ্যুৎকৃষ্টচেষ্টানাং চেষ্টাস্বুদ্যমবান্ ভবেৎ ॥
তচ্ছ্রূয়তাং প্রতিজ্ঞা যা সাম্প্রতং ক্রিয়তে ময়া।
ক্ষুপস্যানুকরিষ্যামি মহারাজস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৮
ত্রীংস্ত্রীন যজ্ঞান্ করিষ্যামি শস্যাপাতেদ্‌-গতাগতে।
পৃথিব্যাং চতুর্বর্ণায়াং প্রতিজ্ঞেয়ং কৃতা ময়া ॥৯
যশ্চ গোব্রাহ্মণাঃ পূর্ব্বমদদন্ ভূভৃতে করম্।
তমেব প্রতিদাস্যামি ব্রাহ্মণানাং তথা গবাম্ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইতি প্রতিজ্ঞায় বচঃ ক্ষুপস্তৎ কৃতবাংস্তথা।
শস্যাপাতে স যজ্ঞাংস্ত্রীনযজদ্‌যজ্বতাং বরঃ ॥১১
গোব্রাহ্মণৈঃ পুরারাজ্ঞামদদদ্‌যশ্চ বৈ করম্।
তাবৎসখ্যামদাদ্বিত্তমস্য গোব্রাহ্মণায় সঃ ॥ ১২
তস্য পুত্রোঽভবদ্বীরঃ প্রমথায়ামনিন্দিতঃ।
যস্য প্রতাপ-শৌর্য্যাভ্যাং কৃতা বশ্যা মহীভৃতঃ
তস্যাপি নন্দিনী নাম বৈদর্ভী দয়িতাভবৎ।
বিবিংশং তনয়ং তস্যাং জনয়ামাস স প্রভুঃ ॥১৪
বিবিংশে শাসতি মহীং মহীপালে মহৌজসি।
মহীতলমভূদ্ব্যাপ্তং নিরন্তরতয়া নরৈঃ ॥ ১৫
ববর্ষ কালে পর্জ্জন্যো মহী শস্যবতী তথা।
সুফলানি চ শস্যানি রসবন্তি ফলানি চ ॥ ১৬
রসাঃ পুষ্টিকরাশ্চাসন্ পুষ্টির্নোন্মাদকারিণী।
ন বিত্তনিচয়া নৃণাং প্রভূতা মদহেতবঃ ॥ ১৭
তৎপ্রতাপেন রিপবো ভয়মাপুর্ম্মহামুনে।
স্বাস্থ্যঞ্চ নঃ সুহৃদ্বর্গো মুদমিষ্টাভিবৃদ্ধিকাম্ ॥ ১৮
ইষ্ট্বা স যজ্ঞান্ সুবহুন্ সম্যক্ সম্পাল্য মেদিনীং
সংগ্রামে নিধনং প্রাপ্য শক্রলোকমিতো গতঃ

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বিবিংশচরিতে
একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯

সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাজা বলিলেন, মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি সে সকল মহাত্মগণের কার্য্য অনুকরণ করিতে পারে? তাহা সম্ভাবিতই নহে। তথাপি সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের আচরণ যেরূপ উৎকৃষ্ট, সেইরূপ আচরণে উদ্যম করা উচিত। অতএব আমি সম্প্রতি যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি অদ্যাবধি মহারাজ ক্ষুপের কার্য্যের অনুকরণ করিব। আমি চতুর্ব্বর্ণযুক্তা পৃথিবী মধ্যে এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, শস্যের ভাবী, উপস্থিত এবং বিগতকালে তিনটী তিনটী করিয়া যজ্ঞ করিব। আর পূর্ব্বে পূর্ব্বে গো-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে সকল রাজকর গ্রহণ করিয়াছি, তাহাও ব্রাহ্মণ এবং গোদিগকে প্রত্যর্পণ করিব। ৬—১০। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ক্ষুপ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেইরূপেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। সেই যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ শস্যের উপস্থিতি কালে যজ্ঞত্রয় নিষ্পাদন করিলেন এবং গো-ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে যে সকল রাজকর দিয়াছিলেন, তৎপরিমিত বিত্ত গো-ব্রাহ্মণদিগকে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রমথা নাম্নী মহিষীর গর্ভে মহাবীর ও সুন্দর এক পুত্র উৎপন্ন হয়; সেই পুত্র স্বীয় শৌর্য্যবীর্য্য বলে সমুদায় মহীপালকে বশীভূত করিয়াছিলেন। বিদর্ভরাজ কুমারী নন্দিনী তাঁহার পত্নী হইয়াছিলেন। সেই মহিষীর গর্ভে তিনি বিবিংশ নামক পুত্র উৎপাদন করেন। ১১—১৪। মহাবীর বিবিংশ-নরপতির পৃথিবী-শাসন কালে, মহীতল প্রজাবৃন্দ দ্বারা এরূপ ব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, কোথাও আর স্থান ছিল না। তখন মেঘ সকল যথাকালে বর্ষণ করিত এবং পৃথিবীও সেইরূপ শস্যপরিপূর্ণা হইয়াছিল। আর শস্য সকল ফলশালী, ফল সকল রসবিশিষ্ট, রস সকল পুষ্টিকর এবং পুষ্টি অনুন্মাদকরী ছিল। নরগণ প্রভূত বিত্তাধিকারী হইয়াও উন্মত্ত হইত না। হে মহামুনে! রিপুকুল তাঁহার প্রতাপে সর্ব্বদা ভীত থাকিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিত না। সুহৃদ্বর্গ সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান করিত। এইরূপে বিবিংশ রাজা বহু বহু যজ্ঞানুষ্ঠান ও সম্যক্‌রাজ্য পালন

বিংশত্যধিকশততমে হধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্য পুত্রঃ খনীনেত্রো মহাবলপরাক্রমঃ।
যস্য যজ্ঞেষগায়ন্ত গন্ধর্ব্বা বিস্ময়াম্বিতাঃ॥ ১
খনীনেত্রসমো নান্যো ভুবি যজ্বা ভবিষ্যতি।
ত্তেন যজ্ঞাযুতে পূর্ণে দত্তা পৃথ্বী সসাগরা॥ ২
দত্বা চ সকলাং পৃথ্বীং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্।
তপসা দ্রব্যমাসাদ্য মোচয়েৎ সাধিতেন যঃ॥৩
যতশ্চ প্রাপ্য বিত্তার্দ্ধিমতুলাং দাতৃসত্তমাৎ।
নগৃহুর্ব্রাহ্মণা বিপ্র নান্যরাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহম্॥ ৪
সপ্তষষ্টিসহস্রাণি সপ্তষষ্টিশতানি চ।
সপ্তষষ্টিঞ্চ যো যজ্ঞানযজদ্ভূরিদক্ষিণান॥ ৫
অপুত্রঃ স মহীপালো মৃগয়ামুপচক্রমে।
পুত্রার্থং পিতৃযজ্ঞায় মাংসকামো মহামুনে॥ ৬
অশ্বারূঢ়ো বিনা সৈন্যমেক এব মহাবনে।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণো বাণখড়্গাধনুর্দ্ধরঃ॥ ৭
তং বাহয়ন্তং তুরগমন্যতো গহনাদ্বনাৎ।
বিনিষ্ক্রম্য মৃগঃ প্রাহ মাং হত্বাভিমতং কুরু॥৮

রাজোবাচ।

অন্যে মৃগাঃপলায়ন্তে মহাভীত্যা বিলোক্য মাম্
কথমাত্মপ্রদানং ত্বং মৃত্যবে কর্ত্তুমিচ্ছসি॥ ৯

মৃগ উবাচ।

অপুত্রোহহং মহারাজ বৃথা জন্ম-প্রয়োজনম্।
বিচারয়ন ন পশ্যামি প্রাণানামিহ ধারণম্॥১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথাভেত্য মৃগঃ প্রাহ তমন্যো বসুধাধিপম্।
মৃগস্য তস্য প্রত্যক্ষমলমেতেন পার্থিব॥ ১১
ঘাতয়স্বেতি মাং মাংসৈর্ম্ম কর্ম্ম সমাচর।

ক্রমে সংগ্রামে নিধন প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৫—২৫।

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহাবল বিক্রমশালী খনীনেত্র বিবিংশের পুত্র, তাহার যজ্ঞানুষ্ঠান দর্শনে গন্ধর্ব্বগণ বিস্মিত হইয়া এইরূপ গান করিতেন যে, "খনীনেত্রের ন্যায় যজ্বা ভূমণ্ডলে আর হইবে না, কারণ তিনি অযুত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া সসাগরা পৃথিবী পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন।" মহারাজ খনীনেত্র মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিয়া, তপস্যাচরণে নানা দ্রব্য লাভ করত তাহা মুক্ত করিয়াছিলেন। হে বিপ্র! বিপ্রগণ সেই দাতৃশ্রেষ্ঠের নিকট বিপুল বিত্ত প্রাপ্ত হওয়ায় আর তাহাদিগকে অন্যের নিকট দান পরিগ্রহ করিতে হয় নাই। তিনি সপ্তষষ্টিসহস্র সপ্তষষ্টিশত সপ্তষষ্টি-সংখ্যক যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক যজ্ঞেই প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। ১—৫। হে মহামুনে! একদা মহীপাল খনীনেত্র অপুত্রক বশতঃ পুত্রকামনায় পিতৃ-যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য মাংসকামী হইয়াছিলেন এবং তিনি তৎকালে নিবদ্ধগোধাঙ্গুলিত্র, ধনুষ্পাণি ও তূণবাণ-খড়্গ হইয়া সৈন্য ব্যতিরেকে একাকী মাত্র অশ্বারোহণে মহাবনমধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। যখন তিনি সেই বন হইতে অপর বনোদ্দেশে অশ্ব ধাবিত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে একটী মৃগ বিনির্গত হইয়া বলিল,—মহারাজ! আমাকে হনন করিয়া অভীষ্ট সম্পাদন করুন। রাজা বলিলেন, অন্যান্য মৃগগণ আমাকে দেখিয়া মহাভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে, তুমি মৃত্যু জন্য আত্মপ্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? মৃগ বলিল,—মহারাজ! আমি অপুত্র, সুতরাং আমার জীবনধারণ বৃথা বিবেচনা করিতেছি। ৬—১০। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই সময়ে আর একটী মৃগ তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব মৃগের সমক্ষেই বলিতে লাগিল, হে পার্থিব! এ মৃগকে লইয়া আপনি কি করিবেন? আমাকে বিনাশ করিয়া আমার মাংস দ্বার

যথা কৃতার্থতা তে স্যান্মম চাপ্যুপকারি তৎ ॥ ১২
পুত্রার্থং ত্বং মহারাজ স্বপিতৃন্ যষ্টুমিচ্ছসি।
অপুত্রস্যাস্য মাংসেন লপ্স্যসে বাঞ্ছিতং কথম্ ॥
যাদৃক্ কর্ম্ম বিনিষ্পাদ্যং তাদৃগ্দ্রব্যমুপাহরেৎ।
দুর্গন্ধৈর্ন সুগন্ধানাং গন্ধজ্ঞানবিনির্ণয়ঃ ॥ ১৪
রাজোবাচ।
বৈরাগ্যকারণং প্রোক্তমনেনাপুত্রতা মম।
কথ্যতাং প্রাণসন্ত্যাগে যৎ তে বৈরাগ্যকারণম্
মৃগ উবাচ।
বহবো মে সুতা ভূপ বহ্ব্যো দুহিতরস্তথা।
যচ্চিন্তাদুঃখদাবাগ্নি-জ্বালামধ্যে বসাম্যহম্ ॥ ১৬
সর্ব্বসাধ্যা নরেন্দ্রেয়ং মৃগজাতিঃ সুকাতরা।
তেষ্বপত্যেষু মে চাতিমমত্বং তেন দুঃখিতঃ ॥ ১৭
মনুষ্য-সিংহ শার্দ্দূল বৃকাদিভ্যো বিভেম্যহম্।
হীনাদ্যৎ সর্ব্বসত্ত্বেভ্যঃ শ্ব-শৃগালাদপি প্রভো ॥
সোঽহং নিমিত্তং বক্ষ্যামিমাং শঙ্কাং বসুন্ধরাম্
নৃ-সিংহাদিভয়াৎ সর্ব্বামিচ্ছামি শুভ্রশং সকৃৎ ॥
তৃণান্যন্যেঽপি খাদন্তি গোঽজাবিতুরগাদিকাঃ
তাংস্তেষাং পোষণায়াহমি চ্ছামি নিধনং গতান্ ॥
নিষ্ক্রান্তেষু ততস্তেষু মমাপত্যেষু বৈ পৃথক্।
ভবন্তি চিন্তাঃ শতশো মনস্তাবৃতচেতসঃ ॥ ২১
কিং কূটপাশং কিং বজ্রং বাগুরাং কিং সুতো মম
প্রাপ্তশ্চরন্ বনে কিং বা নৃসিংহাদিবশং গতঃ
প্রাপ্তোঽহয়মেকঃ সম্প্রাপ্তস্তেঽবস্থাং কীদৃশীং মম
সাম্প্রতং বিচরন্তো বৈ যে গতাঃ সুমহাবনম্ ॥
দৃষ্ট্বা প্রাপ্তান্ মমাভ্যাসমহং তানাত্মজান্ নৃপ।
ঈষদুচ্ছ্বসিতঃ ক্ষেমমিচ্ছামি রজনীং পুনঃ ॥ ২৪
প্রভাতে দিবসং ক্ষেমমস্তগেঽর্কে নিশামপি।
বাঞ্ছাম্যহং কদা ক্ষেমং সর্ব্বকালং ভবিষ্যতি ॥ ২৫

কর্ম্ম সম্পাদন করুন; তাহাতে আপনার প্রয়োজনও সিদ্ধ হইবে এবং আমারও উপকার করা হইবে। মহারাজ! আপনি পুত্র-কামনায় পিতৃগণোদ্দেশে যজ্ঞ করিবেন, কিন্তু এই অপুত্রকের মাংসে কিরূপে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে? কারণ যে কর্ম্ম যেরূপ, তাহার জন্য সেইরূপ দ্রব্যই আহরণ কর্ত্তব্য। দেখুন, দুর্গন্ধ দ্বারা সুগন্ধি বস্তুর গন্ধজ্ঞান নির্ণয় হইতে পারে না। রাজা বলিলেন, পূর্ব্বমৃগ বলিয়াছে, অপুত্রতাই তাহার বৈরাগ্যের কারণ। তোমার প্রাণত্যাগ বিষয়ে বৈরাগ্য কেন হইল, তাহা প্রকাশ কর। ১১—১৫। মৃগ বলিল,—রাজন্! আমার পুত্র ও কন্যা বহুতর। তাহাদের চিন্তাতেই আমাকে দুঃখ দাবানলমধ্যে বাস করিতে হইয়াছে। হে নরেন্দ্র! এই কাতর মৃগজাতি সর্ব্ব জীবেরই সুখাদ্য, আমারও অপত্যগুলির প্রতি সমধিক মমতা; এজন্য আমাকে সর্ব্বদাই দুঃখভোগ করিতে হয়। মনুষ্য, সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, অধিক কি, সর্ব্বপ্রাণীমধ্যে হীনতম শৃগাল-কুক্কুরকেও আমার ভয় করিতে হয়; সুতরাং এই মনুষ্যসিংহ প্রভৃতির ভয় হইতে সমগ্র বসুন্ধরা শূন্য হইলে আমি নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারি বলিয়া সর্ব্বদা তাহারই কামনা করিয়া থাকি। গো, মেষ, ছাগ, অশ্ব প্রভৃতি পশুগণ তৃণ ভক্ষণ করিলে পৃথিবীর যাবতীয় তৃণ শেষ হইবে, তখন আমার পুত্র-কন্যাগণ কি খাইয়া জীবিত থাকিবে? কাজেই উহাদের পোষণের জন্য আমাকে তৃণভোজী পশুগণের নিধন বাঞ্ছা করিতে হয়। ১৮—২০। পুত্রকন্যাগণ পৃথক্‌ভাবে নিষ্ক্রান্ত হইলে স্নেহ বশতঃ আমার শত শত চিন্তা উপস্থিত হয়। মনে করি, হয় ত কোন পুত্র কোথাও কূট পাশ, বজ্র বা বাগুরাতে পতিত হইয়াছে, কিংবা সিংহাদি কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। অপর যাহারা মহাবনমধ্যে চরিতে গিয়াছে, না জানি, তাহারাই বা কি অবস্থায় রহিয়াছে? হে নৃপ! পুত্রগণ যখন আমার সমীপস্থ হয়, তখন তাহাদিগকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হই, কিন্তু তখনও সমস্ত রাত্রির জন্য মঙ্গল চিন্তা করিতে হয়। আবার প্রভাত হইলেই দিবসের এবং সূর্য্যাস্ত হইলেই রাত্রির মঙ্গল চিন্তা করি। কাজেই কিসে সর্ব্বক্ষণ নিরাপদ্ অবস্থায় কাটিবে,

এতত্তে কথিতং ভূপ মমোদ্বেগস্য কারণম্।
অতঃ প্রসাদং কুরু মে বাণোঽয়ং পাত্যতাং ময়ি
ইতি দুঃখশতাবিষ্টঃ প্রাণানপি ত্যজামি যৎ।
তৎকারণং নিবোধ ত্বং ব্রুবতো মম পার্থিব ॥২৭
অসূর্য্যা নাম তে লোকা যানগচ্ছন্ত্যাত্মঘাতকাঃ
যজ্ঞোপযুক্তাঃ পশবঃ সম্প্রয়াস্ত্যচ্ছ্রিতীঃ প্রভো
অগ্নিঃ পশুরভূৎ পূর্ব্বং পশুরাসীজ্জলাধিপঃ।
ভাস্বানথোচ্ছ্রিতীঃ প্রাপ্তো যজ্ঞে নিষ্ঠামুপাগতঃ
তন্মমৈতাং কৃপাং কৃত্বা নয় মামুচ্ছ্রিতিং নৃপ।
আত্মনশ্চেপ্সিতং কামং পুত্রলাভাদবাপ্স্যসি ॥৩০

পূর্ব্বমৃগ উবাচ।

রাজেন্দ্র নৈষ হন্তব্যো ধন্যোঽয়ং সুকৃতী মৃগঃ
বহবস্তনয়া যস্য হন্তব্যোঽহমসন্ততিঃ ॥ ৩১

উত্তরমৃগ উবাচ।

একদেহভবং যস্য দুঃখং ধন্যঃ স বৈ ভবান্।
বহূনি যস্য দেহানি তস্য দুঃখান্যনেকধা ॥ ৩২
একো যদাহমাসন্ত প্রাক্ তদা দেহজং মম।
দুঃখমাসীন্মমত্বে তু ভার্য্যায়াস্তদভূদ্বিধা ॥ ৩৩
যদা যাতান্যপত্যানি তদা যাবন্তি তানি বৈ।
তাবচ্ছরীরভূয়ীণি মম দুঃখান্যথাভবন্ ॥ ৩৪
ন কৃতার্থো ভবান্ যস্য নাতিদুঃখায় সম্ভবঃ।
ইহ দুঃখায় মৎসৃতিঃ পরত্র চ বিরোধিনী ॥ ৩৫
যতো রক্ষণপোষার্থমপত্যানাং করোমি তৎ।
চিন্তয়ামি চ সম্ভূতিস্তেন মে নরকে ধ্রুবা ॥ ৩৬

রাজোবাচ।

ন বেদ্মি কিং সন্ততিমান্ ধন্যোঽপুত্রোঽথবা
কিং মৃগ।
পুত্রার্থঞ্চায়মারম্ভো মম দোলায়তে মনঃ ॥ ৩৭
দুঃখায় সন্ততিঃ সত্যমৈহিকামুষ্মিকায় তৎ।
তথাপ্যতনয়ান্ যান্তি ঋণানীতি শ্রুতং ময়া ॥ ৩৮

অনুক্ষণ তাহারই চিন্তা করিয়া থাকি। হে ভূপ। এই আমার উদ্বেগের কারণ প্রকাশ করিলাম, এখন অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতিই বাণপাত করুন। ২১—২৫। হে পার্থিব। যে কারণে আমি এইরূপ শত শত দুঃখে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, তাহা আপনি বুঝুন। আত্মঘাতিগণ অসূর্য্যনামক নরক প্রাপ্ত হয়। এবং যজ্ঞার্থে নিযুক্ত পশু সকল সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে অগ্নি, বরুণ, ও সূর্য্য পশুত্ব পরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, বলিয়াই সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। অতএব হে নৃপ! আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করিয়া আমায় সদ্গতি দান করুন, তাহাতে আপনার পুত্র-লাভে অভীষ্ট প্রাপ্তি হইবে। ২৬—৩০। পূর্ব্বমৃগ বলিল, রাজেন্দ্র! এ মৃগ হত্যার উপযুক্ত নহে; যাহার বহু সন্ততি, সে সুকৃতী এবং ধন্য। আমি অপুত্রক, সুতরাং আমাকে নিধন করা কর্ত্তব্য! পরবর্ত্তী মৃগ কহিল, একটী মাত্র দেহ জন্ম যাহার একটী মাত্র দুঃখ উৎপন্ন হয়, সে তোমার ন্যায় ধন্য, কিন্তু যাহার দেহ বহু, তাহার দুঃখও নানাবিধ হইয়া থাকে। প্রথমে আমি যখন একক ছিলাম, তখন আমার দুঃখও একদেহ জন্য ছিল, পরে যখন ভার্য্যা হইল, তখন স্নেহ-বশতঃ ঐ দুঃখই দুইভাগে বিভক্ত হইল। আর এক্ষণে যতগুলি সন্তান জন্মিয়াছে, দেহও ততভাগে বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া আমার বহু দেহজ দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। তোমায় যখন অধিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, তখন তুমি কি কৃতার্থ নও? আমার সন্ততিগণ ইহকালে দুঃখের কারণ এবং পরকালেরও বিরোধী। দেখ, আমি অপত্য-গণের রক্ষণ পোষণের জন্য যাহা কিছু করি বা যাহা কিছু চিন্তা করিয়া থাকি, নিশ্চয়ই সে সকল নরকগমনের হেতুস্বরূপ। ৩১—৩৬। রাজা বলিলেন, হে মৃগ! সপুত্রক ও অপুত্রকমধ্যে কে ধন্য, তাহা আমি নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না; আমারও পুত্রের জন্যই এই কার্য্যোদ্‌যোগ; সুতরাং আমার মন বড়ই দোলায়মান হইতেছে। যদি সন্ততির জন্য ইহলোক ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় সত্য, তথাপি

সোঽহং যতিষ্যে পুত্রার্থমৃতে প্রাণিবধং মৃগ।
তপসৈব প্রচণ্ডেন যথা পূর্ব্বং মহীপতিঃ॥ ৩৯

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে খনীনেত্রচরিতং
নাম বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২০

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ স নৃপতির্গত্বা গোমতীং পাপনাশিনীম্।
তত্র তুষ্টাব নিয়তো ভূত্বা দেবং পুরন্দরম্॥ ১
তপ্যমানস্তপশ্চোগ্রং যতবাক্কায়-মানসঃ।
তুষ্টাব প্রযতঃ শক্রমপত্যার্থং মহীপতিঃ॥ ২
তস্য স্তোত্রেণ তপসা ভক্ত্যা চাপি সুরেশ্বরঃ।
তুতোষ ভগবানিন্দ্রঃ প্রাহ চৈনং মহামুনে॥ ৩
অনেন তপসা ভক্ত্যা স্তোত্রেণোচ্চারিতেন চ
পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভূপ ব্রিয়তাং ভবতা বরঃ

রাজোবাচ।

অপুত্রস্য সুতো মেঽস্তু সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
সদা চাব্যাহতৈশ্বর্য্যো ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মবিৎ কৃতী॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেতি চোক্তঃ শক্রেণ রাজা প্রাপ্তমনোরথঃ
প্রজাঃ পালয়িতুং ভূপ আজগাম নিজং পুরম্
তত্রাস্য কুর্ব্বতো যজ্ঞং সম্যক্ পালয়তঃ প্রজাঃ
অজায়ত সুতো বিপ্র তদা শক্রপ্রসাদতঃ॥ ৭
তস্য নাম পিতা চক্রে বলাশ্ব ইতি ভূপতিঃ।
অস্ত্রগ্রামমশেষঞ্চ গ্রাহয়ামাস তং সুতম্॥ ৮
পিতর্য্যুপরতে বিপ্র সোঽধিরাজ্যে স্থিতো নৃপঃ
স বলাশ্বো বশং নিন্যে ভুবি সর্ব্বমহীক্ষিতঃ॥৯
করঞ্চ দাপয়ামাস দারগ্রহণপূর্ব্বকম্।
স সর্ব্বভূমিপান্ রাজা পালয়ামাস চ প্রজাঃ॥১০
অথাঽখলনরেন্দ্রাস্তে দায়াদাস্তস্য দুর্ম্মদাঃ।
ন চাভ্যুত্থায় সততং তে চাস্মৈ প্রদদুঃ করান্
ব্যুত্থিতাঃ স্বেষু রাষ্ট্রেষু ন সন্তোষপরাস্ততঃ।
ভুবং তস্য নরেন্দ্রস্য জগৃহুস্তে নরাধিপাঃ॥১২

শুনিয়াছি যে, অপুত্রক ব্যক্তি ঋণী হইয়া থাকে। অতএব হে মৃগ! আমি প্রাণিবধ ব্যতিরেকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহীপতির ন্যায় প্রচণ্ড তপস্যা দ্বারা পুত্রপ্রাপ্তির চেষ্টা করিব। ৩৭—৩৯।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর নৃপতি খনীনেত্র পাপনাশিনী গোমতীতীরে গমনপূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া দেব পুরন্দরের স্তব করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! মহীপতি কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া অপত্যকামনায় ইন্দ্রের স্তব করিলে, ভগবান্ সুরেশ্বর তাঁহার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ভূপ! তোমার এই ভক্তি ও স্তোত্র-বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন, আমি অপুত্রক। আমার সর্ব্বশস্ত্রধারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদা অব্যাহত-ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মচারী ও কৃতী পুত্র হউক। ১—৫। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ইন্দ্র রাজ-প্রার্থনায় "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকৃত হইলে, রাজা প্রজাপালন জন্য স্বপুরে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান ও প্রজাপালন করিলে ইন্দ্রানুগ্রহে তাঁহার একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। ভূপতি তাঁহার বলাশ্ব নাম রাখিলেন এবং তাঁহাকে নিখিল অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করিলেন। হে বিপ্র! বলাশ্ব পিতার মৃত্যুর পরে সাম্রাজ্যেশ্বর রাজা হইয়া পৃথিবীস্থ সমগ্র রাজমণ্ডলীকে বশীভূত করিলেন এবং দারগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট কর গ্রহণ ও প্রজাবৃন্দকে সম্যক্ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ৬—১০। অনন্তর সেই সমস্ত নরপতি ও তাঁহার দুর্ম্মদ জ্ঞাতিগণ সতত অভ্যুত্থান করত তাঁহাকে কর প্রদান বন্ধ করিল এবং তাহারা অভ্যুত্থিত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিয়াই যে সন্তুষ্ট হইল, তাহা নহে, পরিশেষে তাহারা সেই নরেন্দ্র বলাশ্বের

স গৃহীত্বা স্বকং রাজ্যং পৃথিবীশোঽবলো মুনে
তস্থৌ স্বনগরে ভূপৈর্বিরোধো বহুভিঃ কৃতঃ ॥
সমেত্য সুমহাবীর্য্যাঃ সসাধনধনাস্ততঃ ।
রুরুধুস্তং মহীপালং পুরে তত্র নরেশ্বরাঃ ॥ ১৪
পুররোধেন তেনাথ কুপিতঃ স মহীপতিঃ ।
স্বল্পকোষোঽল্পদণ্ডশ্চ বৈক্লব্যং পরমং গতঃ ॥ ১৫
অপশ্যমানঃ শরণং সবলো দ্বিজসত্তম ।
করৌ মুখাগ্রতঃ কৃত্বা নিশশ্বাসার্ত্তমানসঃ ॥ ১৬
ততোঽস্য হস্তবিবরান্মুখানিলসমাহতাঃ ।
নিশ্চেরুঃ শতশো যোধা রথ-নাগ-তুরঙ্গমাঃ ॥১৭
ততঃ ক্ষণেন তৎ সর্ব্বং নগরং তস্য ভূপতেঃ ।
ব্যাপ্তমাসীদ্বলৌঘেন সারেণাতিবলান্মুনে ॥১৮
অথ সোঽতিবলৌঘেন মহতা তেন সংবৃতঃ ।
নির্গম্য নগরাৎ তস্মাৎ তান্ বিজিগ্যে নরাধিপ
জিত্বা চ বশমানীয় চকার করদান্ পুনঃ ।
যথা পূর্ব্বং মহাভাগ মহাভাগ্যো নরেশ্বরঃ ॥২০
ধুতয়োঃ করয়োর্জজ্ঞে যতস্তস্যারিদাহদম্ ।
বলং করন্ধমস্তস্মাৎ স বলাশোঽভিধীয়তে ॥২১
স ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা চ স মৈত্রঃ সর্ব্বজন্তুষু ।
করন্ধমোঽভবদ্ভূপস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ২২
সম্প্রাপ্তস্য পরামার্ত্তিং দদাবরিবিনাশনম্ ।
বলং ধর্ম্মেণ চাক্লিষ্টমভ্যুপেত্য স্বয়ং নৃপঃ ॥২৩

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে করন্ধমচরিতং
নামৈকবিংশত্যধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

বীর্য্যচন্দ্রসুতা সুভ্রূর্বীরা নাম শুভব্রতা ।
স্বয়ম্বরে সা জগৃহে মহারাজং করন্ধমম্ ॥ ১

অধিকৃত ভূমি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিল। হে মুনে! পৃথিবীশ্বর বলাশ্ব বহু রাজগণসহ যুদ্ধে হীনবল হইয়া স্বকীয় রাজ্যমাত্র গ্রহণ করিয়া স্বীয় রাজধানীমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথাপি ঐ সকল সাধন ও ধন-সম্পন্ন মহাবল নরপতিগণ তাঁহাকে পুর-মধ্যে অবরোধ করিল। তখন মহীপতি পুররোধ জন্য নিতান্ত কুপিত হইলেন; কিন্তু সেই বলশালী বলাশ্ব তখন নিতান্ত অল্পকোষ ও অল্পদণ্ড হওয়ায় এবং রক্ষার অপর কোন উপায় নাই দেখিয়া কাতর হই-লেন ও ব্যথিত-হৃদয়ে করযুগল মুখাগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মুখমারুত আহত হইয়া করমধ্য হইতে শত শত যোদ্ধা, রথ, হস্তী ও তুরঙ্গম সকল নির্গত হইল।১১—১৭ হে মুনে! এইরূপে ক্ষণকাল মধ্যেই বল-শালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেই সৈন্যসমূহ দ্বারা ভূপ-তির সমুদয় নগর ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে নগর হইতে নির্গত হইয়া বিপক্ষদিগকে জয় করিলেন। হে মহাভাগ! তখন নরপতি তাহাদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক বশীভূত এবং পূর্ব্বের ন্যায় করদ করিয়া সৌভাগ্যশালী হইলেন। বলাশ্বের ধুত অর্থাৎ কম্পিত করদ্বয় মধ্য হইতে আরাতিসূদন সৈন্য সমু-দ্ভব হওয়ায় বলাশ্ব 'করন্ধম' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। করন্ধম ত্রিলোক-বিখ্যাত, ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা ও সর্ব্বপ্রাণীতে মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন। সেই নৃপ স্বয়ং ধর্ম্মপ্রদত্ত বল লাভ করিয়া পরম আর্ত্ত জনগণের অরিবিনাশ করিয়া দিতেন। ১৮—২৩।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২১॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, স্বয়ম্বরস্থলে সুভ্রূ শুভব্রতা বীরা নাম্নী বীর্য্যচন্দ্রের কন্যা মহা-রাজ করন্ধমকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। সেই রাজেন্দ্র তাঁহার গর্ভে অবীক্ষিত নামক জগদ্বিখ্যাত বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপাদন করেন।

তস্যাং পুত্রং স রাজেন্দ্রো জনয়ামাস বীর্য্যবান্
অবীক্ষিতমিতি খ্যাতিমুপেতং জগতীতলে ॥২
জাতে তস্মিন্ সুতে রাজা স দৈবজ্ঞানপৃচ্ছত
কচ্চিৎ প্রশস্তনক্ষত্রে শস্তলগ্নে সুতো মম ॥ ৩
কচ্চিচ্চালোকিতং জন্ম মম পুত্রস্য শোভনৈঃ।
গ্রহঃ কচ্চিন্ন দুষ্টানাং গ্রহাণাং দৃক্পথং গতম্ ॥
ইত্যুক্তাস্তেন দৈবজ্ঞাস্তমূচুর্ন্পতিং ততঃ।
শস্তে মুহূর্ত্তে নক্ষত্রে লগ্নে চৈব সুতস্তব ॥ ৫
সমুৎপন্নো মহাবীর্য্যো মহাভাগো মহাবলঃ।
ভবিষ্যতি মহারাজ মহারাজস্তবাত্মজঃ ॥ ৬
অবেক্ষতেমং দেবানাং গুরুঃ শুক্রশ্চ সপ্তমঃ।
সোমশ্চতুর্থস্তনয়ং তবৈনং সমবেক্ষতে ॥ ৭
উপান্তসংস্থিতশ্চৈব সোমপুত্রোঽপ্যবেক্ষতে।
নাবেক্ষতেমং সবিতা ন ভৌমো ন শনৈশ্চরঃ ॥
তব পুত্রং মহারাজ ধন্যোঽয়ং তনয়স্তব।
সর্ব্বকল্যাণসম্পত্তিসমবেতো ভবিষ্যতি ॥ ৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি দৈবজ্ঞবচনং নিশম্য বসুধাধিপঃ।
হর্ষপূর্ণমনাঃ প্রাহ নিজস্থানগতস্তদা ॥ ১০
অবেক্ষতেমং দেবানাং গুরুঃ সোমসুতো বুধঃ।
নাবৈক্ষতৈনমাদিত্যো নার্কসূনুর্ন ভূমিজঃ ॥১১
নাবৈক্ষতেতি যৎ প্রোক্তং ভবদ্ভির্বহুশো বচঃ
অবীক্ষিতেতি তেনাস্য খ্যাতং নাম ভবিষ্যতি

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অবীক্ষিতঃ সুতস্তস্য বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
অস্ত্রগ্রামমশেষং স কণ্বপুত্রাদথাগ্রহীৎ ॥ ১৩
স রূপেণাশ্বিভিষজৌ দেবানাং পার্থিবাত্মজঃ।
বুদ্ধ্যা বাচস্পতিং কান্ত্যা শশাঙ্কং তেজসা রবিম্
ধৈর্য্যেণাব্ধিং তথোর্ব্বীঞ্চ সহিষ্ণুত্বেন বীর্য্যবান্।
শৌর্য্যেণ ন সমস্তস্য কশ্চিদাসীন্মহাত্মনঃ ॥ ১৫
স্বয়ম্বরে তং জগৃহে হেমধর্ম্মাত্মজা বরা।
সুদেবতনয়া গৌরী সুভদ্রা বলিনঃ সুতা ॥১৬
লীলাবতী বীরসুতা বীরভদ্রসুতানিভা।
ভীমাত্মজা মান্যবতী দম্ভপুত্রী কুমুদ্বতী ॥ ১৭
যাশ্চৈবং নাভিনন্দন্তি স্বয়ংবররুতক্ষণাঃ।

সেই পুত্রের উৎপত্তি হইলে রাজা দৈবজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমার এই পুত্র প্রশস্ত লগ্নে এবং শুভ নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ত? ইহার লগ্নে শুভ গ্রহ সকলের দৃষ্টি আছে ত? এবং তাহা দুষ্ট গ্রহগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই ত? দৈবজ্ঞগণ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন, হে মহারাজ! আপনার পুত্র প্রশস্ত মুহূর্ত্ত, প্রশস্ত নক্ষত্র এবং প্রশস্ত লগ্নে উৎপন্ন হইয়াছেন; সুতরাং ইনি মহাভাগ্যবান্, সমধিক বীর্য্যবান্, অপরিসীম বলশালী ও মহারাজ হইবেন। ১—৬। এই দেখুন, আপনার এই পুত্রকে বৃহস্পতি, সপ্তমস্থ শুক্র এবং চতুর্থস্থ চন্দ্র অবলোকন করিতেছেন এবং একাদশস্থ বুধেরও ইহার প্রতি দৃষ্টি রহিয়াছে। অথচ আপনার পুত্রের প্রতি রবি, মঙ্গল এবং শনির দৃষ্টি নাই। অতএব হে মহারাজ! আপনার পুত্র ধন্য এবং সর্ব্বকল্যাণ সম্পত্তিযুক্ত হইবেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, দৈবজ্ঞগণের এই বাক্য শ্রবণে বসুধেশ্বর প্রীতিপূর্ণ-মানসে স্বস্থানোপবিষ্ট অবস্থায় বলিতে লাগিলেন, "বৃহস্পতি ও বুধ এই পুত্রকে অবেক্ষণ করিতেছে, কিন্তু রবি, শনি মঙ্গল অবেক্ষণ করিতেছে না।" আপনারা বারবার এইরূপে 'অবৈক্ষত' শব্দ বলিয়াছেন, অতএব এই পুত্র 'অবীক্ষিত' নামে বিখ্যাত হইবে। ৭—১২। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাঁহার বেদবেদাঙ্গ-পারগ তনয় অবীক্ষিত কণ্বপুত্রের নিকট নিখিল অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজপুত্ররূপে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বুদ্ধিতে বাচস্পতি, কান্তিতে শশাঙ্ক, তেজে সূর্য্য, ধৈর্য্যে সমুদ্র ও সহিষ্ণুতায় পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং কোন ব্যক্তিই সেই মহাত্মার সমান শৌর্য্যশালী ছিল না। হেমধর্ম্মের কন্যা বরা, সুদেব-কন্যা গৌরী, বলির পুত্রী সুভদ্রা, বীরভদ্রের কন্যা নিভা, বীরকন্যা লীলাবতী, ভীমপুত্রী মান্যবতী ও দম্ভকন্যা কুমুদ্বতী তাঁহাকে স্বয়ংবরে বরণ করিয়া-

তাঞ্চাপি স বলাদ্বীরো জগ্রাহ নৃপতেঃ সুতঃ
নিরাকৃত্য নৃপান্ সর্ব্বাংস্তাসাং পিতৃকুলানি চ
স্বকং হি বীর্য্যমাশ্রিত্য বলবান্ স বলোদ্ধতঃ ॥
একদা তু বিশালস্য বৈদিশাধিপতেঃ সুতাম্।
বৈশালিনীং স সুদতীং স্বয়ংবরকৃতক্ষণাম্ ॥২০
পরিভূয়াখিলান্ ভূপান্ স্বেচ্ছয়া ন বৃতস্তয়া।
বলাজ্জগ্রাহ বিপ্রর্ষে যথাম্যা বলগর্ব্বিতঃ ॥ ২১
ততস্তে ভূভৃতঃ সর্ব্বে বহুশস্তেন মানিনা।
নিরাকৃতাঃ সুনির্ব্বিণ্ণা প্রোচুরন্যোন্যমাকুলাঃ ॥
ক্ষমতাং ললনামেতামেকস্মাদ্বলশালিনাম্।
বহূনামেকবর্ণানাং জন্ম ধিগ্বো মহীভৃতাম্ ॥ ২৩
ক্ষত্রিয়ো যঃ ক্ষতত্রাণং বধ্যমানস্য দুর্ম্মদৈঃ।
করোতি তস্য তন্নাম বৃথেবান্যে হি বিভ্রতি ॥২৪
আত্মনোঽপি ক্ষতত্রাণং দুষ্টাদস্মাদকুর্ব্বতাম্।
ভবতাং ক্ষত্রিয়কুলে জাতানাং কীদৃশী মতিঃ।
উচ্চার্য্যতে স্তুতির্যা চ সূত-মাগধ-বন্দিভিঃ।
সা সত্যা মা বৃথা বীরা ভবত্বরিবিনাশনাৎ ॥ ২৬
চরতাং মা বৃথৈবৈয়াং ভূপশব্দো দিগন্তরে।
পৌরুষাশ্রয়িণঃ সর্ব্বে বিশিষ্টকুলসম্ভবাৎ ॥ ২৭
বিভেতি কো ন মরণাৎ কো যুদ্ধেন বিনামরঃ।
বিচিন্ত্যৈতন্ন হাতব্যং পৌরুষং শস্ত্রবৃত্তিভিঃ ॥২৮
এতন্নিশম্য তে ভূপা বিস্পষ্টামর্ষপূরিতাঃ।
উচুঃ পরস্পরং সর্ব্বে সমুত্তস্থুশ্চ সায়ুধাঃ ॥ ২৯
কেচিদ্রথানারুরুহুঃ কেচিন্নাগাংস্তথা হয়ান্।
অন্যেঽমর্ষ-পরাধীনাস্তমুপেতাঃ পদাতয়ঃ ॥৩০

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽবীক্ষিতচরিতে
দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায় ॥ ১২২ ॥

ছিলেন। আর যে সকল রাজকন্যা স্বয়ংবরে তাঁহাকে সম্মানিত করেন নাই অর্থাৎ বরণ করেন নাই, বলবান্ বলোন্মত্ত রাজপুত্র স্বীয়-বীর্য্যে অন্যান্য রাজবৃন্দ এবং তাঁহাদিগের পিতৃকুল পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগকেও বল-প্রয়োগে গ্রহণ করিতেন। ১৩—১৯। হে বিপ্রর্ষে! একদা বৈদিশাধিপতি বিশাল-রাজের তনয়া সুদতী বৈশালিনী স্বয়ংবর কালে তাঁহাকে বরণ করিতে ইচ্ছা না করায় তিনি বলগর্ব্বে যেরূপ অন্যান্য রাজ-কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সমগ্র ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া সবলে তাঁহা-কেও গ্রহণ করিলেন। তাহাতে ঐ সকল রাজবৃন্দ, মানী অবীক্ষিত কর্ত্তৃক বারংবার পরাজিত হইয়া দুঃখিতচিত্তে ব্যাকুলভাবে পরস্পর বলিতে লাগিলেন, একজাতীয় বল-শালী সমবেত রাজগণের সমক্ষে একজন-মাত্র বীর এই ললনাকে গ্রহণ করিল; তাহা দেখিয়াও তোমরা সহ্য করিলে, অতএব তোমাদিগের জন্মে ধিক্! দুষ্টজন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইলেও তাহাকে যে ব্যক্তি পরি-ত্রাণ করে, তাহারই নাম প্রকৃত ক্ষত্রিয়; অন্যেরা ক্ষত্রিয় নাম বৃথা ধারণ করিয়া থাকে। অন্যের কথা কি, তোমরা এই দুষ্টের নিকট আপনাকেও পরিত্রাণ করিতে উদ্যোগী হইতেছ না, ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এ তোমাদের কিরূপ বিবেচনা? হে বীরবৃন্দ। সূত, মাগধ ও বন্দিগণ তোমাদিগকে যে সকল স্তুতি করিয়া থাকে, তাহা বৃথা না হউক, শত্রুবিনাশ করিয়া তাহা সত্যে পরি-ণত কর। ২০—২৫। তোমাদের 'ভূপ' শব্দ যেন দিগন্তরে বৃথা প্রচারিত না হয়। তোমরা সকলেই বিশিষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং সকলেই পৌরুষশালী। কোন্ ব্যক্তি মৃত্যুর ভয় না করে এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়াই বা কে অমর হইয়া থাকে? এই সকল বিচেনা করিয়া শস্ত্রধারীমাত্রেরই পৌরুষ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। এই সকল বাক্য শ্রবণে ভূপালগণ অধিকতর কুপিত হইয়া সকলেই পরস্পর উৎসাহপূর্ণ বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন এবং শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সমুত্থিত হইলেন। কেহ রথে, কেহ হস্তীতে এবং কেহ বা অশ্বে আরোহণ করিলেন। আর কেহ কেহ সক্রোধচিত্তে পদাতি হইয়া, অবীক্ষিতসমীপে আগমন করিলেন। ১৭—৩০।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি সংগ্রামসজ্জাস্তে ভূপা ভূপসুতাস্তথা।
নিরাকৃতা সুবহুশস্তৎকালঞ্চাপ্যবীক্ষিতা ॥ ১
ততো বভূব সংগ্রামস্তস্য তৈঃ সহ দারুণঃ।
একস্য বহুভির্ভূপৈর্ভূপপুত্রবরৈর্মুনে ॥ ২
তেঽসিশক্তিগদাবাণ-পাণয়স্তং সুদুর্ম্মদাঃ।
অভিদ্রবন্তো যুযুধিরে তৈঃ সমস্তৈরসাবপি ॥ ৩
স তান্ শরশতৈরুগ্রৈর্বিভেদ নৃপনন্দনঃ।
কৃতাস্ত্রো বলবান্‌বাণৈস্তে চ তংবিভিদুঃ শিতৈঃ
কস্যচিচ্চিচ্ছিদে বাহুমন্যস্য চ শিরোধরাম্।
হৃদি বিব্যাধ চৈবান্যমন্যং বক্ষস্যতাড়য়ৎ ॥ ৫
করং চিচ্ছেদ করিণস্তুরগস্য তথা শিরঃ।
তথান্যেষাং তথৈবাশ্বান্ রথস্থান্যস্য সারথিম্ ॥৬
বাণানাপততশ্চক্রে দ্বিধা বাণৈস্তথা দ্বিষাম্।
চিচ্ছেদান্যস্য খড়্গঞ্চ ধনুরন্যস্য লাঘবাৎ ॥ ৭
তস্যান্যেঽপহৃতে তেন ননাশান্যো নৃপাত্মজঃ।
অবীক্ষিতাহতশ্চান্যঃ পদাতিঃ প্রজহৌ রণম্ ॥৮
ইত্যাকুলীকৃতে তস্মিন্ সমগ্রে রাজমণ্ডলে।
তস্থুঃ সপ্তশতা বীরা মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৯
আভিজাত্য-বয়ঃ-শৌর্য্য-লজ্জাভারসমন্বিতাঃ।
নির্জ্জিতে সকলে সৈন্যে পলায়নপরায়ণে ॥ ১০
তৈঃ সমেত্য মহীপালৈঃ স তু পুত্রো মহীভৃতঃ
যুযুধে ধর্ম্মযুদ্ধেন তেন তেনাতিকোপিতঃ ॥ ১১
বিচ্ছিন্নযন্ত্রকবচান্ স তানপি মহাবলঃ।
কর্ত্তুং ব্যবস্থিতস্তে চ ততঃ ক্রুদ্ধা মহামুনে ॥১২
ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যুযুধুর্যুধ্যমানেন ধর্ম্মতঃ।
নরেন্দ্রপুত্রাঃ প্রস্বেদ-জলক্লিন্নাননাঃ সমম্ ॥১৩
বিব্যাধ কশ্চিদ্বাণৌঘৈঃ কশ্চিচ্চিচ্ছেদ কার্ম্মুকম্
ধ্বজমন্যাপরো বাণৈশ্ছিত্বা ভূমাবপাতয়ৎ ॥ ১৪

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তৎকালেও অবীক্ষিত কর্ত্তৃক বহুবার নিরাকৃত সেই রাজপুত্রগণ ও রাজসমূহ এইরূপে সংগ্রামে সুসজ্জিত হইলেন। হে মুনে! তখন বহুসংখ্যক সেই ভূপাল ও ভূপাল-পুত্রগণের সহিত একমাত্র অবীক্ষিতের সুদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই সমস্ত সুদুর্ম্মদ রাজগণ অসি, শক্তি, গদা ও বাণহস্তে তাঁহাকে আঘাত করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; অবীক্ষিতও একাকী তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অস্ত্রজ্ঞ বলবান্ নৃপনন্দন শত শত উগ্র শর দ্বারা তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহারা নিশিত শর সকল দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র অবীক্ষিত কাহারও বাহু ও কাহারও বা মস্তক ছেদন করিলেন, কাহারও হৃদয় বিদ্ধ করিলেন এবং কাহাকেও বা বক্ষে আঘাতিত করিলেন। তিনি হস্তিগণের শুণ্ড, অশ্বগণের মস্তক এবং কাহারও রথের অশ্ব ও কাহারও সারথিকে ছেদন করিলেন। ১—৬। শত্রুদিগের আগতপ্রায় বাণ সকলকে স্বীয় বাণসমূহ দ্বারা অর্দ্ধপথেই দ্বিখণ্ড করিতে লাগিলেন এবং হস্তলাঘববশতঃ কাহারও খড়্গ, কাহারও বা ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অবীক্ষিত কোন রাজপুত্রের বর্ম্ম ছেদন করিলে সে বিনাশ প্রাপ্ত হইল এবং কোন পদাতিক আহত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিল। এইরূপে তিনি সমগ্র রাজমণ্ডলকে আকুলিত করিলে এবং নির্জ্জিত সৈন্যসমূহ পলায়নতৎপর হইলে সপ্তশত মাত্র বীর স্বীয় কৌলিন্য, বয়স ও শৌর্য্য ভাবিয়া লজ্জাভরে মৃত্যু উপেক্ষাপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র অতিমাত্র কুপিত হইয়া তাঁহাদিগের সমীপে আগমনপূর্ব্বক যথাবিহিত ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা সেই সমস্ত মহীপালের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! মহাবল অবীক্ষিত তাঁহাদিগের অস্ত্র-কবচাদি বিচ্ছিন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে স্বেদাক্তবদন নরেন্দ্র-পুত্রগণ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই ধর্ম্মযোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কেহ বাণ-সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল, কেহ কার্ম্মুক ছেদন করিল,

জঘ্নুরন্যে তথৈবাশ্বান্ বভঞ্জুশ্চাপরে রথম্।
গদাপাতেনাথ বান্যে বাণৈঃ পৃষ্ঠমতাড়য়ন ॥ ১৫
ছিন্নে ধনুষি সক্রোধঃ স তদা নৃপতেঃ সুতঃ।
জগ্রাহাসিং তথা চর্ম্ম তদপ্যন্যোঽছিনত্তয়ৎ ॥ ১৬
ছিন্নাসিচর্ম্মা জগ্রাহ স গদাং গদিনাং বরঃ।
তামপ্যন্যঃ ক্ষুরপ্রেণ চিচ্ছেদ কৃতহস্তবৎ ॥ ১৭
অন্যে শরসহস্রেণ শতেনান্যে নরাধিপাঃ।
বিভিদুঃ কোষ্ঠকাকৃত্য ধর্ম্মযুদ্ধপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১৮
স বিহ্বলঃ পপাতোর্ব্ব্যামেকো বহুভিরর্দ্দিতঃ।
রাজপুত্রা মহাভাগা ববন্ধুস্তে চ তং ততঃ ॥ ১৯
তমধর্ম্মেণ তে সর্ব্বে গৃহীত্বা নৃপতেঃ সুতম্।
বিশালেন সমং রাজ্ঞা বৈদিশং বিবিশুঃ পুরম্
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতা বদ্ধং তমাদায় নৃপাত্মজম্।
স্বয়ংবরা চ সা কন্যা ন্যস্তা তেন ততঃ পুরঃ ॥২১

পুনঃপুনশ্চ পিত্রোক্তা তথাপি চ পুরোধসা।
আলম্ব্যতামিতি বরো যস্তে রাজসু রোচতে।
যদা সা মানিনী কঞ্চিন্ন জগ্রাহ বরং মুনে।
তদা পপ্রচ্ছ দৈবজ্ঞং বিবাহার্থং নরেশ্বরঃ ॥ ২৩
বিশিষ্টতরমেতস্যা বিবাহায় দিনং বদ।
অদ্যৈতদীদৃক্ং সঞ্জাতং যুদ্ধং বিঘ্নোপপাদকম্

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি পৃষ্টো নরেন্দ্রেণ স দৈবজ্ঞো বিমৃষ্য তৎ
দুর্ম্মনাঃ প্রাহ বিজ্ঞাত-পরমার্থো মহীপতিম্ ॥২৫
ভবিষ্যন্ত্যপরাণীহ দিনানি পৃথিবীপতে।
প্রশস্তলগ্নযুক্তানি শোভনান্যচিরেণ চ ॥ ২৬
করিষ্যতি বিবাহার্থং তেষু প্রাপ্তেষু মানদ।
অলমেতেন যত্রায়ং মহাবিঘ্ন উপস্থিতঃ ॥ ২৭

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽবীক্ষিত-
চরিতে ত্রয়োবিংশত্যধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৩ ॥

অপর কেহ বা ধ্বজ ছেদন করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিল। ৭—১৪। কেহ অশ্বগণকে হনন, কেহ গদাঘাতে রথভঙ্গ এবং কেহ বা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ শরাঘাতে তাড়িত করিতে লাগিল। ধনুক ছিন্ন হইলে নৃপতিনন্দন সক্রোধে অসিচর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; কোন বীর তাহাও ছিন্ন করিয়া দিলেন। অসিচর্ম্ম ছিন্ন হইলে গদাযুদ্ধ-কুশল অবীক্ষিত গদা গ্রহণ করিলেন; লঘুহস্ত অপর বীর ক্ষুরপ্র-বাণ দ্বারা তাহাও ছেদন করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মযুদ্ধ-পরাঙ্মুখ নরপতিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তন্মধ্যে কতকগুলি সহস্র বাণ দ্বারা, অপর কতকগুলি শত বাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। একাকী রাজকুমার বহুজন কর্ত্তৃক এইরূপে অর্দ্দিত হওয়ায় বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন; তখন মহাভাগ রাজপুত্রগণ তাঁহাকে বন্ধন করিলেন। সমগ্র মহীপাল তাঁহাকে অধর্ম্ম যুদ্ধে গ্রহণ করিয়া বিশাল-রাজসহ বৈদিশপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৫—২০। সেই রাজপুত্রকে বন্ধনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সকলেই হৃষ্ট ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর সেই স্বয়ম্বরা কন্যা ও রাজপুত্রকে তাঁহারা বিশাল নরপতির সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তৎপরে হে মুনে! "এই রাজগণ মধ্যে যাঁহাকে অভিলাষ হয়, তাঁহাকেই বরণ কর" তাঁহার পিতা ও পুরোহিত পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিলেও সেই কন্যা যখন কাহাকেও বররূপে গ্রহণ করিলেন না, তখন নরেশ্বর দৈবজ্ঞদিগকে বিবাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ ত এইরূপ বিঘ্নোৎপাদক যুদ্ধ সংঘটিত হইল, অতএব ইহার বিবাহের আর একটী বিশিষ্ট দিন বলুন।" মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নরেন্দ্র কর্ত্তৃক দৈবজ্ঞ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং বিজ্ঞাতবৃত্তান্ত হইয়া দুঃখিত-চিত্তে মহীপতিকে বলিলেন,—হে পৃথিবীপতে! এই বিবাহের প্রশস্ত লগ্নযুক্ত অপর সুন্দর দিন সকল শীঘ্রই উপস্থিত হইবে, হে মানদ! সেই দিন সকল উপস্থিত হইলেই বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন; আর বিবাহে আব-

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ শুশ্রাব তং বদ্ধং তনয়ং স করন্ধমঃ।
তস্য পত্নী তথা বীরা অন্যে চাপি মহীভৃতঃ॥১
তমধর্ম্মেণ তনয়ং বদ্ধং শ্রুত্বা মহীপতিঃ।
সমস্তৈঃ পৃথিবীপালৈশ্চিরং দধ্যৌ মহামুনে॥২
কেচিদূচুর্মহীপালা বধ্যাঃ সর্ব্বে মহীভৃতঃ।
যৈরেকঃ সংযুগে বদ্ধঃ সমস্তৈস্তৈরধর্ম্মতঃ॥৩
যুজ্যতাং বাহিনী শীঘ্রমূচুরন্যে কিমাস্যতে।
বিশালো বধ্যতাং দুষ্টস্তত্র যেঽন্যে সমাগতাঃ॥
অন্যে তথোচুর্ধর্ম্মোঽত্র ত্যক্তঃ পূর্ব্বং মহীক্ষিতঃ
অকামেন বলাদ্যেন গৃহীতা তমবাঞ্ছতী॥৫
স্বয়ংবরেষ্বশেষেষু তেন রাজসুতাস্তদা।
ধর্ষীকৃতাস্ততঃ সর্ব্বৈ সমেতৈঃ স বশীকৃতঃ॥৬
তেষামেতদ্বচঃ শ্রুত্বা বীরা বীরপ্রজাবতী।
বীরগোত্রসমুদ্ভূতা বীরপত্নী প্রহর্ষিতা।
উবাচ ভর্ত্তুঃ প্রত্যক্ষমন্যেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্॥৭
ভদ্রং কৃতং ভবদ্ভূপা মম পুত্রেণ পার্থিবাঃ।
গৃহীতা যদ্বলাৎ কন্যা জিত্বা সর্ব্বমহীক্ষিতঃ॥৮
তদর্থং যুধ্যমানোঽয়ং যুদ্ধ একো ন ধর্ষিতঃ।
তদপাস্যং সুতস্যাজৌ মন্যে নাপচয়প্রদম্॥৯
এতদেব হি পৌরুষ্যং যদধর্ম্মবশানুগঃ।
নীতিং ন গণয়ত্যেবং জিঘাংসুরিব কেশরী॥
স্বয়ংবরায় বিন্যস্তা মম পুত্রেণ কন্যকাঃ।
বহ্বেয়া গৃহীতা ভূপানাং পশ্যতামভিমানিনাম্॥
ক ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম ক যাচ্ঞা হীনসেবিতা।
বলাদেব সমাদত্তে ক্ষত্রিয়ো বলিনাং পুরঃ॥১২

শুক নাই; যেহেতু অদ্য এইরূপ মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। ২১—২৭।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহারাজ করন্ধম তৎপত্নী বীরা ও অন্যান্য মহীপালগণ রাজপুত্রের বন্ধনসংবাদ শ্রবণ করিলেন; হে মহামুনে! তাঁহাকে অধর্ম্মযুদ্ধে বদ্ধ করিয়াছে শুনিয়া রাজা অপরাপর সামন্ত রাজগণসহ বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, যাহারা বহুজন-সমবেত হইয়া একমাত্র বীরকে অধর্ম্মযুদ্ধে বদ্ধ করিয়াছে, সেই রাজগণ সকলেই বধ্য। কেহ বলিলেন, এখনও কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? শীঘ্র সৈন্য সজ্জিত করুন; বিশালরাজ এবং তত্রত্য সমাগত রাজগণকে বন্ধন করুন; অপর কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে রাজপুত্রই অনভিলাষিণী কন্যাকে অন্যায়রূপে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, আর তিনি সকল স্বয়ম্বরেই এইরূপে রাজপুত্রগণকে শক্ত করিয়া তুলিয়াছেন, সুতরাং তাহারা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে বদ্ধ করিয়াছে। ১—৬। বীরবংশীয়া, বীরপত্নী, বীরপ্রসূ বীরা তাঁহাদিগের বাক্যাবলী শ্রবণের পর হৃষ্টান্তঃকরণে স্বামী ও অন্যান্য রাজগণসমক্ষে বলিতে লাগিলেন, হে পার্থিবগণ! সমগ্র মহীপতিকে পরাজিত করিয়া আমার কল্যাণাস্পদ পুত্র যে বলপ্রয়োগদ্বারা কন্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা উত্তমই করিয়াছে। তজ্জন্য যুদ্ধে একাকী মদ্‌ পুত্রের সহিত নরপতিগণ অধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছে; তাহাও আমি বোধ করি, আমার পুত্রের কোনই হানিকারক হয় নাই। জিঘাংসু কেশরীর ন্যায় অধর্ম্মবশে মনুষ্যের নীতিকে যে এইরূপ গণ্য না করা, তাহাই পুরুষকার। বহু বহু সমাগত রাজগণ সমক্ষে বলপ্রয়োগ দ্বারা আমার পুত্র স্বয়ম্বর-স্থল বহু কন্যা গ্রহণ করিয়াছে। কোথায় ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ এবং কোথায় বা হীনজনসেবিত যাচ্ঞা কার্য্য। এতদুভয়ে বিস্তর অন্তর। সুতরাং ক্ষত্রিয়গণ বলিজনের সমক্ষে বলপ্রকাশ করিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক

লোহশৃঙ্খলবদ্ধা বা ন বশং যান্তি কাতরাঃ।
প্রসহ্যকারিণো যান্তি রাজানো ধর্ম্মশালিনঃ॥১৩
তদলং দৌর্ম্মনস্যেন শ্লাঘ্যমেবাস্য বন্ধনম্‌।
যুদ্ধাভ্যুপায়ধানানাঞ্চ মূর্দ্ধসু পাতনম্‌॥১৪
হৃত্বৈব পৃথিবীশানাং পৃথ্বীপুত্ত্রাদিকং বসু।
ভার্য্যা চার্য্যনিমিত্তানি ততো যাতানি গৌরবম্‌
তৎ ক্রিয়তাং রণায়াশু স্যন্দনান্যধিরোহত।
সজ্জীকুরুত নাগাশ্বমচিরেণ সসারথিম্‌॥১৬
মন্যধ্বং কিং মহীপালৈর্ব্বহুভিঃ সহ বিগ্রহম্‌।
প্রভূতা এব তোষায় শূরস্যাল্পরণে ক্রিয়াঃ॥১৭
কস্য নাল্পেষু সামর্থ্যং নরেন্দ্রাদিষু জায়তে।
যেভ্যো ন বিদ্যতে ভীতিঃ কাতরস্যাপি শত্রুষু
ব্যাপ্তলোকান্‌ সমস্তান্‌ যো হৃভিভূয় যতো নরঃ
ব্যরোচতেহতি শূরঃ স তমাংসীব দিবাকরঃ।
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্থমুদ্ধর্ষিতো রাজানয়া পত্ন্যা করন্ধমঃ।
চকার স বলোদ্‌যোগং হন্তুং পুত্রাহিতান্‌ মুনে
ততস্তস্য সমং ভূপৈবিশালেন চ সঙ্গরঃ।
বভূব বদ্ধপুত্রস্য তৈরশেষৈর্ম্মহামুনে॥২১
দিনত্রয়মভূদ্‌যুদ্ধং তেন রাজ্ঞা সমং তদা।
করন্ধমেন ভূপানাং বিশালস্যানুবর্ত্তিনাম্‌॥২২
যদা পরাজয়প্রায়ং তৎ সর্ব্বং ভূপমণ্ডলম্‌।
তদা বিশালোঽর্ঘ্যকরঃ করন্ধমমুপাস্থিতঃ॥২৩
করন্ধমোঽপি সম্প্রীত্যা তেন রাজ্ঞাভিপূজিতঃ
বিমুক্তে তনয়ে তত্র নিশাং তাং সুখমাবসৎ॥
তাঞ্চ কন্যামুপাদায় বিশালে সমুপস্থিতে।
অবীক্ষিৎ প্রাহ বিপ্রর্ষে বিবাহার্থং পিতুঃ পুরঃ

নরপতিগণ কাহারও নিকট লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াও কাতরভাবে বশ্যতা স্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু অগ্রে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া পরে অনায়াসে বশ্যতা স্বীকার করিতে পারেন; অতএব এজন্য দৌর্ম্মনস্য অবলম্বন অনাবশ্যক; যেহেতু পুত্রের এই বন্ধন বিশেষ শ্লাঘার বিষয় বিবেচনা করি এবং এই জন্য আপনাদিগের মস্তকে অস্ত্রাঘাত হইলে তাহাও শ্লাঘনীয়। ৮—১৪। নৃপতিগণ পৃথিবী, পুত্রাদি, ধন ও ভার্য্যা প্রভৃতি সজ্জনের নিকট হইতে হরণ করিয়াই সঞ্চয় করিয়া থাকেন এবং তাহাই তাঁহাদিগের গৌরবের কারণ হইয়া থাকে। অতএব আপনারা যুদ্ধের জন্য ত্বরা অবলম্বন করুন; সত্বর রথারোহণে এবং সারথি সহ হস্তী ও অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া লউন। বহুসংখ্যক মহীপাল সহ একজনের যুদ্ধ আপনারা কিরূপ ভাবিতেছেন? শূরজন অল্প যুদ্ধেই প্রভূত ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া পরিতোষ লাভ করেন। অল্পসংখ্যক নরেন্দ্রাদি শত্রুসমূহ এবং যাহাদিগের নিকট ভয়ের সম্ভাবনা নাই, এতাদৃশ কাতর শত্রু সকলের উপর কাহার না সামর্থ্য প্রকাশে অভিলাষ হয়? সূর্য্য যেরূপ দিগন্তব্যাপ্ত তমোরাশি বিনাশ করেন, সেইরূপ যে শূর বলবীর্য্যাদি দ্বারা ভুবনব্যাপী সমস্ত শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া বিরাজ করেন, তিনিই প্রকৃত শূর। ১৫—১৯। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনে! রাজা করন্ধম এইরূপে পত্নী কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া পুত্র-শত্রুদিগের বিনাশের জন্য সৈন্যসজ্জা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্র বদ্ধ থাকিতে থাকিতেই বিশালরাজ ও অপরাপর ভূপালগণসহ করন্ধমের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালে বিশালরাজের অনুগমনকারী রাজবৃন্দের সহিত রাজা করন্ধমের তিন দিন যুদ্ধ হওয়ার পর যখন সেই সমস্ত বিশালরাজানুগামী ভূপমণ্ডলী পরাজিতপ্রায় হইয়া উঠিলেন, তখন বিশাল তাঁহার উপাসনার্থ অর্ঘ্যহস্তে করন্ধম-সমীপে উপস্থিত হইলেন। করন্ধমও রাজকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া পুত্রের বন্ধন মোচনাবসানে প্রীতিপূর্ব্বক সে রাত্রি তথায় সুখে অতিবাহিত করিলেন। ২০—২৪। হে বিপ্রর্ষে! তৎপরে বিশালরাজ, কন্যাকে লইয়া বিবাহদানার্থ তথায় উপস্থিত হইলে অবীক্ষিত পিতৃসন্নিধানে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে নৃপ! যে কন্যার সমক্ষে আমি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি, তাহাকে ত কখনই গ্রহণ করিতে

নাহমেতাং গ্রহীষ্যামি ন চান্যাং যোষিতং নৃপ
পরৈর্যস্তা নিরীকৃত্যাঃ সংগ্রামেঽহং পরাজিতঃ
অন্যস্মৈ সম্প্রযচ্ছেমামিয়ঞ্চান্যং বৃণোতু তম্।
অখণ্ডিতযশো বীর্য্যো যঃ পরৈর্নাপমানিতঃ ॥২৭
পরৈঃ পরাজিতোঽহং যৎ কাতরেয়ং যথাবলা
কিমত্র মাত্তুষত্বং মে ন তস্যা মম চান্তরম্॥ ২৮
স্বতন্ত্রতা মনুষ্যাণাং পরতন্ত্রা সদাবলা।
নরোঽপি পরতন্ত্রো যস্তস্য কীদৃঙ্মনুষ্যতা ॥২৯
যোঽহমস্যা মুখং ভূয়ো ইষ্টং দর্শয়িতা কথম্।
সোঽহমস্যাঃ পুরো ভূয়ো পরৈর্ভূপৈঃ খিলীকৃতঃ
ইত্যুক্তে তেন তনয়ামুবাচ জগতীপতিঃ।
শ্রুতং তে বচনং বৎসে বদতোঽস্য মহাত্মনঃ॥
বরয়ান্যং পতিং তত্র মনস্তে রমতে শুভে।
বয়ং বা সম্প্রযচ্ছামো যস্মিংস্তস্মিংস্তবাদৃতাঃ।

এতয়োঃ হ্যেকমাতিষ্ঠ মার্গয়োঃ রুচিরাননে॥ ৩২

কন্যোবাচ।

পরাজিতোঽয়ং বহুভির্ন সম্যক্ সম্যগাচরন্।
সংগ্রামে যদ্যশোবীর্য্য-হানিকারিণি পার্থিব ॥৩৩
একো বহূনাং যুদ্ধায় গতানামিব কেশরী।
যৎ সংস্থিতঃ পরং শৌর্য্যং তেনাস্য প্রকটীকৃতম্
ন কেবলময়ং তস্থৌ যুদ্ধে তেঽপ্যখিলা জিতাঃ
বহুশোঽনেন যৎ তেন বিক্রমোঽপি প্রকাশিতঃ
শৌর্য্যবিক্রমসংযুক্তমিমং সর্ব্বমহীক্ষিতঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধমধর্ম্মেণ জিতবন্তোঽত্র কা ত্রপা॥ ৩৬
ন চাপি রূপমাত্রেঽহং লোভমস্য গতা পিতঃ।
শৌর্য্য-বিক্রম-ধৈর্য্যাণি হরন্ত্যস্য মনো মম ॥৩৭
তৎ কিমুক্তেন বহুনা যাচ্যতাং মৎকৃতে নৃপঃ।
ত্বয়া মহানুভাবোঽয়ং নান্যো মে ভবিতা পতিঃ

পারি না; এবং অন্য কোনও কামিনীকেও আমি গ্রহণ করিব না; অতএব যিনি কখন শত্রুর নিকট অপমানিত হন নাই, তাদৃশ অখণ্ডিত-যশোবীর্য্য অন্য কোন ব্যক্তিকে আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন এবং এই কন্যাও সেই ব্যক্তিকেই বরণ করুন। কাতরা অবলার ন্যায় আমি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি, অতএব আমার মনুষ্যত্ব কি? সুতরাং এই কন্যায় ও আমায় কোন প্রভেদ নাই। স্বাধীনতা পুরুষেরই চিরায়ত্ত এবং ললনাগণই সর্ব্বদা পরাধীনা; অতএব পুরুষ হইয়াও যে ব্যক্তি পরাধীন হয়, তাহার মনুষ্যতা কিরূপ? যাহার সম্মুখে আমি ভূপালগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি, তাহাকে আমার এই পূর্ব্বদৃষ্ট মুখ কিরূপে দেখাইব? ২৫—৩০। জগতীপতি বিশাল, রাজপুত্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কন্যাকে বলিলেন, বৎসে! এই মহাত্মা যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে। এখন কল্যাণি! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে স্বয়ং অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ কর, অথবা তোমার প্রতি অপরিসীম স্নেহবশতঃ আমরা যাহাকে মনোনীত করি, তাহাকেই সম্প্রদান করিব; হে রুচিরাননে! এই উভয় কর্ত্তব্য মধ্যে একটী অবলম্বন কর। কন্যা বলিলেন,—হে পার্থিব! এই রাজকুমার ধর্ম্মপথে থাকিয়া বহুজনসহ সংগ্রাম করিয়াও যশোবীর্য্যহানিকারক যুদ্ধে সম্যক্ পরাজিত হন নাই। যুদ্ধার্থ সমাগত বহু রাজগণের মধ্যে ইনি যে কেশরীর ন্যায় একাকী যুদ্ধার্থ অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই ইঁহার বিশেষ শৌর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল যে যুদ্ধস্থলে অবস্থিতই ছিলেন, তাহা নহে; এই নিখিল নৃপতিমণ্ডলকে বহুবার পরাজয় করিয়া যথেষ্ট বিক্রমও প্রকাশ করিয়াছিলেন। শৌর্য্য-বিক্রমশালী ধর্ম্মযুদ্ধকারী এই কুমারকে বহুসংখ্যক নৃপতিবৃন্দ অধর্ম্ম ব্যবহারে যে পরাজিত করিয়াছেন, তাহাতে আর লজ্জার বিষয় কি? ৩১—৩৬। হে পিতঃ! আমি ইঁহার কেবল রূপ মাত্র দর্শনে লোভ করিতেছি না, প্রত্যুত ইঁহার শৌর্য্য, বিক্রম ও ধৈর্য্য আমার মনোহরণ করিতেছে। অতএব অধিক আর কি বলিব? হে নৃপ! আপনি আমার জন্য এই মহানুভবকেই অনুরোধ করুন; ইনি ভিন্ন অন্যে আমার পতি হইবে না। বিশাল

বিশাল উবাচ।
রাজপুত্র সুতা প্রাহ যমৈতচ্ছোভনং বচঃ।
এবকৈবং ত্বয়া তুল্যঃ কুমারো ন মহীতলে ॥৩৯
অবিসংবাদি তে শৌর্য্যমতীব চ পরাক্রমঃ।
পাবয়াস্মৎকুলং বীর দুহিতুর্মে পরিগ্রহাৎ ॥ ৪০
রাজপুত্র উবাচ।
নাহমেতাং গ্রহীষ্যামি ন চান্যাং যোষিতং নৃপ
আত্মৈব হি মে বুদ্ধিঃ স্ত্রীময়ী মনুজেশ্বর ॥৪১
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ করন্ধমঃ প্রাহ পুত্রেরং গৃহ্যতাং ত্বয়া।
বিশালতনয়া সুভ্রূস্ত্বয়ি হার্দ্দবতী দৃঢ়ম্ ॥ ৪২
রাজপুত্র উবাচ।
নাজ্ঞাভঙ্গঃ কদাচিৎ তে কৃতপূর্ব্বো ময়া প্রভো
তথাজ্ঞাপয় মাং তাত যথাজ্ঞাং করবাণি তে ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
অত্যন্তমিশ্চিতমতৌ তস্মিন্ রাজসুতে সুতাম্
তামুবাচ বিশালোহপি ব্যাকুলীকৃতমানসঃ ॥৪৪
নিবর্ত্ত্যতাং মনঃ পুত্রি এতস্মাচ্চ প্রয়োজনাৎ।
অন্যং বরয় ভর্ত্তারং সন্ত্যনেকে নৃপাত্মজাঃ ॥
কন্যোবাচ।
বরং বৃণোম্যহং তাত মামেব যদি নেচ্ছতি।
তপসোহন্যো ন মে ভর্ত্তা জন্মন্যস্মিন্ ভবিষ্যতি
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ করন্ধমো রাজা বিশালেন সমং মুদা।
স্থিত্বা দিনত্রয়ং তত্র নিজমভ্যাযযৌ পুরম্ ॥৪৭
অবীক্ষিতোহপি তেনৈব পিত্রান্যৈশ্চ নরাধিপৈঃ
নিদর্শনৈঃ পুরাবৃত্তৈঃ সান্ত্বিতোহভ্যাগমৎ পুরম্
সাপি কন্যা বনং গত্বা নিস্পৃষ্টা নিজবান্ধবৈঃ।
তপস্তেপে নিরাহারা বৈরাগ্যং পরমাস্থিতা ॥৪৯
নিরাহারা যদা সা তু মাসত্রয়মবস্থিতা।
সম্প্রাপ পরমামার্ত্তিং কৃশা ধমনিসন্ততা ॥ ৫০
মন্দোৎসাহাতিতন্বঙ্গী মুমূর্ষুরপি বালিকা।

বলিলেন, রাজপুত্র! আমার কন্যা যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। তোমার ন্যায় কুমার পৃথিবীমধ্যে আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমার শৌর্য্য অপ্রতিহত, পরাক্রম প্রভূত; হে ধীর! তুমিই আমার এই কন্যাকে পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগের কুল পবিত্র কর। ৩৯—৪০। রাজপুত্র বলিলেন, হে নৃপ! আমি ইহাকে বা অপর কোন কামিনীকেই গ্রহণ করিব না; হে মনুজেশ্বর! আমি আপনাকেই আপনি অবলা বলিয়া মনে করিতেছি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তখন করন্ধমও পুত্রকে বলিতে লাগিলেন, হে পুত্র! এই কন্যাকে তুমি গ্রহণ কর; যেহেতু এই সুভ্রূ বিশালতনয়া তোমার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগিণী হইয়াছেন। রাজপুত্র বলিলেন,—হে প্রভো! আমি পূর্ব্বে কখনই আপনার আজ্ঞা ভঙ্গ (অপালন) করি নাই, হে তাত! এখনও আমায় আপনি সেইরূপ আদেশ করুন, যাহা আমি প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইব। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, রাজা বিশাল রাজপুত্রকে এইরূপ স্থিরনিশ্চয়-মতি জানিতে পারিয়া ব্যাকুল-চিত্তে কন্যাকে বলিলেন, পুত্রি! ইহাঁ হইতে মন নিবর্ত্তিত কর; অনেক রাজপুত্র রহিয়াছেন, তন্মধ্যে অপর কাহাকেও পতিত্বে বরণ কর। ৪১—৪৫। কন্যা বলিলেন, হে তাত! যদি এই রাজপুত্র আমায় অভিলাষ না করেন, তবে আমি এই প্রার্থনা করি যে, তপস্যা ব্যতিরেকে এ জন্মে আমার অন্য পতি হইবে না। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর করন্ধম বিশালরাজ সহ হৃষ্টচিত্তে দিনত্রয় তথায় অতিবাহিত করিয়া স্বীয় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। পিতা এবং অপরাপর রাজগণ বহু বহু প্রাচীন দৃষ্টান্ত দ্বারা সান্ত্বনা করিলে অবীক্ষিতও রাজধানীতে গমন করিলেন। আর সেই বিশালরাজকন্যাও আত্মীয়গণ-সকাশে বিদায় গ্রহণ করিয়া বনগমনপূর্ব্বক পরম বৈরাগ্যসহকারে নিরাহারে তপস্যা করিতে লাগিলেন! এইরূপে নিরাহারে মাস-ত্রয় অতিবাহিত হইলে, তিনি ধমনীব্যাপ্ত-দেহা কৃশা হইয়া, নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তখন সেই অতি কৃশাঙ্গী মুমূর্ষু বালিকা রাজ-

দেহত্যাগায় সা চক্রে তদা বুদ্ধিং নৃপাত্মজা ॥৫১
আত্মত্যাগায় তাং জ্ঞাত্বা কৃতবুদ্ধিং সুরাস্ততঃ।
সমেত্য প্রেষয়ামাসুর্দেবদূতং তদন্তিকম্ ॥ ৫২
সমুপেত্য স তাং প্রাহ দূতোঽহং পার্থিবাত্মজে
প্রেষিতস্ত্রিদশৈস্তভ্যং যৎকার্য্যং তন্নিশাময় ॥৫৩
ন ভবত্যা পরিত্যাজ্যং শরীরমতিদুর্লভম্।
ত্বং ভবিষ্যসি কল্যাণি জননী চক্রবর্ত্তিনঃ ॥ ৫৪
পুত্রেণ চ মহাভাগে ভোক্তব্যা নিহতারিণা।
অব্যাহতাজ্ঞেন চিরং সপ্তদ্বীপবতী মহী ॥ ৫৫
হন্তব্যস্তেন তরুজিদ্দেবানাং পুরতো রিপুঃ।
অয়ঃশঙ্কুস্তথা ক্রূরো ধর্ম্মে স্থাপ্যাস্ততঃ প্রজাঃ
পরিপালনীয়মখিলং চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বধর্ম্মতঃ।
হন্তব্যা দস্যবো ম্লেচ্ছা যে চান্যে দুষ্টচেষ্টিতাঃ ॥
যষ্টব্যং বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।
বাজিমেধাদিভির্ভদ্রে ষট্সহস্রৈশ্চ সংখ্যয়া ॥ ৫৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তং দৃষ্ট্বা সান্তরীক্ষস্থং দিব্যস্রগনুলেপনম্।
দেবদূতমুবাচেদং রাজপুত্রী ততো মৃদু ॥ ৫৯
সত্যং ত্বমাগতঃ স্বর্গাদ্দেবদূতো ন সংশয়ঃ।
কিন্তু ভর্ত্রা বিনা পুত্রঃ স কথং মে ভবিষ্যতি ॥
অবীক্ষিতমৃতে ভর্ত্তা মম নান্যোঽত্র জন্মনি।
ভবিতেতি প্রতিজ্ঞাতং ময়ৈতৎ সন্নিধৌ পিতুঃ
স চ নেচ্ছতি মাং প্রোক্তো মৎপিত্রা জনকেন চ
করন্ধমেনাথ সম্যগ্গুর্ব্বাচিতশ্চ ময়া তথা ॥ ৬২

দেবদূত উবাচ।
কিমনেন মহাভাগে বহুনোক্তেন তে সুতঃ।
সমুৎপৎস্যতি মা ত্যাক্ষীস্ত্বমাত্মানমধর্ম্মতঃ ॥ ৬৩
অত্রৈব কাননে তিষ্ঠ তনুং ক্ষীণাঞ্চ পোষয়।
তপঃপ্রভাবাদেতৎ তে সর্ব্বং সাধু ভবিষ্যতি ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা দেবদূতোঽসৌ যথাগতমগচ্ছত।
চকারানুদিনং সুভ্রূঃ সাপ্যাত্মতনুপোষণম্ ॥৬৫

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽবীক্ষিতচরিতে
চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪ ॥

কন্যা মন্দোৎসাহ হইয়া প্রাণত্যাগের জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন। এদিকে তাঁহাকে প্রাণত্যাগে স্থিরনিশ্চয় জানিয়া দেবতাগণ মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট দেবদূতকে প্রেরণ করিলেন। ৪৬—৫২। দূত উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে নৃপাত্মজে! আমি দেবগণ-প্রেরিত দূত। যে কার্য্যজন্য দেবগণ আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। এই দুর্লভ শরীর তুমি পরিত্যাগ করিও না; হে কল্যাণি! তুমি চক্রবর্ত্তী রাজার জননী হইবে। হে মহাভাগে! তোমার পুত্র অরিকুল বিনাশ করিয়া অপ্রতিহত-প্রভাবে বহুকাল এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করিবেন; দেবশত্রু তরুজিৎ ও ক্রূর অয়ঃশঙ্কু, দেবগণের সমক্ষে তৎকর্ত্তৃক বিনাশিত হইবে; তিনি প্রজাদিগকে ধর্ম্মাচরণে স্থাপন করিবেন; সমগ্র চাতুর্ব্বর্ণ্যকেই যথাধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন; ম্লেচ্ছ, দস্যু প্রভৃতি দুরাচারগণ তৎকর্ত্তৃক বিনাশিত হইবে এবং হে ভদ্রে! তিনি বিপুল দক্ষিণাপূর্ণ অশ্বমেধাদি বহুবিধ ছয়সহস্র সংখ্যক যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিবেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর দিব্য-মাল্যানুলেপনধারী অন্তরীক্ষস্থ সেই দেবদূতকে অবলোকন করিয়া রাজপুত্রী মৃদুস্বরে বলিলেন, আপনি সত্যই স্বর্গ হইতে দেবদূত আগমন করিয়াছেন, তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু ভর্ত্তা ব্যতিরেকে কিরূপে আমার পুত্র হইবে? অবীক্ষিত ভিন্ন অপর কেহ আমার এজন্মে ভর্ত্তা হইবে না, আমি পিতার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু অবীক্ষিতও আমার পিতার, তাহার পিতার এবং আমার অনুরোধেও আমাকে অভিলাষ করেন না। দেবদূত বলিলেন, হে মহাভাগে! অধিক বাক্যের প্রয়োজন নাই, নিশ্চয়ই তোমার পুত্র জন্মিবে, অতএব আত্মহত্যারূপ অধর্ম্মাচরণ করিও না। এই কাননে থাকিয়াই ক্ষীণ তনু পোষণ কর; তপস্যাপ্রভাবে অবশ্যই তোমার সকল মঙ্গল সংঘটিত হইবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, দেবদূত এই

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ সাবীক্ষিতো মাতা বীরা বীরপ্রজাবতী।
পুণ্যেঽহনি সমাহূয় প্রাহ পুত্রমবীক্ষিতম্॥ ১
পুত্রাহমভ্যনুজ্ঞাতা তব পিত্রা মহাত্মনা।
উপবাসং করিষ্যামি দুষ্করোঽয়ং কিমিচ্ছকঃ॥২
স চায়ত্তস্তব পিতুস্ত্বয়া সাধ্যো ময়াপি চ।
প্রতিজ্ঞাতে ত্বয়া পুত্র ততস্তত্র যতাম্যহম্॥ ৩
দ্রব্যস্যার্দ্ধং মহাকোষাৎ তব দাস্যাম্যহং পিতুঃ
ধনং তে পিতুরায়ত্তমনুজ্ঞাতাস্মি তেন চ॥ ৪
ক্লেশসাধ্যো মদায়ত্তঃ স হি শ্রেয়ো ভবিষ্যতি।
সাধ্যো ভবেদ্বা যদি তে কশ্চিদ্বলপরাক্রমে॥৫
স তেঽসাধ্যো হ্যন্যথা বা দুঃখসাধ্যো ভবিষ্যতি

বলিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং শুভ্র রাজকন্যাও প্রত্যহ শরীর পোষণ করিতে লাগিলেন। ৫৩—৬৫।

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥১২৪॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, একদা পুণ্যদিবসে অবীক্ষিতের মাতা বীরপ্রসূ বীরা অবীক্ষিতকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, পুত্র! আমি কিমিচ্ছক নামক উপবাসপর একটী দুষ্কর ব্রত করিব, তোমার মহাত্মা পিতাও তাহাতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। সেই ব্রত তোমার পিতা, তুমি ও আমি এই তিন জনের আয়ত্ত; অতএব পুত্র! তুমি তাহাতে অঙ্গীকার করিলেই আমি ব্রতকার্য্যে যত্নবতী হইতে পারি। তোমার পিতার রাজকোষ হইতে অর্দ্ধেক দ্রব্য দান করিব, সুতরাং ধন তোমার পিতার আয়ত্ত, কিন্তু তাঁহার নিকট অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্লেশসাধ্য বিষয় আমার আয়ত্ত, অহা আমা দ্বারা উত্তমরূপে সম্পন্নও হইবে। আর যাহা কিছু বল ও পরাক্রম-সাধ্য তাহা তোমার আয়ত্ত, উহা

তৎ ত্বং প্রতিজ্ঞাং কুরুষে যদি পুত্রাত্র চৈব তে
তদেতদহমাবাপ্স্যে কথ্যতাং যন্মতং তব॥ ৬

অবীক্ষিত উবাচ।

বিত্তং মে পিতুরায়ত্তং মৎস্বামিত্বং ন তত্র বৈ।
যন্মচ্ছরীরনিষ্পাদ্যং তৎ করিষ্যে যথোদিতম্॥
কিমিচ্ছকং ব্রতং মাতর্নিশ্চিন্তা ভব নির্ব্যথা।
রাজ্ঞা পিত্রাভ্যনুজ্ঞাতং যদি বিত্তেশ্বরেণ মে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ সা রাজমহিষী তদ্ব্রতং সমুপোষিতা।
যথোক্তাং সাকরোৎ পূজাং রাজরাজস্য সংযতা
নিধীনামপ্যশেষাণাং নিধিপালগণস্য চ।
লক্ষ্ম্যাশ্চ পরয়া ভক্ত্যা যতবাক্কায়মানসা॥ ১০
বিবিক্তে তু গৃহস্থোঽয়মথ রাজা করন্ধমঃ।
আসীন উক্তঃ সচিবৈর্নীতিশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥১১

সচিবা উচুঃ।

রাজন্ বয়ঃ পরিণতং তবৈতচ্ছাসতো মহীম্।

তোমার সুসাধ্য, দুঃখসাধ্য অথবা অসাধ্যও হইতে পারে; অতএব হে পুত্র! যদি তোমার সাধ্য বিষয়ে তুমি অঙ্গীকার কর, তবেই এই ব্রতের উদ্যোগ করি, এখন তোমার যাহা অভিপ্রায়, প্রকাশ কর। ১—৬। অবীক্ষিত বলিলেন, বিত্ত পিতার আয়ত্ত, তাহাতে আমার কোন প্রভুত্ব নাই; আমার শরীর দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হইবে, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি তাহা সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি; যদি বিত্তেশ্বর পিতাই ইহাতে অনুজ্ঞা করিয়া থাকেন,তবে হে মাতঃ! আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া সন্তুষ্ট-হৃদয়ে কিমিচ্ছক ব্রত অবলম্বন করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর সংযম-পরায়ণা রাজেন্দ্রমহিষী সেই ব্রতে উপোষিত এবং কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া অতীব ভক্তি সহকারে যথোক্ত বিধানে নিধিসমূহ, নিধিপালগণ ও লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা করন্ধম নীতিশাস্ত্রবিশারদ সচিবগণ সহ মন্ত্রগৃহে উপবিষ্ট আছেন এবং সচিবগণ তাঁহাকে বলিতেছেন, রাজন্! পৃথিবী পালন করিতে

একত্তে তনয়োঽবীক্ষিৎ ত্যক্তদারপরিগ্রহঃ ॥১২
অপুত্রঃ স চ তে নিষ্ঠাং যদা ভূপ গমিষ্যতি।
তদারিপক্ষং পৃথিবী নিশ্চিতং তব যাস্যতি ॥ ১৩
বংশক্ষয়স্তে ভবিতা পিতৃপিণ্ডোদকক্ষয়ঃ।
এতন্মহৎ তেঽরিভয়ং ক্রিয়াহান্যা ভবিষ্যতি ॥
তস্মাৎ কুরু তথা ভূপ যথা তে তনয়ঃ পুনঃ।
করোতি সততং বুদ্ধিং পিতৃণামুপকারিণীম্ ॥১৫
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এতস্মিন্নন্তরে শব্দং শুশ্রাব জগতীপতিঃ।
পুরোহিতস্য বীরায়া গদতো হ্যর্থিনঃ প্রতি ॥ ১৬
কঃ কিমিচ্ছতি দুঃসাধ্যং কস্য কিং সাধ্যতামিতি
করন্ধমস্য মহিষী কিমিচ্ছকমুপোষিতা ॥ ১৭
রাজপুত্রোঽপ্যবীক্ষিৎ তু শ্রুত্বা পৌরোহিতং বচঃ।
প্রত্যুবাচার্থিনঃ সর্ব্বান্ রাজদ্বারমুপাগতান্ ॥ ১৮
ময়া সাধ্যং শরীরেণ যস্য কিঞ্চিদ্‌ব্রবীতু সঃ।
মম মাতা মহাভাগা কিমিচ্ছকমুপোষিতা ॥ ১৯
শৃণ্বন্তু মেঽর্থিনঃ সর্ব্বে প্রতিজ্ঞাতং ময়া তদা।
কিমিচ্ছথ দদাম্যেষ ক্রিয়মাণে কিমিচ্ছকে ॥২০
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততো রাজা নিশম্যৈতদ্বাক্যং পুত্রমুখাচ্চ্যুতম্
সমুৎপত্যাব্রবীৎ পুত্রমহমর্থী প্রযচ্ছ মে ॥ ২১
অবীক্ষিদুবাচ।
দাতব্যং যন্ময়া তাত ভবতে তদ্‌ব্রবীহি মাম্।
কর্ত্তব্যং দুষ্করং বাপি সাধ্যং দুঃসাধ্যমেব বা ॥
রাজোবাচ।
যদি সত্যপ্রতিজ্ঞস্ত্বং দদাসি চ কিমিচ্ছকম্।
পৌত্রস্য দর্শয় মুখং মমোৎসঙ্গগতস্য তৎ ॥ ২৩
অবীক্ষিদুবাচ।
অহং তবৈকস্তনয়ো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মে নৃপ।
ন মে পুত্রোঽস্তি পৌত্রস্য দর্শয়ামি কথং মুখম্ ॥

আপনার বয়ঃক্রম পরিণত হইয়া আসিল, অথচ আপনার একমাত্র পুত্র অবীক্ষিত দারপরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে ভূপ! তিনিও যখন অপুত্রক অবস্থায় নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবেন, তখন নিশ্চয়ই পৃথিবী আপনার শত্রুপক্ষকে আশ্রয় করিবেন। আপনারও বংশক্ষয় এবং পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ বিনষ্ট হইবে। ক্রিয়াহানি জন্য এই সমস্ত মহৎ শত্রুভয় সজ্ঘটিত হইবে। অতএব হে ভূপাল! যাহাতে আপনার পুত্র পুনর্ব্বার সর্ব্বদা পিতৃগণের উপকার-সাধনী বুদ্ধি অবলম্বন করেন, তাহার উপায় করুন। ৭—১৫। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই সময়ে রাজমহিষী বীরার সম্বন্ধে অর্থিগণের প্রতি পুরোহিত যাহা বলিতেছেন, রাজা সেই বাক্য শব্দ শুনিতে পাইলেন। পুরোহিত বলিতেছেন,—"করন্ধমমহিষী কিমিচ্ছক ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। কে কি ইচ্ছা করিতেছ? কাহার কি দুঃসাধ্য সাধন করিতে হইবে?—প্রকাশ কর।" রাজপুত্র অবীক্ষিতও পুরোহিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজদ্বার-সমাগত সমগ্র অর্থিগণকে বলিতে লাগিলেন, "হে অর্থিগণ! আমার প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণ কর,—আমার ভাগ্যবতী মাতা কিমিচ্ছক ব্রতে উপোষিত রহিয়াছেন, এই সময়ে আমার শরীর দ্বারা যাহার যাহা কিছু সাধিত হইতে পারে, সে তাহাই প্রকাশ করুক। এই কিমিচ্ছক ব্রতকালে তোমরা কে কি প্রার্থনা করিতেছ বল, আমি তাহাই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। ১৬—২০। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর রাজা করন্ধম পুত্রমুখ-বিনির্গত এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, "আমি অর্থী, আমাকে অভীষ্ট প্রদান কর। অবীক্ষিত বলিলেন, তাত! আপনাকে আমার কি প্রদান করিতে হইবে, আদেশ করুন। সাধ্য, দুঃসাধ্য বা অসাধ্য যাহাই হউক না কেন, আমি তাহা সম্পন্ন করিব।" রাজা বলিলেন, "যদি তুমি কিমিচ্ছক প্রদানে সত্য-প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, তবে আমার ক্রোড়গত পৌত্রমুখ অবলোকন করাও। অবীক্ষিত বলিলেন, হে নৃপ! আমিই আপনার একমাত্র পুত্র, আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি; আমার পুত্রও নাই; অতএব কিরূপে আপ-

রাজোবাচ।
পাপায় ব্রহ্মচর্য্যং তে যদিদং ধার্য্যতে ত্বয়া।
তস্মাৎ ত্বং মোচয়াত্মানং মম পৌত্রঞ্চ দর্শয়॥
অবীক্ষিদুবাচ।
বিষমং স্বাম্যহারাজ যদন্যৎ তৎ সমাদিশ।
বৈরাগ্যেণ ময়া ত্যক্তঃ স্ত্রীসম্ভোগস্তথাস্তু সঃ॥
রাজোবাচ।
বহুভির্যুধ্যমানানাং দৃষ্টো বৈ বৈরিণাং জয়ঃ।
তত্রাপি যদি বৈরাগ্যমুপৈষি তদপণ্ডিতঃ॥ ২৭
কিং বা মে বহুনোক্তেন ব্রহ্মচর্য্যং পরিত্যজ।
মাতুস্ত্বমিচ্ছয়া বক্ত্রং পৌত্রস্য মম দর্শয়॥ ২৮
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
যদা স বহুভিক্তেন প্রোক্তঃ পুত্রেণ পার্থিবঃ।
নান্যৎ প্রার্থয়তে কিঞ্চিৎ তদা পুত্রোঽব্রবীৎ পুনঃ॥ ২৯
দত্ত্বা কিমিচ্ছকং তুভ্যং প্রাপ্তোঽহং তাত সঙ্কটম্
তৎ করিষ্যামি নির্লজ্জো ভূয়ো দারপরিগ্রহম্॥
স্ত্রিয়ঃ সমক্ষং বিজিতঃ পাতিতো ধরণীতলে।
স্ত্রীপতির্ভবিতা ভূয়স্তাতৈতদতিদুষ্করম্॥ ৩১
তথাপি কিং করোম্যেষ সত্যপাশবশং গতঃ।
করিষ্যামি যথাত্থ ত্বং ভুজ্যতাং নিজশাসনম্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽবীক্ষিতচরিতে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১২৫॥

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
কদাচিদ্রাজপুত্রোঽসৌ মৃগব্যার্মচরদ্বনে।
মৃগান্ বিধ্যন্ বরাহাংশ্চ শার্দ্দূলাদীংশ্চ দংষ্ট্রিনঃ
শুশ্রাব সহসা শব্দং ত্রাহি ত্রাহীতি ঘোষিতঃ।
বিক্রোশন্ত্যাঃ সুবহুশো ভয়গদ্গদমুচ্চকৈঃ॥২
মা ভৈর্মা ভৈরিতি বদন্ রাজপুত্রঃ স বেগিতঃ।

নাকে পৌত্রমুখ নিরীক্ষণ করাইব? রাজা বলিলেন, এই যে তুমি ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়াছ, ইহা তোমার পাপের নিমিত্ত; সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহা হইতে আপনাকে মুক্ত কর এবং আমাকেও পৌত্রমুখ দর্শন করাও।" অবীক্ষিত বলিলেন, "এই কার্য্য অতি বিষম (ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী)। মহারাজ! আমি বৈরাগ্য জন্যই স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়াছি, যাহাতে সেই বৈরাগ্যই অক্ষুণ্ণ থাকে, আপনি আমায় সেইরূপ অন্য কোন আদেশ করুন।" ২১—২৬। রাজা বলিলেন, বহুবল-বেষ্টিত বৈরিগণকেও তুমি যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছ দেখিয়াছি, তাহাতেও তুমি যদি বৈরাগ্য অবলম্বন কর, তবে তুমি অপণ্ডিত। আমার অধিক আর বলিবার প্রয়োজন কি? তোমার মাতার ইচ্ছানুসারে তুমি ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ কর এবং আমাকে পৌত্রমুখ দেখাও। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, রাজপুত্র বারংবার অনুরোধ করিলেও যখন রাজা অন্য কোন প্রার্থনা করিলেন না, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "তাত! আপনাকে কিমিচ্ছক প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া আমি সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। সেইজন্য নির্লজ্জ হইয়া পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে হইবে! স্ত্রীর সমক্ষে পরাজিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইয়াছিলাম, সুতরাং স্ত্রী আমার পতিতুল্য হইবে; তাত! এ বড়ই দুষ্কর কর্ম্ম। তথাপি কি করিব? যখন সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়াছি, তখন আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অবশ্যই নিষ্পাদন করিব। আপনি নিশ্চিন্তচিত্তে রাজ্য শাসন করুন। ২৭—৩০।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥১২৫॥

ষড়বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, একদা রাজপুত্র বনমধ্যে মৃগ, বরাহ, শার্দ্দূল প্রভৃতি দংষ্ট্রী জন্তুগণকে বিদ্ধ করিয়া মৃগয়া করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সহসা রোদনপরায়ণা কামিনীর কণ্ঠবিনিঃসৃত ভয়গদ্গদ অত্যুচ্চ 'ত্রাহি ত্রাহি' শব্দ বারংবার শুনিতে পাইলেন। রাজপুত্র

চোদয়ামাস তুরগং যতঃ শব্দঃ সমাগতঃ ॥৩
ততশ্চ সাপি চুক্রোশ কন্যকা বিজনে বনে।
গৃহীতা দনুপুত্রেণ দৃঢকেশেন মানিনী ॥৪
করন্ধমসুতস্যাহং ভার্য্যা চাহমবীক্ষিতঃ।
হরত্যনার্য্যো বিপিনে পৃথিবীশস্য ধীমতঃ ॥৫
যস্য সর্ব্বে মহীপালাস্তথা গন্ধর্ব্ব-গুহ্যকাঃ।
ন সমর্থাঃ পুরঃ স্থাতুং তস্য ভার্য্যা হৃতাস্ম্যহম্
যস্য মৃত্যোরিব ক্রোধঃ শক্রস্যেব পরাক্রমঃ।
করন্ধমসুতস্যৈষা তস্য ভার্য্যা হৃতাস্ম্যহম্ ॥৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য মহীপাল-তনয়ঃ স শরাসনী।
চিন্তয়ামাস কিমিদং মম ভার্য্যাত্র কাননে ॥৮
মায়েয়ং রক্ষসাং নূনং দুষ্টানাং কাননৌকসাম্।
অথবাগত এবাহং সর্ব্বং বেৎস্যামি কারণম্ ॥৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ত্বরিতঃ স ততো গত্বা দদর্শাতিমনোরমাম্।
কাননে কন্যকামেকাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্ ॥১০
গৃহীতাং দনুপুত্রেণ দৃঢকেশেন দণ্ডিনা।
ত্রাহি ত্রাহীতিকরুণং বিক্রোশন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥
মা ভৈবিতি স তামাহ হতোঽসীতি চ তং বদন
শাসতামাং মহীং দুষ্টঃ কো ভূপেঽত্র করন্ধমে
যস্য প্রতাপাবনতা ভুবি সর্ব্বে মহীক্ষিতঃ ॥১২
ততস্তমাগতং দৃষ্ট্বা গৃহীতবরকার্ম্মুকম্।
মাং ত্রাহীত্যাহ তন্বঙ্গী হৃতাস্ম্যেবেতি চাসকৃৎ
রাজ্ঞঃ করন্ধমস্যাহং স্নুষা ভার্য্যাপ্যবীক্ষিতঃ।
হৃতাস্ম্যেতেন দুষ্টেন সনাথানাথবদ্বনে ॥ ১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো বিমমৃশে বাক্যমবীক্ষিৎ স তথোদিতম্।
কথমেষা হি মে ভার্য্যা স্নুষা তাতস্য বা কথম্ ॥
অথ বা মোচয়াম্যেতাং তন্বীং বেৎস্যামি তৎ
পুনঃ।
ক্ষত্রিয়ৈর্ধার্য্যতে শস্ত্রমার্ত্তানাং ত্রাণকারণাৎ ॥ ১৬

শব্দ শ্রবণ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া যেদিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেইদিকে বেগে অশ্বচালনা করিলেন। তৎকালে দনুপুত্র দৃঢ়কেশ কর্ত্তৃক গৃহীত সেই মানিনী কন্যা বিজনবন মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন যে, "আমি করন্ধম-পুত্র ধীমান্ পৃথিবীশ্বর অবীক্ষিতের ভার্য্যা, এই দুরাচার আমায় বনমধ্যে হরণ করিতেছে। যাহার সম্মুখে সমগ্র মহীপাল এবং গুহ্যক গন্ধর্ব্বগণও অবস্থান করিতে পারে না, আমি তাঁহারই ভার্য্যা হইয়া হৃত হইতেছি। যাহার ক্রোধ মৃত্যুর (যমের) ন্যায় এবং পরাক্রম ইন্দ্রের ন্যায়, আমি সেই করন্ধমপুত্রের ভার্য্যা, আমাকে হরণ করিতেছে।" ১—৭। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ধনুষ্পাণি রাজতনয় এই কথা শ্রবণে চিন্তা করিলেন, এ কাননে আমার ভার্য্যা, এ কিরূপ কথা। ইহা নিশ্চয়ই কানন-বিহারী দুষ্ট রাক্ষসদিগের মায়া! যাহাই হউক, সমীপস্থ হইয়াই সমস্ত অবগত হইব। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তৎপরে রাজপুত্র সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই কাননমধ্যে সর্ব্বালঙ্কার-বিভূষিতা অতি মনোরমা একটী কন্যা দণ্ডপাণি দানব দৃঢ়কেশ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া "ত্রাহি ত্রাহি" শব্দে বারংবার রোদন করিতেছে। তিনি সেই কন্যাকে "ভয় নাই" বলিয়া, দানবকে বলিলেন, তোর মৃত্যু অতি নিকট, যে করন্ধম রাজার প্রতাপে পৃথিবীস্থ সমগ্র মহীপাল অবনত রহিয়াছে, তাঁহার শাসনকালে কোন্ দুষ্ট ব্যক্তি জীবিত থাকিতে পারে? প্রচণ্ড ধনুর্দ্ধারী সেই রাজপুত্রকে সমাগত দেখিয়া সেই কৃশাঙ্গী বারংবার বলিতে লাগিলেন, আমায় রক্ষা করুন, আমায় হরণ করিতেছে, আমি করন্ধম রাজার পুত্রবধূ অবীক্ষিতের ভার্য্যা, সুতরাং সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় এই বনমধ্যে দুষ্ট কর্ত্তৃক হৃত হইতেছি। ৮—১৪। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, কন্যার এই বাক্য শ্রবণে রাজপুত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কন্যা আমার ভার্য্যা এবং পিতার পুত্রবধূই বা কিরূপে হইল? যাহা হউক, অগ্রে এই কন্যাকে মোচন করি, তৎপরে সমুদয়

ততঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্বীরো দানবং তং সুদুর্ম্মতিম্।
জীবন্ গচ্ছ বিমুচ্যৈনামন্যথা ন ভবিষ্যসি॥ ১৭
ততঃ স তাং বিহায়োচ্চৈর্দণ্ডমুৎক্ষিপ্য দানবঃ
তমপ্যধাবৎ সোঽপ্যেনং শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥
স বার্য্যমাণো বাণৌঘৈর্দানবোঽতিমদান্বিতঃ।
রাজপুত্রায় চিক্ষেপ দণ্ডং শঙ্কুশতাবৃতম্॥ ১৯
তমাপতন্তং চিচ্ছেদ শরৈর্ভূপসুতস্ততঃ।
সোঽপ্যাসন্নং গৃহীত্বোচ্চৈর্দ্রুমমাজৌ ব্যবস্থিতঃ
স্বজতঃ শরবর্ষাণি তং চিক্ষেপ ততো দ্রুমম্।
স চ তং তিলশশ্চক্রে ভল্লৈঃ কার্ম্মুকমোচিতৈঃ
ততশ্চিক্ষেপ চ শিলাং রাজপুত্রায় দানবঃ।
সাপি মোঘা পপাতোর্ব্ব্যামুজ্ঝিতা তেন লাঘবাৎ॥২২
রাজপুত্রায় কুপিতো যদ্যচ্চিক্ষেপ দানবঃ;
তৎ তচ্চিচ্ছেদ বাণৌঘৈর্ভূভৃৎসূনুঃ স লীলয়া

ততো বিচ্ছিন্নদণ্ডোঽসৌ বিচ্ছিন্নসকলায়ুধঃ।
মুষ্টিমুদ্যম্য সক্রোধো রাজপুত্রমধাবত॥ ২৪
তস্যাপতত এবাসৌ করন্ধমসুতঃ শিরঃ।
ছিত্ত্বা বেতসপত্রেণ পাতয়ামাস বৈ ভুবি॥ ২৫
তস্মিন্ বিনিহতে দেবৈর্দানবে দুষ্টচেষ্টিতে।
করন্ধমসুতঃ সর্ব্বৈঃ সাধু সাধ্বিতি ভাষিতঃ॥
বরং বৃণীষ্বেতি তদা দেবৈরুক্তো নৃপাত্মজঃ।
বব্রে পুত্রং মহাবীর্য্যং পিতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥ ২৭

দেবা উচুঃ।

ভবিষ্যতি হি তে পুত্রশ্চক্রবর্ত্তী মহাবলঃ।
অস্যামেব হি কন্যায়াং মোক্ষিতায়াং ত্বয়ানঘ॥

রাজপুত্র উবাচ।

পিত্রাহং সত্যপাশেন বদ্ধ ইচ্ছাম্যহং সুতম্।
রাজভির্নির্জ্জিতেনাজৌ ত্যক্তো মে দারসংগ্রহঃ
সা চ মে যাবতা ত্যক্তা বিশালনৃপতেঃ সুতা।

জানিব; আর্ত্তগণের রক্ষার জন্যই ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন। অনন্তর মহাবীর রাজকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ম্মতি দানবকে বলিলেন, যদি জীবনের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর্; নতুবা তোর্ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দানব রাজপুত্রবাক্যে কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডহস্তে তাঁহার দিকে ধাবমান হইল, তিনিও শরবর্ষণ দ্বারা তাহাকে আকীর্ণ করিয়া তুলিলেন। দানব রাজপুত্র-শরে নিবারিত হইয়া নিরতিশয় অহঙ্কার-সহকারে রাজপুত্র-উদ্দেশে শত শত শঙ্কু-পরিব্যাপ্ত দণ্ড নিক্ষেপ করিল; রাজপুত্র অর্দ্ধপথেই তাহা শরসমূহ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, তখন দানব সমীপস্থ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ হস্তে লইয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থিত হইল এবং শরবর্ষণ-কারী রাজপুত্রের প্রতি তাহা নিক্ষেপ করিল। রাজপুত্র তাহাও ধনুস্ত্যক্ত ভল্লসমূহ দ্বারা তিল তিল পরিমাণে বিখণ্ডিত করিলেন। ১৫—২০। তৎপরে দানব রাজপুত্র-উদ্দেশে শিলা নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। তিনি লঘু-হস্তে তাহাও ব্যর্থ করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে দানব সক্রোধে রাজপুত্র-উদ্দেশে যাহা কিছু নিক্ষেপ করিল, তিনিও বাণসমূহ দ্বারা সে সমুদায় অনায়াসে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দণ্ড ও সমগ্র অস্ত্র-শস্ত্র বিচ্ছিন্ন হইলে, দানব ক্রুদ্ধ-চিত্তে মুষ্টি উত্তোলন করিয়া রাজপুত্রের দিকে ধাবমান হইল; সে আসিতে আসিতেই করন্ধমকুমার তখন বেতসপত্র বাণ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিলেন। দুরাচার দানব এইরূপে নিহত হইলে, দেবগণ করন্ধমপুত্রকে 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিলেন। তৎপরে "বর প্রার্থনা কর" দেবগণ এইরূপ আদেশ করিলে, নৃপতনয় পিতার প্রিয় কার্য্য সাধনোদ্দেশে মহাবীর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। দেবগণ বলিলেন, হে অনঘ! তুমি যাহাকে মোচন করিলে, এই কন্যার গর্ভেই তোমার মহাবল চক্রবর্ত্তী পুত্র উৎপন্ন হইবে। ২১—২৮। রাজপুত্র বলিলেন, আমি পিতার নিকট সত্যপাশে বদ্ধ হইয়াই পুত্র ইচ্ছা করিতেছি; নতুবা যুদ্ধস্থলে রাজগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দারপরিগ্রহ-ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া-

ত্বয়া চ মৎকৃতে ত্যক্তো মাং বৃতে নরসত্তম ॥ ৩০
তৎ কথং তামপাস্যাহং বিশালতনয়ামহম্।
নৃশংসাত্মা করিষ্যামি অন্যনারীপরিগ্রহম্ ॥ ৩১

দেবা উচুঃ।

ইয়মেব হি তে ভার্য্যা শ্লাঘ্যতে যা ত্বয়া সদা।
বিশালস্য সুতা সুভ্রুস্ত্বৎকৃতে যাশ্রিতা তপঃ ॥
তস্যামুৎপৎস্যতে বীরঃ সপ্তদ্বীপপ্রসাধকঃ।
যজ্বা যজ্ঞসহস্রাণাং চক্রবর্ত্তী সুতস্তব ॥ ৩৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুচ্চার্য্য যযুর্দেবা করন্ধমসুতং দ্বিজ।
সোঽপ্যাহ তাং তদা পত্নীং কথ্যতাং ভীরু কিং ত্বিদম্ ॥ ৩৪
সা চাস্মৈ কথয়ামাস ত্যক্তাহং ভবতা যদা।
ত্যক্তবন্ধুজনারণ্যং নির্ব্বেদাৎ সমুপাগতা ॥৩৫
তত্রাহং তপসা বীর ক্ষীণপ্রায়ং কলেবরম্।
ত্যক্তুকামা সমভ্যেত্য দেবদূতেন বারিতা ॥৩৬
ভবিষ্যতি চ পুত্রস্তে চক্রবর্ত্তী মহাবলঃ।
প্রীণয়িষ্যতি যো দেবানসুরাংশ্চ হনিষ্যতি ॥৩৭
ইতি দেবাজ্ঞয়া তেন দেবদূতেন বারিতা।
ন সন্ত্যক্তবতী দেহং ত্বৎসঙ্গমমনোরথা ॥ ৩৮
পরশ্বশ্চ মহাভাগ স্নাতুং গঙ্গাহ্রদং গতা।
অবতীর্ণা বিকৃষ্টাস্মি বৃদ্ধনাগেন কেনচিৎ ॥ ৩৯
ততো রসাতলং নীতা তেন তত্র চ মে পুরঃ।
নাগাঃ সহস্রশস্তস্থুর্নাগপত্ন্যঃ কুমারকাঃ ॥ ৪০
তুষ্টুবুর্মাং সমভ্যেত্য মামপ্যেঽপূজয়ংস্তথা।
যযাচিরে সবিনয়ং নাগা মামঙ্গনাস্তথা ॥ ৪১
প্রসাদং কুরু সর্ব্বেষাং ত্বমস্মাকং সুতস্ত্বয়া।
অপরাধমুপেতানাং সন্নিবার্য্যো বধোন্মুখঃ ॥ ৪২
অপরাধং করিষ্যন্তি ত্বৎপুত্রস্যানিলাশনাঃ।

ছিলাম। আমি বিশাল নৃপতির কন্যাকে পরিত্যাগ করিলে সেই কন্যাও তদবধি আমার জন্যই আমা ব্যতীত অপর পুরুষ-সঙ্গমেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছে। আজ সেই বিশালতনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে নৃশংসের ন্যায় অন্য নারী-পরিগ্রহ করিব? দেবগণ বলিলেন, তুমি সর্ব্বদা যাহার প্রশংসা করিতেছ, ইনিই তোমার সেই ভার্য্যা। এই সুভ্রু বিশাল-কন্যাই তোমার জন্য তপস্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহার গর্ভে তোমার সপ্তদ্বীপ প্রশাসক, সহস্র সহস্র যজ্ঞকর্ত্তা, চক্রবর্ত্তী বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে দ্বিজ! দেবগণ করন্ধম-পুত্রকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন রাজপুত্র পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীরু! কিরূপে এ ঘটনা উপস্থিত হইল, বল। ২৯—৩৪। কন্যা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 'যখন আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বন্ধুদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এই বনমধ্যে আগমন করিলাম। হে বীর! এখানে তপস্যায় কলেবর সাতিশয় ক্ষীণ হইলে আমি একদিন দেহত্যাগে ইচ্ছা করিলাম, এমন সময়ে একজন দেবদূত আসিয়া আমাকে নিবারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার মহাবলবান্ চক্রবর্ত্তী পুত্র হইবে। সেই পুত্র অসুরগণের বিনাশ সাধন করিবে এবং দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিবে; অতএব দেবগণের আদেশ,—তুমি প্রাণ ত্যাগ করিও না।" এইরূপে নিবারিত হইয়া আমিও তখন আপনার সহিত মিলনপ্রত্যাশায় জীবন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। পরশ্ব ভাবিয়ে আমি গঙ্গা-হ্রদে গমন করিয়া তথায় স্নান করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, সেই সময়ে কোন বৃদ্ধ নাগ আমায় আকর্ষণ করিয়া রসাতলে লইয়া গেল। ৩৫—৩৯। তথায় সহস্র সহস্র নাগ, নাগপত্নী ও কুমারগণ আমার সম্মুখস্থ হইয়া কেহ পূজা কেহ বা স্তব করিতে লাগিল। তৎপরে নাগ ও নাগপত্নীগণ সবিনয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করিল, "আপনি আমাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আপনার পুত্রের নিকট আমরা অপরাধী হইলে, যদি তিনি আমাদিগকে

তন্নিমিত্তং নিবার্য্যোঽহসৌ প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি
তথেতি চ ময়া প্রোক্তে দিব্যৈঃ পাতালভূষণৈঃ
ভূষিতাহং তথা পুষ্পৈর্গন্ধবাসোভিরুত্তমৈঃ ॥৪৪
সমানীতা তথা লোকমিমং তেনানিলাশিনা।
পুরা যথা কান্তিমতী পূর্ব্ববদ্রূপশালিনী ॥ ৪৫
ইতি রূপবতীং দৃষ্ট্বা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
জগ্রাহ দৃঢ়কেশোঽয়ং হর্ত্তুকামঃ সুদুর্ম্মতিঃ ॥ ৪৬
যুষ্মদ্বাহুবলেনাহং রাজপুত্র বিমোক্ষিতা।
তৎ প্রসীদ মহাবাহো মাং প্রতীচ্ছ ত্বয়া সমঃ।
ভূর্লোকে রাজপুত্রোঽন্যো নাস্তি সত্যং
ব্রবীম্যহম্॥ ৪৭

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽবীক্ষিতচরিতং
নাম ষড়্বিংশত্যধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৬ ॥

বিনষ্ট করিতে উদ্যোগ করেন, তবে আপনি তাঁহাকে নিবারণ করিবেন। অনিলাশন নাগগণ যখন আপনার পুত্রের নিকট অপরাধ করিবে, তখন আপনি তন্নিমিত্ত তাঁহাকে নিবারণ করিবেন,—অনুগ্রহপূর্ব্বক এই অঙ্গীকার করুন।" আমি "তাহাই হইবে" বলিয়া স্বীকার করিলে দিব্য পাতাল-ভূষণ, মনোরম গন্ধযুক্ত পুষ্পাদি দ্বারা আমায় ভূষিত করিয়া সেই অনিলাশন ভূতলে রাখিয়া গেল; আমি তখন পূর্ব্বের ন্যায় কান্তিমতী ও রূপবতী হইলাম। আমাকে এইরূপ সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত রূপবতী অবলোকন করিয়া, দুর্ম্মতি দৃঢ়কেশ হরণেচ্ছায় আমায় গ্রহণ করিয়াছিল। হে রাজপুত্র! আমি আপনারই বাহুবলে এখন মুক্তি লাভ করিয়াছি; অতএব হে মহাবাহো! অনুগ্রহ করিয়া আমায় গ্রহণ করুন। আমি সত্যই বলিতেছি যে, পৃথিবীতলে আপনার ন্যায় গুণশালী আর কোন রাজপুত্র নাই। ৪০—৪৭।

ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১২৬।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা স্মৃত্বা পিতৃবচঃ শুভম্।
কিমিচ্ছকে প্রতিজ্ঞানে যদুক্তং তেন ভূভৃতা ॥১
প্রত্যুবাচ স তাং কন্যামবীক্ষিন্নৃপতেঃ সুতঃ।
সানুরাগমনাঃ কন্যাং ত্যক্তভোগাঞ্চ তৎকৃতে
যদাহং ত্যক্তবাংস্তন্বীং ত্বামরাতিপরাজিতঃ।
বিজিত্য শত্রূন্ সম্প্রাপ্তা ত্বং ময়াত্র
করোমি কিম্॥৩

কন্যোবাচ।

মম পাণিং গৃহাণ ত্বং রমণীয়েঽত্র কাননে।
সকামায়াঃ সকামেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ॥৪

রাজপুত্র উবাচ।

এবং ভবতু ভদ্রং তে বিধিরেবাত্র কারণম্।
অন্যথা কথমন্যত্র ত্বমহঞ্চ সমাগতঃ ॥ ৫

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, রাজকুমার অবীক্ষিত কুমারীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কিমিচ্ছক ব্রত কালে পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলে মহারাজ করন্ধম যাহা বলিয়াছিলেন, সেই পিতৃবাক্য সকল তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তাহারই জন্য কন্যার ভোগেচ্ছাত্যাগ দর্শনে তখন সানুরাগ চিত্তে নৃপতিনন্দন অবীক্ষিত তাঁহাকে উত্তর করিলেন, হে কৃশাঙ্গি! আমি অরাতি-বিজিত হইয়া তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আবার শত্রুপরাজয় করিয়াই তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন আমার কর্ত্তব্য কি? কন্যা বলিলেন, এই রমণীয় কানন-প্রদেশে আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন; তাহা হইলে সকামা কামিনীর সকাম পুরুষের সহিত সঙ্গম গুণবান্ হইবে অর্থাৎ সুখ-শান্তি বিধান করিবে। রাজপুত্র বলিলেন, তাহাই হউক, তোমার মঙ্গল হউক। দৈবই এ ব্যাপারের কারণ; নতুবা তুমি

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো গন্ধর্ব্বস্তনয়ো মুনে।
বরাপ্সরোভিঃ সহিতো গন্ধর্ব্বৈরপরৈর্বৃতঃ॥ ৬

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

রাজপুত্র সুতেয়ং মে ভামিনী নাম মানিনী।
অভিশাপাদগস্ত্যস্য বিশালতনয়াভবৎ॥ ৭
বালভাবেন যোঽগস্ত্যঃ কোপিতঃ ক্রীড়মানয়া
ততস্তেন তদা শপ্তা মানুষী ত্বং ভবিষ্যসি॥ ৮
প্রসাদিতঃ স চাস্মাভির্বালেয়মবিবেকিনী।
তবাপরাধাদ্বিপ্রর্ষে প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি॥ ৯
প্রসাদ্যমানা সোঽস্মাভিরিদমাহ মহামুনিঃ।
বালেতি মত্বা শাপোঽল্পো দত্তোঽস্যা
স্যান্যথৈব তৎ॥ ১০
ইতি শাপাদগস্ত্যস্য বিশালভবনে শুভা।
জাতেয়ং মৎসুতা সুভ্রূর্ভামিনী নাম নামতঃ॥১১
তদস্যাহং কৃতে প্রাপ্তো গৃহাণেমাং নৃপাত্মজাম্
মমাত্মজাং সুতস্তেঽস্য চক্রবর্ত্তী ভবিষ্যতি॥ ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেত্যুক্তেতি তস্যাশ্চ স পাণিং পার্থিবাত্মজঃ
জগ্রাহ বিধিবদ্ধোমং চক্রে তত্র চ তুম্বুরুঃ॥ ১৩
প্রজগুর্দেবগন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
পুষ্পাণি সস্রুজুর্মেঘা দেববাদ্যানি সস্বনুঃ॥ ১৪
বিবাহে রাজপুত্রস্য তয়া তত্র সমেয়ুষঃ।
সমস্তবসুধাত্রাণ-কর্ত্তৃকারণভূতয়া॥ ১৫
ততো গন্ধর্ব্বলোকং তে সহ তেন মহাত্মনা।
নিঃশেষেণ যযুঃ সা চ স চ রাজসুতো মুনে॥১৬
ভামিন্যা মুমুদে সার্দ্ধমবীক্ষিৎনৃপনন্দনঃ।
সা চ তেন সমং তত্র ভোগসম্পৎসমন্বিতা॥১৭
কদাচিদতিরম্যেঽসৌ নগরোপবনে তয়া।

আমি অন্যস্থানস্থ হইয়াও আজ একত্রিত হইলাম কিরূপে? মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনে! এই সময় তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব, বহু-গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ১—৬। গন্ধর্ব বলিতে লাগিলেন, হে রাজপুত্র! এই মানিনী আমারই কন্যা। ইহার নাম ভামিনী। অগস্ত্যের অভিশাপ জন্যই এই কন্যা বিশাল-রাজ-কন্যা হইয়াছেন। একদা ভামিনী ক্রীড়া করিতে করিতে বাল-স্বভাব বশতঃ মহর্ষি অগস্ত্যের কোপোৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে অগস্ত্য তখন 'তুই মানুষী হইবি' এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। "হে বিপ্রর্ষে! এই কন্যা অবোধ বালিকা তাই আপনার নিকট অপরাধ করিয়াছে; অতএব ইহার অপরাধ গ্রহণ না করিয়া, অনুগ্রহ প্রকাশ করুন" আমরা তখন এইরূপে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম। মহামুনি অগস্ত্য আমাদের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "বালিকা জানিয়াই ইহাকে সামান্য অভিশাপ প্রদান করিয়াছি, কিন্তু তাহা আর অন্যথা হইবার নহে।" মৎকন্যা কল্যাণী সুভ্রূ ভামিনী অগস্ত্যের এই অভিশাপ জন্যই বিশাল-ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি ইহারই জন্য এখানে আগমন করিয়াছি, সম্প্রতি রাজকন্যা এই আমার কন্যাকে গ্রহণ কর; ইহারই গর্ভে তোমার চক্রবর্ত্তী পুত্র উৎপন্ন হইবে। ৭—১২। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, গন্ধর্ববাক্যে রাজপুত্র "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক সেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। গন্ধর্ব-পুরোহিত তুম্বুরু যথাবিধি হোমকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তখন দেব-গন্ধর্বগণ সঙ্গীত ও অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল, মেঘ সকল পুষ্পবৃষ্টি করিল এবং দেববাদ্য ধ্বনিত হইতে লাগিল। হে মুনে! অনন্তর সমগ্র পৃথিবী-মণ্ডলের পালনকর্ত্তার কারণ স্বরূপা (জনয়িত্রী) এই কুমারীর সহিত রাজপুত্রের বিবাহকালে সমাগত গন্ধর্বগণ সকলেই সেই মহাত্মা তুম্বুরুর সহিত গন্ধর্ব্বলোকে গমন করিলেন এবং সেই রাজকন্যা ও রাজপুত্রও সেই সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। তথায় নৃপ-নন্দন অবীক্ষিত ভামিনী-সহবাসে যেরূপ আনন্দিত হইলেন, ভোগ-সম্পৎশালিনী ভামিনীও অবীক্ষিত-সহবাসে সেইরূপ পরি-

বিক্রীড়তি সমং তন্ব্যা কদাচিদুপপর্ব্বতে॥ ১৮
কদাচিৎ পুলিনে নদ্যা হংসসারসশোভিতে।
কদাচিদ্ভবনস্থান্তে প্রাসাদে চাতিশোভনে॥ ১৯
বিহারদেশেষন্যেষু রমণীয়েষ্বহর্নিশম্।
স রেমে সহিতস্তন্ব্যা সা চ তেন মহাত্মনা॥ ২০
ভক্ষ্যানুলেপনং বস্ত্রং স্রক্‌পানাদিকমুত্তমম্।
উপজহ্রুস্তয়োস্তত্র মুনিগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ॥ ২১
তথা চ রমতস্তস্য ভামিন্যা সহ দুর্লভে।
গন্ধর্ব্বলোকে বীরস্য পুত্রং সা সুষুবে শুভা॥২২
তস্মিন্ জাতে মহাবীর্য্যে গন্ধর্ব্বাণাং মহোৎসবঃ
বভূব মনুজব্যাঘ্র তেন কার্য্যমবেক্ষতাম্॥ ২৩
জগুঃ কেচিৎ তথৈবান্যে মৃদঙ্গ-পটহানকান্।
অবাদয়ন্ত চৈবান্যে বেণু-বীণাদিকাংস্তথা॥ ২৪
ননৃতুশ্চ তথা তত্র বহবোঽপ্সরসাং গণাঃ।
পুষ্পবৃষ্টিমুচো মেঘা জগর্জ্জুর্মৃদুনিস্বনাঃ॥ ২৫

তথা কোলাহলে তস্মিন্ বর্ত্তমানেঽথ তুম্বুরুঃ।
তনয়েন স্মৃতোঽভ্যেত্য জাতকর্ম্মাকরোন্মুনে॥
দেবাঃ সমাযযুঃ সর্ব্বে তথা দেবর্ষয়োঽমলাঃ।
পাতালাৎ পন্নগেন্দ্রাশ্চ শেষ-বাসুকি-তক্ষকাঃ
তথা দেবাসুরাণাঞ্চ যে প্রধানা দ্বিজোত্তম॥
যক্ষাণাং গুহ্যকানাঞ্চ বায়বশ্চ তথাখিলাঃ॥ ২৮
তদাগতৈরশেষর্ষি-দেব-দানব-পন্নগৈঃ।
মুনির্ভিশ্চাকুলমভূদ্গন্ধর্ব্বাণাং মহাপুরম্॥ ২৯
ততঃ স তুম্বুরুঃ কৃত্বা জাতকর্ম্মাদিকাং ক্রিয়াম্
চক্রে স্বস্ত্যয়নং তস্য বালস্য স্তুতিপূর্ব্বকম্॥ ৩০
চক্রবর্ত্তী মহাবীর্য্যো মহাবাহুর্মহাবলঃ।
মহান্তং কালমীশিত্বমশেষায়াঃ ক্ষিতেঃ কুরু॥৩১
ইমে শক্রাদয়ঃ সর্ব্বে লোকপালাস্তথর্ষয়ঃ।
স্বস্তি কুর্ব্বন্তু তে বীর বীর্য্যঞ্চারিবিনাশনম্॥৩২

তোষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তথায় সেই কৃশাঙ্গীর সহিত কখন অতি রমণীয় নগরোপবনে, কখন বা উপপর্ব্বতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কখন হংস-সারস-শোভিত নদী-পুলিনে, কখন ভবনান্তে, মনোরম প্রাসাদে এবং কখন বা অন্যান্য রমণীয় বিহার-প্রদেশে তন্বীর সহিত রাজপুত্র এবং মহানুভব রাজপুত্রের সহিত ভামিনী, এইরূপে তাঁহারা পরস্পর দিবানিশি রমণ করিতে লাগিলেন। ১৩—২০। মুনিগণ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ তাঁহাদিগকে, উত্তম উত্তম ভক্ষ্য, পানীয়, বস্ত্র, মাল্য, অনুলেন প্রভৃতি উপহার প্রদান করিতেন। সেই দুর্লভ গন্ধর্ব্বলোকে ভামিনী সহ মহাবীর রাজকুমার এইরূপে বিহার করিতে থাকিলে কালক্রমে কল্যাণী একটী পুত্র প্রসব করিলেন। হে মনুজব্যাঘ্র! মহাবীর্য্যশালী এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে,তদ্দারা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনসিদ্ধি প্রত্যাশায় গন্ধর্ব্বগণের মহোৎসব উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা কেহ গান করিতে লাগিলেন এবং কেহ মৃদঙ্গ, পটহ, আনক ও কেহ বা বেণুবীণাদি বাদ্য আরম্ভ করিলেন। তৎকালে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং মেঘসকল পুষ্প বর্ষণ করিতে করিতে মৃদু মন্দ শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল। হে মুনে! এইরূপ পূর্ণ কোলাহল অবস্থায় তনয় স্মরণ করিবামাত্র তুম্বুরু তথায় আগমনপূর্ব্বক জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! ক্রমে সমগ্র দেবগণ, নিষ্পাপ দেবর্ষিগণ, পাতাল হইতে শেষ বাসুকি তক্ষকপ্রভৃতি পন্নগরাজগণ, দেব, অসুর, যক্ষ ও গুহ্যকগণের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং নিখিল বায়ুকুল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২১—২৮। তৎকালে সমাগত যাবতীয় ঋষি, দেব, দানব, পন্নগ ও মুনিগণ দ্বারা গন্ধর্ব্বগণের মহানগর ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তদনন্তর জাতকর্ম্মাদি কার্য্য সম্পাদনের পর সেই তুম্বুরু স্তুতিপূর্ব্বক এইরূপে বালকের স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন, হে বীর! তুমি মহাবল, মহাবীর্য্য ও মহাবাহু সার্ব্বভৌম হইয়া বহুকাল সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য কর। এই সমস্ত শক্রাদি লোকপাল এবং ঋষিগণ তোমার মঙ্গল-সাধন ও অরাতিবিনাশক বীর্য্য বিধান করুন। পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত ধূলি-রহিত মরুৎ (বায়ু) তোমার মঙ্গল বিধান করুন, অক্ষীণ

মরুৎ তব শিবায়াস্তু বাতি পূর্ব্বো ন যো রজঃ
মরুৎ তে বিমলোঽক্ষীণোঽবৈষম্যায়াস্তু দক্ষিণঃ
পশ্চিমস্তে মরুদ্বীর্য্যমুত্তমং তে প্রযচ্ছতু।
বলং যচ্ছতু চোৎকৃষ্টং মরুৎ তে চ তথোত্তরঃ
ইতি স্বস্ত্যয়নস্যান্তে বাগুবাচাশরীরিণী।
মরুৎ তবেতি বহুশো যদিদং গুরুরব্রবীৎ।
মরুত্ত ইতি তেনায়ং ভুবি খ্যাতো ভবিষ্যতি॥
ভুবি চাস্য মহীপালা যাস্যন্ত্যাজ্ঞাবশা যতঃ।
এষ সর্ব্বক্ষিতীশানাং বীরঃ স্থাস্যতি মূর্দ্ধনি॥
চক্রবর্ত্তী মহাবীর্য্যঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্।
আক্রম্য পৃথিবীপালানয়ং ভোক্ষ্যত্যবারিতঃ॥
প্রধানঃ পৃথিবীশানাং ভবিষ্যত্যেষ যজ্বনাম্।
আধিক্যং শৌর্য্যবীর্য্যেণ ভবিষ্যত্যস্য রাজসু

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচঃ সর্ব্বে কেনাপ্যুক্তং দিবৌকসাম্
তুতুষুর্বিপ্র-গন্ধর্ব্বাশ্চাস্য মাতা তথা পিতা॥ ৩৯

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মরুত্তজন্মকথনং নাম সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২৭॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ স রাজপুত্রস্তমাদায় দয়িতং সুতম্।
পত্ন্যাশ্চানুগতো বিপ্র গন্ধর্ব্বৈরাযযৌ পুরম্॥ ১
স পিতুর্ভবনং প্রাপ্য ববন্দে পিতুরাদরাৎ।
চরণৌ সা চ তন্বী হ্রীমতী নৃপতেঃ সুতা॥ ২
তথাহ রাজপুত্রোঽসৌ গৃহীত্বা বালকং সুতম্
ধর্ম্মাসনগতং ভূপং রাজ্ঞাং মধ্যে করন্ধমম্॥ ৩
মুখং পৌত্রস্য পশ্যৈতদুৎসঙ্গস্থস্য যন্ময়া।
কিমিচ্ছকে প্রতিজ্ঞাতং ভূভ্যং মাতুঃ কৃতে পুরা
ইত্যুক্ত্বা পিতুরুৎসঙ্গে তং কৃত্বা তনয়ং ততঃ।
যথাবৃত্তমশেষং স কথয়ামাস তস্য তৎ॥ ৫
স পরিষজ্য তং পৌত্রমানন্দাশ্রুবিলোচনঃ।

বিমল দক্ষিণ-মরুৎ তোমার অবৈষম্যে, অবস্থিত হউন এবং পশ্চিম-মরুৎ তোমাকে মহাবীর্য্য ও উত্তর-মরুৎ তোমাকে উৎকৃষ্ট বল প্রদান করুন। এইরূপে স্বস্ত্যয়ন কার্য্য সমাপ্ত হইলে, আকাশবাণী হইল যে, "গুরু বারংবার 'মরুৎ তব' এইরূপ উচ্চারণ করিয়াছেন, অতএব এই বালক মরুত্ত, নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইবে, সমগ্র মহীপালগণ ইঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে, সুতরাং এই বালক, সকল রাজার শীর্ষস্থানীয় হইবেন, এবং মহাবীর্য্য চক্রবর্ত্তী হইয়া অনবরত পৃথিবীপালগণকে আক্রমণপূর্ব্বক এই সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী ভোগ করিবেন। এই বালক পৃথিবীশ্বরগণ ও যজ্বাদিগের শ্রেষ্ঠ হইবেন এবং সকল রাজা অপেক্ষা শৌর্য্যবীর্য্যে আধিক্য লাভ করিবেন।" মার্কণ্ডেয় বলিলেন, কোন দেবোচ্চারিত এই বাক্য (দৈববাণী) শ্রবণ করিয়া সমস্ত বিপ্র, গন্ধর্ব্ব ও বালকের পিতামাতা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। ২৯—৩৯।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৭॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে বিপ্র! অতঃপর রাজপুত্র প্রিয়তম পুত্রকে লইয়া সস্ত্রীক স্বীয় নগরে আগমন করিলেন। আগমনকালে গন্ধর্ব্বগণ পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃভবন প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি-সহকারে পিতৃপদ বন্দনা করিলে পর কৃশাঙ্গী রাজকন্যাও লজ্জাবনতমুখে প্রণাম করিলেন। তৎপরে রাজপুত্র, বালক পুত্র গ্রহণ করিয়া রাজগণ মধ্যে ধর্ম্মাসনোপবিষ্ট পিতা করন্ধমকে বলিলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে জননীর জন্য কিমিচ্ছক ব্রত কালে আপনার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এই সেই পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া পৌত্রমুখ অবলোকন করুন।" এই বলিয়া পিতৃক্রোড়ে পুত্রকে প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট যথাবৃত্ত সমগ্র বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ১—৫। রাজা আনন্দাশ্রু-পূর্ণ-নয়নে পৌত্রকে আলিঙ্গন করিয়া

সভাগ্যোঽস্মীত্যথাত্মানং প্রশশংস পুনঃ পুনঃ
ততঃ সোঽর্ঘ্যাদিনা সম্যগ্‌গন্ধর্ব্বান্ সমুপাগতান্
সম্মানয়ামাস মুদা বিস্মৃতান্যপ্রয়োজনঃ। ৭
ততঃ পুরে মহানাসীদানন্দঃ পৌরবেশ্মসু।
অস্মাকং সন্ততির্জাতা নাথস্যেতি মহামুনে। ৮
হৃষ্টপুষ্টে পুরে তস্মিন্ গীতবাদ্যৈর্ব্বরাঙ্গণে।
বিলাসিন্যোঽপ্যনৃত্যন্ত ননৃতুর্লাস্যমুত্তমম্ ॥৯
রাজা চ দ্বিজমুখ্যেভ্যো রত্নানি চ বহূনি চ।
গাবো বস্ত্রাণ্যলঙ্কারানদদদ্ধৃষ্টমানসঃ। ১০
ততঃ স বালো ববৃধে শুক্লপক্ষে যথা শশী।
পিতৄণাং প্রীতিজনকো জনস্যেষ্টশ্চ সোঽভবৎ ॥
আচার্য্যাণাং সকাশাৎ স প্রাপ্য বেদান্ জগৃহে মুনে
ততঃ শাস্ত্রাণ্যশেষাণি ধনুর্ব্বেদং ততঃপরম্ ॥
কৃতোদ্যোগো যদা সোঽভূৎ খড়্গকার্ম্মুককর্ম্মণি
অস্ত্রেষু চ তথা বীরঃ শস্ত্রেষু বিজিতশ্রমঃ ॥১৩
ততোঽস্ত্রাণি স জগ্রাহ ভার্গবাদ্ভৃগুসম্ভবাৎ।
বিনয়াবনতো বিপ্র গুরোঃ প্রীতিপরায়ণঃ ॥১৪
গৃহীতাস্ত্রঃ কৃতী বেদে ধনুর্ব্বেদস্য পারগঃ।
নিষ্ণাতঃ সর্ব্ববিদ্যাসু স বভূব ততঃ পরঃ ॥১৫
বিশালোঽপি সুতাবার্ত্তামুপলভ্যাখিলামিমাম্।
হর্ষনির্ভরচিত্তোঽভূদ্দৌহিত্রস্য চ যোগ্যতাম্ ॥১৬
অথ রাজা সুতসুতং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তমনোরথঃ।
যজ্ঞাননেকান্ নিষ্পাদ্য দত্ত্বা দানানি চার্থিনাম্ ॥
কৃতাশেষক্রিয়ো যুক্তঃ সর্ব্বৈর্ধর্ম্মৈস্ততো মহীম্।
পরিপাল্যারিবিজয়ী বলবুদ্ধিসমন্বিতঃ। ১৮
স যিযাসুর্ব্বনং পুত্রমবীক্ষিতমভাষত।
পুত্র বৃদ্ধোঽস্মি গচ্ছামি বনং রাজ্যং গৃহাণ মে
কৃতকৃত্যোঽস্মি নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ ত্বদভিষে-
চনাৎ।
সুনিষ্পন্নমতো রাজ্যং ত্বং গৃহাণ ময়ার্পিতম্ ॥

"সৌভাগ্যবান্ হইয়াছি" বলিয়া বারংবার আপনাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে হর্ষবশতঃ অপরাপর কার্য্য বিস্মৃত হইয়া সমাগত গন্ধর্ব্বদিগকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা সম্মানিত করিলেন। হে মহামুনে! তৎকালে নগরমধ্যে যাবতীয় পৌরজনগৃহে "আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা রাজার সন্তত হইয়াছে" বলিয়া মহান্ আনন্দ উৎসব হইতে লাগিল। সেই আনন্দপূর্ণ পুরের বিশাল অঙ্গন প্রদেশে সুন্দরী বিলাসিনীগণ গীত বাদ্য সহকারে উৎকৃষ্ট নৃত্য করিতে লাগিল। রাজা হৃষ্টান্তঃকরণে গুণশালী ব্রাহ্মণকে ধন, রত্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার ও গাভী দান করিতে লাগিলেন। ৬—১০। তদনন্তর সেই বালক শুক্লপক্ষীয় শশীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া পিতৃগণের প্রীতিপ্রদ ও জনসাধারণের প্রিয়তম হইয়া উঠিল। হে মুনে! সেই বালক যথাকালে আচার্য্য সকাশে প্রথমে বেদ, তৎপরে অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্র ও তাদনন্তর ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলেন। পরিশেষে সেই বীর বালক বিজিতশ্রম হইয়া যখন খড়্গ, ধনু ও অন্যান্য শস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষায় উদ্‌যোগী হইলেন। হে বিপ্র! তখন তিনি বিনয়াবনত ও গুরুর প্রীতি-পরায়ণ হইয়া ভৃগুবংশীয় ভার্গবের নিকট সমুদায় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এইরূপে তিনি গৃহীতাস্ত্র, বেদে কৃতী, ধনুর্ব্বিদ্যাপারগ ও সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তৎকালে তাহা অপেক্ষা ঐ সকল বিষয়ে আর কেহই শ্রেষ্ঠ ছিল না। স্বীয় কন্যার নিখিলবার্ত্তা এবং দৌহিত্রের যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া বিশাল-রাজেরও চিত্ত হর্ষভরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১১—১৬। পৌত্র-মুখ দর্শনে প্রাপ্তমনোরথ অরিবিজয়ী ও বল-বুদ্ধিমান্ রাজা করন্ধম অনেকানেক যজ্ঞ-নিষ্পাদন, অর্থীদিগকে অপর্য্যাপ্ত দান এবং অশেষ সৎক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম পৃথিবী পালন করত কিছুকাল পরে বনগমনে ইচ্ছা করিয়া পুত্র অবীক্ষিতকে বলিলেন, "পুত্র! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন বনগমনে অভিলাষ করি; তুমি আমার নিকটে এই রাজ্য গ্রহণ কর। আমি সকল বিষয়েই কৃতার্থ হইয়াছি; এখন তোমার অভিষেক ব্যতীত আর কিছুই বাকী নাই। অতএব

ইত্যুক্তঃ পিতরং প্রাহ সোঽবীক্ষিন্নৃপনন্দনঃ।
প্রশ্রয়াবনতো ভূত্বা যিযাসুস্তপসে বনম্ ॥ ২১
নাহং তাত করিষ্যামি পৃথিব্যাঃ পরিপালনম্।
নাপৈতি হ্রীর্মে মনসো রাজ্যেঽন্যং ত্বং নিযোজয়
তাতেন মোক্ষিতো বদ্ধো ন স্ববীর্য্যাদহং যতঃ
ততঃ কিয়ৎ পৌরুষং মে পুরুষৈঃ পাল্যতে মহী
যোঽহং ন পালনায়ালমাত্মনোঽপি বসুন্ধরাম্
স কথং পালয়িষ্যামি রাজ্যমন্যত্র বিক্ষিপ ॥২৪
মন্ত্রী সধর্ম্মঃ পুরুষো যশ্চান্যেনাবহূয়তে।
আত্মা মোহায় ভবতো বন্ধনাদ্‌যেন মোক্ষিতঃ
সোঽহং কথং ভবিষ্যামি স্ত্রীসধর্ম্মা মহীপতিঃ ॥

পিতোবাচ।

ন ভিন্ন এব পুত্রস্য পিতা পুত্রস্তথা পিতুঃ।
নান্যেন মোক্ষিতো বীর যস্ত্বং পিত্রা বিমোক্ষিতঃ

পুত্র উবাচ।

হৃদয়ং নান্যথা নেতুং ময়া শক্যং নরেশ্বর।
হৃদয়ে হ্রীর্মমাতীব যত্ত্বহং মোক্ষিতস্ত্বয়া ॥ ২৭
পিত্রোপাত্তাংশ্রিয়ং ভুঙ্‌ক্তে পিত্রা কৃচ্ছ্রাৎসমুদ্ধৃতঃ
বিজ্ঞায়তে চ যঃ পিত্রা মানবঃ সোঽস্তু মো কুলে
স্বয়মর্জ্জিতবিত্তানাং খ্যাতিং স্বয়মুপেয়ুষাম্।
স্বয়ং নিস্তীর্ণকৃচ্ছ্রাণাং যা গতিঃ সাস্তু মে গতিঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যাহ বহুশঃ পিত্রা যদাপ্যুক্তোঽপ্যসৌ মুনেঃ
তদা তস্য সুতং রাজ্যে মরুত্তমকরোন্নৃপম্ ॥৩০
স পিত্রা সমনুজ্ঞাতং রাজ্যং প্রাপ্য পিতামহাৎ
চকার সম্যক্ সুহৃদামানন্দমুপপাদয়ন্ ॥ ৩১
রাজা করন্ধমশ্চাপি বীরামাদায় তাং তথা।
বনং জগাম তপসে যতবাক্কায়মানসঃ ॥ ৩২
তত্র বর্ষসহস্রং স তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্

তুমি এই মৎপ্রদত্ত সুনিষ্পন্ন রাজ্যগ্রহণ কর।” নৃপনন্দন অবীক্ষিত পিতৃবাক্য শ্রবণে তিনিও তপস্যা ও বনগমনেচ্ছা করিয়া বিনয়সহকারে পিতাকে বলিতে লাগিলেন, পিতঃ! আমি পৃথিবী পালন করিব না। অদ্যাপি আমার সেই লজ্জা অপগত হয় নাই; অতএব আপনি অন্য কাহাকেও রাজ্যে নিয়োজিত করুন। আমি বদ্ধ হইয়া পিতা কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছিলাম, স্বীয় বীর্য্যে মুক্ত হইতে পারি নাই; সুতরাং আমার পৌরুষ কতটুকু? পুরুষেই পৃথিবী পালন করিয়া থাকে। আমি যখন আত্মাকে রক্ষা করিতে অক্ষম, তখন কিরূপে পৃথিবী পালন করিব? অতএব অপরের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করুন। মন্ত্রণাশীল ও ধর্ম্মশীল হইয়াও যে ব্যক্তি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে এবং যাহা কখনও মোহের বশীভূত হইবার যোগ্য নহে, সেই আত্মাকে যে ব্যক্তি আপনার (পিতার) যত্নে বন্ধনমুক্ত করিয়াছে; সেই স্ত্রীজাতির সমধর্ম্মা আমি কিরূপে মহীপতি হইব? ১৭—২৫। পিতা বলিলেন, হে বীর! পিতা পুত্র হইতে এবং পুত্র পিতা হইতে স্বতন্ত্র নহে; অতএব আমা কর্ত্তৃক মুক্ত হওয়া তোমার পর কর্ত্তৃক মুক্ত হওয়া নহে। পুত্র বলিলেন, হে নরেশ্বর! আমি আর হৃদয়বেগ ফিরাইতে পারিব না; আপনা কর্ত্তৃক মুক্ত হওয়ায় আমার হৃদয়ে নিরতিশয় লজ্জা জাগরূক রহিয়াছে। যে ব্যক্তি পিতার উপার্জ্জিত সম্পত্তি ভোগ করে, বিপদে পিতাকর্ত্তৃক উদ্ধার লাভ করে ও পিতার নামেই পরিচিত হয়; বংশে তাদৃশ পুত্রের জন্ম না হওয়াই উত্তম। যাঁহারা স্বয়ং ধনোপার্জ্জন করেন, স্বয়ং খ্যাতি লাভ করেন এবং স্বয়ংই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের যে গতি হয়, আমারও সেই গতি হউক। ২৬—২৯। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনে! পিতার বারংবার অনুরোধেও যখন রাজপুত্র এই উত্তর প্রদান করিলেন, তখন রাজা করন্ধম তৎপুত্র মরুত্তকে রাজ্যে রাজা করিলেন। মরুত্ত পিতার অনুমোদিত রাজ্য পিতামহ হইতে প্রাপ্ত হইয়া সুহৃদ্‌গণের আনন্দ সম্পাদনপূর্ব্বক সম্যক্ প্রকারে তাহা শাসন করিতে লাগিলেন। কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত রাজা করন্ধম স্বীয় পত্নী

বিহায় দেহং নৃপতিঃ শক্রস্যাপি সলোকতাম্ ॥
সাস্য পত্নী তদা বীরা বর্ষাণামমরং শতম্ ।
তপশ্চচার বিপ্রর্ষে জটিলা মলপঙ্কিনী ॥ ৩৪
সালোক্যমিচ্ছতী ভর্তুঃ স্বর্গতস্য মহাত্মনঃ ।
ফল-মূলকৃতাহারা ভার্গবাশ্রমসংশ্রয়া ।
দ্বিজাতিপত্নীমধ্যস্থা দ্বিজশুশ্রূষণারতা ॥ ৩৫

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽবীক্ষিতচরিতং নামাষ্টাবিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৮॥

বীরাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমন করিলেন। তথায় নৃপতি করন্ধম সহস্রবৎসর সুদুশ্চর তপস্যাচরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর তৎপত্নী বীরা মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজপত্নীগণের মধ্যে অবস্থিতা ও দ্বিজগণের শুশ্রূষারতা হইয়া স্বর্গগত মহাত্মা স্বামীর সমলোকতা-প্রাপ্তি অভিলাষে ফল মূল মাত্র আহার করিয়া, জটিল কেশে ও মলপঙ্কিল-কলেবরে আরও শত বৎসর তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। ৩০—৩৫।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১২৮

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ক্রোষ্টুকিরুবাচ ।

ভগবন্ বিস্তরাৎ সর্ব্বং মমৈতৎ কথিতং ত্বয়া ।
করন্ধমস্য চরিতমবীক্ষিচ্চরিতঞ্চ যৎ ॥ ১
আবীক্ষিতস্য নৃপতের্মরুত্তস্য মহাত্মনঃ ।
শ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং শ্রূয়তে সোঽতিচেষ্টিতঃ ॥
চক্রবর্ত্তী মহাভাগঃ শূরঃ কান্তো মহামতিঃ ।
ধর্ম্মবিদ্ধর্ম্মকৃচ্চৈব সম্যক্ পালয়িতা ভুবঃ ॥ ৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স পিত্রা সমনুজ্ঞাতং রাজ্যং প্রাপ্য পিতামহাৎ
ধর্ম্মতঃ পালয়ামাস পিতা পুত্রানিবৌরসান্ ॥ ৪
ইয়াজ সুবহূন্ যজ্ঞান্ যথাবৎ স্বাপ্তদক্ষিণান্ ।
ঋত্বিক্পুরোহিতাদেশে রম্যচিত্তো মহীপতিঃ ॥৫
তস্যাপ্রতিহতং চক্রমাসীদ্দ্বীপেষু সপ্তসু ।
গতিশ্চাপ্যনবচ্ছিন্না খ-পাতাল-জলাদিষু ॥ ৬
ততঃ প্রাপ্য ধনং বিপ্র যথাবৎ স্বক্রিয়াপরঃ ।
অযজৎ স মহাযজ্ঞৈর্দেবানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥৭
ইতরে চ যথা বর্ণাঃ স্বে স্বে কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতাঃ ।
তদুপাত্তধনাশ্চক্রুরিষ্টাপূর্ত্তাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৮
পাল্যমানা মহী তেন মরুত্তেন মহাত্মনা ।
পস্পর্দ্ধ ত্রিদশাবাস বাসিভির্দ্বিজসত্তম ॥ ৯

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি বলিলেন,—ভগবন্! আপনি করন্ধম ও অবীক্ষিতের সমুদায় চরিত বিশেষরূপে বলিলেন, এখন অবীক্ষিত-পুত্র মহাত্মা মরুত্ত নৃপতির চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। শুনিতে পাই, তিনি অতিশয় উদ্যমশীল, চক্রবর্ত্তী, মহাভাগ, শূর, কমনীয়, মহামতি, ধর্ম্মবিৎ, ধর্ম্মাচারী ও সম্যক্ পৃথিবী-পালক ছিলেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মরুত্ত পিতার অনুজ্ঞাত রাজ্য পিতামহ সমীপে প্রাপ্ত হইয়া, পিতা যেমন ঔরস পুত্রের প্রতিপালন করেন, যাবতীয় প্রজাগণকে সেইরূপে ধর্ম্মানুসারে পালন করিতেন। যাজ্ঞিক ও পুরোহিতগণের আদেশ প্রতিপালনে মনোযোগী হইয়া সেই মহীপতি অপর্য্যাপ্তদক্ষিণা-সমন্বিত অনেকানেক যজ্ঞ যথাবিধানে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সপ্তদ্বীপে তাঁহার রথচক্র অপ্রতিহত ছিল এবং আকাশ, পাতাল ও সলিলাদিস্থানেও তাঁহার গতির বাধা হইত না। ১—৬। হে বিপ্র! সেই স্বধর্ম্ম-পরায়ণ মরুত্ত ধন প্রাপ্ত হইয়া মহাযজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে যজন করিয়াছিলেন। অপরাপর বর্ণ সকলও স্ব স্ব কর্ম্মে তৎপর থাকিয়া তাঁহারই নিকটে প্রাপ্ত ধন দ্বারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পৃথিবী মহাত্মা মরুত্ত কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া দেবগণের সহিতও স্পর্দ্ধা

তেনাতিশায়িতাঃ সর্ব্বে কেবলং ন মহীক্ষিতঃ।
যজ্ঞিনা দেবরাজোঽপি শতযজ্ঞাভিসন্ধিভিঃ ॥১০
ঋত্বিক্ তস্য তু সংবর্ত্তো বভূবাঙ্গিরসঃ সুতঃ।
ভ্রাতা বৃহস্পতের্বিপ্র মহাত্মা তপসাং নিধিঃ ॥১১
সৌবর্ণো মুঞ্জবান্ নাম পর্ব্বতঃ সুরসেবিতঃ।
পাতিতং তেন তচ্ছৃঙ্গং হৃতং তস্য মহীপতেঃ ॥
তেন যস্যাখিলং যজ্ঞে ভূমিভাগাদিকং দ্বিজ।
প্রাসাদাশ্চ কৃতাঃ শুভ্রাস্তপসা সর্ব্বকাঞ্চনাঃ ॥ ১৩
গাথাশ্চাপ্যত্র গায়ন্তি মরুত্তচরিতাশ্রয়াঃ।
সাতত্যেনর্ষয়ঃ সর্ব্বে কুর্ব্বন্তোঽধ্যয়নং যথা ॥১৪
মরুত্তেন সমো নাভূদ্যজমানো মহীতলে।
সদঃ সমস্তং যদ্‌যজ্ঞে প্রাসাদাশ্চৈব কাঞ্চনাঃ ॥
অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।
বিপ্রাণাং পরিবেষ্টারঃ শক্রাদ্যাস্ত্রিদশোত্তমাঃ ॥
যথা যজ্ঞে মরুত্তস্য তথা কস্য মহীপতেঃ।
সুবর্ণমখিলং ত্যক্তং রত্নপূর্ণগৃহে দ্বিজৈঃ ॥১৭
প্রাসাদাদি সমস্তঞ্চ সৌবর্ণং তস্য যৎ কৃতৌ।
ত্রয়ো বর্ণা হ্যলভ্যন্ত তস্মাৎ কেচিৎ তথা দদুঃ ॥
তেন ত্যক্তেন শিষ্টা যে ক্রমাঃ পূর্ণমনোরথাঃ।
তে চ যজ্ঞান্ যজন্ত্যেব দেশে দেশে পৃথক্ পৃথক্ ॥১৯
তস্যৈবং কুর্ব্বতো রাজ্যং সম্যক্ পালয়তঃ প্রজাঃ।
তপস্বী কশ্চিদভ্যেত্য তমাহ মুনিসত্তম ॥২০
পিতুর্ম্মাতা তবাহেদং দৃষ্ট্বা তাপসমণ্ডলম্।
বিষাভিভূতমুরগৈর্দর্পোন্মত্তৈর্নরেশ্বর ॥২১
পিতামহস্তে স্বর্যাতঃ সম্যক্ সম্পাল্য মেদিনীম্
তপশ্চরণশক্তাহমিহ চৌর্ব্বাশ্রমে স্থিতা ॥ ২২
সাহং পশ্যামি বৈকল্যং তব রাজ্যং প্রশাসতঃ

করিত। মরুত্ত যে কেবল মহীপালগণেরই প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি দেবরাজ অপেক্ষাও প্রধান হইয়াছিলেন। হে বিপ্র! অঙ্গিরার পুত্র, বৃহস্পতির ভ্রাতা, তপোনিধি মহাত্মা সংবর্ত্ত তাঁহার ঋত্বিক্ ছিলেন। হে দ্বিজ! সুরগণ-সেবিত মুঞ্জবান্ নামক সুবর্ণময় এক পর্ব্বত আছে, ঋত্বিক্ তপোবলে তাহার শৃঙ্গ পাতিত করত রাজার জন্য তাহা আহৃত করিয়াছিলেন। রাজার যজ্ঞীয় নিখিল ভূভাগ এবং সর্ব্বতোভাবে কাঞ্চনময় নির্ম্মল প্রাসাদাবলী সেই শৃঙ্গ দ্বারা তপোবলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৭—১৩। ঋষিগণ এই মরুত্ত-চরিত অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা এইরূপ গাথা গান ও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন যে, যাঁহার যজ্ঞে সমস্ত সভা ও প্রাসাদ কাঞ্চনময় করা হইয়াছিল, ইন্দ্র সোমপানে ও দ্বিজাতিগণ দক্ষিণালাভে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রাদি প্রধান প্রধান দেবগণ বিপ্রদিগের পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন; সেই মরুত্তের তুল্য যজনশীল ব্যক্তি পৃথিবীতে কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। মহীপতি মরুত্তের ন্যায় আর কাহার যজ্ঞে দ্বিজগণ রত্নপূর্ণ গৃহে সুবর্ণরাশি ঢালিতে পারিয়াছিলেন? তাঁহার যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন বর্ণেই সুবর্ণময় প্রাসাদাদি সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত আর কাহারা এরূপ দান করিয়াছিলেন? তাঁহার প্রদত্ত ধন পাইয়া যে সকল শিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার যজ্ঞে পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও পৃথক্ পৃথক্ দেশে পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞ সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন।" ১৪—১৯। হে মুনিসত্তম! এইরূপে তাঁহার সম্যক্ রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন কালে একদা কোন তপস্বী আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, হে নরেশ্বর! তাপসমণ্ডলকে মদোন্মত্ত উরগকুলের বিষে অভিভূত হইতে দেখিয়া আপনার পিতামহী এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন যে "তোমার পিতামহ সম্যক্‌রূপে পৃথিবী পালন করিয়া স্বর্গগমন করিয়াছেন, আমিও এমন তপস্যাসক্ত হইয়া ঔর্ব্বাশ্রমে অবস্থান করিতেছি। হে নৃপ! তোমার পিতামহ বা তোমার অন্যান্য পূর্ব্বপুরুষগণের রাজ্যকালে যাহা কখন ঘটে নাই, তোমার

পিতামহস্য তে নাভূদ্যৎ পূর্ব্বেষাঞ্চ তে নৃপ॥২৩
নূনং প্রমত্তো ভোগেষু সক্তো বাবিজিতেন্দ্রিয়ঃ
চারান্ধতা যতস্তেষাং দুষ্টাদুষ্টং ন বেৎসি যৎ॥২৪
পাতালাদভ্যুপেতৈস্ত ভুজগৈর্দংশশালিভিঃ।
দষ্টা মুনিসুতাঃ সপ্ত দূষিতাশ্চ জলাশয়াঃ॥ ২৫
স্বেদমূত্রপুরীষেণ দূষিতঞ্চ হুতং হবিঃ।
অপরাধং সমুদ্দিশ্য দত্তো নাগবলিশ্চিরাৎ॥ ২৬
এতে সমর্থা মুনয়ো ভস্মীকর্ত্তুং ভুজঙ্গমান্।
কিন্ত্বেষাং নাধিকারোঽত্র ত্বমেবাত্রাধিকারবান্॥
তাবৎ সুখং ভূপতিজৈর্ভোগজং প্রাপ্যতে নৃপ
অভিষেকজলং যাবন্ন মূর্দ্ধ্নি বিনিপাত্যতে॥ ২৮
কানি মিত্রাণি কঃ শত্রুর্ম্ম শত্রোর্বলং কিয়ৎ।
কোঽহং কে মন্ত্রিণঃ পক্ষে কে বা ভূপতয়ো মম
বিরক্তো বা পরৈর্ভিন্নঃ পরেষামপি কীদৃশঃ।
কঃ সম্যগত্র নগরে বিষয়ে বা জনো মম॥ ৩০
ধর্ম্মকর্ম্মাশ্রয়ী মূঢ়ঃ কঃ সম্যগপি বর্ত্ততে।
কো দণ্ড্যঃ পরিপাল্যঃ কঃ কে বা প্রেক্ষ্যা নরা
ময়া॥ ৩১
সন্ধিভেদভয়াদত্র দেশকালমবেক্ষতা।
চারাংশ্চ চারয়েদন্যৈরজ্ঞাতান্ ভূপতিশ্চরৈঃ॥
সচিবাদিষু সর্ব্বেষু চরান্ দদ্যান্মহীপতিঃ॥ ৩৩
ইত্যাদৌ ভূপতির্নিত্যং কর্ম্মণ্যাসক্তমানসঃ।
নয়েদ্দিনং তথা রাত্রিং ন তু ভোগপরায়ণঃ॥
রাজ্ঞাং শরীরগ্রহণং ন ভোগায় মহীপতে।
ক্লেশায় মহতে পৃথ্বীস্বধর্ম্মপরিপালনে॥ ৩৫
সম্যক্ পালয়তঃ পৃথ্বীং স্বধর্ম্মঞ্চ মহীপতেঃ।
ইহ ক্লেশো মহান্ স্বর্গে পরমং সুখমক্ষয়ম্॥৩৬
তদেতদববুধ্য ত্বং হিত্বা ভোগান্ নরেশ্বর।
পালনায় ক্ষিতেঃ ক্লেশমঙ্গীকর্ত্তুমিহার্হসি॥ ৩৭

শাসনকালে সেই বৈকল্য দেখিতে পাইতেছি। তুমি নিশ্চিতই প্রমত্ত অথবা অজিতেন্দ্রিয় হইয়া ভোগে আসক্ত হইয়াছ এবং তোমার চারান্ধতা ঘটিয়াছে, তজ্জন্যই তুমি তাহাদিগের দুষ্টাদুষ্ট পরিজ্ঞানে অশক্ত হইয়াছ। দংশনশালী ভুজঙ্গগণ পাতাল হইতে আগমন করিয়া সাত জন মুনিপুত্রকে দংশন করিয়াছে এবং স্বেদ মূত্র ও পুরীষ দ্বারা এবং সমগ্র জলাশয় ও আহুত হবি দূষিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল কারণে মুনিগণ "অপরাধ হইয়াছে" মনে করিয়া নাগদিগকে বলি প্রদান করিতেছেন। ২০—২৬। এই মুনি সকল ভুজঙ্গমদিগকে ভস্মীভূত করিতে সমর্থ; কিন্তু তাহাতে (শাসন বিষয়ে) ইঁহাদিগের অধিকার নাই, তুমিই সে কার্য্যে অধিকারী। হে নৃপ! রাজপুত্রগণ ততদিন পর্য্যন্তই ভোগজনিত সুখভোগ করিতে পারেন, যতদিন তাঁহাদিগের মস্তকে অভিষেক-জল নিপাতিত না হয়। "কাহারা মিত্র, কে শত্রু, কি পরিমাণ শত্রুবল, কে আমি, কাহারা মন্ত্রী, কোন্ কোন্ রাজা স্বপক্ষে, কে বিরক্ত, কে শত্রু-কর্ত্তৃক ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, শত্রুগণ মধ্যে কে কিরূপ, স্বীয় নগর বা রাজ্যমধ্যে কে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মকর্ম্মাশ্রয়ী ও মূর্খই বা কে বাস করিতেছে, কে দণ্ডনীয়, কে প্রতিপাল্য, সন্ধিভেদভয়ে দেশকাল বিবেচনা করিয়া কাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত?" এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য ভূপতি অন্য চরের অপরিচিত চরগণকে নিযুক্ত করিবেন। মহীপতি সচিবাদি সকলের প্রতিই চর প্রয়োগ করিবেন। এইরূপ কর্ম্মে সর্ব্বদাই আসক্তচিত্তে ভূপতি দিনরাত্রি অতিবাহিত করিবেন, কদাচ ভোগ-পরায়ণ হওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে। ২৭—৩৪। হে মহীপতে! রাজাদিগের শরীর ধারণ ভোগের নিমিত্ত নহে; পৃথিবী এবং স্বধর্ম্ম-পরিপালন জন্য মহাক্লেশই তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। মহীপালদিগকে স্বধর্ম্ম ও পৃথিবী পালন করায় ইহজন্মে নিরতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হইলেও পরকালে স্বর্গে তাঁহাদিগের অক্ষয় সুখলাভ হইয়া থাকে। হে নরেশ্বর! এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষিতি পালন জন্য ক্লেশ স্বীকার করা

ইতি বৃত্তমৃষীণাং যত্তাসনং ত্বয়ি শাসতি।
ভুজঙ্গহেতুকং ভূপ চারান্ধো নাপি বেৎসি তৎ
বহুনাত্র কিমুক্তেন দুষ্টে দণ্ডো নিপাত্যতাম্।
শিষ্টান্ পালয় রাজংস্ত্বং ধর্ম্মষড়্ভাগমাপ্স্যসি ॥
অরক্ষন্ পাপমখিলং দুষ্টৈরবিনয়াৎ কৃতম্।
সমবাপ্স্যস্যসন্দিগ্ধং যদিচ্ছসি কুরুষ তৎ॥ ৪০
এতন্ময়োক্তং সকলং যত্তবাহং পিতামহী।
কুরুষ্বৈবং স্থিতে যত্তে রোচতে বসুধাধিপ ॥৪১

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মরুত্তচরিত্রে
একোনত্রিংশদধিকশততমো-
ঽধ্যায় ॥ ১২৯ ॥

তোমার উচিত হইতেছে। হে ভূপ! তোমার শাসনকালে, এই যে ঋষিদিগের ভুজঙ্গ জন্য ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে, তুমি চারান্ধতা বশতই তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই। অধিক আর কি বলিব. রাজন্! তুমি দুষ্টদিগের দণ্ড ও শিষ্টদিগের প্রতিপালন কর। তাহাতে ধর্ম্ম-ফলের ষষ্ঠভাগ প্রাপ্ত হইবে। দুষ্টগণ ঔদ্ধত্য সহকারে যাহা করিতেছে ইহা হইতে রক্ষা না করিলে, তুমি নিশ্চয়ই পাপভাগী হইবে। এখন যাহা কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান কর। হে বসুধাধিপ! আমি তোমার পিতামহী, এই জন্যই আমি এই সমস্ত বলিলাম। এরূপ স্থলে যাহা তোমার অভিরুচি, তদনুরূপই কার্য্য কর। ৩৫—৪১।

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৯।

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তাপসবাক্যং স শ্রুত্বা লজ্জাপরো নৃপঃ।
ধিঙ্মাং চারান্ধমিত্যুক্ত্বা নিশ্বস্য জগৃহে ধনুঃ॥১
ততঃ স ত্বরিতং গত্বা তমৌর্ব্বস্যাশ্রমং প্রতি।
ববন্দে শিরসা বীরাং মাতরং পিতুরাত্মনঃ॥
তাপসাংশ্চ যথান্যায়ং তৈশ্চাশীর্ভিরভিষ্টুতঃ।
দৃষ্ট্বা চ তাপসান্ সপ্ত নাগৈর্দষ্টান্ মৃতান্ ভুবি
নিনিন্দাত্মানমসকৃৎ পুরস্তেষাং মহীপতিঃ।
উবাচ চৈতদদ্যাহং যদ্বীর্য্যমবমন্যতাম্ ॥ ৪
যৎ করোমি ভুজঙ্গানাং দুষ্টানাং ব্রাহ্মণদ্বিষাম্
তৎ পশ্যন্তু জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা জগৃহে কোপাদস্ত্রং সংবর্ত্তকং নৃপঃ।
নাশায়াশেষনাগানাং পাতালোর্ব্বীবিচারিণাম্॥

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজা এই সকল তাপসবাক্য শ্রবণে লজ্জিত হইয়া, "আমি চারান্ধ, আমাকে ধিক্।" এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধনুক গ্রহণ করিলেন এবং অতি সত্বরেই ঔর্ব্বাশ্রমে গমন করিয়া অবনতমস্তকে পিতামহী বীরাকে ও তাপসদিগকে যথাবিহিত প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদবাক্য দ্বারা স্তব করিলেন। তৎপরে রাজা সর্পদষ্ট সাত জন তাপসকে ভূমিতলে পতিত অবলোকন করিয়া মুনিগণ সমক্ষে বারংবার আত্মনিন্দা করিয়া কহিলেন,—এই দুষ্ট ভুজঙ্গ সকল আমার বীর্য্যের অবমাননা করিয়া ব্রাহ্মণগণের দ্বেষ করিতেছে; আমি তাহাদের অদ্য যে অবস্থা করি, তাহা দেব, দৈত্য ও নরলোক সহ সমগ্র জগৎ অবলোকন করুক। ১—৫।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভূপতি এই কথা বলিয়া পাতাল ও মহীতলস্থিত যাবতীয় নাগকুলের বিনাশোদ্দেশে ক্রোধে সংবর্ত্তক অস্ত্র গ্রহণ

ততো জজ্বাল সহসা নাগলোকঃ সমন্ততঃ।
মহাস্ত্রতেজসা বিপ্র দহ্যমানোঽনিবারিতঃ ॥ ৭
হা হা তাতেতি হা মাতর্হা হা বৎসেতি সম্ভ্রমে
ভস্মিরস্ত্রকৃতে বাচঃ পন্নগানামথাভবন্ ॥ ৮
কেচিৎ জ্বলদ্ভিঃ পুচ্ছাগ্রৈঃ ফণৈরন্যভুজঙ্গমাঃ।
গৃহীতপুত্রদারাশ্চ ত্যক্তাভরণবাসসঃ ॥ ৯
পাতালমুৎসৃজ্য যযুঃ শরণং ভামিনীং তদা।
মরুত্তমাতরং পূর্ব্বং যয়া দত্তং তদাভয়ম্ ॥ ১০
তামুপেত্যোরগাঃ সর্ব্বে সপ্রণামং ভয়াতুরাঃ।
সগদ্গদমিদং প্রোচুঃ স্মর্য্যতাং নঃ পুরোদিতম্
প্রণম্যাভ্যর্চ্চিতং পূর্ব্বং যদস্মাভি রসাতলে।
তস্য কালোঽয়মায়াতস্ত্রাহি বীরপ্রজায়িনি ॥ ১২
পুত্রো নিবার্য্যতাং রাজ্ঞি প্রাণৈঃ সাযোজ্যমস্ত নঃ।
দহ্যতে সকলো লোকো নাগানামস্ত্রবহ্নিনা ॥ ১৩
এবং সন্দহ্যমানানামস্মাকং তনয়েন তে।
ত্বামৃতে শরণং নান্যৎ কৃপাং কুরু যশস্বিনি ॥ ১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং সংস্মৃত্যাদৌ চ ভাষিতম্
ভর্ত্তারমাহ সা সাধ্বী সসম্ভ্রমমিদং বচঃ ॥ ১৫

ভামিন্যুবাচ।

পূর্ব্বমেব তবাখ্যাতং পাতালে মদ্ভুজঙ্গমৈঃ।
প্রোক্তমভ্যর্থনাপূর্ব্বং মমাসীৎ তনয়ং প্রতি ॥ ১৬
ত ইমেঽভ্যাগতা ভীতা দহ্যন্তে তস্য তেজসা
মামেতে শরণং পূর্ব্বং দত্তমেভ্যো ময়াভয়ম্ ॥ ১৭
যে মাং শরণমাপন্নাস্তে ত্বাং শরণমাগতাঃ।
অপৃথগ্ধর্ম্মচরণা যাতাহং শরণং তব ॥ ১৮
তন্নিবারয় পুত্রং ত্বং মদ্বাক্যাৎ বচনাৎ তব।
ময়া চাভ্যর্থিতোঽবশ্যং শমমভ্যুপযাস্যতি ॥ ১৯

অবীক্ষিদুবাচ।

মহাপরাধে নিয়তং মরুত্তঃ ক্রোধমাগতঃ।

করিলেন। হে বিপ্র! তখন সমুদায় নাগলোক মহাস্ত্রতেজে সহসা জ্বলিয়া উঠিল এবং অবাধে দগ্ধ হইতে লাগিল। এই অস্ত্রকাণ্ডে ভয়োদ্বিগ্ন পন্নগগণ "হা মাতঃ! হা তাত! হা বৎস!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; কাহারও পুচ্ছদেশ, কাহারও ফণা জ্বলিয়া উঠিল, আর কেহ কেহ বা বস্ত্র আভরণাদি সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ত্রীপুত্র সহ পাতাল ত্যাগ করিয়া মরুত্ত-মাতা ভামিনীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল, যে হেতু তিনি পূর্ব্বে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। ভয়াতুর সমগ্র উরগগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক গদ্গদ-বাক্যে বলিল, পূর্ব্বে রসাতলে প্রণাম ও অর্চ্চনাপূর্ব্বক আপনার নিকট আমরা যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করুন; হে বীরপ্রসূ! এই তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে রাজ্ঞি! পুত্রকে নিবারণ করিয়া আমাদিগের প্রাণদান করুন, সমুদায় নাগলোক অস্ত্রবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। হে যশস্বিনি! আপনার পুত্র আমাদিগকে এইরূপে দগ্ধ করিতেছেন; সুতরাং আপনি ব্যতীত অপর কেহই শরণ্য নাই; আমাদিগের প্রতি আপনি কৃপা প্রকাশ করুন। ৭—১৪। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সাধ্বী ভামিনী সেই ভুজগকুলের এই বাক্য শ্রবণে পূর্ব্বোক্ত স্বীয় অভয়বাক্য স্মরণ করিয়া স্বামিসকাশে সসম্ভ্রমে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ভামিনী বলিলেন,—পাতালে ভুজঙ্গমগণ অভ্যর্থনা সহকারে আমার পুত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই আপনার নিকট প্রকাশ করিয়াছি। সেই ভুজঙ্গমগণ এক্ষণে পুত্রতেজে দগ্ধ হইতেছে; সুতরাং তাহারা ভীত হইয়া আমার শরণাগত হইয়াছে। আমিও পূর্ব্বেই ইহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়াছি। দেখুন, যাহারা আমার শরণাগত, তাহারা অবশ্য আপনারও শরণাগত; কারণ আমি একধর্ম্ম আচরণ করিয়া আপনার শরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব পুত্র মরুত্তকে নিবারণ করুন, আপনার বাক্য এবং আমার অনুরোধে অবশ্যই সে শান্ত হইবে। অবীক্ষিত বলিলেন, ইহাদিগের নিমিত্ত মহাপরাধ জন্যই

দুর্নিবর্ত্ত্যমহং মন্যে তস্য ক্রোধং সুতস্য তে ॥২০

নাগা উচুঃ।

শরণাগতাস্তব বয়ং প্রসাদঃ ক্রিয়তাং নৃপ।
ক্ষতস্যার্ত্তপরিত্রাণ-নিমিত্তং শস্ত্রধারণম্ ॥ ২১

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥

নাগানাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভূতানাং শরণৈষিণাম্।
তয়া চাভ্যর্থিতঃ পত্ন্যা প্রাহাবীক্ষিন্মহাযশাঃ ॥২২
গত্বা ব্রবীমি তং ভদ্রে তনয়ং ত্বরয়া তব।
পরিত্রাণায় নাগানাং ন ত্যজ্যাঃ শরণাগতাঃ ॥
নোপসংহরতে শস্ত্রং যদি মদ্বচনান্নৃপঃ।
তদস্ত্রৈর্বারয়িষ্যামি তস্যাস্ত্রং তনয়স্য তে ॥২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো গৃহীত্বা স ধনুরবীক্ষিৎ ক্ষত্রিয়োত্তমঃ।
ভার্য্যয়া সহিতঃ প্রায়াৎ ত্বরাবান্ ভার্গবাশ্রমম্

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মরুত্ত-চরিতে
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১ ॥

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তু তস্যাঃ সুতং দৃষ্ট্বা গৃহীতবরকার্ম্মুকম্।
ধনুঃশস্ত্রঞ্চ তয়স্তোগ্রং জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্ ॥১
উদ্গিরন্তং মহাবহ্নিং দীপিতাখিলভূতলম্।
পাতালান্তর্গতং প্রাপ্তমসহ্যং ঘোরভীষণম্ ॥ ২
স তং দৃষ্ট্বা মহীপালং ভ্রূকুটীকুটিলাননম্।
মা ক্রুধস্ত্বং মরুত্তাস্ত্রমুপসংহ্রিয়তামিতি ॥৩
প্রহাসকৃৎ ত্বরালুপ্ত-বর্ণক্রমমুদারধীঃ।
স নিশম্য গুরোর্বাক্যং দৃষ্ট্বা তঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥৪
গৃহীতকার্ম্মুকঃ পিত্রোঃ প্রণিপত্য সগৌরবম্।
প্রত্যুবাচাপকারা মে সুভৃশং পন্নগাঃ পিতঃ ॥৫
শাসতীমাং মম মহীং পরিভূয় বলং মম।

মরুত্তের ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং তোমার পুত্রের ক্রোধ যে সহজে নিবারিত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। ১৫—২০। নাগগণ কহিলেন, হে নৃপ! আমরা আপনার শরণাগত, আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। ক্ষত্রগণ আর্ত্ত ব্যক্তিদিগকে রক্ষার জন্যই অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহাযশা অবীক্ষিত, শরণেচ্ছু নাগগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং পত্নী কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া উত্তর করিলেন, হে ভদ্রে! আমি সত্বর তোমার পুত্রের নিকট গমন করিয়া নাগগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত তাহাকে বলিতেছি; শরণাগতকে ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে। যদি তোমার পুত্র মরুত্ত রাজা আমার বাক্যে অস্ত্র-সংহার না করে, তাহা হইলে আমি অস্ত্র দ্বারা তাহার অস্ত্র নিবারণ করিব। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অবীক্ষিত ধনু গ্রহণ করিয়া ভার্য্যাসহ সত্বর ভার্গবাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ২১—২৫।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩০।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অবীক্ষিত দেখিলেন যে, ভামিনীপুত্র মরুত্ত প্রচণ্ড ধনুক গ্রহণ করিয়া আছেন, তাঁহার ধনুর্নিক্ষিপ্ত অতি ভীষণ উগ্র অস্ত্র মহাবহ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে দিগন্তর জ্বালাব্যাপ্ত ও অখিল ভূমণ্ডল দীপ্ত করিয়া পাতাল মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পাতালবাসিগণের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। উদারচেতা অবীক্ষিত মহীপালকে ভ্রূকুটী-কুটিলানন অবলোকন করিয়া সহাস্যে ত্বরা-প্রযুক্ত বর্ণক্রমবিহীন বাক্যে বলিলেন, হে মরুত্ত! ক্রোধ করিও না, অস্ত্র সংহার কর। মরুত্ত পিতৃবাক্য শ্রবণে তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণপূর্ব্বক পিতামাতাকে ধনুর্হস্তেই প্রণাম করিয়া সসম্মানে বলিলেন, পিতঃ। এই পন্নগগণ আমার নিকট নিতান্ত অপরাধী। আমার শাসন কালে

সপ্তাশ্রমমুপাগম্য দষ্টা মুনিকুমারকাঃ ॥ ৬
ঋষীণামাশ্রমস্থানামমীষামবনীপতে ।
ময়ি শাসতি দুর্ব্বৃত্তৈর্দূষিতানি হবীংষি চ ॥ ৭
জলাশয়াস্তথাপ্যেভিঃ সর্ব্ব এব হি দূষিতাঃ ।
তদেতৎ কারণং কিঞ্চিন্ন বক্তব্যং ত্বয়া পিতঃ ।
ন নিবারয়িতব্যোঽহং ব্রহ্মঘ্নান্ প্রতি পন্নগান্

অবীক্ষিদুবাচ ।

যদ্যেভির্নিহতা বিপ্রা যাস্যন্তি নরকং মৃতাঃ ।
মমৈতৎ ক্রিয়তাং বাক্যং বিরমাস্ত্রপ্রয়োগতঃ ॥৯

মরুত্ত উবাচ ।

অহমেব গমিষ্যামি নরকং যদি পাপিনাম্ * ।

আমার বলকে অবজ্ঞা করিয়া ইহারা এই আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক সাতজন মুনি-কুমারকে দংশন করিয়াছে এবং হে অবনীপতে! আমার শাসনকালে এই দুর্ব্বৃত্তগণ এই সমস্ত আশ্রমস্থ ঋষিগণের হবি ও জলাশয় সকল দূষিত করিয়াছে। অতএব হে পিতঃ! আপনি এ সম্বন্ধে কিছু বলিবেন না এবং ব্রহ্মঘাতী পন্নগদিগের নিধন কার্য্যেও নিবারণ করিবেন না। অবীক্ষিত বলিলেন, যদি ইহারা ব্রহ্মহত্যা করিয়া থাকে, তবে মৃত্যুর পর নরক প্রাপ্ত হইবে; তুমি অস্ত্রপ্রয়োগ হইতে বিরত হইয়া আমার বাক্য রক্ষা কর। মরুত্ত বলিলেন, যদি এই পাপিগণের নিগ্রহে যত্ন না করি, তাহা হইলে আমিই নরকগামী হইব, অতএব হে পিতঃ! আমাকে নিবারণ করিবেন না। অবীক্ষিত বলিলেন, এই পন্নগগণ আমার শরণাগত হইয়াছে, অতএব হে নৃপ! আমার গৌরব রক্ষার জন্য তুমি ক্রোধ সংবরণ করিয়া অস্ত্র সংহার কর। ১—৯। মরুত্ত বলিলেন, আমি এই দুষ্ট অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিব না,

* ইতঃ 'পরং নেত্যাদি-দুষ্টানামপরাধিনাম্" ইত্যন্তস্য স্থানে "ন নিগ্রহং করিষ্যামি দুষ্টানামপরাধিনাম" ইতি পাঠঃ কচিদ্দৃশ্যতে।

ন নিগ্রহে যত্নমেষাং মাং নিবারয় মা পিতঃ ॥

অবীক্ষিদুবাচ ।

মামেতে শরণং প্রাপ্তাঃ পন্নগা মম গৌরবাৎ ।
উপসংহ্রিয়তামস্ত্রমলং কোপেন তে নৃপঃ ॥ ১১

মরুত্ত উবাচ ।

নাহমেষাং ক্ষমিষ্যামি দুষ্টানামপরাধিনাম্ ।
স্বধর্ম্মমুল্লঙ্ঘ্য কথং করিষ্যামি বচস্তব ॥ ১২
দণ্ড্যে নিপাতয়ন্ দণ্ডং ভূপঃ শিষ্টাংশ্চ পালয়ন্
পুণ্যলোকানবাপ্নোতি নরকাংস্ত্বপ্যুপেক্ষকঃ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবং স বহুশঃ পিত্রা বার্য্যমাণো যদা সুতঃ ।
নোপসংহরতে সোঽস্ত্রং ততোঽসৌ পুনরব্রবীৎ

অবীক্ষিদুবাচ ।

হিংসসে পন্নগান্ ভীতান্ মমৈতান্ শরণং গতান্
বার্য্যমাণোঽপি তস্মাৎ তে করিষ্যামি প্রতিক্রিয়াম্ ॥ ১৫
মত্তোঽপ্যস্ত্রাণ্যবাপ্তানি ন ত্বমেকোঽস্ত্রবিদ্ভুবি ।
মমাগ্রতঃ সুদুর্বৃত্ত পৌরুষং কিয়ৎ তব ॥ ১৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততঃ কার্ম্মুকমারোপ্য কোপতাম্রবিলোচনঃ ।

নিজের ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে আপনার বাক্য রক্ষা করিব? দণ্ডনীয়দিগের দণ্ড-প্রদান এবং শিষ্টের প্রতিপালন করিয়া নৃপতি পুণ্যলোক সকল প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহাতে উপেক্ষা করিলেই নরকগামী হইয়া থাকেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, পিতার এই-রূপ বারংবার নিষেধ-বাক্যেও যখন পুত্র মরুত্ত অস্ত্র সংহার করিলেন না, তখন অবীক্ষিত পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, এই পন্নগ-গণ ভীত হইয়া আমার শরণাগত হইয়াছে, এজন্য আমি ভূয়োভূয়ঃ নিবারণ করিলেও তুমি ইহাদিগকে হিংসা করিতেছ, অতএব আমি ইহার প্রতিকার করিব। ভূমণ্ডলে একমাত্র তুমিই কেবল অস্ত্রবেত্তা নহ, আমিও অস্ত্রনিচয় লাভ করিয়াছি; রে দুর্ব্বৃত্ত! আমার সম্মুখে তোমার পৌরুষ কিছুই নাই। ১৩—১৬। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনি-

অবীক্ষিদস্ত্রং জগ্রাহ কালস্য মুনিপুঙ্গব ॥ ১৭
ততো জ্বালাপরীবারমরিসজ্যমমুত্তমম্ ।
কালাস্ত্রন্ত মহাবীর্য্যং যোজয়ামাস কার্ম্মুকে ॥১৮
ততশ্চুক্ষোভ জগতী সংবর্ত্তাস্ত্রপ্রতাপিতা ।
সাব্ধিশৈলাখিলা বিপ্র কালস্যাস্ত্রে সমুদ্যতে ॥
কালাস্ত্রমুদ্যতং পিত্রা মরুত্তঃসোঽপি বীক্ষ্য তৎ
প্রোহোচ্চৈরস্ত্রমেতন্মে দুষ্টশাস্তিসমুদ্যতম্ ॥ ২০
ন ত্বদ্বধায় কালাস্ত্রং ময়ি মুঞ্চতি কিং ভবান্ ।
সদ্ধর্ম্মচারিণি সুতে সদৈবাজ্ঞাকরে তব ॥ ২১
ময়া কার্য্যং মহাভাগ প্রজানাং পরিপালনম্ ।
ত্বয়ৈবং ক্রিয়তে কস্মান্মদ্বধায়াস্ত্রমুদ্যতম্ ॥ ২২

অবীক্ষিদুবাচ ।

শরণাগতসন্ত্রাণং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।
তস্য ব্যাঘাতকর্ত্তা ত্বং ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে
মাং বা হত্বাস্ত্রবীর্য্যেণ জহি দুষ্টানিহোরগান্ ।
ত্বাং বা হত্বাহমস্ত্রেণ রক্ষিষ্যামি মহোরগান্ ॥২৪
ধিক্ তস্য জীবিতং পুংসঃ শরণার্থিনমাগতম্ ।
যো নার্ত্তমনুগৃহ্নাতি বৈরিপক্ষমপি ধ্রুবম্ ॥ ২৫
ক্ষত্রিয়োঽহমিমে ভীতাঃ শরণং মামুপাগতাঃ ।
অপকর্ত্তা ত্বমেবৈষাং কথং বধ্যো ন মে ভবান্

মরুত্ত উবাচ ।

মিত্রং বা বান্ধবো বাপি পিতা বা যদি বা গুরুঃ
প্রজাপালনবিঘ্নায় যো হন্তব্যঃ স ভূভৃতা ॥ ২৭
সোঽহং তে প্রহরিষ্যামি ন ক্রোদ্ধব্যং
ত্বয়া পিতঃ ।
স্বধর্ম্মঃ পরিপাল্যো মে ন মে ক্রোধস্তবোপরি ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততস্তৌ নিশ্চিতৌ দৃষ্ট্বা পরস্পরবধং প্রতি ।
সমুৎপত্যান্তরে তস্থুর্মুনয়ো ভার্গবাদয়ঃ ॥ ২৯
উচুশ্চৈনং ন মোক্তব্যং ত্বয়াস্ত্রং পিতরং প্রতি ।
ত্বয়া চ নায়ং হন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রখ্যাতচেষ্টিতঃ ॥ ৩০

পুঙ্গব ! অবীক্ষিত এই বাক্যের পর ক্রোধে তাম্রলোচন হইয়া ধনুকে জ্যা আরোপণ-পূর্ব্বক কালাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং জ্বালা-পরিবৃত, শত্রুবিনাশক, মহাবীর্য্য সেই উত্তম কালাস্ত্র কার্ম্মুকে যোজিত করিলেন। হে বিপ্র ! মরুত্তের সংবর্ত্তকাস্ত্রে তাপিত গিরি-সাগর-সঙ্কুল সমগ্র জগৎ একণে কালাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। মরুত্তও সেই যোজিত কালাস্ত্র দর্শনে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, আমার সংবর্ত্তক অস্ত্র দুষ্টগণের শাস্তি-বিধান জন্য সমুদ্যত হইয়াছে, আপনার বধের জন্য নহে ; তবে সৎপথাবলম্বী ও সর্ব্বদা আপনার আজ্ঞা-প্রতিপালক পুত্রের প্রতি আপনি কেন কালাস্ত্র ত্যাগ করিতে-ছেন ? হে মহাভাগ। প্রজাপালনই আমার কর্ত্তব্য, আপনি আমার বিনাশের জন্য কেন এইরূপ অস্ত্র উদ্যত করিতেছেন ? ১৭—২২। অবীক্ষিত বলিলেন, আমরা শরণাগতের রক্ষার জন্যই কৃতসংকল্প, তুমি সেই কার্য্যে ব্যাঘাতকারী, অতএব তুমি জীবিত থাকিতে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। এখন হয় তুমি অস্ত্রবলে আমাকে বিনাশ করিয়া দুষ্ট উরগ-কুলকে বধ কর, অথবা আমিই তোমাকে অস্ত্র-সাহায্যে নিধন করিয়া উরগ-দিগকে রক্ষা করিব। শত্রুপক্ষীয় জনও বিপন্ন হইয়া শরণার্থ আগমন করিলে যে ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা না করে, সেই পুরুষের জীবনে ধিক্। আমি ক্ষত্রিয়, ইহারা ভীত হইয়া আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছে, অথচ তুমি ইহাদিগের অপকর্ত্তা ; অতএব কেন তুমি আমার বাধ্য না হইবে ? মরুত্ত বলি-লেন, মিত্র, বান্ধব, পিতা অথবা গুরু, যিনিই প্রজাপালনের বিঘ্নকর হইয়া উঠেন, রাজার নিকট তিনি অবশ্যই বধ্য। অতএব হে পিতঃ ! আমি আপনাকে প্রহার করিব, কিন্তু আপনি তাহাতে ক্রোধ করিবেন না ; স্বধর্ম্ম প্রতিপালনই আমার উদ্দেশ্য, আপনার উপর আমার কোনই ক্রোধ নাই। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাঁহাদের উভয়কেই পরস্পরবধে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া ভার্গবাদি মুনিগণ সত্বর আসিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক মরুত্তকে বলিলেন, পিতার প্রতি অস্ত্র-ত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। এবং

মরুত্ত উবাচ।
ময়া দুষ্টা নিহন্তব্যাঃ সন্তো রক্ষ্যা মহীক্ষিতা।
ইমে চ দুষ্টা ভুজগাঃ কোঽপরাধোঽত্র মে দ্বিজাঃ।
অবীক্ষিদুবাচ।
শরণাগতসন্ত্রাণং ময়া কার্য্যমরুক্ষ মে।
অপরাধ্যঃ সুতো বিপ্রা যো হন্তি শরণাগতান্।
ঋষয় উচুঃ।
ইমে বদন্তি ভুজগাস্ত্রাসলোলবিলোচনাঃ।
সঞ্জীবয়ামস্তান্ বিপ্রান্ যে দষ্টা দুষ্টপন্নগৈঃ॥৩৩
তদলং বিগ্রহেণোভৌ রাজবর্য্যৌ প্রসীদতাম্
উভাবপি বিনির্মুচপ্রতিজ্ঞৌ ধর্ম্মকোবিদৌ॥৩৪
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
সা তু বীরা সমভ্যেত্য পুত্রমেতদভাষ চ।
মদ্বাক্যাদেষ তে পুত্রো হন্তুংনাগান্ কৃতে দ্যমঃ
তন্নিষ্পন্নং যদা বিপ্রাস্তে জীবন্তি তথা মৃতাঃ।
সঞ্জীবস্তশ্চ মুচ্যন্তে যদ্যুষ্মচ্ছরণং গতাঃ॥ ৩৬
ভামিন্যুবাচ।
অহমভ্যর্থিতা পূর্ব্বমেভিঃ পাতালসংশ্রয়ৈঃ।
তন্নিমিত্তময়ং ভর্ত্তা ময়াত্র বিনিযোজিতঃ॥ ৩৭
তদেতদার্য্য নির্বৃত্তমুভয়োরপি শোভনম্।
মম ভর্তুশ্চ পুত্রস্য ত্বৎপৌত্রাস্তাত্মজস্য চ॥৩৮
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ সঞ্জীবয়ামাসুস্তান্ বিপ্রাংস্তে ভুজঙ্গমাঃ।
দিব্যৈরোষধিজাতৈশ্চ বিষসংহরণেন চ॥ ৩৯
পিত্রোর্ননাম চরণৌ স ততো জগতীপতিঃ।
মরুত্তঞ্চ স তং প্রীত্যা পরিষজ্যেদমব্রবীৎ॥ ৪
মানহা ভব শত্রূণাং চিরং পালয় মেদিনীম্।
পুত্র-পৌত্রৈশ্চ মোদস্ব মা চ তে সন্তু বিদ্বিষঃ॥
ততো দ্বিজৈরনুজ্ঞাতো বীরয়া চ নরেশ্বরৌ।
সমারূঢ়ৌ রথং সা চ ভামিনী স্বপুরং গতা॥৪২
বীরাপি কৃত্বা সুমহৎ তপো ধর্ম্মভৃতাং বরা।

অবীক্ষিতকে বলিলেন, তোমারও এই বিখ্যাতকর্ম্মা পুত্রকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ২৩—৩০। মরুত্ত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! আমি রাজা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই ভুজঙ্গগণও দুষ্ট, সুতরাং এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? অবীক্ষিত বলিলেন, হে বিপ্রগণ! শরণাগতের রক্ষাই আমার কর্ত্তব্য, যে পুত্র আমার সেই শরণাগতদিগকে বিনষ্ট করিতেছে, সে আমার নিকট অপরাধী। ঋষিগণ বলিলেন, ভীতি-চঞ্চললোচন ভুজগগণ বলিতেছে, যে সকল বিপ্রকে দুষ্ট পন্নগগণ দংশন করিয়াছে, আমরা তাঁহাদিগকে জীবিত করিতেছি। অতএব আর যুদ্ধের আবশ্যকতা নাই, প্রসন্ন হউন, আপনারা উভয়েই রাজশ্রেষ্ঠ এবং উভয়েই যেরূপ ধর্ম্মবেত্তা, সেইরূপ প্রতিজ্ঞা-পালক। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই সময়ে বীরা তথায় উপস্থিত হইয়া পুত্র অবীক্ষিতকে বলিলেন,—আমার বাক্যানুসারে তোমার পুত্র সর্প বিনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং যখন মৃত বিপ্রগণ জীবিত হইতেছেন, তখন তাহা নিষ্পন্নও হইয়াছে; অতএব তোমার এই শরণাগতগণও জীবিত অবস্থায় মুক্ত হইল। ৩১—৩৮। ভামিনী বলিলেন, পাতালস্থিত এই সমস্ত সর্পগণ পূর্ব্বে আমার নিকট এইরূপ অভয় প্রার্থনা করিয়াছিল, সেই জন্যই আমি ভর্ত্তাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছি। এখন আমার স্বামী ও পুত্রের এবং আপনার পুত্র ও পৌত্রের এই কার্য্য সুন্দররূপেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর ভুজঙ্গমগণ দিব্য ঔষধ-সমূহ দ্বারা বিষ সংহরণ করিয়া সেই বিপ্রদিগকে জীবিত করিল। তৎপরে মহীপতি মরুত্ত পিতা মাতার চরণে প্রণত হইলেন, এবং অবীক্ষিতও মরুত্তকে প্রীতি-সহকারে আলিঙ্গন করিয়া এইরূপ আশীর্ব্বাদ-বাক্য বলিলেন, "শত্রুগণের মানহা হও, চিরদিন পৃথিবী পালন কর, পুত্র-পৌত্রের সহিত সুখে কালাতিপাত কর এবং তোমার শত্রুগণ বিনাশপ্রাপ্ত হউক!" তৎপরে দ্বিজগণ ও বীরার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া নৃপতিদ্বয় এবং ভামিনী রথারোহণে স্বনগরে গমন

ভর্ত্তুঃ সলোকতাং প্রাপ্তা মহাভাগা পতিব্রতা ॥
মরুত্তোঽপি চকারোর্ব্ব্যা ধর্ম্মতঃ পরিপালনম্‌।
বিনির্জ্জিতারিষড়্‌বর্গো ভোগাংশ্চ বুভুজে নৃপঃ
তস্য পত্নী মহাভাগা বিদর্ভতনয়া তথা।
প্রভাবতী সুবীরস্য সৌবীরী চাভবৎ সুতা ॥
সুকেশী কেতুবীর্য্যস্য মাগধস্যাত্মজাভবৎ।
সুতা চ সিন্ধুবীর্য্যস্য মদ্ররাজস্য কেকয়ী ॥ ৪৬
কেকয়স্য চ সৈরিন্ধ্রী সিন্ধুভর্ত্তুর্বপুষ্মতী।
চেদিরাজসুতা চাভূদ্ভার্য্যা তস্য সুশোভনা ॥৪৭
তাসাং পুত্রাস্তস্য চাসন্ ভূভৃতোঽষ্টাদশ দ্বিজ।
তেষাং প্রধানো জ্যেষ্ঠশ্চ নরিষ্যন্তঃ সুতোঽভবৎ
এবংবীর্য্যো মরুত্তোঽভূন্মহারাজো মহাবলঃ ॥
তস্যাপ্রতিহতং চক্রমাসীদ্দ্বীপেষু সপ্তসু ॥ ৪৯
যস্য তুল্যোঽপরো রাজা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি
সত্ত্ববিক্রমযুক্তস্য রাজর্ষেরমিতৌজসঃ ॥ ৫০
তস্যৈতচ্চরিতং শ্রুত্বা মরুত্তস্য মহাত্মনঃ।
জন্ম চাগ্র্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ৫১

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মরুত্তচরিতং নাম একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১ ॥

করিলেন। তৎপরে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহাভাগ্যবতী পতিব্রতা বীরা মহৎ তপস্যাচরণ করিয়া স্বামীর সালোক্য প্রাপ্ত হইলেন। নৃপতি মরুত্তও অরিষড়্‌বর্গ পরাজয়পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন এবং বিবিধ ভোগসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। বিদর্ভকন্যা মহাভাগা প্রভাবতী সুবীরসুতা সৌবীরী, মগধেশ্বর কেতুবীর্য্যের কন্যা সুকেশী, মদ্ররাজ সিন্ধুবীর্য্যের কন্যা কেকয়াত্মজা কেকয়ী, সিন্ধুরাজের কন্যা সৈরিন্ধ্রী এবং চেদিরাজকন্যা বপুষ্মতী, এই সুশোভনাগণ তাঁহার ভার্য্যা ছিলেন, হে দ্বিজ! ঐ সকল ভার্য্যাগর্ভে ভূপতির অষ্টাদশ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; তাঁহাদিগের মধ্যে 'নরিষ্যন্ত নামক পুত্রই জ্যেষ্ঠ ও প্রধান ছিলেন। মহারাজ মহাবল মরুত্ত এইরূপ বীর্য্যবান্ ছিলেন যে, সপ্তদ্বীপ মধ্যে তাঁহার চক্র অপ্রতিহত ছিল। বলবিক্রমশালী অমিততেজা যে রাজর্ষির ন্যায় অপর কোন রাজা আবির্ভূত হন নাই এবং হইবেনও না; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই মহাত্মা মরুত্তের এই চরিত্র শ্রবণ করিলে, যাবতীয় পাপ হইতে মুক্তি এবং মরণান্তে শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ হইয়া থাকে। ৩১—৫১।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৩১

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।
মরুত্তচরিতং কৃৎস্নং ভগবন্ কথিতং ত্বয়া।
তৎসন্ততিমশেষেণ শ্রোতুমিচ্ছা প্রবর্ত্ততে ॥ ১
তৎসন্ততৌ ক্ষিতীশা যে রাজ্যাহা বীর্য্যশালিনঃ
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বয়াখ্যাতান মহামুনে ॥২
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
নরিষ্যন্ত ইতি খ্যাতো মরুত্তস্যাভবৎ সুতঃ।
অষ্টাদশানাং পুত্রাণাং স জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ এব চ ॥
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রাণি সপ্ততিং দশ পঞ্চ চ।
বুভুজে পৃথিবীং কৃৎস্নাং মরুত্তঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥৪
কৃত্বা রাজ্যং স্বধর্ম্মেণ ইষ্ট্বা যজ্ঞাননুত্তমান্।

দ্বাত্রিংশদধিকতম অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি বলিলেন, ভগবন্! আপনি মরুত্তচরিত সম্পূর্ণ কীর্ত্তন করিলেন, এখন তাহার সন্ততিগণের বৃত্তান্ত নিরবশেষে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে মহামুনে! তাঁহার সন্ততিগণ মধ্যে যাঁহারা ক্ষিতিপতি, রাজ্যাহ এবং বীর্য্যশালী, আপনার প্রমুখাৎ তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণে ইচ্ছা করিতেছি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মরুত্তের অষ্টাদশ পুত্র মধ্যে নরিষ্যন্তই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মরুত্ত সপ্ততি সহস্র পঞ্চদশ বর্ষ সমগ্র পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন! তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন এবং উত্তমোত্তম

নরিষ্যন্তং সুতং জ্যেষ্ঠমভিষিচ্য যযৌ বনম্ ॥৫
একাগ্রচিত্তঃ স নৃপস্তপ্ত্বা তত্র তপো মহৎ।
আরুরোহ দিবং বিপ্র যশসাবৃত্য রোদসী ॥৬
নরিষ্যন্তঃ সুতঃ সোঽস্য চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্।
পিতুর্বৃত্তং সমালোক্য তথান্যেষাঞ্চ ভূভৃতাম্ ॥
অত্র বংশে মহাত্মানো রাজানো মম পূর্ব্বজাঃ
যজ্বিনো ধর্ম্মতঃ পৃথ্বীং পালয়ামাসুরূর্জ্জিতাঃ ॥৮
দাতারশ্চাপি বিত্তানাং সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনঃ।
তেষাং কশ্চরিতং শক্তস্ত্বনুযাতুং মহাত্মনাম্ ॥ ৯
কিন্তু তেন কৃতং কর্ম্ম ধর্ম্ম্যমাহবনাদিভিঃ।
তদহং কর্ত্তুমিচ্ছামি তচ্চ নাস্তি করোমি কিম্
ধর্ম্মতঃ পাল্যতে পৃথ্বী কো গুণোঽত্র মহীপতে
অসম্যক্পালনাৎ পাপী নরেন্দ্রো নরকং ব্রজেৎ
সতি বিত্তে মহাযজ্ঞাঃ কর্ত্তব্যা এব ভূভৃতা।
দাতব্যঞ্চাত্র কিং চিত্রং সীদতামীশ্বরো গতিঃ ॥
আভিজাত্যং তথা লজ্জা কোপশ্চারিজনাশ্রয়ঃ।
কারয়ন্তি স্বধর্ম্মাশ্চ সংগ্রামাদপলায়নম্ ॥ ১৩
এতৎ সর্ব্বং যথা সম্যগ্‌ মৎপূর্ব্বৈঃ পুরুষৈঃ কৃতম্
পিত্রা চ মে মরুত্তেন তথা তৎ কেন শক্যতে ॥
তদহং কিং করিষ্যামি যন্ন তৈঃ পূর্ব্বজৈঃ কৃতম্
যে যজ্বিনো বরা দক্ষাঃ সংগ্রামাচ্চানিবর্ত্তিনঃ ॥
মহৎসংগ্রামসংসর্গা নিসংবাদিতপৌরুষাঃ।
কর্ম্মণাহং করিষ্যামি কর্ম্ম চানভিসন্ধিতম্ ॥ *
অথবা তৈঃ স্বয়ং যজ্ঞাঃ কৃতাঃ পূর্ব্বজমেখরৈঃ।
অবিশ্রমন্তির্নান্যৈস্তু কারিতাস্তৎ করোম্যহম্ ॥১৭
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য যজ্ঞং স চকারৈকং নরেশ্বরঃ।

যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক পুত্র নরিষ্যন্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া পরিশেষে বন গমন করিলেন। ১—৫। হে বিপ্র! তৎপরে নৃপতি মরুত্ত বনমধ্যে একাগ্রচিত্তে সুমহৎ তপস্যাচরণ পূর্ব্বক স্বর্গ-মর্ত্ত্য যশঃপূর্ণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। তৎপুত্র বুদ্ধিমান্ নরিষ্যন্ত পিতার ও অন্যান্য ভূপতিগণের ব্যবহার দর্শনে চিন্তা করিলেন, এই বংশে আমার পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা রাজগণ সকলেই যজ্ঞানুষ্ঠাতা প্রবল-পরাক্রম, ধনদাতা ও সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ছিলেন এবং সকলেই ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিয়াছেন; সেই মহাত্মাদিগের চরিত্র অনুকরণ করিতে কে সমর্থ হইবে? তাঁহারা আহবনাদি দ্বারা কি ধর্ম্ম্য কর্ম্ম সম্পন্ন করেন নাই? আমি তাহাই করিতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু তাহাও ত অকৃত নাই, অতএব আমি কি করি? রাজা ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিলে, তাহাতে আর রাজার গুণ কি? তাহা তাঁহার গুণের মধ্যেই পরিগণিত নহে, যেহেতু সম্যক্ পৃথিবী পালন না করিলে নরেন্দ্র পাপভাগী হইয়া নরকে গমন করে। বিত্ত থাকিলেই রাজার মহাযজ্ঞ সম্পাদন এবং দান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ইহাতেই বা আর বিচিত্রতা কি? এইরূপে নরপতি অবসন্ন হইলে ঈশ্বরই তাঁহাদিগের একমাত্র গতি। রাজা স্বধর্ম্মে থাকিলেই তাঁহার আভিজাত্য, লজ্জা, শত্রুর প্রতি কোপ ও যুদ্ধ হইতে অপলায়ন ঘটিয়া থাকে। এই সকল কার্য্য আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ও আমার পিতা মরুত্ত যেরূপ সম্পাদন করিয়াছেন, অপর কে আর সেরূপ সমর্থ হইবে? আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞা, দমগুণশালী, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ এবং মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইলে তাহাতে অবিসংবাদিত-পৌরুষ ছিলেন। আমি এখন এরূপ কি কার্য্য করিব, যাহা তাঁহারা না করিয়াছেন? অতএব আমি কর্ম্ম দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব অথবা আমার পূর্ব্বপুরুষগণ স্বয়ংই অবিরত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, অপর কাহাকেও তাহা করান নাই, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব। ৬—১৬। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নরেশ্বর এইরূপ চিন্তা করিয়া বিপুল বিত্ত উৎসর্গপূর্ব্বক একটী যজ্ঞ

---

* যতিষ্যামি কর্ম্ম্যানদিভিরক্ষিতমিতি বা পাঠঃ।

যাদৃশং ন চকারান্যো বিত্তোৎসর্গোপশোভিতম্।
দ্বিজানাং জীবনায়ালং দত্ত্বা তু সুমহাধনম্।
ততঃ শতগুণং তেষাং যজ্ঞেঽন্নমদদন্নৃপঃ ॥ ১৭
গাবো বস্ত্রাণ্যলঙ্কারং ধান্যাগারাদিকং তথা।
তথা প্রত্যেকমমদৎ তেষাং পৃথ্বীনিবাসিনাম্ ॥
ততস্তেন যদা যজ্ঞঃ প্রারব্ধো ভূভুজা পুনঃ।
প্রারব্ধে স মখে যষ্টুং ততো নালভত দ্বিজান্ ॥
যান্ যান্ বৃণোতি স নৃপো বিপ্রানার্ত্বিজ্যকর্ম্মণি
তে তে তমূচুর্যজ্ঞায় বয়মন্যত্র দীক্ষিতাঃ ॥ ২২
অন্যং বরয় যদ্বিত্তং ত্বয়াস্মাকং বিবর্জ্জিতম্।
তস্মাদন্যো নাস্তি যজ্ঞেষু দদ্যাত্ত্ব নৃপতে ধনম্ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ন চাপ ঋত্বিজো বিপ্রাংস্তদাশেষক্ষিতীশ্বরঃ।
বহির্ব্বেদ্যাং তদা দানং স দাতুমুপচক্রমে ॥ ২৪
তথাপি জগৃহুর্নৈব ধনসম্পূর্ণমন্দিরাঃ।

দ্বিজায় দাতুং ভূয়োঽসৌ নির্ব্বিণ্ণ ইদমব্রবীৎ ॥
অহোঽতিশোভনং পৃথ্ব্যাং যদ্বিপ্রো নাধনঃ
কচিৎ।
অশোভনঞ্চ যৎ কোষো বিফলোঽস্মযঘ্বিনঃ
নার্ত্বিজ্যং কুরুতে কাশ্চিদ্‌যজমানোঽখিলো জনঃ
দ্বিজানাং ন চ নো দানং দদতাং সম্প্রতীচ্ছতে
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ কাংশ্চিদ্দ্বিজান্ ভক্ত্যা প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ
স্বযজ্ঞে ঋত্বিজশ্চক্রে তে প্রচক্রুর্মহাখম্ ॥ ২৮
অত্যদ্ভুতমিদঞ্চাসীদ্‌যদা তস্য মহীপতেঃ।
স যজ্ঞোঽভূৎ তদা পৃথ্ব্যাং যজমানোঽখিলো
জনঃ ॥২৯
দ্বিজস্ত্বনামভূন্নাসীৎ সদস্যস্তত্র কশ্চন।
যজমানা দ্বিজাঃ কেচিৎ কেচিৎ তেষাস্তু
যাজকাঃ ॥৩০

করিলেন ; সেরূপ যজ্ঞ পূর্ব্বে অন্য কেহ করিতে পারেন নাই। তিনি সেই যজ্ঞে দ্বিজাতিগণের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য বহু ধন এবং তদপেক্ষা শতগুণ অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন। পৃথিবীস্থ ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককেই তিনি গাভী, বস্ত্র, অলঙ্কার, ধান্য, আগার প্রভৃতি প্রচুর প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে রাজা পুনর্ব্বার যখন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তখন আর যাজক করিবার জন্য কোন ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলেন না। যে যে ব্রাহ্মণগণকেই তিনি পৌরোহিত্য কার্য্যে বরণ করিতে চাহিলেন, তাঁহারাই বলিলেন, আমরা যজ্ঞের নিমিত্ত অন্যত্র দীক্ষিত হইয়াছি, আপনি অন্যকে বরণ করুন। হে নৃপতে! আপনি যজ্ঞকালে উৎসর্গ করিয়া আমাদিগকে যে পরিমাণ বিত্ত প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগের বহু বহু যজ্ঞেও তাহা নিঃশেষ হয় নাই। ১৭—২২। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নিখিলক্ষিতির ঈশ্বর হইয়াও তিনি যখন কোন বিপ্রকেই ঋত্বিক্ প্রাপ্ত হইলেন না, তখন বহির্ব্বেদীতে দান করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু তথাপি ধনপূর্ণগৃহ ব্রাহ্মণগণ দান গ্রহণ করিলেন না। রাজা দ্বিজদিগকে দান করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে বিফলপ্রয়াস হওয়ায় তখন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, পৃথিবীর কোন স্থানেই এখন নির্ধন ব্রাহ্মণ নাই, ইহা অবশ্য সুখের বিষয় ; কিন্তু যজ্ঞ ব্যতিরেকে আমার রাজকোষ বিফল হইতেছে, ইহা অতীব কষ্টের কারণ। দ্বিজগণের মধ্যে এখন সকল ব্যক্তিই স্বয়ং যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে কারণে কেহই পৌরোহিত্যে সম্মত নহেন, এবং তাঁহারা স্বয়ংই দান করিতেছেন, সুতরাং আমাদিগের দত্ত দান গ্রহণ করিতেছেন না। ২৩—২৬। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর বারংবার ভক্তিসহকারে প্রণতিপূর্ব্বক কতিপয় দ্বিজকে তিনি স্বীয় যজ্ঞে ঋত্বিক্ করিলে তাঁহারাই সেই মহাযজ্ঞ নিষ্পন্ন করিলেন। ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়াছিল যে, যখন রাজার সেই মহাযজ্ঞ আরব্ধ হয়, তখন পৃথিবীতে দ্বিজগণের মধ্যে সকলেই স্বয়ং যজমান হইয়াছিলেন, সুতরাং সেই যজ্ঞে কেহই সদস্য হইলেন না। তখন দ্বিজগণ কেহ স্বয়ং যজমান হইয়াছিলেন

নরিষ্যন্তো নরপতির্যিয়াজ স যদা তদা।
তৎপ্রদত্তৈর্ধনৈর্যাগং কুর্য্যুঃ পৃথ্ব্যামশেষতঃ ॥৩১
প্রাচ্যাং কোট্যস্তু যজ্ঞানামাসন্নষ্টাদশাধিকাঃ।
প্রতীচ্যাং সপ্ত বৈ কোট্যো দক্ষিণায়াং চতুর্দ্দশ
উত্তরস্যাঞ্চ পঞ্চাশদেককালং তদাভবন্।
মুনে ব্রাহ্মণ যজ্ঞানাং নরিষ্যন্তো যদাযজৎ ॥৩৩
এবং স রাজা ধর্ম্মাত্মা নরিষ্যন্তোহভবৎ পুরা
মরুত্তনয়ো বিপ্র বিখ্যাতবলপৌরুষঃ ॥ ৩৪

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে নরিষ্যন্ত-
চরিতং নাম দ্বাত্রিংশদধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

নরিষ্যন্তস্য তনয়ো দুষ্টারিদমনো দমঃ।
শক্রস্যেব বলং তস্য দয়া শীলং মুনেরিব ॥ ১
বাভ্রব্যামিন্দ্রসেনায়াং স জজ্ঞে তস্য ভূভৃতঃ।
নব বর্ষাণি জঠরে স্থিত্বা মাতুর্মহাযশাঃ ॥ ২
যদগ্রাহয়ামাস দমং মাতরং জঠরে স্থিতঃ।
দমশীলশ্চ ভবিতা যতশ্চায়ং নৃপাত্মজঃ ॥ ৩
ততস্ত্রিকালবিজ্ঞানঃ স হি তস্য পুরোহিতঃ।
দম ইত্যকরোন্নাম নরিষ্যন্তসুতস্য তু ॥ ৪
স দমো রাজপুত্রস্তু ধনুর্ব্বেদমশেষতঃ।
জগৃহে নররাজস্য সকাশাদ্বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ৫
দুন্দুভের্দৈত্যবর্য্যস্য তপোবননিবাসিনঃ।
সকাশাজ্জগৃহে কৃৎস্নমস্ত্রগ্রামঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥ ৬
শক্তেঃ সকাশাদ্বেদাংশ্চ বেদাঙ্গান্যখিলানি চ।
তথার্ষ্টিষেণাদ্রাজর্ষের্জগৃহে যোগমাত্মবান্ ॥ ৭
তং স্বরূপমহাত্মানং গৃহীতাস্ত্রং মহাবলম্।
স্বয়ংবরে কৃতা পিত্রা জগৃহে সুমনা পতিম্ ॥ ৮
সুতা দশার্ণাধিপতের্বলিনশ্চারুকর্ম্মণঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং যে তদর্থমুপাগতাঃ ॥ ৯

এবং কেহ বা তাঁহাদের যাজক হইয়াছিলেন! নরপতি নরিষ্যন্ত যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, তাঁহার প্রদত্ত ধন দ্বারাই তখন পৃথিবীতে দ্বিজগণ বিবিধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হে মুনে! মহারাজ নরিষ্যন্ত যখন যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন পূর্ব্বদিকে অষ্টাদশ কোটিরও অধিক যজ্ঞ নিষ্পাদিত হইতেছিল এবং পশ্চিমদিকে সপ্তকোটী, দক্ষিণদিকে চতুর্দ্দশ কোটী ও উত্তরদিকে পঞ্চাশৎ কোটী যজ্ঞ হয়! ব্রাহ্মণগণের এই যজ্ঞ সকল এক সময়েই সম্পাদিত হইয়াছিল। হে বিপ্র! পুরাকালে মরুত্তপুত্র বিখ্যাত বল-পৌরুষ রাজা নরিষ্যন্ত এইরূপ ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। ২৭—৩৪।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নরিষ্যন্তের পুত্র দম। তিনি দুর্দ্দান্ত অরিগণকে দমন করিতেন। তাঁহার ইন্দ্রের ন্যায় বল এবং মুনির ন্যায় দয়া ও শীলতা ছিল। দম বভ্রুদুহিতা ইন্দ্রসেনার গর্ভে নরিষ্যন্তের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাযশা নয় বৎসর মাতৃজঠরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই নৃপাত্মজের এইরূপে জঠরে অবস্থান কালে তাঁহার মাতাকে দম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল এবং এই নৃপাত্মজ স্বয়ংও দমশীলই হইবেন দেখিয়া ত্রিকালজ্ঞ রাজ-পুরোহিত সেই নরিষ্যন্ত-পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন,—'দম'! রাজপুত্র দম, নররাজ বৃষপর্ব্বার নিকট নিখিল ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন এবং তপোবননিবাসী দৈত্যশ্রেষ্ঠ দুন্দুভির নিকট যাবতীয় অস্ত্রগ্রাম প্রয়োগ ও সংহারের সহিত গ্রহণ করেন। তিনি শক্তি মুনি সকাশে সমুদায় বেদবেদাঙ্গ এবং আত্মবান্ হইয়া আর্ষ্টিষেণের নিকট যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। দশার্ণাধিপতি মহাবল চারু-কর্ম্মার কন্যা সুমনা, পিতৃকর্তৃক স্বয়ংবরে নিযোজিত হইয়া, তদভিলাষে সমাগত সমুদায় রাজগণ সমক্ষেই মহাবল, অস্ত্রধারী, বীর

তস্যাশ্চ সানুরাগোঽভূন্মদ্ররাজস্য বৈ সুতঃ।
সুমনারাঃ মহানাদো মহাবলপরাক্রমঃ॥ ১০
তথা বিদর্ভাধিপতেঃ পুত্রঃ সংক্রন্দনস্য চ।
বপুষ্মান্ রাজপুত্রশ্চ মহাধনুরুদারধীঃ॥ ১১
তেঽথ তয়া বৃতং দৃষ্ট্বা দুষ্টারিদমনং দমম্।
মন্ত্রয়ামাসুরন্যোঽন্যং তত্রানঙ্গবিমোহিতাঃ॥১২
এতামস্য বলাৎ কন্যাং গৃহীত্বা রূপশালিনীম্।
গৃহং প্রয়ামস্তস্যেয়মস্মাকং যং গ্রহীষ্যতি॥ ১৩
ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা বরারোহা স্বয়ংবরবিধানতঃ।
তস্যেচ্ছয়া নো ভবিত্রী ভার্য্যা ধর্ম্মোপপাদিতা
অথ নেচ্ছতি সা কঞ্চিদস্মাকং মদিরেক্ষণা।
ততস্তস্য ভবিত্রী সা যো দমং ঘাতয়িষ্যতি॥১৫
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইতি তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ত্রয়ঃ পার্থিবনন্দনাঃ।
জগৃহুস্তাং সুচার্ব্বঙ্গীং দমপার্শ্বানুবর্ত্তিনীম্॥ ১৬

ততঃ কেচিন্নৃপাস্তেষাং যে তৎপক্ষা বিচুক্রুশুঃ
চুক্রুধুশ্চাপরে ভূপাঃ কেচিন্মধ্যস্থতাং গতাঃ॥
ততো দমস্তান্ ভূপালানবলোক্য সমন্ততঃ।
অনাকুলমনা বাক্যমিদমাহ মহামুনে॥ ১৮
দম উবাচ।
ভো ভূপা ধর্ম্মকৃত্যেষু বদন্তি স্বয়ংবরম্।
অধর্ম্মো বাথবা ধর্ম্মো যদেভির্গৃহ্যতে বলাৎ॥১৯
যদ্যধর্ম্মো ন মে কার্য্যমন্যভার্য্যা ভবিষ্যতি।
ধর্ম্মো বা তদলং প্রাণৈর্যৈ রক্ষ্যতেঽহামিনন্দনে
ততো দশার্ণাধিপতিশ্চারুধর্ম্মা নরাধিপঃ।
নিঃশব্দং কারয়িত্বা তৎ সদঃ প্রাহ মহামুনে॥২১
দমেন যদিদং প্রোক্তং ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রিতং নৃপাঃ।
তদ্বদধ্বং যথা ধর্ম্মো মমাস্ত চ ন লুপ্যতে॥২২
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ কেচিন্মহীপালাস্তমূচুর্বসুধাধিপম্।

অনুরূপ, মহাত্মা দমকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ১—৯। মদ্ররাজপুত্র মহাবল মহানন্দ, বিদর্ভাধিপতি সংক্রন্দনের পুত্র বপুষ্মান্ এবং মহাধনু নামক উদারচেতা রাজপুত্র সেই সুমনার প্রতি সানুরাগ হইয়াছিলেন। দুষ্টবৈরি-দমন সেই দমকে রাজকন্যা বরণ করিলেন দেখিয়া, তাঁহারা কাম-মোহিত-চিত্তে পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিতে লাগিলেন, আমরা এই রূপশালিনী কন্যাকে ইহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিব; তাহার পর এই বরারোহা স্বয়ংবর বিধানানুসারে আমাদিগের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছানুসারে স্বামিবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবে, এই কন্যা তাহারই ধর্ম্মোপপাদিতা ভার্য্যা হইবে! আর যদি এই মদিরেক্ষণা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করে, তাহা হইলে যে দমকে বিনাশ করিবে, এই কন্যা তাহারই ভার্য্যা হইবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সেই তিন জন রাজপুত্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, দম-পার্শ্ববর্ত্তিনী সেই সুন্দরীকে গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে দম-পক্ষীয় কতকগুলি নৃপতি তাহাদিগকে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে অপর কতকগুলি ভূপাল ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং অন্য কেহ কেহ মধ্যস্থতা অবলম্বন করিলেন। ১০—১৭। হে মহামুনে! দম তৎপরে চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সেই সমস্ত ভূপালগণকে অবলোকন করিয়া, অনাকুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন, হে ভূপালগণ! স্বয়ংবরকে যে সকলে ধর্ম্ম কার্য্যের মধ্যে গণনা করিয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা অধর্ম্ম কি ধর্ম্ম? ইহারা যে এই স্বয়ংবরপ্রাপ্তা কন্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করগাছে, যদি স্বয়ংবর অধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয়, তবে তাহাতে আমার কার্য্য নাই,—সে অন্যের ভার্য্যা হইবে, আর যদি উহাকে আপনারা ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় করেন, তবে এই শত্রুলাঞ্ছিত প্রাণ ধারণের আবশ্যক কি? হে মহামুনে! অনন্তর দশার্ণাধিপতি মহারাজ চারুকর্ম্মা সভাস্থল নিঃশব্দ করাইয়া বলিলেন, হে নৃপবর! দম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কথা উত্থাপন করিয়াছেন, আপনারা সেই সম্বন্ধে এরূপ অভিমত প্রকাশ করুন, যাহাতে আমার ধর্ম্ম লোপ না হয়। ১৮—২২। মার্ক-

পরস্পরানুরাগেণ গান্ধর্ব্বো বিহিতো বিধিঃ ॥ ২৩
ক্ষত্রিয়াণাং পরময়ং ন বিট্‌শূদ্রদ্বিজন্মনাম্।
দমমাশ্রিত্য নিষ্পন্নঃ স চাস্যা দুহিতুস্তব ॥ ২৪
ইতি ধর্ম্মাদ্দমস্যৈষা দুহিতা তব পার্থিব।
যোহন্যথা বর্ত্ততে মোহাৎ কামাত্মা সম্প্রবর্ত্ততে
তথাপরে তদা প্রোচুর্মহাত্মানো হি ভূভৃতাম্।
পক্ষে যে ভূভৃতো বিপ্র দশার্ণাধিপতের্ব্বচঃ ॥২৬
মোহাৎ কিমাহর্ধর্ম্মোহয়ং গান্ধর্ব্বঃ ক্ষত্রজন্মনঃ।
ন হ্যেব শাস্তা নান্যো হি রাক্ষসঃ শস্ত্রজীবিনাম্
বলাদিমাং যো হরতি হত্বা তু পরিপন্থিনঃ।
তস্যৈষা ব্যাখ্যৌ রাক্ষসেন বিবাহেনাবনীশ্বরাঃ ॥
প্রধানতর এবোহত্র বিবাহদ্বিতয়ে মতঃ।
ক্ষত্রিয়াণামতো ধর্ম্মো মহানন্দাদিভিঃ কৃতঃ ॥২৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
অথ প্রোচুঃ পুনর্ভূপা যৈঃ পূর্ব্বমুদিতা নৃপাঃ।
পরস্পরানুরাগেণ জাতিধর্ম্মাশ্রিতং বচঃ ॥ ৩০
সত্যং শস্তো রাক্ষসোঽপি ক্ষত্রিয়াণাং পরো বিধিঃ।
কিন্ত্বসৌ জনকস্যাস্যে * কুমার্য্যান্বয়তো বরঃ ॥
হত্বা তু পিতৃসম্বন্ধং বলেন হ্রিয়তে হি যা।
স রাক্ষসো বিধিঃপ্রোক্তো নান্যভর্ত্তৃকরেষ্বিতা
পশ্যতাং সর্ব্বভূপানামনয়া যদ্বৃতো দমঃ।
গান্ধর্ব্বস্তেহ নিষ্পন্নো বিবাহো রাক্ষসোঽত্রকঃ
বিবাহিতায়াঃ কন্যায়াঃ কন্যাত্বং নৈব বিদ্যতে।
কন্যায়াশ্চ বিবাহেন সম্বন্ধঃ পৃথিবীশ্বরাঃ ॥ ৩৪
ত ইমে যে বলাদেনাং দমাদাদাতুমুদ্যতাঃ।
বলিনস্তে যদি ততঃ কুর্ব্বন্তু ন তু সাধু তৎ ॥ ৩৫

...ণ্ডেয় বলিলেন, তখন কতিপয় মহীপাল সেই নরপতিকে বলিলেন, পরস্পরের অনুরাগ দ্বারা গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহ ক্ষত্রিয়গণের পক্ষেই প্রশস্ত; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্রের নহে। দমের সহিতই আপনার এই কন্যার তাদৃশ গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং হে পার্থিব! আপনার এই কন্যা উক্ত ধর্ম্মানুসারে দমেরই ভার্য্যা হইয়াছেন। যে কামাত্মা, সে-ই মোহবশতঃ ইহার বিরোধী হইতেছে। হে বিপ্র! তৎপরে বিপক্ষ রাজগণের পক্ষে যে ভূপালগণ ছিলেন, সেই সকল মহাত্মা দশার্ণাধিপতিকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, ইহারা মোহবশতঃ এ কি বলিতেছে? এই গান্ধর্ব্ব বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ত প্রশস্তই নহে, তদ্ভিন্ন অন্য বিবাহও প্রশস্ত নহে; শস্ত্রজীবিগণের একমাত্র রাক্ষস বিবাহই প্রশস্ত। হে অবনীশ্বরগণ! যে ব্যক্তি বিপক্ষ বিনাশ করিয়া, বলপূর্ব্বক এই কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবে, রাক্ষস-বিবাহ বিধানানুসারে এ পত্নীলাভ তাহারই হইবে! ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধে এই বিবাহদ্বয় মধ্যে যখন রাক্ষস বিবাহই প্রধানতর, তখন মহানন্দ প্রভৃতি রাজপুত্রগণ ধর্ম্ম ব্যবহারই করিয়াছেন।

২৩—২৯। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, যাঁহারা পূর্ব্বে রাজগণ সমক্ষে পরস্পরানুরাগ ও জাতিধর্ম্মবিষয়ক বাক্য বলিয়াছেন, সেই সমস্ত ভূপালগণ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, সত্য বটে, ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে রাক্ষস বিবাহ প্রশস্ত ও শ্রেষ্ঠ বিধি; কিন্তু এই রাজকন্যা পিতার অধীনে থাকিয়া কুমারী অবস্থায় দমকে বররূপে স্বীকার করিয়াছেন। পিতৃপক্ষকে হত ও আহত করিয়া যদি কন্যা হরণ করে, তাহাকেই রাক্ষস বিবাহ বলা যায়; কিন্তু পতি-হস্তগতা কন্যাকে হরণ করিলে তাহা রাক্ষসবিবাহ হইবে না। সমস্ত ভূপালগণের সমক্ষে যখন এই সুমনা দমকেই বরণ করিয়াছেন, তখন এ বিবাহ গন্ধর্ব্ববিধানে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাতে আবার রাক্ষস বিধি কি? বিবাহিতা কন্যার কন্যাত্ব থাকে না; হে নৃপতিগণ! বিবাহের সহিতই কন্যার সম্বন্ধ জানিবেন। যাঁহারা দমহস্ত হইতে বলপূর্ব্বক ইহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহারা বলগৌরবে তাহা করিতে পারেন; কিন্তু তাহা

* 'জনসাকল্যে' ইতি পাঠান্তরং দৃশ্যতে।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তুষ্যাসৌ দমঃ কোপ-কষায়ীকৃতলোচনঃ।
আরোপয়ামাস ধনুর্বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ৩৭
মমাপি ভার্য্যা বলিভিঃ পশ্যতো হ্রিয়তে যদি।
তৎকুলেন ভুজাভ্যাং বা কো গুণঃ ক্লীবজন্মনঃ
ধিগস্ত্রাণি ধিক্‌ শৌর্য্যং ধিক্‌ শরান্‌ ধিক্‌ শরাসনম্‌
ধিগ্‌ ব্যর্থং মে কুলে জন্ম মরুত্তস্য মহাত্মনঃ॥৩৮
যদি ভার্য্যামিমে মূঢ়াঃ সমাদায় বলান্বিতাঃ।
প্রয়ান্তি জীবতো বিক্‌ তাং মম ব্যর্থধনুষ্মতাম্‌
ইত্যুক্তা তান্‌ মহীপালান্‌ মহানন্দমুখান্‌ বলী।
অথাব্রবীৎ তদা সর্ব্বান্‌ মহারিদমনো দমঃ॥৪০
দম উবাচ।
এষাতিশোভনা বালা সর্ব্বাঙ্গী মদিরেক্ষণা।
কিং তস্য জন্মনা ভার্য্যা ন যস্যেয়ং কুলোদ্ভবা॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূপালাস্তথা যত্ত সংযুগে।
যথা নির্জ্জিত্য মামেতাং পত্নীং কুরুত মানিনঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যাভাষ্য ততস্তত্র শরবর্ষমমুঞ্চত।
ছাদয়ন্‌ পৃথিবীপালাংস্তমসেব মহীরুহান্‌॥৪৩
তেঽপি বীরা মহীপালাঃ শর-শক্ত্যষ্টি-মুদ্গরান্‌
মুমুচুস্তৎপ্রযুক্তাংশ্চ দমশ্চিচ্ছেদ লীলয়া। ৪৪
তেঽপি তৎপ্রহিতান্‌ বাণাংশ্চেষাকাসৌ
শরোৎকরান্‌।
চিচ্ছেদ পৃথিবীপালানং নরিষ্যন্তাত্মজো মুনে॥৪৫
বর্তমানে তদা যুদ্ধে দমস্য ক্ষিতিপালকৈঃ।
প্রবিবেশ মহানন্দঃ খড়্গপাণির্যতো দমঃ॥৪৬
তমায়ান্তং দমো দৃষ্ট্বা খড়্গপাণিং মহামৃধে।
মুমোচ শরবর্ষাণি বর্ষাণীব পুরন্দরঃ॥ ৪৭
তদস্ত্রাণি ততস্তানি শরজালানি তৎক্ষণাৎ।
মহানন্দঃ প্রচিচ্ছেদ খড়্গেনাস্তানবক্রমৎ॥ ৪৮
ততো রোষাৎ সমাক্রম্য তং দমস্য তদা রথম্‌।
মহানন্দো মহাবীর্য্যো দমেন যুযুধে সহ॥ ৪৯

সংকার্য্য নহে। ৩০—৩৫। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, দম এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপকষায়িতলোচনে ধনুকে জ্যারোপণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, আমার সম্মুখেই যদি বলিগণ বলপূর্ব্বক আমার ভার্য্যা অপহরণ করে, তাহা হইলে ত আমি ক্লীব হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি,—আমার কুলগৌরব ও বাহুদ্বয়েই বা কি গুণ থাকিল? যদি আমি জীবিত থাকিতে এই মূঢ়গণ বলান্বিত হইয়া আমার ভার্য্যা গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে, তবে আমার অস্ত্র সকল, শৌর্য্য, শরনিচয় ও শরাসনে ধিক্‌ এবং মহাত্মা মরুত্তের বংশে আমার ব্যর্থ জন্মগ্রহণ ও আমার ব্যর্থ ধনুষ্মতাতেও ধিক্‌! বলবান্‌ মহারিদমন দম এই কথা বলিয়া তখন পুনর্ব্বার মহানন্দ প্রভৃতি সমগ্র ভূপালদিগকে বলিতে লাগিলেন,—হে সম্মানিত ভূপালগণ! "এই অতি মনোরমা মদিরেক্ষণা সৎ-কুলোদ্ভবা, সুন্দরী, বালিকা যাহার ভার্য্যা না হইল, তাহার জন্মই বৃথা" তোমরা এইরূপ চিন্তা করিয়া, যাহাতে আমাকে পরাজয়পূর্ব্বক ইহাকে পত্নী করিতে পার, সংগ্রামে সেইরূপ যত্নবান্‌ হও। ৩৬—৪২। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দম এই কথা বলিয়া তখন অন্ধকার দ্বারা বৃক্ষরাজির ন্যায় মহীপালদিগকে আচ্ছাদন করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত মহাবীর মহীপালগণও শর, শক্তি, ঋষ্টি, মুদ্গর প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলেন; দম অবলীলাক্রমে সেই সকল অস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মুনে! তখন সেই মহীপালগণ দমনিক্ষিপ্ত অস্ত্রনিচয় এবং নরিষ্যন্ত-পুত্র দমও তাঁহাদিগের অস্ত্র সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রগণসহ দমের এইরূপ যুদ্ধ হইতেছে, ইত্যবসরে খড়্গহস্তে মহানন্দ দমসম্মুখে প্রবিষ্ট হইলেন। দম এই মহাযুদ্ধস্থলে খড়্গহস্তে তাঁহাকে সমাগত হইতে দেখিয়া ইন্দ্র যেরূপ বারিবর্ষণ করেন, সেইরূপ শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। মহানন্দ তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা তাঁহার শরজাল ও অস্ত্রসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হস্তলাঘব বশতঃ এই কার্য্য এত সত্বর সমাধা করিলেন যে, অন্যান্য ভূপালগণ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। অনন্তর মহাবীর্য্য

বহুধা যুধ্যমানস্ত মহানন্দস্ত লাঘবাৎ।
দমো মুমোচ হৃদয়ে শরং কালানলপ্রভম্ ॥৫০
তং লগ্নমাত্মনোৎকৃষ্য বিভিন্নেন ততো হৃদি।
দমং প্রতি বিচিক্ষেপ মহানন্দোঽসিমুজ্জলম্ ॥
পতন্তঞ্চৈনমুল্কাভং শক্ত্যা চিচ্ছেদ তং দমঃ।
শিরো বেতসপত্রেণ মহানন্দস্ত চাচ্ছিনৎ ॥ ৫২
তস্মিন্ হতে মহানন্দে প্রাচুর্য্যেণ পরাঙ্মুখাঃ।
বভূবুঃ পার্থিবাস্তস্থৌ বপুষ্মান্ কুণ্ডিনাধিপঃ ॥
দমেন যুযুধে চাসৌ বলগর্ব্বমদান্বিতঃ।
দাক্ষিণাত্যমহীপাল-তনয়ো রণগোচরঃ ॥ ৫৪
যুধ্যমানস্ত তস্যোগ্রং করবালং স বৈ লঘু।
চিচ্ছেদ সারথেশ্চৈব শিরঃ সংখ্যে তথা ধ্বজম্
ছিন্নখড়্গো গদাং সোঽথ জগ্রাহ বহুকণ্টকাম্।
তামপ্যস্ত স চিচ্ছেদ করস্থামেব সত্বরঃ ॥ ৫৬
যাবদন্যৎ সমাদত্তে স বপুষ্মান্ বরায়ুধম্।
তাবচ্ছরেণ তং বিদ্ধা দমো ভূমাবপাতয়ৎ ॥৫৭
স পাতিতস্ততো ভূমৌ বিহ্বলাঙ্গঃ সবেপথুঃ।
বিনিবৃত্তমতির্যুদ্ধাদ্বভূব ক্ষিতিপাত্মজঃ ॥ ৫৮
তমালোক্য তথাভূতমযুদ্ধমতিমাত্মবান্।
উৎসৃজ্যাদায় সুমনাং সুমনাঃ প্রযযৌ দমঃ ॥৫৯
ততো দশার্ণাধিপতিঃ প্রীতিমানকরোৎ তয়োঃ
দমস্ত সুমনায়াশ্চ বিবাহং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৬০
কৃতদারো দমস্তত্র দশার্ণাধিপতেঃ পুরে।
স্থিত্বাল্পকালং প্রযযৌ সভার্য্যো নিজমন্দিরম্ ॥
দশার্ণাধিপতিশ্চাসৌ দত্ত্বা নাগাংস্তুরঙ্গমান্।
রথগোঽশ্বখরোষ্ট্রাংশ্চ দাসীদাসাংস্তথা বহূন্ ॥
বস্ত্রালঙ্কারচাপাদি বরোপস্করমাত্মনঃ।
অন্যৈস্তৈশ্চ তথা ভাণ্ডৈঃ পরিপূর্ণং ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দমচরিতে সুমনা-
স্বয়ংবরো নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩ ॥

মহানন্দ রোষভরে দমের রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৩—৪৯। মহানন্দ বহুক্ষণ যুদ্ধ করিলে পর দম অতিশয় লঘুহস্তে তাঁহার হৃদয়ে কালাগ্নি-প্রভ বাণ নিক্ষেপ করিলেন, মহানন্দ হৃদয়লগ্ন সেই বাণ স্বয়ং হৃদয় হইতে উৎপাটন করিয়া, বিভিন্নহৃদয়েই দমের প্রতি উজ্জল অসি নিক্ষেপ করিলেন। দম সেই উল্কাসদৃশ অসি পতিত হইতে না-হইতেই শক্তি দ্বারা ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ বেতসপত্র বাণ দ্বারা মহা-নন্দের মস্তক ছেদন করিলেন। মহানন্দ নিহত হইবামাত্র অধিকাংশ নৃপতিগণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন; কেবল কুণ্ডিনাধিপতি বপুষ্মান অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই দাক্ষি-ণাত্য-ভূপালতনয় বলগর্ব্বমত্ত বপুষ্মান্ রণ আশ্রয়পূর্ব্বক দমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করি-লেন। রণস্থলে দম তৎক্ষণাৎ সেই যুধ্য-মান বপুষ্মানের উগ্র করবাল, সারথির মস্তক এবং ধ্বজা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বপু-ষ্মান্ ছিন্ন-খড়্গ হইয়া বহুকণ্টকযুক্ত গদা গ্রহণ করিলেন। দম সত্বর হইয়া ঐ গদা তাঁহার হস্তে থাকিতে থাকিতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বপুষ্মান্ অন্য উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র, দম তাঁহাকে শর-বিদ্ধ করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। ৫০—৫৭। ক্ষিতিপালতনয় বপুষ্মান্ ভূমি পতিত হইয়া বিহ্বলাঙ্গ ও কম্পিতকলেবর হওয়ায় যুদ্ধের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। মনস্বী দম তাঁহাকে তদবস্থ ও যুদ্ধে অনিচ্ছুক অবলোকন করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক সুমনাকে গ্রহণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে প্রস্থান করি-লেন। অনন্তর দশার্ণাধিপতি প্রীতচিত্তে দম ও সুমনার বিবাহ কার্য্য যথাবিধানে সম্পাদন করিলেন। দম কৃতদার হইয়া দশার্ণাধিপতিপুরে কিয়ৎকাল অবস্থানপূর্ব্বক ভার্য্যাসহ নিজগৃহে গমন করিলেন। দশার্ণাধিপতি তৎকালে বহুসংখ্যক হস্তী বিবিধ অশ্ব, রথ, গো, খর, উষ্ট্র, দাস, দাসী, বস্ত্র, অলঙ্কার, ধনুক প্রভৃতি নানাবিধ বহুমূল্য সামগ্রী যৌতুক প্রদান-পূর্ব্বক ধনরত্নাদি পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। ৫৮—৬৩।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৩

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তাং লব্ধ্বা তথা পত্নীং সুমনাং সুমহামুনে।
প্রণম্য স পিতুঃ পাদৌ মাতুশ্চ ক্ষিতিপাত্মজঃ॥
সা চ তৌ শ্বশুরৌ সুভ্রূর্ননাম সুমনা তদা।
তাভ্যাং তৌ চ তদা বিপ্র আশীর্ভিরভিনন্দিতৌ
মহোৎসবশ্চ সঞ্জজ্ঞে নরিষ্যন্তস্য বৈ পুরে।
কৃতদারে চ সম্প্রাপ্তে দশার্ণাধিপতেঃ পুরাৎ॥
সম্বন্ধিনং দশার্ণেশং জিতাংশ্চ পৃথিবীশ্বরান্।
শ্রুত্বা পুত্রেণ মুমুদে নরিষ্যন্তো মহীপতিঃ॥ ৪
সোঽপি রেমে সুমনয়া মহারাজসুতো দমঃ।
বরোদ্যান-বনোদ্দেশ-প্রাসাদ-গিরিসানুষু॥ ৫
অথ কালেন মহতা রমমাণা দমেন সা।
অবাপ গর্ভং সুমনা দশার্ণাধিপতেঃ সুতা॥ ৬
সোঽপিরাজানরিষ্যন্তো ভুক্তভোগো মহীপতিঃ
বয়ঃপরিণতিং প্রাপ্য দমং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ॥
বনং জগামেন্দ্রসেনা পত্নী চাস্য যশস্বিনী।
বানপ্রস্থবিধানেন স তত্র সমতিষ্ঠত॥ ৮
দাক্ষিণাত্যঃ সুদুর্বৃত্তঃ সংক্রন্দনসুতো বনে।
বপুষ্মান্ স মৃগান্ হন্তুং যযাবল্পপদানুগঃ॥ ৯
স তং দৃষ্ট্বা নরিষ্যন্তং তাপসং মলপঙ্কিলম্।
ইন্দ্রসেনাঞ্চ তৎপত্নীং তপসাতিসুদুর্বলাম্॥১০
পপ্রচ্ছ কস্ত্বং তো বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বা বনেচরঃ
বানপ্রস্থমনু প্রাপ্তো বৈশ্যো বা মম কথ্যতাম্॥
ততো মৌনব্রতী ভূপো ন হি তস্যোত্তরং দদৌ
ইন্দ্রসেনা চ তৎ সর্ব্বমাচষ্টাস্মৈ যথাতথম্॥১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

জ্ঞাত্বা তঞ্চ নরিষ্যন্তং বপুষ্মান্ পিতরং রিপোঃ
প্রাপ্তোঽস্মীতি বদন্ কোপাৎ জটাসু পরিগৃহ্য চ
হা হেতি চেন্দ্রসেনায়াং ক্রন্দন্ত্যাং বাষ্পগদ্গদম্
চকর্ষ কোপাৎ খড্গঞ্চ বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ॥ ১৪

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহামুনে! ক্ষিতি-পালনন্দন দম, সুমনাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া তদনন্তর পিতামাতার পাদবন্দনা করিলেন এবং সুভ্রূ সুমনাও শশ্রূ ও শ্বশুরকে প্রণাম করিলেন। হে বিপ্র! তাঁহারাও উভয়কে আশীর্ব্বাদ-বাক্য দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। কৃতদার দম, দশার্ণাধিপতির নগর হইতে সমাগত হইলে নরিষ্যন্তপুরে মহোৎসব আরম্ভ হইল। মহীপতি নরিষ্যন্ত দশার্ণেশ্বরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং পুত্র কর্তৃক বহু সংখ্যক নৃপতির পরাজয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে রাজপুত্র দম বিচিত্র উদ্যান, বনপ্রদেশ, প্রাসাদ ও গিরিসানু প্রভৃতি স্থানে সুমনা সহ বিহার করিতে লাগিলেন। দমের সহিত এইরূপে বিহার করিতে করিতে কিছুকাল পরে দশার্ণ-রাজ-কন্যা সুমনা গর্ভ গ্রহণ করিলেন। ১—৬। এই সময়ে মহীপতি নরিষ্যন্ত ভোগ-সমূহ উপভোগপূর্ব্বক বয়সের পরিণতি অবস্থা দর্শনে দমকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, যশস্বিনী পত্নী ইন্দ্র-সেনা সহ বনগমন করিলেন এবং তথায় বানপ্রস্থ বিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা দুরাচার দাক্ষিণাত্য-রাজা সংক্রন্দন-পুত্র বপুষ্মান্ অল্পসংখ্যক অনুগামিবর্গে পরিবৃত হইয়া সেই বনে মৃগয়ার্থ উপস্থিত হইল। তথায় মল-পঙ্কিলদেহ, তপস্বী নরিষ্যন্ত এবং তৎপত্নী তপঃকৃশা ইন্দ্রসেনাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কিংবা বৈশ্য, কোন্ জাতি আপনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া বনবাসী হইয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন। ভূপতি মৌনব্রতী থাকায় তাহার উত্তর দিতে পারিলেন না, ইন্দ্রসেনাই তৎ সমীপে যথাযথ সমগ্র বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ৭—১২। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাঁহাকে 'শত্রুর পিতা নরিষ্যন্ত' জানিয়া বপুষ্মান্ "পাইয়াছি" শব্দ উচ্চাচরণপূর্ব্বক কোপে তাঁহার জটাপাশ গ্রহণ করিল। ইন্দ্রসেনা তখন হাহাকার শব্দে বাষ্প-গদ্গদ স্বরে

নির্জ্জিতঃ সমরে যেন যেন মে সুমনা হৃতা।
দমস্তু তস্য পিতরং হনিষ্যেঽহবতু তং দমঃ * ।
যেনাখিলমহীপাল-পুত্রাঃ কন্যার্থমাগতাঃ।
অবধূতা হনিষ্যেঽহং পিতরং তস্য দুর্ম্মতেঃ ॥
যো ধনেষু স্বরূপেণ দমো যস্য দুরাত্মনা।
স দমো বারয়ত্বেষ হন্মি তস্য রিপোর্গুরুম্ ॥১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স দুরাচারো বপুষ্মানবনীপতিঃ।
ক্রন্দন্ত্যামিন্দ্রসেনায়াং শিরশ্চিচ্ছেদ তস্য চ ॥১৮
গতো ধিগ্নিত্যুনিজনা অন্যে চ বনবাসিনঃ।
তমূচুঃ স চ তং দৃষ্ট্বা জগাম স্বপুরং বনাৎ ॥১৯
গতে তস্মিন্ বিনিশ্বস্য সেন্দ্রসেনা বপুষ্মতি।
প্রেষয়ামাস পুত্রস্য সমাপং শূদ্রতাপসম্ ॥ ২০
গচ্ছেথা আশু মে পুত্রং দমং ব্রূহি বচো মম।
অভিজ্ঞো হ্যসি মদ্ভর্ত্তৃ-বৃত্তান্তং প্রোচ্যতেঽত্র কিম্
তথাপি বাচ্যঃ পুত্রো মে যদ্ব্রবীম্যতিদুঃখিতা।
লজ্বনামীদৃশীং প্রাপ্তাং বিলোক্যৈতাংমহীপতেঃ॥
স ভর্ত্তাধিকৃতো রাজা চতুর্ণাং পরিপালকঃ।
ত্বমাশ্রমাণাং কিং যুক্তং তাপসান্ যন্ন রক্ষসি ॥
ভর্ত্তা মম নরিষ্যন্তস্তাপসস্তপসি স্থিতঃ।
বিলপন্ত্যাস্তথা নাথো যথা নাস্তি তথা ত্বয়ি ॥২৪
আকৃষ্য কেশেষু বলাদপরাধং বিনা ততঃ।
হতো বপুষ্মতা খ্যাতিমিতি তে ভূপতির্গতঃ ॥২৫
এবং স্থিতে তৎক্রিয়তাং যথা ধর্ম্মো ন লুপ্যতে
তথা চ নৈব বক্তব্যমতোঽস্মাৎ তাপসী হ্যহম্
পিতা বৃদ্ধস্তপস্বী চ নাপরাধেন দূষিতঃ।
নিহতো যেন যৎ তস্য কর্ত্তব্যং তদ্বিচিন্ত্যতাম্

রোদন করিতে লাগিলেন। দুরাচার এই সময়ে কোষ হইতে খড়্গ আকর্ষণপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "যে আমাকে সমরে পরাজিত করিয়াছিল, যে আমার সুমনাকে হরণ করিয়া লইয়াছে, আজ সেই দমের পিতাকে বিনষ্ট করিব, দম আসিয়া রক্ষা করুক। কন্যার্থ সমাগত নিখিল রাজপুত্রগণকে যে অপমানিত করিয়াছে, সেই দুর্ম্মতি দমের পিতাকে অদ্য আমি বধ করিব। যে দুরাত্মা স্বভাবতই যোদ্ধবর্গের দমনকারী, আজ সেই শত্রুর পিতাকে নিহত করিতেছি, দম আসিয়া নিবারণ করুক।" মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই বলিয়া দুরাত্মা ভূপতি বপুষ্মান্ রোদনপরায়ণা ইন্দ্রসেনার সম্মুখেই নরিষ্যন্তের মস্তক ছেদন করিল। তখন মুনিগণ এবং অপরাপর বনবাসী সকলে তাহাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন; সেও নরিষ্যন্তকে তদবস্থ দেখিয়া বন হইতে স্বপুরে প্রস্থান করিল। বপুষ্মান্ প্রস্থান করিলে পর, ইন্দ্রসেনা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া একজন শূদ্র তাপসকে পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, তুমি সত্বর যাইয়া আমার পুত্র দমকে আমার কথা বল। তুমি আমার স্বামীর সমুদায় বৃত্তান্তই অবগত আছ, সুতরাং তোমাকে আর এ বিষয়ে কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। তথাপি মহীপতির উপস্থিত ঈদৃশী অবমাননা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া আমি যাহা বলিতেছি, আমার পুত্রকে তাহা সমস্ত বলিবে। "তুমি রাজা,—তুমি চতুরাশ্রমের প্রতিপালক ভর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছ; কিন্তু তুমি যে তাপসদিগকে রক্ষা করিতেছ না, ইহা কি তোমার উপযুক্ত? আমার স্বামী নরিষ্যন্ত তপস্বী হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন; তুমি রক্ষাকর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিতেও অনাথের ন্যায় বিনা অপরাধে তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া, আমার বিলাপবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে বপুষ্মান্ তাঁহাকে নিহত করিয়াছে। তোমার সম্বন্ধে এই হইল যে, তুমি রাজা হইয়া এইরূপ খ্যাতি লাভ করিলে! এই অবস্থায় যাহাতে ধর্ম্মলোপ না হয়, তদুপযুক্ত কার্য্য কর; আমি তাপসী, ইহার অধিক আর আমার বলা উচিত নহে। তোমার পিতা একে বৃদ্ধ, তাহাতে তপস্বী, অথচ তিনি কোন অপরাধেই অপরাধী নহেন; এরূপ অবস্থায় যে তাঁহাকে বধ করি-

---

* [illegible] মম ইতি বা পাঠঃ।

সন্তি তে মন্ত্রিণো বীরাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ*
তৈঃ সহালোচ্য যৎ কার্য্যমেবম্ভূতে কুরুষ তৎ
নাস্মাকমধিকারোঽত্র তাপসানাং নরাধিপ।
কুরুষ্বৈতদিতীত্থং ত্বমেবং ভূপতিভাষিতম্॥২৯
বিদূরথস্য জনকো যবনেন যথা হতঃ।
তথায়ং তব পুত্রস্য কুলং তেন বিনাশিতম্॥৩০
জম্ভস্যাসুররাজস্য পিতা দষ্টো ভুজঙ্গমৈঃ।
তেনাপ্যখিলপাতাল-বাসিনঃ পন্নগা হতাঃ॥৩২
পরাশরেণ পিতরং শক্তিঞ্চ রক্ষসা হতম্।
শ্রুত্বাগ্নৌ পাতিতং কৃৎস্নং রক্ষসামভবৎ কুলম্
অন্যস্যাপি স্ববংশস্য লজ্জনা ক্রিয়তে হি যা।
তাং নালং ক্ষত্রিয়ঃ সোঢ়ুং কিং পুনঃ পিতৃ-
মারণম্॥৩৩
নায়ং পিতা তে নিহতো নাস্মিন্ শস্ত্রং নিপা-
তিতম্।

* সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগা ইতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ

ত্বামত্র নিহতং মন্যে ত্বয়ি শস্ত্রং নিপাতিতম্॥
বিভেত্যস্য হি কঃ শস্ত্রং ন্যস্তং যেন বনৌকসাম্
তব ভূপস্য পুত্রস্য মারিতে তু বিভেতু বা॥৩৫
তবেয়ং লজ্জনা যুক্তা যদস্মিংস্তৎ সমাচর।
বপুষ্মতি মহারাজ সভৃত্য-জ্ঞাতি-বান্ধবে॥৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি সংক্রান্তসন্দেশামিন্দ্রদাসং বিসৃজ্য তম্।
পতিদেহমুপাশ্লিষ্য বিবেশাগ্নিং মনস্বিনী॥৩৭

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দমচরিতে চতু-
স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৩৫॥

যাছে, এক্ষণে তাহার সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা কর। তোমার শাস্ত্রবেত্তা বীর মন্ত্রিগণ রহিয়াছেন; তাঁহাদিগের সহিত আলোচনা করিয়া এই অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য, তাহার বিধান কর। ১৩—২৭। হে নরাধিপ! তোমার পিতা মহারাজ নরিষ্যন্ত মৃত্যুকালে বলিয়াছেন যে, "আমরা তাপস, এ বিষয়ে আমাদিগের কোন অধিকার নাই; তুমিই ইহার প্রতিকার করিও" বিদূরথের পিতা যেমন্ যবনকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হে পুত্র! তোমারও পিতাকে বধ করিয়া বপুষ্মান্ তোমার কুল বিনষ্ট করিয়াছে। অসুররাজ জম্ভের পিতা ভুজঙ্গদষ্ট হইলে জম্ভ, সমগ্র পাতালবাসী পন্নগদিগকে নিহত করিয়াছিল এবং রাক্ষস কর্ত্তৃক, পিতা শক্তি নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া পরাশর সমুদায় রাক্ষসকুল অগ্নিতে পাতিত করিয়াছিলেন। স্ববংশীয় অন্য কাহারও অবমাননা হইলে, ক্ষত্রিয় যখন তাহাও সহ্য করিতে পারে না, তখন পিতৃবধের কথা আর কি বলিব? ২৮—৩৩। আমার বিবেচনায় তোমার পিতা নিহত হন নাই, তাঁহার প্রতি শস্ত্রপাতও হয় নাই; ইহাতে তুমিই নিহত হইয়াছ এবং তোমার উপরেই শস্ত্র নিপাতিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বনবাসীদিগের উপর শস্ত্র-নিক্ষেপ করে, তাহাকে কে ভয় করে? তাহার আবার পৌরুষ কি? সে পাপী। তুমি তাঁহার পুত্র ও রাজা; তুমি যদি শত্রুকে বিনাশিত কর, তবে সকলেই তোমাকে ভয় করিবে। তাহার অন্যথা হইলে কেহই তোমাকে ভয় করিবেন না; সুতরাং তোমার রাজ্যশাসনেও ব্যাঘাত ঘটিবে। এ অপমান তোমারই হইয়াছে; অতএব হে মহারাজ! ভৃত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণসহ বপুষ্মানের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কর। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মনস্বিনী ইন্দ্রসেনা ইন্দ্রদাসকে এই সকল কথা বলিয়া বিদায় দিয়া পতিদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক অনলে প্রবেশ করিলেন। ৩৪—৩৭।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥১৩৪॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইন্দ্রসেনাসমাজ্ঞপ্তঃ স গত্বাশূদ্রতাপসঃ।
সমাচষ্টে যথাপ্রোক্তং দমায় নিধনং পিতুঃ॥ ১
তাপসেন সমাখ্যাতে দমস্তেন পিতুর্বধে।
ক্রোধেনাতীব জজ্বাল হবিষেবাগ্নিরুদ্ধতঃ॥ ২
স তু ক্রোধাগ্নিনা ধীরো দহ্যমানো মহামুনে।
করং করেণ নিষ্পিষ্য বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৩
অনাথ ইব মে তাতো ময়ি পুত্রে তু জীবতি।
ঘাতিতঃ সুনৃশংসেন পরিভূয় কুলং মম॥ ৪
ন্যায়বাদো জনে তস্যাপ্যেষ ক্লৈব্যাৎক্ষমাম্যহম্
দুর্বৃত্তশাস্তো শিষ্টানাং পালনেঽধিকৃতা বয়ম্।
পিতরঞ্চাপি নিহতং দৃষ্ট্বা জীবন্তি শত্রবঃ॥ ৫
তৎ কিমেতেন বহুনা হা তাতেতি চ কিং পুনঃ
বিলাপেনাত্র যৎ কৃত্যং তদেষোঽত্র করোম্যহম্
যদ্যহং তস্য রক্তেন দেহোত্থেন বপুষ্মতঃ।
ন করোমি গুরোস্তৃপ্তিং তৎ প্রবেক্ষ্যে হুতাশনম্
তচ্ছোণিতেনোদককর্ম্ম তস্য
তাতস্য সংখ্যে বিনিপাতিতস্য।
মাংসেন সম্যগ্‌দ্বিজভোজনঞ্চ
ন চেৎ প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনং তৎ॥ ৮
সাহায্যমস্যাসুর-দেব-যক্ষ-
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।
কুর্ব্বন্তি চেৎ তানপি চাস্ত্রপূগৈ-
র্ভস্মীকরোম্যেষ রুষা সমেতঃ॥ ৯
নিঃশৌর্য্যমাধার্ম্মিকমপ্রশস্তং
তং দাক্ষিণাত্যং সমরে নিহত্য।
ভোক্ষ্যে ততোঽহং পৃথিবীঞ্চ কৃৎস্নাং
বহ্নিং প্রবেক্ষ্যাম্যনিহত্য তং বা॥ ১০
সুদুর্ম্মতিং তাপসবৃদ্ধমৌনিনং
বনস্থিতং শান্তবচোবিবিগ্রম্।
হন্তাহমস্যাখিলবন্ধুমিত্র-
পদাতি-হস্ত্যশ্ব-বলৈঃ সমেতম্॥ ১১

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, শূদ্র-তাপস, ইন্দ্রসেনা কর্ত্তৃক এইরূপে আজ্ঞপ্ত হইয়া দমসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পিতার নিধন সংবাদ ও রাজ্ঞী ইন্দ্রসেনা যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বর্ণন করিল। তাপস পিতৃবধ-বৃত্তান্ত অদ্যোপান্তকীর্ত্তন করিলে দম,ঘৃতাহুতি দ্বারা উদ্ধত অগ্নির ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। হে মহামুনে! তিনি স্বভাবতঃ ধীর হইলেও তখন ক্রোধাগ্নিতে দহ্যমান হইয়া কর দ্বারা কর নিষ্পেষণপূর্ব্বক এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন,—আমি পুত্র জীবিত থাকিতে বংশের অবমাননাপূর্ব্বক নৃশংস আমার পিতাকে অনাথের ন্যায় নিহত করিয়াছে। আমরা দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনে নিযুক্ত আছি, কিন্তু আমি পিতাকে নিহত দেখিলেও আমার শত্রুগণ এখনও জীবিত রহিয়াছে; সুতরাং আমি ক্লীবের ন্যায় তাহাকে ক্ষমা করিতেছি, এই-রূপ জনাপবাদ অবশ্য উপযুক্তই বলিতে হইবে। অতএব অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি এবং 'হা তাত' বলিয়া বিলাপ করিলেই বা কি হইবে? এখন যাহা কর্ত্তব্য, তাহা এই আমি করিতেছি। যদি আমি বপুষ্মানের দেহোত্থিত রক্তে পিতার তর্পণ না করি, তাহা হইলে অনলে প্রবেশ করিব। যুদ্ধে তাহাকে নিপাতিত করিয়া তাহার শোণিত দ্বারা মৃত পিতার উদককর্ম্ম এবং মাংস দ্বারা দ্বিজগণকে (রক্ষকুল-সম্ভূত) ভোজন করাইতে না পারিলে, আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। অসুর, দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর এবং সিদ্ধসমূহও যদি তাহার সাহায্য করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকেও আমি সরোষে অস্ত্রাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিব। সেই শৌর্য্যহীন, অধার্ম্মিক, নিন্দিত দাক্ষিণাত্যকে সমরে নিধন করিয়া পরে আমি সমগ্র পৃথিবী ভোগ করিব অথবা তাহার নিধনে অসমর্থ হইয়া অগ্নি-প্রবিষ্ট হইব। ১—১০। আমার বনস্থিত,

এষোঽহমাদায় ধনুঃ সখড়্গো
রথী তথৈবারিবলং সমেত্য।
করোমি বৈ যৎ কদনং সমস্তাঃ
পশ্যন্তু মে দেবগণাঃ সমেতাঃ ॥ ১২
যো যঃ সহায়ো ভবিতাস্য তস্য
ময়া সমেতস্য রণায় ভূয়ঃ।
তস্যাশু নিঃশেষকুলক্ষয়ায়
সমুদ্যতোঽহং নিজবাহুসৈন্যঃ ॥ ১৩
যদি কুলিশকরোঽস্মিন্ সংযুগে দেবরাজঃ
পতৃপতিরথ চোগ্রং দণ্ডমুদ্যম্য কোপাৎ।
ধনপতি-বরুণার্কা রক্ষিতুং তং যতন্তে
নিশিতশরবরৌঘৈর্ঘাতয়িষ্যে তথাপি ॥ ১৪
নিয়তমতিরদোষঃ কাননাখণ্ডলোকো
নিপতিতফলভক্ষ্যঃ সর্ব্বভূতেষু মৈত্রঃ।

মৌনব্রতী, তপোনিরত বৃদ্ধ পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া শান্তবাক্য প্রয়োগ করিলেও যে দুর্ম্মতি তাঁহাকে নিধন করিয়াছে; আমি অদ্য নিখিল বন্ধু, মিত্র, পদাতি, হস্তী, অশ্ব ও বল সমেত তাহাকে বিনাশ করিব। আমি অদ্য খড়্গ ও ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণে শত্রুসৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের যেরূপ সংহার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা সমবেত সমস্ত দেবগণ অবলোকন করুন! অদ্য সে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, যে যে তাহার সহায় হইবে, আমার এই স্বীয় বাহুরূপ সৈন্য দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহারও নিঃশেষরূপে কুলক্ষয় করিবার নিমিত্ত আমি সমুদ্যত হইলাম। এই যুদ্ধস্থলে বজ্রহস্তে ইন্দ্র, সকোপে উগ্রদণ্ড উদ্যত করিয়া যম অথবা কুবের, বরুণ ও সূর্য্যও যদি তাহাকে রক্ষা করিতে যত্ন করেন, তথাপি শাণিত শ্রেষ্ঠ শরসমূহ দ্বারা তাহার বিনাশ সাধন করিব! আমি প্রতাপশালী পুত্র বর্ত্তমান থাকিতেও যে আমার সংযতচিত্ত, নির্দ্দোষ, কাননবাসী, নিপতিতফলমাত্রোপজীবী ও সর্ব্বপ্রাণীতে

প্রভবতি ময়ি পুত্রে হিংসিতো যেন তাতঃ
পিশিতরুধিরতৃপ্তাস্তস্য সন্তু গৃধ্রাঃ ॥ ১৫

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দমচরিতে পঞ্চ-
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫ ॥

ষট্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। *
ইতি প্রতিজ্ঞায় তদা নরিষ্যন্তসুতো দমঃ।
কোপামর্ষবিরক্তাক্ষঃ শ্মশ্রুমাবৃত্য পাণিনা ॥ ১

মৈত্রীপর পিতাকে বিনাশ করিয়াছে; অদ্য তাহার মাংস ও রুধির দ্বারা গৃধ্রকুল তৃপ্তি লাভ করুক। ১১—১৫।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৩৫॥

ষট্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নরিষ্যন্ত-পুত্র দম এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, কোপ ও অমর্ষ ভরে ঘূর্ণিত লোচনে হস্ত দ্বারা শ্মশ্রু আবরণপূর্ব্বক

ইতঃ পরং—
দমেন রাজ্ঞা ইত্যুক্তে পিতুঃ শত্রুঃ পলায়িতঃ।
মৎপিতা তাপসোঽনেন তপ্যতাং নির্ভয়ং মহৎ
পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা কিঞ্চিন্নোক্তং দমেন তান্ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এতৎ সর্ব্বমুপাখ্যানং ধর্ম্ম্যং স্বর্গাপবর্গদম্।
যঃ শৃণোতি পঠেদ্বাপি সিদ্ধং তস্য সমীহিতম্ ॥
আধিব্যাধিজদুঃখেন কদাচিন্নাভিযুজ্যতে।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
সন্তঃ সুজনমিত্রাণি ভবন্তি হিতবুদ্ধয়ঃ।
নারয়ঃ সম্ভবিষ্যন্তি দস্যবো বা কদাচন ॥
সদর্থো মিষ্টভোগী চ দুর্ভিক্ষৈর্নাবসীদতি।
পরদার-পরদ্রব্য-পরহিংসাদিকিল্বিষৈঃ ॥
মুচ্যতেঽনেকদুঃখেভ্যো নিত্যঞ্চৈবোরগোত্তম
ঋদ্ধির্বৃদ্ধিঃ স্মৃতিঃ শান্তিঃ শ্রীঃ পুষ্টিস্তুষ্টিরেব চ ॥

হা হতোঽস্মীতি পিতরং ধ্যাত্বা দৈবং বিনিন্দ্য চ
প্রোবাচ মন্ত্রিণঃ সর্ব্বানানিনায় পুরোহিতম্ ॥ ২

দম উবাচ।

যদদ্য যুক্তং তদ্‌ব্রূত তাতে প্রাপ্তে সুরালয়ম্
শ্রুতং ভবদ্ভির্যৎ প্রোক্তং তেন শূদ্রতপস্বিনা ॥৩
বৃদ্ধস্তপস্বী স নৃপো বানপ্রস্থে ব্রতে স্থিতঃ।
মৌনব্রতধরঃ শান্তা মন্মাত্রা চেন্দ্রসেনয়া ॥ ৪
প্রোক্তং সম্পৃষ্টয়া সর্ব্বং তথা তথ্যং বপুষ্মতে।
স চ খড়্গং সমাকৃষ্য তথা সব্যেন পাণিনা ॥ ৫
কৃত্বা জঘান দুষ্টাত্মা লোকনাথমনাথবৎ।
মাতা চ মাং সমুদ্দিশ্য ধিক্‌শব্দং কুর্ব্বতী সতী।
মন্দভাগং গতশ্রীকং প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্।
সমালিঙ্গ্য নরিষ্যন্তং প্রবিষ্টা ত্রিদশালয়ম্ ॥ ৭
সোঽহমদ্য করিষ্যামি যন্মে মাতুরুদীরিতম্।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতং সৈন্যঞ্চ পরিকল্প্যতাম্ ॥ ৮
অনির্বার্য্য পিতুর্বৈরমহত্বা পিতৃঘাতকম্।
অকৃত্বা চ বচো মাতুর্জীবিতুং কিমিহোৎসহে ॥৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মন্ত্রিণস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা হা হেত্যুক্তা তথা চ তৎ।
কৃতবন্তো বিমনসঃ সভৃত্যবলবাহনাঃ ॥ ১০
নির্যযুঃ সপরীবারাঃ খড়্গশক্ত্যষ্টিপাণয়ঃ। *
গৃহীত্বা চাশিষো বিপ্রাৎ ত্রিকালজ্ঞাৎ পুরোধসঃ
অহিরাড়িব নিশ্বস্য দমঃ প্রায়াদ্বপুষ্মতম্।
সীমাপালাদিসামন্তান্ নিঘ্নন্ যাম্যদিশি ত্বরন্

"হা হতোঽস্মি" বলিয়া পিতার চিন্তা ও দৈবের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তৎপরে পুরোহিতকে আনয়নপূর্ব্বক সমগ্র মন্ত্রিগণসমক্ষে বলিতে লাগিলেন, পিতা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, শূদ্র-তপস্বী যাহা বলিল, আপনারা তৎসমস্ত অবগত হইয়াছেন। এখন যাহা কর্ত্তব্য, আপনারা তাহা বলুন। সকলের শান্তা সেই নৃপ বৃদ্ধাবস্থায় বানপ্রস্থ ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্বী হইয়া মৌনব্রতী ছিলেন; বপুষ্মান্ জিজ্ঞাসা করিলে, আমার মাতা ইন্দ্রসেনা, বপুষ্মানকে সমগ্র সত্য পরিচয় দেন। তখন সেই দুরাত্মা খড়্গ আকর্ষণপূর্ব্বক লোকনাথকে অনাথের ন্যায় বামহস্তে ধারণ করিয়া নিধন করিয়াছে। আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য ও হতশ্রী। আমার সতী মাতা আমার উদ্দেশে ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে আমার পিতা সেই নরিষ্যন্তকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অনলে প্রবেশ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মাতা আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি অদ্য তাহাই করিব। হস্তী, অশ্ব, রথ, ও পদাতি এই চতুরঙ্গসৈন্য সজ্জিত হউক। পিতৃবৈরনির্য্যাতন, পিতৃঘাতককে বিনাশ এবং মাতৃআজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া জীবনধারণে কিরূপে উৎসাহী হইব? ১—৯। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মন্ত্রিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে হাহাকার শব্দে শোক প্রকাশ করিয়া বিমনস্কভাবে নৃপতির আদেশানুরূপ কার্য্য করিলেন এবং তাঁহার ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনের সহিত খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টি হস্তে সপরিবারে নির্গত হইলেন। দমও ত্রিকালজ্ঞ বিপ্র পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, উরগরাজের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ-

---

নিত্যং তস্য ভবেদ্বিপ্র যঃ শৃণোতি কথামিমাম্
মার্কণ্ডেয়পুরাণমেতদখিলং শৃণ্বন্নশোচ্যঃ পুমান্
যো বা সম্যগুদীরয়েদ্রসময়ং শোচ্যো ন সোঽপি দ্বিজ।
যোগজ্ঞানবিশুদ্ধসিদ্ধিসহিতঃ স্বর্গাদিলোকেঽপ্যসৌ
শক্রাদ্যৈশ্চ সুরাদিভিঃ পরিবৃতঃ স্বর্গে সদা পূজ্যতে॥
পুরাণমেতচ্ছ্রুত্বা চ জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতম্।
বিমানবরমারুহ্য স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥

ইতি সার্দ্ধং পদ্যাষ্টকমেতৎপুরাণসমাপ্তিবাক্যান্তং মুদ্রিতপুস্তকয়োর্দৃষ্টমপ্যাকাঙ্ক্ষানিরাসাভাবাদসঙ্গততয়া হস্তলিখিতপুস্তকেষনক্তয়া চান্যাস্বাভির্নাতর্দুং সঙ্গতবেশি।

---

* পুরস্কৃত্য ইমং নৃপমিতি রুচিৎ পাঠঃ।

সংক্রন্দনসুতেনাপি দমো জ্ঞাতো বপুষ্মতা।
আয়াতঃ সপত্নীবারঃ সামাত্যঃ সপরিচ্ছদঃ ॥১৩
অকম্পিতেন মনসা স্বসৈন্যান্যাদিদেশ হ।
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস নির্গম্য নগরাদ্বহিঃ ॥ ১৪
ত্বং শীঘ্রতরমাগচ্ছ নরিষ্যন্তঃ প্রতীক্ষতে।
সভার্য্যঃ ক্ষত্রবন্ধো ত্বং সমায়াহি মমান্তিকম্ ॥১৫
এতে মদ্বাহুনির্মুক্তাঃ পীতা বাণাঃ শিলাশিতাঃ
ভিত্ত্বা শরীরং সংগ্রামে পাস্যন্তি রুধিরং তব ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শ্রুত্বা দমস্ত তৎ সর্ব্বং দূতপ্রোক্তং যযৌ ত্বরন্।
স্মৃত্বা প্রতিজ্ঞাং পূর্ব্বোক্তাং নিশ্বসন্নুরগো যথা
আহুয় সমরে চৈনং পুমান্ স ন বিকত্থতে।
ততো যুদ্ধমভীবাসীদ্দমস্ত চ বপুষ্মতঃ ॥ ১৮
রথী চ রথিনা নাগো হস্তিনা হয়িনা হয়ী।
অমুযুধ্যত বিপ্রর্ষে স যুদ্ধমনুলোহভবৎ ॥ ১৯
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং সিদ্ধগন্ধর্ব্বযজ্বিনাম্।
চকম্পে বসুধা ব্রহ্মন্ যুধ্যমানে দমে ক্রুধা ॥২০
ন গজো ন রথী নাশ্বস্তস্য বাণসহস্তু যঃ।
ততো দমেন যুযুধে সেনাধ্যক্ষো বপুষ্মতঃ ॥২১
হৃদি বিব্যাধ চ দম ইষুণা গাঢ়মন্তিকে।
তস্মিন্ নিপতিতে সৈন্যং পলায়নপরং যযৌ।
সস্বামিকং ততঃ প্রাহ দমঃ শমদমস্তথা ॥ ২২

দম উবাচ।

ক যাহি দুষ্ট পিতরং ঘাতয়িত্বা তপস্বিনম্।
অশস্ত্রঞ্চ তপস্যন্তং ক্ষত্রিয়োঽসি নিবর্ত্ততাম্ ॥২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো নিবর্ত্ত্য স দন্তো যোধয়ামাস সানুজঃ।
সপুত্রঃ সহ সম্বন্ধি-বান্ধবৈর্যুযুধে রথী ॥ ২৪
ততঃ শরাসনান্মুক্তৈর্বাণৈর্ব্যাপ্তং নভো দিশঃ।

পূর্ব্বক, সীমাপালাদি সামন্তগণকে বিনাশ করিতে করিতে সত্বরপদে দক্ষিণদিকে বপুষ্মান্ উদ্দেশে গমন করিলেন। পরিবার, পরিচ্ছদ ও অমাত্যগণসহ যোদ্ধবেশে দম আসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া সংক্রন্দন-পুত্র বপুষ্মান্‌ও অবিচলিত-চিত্তে স্বীয় সৈন্য-গণকে যুদ্ধের জন্য আদেশ প্রদান করিল এবং নগর হইতে বহির্গত হইয়া এই বলিয়া দূত প্রেরণ করিল যে, রে ক্ষত্রিয়াধম! তুই অতি সত্বর আগমন কর্। সভার্য্য নরিষ্যন্ত তোর্ প্রতীক্ষা করিতেছে; অতএব সত্বর তুই আমার নিকট আগমন কর্। এই সমস্ত দত্তপান শিলাশাণিত বাণ আমার বাহুনির্ম্মুক্ত হইয়া সংগ্রামস্থলে তোর শরীর ভেদ করত রুধির পান করিবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, দম দূতবাক্য শ্রবণে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া উরগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ত্বরিতপদে গমন করিলেন এবং তাহাকে সমরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যে প্রকৃত পুরুষ, সে কখন আত্মশ্লাঘা করে না।" তদনন্তর দম এবং বপুষ্মানের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রথীর সহিত রথী, হস্তীর সহিত হস্তী এবং অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহী, যুদ্ধ করিতে লাগিল। হে বিপ্রর্ষে! সর্ব্ব-দেবগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও যাগশীলগণ দেখিতে লাগিলেন; তাঁহাদের সমক্ষে এইরূপে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে ব্রহ্মন্! দম সক্রোধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে বসুধা কম্পিত হইতে লাগিল। ১০—২০। এমন কোন গজ, অশ্ব বা রথী ছিল না, যে তাঁহার বাণ সহ্য করিতে পারে। বপুষ্মানের সেনা-পতি দমের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, দম বাণ দ্বারা তাহার হৃদয়দেশ গাঢ়রূপে বিদ্ধ করি-লেন। সেনাপতি পতিত হইবামাত্র বপুষ্মান্ সহ সমগ্র সৈন্য পলায়নপর হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। তখন শত্রুগণের শান্তি-বিনাশক দম বলিতে লাগিলেন, রে দুষ্ট! তুই আমার শস্ত্র-বিহীন তপস্বী পিতাকে নিধন করিয়াছিস্, এখন কোথায় পলায়ন করিতেছিস্? তুই ক্ষত্রিয়, নিবর্ত্তিত হ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর বপুষ্মান্ অনুজ, পুত্র, সম্বন্ধী এবং বান্ধবগণ সহ নিবৃত্ত হইয়া রথারোহণে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন বপুষ্মান্ শরাসনমুক্ত শরসমূহ দ্বারা আকাশ

দমশ্চ সরথং সাশ্বং বাণজালৈরপূরয়ৎ ॥২৫
ততঃ পিতৃবধোত্থেন কোপেন স দমস্তথা।
চিচ্ছেদ তান্ শরাংস্তেষাং বিব্যাধাঙ্গেষু তানপি।
একৈনৈকেন বাণেন সপ্ত পুত্রাংস্তথানুজান্।
সম্বন্ধিনস্তথা মিত্রাণ্যনয়দ্যমসাদনম্ ॥ ২৭
বপুষ্মান্ স রথী ক্রোধান্নিহতাত্মজবান্ধবঃ।
যুযুধে চ দমেনাজৌ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ॥ ২৮
চিচ্ছেদ তস্য তান্ বাণান্ স চাস্য চ মহামুনে।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ পরস্পরবধৈষিণৌ ॥ ২৯
পরস্পরশরাঘাত-বিচ্ছিন্নধনুষৌ তথা।
গৃহীতখড়্গাবুত্তীর্য্য চিক্রীড়াতে মহাবলৌ ॥ ৩০
দমঃ ক্ষণং নৃপং ধ্যাত্বা নিহতং পিতরং বনে।
কেশেষাকৃষ্য চাক্রম্য নিপাত্য ধরণীতলে।
শিরোধরায়াং পাদেন ভুজমুদ্যম্য চাব্রবীৎ ॥৩১

দম উবাচ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা মানুষাঃ সিদ্ধ-পন্নগাঃ।
পাট্যমানং হি হৃদয়ং ক্ষত্রবন্ধোর্বপুষ্মতঃ ॥ ৩২
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবমুক্ত্বা চ স দমো হৃদয়ং পাট্য চাসিনা।
স্নাতুকামশ্চ স সুরৈঃ ক্ষতজেন নিবারিতঃ ॥৩৩
ততশ্চ কারিতস্তস্য রক্তেনৈবোদকক্রিয়াম্।
বপুষ্মতশ্চ মাংসেন পিণ্ডদানং চকার হ ॥ ৩৪
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস-রক্ষঃকুলসমুদ্ভবান্।
আনৃণ্যং প্রাপ্য স পিতুঃ পুনঃ প্রায়াৎ স্বকং পুরম্ ॥ ৩৫
এবংবিধা হি রাজানো বভূবুঃ সূর্য্যবংশজাঃ।
অন্যেঽপি সুধিয়ঃ শূরা যজ্বানো ধর্ম্মকোবিদাঃ
বেদান্তপারগাংস্তাংশ্চ ন সংখ্যাতুমিহোৎসহে।
এতেষাং চরিতং শ্রুত্বা নরঃ পাপাদ্বিমুচ্যতে ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বপুষ্মন্নিধনং নাম ষট্‌ত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

ও দিক্ সকল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং বাণজাল দ্বারা অশ্ব ও রথসহ দমকে আবৃত করিল। ২১—২৫। দমও পিতৃবধ-জনিত কোপে তাহার শর-সমূহ ছেদন করিয়া বিপক্ষ-গণের অঙ্গ শরবিদ্ধ করিলেন এবং এক একটী বাণ দ্বারা তাহার সপ্তপুত্র, অনুজ, সম্বন্ধী ও মিত্রদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। রথী বপুষ্মান্‌ও আত্মজ বান্ধবের নিধন জন্য দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পসম শর-সমূহ দ্বারা দমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। দম সেই সকল বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং বপুষ্মান্‌ও দম-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল ছেদন করিতে লাগিল। হে মহামুনে! এইরূপে অতিশয় ক্রোধ সহকারে পরস্পর পরস্পরের বধ ইচ্ছা করিয়া দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়েই মহাবল; উভয়েই ক্রমে পরস্পরের শরাঘাতে ছিন্নধনু হইয়া উভয়েই খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক উঠিয়া যুদ্ধক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। বনমধ্যে নিহত পিতাকে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দম তাহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাহাকে ধরণীতলে পাতিত করিলেন এবং তাহার গ্রীবাদেশ পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ভুজোত্তোলনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, এই ক্ষত্রিয়াধম বপুষ্মানের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছি; নিখিল দেবগণ, মনুষ্যগণ, সিদ্ধ ও পন্নগগণ তাহা অবলোকন করুন। ২৬—৩২। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই কথা বলিয়া দম অসি দ্বারা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন এবং সেই রক্তে স্নান করিতে উদ্যত হইলে দেবগণ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তাঁহারা সেই রক্ত দ্বারা তাঁহার পিতার উদক-ক্রিয়া করাইলেন। দম, বপুষ্মানের মাংস দ্বারা পিতৃপিণ্ড প্রদান করিলেন এবং রক্ষঃকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন। এইরূপে পিতৃঋণে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। সূর্য্য-বংশে এইরূপ ধীমান্, শৌর্য্যশালী, যাগশীল, ধর্ম্মবেত্তা ও বেদান্তপারগ অন্যান্য অনেক ভূপতি ছিলেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা করা সহজ নহে। ইঁহাদিগের চরিত্র শ্রবণে মানব, পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ৩৩—৩৭।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৩৬॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পক্ষিণ উচুঃ।

ইত্যেবমুক্তা স মুনির্মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
বিসৃজ্য ক্রোষ্টুকিঞ্চাপি চক্রে মাধ্যাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১
অস্মাভিশ্চ শ্রুতং তস্মাদ্যৎ তে প্রোক্তং মহামুনে।
অনাদিসিদ্ধমেতদ্ধঃ পুরা প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা ॥২
মার্কণ্ডেয়ায় মুনয়ে যদুক্তং কথিতং তব।
পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্ ॥৩
পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
আদাবেব কৃতা যে চ প্রশ্না হি চতুরস্তয়া ॥৪
পিতাপুত্রস্য সংবাদস্তথা সৃষ্টিঃ স্বায়ম্ভুবঃ।
তথামনূনামুৎপত্তী রাজ্ঞাঞ্চ চরিতং মুনে ॥৫
অস্মাভিরেতৎ তে প্রোক্তং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি।
এতান্ সর্ব্বান্ নরঃ শৃণ্বন্ পঠন্নপি সভাসু চ।
বিধূয় সর্ব্বপাপানি ব্রহ্মণ্যেব লয়ং ব্রজেৎ ॥৬
অষ্টাদশ পুরাণানি যানি প্রাহ পিতামহঃ।
তেষান্তু সপ্তমং জ্ঞেয়ং মার্কণ্ডেয়ং সুবিশ্রুতম্ ॥৭
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
তথান্যন্নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্ ॥৮
আগ্নেয়মষ্টমং প্রোক্তং ভবিষ্যং নবমং স্মৃতম্।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং নৃসিংহৈকাদশং তথা ॥ ৯
বারাহং দ্বাদশং প্রোক্তং স্কান্দমত্র ত্রয়োদশম্
চতুর্দ্দশং বামনকং কৌর্ম্মং পঞ্চদশং তথা ॥১০
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্।
অষ্টাদশপুরাণানাং নামধেয়ানি যঃ পঠেৎ ॥১১
ত্রিসন্ধ্যং জপতে নিত্যং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ। *
চতুঃপ্রশ্নসমোপেতং পুরাণং মার্কণ্ডসংজ্ঞকম্ ॥১২
শ্রুতেন নশ্যতে পাপং কল্পকোটিশতৈঃ কৃতম্।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি তথান্যান্যশুভানি চ ॥১৩

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পক্ষিগণ বলিল, মহাতপা মার্কণ্ডেয় মুনি এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া ক্রোষ্টুকিকে বিদায় প্রদানপূর্ব্বক মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সমাপন করিলেন। হে মহামুনে! যাহা আপনার নিকট বলিলাম, এই অনাদিসিদ্ধ পুরাণ স্বয়ম্ভু মার্কণ্ডেয় মুনিকে বলিয়াছিলেন; আমরা তাঁহার নিকটেই ইহা শ্রবণ করিয়াছি। আমরা যাহা আপনাকে বলিলাম, এই মনোজ্ঞ, পুণ্য,পবিত্র পুরাণ পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি ও সর্ব্বকামার্থসিদ্ধি হয় এবং মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। আপনি পূর্ব্বে আমাদিগকে যে চারিটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তর এবং পিতাপুত্রের সংবাদ, স্বয়ম্ভুর সৃষ্টি, মনুদিগের উৎপত্তি ও রাজগণের চরিত্রও আমরা আপনাকে বলিয়াছি; এখন আর অন্য কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন? মানব এই সমস্ত শ্রবণ করিলে এবং সভাস্থলে পাঠ করিলে, সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। ১—৩। পিতামহ ব্রহ্মা অষ্টাদশ পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই সুবিখ্যাত মার্কণ্ডেয় পুরাণ—সপ্তম। (১) ব্রাহ্ম, (২) পাদ্ম, (৩) বৈষ্ণব, (৪) শৈব, (৫) ভাগবত, (৬) নারদীয় (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) আগ্নেয়, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, (১১) নৃসিংহ, (১২) বরাহ, (১৩) স্কান্দ, (১৪) বামন, (১৫) কৌর্ম্ম, (১৬) মাৎস্য, (১৭) গারুড় ও তৎপরে (১৮) ব্রহ্মাণ্ড, এই অষ্টাদশ পুরাণের নাম যে ব্যক্তি পাঠ করে এবং ত্রিসন্ধ্যা জপ করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলসদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। চারটী প্রশ্নযুক্ত এই মার্কণ্ডেয় পুরাণ শ্রবণ করিলে, শতকোটী কল্পকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, আর ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ সকল ও অন্যান্য যাবতীয় অমঙ্গল বাতাহত

---

* ইতঃ পরং—
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।
শ্লোকোঽয়ং ক্বচিদধিকো দৃশ্যতে।

তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি তুলং বাতাহতং যথা।
পুষ্করস্নানজং পুণ্যং শ্রবণাদস্য জায়তে ॥১৪
বন্ধ্যা বা মৃতবৎস্যা বা শৃণোতি যদি তত্ত্বতঃ।
সাপি বৈ লভতে পুত্রং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্।
ধনধান্যমবাপ্নোতি স্বর্গলোকং তথাক্ষয়ম্ ॥ ১৫
সুরাপশ্চোগ্রকর্ম্মা চ শ্রুত্বৈতৎ সকলং নরঃ
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১৬*
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং ধনধান্যসুতাদিকম্।
বংশশ্চৈব হ্যবচ্ছেদী প্রাপ্নোতি দ্বিজসত্তম ॥১৭
শ্রুত্বৈতৎ সকলং বিপ্র যৎ কুর্য্যাৎ তন্নিশাময়
অগ্নিং সমাধায় ততো হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥১৮
ধ্যাত্বা পুরাণং গোবিন্দং হৃৎপদ্মে মুনিসত্তম।
পূজাং বপুষ্মতৈর্বেদৈর্গন্ধমাল্যাম্বরৈস্তথা ॥১৯

তুলার ন্যায় বিনষ্ট হয়। ৭—১৪। পুষ্করে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, ইহা শ্রবণেও তাদৃশ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। বন্ধ্যা অথবা মৃতবৎসা মনোযোগসহকারে ইহা শ্রবণ করিলে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র লাভ করিয়া থাকে। ইহার শ্রবণে ইহলোকে ধন, ধান্য এবং পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। সুরাপায়ী বা অন্যান্য উগ্রকর্ম্মাও এই পুরাণ যদি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে, তবে সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত হয়। হে দ্বিজোত্তম! ইহা শ্রবণ করিলে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, ধান্য, পুত্র প্রভৃতি এবং অবিচ্ছিন্ন বংশ প্রাপ্তি হয়। হে বিপ্র! এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া যাহা করিতে হয়, শ্রবণ করুন। পুরাণ শ্রবণের পর অগ্নি স্থাপন করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি হোম করিবে। হে মুনিসত্তম! হৃৎপদ্মে পুরাণরূপী গোবিন্দের ধ্যানপূর্ব্বক, বপুষ্মত বেদমন্ত্রে গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিয়া পরে সপত্নীক পুরাণবাচকের পূজা করিবে। ১৫—

---

* এতৎসার্দ্ধশ্লোকস্থানীয়ং—"শ্রুত্বা ন বালো ম্রিয়তে ন বন্ধ্যা জায়তেঽবলা" ইতি পাঠান্তরং কাচিৎকম্।

বাচকায় ততো দেয়া গৌঃ সবৎসা পয়স্বিনী ॥২০
ভূমিঃ শস্যবতী বিপ্র হিরণ্যং রজতং তথা।
যথাশক্ত্যা চ দাতব্যং নৃপৈর্গ্রামাদিবাহনম্ ॥২১
বাচকং তোষয়িত্বা তু স্বস্তীতি সমুদীরয়েৎ।
অপূজ্য বাচকং যস্তু শ্লোকমেকং শৃণোতি হি ॥
নাসৌ পুণ্যমবাপ্নোতি শাস্ত্রচৌরঃ স্মৃতো বুধৈঃ
ন তস্য দেবাঃ প্রীণন্তি পিতরো নৈব পুত্রকান্
দত্তং শ্রাদ্ধং ন চেচ্ছন্তি স্নানতীর্থফলং ন চ।
লভতে শাস্ত্রচৌরোঽসৌ নিন্দিতো বেদপাঠকৈঃ
মার্কণ্ডেয়সমাপ্তৌ তু হ্যুৎসবং কারয়েদ্বুধঃ।
ধেনুং পয়স্বিনীং দদ্যাৎ সর্ব্বপাপবিমুক্তয়ে ॥ ২৫
বসনানি চ রত্নানি সপত্নীকদ্বিজাতয়ে।
কুণ্ডলে কঞ্চুকোষ্ণীষং শয্যাং সোপস্করামপি ॥
সোপানৎ করকং স্বর্ণ-মুদ্রিকাং সপ্তধান্যকম্।
কাংস্যপাত্রং ভোজনার্থং ঘৃতপাত্রসমন্বিতম্ ॥২৭

—১৯। তৎপরে হে বিপ্র! পুরাণপাঠককে সবৎসা পয়স্বিনী গাভী, শস্যবতী ভূমি, স্বর্ণ ও রৌপ্য যথাশক্তি প্রদান করিবে। রাজা শ্রোতা হইলে, তিনি গ্রাম-বাহনাদিও প্রদান করিবেন। এইরূপে বাচককে সন্তুষ্ট করিয়া 'স্বস্তি' বাক্য উচ্চারণ করিবে। যে ব্যক্তি বাচকের পূজা না করিয়া একটী শ্লোকও শ্রবণ করে, সে পুণ্যলাভ করিতে পারে না। পরন্তু পণ্ডিতগণ তাহাকে শাস্ত্র-চৌর বলিয়া থাকেন; দেবগণ তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া থাকেন; পিতৃগণও সে সকল পুত্রের প্রতি প্রীত নহেন,—তাঁহারা তাঁহাদের প্রদত্ত শ্রাদ্ধও গ্রহণ করেন না এবং বেদ-পাঠক-নিন্দিত সেই শাস্ত্রচৌর স্নান তীর্থ প্রভৃতির ফলও লাভ করিতে পারে না। ২০—২৩। মার্কণ্ডেয় পুরাণ পাঠ সমাপ্ত হইলে বুধগণ উৎসব করিবেন এবং সর্ব্বপাপ বিমুক্তির জন্য সপত্নীক দ্বিজাতিগণকে পয়স্বিনী ধেনু, বসননিচয়, রত্নসমূহ, কুণ্ডল-যুগল, কঞ্চুক (কাঁচুলি), উষ্ণীষ, উপাধানাদিসহ শয্যা, উপানৎ, কমণ্ডলু, স্বর্ণ মুদ্রা, সপ্তধান্য ও ভোজনের জন্য ঘৃতপাত্র-

এবং কৃতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ।
অশ্বমেধসহস্রস্য রাজসূয়শতস্য চ ॥ ২৮
ফলং বৈ সমবাপ্নোতি শ্রুত্বা সম্যগ্বিধানতঃ।
ন চৈব যমভীতিঃ স্যান্ন তস্য নরকাদ্ভয়ম্ ॥ ২৯
সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তঃ পুনাত্যেকোত্তরং কুলম্ ।*
অবিচ্ছিন্নঃ সদা বংশো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩০
স গচ্ছেদিন্দ্রলোকঞ্চ ব্রহ্মলোকং সনাতনম্।
চ্যুতস্তত্তঃ পুনর্নৈব স ভবিষ্যতি মানবঃ ॥ ৩১
পুরাণশ্রবণাদেব পরং যোগমবাপ্নুয়াৎ।
নাস্তিকায় ন দাতব্যং বৃষলে বেদনিন্দকে ॥৩২
গুরুবিদ্বেষকে চৈব তথা ভগ্নব্রতেষু চ।
পিতৃমাতৃপরিত্যাগে সুবর্ণস্তেয়িনে তথা ॥৩৩
ভগ্নমর্য্যাদকে চৈব তথৈব জাতিদূষকে।
এতেষাং নৈব দাতব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥৩৪

সহ কাংস্যপাত্র প্রদান করিবেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপ করিলে মানব কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। যিনি এই পুরাণ সম্যক্‌-বিধানে শ্রবণ করেন, তাঁহার সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। তাঁহার যমভীতি বিদূরিত হয়, নরকভয় বিনষ্ট হইয়া যায়; তিনি স্বয়ং সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া এককালে সমগ্র কুল পবিত্র করেন; তাঁহার বংশ নিশ্চয়ই অবিচ্ছিন্ন থাকে এবং তিনি ইন্দ্রলোক ও সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আর তাঁহাকে মানব জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। একমাত্র পুরাণ শ্রবণ করিলেই উৎকৃষ্ট যোগলাভ সংঘটিত হয়। কিন্তু এই পুরাণ নাস্তিক, শূদ্র, বেদনিন্দক, গুরুদ্বেষী, ভগ্নব্রত, পিতৃমাতৃত্যাগী, সুবর্ণচোর, মর্য্যাদাভঙ্গকারী, ও জাতিদূষক ব্যক্তিগণকে প্রদান করিবে না; এমন কি, প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও দান করিবে না। ঐ সকল ব্যক্তি-

* কৃতকৃত্যো ভবেন্নর ইতি বা পাঠঃ।

লোভাদ্বা যদি বা মোহাদ্ভয়াদ্বাপি বিশেষতঃ।
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি স গচ্ছেন্নরকং ধ্রুবম্ ॥৩৫

জৈমিনিরুবাচ।

ভারতে নাভবদ্‌যন্মে সন্দেহস্ফোটনং দ্বিজাঃ।
তদ্ভবদ্ভিঃ কৃতং মৈত্রাৎ কশ্চিদন্যঃ করিষ্যতি ॥
যূয়ং দীর্ঘায়ুষঃ স্বোচ্ছৈর্নীরোগা বৃত্তিসংযুতাঃ।
সাংখ্যযোগে তথা চাস্তু বুদ্ধিরব্যাভিচারিণী ॥৩৭
পিতৃশাপকৃতাদ্দোষাদ্দৌর্ম্মনস্যং ব্যপৈতু বঃ।
এতাবদুক্ত্বা বচনং স জগাম স্বমাশ্রমম্ ॥৩৮
চিন্তয়ন্ পরমোদারং পক্ষিণাং বাক্যমীরিতম্।
জৈমিনিঃ সুমহাভাগঃ পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্ ॥৩৯

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পুরাণমাহাত্ম্যকীর্ত্তনং নাম সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭ ॥

গণের মধ্যে যদি কেহ লোভে,মোহে বা ভয়বশতঃ এই পুরাণ পাঠ করে, অথবা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করে, কিংবা উক্ত কারণে যদি কেহ তাহাদের নিকট পাঠ করে, তবে তাহার নিশ্চয়ই নরকে গতি হইয়া থাকে। জৈমিনি বলিলেন, হে পক্ষিগণ! মহাভারতে আমার যে সন্দেহ বিনাশ হয় নাই, তোমরা সখ্যভাবে আমার সেই সংশয় বিদূরিত করিলে। অপরে কে আর এরূপ করিতে পারিবে? তোমরা অতিশয় দীর্ঘায়ু, নীরোগ, এবং বৃত্তিযুক্ত হও; তোমাদের বুদ্ধি সাংখ্যযোগে অব্যাভিচারিণী হউক এবং পিতৃশাপ-জনিত দৌর্ম্মনস্য তোমাদের অপগত হউক। মহাভাগ জৈমিনি এই কথা বলিয়া, পক্ষিরূপী দ্বিজোত্তমগণকে পূজা করিয়া তাহাদিগের উদার বাক্য চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। ২৫—৩৯।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৩৭॥

সমাপ্তমিদং মার্কণ্ডেয়পুরাণম্